ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

সূচী

নাট্যগ্রন্থাবলী ঃ

ভূমিকা

ক্ষীরোদপ্রসাদ রঙ্গমঞ্চের খোরাক মেটাতে অনেক নাটক লিখেছিলেন। নাট্যকার হিসেবে ঊনবিংশ-বিংশ শতকের প্রধান চার ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি অন্যতম। অবশ্য গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতলালের পরে তাঁকে স্থান দিতে হয়— তবুও একথা ঠিক যে এই চারজনকে আশ্রয় করেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের তথাকথিত গৌরবের কাল। ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবৎকাল গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ১৯১২-১৩-এর পরে বাংলা রঙ্গমঞ্চে গিরিশযুগের বাতি তিনি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে নাট্যরচনায় প্রবেশ করলেন— ঐতিহাসিকভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ যেখানে থামলেন সেখান থেকে এঁদের আরম্ভ। তাই বাংলা মঞ্চাশ্রয়ী বাণিজ্যিক নাটকের বিবর্তনে এই নাট্যকার একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন।

নাট্যসাহিত্য হিসেবে তাঁর রচনাবলীর মান নিয়ে সমালোচকদের প্রশ্ন আছে। সে বিষয়ে আমি নিশ্চয়ই আমার বক্তব্য পেশ করব। কিন্তু তার আগে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, বাংলা নাট্যসংস্কৃতিতে তাঁর ভূমিকা তাঁর লেখার সাহিত্যগুণের অভাব অনেকটা পূরণ করেছে। বাংলা নাট্যাভিনয় ও প্রয়োগ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমরা গিরিশযুগের পরেই শিশিরযুগের নাম করে থাকি। বিশেষজ্ঞেরা বলে থাকেন, গিরিশ থেকে শিশিরযুগে বাংলা থিয়েটারের অগ্রগতি শুধুই কালগত নয়, মানগত। আর এই শিশির যুগের থিয়েটারে যাঁদের নাটক বেশি অভিনীত হত, তাঁদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম করা যেতে পারে। রঘুবীর, আলমগীর, নরনারায়ণ নাটকগুলিতে মূল ভূমিকায় স্বয়ং শিশিরকুমার নামতেন, এটি একটি সামান্য ঘটনা নয়। লেখক নাটকটিকে এমনভাবে সাজিয়ে তুলতেন যাতে শিশিরবাবু দাপটে অভিনয় করার সুযোগ পান।

যেখানে নাট্যকার স্বয়ং প্রয়োগকর্তা নন, এবং যেখানে একেবারে সাধারণ স্তরের দর্শক মনোরঞ্জন করে মঞ্চ বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনের কথা লেখকের মনে থাকে, সেখানে উচ্চাঙ্গের নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি একটা দুরূহ ব্যাপার। ঐ বাধাগুলির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা যায় না এমন নয়, কিন্তু তা সহজ নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও মঞ্চের বাইরে থেকে থিয়েটারের জন্য নাটক লিখেছেন। তিনি কিন্তু পূর্বোক্ত সীমানা পেরিয়ে এসেছিলেন, যদিও তাঁর নাট্যসাফল্য মাঝারি খানিকটা চলতি হওয়ার পন্থী। এবং যে কোন রকম আপোষ করতে তাঁর বাধেনি।

ভূমিকা

নাট্যশিল্পী হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রধান দুর্বলতা—

১. নাটকীয়তা এবং অতিনাটকীয়তার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা। কি গদ্য, কি পদ্য সংলাপ রচনায় দেখা যায় অভিনেতাদের সুবিধা করে দেবার জন্য, নানা রকমের জোর করা আবেগ ও সেন্টিমেন্ট আমদানি করা হয়েছে। যে ধরনের কথাবার্তা বললে দর্শকদের মধ্যে আবেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হবে, ধীরে ধীরে সুর উঠবে নামবে, স্তরে স্তরে একটা বক্তব্য বিকশিত হয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছবে, তারই জন্য কথার পরে কথা সাজানো। বাক্যের মধ্যে হঠাৎ মোচড় দেওয়া। বিস্ময়ের রসটিকে বাড়াবাড়ি রকমের কাজে লাগাবার চেষ্টা। এমনও ঘটেছে, শুধু নায়ককে বা নামজাদা কোন অভিনেতাকে দুর্দান্ত অভিনয়ের সুযোগ করে দেবার জন্য, নাট্যপ্রয়োজন ডিঙিয়ে গিয়ে সংলাপে বিস্তার ঘটানো হয়েছে। আলমগীরে লেখক নিজেই বই প্রকাশের সময় তারকা চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন— কোন অংশ গুলি বাদ দিলেও নাটকের ক্ষতি হয় না। তা ছাড়া ঘটনা মোড় ঘোরানোর ব্যাপারেও তিনি এই অতিনাটকীয়তা তৈরি করেছেন। যে সব পরিবর্তন চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, ঘটনাধারারও অনিবার্য ফল নয়, তাও এসেছে শুধুই নাট্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

২. ওঁর দ্বিতীয় দুর্বলতা হল, ঘটনার এবং চারিত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে হেতুবাদের একান্ত অভাব। ঘটনার অগ্রগতি তো স্বাধীনভাবে হতে পারে না। মানুষের কার্য হিসাবেই ঘটনার পরে ঘটনা আসে— তার মধ্য দিয়ে জীবনের একটা রূপ তৈরি হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকীয় চমক এবং উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য কোনরূপ হেতুবাদের অপেক্ষা করেন নি। ঠিক ঠিক এই কাজটাই যাত্রার আসরে করা হয় দর্শক সাধারণকে মাতিয়ে তোলার জন্য। এই আবেদন খানিকটা শারীরিক, বোধ ও মননের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই বলে শিল্প হিসেবে মানটা খুব উঁচুতে উঠতে পারে না।

কিন্তু এর মধ্যেও নাট্যকার কয়েকটি লেখায় এমন কিছু সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে গভীরতর জিজ্ঞাসার পরিচয় আছে। শিল্পমূল্য আংশিক হলেও তা অস্বীকার করাটা দুর্নিবার হয়ে যায়।

নাট্যকার যখন হাস্যাশ্রয়ী কল্পনামুখ্য লঘুরসের নাটক লিখেছেন তখন পূর্বে উল্লিখিত দোষগুলিই ধর্ম হয়ে উঠেছে। যেগুলি অন্যত্র নাট্যাবেদনের পক্ষে বিঘ্নকর, সেগুলিই এখানে রচনাটিকে উপভোগ্য করে তুলবার উপাদান হয়ে ওঠে। তার চূড়ান্ত নিদর্শন অবশ্য একটিমাত্র লেখায়— 'আলিবাবা'য়। কেউ কেউ আলিবাবার গানগুলি গিরিশচন্দ্র লিখে দিয়েছিলেন বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। শুধু বলার দ্বারা কিছু প্রমাণ হয় না সেরূপ হলে ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবার জন্য প্রাপ্য প্রশংসায় কিছু সংকোচন ঘটবে। না হলে আলিবাবাকে বাংলা ভাষার এই

শ্রেণীর রচনার মধ্যে সেরা বলে মনে করতেই হয়। আলিবাবায় ঘটনা এবং সমস্যা যেন হাসি মজা আর গানের সুরের উপর দিয়ে পিছলে চলে যায়। কিছু তরল দায়িত্বহীন প্রমোদ থেকে যায়। নাটকে-এটা কিছু কম পাওয়া নয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ নরনারায়ণ এবং আলমগীর, তাঁর এই দুটি প্রধান সিরিয়াস নাটকে দুটি দুর্দমনীয় ব্যক্তিত্বের ট্রাজিক চিত্র এঁকেছেন। কর্ণের ক্ষেত্রে ভক্তিরসের বাড়াবাড়িতে এবং আলমগীরে হিন্দু-মুসলমান মিলনজনিত আদর্শ-প্রচারের অতি উৎসাহে তা অনেকটা লক্ষ্যচ্যুত হলেও, নাট্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্বের অবক্ষয়কে পাঠক-দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন। এটুকুই ক্ষীরোদপ্রসাদের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের পাওনা। হয়তো খুব বেশি নয়। তবুও তা ইতিহাসের সত্য। বাংলা নাটকের মঞ্চাশ্রয়ী গৌরবের কালে আমাদের শক্তি দুর্বলতা প্রবণতা— সব কিছুকে বুঝবার জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদও অপরিহার্য।

ক্ষেত্র গুপ্ত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ :
জীবনকথা ও সাহিত্যসাধনা

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক প্রধান ব্যক্তিত্ব। গিরিশ প্রভাবিত যুগে নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হন এবং রচনার প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে নাটকগুলির অভিনয়গত সাফল্যে তিনি খ্যাতির শিখরে আরোহন করেন। নাটকীয় গুণপনার দিক থেকেও তাঁর কয়েকটি লেখা চিরকাল বঙ্গসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমকক্ষ না হলেও এবং অমৃতলাল বসুর মত ব্যঙ্গ রচনায় অতি নিপুণ না হলেও এই তিনজনের সঙ্গেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় বাংলা সাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের দান সম্পর্কে সাধারণভাবে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধৃত করে আমরা আলোচনার মুখবন্ধ করছি।

"বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটকের সাহায্যে বাংলাদেশের রসিক সমাজকে শুধু নয়, জনসাধারণকেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের তিনিই রচয়িতা। তাঁহার শেষ রচনা 'নরনারায়ণ' নাটক সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছে, ইহা বাংলা কাব্য সাহিত্যের গৌরবরূপে আজিও গণ্য হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি 'আলিবাবা' রঙ্গনাট্য। তিনি যদি আর কিছু না রচনা করিতেন, এই রঙ্গনাট্যটিই তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত। 'আলিবাবা' চির নূতন চির আনন্দদায়ক হইয়া আজিও এই শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ স্থানে বিরাজ করিতেছে।"

ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবন কাহিনী বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ নয়। তিনি মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের সন্তান। তিনি বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের জীবন ও জীবিকা অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৬৩ সালের ১২ই এপ্রিল তাঁর জন্ম। আদিবাস ২৪ পরগনার খড়দহে। পিতার নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য, উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিখ্যাত গুরুবংশের সন্তান তিনি। ব্যারাকপুর সরকারী বিদ্যালয়, জেনারেল এসেমব্লিস ইনসষ্টিটিউশান (স্কটিশ চার্চ কলেজ), মেট্রোপোলিটান (বিদ্যাসাগর কলেজ) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করেন। শিক্ষা সমাপন করে ক্ষীরোদপ্রসাদ জেনারেল এসেমব্লিস ইনষ্টিটিউশানে বার বছর রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপনা করেন। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি সাহিত্য চর্চায় ব্রতী ছিলেন। কলেজ অধ্যপনাকালে তিনি নাট্যসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর নাটকগুলি তখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ে

বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে। অবশেষে ১৯০৩ সালে তিনি কলেজ থেকে স্বেচ্ছাঅবসর গ্রহণ করে সাহিত্য সেবায় বিশেষ করে নাট্যসাহিত্য চর্চায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৯০৯ সালে 'অলৌকিক রহস্য' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি অন্তত ছ' বছর চলেছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি প্রথম থেকেই এর সভ্য হন এবং সমিতির কাজে নানাভাবে সাহায্য করেন। দশ বছর কাল তিনি পরিষদের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যও ছিলেন। কয়েক বছর তিনি সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। তার মধ্যে 'নাটকের ইতিবৃত্ত' নামক প্রবন্ধটি বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল।

১৯২৭ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি বাঁকুড়া শহরের কাছে নির্মিত একটি পল্লী-কুটিরে প্রাণত্যাগ করেন।

রচনাবলী

ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৮৮৫ সাল থেকে আমৃত্যু ৪২ বছর ধরে অক্লান্তভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন। নানা শ্রেণীর রচনায় তাঁর আগ্রহ থাকলেও মূলত তিনি নাট্যকার। আমরা তাঁর নাটকগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকার এখানে উল্লেখ করছি—

১. ফুলশয্যা— দৃশ্যকাব্য—১৮৯৪
২. প্রেমাঞ্জলি— পৌরাণিক—১৮৯৬
৩. আলিবাবা— রঙ্গনাট্য—১৮৯৭
৪. প্রমোদরঞ্জন— রঙ্গনাট্য—১৮৯৮
৫. কুমারী— নাট্যকাব্য— ১৮৯৯
৬. জুলিয়া— গীতিনাট্য— ১৯০০
৭. বভ্রুবাহন— নাট্যকাব্য—১৯০০
৮. সাবিত্রী—পৌরাণিক—১৯০২
৯. সপ্তম প্রতিমা, অথবা
দৌলতে দুনিয়া (পরবর্তী সং)— নাটক—১৯০২
১০. বেদৌরা— গীতিনাট্য— ১৯০৩
১১. প্রতাপ-আদিত্য— ঐতিহাসিক— ১৯০৩
১২. রঘুবীর—নাটক— ১৯০৩
১৩. বৃন্দাবন বিলাস—গীতিনাট্য— ১৯০৪
১৪. রঞ্জাবতী— নাটক— ১৯০৪
১৫. উলুপী— নাটক— ১৯০৬
১৬. পদ্মিনী— ঐতিহাসিক— ১৯০৬

১৭. পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত— ঐতিহাসিক— ১৯০৭
১৮. রক্ষ্য ও রমণী— নাটক— ১৯০৭
১৯. চাঁদবিবি— ঐতিহাসিক— ১৯০৭
২০. নন্দকুমার— ঐতিহাসিক— ১৯০৮
২১. দাদা ও দিদি— রঙ্গনাট্য— ১৯০৮
২২. অশোক— ঐতিহাসিক— ১৯০৮
২৩. বাসন্তী— গীতিনাট্য—১৯০৮
২৪. বরুণা— গীতিনাট্য—১৯০৮
২৫. ভূতের বেগার—রঙ্গনাট্য—১৯০৮
২৬. বাংলার মসনদ— ঐতিহাসিক—১৯১০
২৭. পলিন—গীতিনাট্য— ১৯১১
২৮. মিডিয়া—কল্পনামূলক— ১৯১২
২৯. খাঁজাহান— ঐতিহাসিক—১৯১২
৩০. ভীষ্ম— পৌরাণিক—১৯১৩
৩১. রূপের ডালি— রঙ্গনাট্য— ১৯১৩
৩২. নিয়তি— নাটিকা—১৯১৪
৩৩. আহেরিয়া— ঐতিহাসিক—১৯১৫
৩৪. বাদশাজাদী— কল্পনামূলক— ১৯১৫
৩৫. রামানুজ—ধর্মমূলক—১৯১৬
৩৬. বঙ্গে রাঠোর—ঐতিহাসিক— ১৯১৭
৩৭. কিন্নরী— গীতিনাট্য—১৯১৮
৩৮. মন্দাকিনী— পৌরাণিক—১৯২১
৩৯. আলমগীর—ঐতিহাসিক—১৯২১
৪০. রত্নেশ্বরের মন্দির— নাটক— ১৯২২
৪১. বিদূরথ— ঐতিহাসিক—১৯২৩
৪২. গোলকুণ্ডা—ঐতিহাসিক—১৯২৫
৪৩. জয়শ্রী— নাটক— ১৯২৬
৪৪. রাধাকৃষ্ণ— গীতিনাট্য—১৯২৬
৪৫. নরনারায়ণ— পৌরাণিক— ১৯২৬

এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক নাটিকা ছাড়াও তিনি অন্তত আট নয় খানি উপন্যাস, কিছু ছোটগল্প এবং কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। রঙ্গালয় এবং নাটক বিষয়ক তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। 'অলৌকিক রহস্য' পত্রিকাটির সংখ্যাগুলি পাওয়া গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্যিক প্রবণতার

আরো কিছু পরিচয় মিলত।

নাট্যকারের শিল্পীমন এবং বিশেষ বিশেষ প্রবণতা

ক্ষীরোদপ্রসাদ কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে নাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং অন্যবিধ সাহিত্য কর্মেও ব্রতী হয়েছিলেন। পেশাদার নাট্যকার এবং সাহিত্যিক হিসেবে বিশ বছরের অধিক কাল তিনি কাটিয়েছিলেন এবং বোঝা যায় জনপ্রিয়তার একটা সীমা তিনি স্পর্শ করেছিলেন, না হলে এ ধরনের দুঃসাহস স্বাভাবিক মনে হয় না। লেখাই তাঁর জীবিকা হয়ে উঠেছিল, নাট্যকার হিসেবে মঞ্চের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তিনি নট বা নাট্যাধ্যক্ষ ছিলেন না। তিনি যখন নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠিত তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাট্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্বক্ষেত্রে অমৃতলাল বসুও ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ লেখক। ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশ দ্বিজেন্দ্রের চেয়ে বার তের বছর বেশি বেঁচেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকেও আরো ভালভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ওঁদের দুজনের মত তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রতিস্পর্ধী মনে করতেন না। বরং রবীন্দ্র নাট্যের কিছু কিছু অংশ তিনি সযত্নে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত সমকালীন প্রধান নাট্যকারদের কেউই তাঁর সমতুল্য উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। গিরিশ পরবর্তী নাট্যমঞ্চের সঙ্গে পরিণত বয়সে তাঁর যোগাযোগ। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর (১৮৮৭-১৯৫৯) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল। তাঁর একাধিক নাটকে নায়কের ভূমিকায় শিশিরকুমার নিজে অভিনয় করেছিলেন। অন্তত 'আলমগীরে'র ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের পরামর্শে নাট্যমধ্যে পরিবর্তন পরিবর্জন ঘটানো হয়েছিল। এমন কি 'আলমগীরে'র সংলাপের কোন কোন অংশ শিশির কুমারের অভিনয় জমিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে তৈরি করা। ঐ নাটকটির ক্ষেত্রে দেখা যায় নাট্যকার নির্দেশ দিচ্ছেন শৌখিন দলগুলি অভিনয়ের সময়ে কোন কোন অংশ ইচ্ছা করলে বর্জন করতে পারে।

ওঁর লেখা বড় ছোট পঁযতাল্লিশটি নাটকের মধ্যে একটিও সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসন নেই, এবং অন্তত বারটি গীতিনাট্য রঙ্গনাট্য জাতীয় রচনা আছে. ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই বেশি। কিছু আছে কল্পনা-প্রধান নাটক, এগুলো রোমান্সধর্মী। অথচ এই লেখকই কয়েকটি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন।

সমকালীন বাংলা নাটকের জগতে পাঁচ ধরনের নাটকের বিশেষ প্রচলন ছিল, রঙ্গমঞ্চে সে ধরনের চাহিদাই ছিল বেশি। নাট্যকাররাও তাই ঐসব শ্রেণীর নাটক রচনা করতেন। এই পাঁচটি বিভাগ হল—

১. পৌরাণিক নাটক— ধর্মমূলক নাটককেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

২. ঐতিহাসিক নাটক— সাধারণত দু চারটি ঐতিহাসিক নাম ও চরিত্রের

উল্লেখ ছাড়া এই নাটকগুলি কল্পনাকেই বেশী প্রশ্রয় দিত। সে কারণে অতীতকালে স্থাপিত কল্পনাশ্রয়ী নাটকগুলিকেও একই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়।

৩. সামাজিক নাটক— সমাজ জীবনের চিত্র গাম্ভীর্যে, কারুণ্যে এইসব নাটকে প্রকাশ করা হত। অনেক সময়ে সামাজিক ব্যাপকতার তুলনায় পারিবারিক সমস্যাই বড় হয়ে উঠত।

৪. প্রহসন— এগুলিও সমকালীন সমজাতীয় তবে ব্যঙ্গ এবং হাস্যই এদের প্রধান লক্ষ্য। কখনো সমাজ ব্যঙ্গই ছিল উদ্দিষ্ট; কখনো ব্যক্তিগত দুর্বলতা নিয়ে রসিকতা করা হত।

৫. লঘুরসের সঙ্গীতবহুল (এবং নৃত্য প্রধান) অপেরাধর্মী নাটক। রঙ্গনাট্যও বলা হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে নাট্যকার হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর প্রতি কিছুমাত্র আগ্রহ দেখান নি। এই ঘটনা ক্ষীরোদপ্রসাদের সমাজভীরুতার নিদর্শন কি না তা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। যে নাট্যকার 'আলিবাবা', 'জুলিয়া' , 'বেদৌরা', 'কিন্নরী' প্রভৃতি নাট্যরঙ্গে আত্মবিস্মৃত থাকতে পারেন এবং ঐতিহাসিক পৌরাণিক জগতের বাইরে সামাজিক জীবনের প্রতি ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিপাত করতে চান না তাঁর মনের গঠন যে স্বতন্ত্র ধরনের সে কথা মানতেই হবে। সমকালীন অমৃতলাল বসু তো পুরোপুরি সমাজ সচেতন নাট্যকার ছিলেন। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালও পৌরাণিক ঐতিহাসিক নাট্যরচনার মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। অথচ একই কালের ও একই পরিবেশের নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ যিনি বার বছর কলকাতার একটি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন। তিনি কোন নাটকে সমাজ সম্পর্কে একটুও ভাবতে চান নি এই ঘটনা বিস্ময়কর। বিস্ময়কর না বলে বরং বলা উচিত এটি তাঁর শিল্পী স্বভাবের মূল প্রবণতা। ড. বৈদ্যনাথ শীল তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের এই পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করে।—

'ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে রোমান্স এতই প্রাধান্যলাভ করেছিল যে তাহার জন্য তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া কষ্ট। রোমান্টিক নাটকে আখ্যায়িকার আকস্মিক পরিবর্তন ও অসংযত গতিবেগ কর্মকে গোপন করিয়াছে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহল ভিন্ন অন্য কিছুর সীমারেখা রাখে নাই। অর্থাৎ পরিস্থিতি হইতে পরিস্থিতিতে সংক্রমণ কালে ঘটনার যে ক্রমাগতি থাকার প্রয়োজন, চরিত্রের সংঘাত ও বিকাশের মধ্য দিয়া কর্মকে রূপায়িত করিবার যে প্রয়াস, ক্ষীরোদ প্রসাদের অনেক নাটকেই তাহা নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, কাল্পনিক সমস্ত নাটকেই এই একই নীতি অনুসৃত হইয়াছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের শিল্পীমন শুধু যে সমকালীন নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রের ভক্তিভাবনায় পূর্ণ ছিল তা নয়, এক ধরণের লঘু তরল কল্পনা বিলাস ছিল। যৌক্তিক ঘটনা পরম্পরা ও চরিত্রের আচার-আচরণের সম্ভাব্যতা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ছিল একটি বিশেষ ধরনের অলস বিমুখতা। রসায়ন বিদ্যার যে অধ্যাপক অলৌকিক রহস্যের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী হন তাঁর শিল্পী সত্তার এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্ভব বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝেই মনে হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের জগতটি যেন একটি মাধ্যাকর্ষণের ভারশূন্য জগত। যেখানে শিল্পী এই কথা মনে রেখেছেন, সেখানে যুক্তি ও হেতুবাদের দৃঢ় বন্ধনে ঘটনা ও চরিত্রকে আবদ্ধ করতে চান নি, সেখানে তাঁর রচনার মধ্যে আপনিই একটা সুসংগতির সুর রক্ষিত হয়েছে। এই সংগতি যেন রূপকথার জগতের সংগতি। পাঠক দর্শকের তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, প্রশ্ন করলে চলবে না, উপভোগ করতে হবে, তাহলে রসের সম্ভোগ বাধা পাবে না। এই কারণে 'আলিবাবা' শ্রেণীর নাটকে লেখকের সাফল্য বাধাহীন, কারণ কোন যৌক্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক বা কার্যকারণগত প্রত্যাশা এখানে পাঠকের রসোপভোগে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যত্র কি পৌরাণিক নাটকে, কি ঐতিহাসিক নাটকে ঘটনার নিজস্ব ভার থাকে। তাদের কার্যকারণে নাট্য দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগে। চরিত্র আচরণ বিশ্বাস্যতা দাবি করে। যেখানে নাট্যকার ভক্তিরসের দ্বারা বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমারেখা তুলে দিতে পারেন— 'নরনারায়ণ' বা 'ভীষ্ম' নাটকে কখনো কখনো পেরেছেন, সেখানে এক ধরনের স্বাদ পাঠকের ভাগ্যে জোটে। ঐতিহাসিক নাটকে বাস্তবতার বন্ধন আরো দৃঢ়। ভক্তির আবেগে ও উচ্ছ্বাসে অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করে তোলা যায় না সেক্ষেত্রে পাঠককে ও দর্শককে কতগুলি বন্ধনের সমানে দাঁড়াতেই হয়। সেই বাধা ক্ষীরোদপ্রসাদ অতিক্রম করেন বাংলা যাত্রার ঢঙে ঘটনার বিন্যাসের দ্বারা।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে যাত্রার রূপরীতি খুব বেশী ব্যবহৃত। গিরিশচন্দ্রের নাটকেও যে এই রূপরীতির প্রভাব নেই তা নয়। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের মত তিনি সম্পূর্ণ বাধা বন্ধহীন হয়ে ওঠেন না। আমরা এখানে যাত্রা বলতে অবশ্যই থিয়েট্রিকাল যাত্রার কথা বলছি। পুরনো দিনের কৃষ্ণ যাত্রার রেশ টানছি না। বাংলা নাটকের সূচনা থেকেই অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশক থেকে বিভিন্ন পাড়ায় শৌখিন যাত্রা গজিয়ে উঠেছিল। তারা পাড়ায় পাড়ায় শৌখিন থিয়েটারের পালাগুলি চারদিক খোলা মঞ্চে অনেকগুলি গান মিশিয়ে অভিনয় করত। মঞ্চসজ্জা ছিল না, হল ঘরের ব্যবস্থা নেই এবং কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতির বহিরঙ্গ কৌশলগুলির প্রভাব আছে। এর ফলে এইসব পালা অভিনয়ে যুক্তি কার্যকারণ মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি গৌণ হয়ে পড়ত। খোলা মাঠে অভিনয় বলে যেমন ঘটনায় বাড়তি রঙ চড়াবার চেষ্টা হত তেমনি অভিনয়েও রঙ চড়ানো

হত। সব রসগুলিরই ঘটত আতিশয্য। নাটক হয়ে উঠত অতিনাটক। এই কথাগুলি নিন্দার্থে বলছি না। প্রকৃতপক্ষে চতুর্দিক খোলা আসরে, এই ধরনের বাড়াবাড়ি না থাকলেই সমস্ত ব্যাপারটা বর্ণহীন, আবেগহীন, উত্তেজনাহীন হয়ে পড়ত। যেমন আজকাল থিয়েটারে যে ধরনের নাট্যমুহূর্ত তৈরি করা হয় বা অভিনয় করা হয় ঠিক সেই রকমটিই সিনেমায় করলে তাকে মনে হবে বাড়াবাড়ি। আবার থিয়েটারের দৃষ্টি থেকে এখনকার প্রচলিত যাত্রাপালা দেখতে গেলে সে যাত্রাপালাকে মনে হবে আতিশয্যপূর্ণ। কলকাতার কোন হলে যাত্রাভিনয় দেখা আর খোলা আসরে দেখা শোনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমটিকে কৃত্রিম বলে মনে হবে দ্বিতীয়টিকে মনে হবে মানানসই।

বাংলার থিয়েট্রিকাল যাত্রার এই চরিত্র এবং বাংলা নাটকের সাথে তার পার্থক্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই শুরু হয়। তবে এই দুই ধারার মুখ দেখাদেখি ছিল না এমন নয়। আর বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যাত্রার খোলামেলা ভাব, শিথিল গ্রন্থন, হেতুবাদ সম্পর্কে অবহেলা থিয়টারওয়ালারা সর্বদাই কাজে লাগাতেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে যাত্রার রূপরীতিকে খুব বেশী করে ব্যবহার করেছেন এবং সেইভাবে যাত্রা-জগতের একটা পরিমণ্ডল গড়ে তুলে হলের দর্শকদের মোহাচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ যে যুগে বাংলা নাট্য জগতে প্রবেশ করেন তখন গিরিশচন্দ্রের প্রভাব সর্বব্যাপী। তাঁর প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা' ১৮৯৪-তে প্রকাশিত হয়। এর অনেকদিন আগে ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণী আইনের প্রভাবে বাংলা নাটকে একদিকে ভক্তিমূলকতার বান ডেকেছে, অন্যদিকে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি লঘু নাট্যরঙ্গের প্রাচুর্য ঘটেছে। নাট্যকারেরা এমন বিষয় নিয়ে নাটক লিখতে সাহসী হতেন না যা ইংরেজ শাসকদের কাছে রাজনৈতিক ভাবে বিরোধী বলে মনে হতে পারে নাট্যজগতে বিচরণের প্রথম দশ বারো বছর ক্ষীরোদপ্রসাদ এই আবহাওয়ায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। ফলে তাঁর লেখায় কল্পনাপ্রবণ লঘুরসের চর্চাটা ওতপ্রোত হয়ে গেছে। তাছাড়া গিরিশবাবুর প্রভাবে সমকালে বাংলা নাট্যজগতে পুরাণাশ্রয়ী ভক্তিরসের আতিশয্য ঘটেছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। খড়দহের বিখ্যাত গুরুবংশের সন্তান, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির ভিত্তিতে এর প্রতিফলন ঘটেছিল। অবশেষে বঙ্গভঙ্গের কিছুকাল পূর্ব থেকেই দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের যে পরিস্থিতি তৈরী হয়ে ওঠে তাতে ক্ষীরোদপ্রসাদও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলিতে এর কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের নির্বাচিত নাটক

ক্ষীরোদপ্রসাদের ৪৫টি নাটকের মধ্য থেকে আমরা মাত্র ৫টি নির্বাচিত করেছি।

আমাদের মতে এই ৫টি তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। পেশাদার নাট্যকার হিসেবে তিনি অনেক লিখেছিলেন। সমকালীন বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। অনেক নাটকই খুব সাফল্যের সঙ্গে বারংবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু শেষ নাটক রচনার পরে প্রায় ৭০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। আজ তাঁর অধিকাংশ নাটকই একান্তভাবে সাময়িক বলে মনে হয়। একালের পাঠকদের কাছে তাদের আবেদন নেই বললেই চলে। সেখানেই গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অমৃতলালের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। ঐ তিনজনের যেগুলি খুব উন্নতমানের নয় সেগুলির মধ্যেও এমন গুণপনা দেখতে পাওয়া যায় যা একালের পাঠককেও কোন না কোন দিক থেকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের মাত্র কয়েকটি নাটক ছাড়া অন্য বিপুল সংখ্যক নাটক সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। আমরা তাঁর ৪৫টি নাটক বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে মাত্র ৫টি নাটক নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছি। একালের পাঠকের কাছে এবং যাঁরা নাটক নিয়ে আলোচনা করেন তাঁদের কাছেও, তাছাড়া বাংলা সাহিত্য ও নাটকের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এবং অধ্যাপকদের কাছে ক্ষীরোদপ্রসাদের এই ৫টি নাটকই পাঠযোগ্য এবং আলোচনার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই ৫টি নাটক হল—

১. আলিবাবা— অপেরাধর্মী লঘু রঙ্গনাট্য।

২-৩. প্রতাপ-আদিত্য এবং আলমগীর— ইতিহাস-আশ্রিত নাটক।

৪-৫. ভীষ্ম ও নরনারায়ণ—ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক। প্রকাশের কাল অনুযায়ী নাটকগুলি যথাক্রমে—

১. আলিবাবা— ১৮৯৭
২. প্রতাপ-আদিত্য— ১৯০৩
৩. ভীষ্ম— ১৯১৩
৪. আলমগীর—১৯২১
৫. নরনারায়ণ— ১৯২৬

যে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা যায় আমাদের সঙ্কলনে সেই তিনটি শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই নাটকগুলি নিষ্কলুষ গুণে ভূষিত নয়, এদের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক। আবার এই নাটকগুলির মধ্যে 'প্রতাপ-আদিত্য' এবং 'ভীষ্ম' তুলনায় নিম্নমানের। কিন্তু বাংলার লঘু রঙ্গনাট্য তথা অপেরার জগতে 'আলিবাবা'কে বলা যায় প্রথম শ্রেণীর রচনা এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'নর-নারায়াণ' এবং ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'আলমগীর' খুবই গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এদের বাদ দিয়ে বাংলা নাটকের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। এই তিনটি নাটকের পরে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' এবং 'প্রতাপ-আদিত্যে'র নাম করতে হয়।

মোটামুটি এই পাঁচটি নাটক তাদের শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে সেকালের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নাট্যকারের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা বলে গণ্য হবে। ক্ষীরোদপ্রসাদকে জানা দরকার তৎকালীন এক প্রধান নাট্যকার হিসেবে। গিরিশযুগের চারজনের একজন তাঁকে বলাই যায়। আমাদের বাছাই পাঁচটি নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদকে চেনাবে এবং তাঁকে একালের সাহিত্য রসিকদের কাছে বাঁচিয়ে রাখবে এবং আধুনিক রুচির পাঠকও 'আলিবাবা' পড়ে সম্পূর্ণত এবং 'আলমগীর' ও 'নরনারায়ণে' অংশত উৎকৃষ্ট রচনা পড়বার স্বাদ পাবেন।

রঙ্গনাট্য— আলিবাবা

ক্ষীরোদপ্রসাদের একেবারে প্রথম দিকের রচনা 'আলিবাবা'। এই জাতীয় রঙ্গরহস্য প্রধান অপেরাধর্মী নাট্যরচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ যে কি পরিমাণ দক্ষ ছিলেন তার চমৎকার নিদর্শন মেলে 'আলিবাবা' নাটকে। 'আলিবাবা' মঞ্চে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। সে কারণে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক নাট্যকার এই জাতীয় রঙ্গপ্রধান অপেরা লিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেও মাঝে মাঝে তাঁর এই অনন্যসাধারণ রচনাটিকে নিজেই অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। পূর্ণ ফললাভ না ঘটলেও সেই নাটিকাগুলিও সেকালে অল্পাধিক উপভোগ্য হয়েছিল। কিন্তু 'আলিবাবা'র সঙ্গে অন্য কোন নাটকের তুলনা চলে না। 'আলিবাবা' স্বক্ষেত্রে সম্রাট। এতদিন পরেও, মানুষের সাহিত্যরুচির এত পরিবর্তন সত্ত্বেও কি মঞ্চে কি গ্রন্থপাঠ কালে 'আলিবাবা' রুচিবান পাঠকের মন জয় করে নেয়। উত্তম ক্লাসিকের এইটিই গুণ। অবশ্য যাঁরা হাই সিরিয়াস সাহিত্যের ভক্ত তাঁরা 'আলিবাবা' সম্পর্কে কিছু সঙ্কোচ বোধ করতে পারেন। কিন্তু সর্ববিধ গাম্ভীর্যকে উচ্চহাস্যে এবং লঘু সঙ্গীতে বিদীর্ণ করে 'আলিবাবা' আমাদের তরল কল্পনা বিলাসের এক মধুর স্বর্গে নিয়ে যায়। এর স্বাদে যারা বঞ্চিত জীবন ও সাহিত্যের একটা বড় অংশই তাদের কাছে অনাঘ্রাত থেকে যায়।

নাট্যকার 'আলিফ লায়লা ওয়াহ্ লায়লা' অর্থাৎ একরাত্রি সহস্র রাত্রি—সর্ব সাধারণে যে বিশ্বখ্যাত গল্পগুলি 'আরব্য রজনী' নামে খ্যাত, তা থেকে আলিবাবা মর্জিনা এবং চল্লিশ ডাকাতের কাহিনী গ্রহণ করেছেন। এই কাহিনীটি কোথাও কিছু মাত্র বিকৃত না করে তার রোমাঞ্চ ও বিস্ময়কে কিছুটা ব্যবহার করে কিন্তু সম্পূর্ণ গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ অপ্রত্যাশিত একটি নতুনরূপে তাকে সজ্জিত করেছেন। 'আলিবাবা'র এই অভিনবত্বগুলি আমরা সূত্রাকারে চিহ্নিত করতে পারি—

১. আরব্য রজনীর 'আলিবাবা' একটি অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কাহিনী তাতে দস্যুদের কীর্তিকলাপ, গুপ্ত গৃহে প্রবেশের রহস্য, নিয়তির কৃপায় গরীব কাঠুরের

ধনী হওয়া, লোভী ব্যক্তির ফললাভ, পরিচারিকার চাতুর্য প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশ। তাতে ঘটনা-চমৎকারিত্বের অভাব নেই। কিন্তু ঘটনাধারায় কোনরূপ পরিবর্তন না করে নাট্যকার রসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুনত্ব এনেছেন। নাটকে হাস্যের প্রাচুর্য সর্ববিধ গাম্ভীর্যকে লঘুতায় উড়িয়ে দেওয়া, করুণ, বীর প্রভৃতি রসকেও বিশেষ স্থায়ী হতে না দেওয়া, দ্রুত তাকে হাস্য কৌতুকের মধ্যে নিমজ্জিত করা, এর ফলে নাট্যকার-অভিপ্রেত একটি বিশেষ রসের রচনা হয়ে উঠেছে 'আলিবাবা'। কাসিমের অপঘাত মৃত্যুতে যে কারুণ্য সঞ্চারিত হতে পারত তা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতিলোভী ধনীর লোভের পরিণাম— এক ধরনের ভাগ্যের ন্যায়বিচার। কাসিমের স্ত্রী সাকিনার মনে স্বামীর মৃত্যুতে কান্নার সুর ঘনিয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু দ্রুতই সেই সুর আলিবাবার প্রতি আসক্তিতে ও বিবাহে রূপান্তরিত হয়ে কিছু কটাক্ষ এবং অনেকটা মজার পরিবেশ তৈরী করেছে। আবার মর্জিনা ও আবদুল্লায় মিলে যেভাবে তেলের পিপের ভিতরের ডাকাতগুলোকে গরম তেল ঢেলে হত্যা করল অথবা নাটকের পরিণতিতে মর্জিনার হাতে যেভাবে ডাকাত সর্দার নিহত হল তাতে বীররস সৃষ্টির সুযোগ ছিল, কিন্তু নাট্যকার তাকে মর্জিনার চাতুর্যের অংশে পরিণত করেছেন, ফলে তার আবেদনটাই বদলে গেছে।

২. এই নাটকে সকলেই গান করেছে, এমন কি দস্যুরাও। আলিবাবা, আলিবাবার স্ত্রী সাকিনা বেগম, বাঁদির দল এবং সর্বোপরি মর্জিনা ও আবদুল্লা সময়ে অসময়ে, সুযোগে বা সুযোগ তৈরি করে গানের আসর জমিয়ে তুলেছে। প্রস্তাবনার গানটি ধরে এই নাটকে গানের সংখ্যা ৩০টির বেশী।

গানগুলির মধ্যে নানা ভাব থাকলেও সব ভাব ছাপিয়ে উঠেছে একটি লঘু চটুল কৌতুকের মেজাজ। সাকিনা বেগমের একটি গান বাদ দিলে কোন গানে দুঃখের ছায়া মাত্র নেই। অনেকগুলি গান কথপোকথনের ঢঙে গাওয়া। তাতে গীতিরস নাট্যরস মিশেছে। এতগুলি গানে ঘটনার গতি যে আটকে যাচ্ছে সেজন্য দর্শক পাঠকের কোন ক্ষোভ থাকে না, কারণ ঘটনা একটু দাঁড়াক বা ধীরে চলুক গানের উপভোগটা তার চেয়ে কম জরুরী নয়। সিরিয়াস নাটকে নাট্য ঘটনা ও গানের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক থাকে এ জাতীয় নাটকে সম্পর্কটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। এখানে গান অনেকটা স্বাধীন তবে নাটক তো আর গানের আসর নয়, তাই ঘটনার ও চরিত্রের সঙ্গে গানের কিছু না কিছু সম্পর্ক থাকেই।

৩. নাট্যকার কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্কতা বজায় রেখেছেন। তিনি এ বিষয়ে মূল আরব্য রজনীর কাহিনী থেকে তেমন কিছু সাহায্য পান নি। আমরা সংক্ষেপে ক্ষীরোদপ্রসাদ বর্ণিত উল্লেখযোগ্য পাত্রপাত্রীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করছি।

মর্জিনা— নাটকটির কেন্দ্রবিন্দু। ঘটনায় প্রাধান্য আলিবাবার কিন্তু নাটকে মর্জিনার। সে-ই নাটকটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে রাখে। তার

গান কথা হাসি নাচ, তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চতুর তৎপরতা ও দুর্জয় সাহস, মোহ বিস্তারের ক্ষমতা, অসামান্য কৌতুকবোধ এবং মানবিক সহৃদয়তা নাটকটির উপর বিকীর্ণ হয়ে আছে। সে বার্ধক্যের কেউ নয়, বেদনার কেউ নয়, গম্ভীর চিন্তার স্থিতধী প্রজ্ঞার অনাত্মীয়। হাসিতে মজাতে সব দুঃখ গাম্ভীর্যকে সে উড়িয়ে দেয় এমন কি হোসেনের প্রতি তার যে ভালবাসা তাও ততটা রোমান্টিক নয় যতটা কৌতুকপ্রাণ। মর্জিনা নিজে ক্রীতদাসী। প্রভু, প্রভু-পত্নীর লোভের প্রতিবাদী। গরীব আলিবাবাদের সঙ্গে তার মনের ঘনিষ্ঠতা। নাট্যকার মর্জিনা ও অন্যান্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে ধনী দরিদ্রের বৈপরীত্বের একটি দিক খুলে ধরেছেন।

আবদুল্লা—আরব্য-রজনীতে একটি দাস বালকের উল্লেখ আছে। নাটকে সে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র। মর্জিনার সে নাচগানের সঙ্গী। রহস্য কৌতুকে যেন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। মর্জিনার প্রতি তার মনোভাবের মধ্যে কোথাও এমন রহস্য আছে যা নাট্যকার চাপা রেখেছেন উদঘাটিত করেন নি। তবে তার মধ্যে দেখিয়েছেন প্রচুর Sense of humour এবং একটুখানি দার্শনিকতা, একটি গানে তার প্রকাশ। ধনী হলেই চলে যায় শান্তি, আসে বিবিধ মানসিক ব্যাধি। দৌলত থাকলেই হয় দিক্‌দারি। যত অর্থ বেড়ে যায় শান্তি চলে যায়, মনুষ্যত্বে ভাটা পড়ে।

আলিবাবা গরীব কাঠুরে থেকে ধনী হয়েছে। গুপ্তধন চুরি করে এনেছে। কিন্তু মূলত সৎ এবং হৃদয়বান। তার তুলনায় ভাই কাসিম যেমন লোভী তেমনি নিষ্ঠুর। একটি দৃশ্যে তার ভোগাসক্তির বিবরণ দিয়ে তার নীচাশয়তা এবং অত্যাচারী প্রকৃতি নাট্যকার সহজেই প্রকট করে তুলেছেন। সাকিনা বেগম, কাসিমের যোগ্য স্ত্রী। কাঠুরে দেবরকে কথার মারপ্যাচে ঠকাতে তার জুড়ি নেই। আবার স্বামীর মৃত্যুর পরে রাতারাতি ধনী দেবরের সঙ্গে মিলে যাওয়া তার চরিত্রের দুর্বলতা এবং নিষ্ঠার অভাবই প্রমাণ করে। আলিবাবার স্ত্রী ফতিমাকে কখনো কখনো বোকা মনে হলেও সে হৃদয়বতী মহিলা এবং নির্বোধও নয়। হাসান চরিত্রটি নাটকে একটু স্থান বদল করেছে। আরব্য রজনীতে সে ছিল কাসিমের পুত্র এখানে আলিবাবার। তাকে একটু বোকাটে করে তৈরি করা হয়েছে। মর্জিনার ঔজ্জ্বল্যের সামনে সে খুবই ম্রিয়মাণ। মর্জিনা যত চাটুপটু বক্তা সে ততই কথার খেই হারিয়ে ফেলে। নিজ হৃদয়ের অস্ফুট প্রেম প্রকাশের সাহস পায় না।

প্রতাপ-আদিত্য

১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকটি ইতিহাস আশ্রয়ী এবং স্বদেশ ভাবনামূলক রচনা। প্রায় কুড়ি বছর আগে রবীন্দ্রনাথের 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট'-য়ে প্রায় একই ঘটনা অবলম্বন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে সব বিষয়ে এক নির্দাহ ব্যক্তিরূপে তাঁকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু সমকালে মহারাষ্ট্রের শিবাজী

উৎসবের আদর্শে বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য উৎসবের সূচনা হয়। তাঁকে ন্যাশনাল হিরো রূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়। ১৯০৩ সালে রচিত এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ উক্ত জাতীয় ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন।

যদিও আমরা জানি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পূর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত তীব্রতা লাভ করেনি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই এক ধরনের ন্যাশনাল স্পিরিট প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। তারই প্রতিফলন এই নাটকটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

নাটকটির ঘটনাগ্রন্থন, চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ প্রভৃতি কোন দিকেরই উচ্চ প্রশংসা করা যায় না। সব কিছুর মধ্যেই একটা অপুষ্টির ভাব রয়ে গিয়েছে। তবে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের 'সিরাজোদ্দোলা', মীরকাশিম' এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' নিয়ে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবেরও পূর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদই প্রথম এত তীব্রভাবে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী উত্তেজনাকে রূপ দিয়েছিলেন। এই জাতীয়তার উদ্বোধনই বর্তমান নাটকের মূল অভিপ্রায়, অন্য সব কিছুই সেই অভিমুখে প্রযুক্ত।

বিজয়া নাম্নী একটি চরিত্রে নাট্যকার যেন কাল্পনিক বঙ্গমাতার নারীরূপ রচনা করেছেন। পরিস্থিতিজনিত অতি নাটকীয়তা না থাকলে এই কল্পনার প্রশংসা করা যেত।

প্রতাপাদিত্য চরিত্রটির সৃষ্টিতে নাট্যকারের কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দেশপ্রেম স্বাধীনতা প্রীতি সত্ত্বেও তাঁকে নির্দোষ-চরিত্র নায়করূপে গড়ে তোলা হয় নি। তিনি উত্তেজনা প্রবণ, অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব এবং অধীর। ফলে মাঝে মাঝে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। নায়ক চরিত্রের এই দুর্বলতার বীজগুলির জন্য প্রতাপাদিত্যের মধ্যে ট্রাজিক হিরো হয়ে উঠবার একটি সুযোগ দেখা দিয়েছিল, নাট্যকার তা রক্ষা করতে পারেন নি।

ভীষ্ম

ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটক রচনায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 'ভীষ্ম' তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। বাংলা নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে তখন পৌরাণিক নাট্যযুগ চলছে। ছোট বড় সব নাট্যকারই পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচনা করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে ভক্তিরস প্রচার করেছেন। পুরাণ বলতে অষ্টাদশ পুরাণ বা সহযোগী উপপুরাণগুলি নয়, প্রধানত রামায়ণ মহাভারত। এ দুটি পুরাণরূপে স্বীকৃত নয় কিন্তু বাংলা পৌরাণিক নাটক বেশীর ভাগই এই দুই মহাকাব্য থেকে বিষয় সংগ্রহ করেছে। পৌরাণিক নাটক এই পরিচয়টি বাংলা রঙ্গমঞ্চে এবং সাহিত্যে সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু পৌরাণিক নাটক কাদের বলা হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। একদল বলেন ভক্তিভাবের প্রকাশ পৌরাণিক নাটকের প্রধান লক্ষণ হওয়া উচিত। অন্য দলের

মতে পৌরাণিক নাটকে ভক্তি নাও থাকতে পারে।

গিরিশ প্রভাবিত বহু নাট্যকার এ ধরনের নাটক লিখে বাংলার মঞ্চ প্লাবিত করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে গিরিশ-প্রভাবিত পৌরাণিক নাট্যকারদের মধ্যে একজন প্রধান লেখক বলে মনে করা যেতে পারে। অপরেশ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত এ বিষয়ে তাঁর সমতুল্য কেউ ছিলেন না। এই পর্যায়ে পৌরাণিক নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ পুরাণ কাহিনীকে এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে মহাভারতীয় ভিত্তি থেকে অনেকটা সরিয়ে এনেছেন যদিও কোথাও কোন নব ব্যাখ্যানের চেষ্টা করেন নি। নব ব্যাখ্যান বলতে আমরা বোঝাচ্ছি মধুসূদন যেমনটি করেছিলেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে এবং 'বীরাঙ্গনা'র পত্র কবিতাগুলিতে। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র এবং জীবন-জিজ্ঞাসার স্বরূপই তিনি পাল্টে দিয়েছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'পাষাণী', 'ভীষ্ম', 'সীতা'তে অনেকটা সেই রকমই করেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিবর্তনের পদ্ধতিটি স্বতন্ত্র। প্রথমত কৃষ্ণভক্তিরস প্রচারে কোথাও তিনি কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু মূল চরিত্র এবং ঘটনাবলীর বিন্যাসে তিনি ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য মিশ্র যে মহাভারতীয় মানবিকতা, তা বজায় রাখতে পারেন নি। তাঁর নায়কের যে সব কাজ সমালোচনার বিষয় হতে পারত তাকেও তিনি ব্যাখ্যায় এক ধরনের মহিমা দানের চেষ্টা করেছেন। ভীষ্ম চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি যেমন প্রকট কিছু কাল পরে লেখা 'নরনারায়ণ'-এর কর্ণ চরিত্রেও আমরা তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

ভীষ্ম চরিত্রের কেন্দ্রে এই নাটকটি আবর্তিত। অলৌকিকতার অতি সমাবেশে ঘটনা স্বভাব ও চরিত্রগত মানবিক হেতুবাদ বারবার বিপর্যস্ত। মহাকাব্যে অলৌকিকতা থাকবেই, কিন্তু আধুনিক যুগের বড় লেখক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে নাটকাদি লিখতে গেলে অলৌকিকতা যদি বজায়ও রাখেন তার মধ্য থেকে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটি আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ খুব অস্পষ্ট ভাবে হলেও ভীষ্মের কৌমার্যকেই তাঁর নিয়তি রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। দেবব্রত যে প্রতিজ্ঞা বলে ভীষ্ম, তার মূল কথাই হল আজীবন ব্রহ্মচারী থাকার প্রতিজ্ঞা। সর্ববিধ কামনারহিত চিত্ত এই ব্যক্তিত্ব। রাজ্য কামনা বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু সব কামনার চূড়ান্ত কামনা কাম, সেই কাম নামক জীব-অস্তিত্বের শিকড়টিকে তিনি উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন। কাশীরাজ কন্যা অম্বা যেন সেই কামনারূপিনী নিয়তি জন্মে জন্মান্তরে ভীষ্মকে তাড়না করে তাঁকে শর শয্যায় শায়িত করেছে। এই বোধের ভিত্তিতে তিনি ভীষ্মের চরিত্রকে ট্রাজিক মহানায়কের গৌরব দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত কল্পনার অপুষ্টতার জন্য এবং দৃষ্টিকোণ অসংযত এবং কেন্দ্রবিন্দুচ্যুত হবার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সফল

হন নি। তবে তাঁর চেষ্টা যে অভিনব ছিল তাতে সন্দেহ করা চলে না।

মহাভারতে ভীষ্মের অবস্থান দীর্ঘকাল জুড়ে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে শরশয্যা পর্যন্ত সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছুঁয়ে যাবার চেষ্টায় কাহিনী গ্রন্থন কিছুটা শিথিল হয়েছে। তা ছাড়াও কৃষ্ণের ভগবত মহিমা ব্যতীত সমগ্র নাট্যমধ্যে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রের অভাবে এর নাটকীয় আকর্ষণ কিছুটা খর্ব হয়েছে। ভীষ্ম যেন এই নাটকের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একক ব্যক্তিত্ব। তাঁর যা কিছু সংগ্রাম কামরূপিনী এবং নিয়তিরূপিনী অম্বার সঙ্গে। মহাভারতীয় মূল ঘটনার সঙ্গে একে অন্বিত করা যায় নি।এই কারণে ভীষ্ম যা প্রত্যাশা জাগায় তা পূর্ণ করে না।

আলমগীর

'প্রতাপ-আদিত্য' রচিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের কিছু আগে ১৯০৩ সালে। আর 'আলমগীর' লেখা হয় অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার বছরে ১৯২১ সালে। বাংলা পৌরাণিক নাটক যেমন প্রধানত বাঙালীর ভক্তি ব্যাকুলতার সঙ্গে যুক্ত সেইরূপ বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের। 'আলমগীর' নাটক অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনের মূলভাব সত্যটি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে। বাংলা ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকে প্রায়ই দিল্লীর মোঘল পাঠান বাদশাদের আক্রমণকারী বিদেশাগত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে ও দেখানো হয়েছে। অপরপক্ষে রাজপুত মারাঠী রাজন্যবর্গকে স্বাধীনতার প্রতিনিধিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' একটু অন্য সুরের চর্চা করেছিল। দিল্লীর বাদশার সঙ্গে মেবারের রাণার মৈত্রীর মধ্যে মানস মিলনের সুর বাজাবার চেষ্টা নাট্যকার করেছিলেন। তাঁর 'সাজাহান' ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক। এই নাটকে প্রায়ই এক হিন্দু বিরোধী কূটকৌশলী এবং অনুদার ধর্মপ্রাণ নৃপতিরূপে চিত্রিত হয়েছেন। সেই আলমগীরকে নায়ক করে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে একটি স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন।

আলমগীরের বিরুদ্ধে রাজসিংহ এবং মেবারীদের যে যুদ্ধ তা তাদের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। তাদের বীরত্বে আত্মদানে কূটকৌশলে শত্রুকে বিপর্যস্ত করায় যে উল্লাস জেগে উঠেছে তা বৃটিশ বিরোধী অসহযোগের একটি প্রতিফলিত রূপ বলে গণ্য হতে পারে; কিন্তু শুধু এইটুকু থাকলে নাটকটি আলমগীরকে ভিলেনরূপে নির্দেশ করত। কিন্তু নাট্যকার তাঁকে নায়ক করে তুলেছেন। আলমগীরের ব্যক্তিত্বের একটি লুকানো মানবিক দিক তিনি কল্পনা করে নিয়েছেন। সেই আলমগীর এক আক্রমণকারী যুদ্ধোন্মোত্ত সম্রাট মাত্র নন এবং সেই সূত্রে রাজসিংহ ভীমসিংহের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির উচ্ছ্বাসে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। আলমগীর জয়সিংহের এই মিলন সঙ্গীত যেন অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের সমন্বয়ের একটি প্রাসারিত সাহিত্যিক রূপ। হিন্দু নাট্যকারের রচনায় আলমগীরকে

মহিমাদান এই প্রথম। সেদিক থেকে মুসলমান পাঠক-দর্শকদের কাছে এই নাটকের মূল্যও স্বতন্ত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাঁর এই নাট্যকর্মটিকে ১৯২১-এর জাতীয় আন্দোলনের সহযোগী করে তুলেছিলেন।

নাটকটির শক্তির দিক হল অনেকগুলি চরিত্রের মধ্যে জটিলতা এবং গভীর বেদনাবোধ সৃষ্টিতে তিনি সফল হয়েছিলেন। জটিলতম চরিত্র স্বয়ং নায়ক আলমগীর। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহানের' আওরঙ্গজেবের তুলনায়ও এই আলমগীর জটিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অতিশয় কূটকৌশলী বৃদ্ধ আলমগীরের সাম্রাজ্য পরিচালনা নখাগ্রে। প্রধান সভাসদদের প্রথম ভাগের মত তিনি পাঠ করেছিলেন। কিন্তু পাঠ করতে পারেননি মহিষী উদিপুরীকে। যদিও তাঁর ধারণা ছিল এক্ষেত্রেও তিনি সফল। উদিপুরীর ভিতরটা তিনি মেপে উঠতে পারেননি। কারণ একমাত্র উদিপুরীর প্রতিই তাঁর প্রেম বা মোহ জাতীয় কিছু একটা ছিল। এই সম্রাট একই সঙ্গে রাজনীতি প্রেম ব্যক্তিগত বিজিগীষা প্রভৃতি বহুমুখী বৃত্তির বিপরীত তারে ঝঙ্কার দিয়ে একটাই সুর বাজাতে চেয়েছেন। প্রায়ই সফল হয়েছেন। কখনো ব্যর্থও হয়েছেন। ফলে তাঁর আকাশচুম্বী আত্মম্ভরিতা আহত হয়েছে। কিন্তু যথার্থ দ্বন্দ্ব ঘটেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতম স্তরে লুক্কায়িত মানবিক সত্যবোধের সঙ্গে। তাঁর সম্রাটত্ব, তাঁর গোঁড়া মুসলমানী আস্থা, তাঁর বুদ্ধিমত্তা, তাঁর আত্মম্ভরিতা, তাঁর প্রেম এবং তাঁর মানবিক সত্যসন্ধান এই বৃত্তিগুলির বহুমুখী সংগ্রামে অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত আলমগীরের ট্রাজিক ব্যক্তিত্বটি অনেকখানি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। এটা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

উদিপুরীর চরিত্রটিও যথেষ্ট জটিল। ভোগবিলাস রূপ ও ক্ষমতার নেশায় মত্ত অথচ স্নেহপরায়ণ মাতা। আলমগীরের প্রতি যেমন তার চালেঞ্জ, যেমন তার বিরূপতা, তেমনি তার প্রেম। অর্ন্তদ্বন্দ্বে বিক্ষত চরিত্র নৃপতি জয়সিংহ, রাণী মহিষী বীরাবাই। এ ছাড়াও কামবক্স, ভীমসিংহ এবং জয়সিংহ সুঅঙ্কিত এবং কিছুটা জটিল চরিত্র।

নরনারায়ণ

নরনারায়ণ ক্ষীরোদপ্রসাদের শেষ জীবনের নাটক। ১৯২৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পরিণত বয়সে গভীর ধর্মজ্ঞতা এবং নাট্য-শিল্পবোধ নিয়ে তিনি এটি রচনা করেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে তো বটেই সমগ্র নাট্য-সৃষ্টির মধ্যেও এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা রূপে গণ্য হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কাছাকাছি সময়ে কলকাতার অন্য একটি রঙ্গমঞ্চে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন' অভিনীত হচ্ছিল। কর্ণ চরিত্রের ভাগ্য-তাড়িত ট্রাজেডি আধুনিক নাট্যকারদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। বিশেষত ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্য রচনার কালেই জানতেন স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই নাটকটির প্রযোজনা

করবেন এবং কর্ণ চরিত্রে অভিনয়ও করবেন। কর্ণের সংলাপ রচনার বেলায় তিনি শিশির বাবুর অভিনয় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই কাজ করেছেন।

পূর্ববর্তী 'ভীষ্ম' নাটকের ভীষ্মের মত কর্ণকেও ভাগ্য তাড়িত এক মহান চরিত্র রূপে তিনি অঙ্কিত করেছেন। কর্ণের গৌরবের স্থানগুলি বিশেষভাবে নির্দেশ করবার জন্য, নাটকটির গ্রন্থনায় কিছুটা শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। কর্ণের ব্যক্তিগত গৌরবগাথা নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়ায় মহাভারতীয় কাহিনীর সমগ্রতার মধ্যে একটি বিশেষ পথ করে তাঁকে এগুতে হয়েছে। তবে কর্ণের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় দ্বন্দ্বসঙ্কুল ট্রাজিক ভাবটি জমে ওঠার সুযোগ পায়নি।

কর্ণ ভাগ্যতাড়িত। তাঁর স্বভাবের মূল সঙ্কট বংশ পরিচয়। আমি রাধার নন্দন- ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেও সেইখানেই তাঁর লজ্জা। সূতপুত্র বলে, ক্ষত্রিয় নয় বলে, তাঁর যে সামাজিক অপমান, নিজের বীরত্বে তাকে জয় করার চেষ্টার মধ্যেই রয়েছে এক ধরনের সূক্ষ্ম গ্লানিবোধ। তাঁর অন্তরের গভীরে ক্ষত্রিয়-পরিচয়ের যে তৃষ্ণা এটাই তাঁর ট্রাজিক ফ্ল। তাই তাঁর জীবনের সেই মুহূর্তটি হল ক্লাইম্যাক্স যেখানে সে তার সত্য মাতৃ-পরিচয়টি লাভ করল। সে পরিচয় তাঁকে ক্ষত্রিয়ের মহিমায় তুলে দিল কিন্তু সে মহিমা ভোগ করার উপায় আর তাঁর ছিল না। নিজের জীবনের সমস্ত গ্রন্থিগুলি তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বসে আছে। সেগুলি তাঁর রাধেয় পরিচয়কে অলঙ্ঘ্য করে রেখেছে। সে সূতপুত্র, দুর্যোধনের প্রীতিধন্য অঙ্গরাজ। দুর্যোধনের দেওয়া সম্মানই তাঁকে বংশ পরিচয়ের লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করেছে। আজ সে দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করে নিজের নবলব্ধ ক্ষত্রিয় পরিচয় নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে পারে না, এটাই তাঁর ট্রাজেডি। এই ট্রাজেডি ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাট্য মধ্যে চমৎকার ভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

কিন্তু শুধু মানবিক তৃষ্ণা ও যন্ত্রণা নয় ক্ষীরোদপ্রসাদ জীবনকে দেখেছেন পুরাণাশ্রয়ী ভক্তি বিহ্বলতার দিক থেকে। 'ভীষ্ম' নাটকের মত 'নরনারায়ণে'ও একদিকে কর্ণ ও তার বিপরীতে স্বয়ং কৃষ্ণ, ভগবান কৃষ্ণ যিনি মানব দেহে তাঁর প্রধান শত্রু অর্জুনের রথের সারথী। যিনি মাতৃ-পরিচয় দান করে তাকে দিয়েছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এবং একই সঙ্গে গভীরতম যন্ত্রণা। নাট্যকাব কৃষ্ণভক্তিরস একটু তীর্যকতায় এখানে উপস্থিত করে তাকে নাটকীয় করে তুলেছেন।

আলিবাবা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পাত্র।। আলিবাবা। হুসেন- আলিবাবার পুত্র। কাসিম- আলিবাবার ভ্রাতা। আবদালা- খোজা ক্রীতদাস। মুস্তাফা- জনৈক মুচী। দুস্যু-সর্দ্দারগণ, বান্দাগণ, দস্যুগণ, ইয়ারগণ ও হাকিম।

পাত্রী।। ফতিমা- আলিবাবার স্ত্রী। সাকিনা- কাসিমের স্ত্রী। মর্জিনা- ঐ ক্রীতদাসী। বাঁদীগণ, প্রতিবেশিনীগণ ও নর্ত্তকীগণ।

প্রস্তাবনা

বাজে কাজে মিন্‌ষেকে আর যেতে দেব না।
নিত্যি বনে পাঠিয়ে দেব, পরব কত সোনা-দানা
বনের ভেতর মোহরেব বাগান,
মোহর ফলেছে থান থান, নাড়লে পড়ে
যেন পাকা ধান—
রেকে মেপে তুলব ঘরে কারুর তাতে নাই
মানা।।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাসিমের গৃহপ্রাঙ্গণ

মর্জিনার প্রবেশ

(গীত)

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল,
এত্তা বড় বাড়ী এস্‌মে এত্তা জঞ্জাল।
হর্‌দম্ লাগতা ঝাড়ু, তববি অ্যায়সা হাল।।
অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান,
জঞ্জাল পূরা হুয়া বর্‌বাদ তামাম্;
ময়লা মোকাম্—
ময়লা মনিব মেরা—লেংরা বেচাল। দিল্
ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল।।

আবদালা। আবদালা!

আব। (নেপথ্যে) হুজুর—জনাব—খোদা-বন্দ।

আবদালার প্রবেশ ও গীত

আয়া হুকুম বরদার্।
আয়া হুকুম বরদার্।।
বাড়ি কামপিয়ারা হরদম্ লেও ভরপূর
কাম্‌দার।।
দেখা যেত্তা কালা রং
আখের তেত্তা জবর ঢং
সারা ঝটপট্ কামকর্‌নেওয়ালা সাঁচ্চা
সমজদার।
বহুৎ খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক
মহলাদার।

গীতান্তে) আ রে কে ও? বেগম সাহেব? মরজিনা খানুম্?

মর্। যে দিন বেগম হব, সে দিন তোকে হাজার কোড়া লাগাব।

আব। আঃ, বাঁচলেম! বড় সখ ছিল, এক দিন তোর হাতের কোড়া খাই। আল্লার কিরে, ব'লে রাখছি, যখন বেগম হবি, তখন তোকে পিঠটে জায়গির দেব।

মর্। বড় মস্‌করা কচ্চিস যে! আমি কি বেগম হ'তে পারি না?

আব। দেখ বাঁদী— থুড়ি, বিবি খুড়ি, রোগ নেই, শোক নেই— খোস-মেজাজে, বহাল তবিয়তে, হেসে হেসে ম'রে যাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে? ও কথা ছাড়ান দাও, বিবি সাহেব, ও কথা ছাড়ান দাও।

মর্। ফের মস্‌করা! তবে আমি যেমন ক'রে পারি বেগম হব।

আব। আমিও কষ্ঠায় কষ্ঠায় মার খাব!

মর্। আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ।

আব। ইস! তাই বটে, আমার পিঠটে সড় সড় করছে!

সাকিনা। (নেপথ্যে) মরজিনা!

মর্। বিবি সাহেব!

আব। মরজিনা, একটু আড়াল কর, পালাই।

মর্। চল্লি কেন? একটা কথা আছে, শোন্ না!

আব। এর পর বিবিজান, আমার হাই উঠছে। বেগম সাহেবের হাঁক শুন্‌লেই আমার (নিদ্রার অভিনয়) তোবা তোবা। (প্রস্থান

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। কোথায় তুই, মরজিনা?

মর্। হুকুম, বিবি সাহেব।

সাকিনা। আবদালা পাজি কোথায় গেল?

মর্। তোমার কথা শুনে পালাল।

সাকিনা। কাসিমকে ব'লে তাকে বেচে ফেল্‌তে হবে। তার বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে।

মর্। কোন কাজ আছে কি?

সাকিনা। একবার আলির স্ত্রীর কাছে যা ত। ব'লে আয়, আজ আমাকে পাঁচ মণ কাঠ দিতে হবে।

মর্। আচ্ছা। (প্রস্থান

কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। দেখ বাজারে যখন কাঠ মেলে, তখন আলির স্ত্রীর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা কচ্ছো কেন?

সাকিনা। আপনার জা— তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে দোষ কি?

কাসিম। না, সে সব হবে না। ও মাগীকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। শুধু ওটাই কেন, ও মাগীর ডালপালা সব। আলিটাকেও দেখতে আমি পছন্দ করি না। সে কাঠুরে, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

সাকিনা। সে ত তোমারই ভাই।

কাসিম। না না, আমি ওমরাও— সে কাঠুরে; কাঠুরের সঙ্গে ওমরাওয়ের সম্পর্ক থাকতেই পারে না। সম্পর্ক রাখতে গেলে কোরাণঘটিত দোষ হয়।

সাকিনা। ভাগ্যি শ্বশুরের বিষয় পেয়েছিলে, তাইতে ভাইয়ের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিলে। নইলে তোমারও যে কাঠ বইতে বইতে মাথার টাক পড়ত।

কাসিম। সেটা তোমার অদৃষ্টে নয়— আমার অদৃষ্টে। আমাকে সাদী করেছিলে, তাই তোমার বাপের ছেলে হয়নি। নইলে আর কার হাতে পড়লে, ছেলে ছেড়ে ছেলের চৌদ্দপুরুষ হয়ে যেত। আমার নসীবে ওমরাও গিরী আছে, আমি ম'রে ম'রেও ওমরাও হ'তুম; কিন্তু তোমাকে বিবিজান আজন্ম কাঠকুড়ুনি হয়ে থাকতে হ'ত। যাক্, শোন, আলির স্ত্রীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি ক'র না।

সাকিনা। তুমি দেখচি নেহাত গাড়োল। আমায় কি তেমনি মেয়ে পেলে যে কারও সঙ্গে বিনা কাজে মাখামাখি করি?

কাসিম। তা জানি, তা জানি, তুমি আমার তেমন মেয়ে নও, তা কি জানি না? তবে সে

মাগী থাকে থাকে আমাদের বাড়ী আসে কেন বল্‌তে পার?

সাকিনা। আমি আলির স্ত্রীর কাছে কাঠ খরিদ করি। বাজারের চেয়ে দেড়া সস্তায় পাই।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর দশ বার সের ফাউ।

কাসিম। বটে, বটে!

সাকিনা। আর ফাঁকি-ফুঁকি দিয়ে দুটো মিষ্টি কথা ব'লে, দু'বার গায়ে হাত বুলিয়ে আরও দশবার সের—

কাসিম। বটে বটে, বল কি? আমি যে হাসি রাখতে পারছি নি।

সাকিনা। তার পর হিসেবের সময় গোলমালে সিকি বাদ। বুঝলে মিয়া সাহেব?

কাসিম। (উচ্চাহাস্য)

সাকিনা। এখন বল, তার সঙ্গে মাখামাখি ক'রে কি মন্দ কাজ করি?

কাসিম। মন্দ— কোন্ রে-আকুফ্ বলে মন্দ? খাসা কাজ, তোফা কাজ! এ রকম কাজ খুব কর। কিন্তু দেখো, যেন ভুলে তাকে নেমন্তন্ন ক'রে ব'স না।

সাকিনা। আমি কি ভোলবার মেয়ে?

কাসিম। তাই ত, তাই ত, তুমি কি আমার ভোলবার মেয়ে—তবু কি জান, সাবধান ক'রে রাখছি। খাঁকৃতির পেট, গোগ্রাসে গিলবে। বুঝেছ বিবি, পাঁচ জনের খোরাক একলা মেরে দেবে। সাবধান! সাবধান!

সাকিনা। ভয় নেই, ভয় নেই— তুমি খানার বন্দোবস্ত কর। রাত্রে ক'জন আস্‌বে?

কাসিম। বেশী নয়।

সাকিনা। তবে এই বেলা আয়োজন কর।

কাসিম। আমি চল্লেম।

সাকিনা। এস ভাই এস।

মরজিনা ও ফতিমার প্রবেশ

ফতিমা।— (গীত)

(ও মোর দিদি) কেনে ডাক দিছিস্ মোকে।
আমার কি ছাই আগুন পোবায় এ বিহানের ঝোঁকে।।
রেতের বেলি মরদ কাটে কাঠ,
বিহান্ হলি আমার বাড়ে নাট,
ভিজে কাঠ বাছি কি ঘুঁটে বেছি
(বুন) হয় মহা ঝঞ্ঝাট
এটা করতে, হয় না ওটা, সে মরে বোকে।।

কেন বোন্, এমন অসময়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে?

সাকিনা। এই বোন্, আমাকে আজ পাঁচ মণ কাঠ পাঠিয়ে দিতে হবে। দর কত পড়বে?

ফতিমা। তোমার কাছে আবার দর কি দিদি? অমনিই দিতে হয়, তবে না কি আমাদের বড় টানাটানি, দিন গুজরানই হয় না, তাই তোমার কাছে নেওয়া।

সাকিনা। তা কেন ভাই, বাজারেই যখন আমাদের কিন্‌তে হয়, তখন তুমি আপনার জন. যাতে দু'পয়সা পাও, তা আমার দেখো উচিত নয় কি? এতে যদি দু পয়সা বেশি যায়, সেও বি আচ্ছা। বাজারে টাকায় তিন মণ দশ সের ক'রে ভাল সুঁদরীর গুঁড়ি চেলা পাওয়া যায়। তা তুমি নয় সওয়া তিন মণ করেই দিও। তোমাকে দু' এক পয়সা বেশী দিলে ত আর জলে পড়বে না। তোমার কাছে যদি ওজনেও কম পাই, সেও বি আচ্ছা।

ফতিমা। তোমার বোন্ এমনি ভালবাসাই বটে!

সাকিনা। তা'লে দর হ'ল কত? তিন মণ দশ সের এক টাকা। তার ওপর দশ সের কম্ দু' মণ। তা হ'লে দশ সেরের দামটা আগে বাদ দিয়ে নাও। তা হ'লে হ'ল গিয়ে চার আনা

কম এক টাকা; তার ওপর হ'ল দু' মণ—এক টাকার কাঠের চেয়ে এক মণ দশ সের কম। তা হ'লে বাদ যায় আরও দু' আনা। তোমার তা হ'লে পাওনা হয়—খাঁটি দশ আনা। মরুক্ গে, তোমার সঙ্গে আর দর করব কি, দু' পয়সা না হয় বেশী হ'ল। তা হ'লে তোমার পাওনা হ'ল এক টাকা ছ'পয়সা। কাঠ এনে দিয়ে পঁয়সা নিয়ে যাও।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর দেখ, তার সঙ্গে দু'চার খানা গরাণ যদি থাকে, পাঠিয়ে দিও ত। সুঁদরীর কয়লায় পোলাও রাঁধলে বড় গরম হয়। তোমার ভাসুরের কেমন অম্বলের ধাত —সয় না। বুঝেছ?

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। আর ঝুড়িখানেক কাঠের চোকলা সেই সঙ্গে যদি পার, পাঠিয়ে দিও। তোমার ভিজে সুঁদরী, উনুন ধরাতে বড় কষ্ট—ফুঁ পাড়তে হয়—মাথা ধরে।

ফতিমা। আচ্ছা।

সাকিনা। মুটে ভাড়াটা তুমি দেবে, না—আমি দেব?

ফতিমা। যা বল।

সাকিনা। থাক্, সে তুমিই দিও; তুমি ত আমার পর নও। যাও, শীগ্গির পাঠিয়ে দাও। মর্জিনা, কাঠগুলো সরু সরু দেখে ওজন করে নিস্। কাঠ নিয়ে হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দিস্। আমি আসি ভাই, আমি নেজুড় রাখতে ভালবাসি না। (প্রস্থান।

মর্। দেখ বাছা, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে।

ফতিমা। কেন বাছা?

মর্। না থাক্, আমি বাঁদী—মনিবের কথায় বাঁদীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়।

ফতিমা। কাঠের দামের হিসাবের কথা বলছ?

মর্। তুমি বড় বোকা।

ফতিমা। বোকা নই মা, বোকা নই।

মর্। তা হ'লে বুঝতে পেরেছ?

ফতিমা। বোকা হ'লে কি মা গরীবের সংসার যোগেযাগে চালাতে পারি? আপনার জন—বুঝেই বা কি করব? তুমিই বল না।

মর্। তুমি বুঝেছ! তা হ'লে তোমাকে সেলাম। চল। (প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপ্রান্তস্থ কুটীর

আলিবাবা, বন্যবালকগণ ও হুসেন।

বালক— (গীত)

আয় রে ভাই কাঠ কাটি গে কটাকট্।
নইলে বেত লাগবে পটাপট।।
মারিস্নে ঠুকঠুকিয়ে ঘা-
মোটা গুঁড়ি তাতে সানবে না।
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি, শুকনো ভাঙ্গি মটামট্।

হুসেন। হাঁ বাবা, এমন অসময়ে যে আজ কাঠ কাটিতে চলেছ?

আলি। কি করি বাবা। তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ব্যবসার সূত্রপাত করেছেন, তাতে ঘরে থাকা আর সইল না। বুঝি বনে চিরবসবাস করতে হয়।

হুসেন। কেন?

আলি। ওই যে আসছেন, ওঁরই মুখে শুন্‌লেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এখন।

ফতিমা ও মর্জিনার প্রবেশ

আলি। কি গো ফতিমা বিবি, আজ কি রকম ব্যাপার হ'ল?

ফতিমা। আজ পাঁচ মণ।

মর্। আর দু'মণ ফাউ। আর আধ মণ কাঠের চোকলা—সেটা কি বল্‌ব বাছা?

আলি। সেটা কি বল্‌তে আছে? ব্যবসা কর্‌তে গেলে দু'এক মণ এ দিক ও দিক হয়।

ফতিমা। নাও নাও, তামাসা ক'র না। এই দাম নাও—নিয়ে বাজার করে আন। ও কি, তুমি আবার এখনি কুড়ুল কাঁধে করেছ যে?

আলি। ও টা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে গেছে। ও টার দিকে নজর ক'র না। ইস, আজ যে অনেক টাকা রোজগার করেছ দেখ ছি। এই সাড়ে সাত মণ আট মণ কাঠের দাম এক টাকা ছ'পয়সা?

মর্। তাই বা কৈ! আমার এখনও দস্তুরি পাওনা।

ফতিমা। বটে বটে, বাছা, সে টা ভুলে গেছি। দাও গো, ওকে এই ছ'টা পয়সা।

মর্। (হুসেনের প্রতি) এই ছ'টা পয়সা তোমাকে বক্‌সিস করলুম, বাবু সাহেব। এমন উপযুক্ত সন্তান তুমি, বাপ রোজগার ক'রে আনে, তুমি খাটিয়েও খেতে জান না। কাঠগুলো নিয়ে বাজারে বেচতে পার না। কিন্তু কেউ কাউকে ঠকিয়ে নেয়, তাও দেখতে পারি না।

ফতিমা। ঠকায় নি মা—ঠকায় নি। আমার জা—সে যদি কিছু বেশীই নেয়, তাকে কি আর ঠকিয়ে নেওয়া বলে?

আলি। তবে ব'লে নেয় না কেন?

ফতিমা। বড়মানুষের মেয়ে, চাইতে যদি তার চক্ষুলজ্জাই হয়—তা হ'লে একটু আধটু গোলমাল ক'রে নিতেও কি দোষ? দাম যে দেয়, এই যথেষ্ট। না দিলে কি করতুম? ও যদি বড়মানুষের মেয়ে না হ'ত, তোমার ভাই যদি রোজগার করতে না পারত, তা হ'লে যে তোমাকে সমস্ত ভার নিতে হ'ত। আমি সব বুঝি—বুঝে চুপ ক'রে থাকি— নাও এস। নেহাতই যাও ত একটু সরবৎ খেয়ে যাও।

(আলি ও ফতিমার প্রস্থান।

হুসেন। মর্‌জিনা, আমাদের অবস্থা দেখে তোর মনে কষ্ট হয়েছে?

মর্। একটু একটু হয়েছে বৈ কি।

হুসেন। আচ্ছা, মর্‌জিনা—

মর্। কি—বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে কেন?

হুসেন। এই তু-তু-তু—

মর্। বলতে কি সরম হচ্ছে?

হুসেন। না, সরম কেন—সরম কেন? এই তুমি কি আমাদের ভা ভা ভা—

মর্। ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

হুসেন। হি হি হি—হাঁ মর্‌জিনা।

মর্। একটু বাসি বৈ কি।

হুসেন। তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেম। তা, মর্‌জিনা!

মর। কি?

হুসেন। তা—তা—তা—মর্‌জিনা।

মর্। আবার হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হুসেন। দাঁড়াই নি, দাঁড়াই নি—এই চ'লে যাচ্ছি। তা, মর্‌জিনা।

মর। কি?

হুসেন। তু—তু—আমা—না, না— তুমি একটু সরবৎ খাবে?

মর্। বুঝেছি, পালও, পালাও, আবদালা আসছে।

হুসেন। এ্যাঁ—এ্যাঁ—আবদালা? তা

মর্। তা হয় না হুসেন—আমি বাঁদী।

হুসেন। খোদা, মরজিনাকে ফুরসৎ দাও—মর্জিনাকে রাণী কর। মরজিনা—

মর । পালাও, পালাও।

হুসেন। তা হ'লে মরজিনা?

মর্। আবার মর্জিনা? পালাও।

হুসেন। হা আল্লা! (প্রস্থান।

আবদালার প্রবেশ

আব। আইয়ে বেগম সেহেব। ওদিকে হুজুরের জরুরি তলব পড়েছে।

(গীত)

আব। আয়বাঁদী তুই বেগম হবি,
খোয়াব দেখেছি;—
আমি বাদশা বনেছি।

মর্। বেশ হয়েছে আয় তবে তোর ল্যাজটা ছেঁটে দি।।

বান্দাবানর বাদশার ল্যাজ লোকে বল্‌বে কি?

আব। থাক ল্যাজ তুই চট্‌পট্ আয় বেগম ক'রে নি।

এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবি নি।

মর্। পাব না কি? বলিস্ কি রে? ও কি কথা রে—

ওরে তোর জন্যে তক্ততাউস কফিন্ কিনেছি।

কবর কেটে তোষাখানা বানিয়ে রেখেছি।

আব। আমি বাদশা বনেছি।

মর্। আমি বেগম হয়েছি।

উভয়। বাদশা বেগম ঝম্‌ঝমাঝম্ বাজিয়ে চলেছি।।

—

তৃতীয় দৃশ্য

গুহার সম্মুখ

দস্যুগণের প্রবেশ

১ম দস্যু। সরদার। মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না।

২য় দস্যু। দূর এখানে কি মানুষ আসতে পারে? আমরা এ স্থানটা যত ভয়ানক হয় ক'রে রেখেছি।

৩য় দস্যু। মিছে কি? চার দিকে মানুষের হাড় মাথা ছড়িয়ে রেখেছি; দেখলে, কোন্ শালার এখানে পা বাড়াতে সাহস হবে?

১ম দস্যু। তবে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি কেন?

সর-দস্যু। গন্ধ পাওয়া আশ্চর্য্য কি? মানুষের রক্ত নিয়েই কারবার—ফট্ ফট্ মাথা ফাটছে, হুড় হুড় রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, মাথার ঘী স্তূপাকার হচ্চে, হাড়ের পাহাড়—সে সব গন্ধ কি এক দিনে যায়?

৩য় দস্যু। গন্ধ তোর নাকে বাসা করেছে।

১ম দস্যু। আর কেন, কারবার বন্ধ দিলে হয় না?

২য় দস্যু। ভয় পেয়েছিস না কি?

১ম দস্যু। ভয় নয়, রোজগার করতেই জন্ম গেল—ভোগ হবে কবে?

সর-দস্যু। টাকা কি আর ভোগ হবে ব'লে রোজগার করছি? খোদার খাজাঞ্চিখানা, আমরা তার তসিলদার । কত কাল ধ'রে আমাদের এই গুপ্তভাণ্ডারে ধনসঞ্চয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জানে? এক জনের পর এক জন, তার পর আর এক জন, এই রকম কত হাত ফিরে, শেষে এই ধনাগারের ধনসঞ্চয়ের ভার আমাদের হাতে পড়েছে। তার পর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে, এ ভার দুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত চ'লে যাবে। ভোগ করবে কে? (গুহামুখে উপস্থিত হইয়া) চিচিঙ ফাঁক্।

গুহামুখ উন্মুক্ত ও দস্যুগণের গুহামধ্যে প্রবেশ

আলিবাবার প্রবেশ

হয় না যাক্ সন্ধ্যে হয়ে এল, আর ত থাকাও যায় না। (গুহা-সন্মুখে যাইয়া) চিচিঙ ফাঁক্ (দ্বার উন্মুক্ত) ইয়া আল্লা!

—

চতুর্থ দৃশ্য

আলিবাবার গৃহপ্রাঙ্গণ

ফতিমা উপবিষ্টা

ভিখারী বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত

ও মা দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষে দিয়ে যা।
নিয়ে যাই আদর ক'রে,
সোহাগ ভ'রে যে যা দেয় মা তা।
বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা,
বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা,
(ও মা) নাই ত বেলা, (বড়) ক্ষিধের জ্বালা,
(মুখে) সরে না কো রা।

ফতিমা। ও গো, আমার কি হ'ল গো? কেন আমি দুপুরবেলায় মরতে তাকে বনে পঠালুম গো?

নেপথ্যে। ফতিমা—ফতিমা!

ফতিমা। এই যে, এসেছ গা! এত দেরী ক'রে এলে—আমি তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে মরচি।

আলির প্রবেশ

আলি। ফতিমা—

ফতিমা। হাঁ গা, আজ কোথায় কাঠ কাটতে গিছলে? বনের কাঠ উজাড় ক'রে আনলে না কি? লুকিয়ে ও কি আনছ গো?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? চেঁচিয়েই বল্‌ব—এতক্ষণ ডাক ছেড়ে কাঁদছিলুম, এইবার গলা ছেড়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। হাঁ গা, ও কি গাছের কাঠ?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? ডাকফোকরে

আলি। ভোগ করব আমি। খোদা, টাকার গাছ দেওয়াই যদি মরজি করেছ, তা হ'লে খানিকক্ষণ আমায় ধ'রে রাখ, বাবা; আমার হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে; দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, টাকার গাছে তুলে মই কেড়ে নিও না। উঃ! ফস্‌কাল-ফস্‌কাল। বাবা, আছাড় খাইয়ে মের না—দু'দিন পোলাও কালিয়ে খেতে দাও। আঃ! বাঁচলুম। তবু যা হ'ক, একটু ধাতে এলুম। বাবা, কাঠ কাটতে কাটতে, বইতে বইতে জান্ হায়রাণ। খোদা আছেন, খোদা আছেন। কাসিম আর আমি এক মার পেটেই ত জন্মেছিলুম; কাসিম হ'ল ওমরাও, আর আমি হলুম কাঠুরে! এক পয়সা রোজগার করতে হ'ল না, এক দিন মাথার ঘাম পায় ফেল্‌তে হ'ল না, রাতারাতি বড়লোক! এ আল্লা, তোমার মরজিতে আমার কাঠের ছালা কি সোনার ছালা হবে না? যা হ'ক বাবা, মরেছি না মরতে আছি। আপাততঃ একটু গা-ঢাকা হই।

(অন্তরালে প্রস্থান।

নেপথ্যে। চিচিঙ ফাঁক্!

দ্বার উদঘাটন ও দস্যু গণের বহিরাগমন

সরদার। চিচিঙ বন্ধ। (দ্বাররোধ) চল, আজ হিরাটের দিকে যাওয়া যাক্।

দস্যুগণ। (গীত)

বো বন্ বন্ সোঁ সন্ সন্ ভোঁপপো ভোঁ।
ছোট্ ছটাছট্ লে ঝট্‌পট্ মার্‌তে হবে ছোঁ।।
হিরাট কাবুল বল্ক কি বোগ্দাদ,
তিহারাণী ইস্পাহানী কেউ না যাবে বাদ;
সুলুক বুকে কুল মুলুকে পড়ব সড়াক সোঁ।
ফুঁড়বো ফাড়বো দেখিয়ে যাব বুনো হারামের
গোঁ।। (প্রস্থান।

আলিবাবার প্রবেশ

আলি। আর এখন ফিরচে ব'লে ত বোধ

বলব— আমরা বন থেকে কাঠ এনে খাই, কোন বেটাবেটীর জিনিসের দিকে ত নজর করি না। হাঁ গা, ও বুঝি চন্দনকাঠ গা?

আলি। আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। কেন, আস্তে কেন? সব বেটাবেটীদের শুনিয়ে বল্‌ব, কারুর ত একচালায় বাস করি না, তবে ভয় কি? হাঁ গা, থলে কোথায় পেলে গা?

আলি। চুপ চুপ, কাঠ নয়—মোহর, মোহর।

ফতিমা। মোহর ও বাবা! মোহর কি গো?

আলি। আস্তে—আস্তে। গোল ক'র না— গোল ক'র না। কোঁড়া খাবি, মারা যাবি।

ফতিমা। এঁ—এঁ! আস্তে কইব? মোহর! সে কি গো? আমাদের মোহর কি গো? তুমি যে অবাক্ করলে গো। আমরা দিন আনি দিন খাই; না পাই, আমাদের মোহর কি গো! তুমি ডাকাতি করতে শিখেছ না কি? ও গো, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো?

আলি। আরে মর্—চুপ কর্ না মাগী।

ফতিমা। ও গো, চুপ করতে পারছি না যে গো। তুমিই যদি আমার প্রাণে ম'লে, তা হ'লে কি সুখে চুপ ক'রে থাকি গো?

আলি। আরে মর্ চুপ কর্ না, কি বলি, শোন্ না। চেঁচালেই আমার গর্দ্দান যাবে।

ফতিমা। তা তো যাবেই দেখতে পাচ্ছি গো। তবু যে চুপ ক'রে থাকতে পাচ্ছি না গো। তুমি এমন ইমানদার, তুমি ডাকাতি ক'রে টাকা আনলে!

আলি। আরে না! না, খোদা দিয়েছে! বনের ভেতর কাঠ কাটতে মোহর পেয়েছি।

ফতিমা। বল কি?

আলি। চুপ কর্।

ফতিমা। বল কি?

আলি। আরে গেল—ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা ক'।

ফতিমা। বল কি? সোনার মোহর— বল কি? কাঠের ভেতর—বল কি? ও রে বাবা!

আলি। গা ঘেঁসে কানটির কাছে এসে, "বাবা গো" "বাবা গো" কর্। চেঁচাস নি— মারা যাব।

ফতিমা। ও গো, মাফ কর গো। জন্মের শোধ একবার চেঁচিয়েই নিই গো। এমন দিন আর পাব না গো। ও গো মা গো! এমন সময় তুই কোথায় গেলি গো! তুই যে বড় কষ্ট ক'রে আমাকে মানুষ করেছিস গো।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাতশব্দ)

আলি। সর্ব্বনাশ কর্‌লে—চেঁচিয়ে আমার মাথাটা খেলে।

নেপথ্যে। দোর খোল— দোর খোল।

ফতিমা। ও আমার হুসেন আসছে, ওরে আমার হুসেন রে!

নেপথ্যে। দোর খোল—দোর খোল।

আলি। রও—রও—সবুর কর। আমি আগে সাম্‌লে রাখি—সাম্‌লে রাখি।

ফতিমা। ও যে আমার হুসেন—ও যে আমার হুসেন।

আলি। আরে দূর ন্যাকা মাগী। হ'ক না হুসেন, একটু বাদে হুসেনকে দেখলে কি চলবে না? যদি তার সঙ্গে আর কেউ এসে পড়ে? রোস, আগে আমি মোহর সাম্‌লাই—নিজে লুকুই, তারপর খুলে দিস্। (প্রস্থান।

ফতিমার দ্বার উন্মোচন, হুসেন ও প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ

হুসেন। কি হয়েছে মা?

১ম প্র। কি হয়েছে হুসেনের মা?

২য় প্র। কি হয়েছে আলির বউ?

৩য় প্র। কি হয়েছে গো?

ফতিমা। আর বাছা, পেটে একটা বেদনা ধরেছে—তার জন্য ছট্‌ফট্ করছি, আর কাতরাচ্ছি।

হুসেন। বলিস্ কি মা, কখন্ হ'ল মা?

১ম প্র। অহা, তা হ'লে ত কাতরাতেই হবে বাছা!

২য় প্র। আহা, তা বাছা, হয়েছে যখন, মুখ টিপে প'ড়ে থাক! আমার ছেলেটা সমস্ত দিন বায়না নিয়ে কেবল কেঁদেছে। কত কষ্ট ক'রে, কত রূপ-কথা কয়ে, কত হাঁটু নেড়ে মাথা চাপড়ে, তারে ঘুম পাড়িয়েছি; তোর চীৎকারে সে দু'এক বার ঝাকরে ঝাকরে উঠছে মা—উঠলে বড় মুস্কিল হবে; আমাদের মিনষে আফিমখোর—নেশা তার চ'টে যাবে।

৩য় প্র। আহা, তা যখন হয়েছে মা, ওষুধ খা।

২য়প্র। মোরগের লাদি, টিকটিকির ল্যাজে, হুকোর জল দে বেটে পেটে প্রলেপ দে। দেখতে দেখতে ব্যথা জল হয়ে যবে এখন।

৩য়প্র। আরশোলার তেল আর বোকা ছাগলের দাড়ী, শিলে থেঁত ক'রে, গুঁড়িয়ে তাতে একটু আদা আর মধু দিয়ে—ঢক ক'রে চোখ-কান বুজে খেযে ফেল, ব্যাথা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে!

হুসেন। কি বলিস মা, হাকিম ডাকব?

ফতিমা। হাঁ গা বাছা, আমার বড় কষ্ট; সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি। আলি কাঠ কাটতে গিয়ে মাথাধরিয়ে এসেছে, তারই দরুণ আমার পেটে অসুখ ; বাছা, আজকের মতন সের পাঁচেক চাল ধার দিতে পার?

১ম প্র। আলিকে ত আর পেটে ধর নি মা, যে তার মাথা ধরলেই তোমার পেটে ব্যথা ধরবে!

ফতিমা। থাকে ত দে মা।

১ম প্র। চাল কোথায় পাব? আপনারাই পেটের জ্বালায় মরি। ও বাবা! পেটের ব্যথায় চাল কি গো! (প্রস্থান।

২য় প্র। ছেলেটা বুঝি এতক্ষণ ঘুম ভেঙ্গে উঠল। যাই, আবার বায়না ধরলে তখন কি ক'রে ঠাণ্ডা করব? (প্রস্থান।

৩য়প্র। উহুহু ও মা! আমারও পেটে যে ব্যথা ধরল গো! (প্রস্থান।

হুসেন। সত্যি-সত্যিই কি তোর অসুখ? সত্যি-সত্যিই কি বাবার মাথা ধরেছে?

ফতিমা। শত্রুর ধরুক! ও হুসেন—হুসেন! দরজা দিয়ে আয় অনেক কথা আছে।

হুসেন। কি মা?

ফতিমা। দরজা দিয়ে আয়—জানালা দিয়ে আয় (হুসেনের তথাকরণ) ও রে বাবা হুসেন!

হুসেন। কি মা?

ফতিমা। হিঃ হিঃ হিঃ! কি বলব রে হুসেন!

আলি। গেছে —তারা গেছে?

ফতিমা। গেছে আর চেঁচাব না; ফিস ফিস্ করেও কথা ক'ব না—এই নাক-কান মলছি।

হুসেন। কি বাবা, ব্যাপার কি বাবা?

আলি। একটা কোদাল নিয়ে আয়, শীগ্‌গির যা—শীগগির যা!

হুসেন। কেন বাবা? সন্ধ্যেবেলায় কোদাল কি হবে বাবা?

ফতিমা। আস্তে—আস্তে; আস্তে কথা ক'।

আলি। ফতিমা বিবি—ফতিমা বিবি!

ফতিমা। আলি—আলি—কি আমাদের হ'ল আলি?

হুসেন। কি আমাদের হয়েছে বাবা?

ফতিমা। চুপ—চুপ!

আলি। আস্তে—আস্তে।

হুসেন। আস্তে কেন বাবা?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ চুপ।

আলি। কোদাল আন্—শীগ্গির কোদাল আন্।

হুসেন। কোদাল কোথায়?

ফতিমা। (ইঙ্গিতে) চুপ চুপ।

(হুসেনের প্রস্থান।

আলি। শীগ্গির আয়—কি পেয়েছি, দেখবি আয়।

—

পঞ্চম দৃশ্য

কাসিমের বহির্ব্বাটী

উপবিষ্ট আবদালার নিকট মর্জিনা দণ্ডায়মানা।

আব। মর্জিনা ভাই, একটা গান গা'।

মর। এই কি গানের সময়?

আব। আলির বাড়ী থেকে এসে অবধি তোর প্রাণটা গান গান করছে, এটা আমি বেশ বুজতে পারছি।

মর্। কিসে বুঝলি?

আব। কলবৈশাখী—পশ্চিম আকাশের এক কোণের একটু কাল মেঘের কণা দেখলেই বুঝা যায়। তোর চোখের এক কোণে ফোঁটা খানেক জল দেখা দিয়েছে। আজ এমন মস্গুলের দিন, তুই দূরে দূরে স'রে বেড়াচ্ছিস! যা দেখতে পাবার নয়, তাই দেখবার জন্য চার ধারে নজর মারছিস! চোখ দুট যেন আউটে রয়েছে, তোর ভেতরে যেন ঝড় বইছে।

মর্। মিছে নয়। আমার ভেতরে কাঁড়ি খানেক কি ঢুকেছে—কিসে সারে বল দেখি?

আব। গান গা—গানের সঙ্গে বেরিয়ে যবে এখন।

মর্। ঝড়ে আবার গান কি?

আব। ঝড় বাইরেই হুহু করে—বাঁধা ঘরের জানালায় গিয়ে বাঁশী বাজায়; তুই বাঁদী—তোরও বাঁধা বরাত; আমি বান্দা—আমারও নিটোল দুঃখ; তুই হাউ হাউ কর—আমার কানে মধুর ঠেকবে এখন।

মর্। কি গাইব?

আব। একটা ভালবাসার।

মর্। দূর—বাঁদীর আবার ভালবাসা।

আব। তবে আমি বলি, শোন্।

(আবদালা ও মরজিনার গীত)

আব। বড়া মজাদার মিঠা পিয়ার আপনা
হোয় আঞ্জাম।
মর্। অন্ধাকো আঁখ মিলতো, ফুটে
গুঞ্জাকো জবান।।
আব। ল্যাংড়া চলে ভাঙ্গড় মারে ছুট,
মর্। বাহারাকো কান পিয়ারামে ফিন ফুট;
উভয়ে। বিমার টুটে ইন্ সাফিসে আক্কল পায়
নাদান।

নেপথ্যে। আবদালা।

আব। হুজুর। (প্রস্থান।

ফতিমার প্রবেশ

ফতিমা। হাঁ গা, সাকিনা বিবি কোথায় গা?

মর্। কেন গা?

ফতিমা। দরকার আছে; শীগ্গির বল না গা?

মর্। হুকুম আছে; না ব'ল্লে বলতে পারব না যে গো।

ফতিমা। আমায় একটা কুন্কে দিতে পার?

মর্। এত রাত্রে কুন্কে কি হবে?

ফতিমা। হবে মা, একটা কিছু হবে।

মর্। না ব'ল্লে দেব না।

ফতিমা। এই ধান মাপব মা।

মর্। এমন সময় ধান পেলে কোথায়?

ফতিমা। পেয়েছি মা।

মর্। তা ত পেয়েছ, কিন্তু কেমন ক'রে পেলে, বলতে হবে।

ফতিমা। কর্ত্তা এনেছে!

মর্। কর্ত্তা ত কাঠ কাটতে গেল, ধান পেলে কখন্?

ফতিমা। বনে ধানের গাছ ছিল মা।

মর্। ধানের গাছ?

ফতিমা। হাঁ মা, যেমন গুঁড়িতে কোপ মেরেছে, অমনি গাছে পাকা ধান ছিল. ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়েছে!

মর্। ধানগাছের কি গুঁড়ি আছে?

ফতিমা। আছে বই কি মা, বনের ভিতর কত কি আছে, কে বল্‌তে পারে? খুঁজলে ধানের গাছ কেন, টাকার গাছ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ও মা, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মা, আমি কি বল্‌তে কি বলছি মা! বনে কিছু মেলে না, কেবল মেলে অন্ধকার। দাও ত —দাও মা! নইলে বল, চ'লে যাই।

মর্। এনে দিচ্ছি, নিয়ে যাও, কিন্তু আমার কাছে যা ব'ল্লে, আর কারও কাছে এমন পাগলের মত বকো না, বিপদ ঘটবে।

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। বিপদ—বিপদ? বিপদ কি রে মর্জিনা?

মর্। বিপদ অন্য কিছু নয়, ফতিমা বিবি কুন্‌কে চাচ্চে চাল মাপতে; এখন কি ক'রে দিই?

সাকিনা। কুন্‌কে, কুনকে? কে ও বোন, তুমি চাচ্ছ? তা আমি দিচ্ছি। তুই শীগগির আয়, কাসিম সাহেব তোকে ডাক্‌ছে।

(সাকিনা ও মর্জিনার প্রস্থান।

ফতিমা। আমি পালাই, না, না; নিয়ে যাই, না, না পালাই, উঁহু, নিয়ে যাই।

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। ও কি ফতিমা! ছটফট করছিস্ কেন?

ফতিমা। করছি দিদি! আজকাল ওই রকম ক'রে থাকি।

সাকিনা। (স্বগত) না, হ'ল না। কিছু গূঢ়ত্ব আছে! (প্রকাশ্যে) ওই যা? ছ্যাঁদা কুনকে এনেছি।

ফতিমা। তা হ'ক, ছ্যাঁদাতেই আমার হবে।

সাকিনা। দূর, তাও কি কখন হয়? আমি যাব আর আসব।

সাকিনার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

এই নাও। (ফতিমার কুনকে লইয়া প্রস্থান।

কুন্‌কের তলায় আঠা দিয়ে দিয়েছি। যা মাপবে, কিছু না কিছু লেগে থাকবেই থাকবে। (প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নাট্যশালা

কাসিমের সঙ্গিগণ ও নর্ত্তকীগণ

(গীত)

লেও সাকী দেও ভর পিয়ালা পিলাও দারু
ফিন্।
লাল সিরাজি আঙ্গুর সরার গুলকে তর্
রঙ্গিন।
নয়নামে ঠার চাটনি মিঠা বাৎ
আব খানে দেও দিল্ পিয়ারা সাথ
ঘুমনা৷ ফির্‌না খোষ কর্‌না কাম্ বড়া সঙ্গিন।।

১ম সঙ্গী। এই সিরাজ সহরে ঢের ঢের বড়লোক নবাব ওমারাও আছে, কিন্তু বাবা, কাসিম সাহেবের মত উঁচু মেজাজ আর দেল্-খোলসা লোক একটিও মিলবে না?

সকলে। একটিও মিলবে না।

১ম সঙ্গী। মেলবার ত গতিক দেখি না। যত বেটা দুনিয়ার ফকির মক্কার পীর হয়েছে। তারা কি আমাদের কদর জানে? সে বেটাদের ভাল হবে? বেটারা টাকার ঝাঁঝে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে।

২য় সঙ্গী। সে বেটাদের কথা যেতে দেও। দোস্ত, আমাদের এখন দেদার চলাও— জানদের কুব যাস্তি যাস্তি কোরে দাও। ওহে সাকি, ও সোনার চাঁদ, হুড় হুড় ক'রে ঢেলে ঢেলে দে রে; দিয়ে যাও—দিয়ে যাও— বিবিদের মদ্দ বানিয়ে দাও!

১ম নর্ত্তকী। তা আমরা মদ্দই ত।

২য় সঙ্গী। মদ্দা না হ'লে আর মরদেরা মাথায় ক'রে রাখে?

১ম সঙ্গী। তা তোমরা মদ্দ হও, আমরা মাদোয়ান হয়ে তোমাদের পাছে পাছে ফিরি।

(গীত)

উভয়ে। কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ।
মর্‌দ মাদা বন গিয়া সব মর্দ্দান আওরাৎ।।
সঙ্গী। ফূর্ত্তিসে দেও কুর্ত্তি পিনি, ওড়ান উও পেসোয়াজ
নর্ত্তকী। পায়জামা দেও, আচকান দেও, চোগা কাবা শিরতাজ।
উভয়ে। উল্টা সাজে ওলট্-পালট দারুয়া মে দিনরাত।
বেরং এর ঢং চালাকব আও ফিরি সাথ সাথ।।

কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। কি হে ভাই সব, আমোদ চল্‌ছে ভাল ত?

১ম সঙ্গী। কাসিম সাহেব আমা'দের বড়ঘরওয়ানা, ওর সকল্ চালই আমীরী।

কাসিম। দেখ ভাই সব, তোমাদের আপনাদের ঘর মনে ক'রে রাখ, যার যা দরকার হবে, চেয়ে চিন্তে নাও; দাওয়ান আছে, নায়েব আছে, খাজাঞ্চি আছে, বাবুর্চি আছে, জমাদার আছে, দফাদার আছে, যারে যা হুকুম করবে, সেই তা এনে দেবে। কিছু সরম ক'র না।

২য় সঙ্গী। কাসিম সাহেবের এইবার নবাব বাহাদুর খেতাবটা হ'লেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয়।

৩য় সঙ্গী। সে হ'ল ব'লে, আর বড় দেরি নেই।

কাসিম। আমাদের কর্ত্তাদের ছেলে, তারা বাদশার কাছে চব্বিশ ঘন্টাই থাকত। এই বাদশার আমল থেকে কেবল বন্ধ হয়ে গেছে।

৩য় সঙ্গী। বাদশা বেটা আহাম্মক, লোক চেনে না!

সকলে। আহাম্মক, আহাম্মক।

৩য় সঙ্গী। বাদশা বেটার এমনি ক'রে কান ম'লে দেও।

সকলে। দাও, কান ম'লে দাও।

কাসিম। আবদালা, আবদালা—

নেপথ্যে। হুজুর!

কাসিম। জল্‌দি আও, সিরাজ্জি লে আও, দশ বোতল সিরাজ্জি লে আও।

সাকিনার প্রবেশ

সকলে। আইয়ে সাকিনা বিবি।

সাকিনা। হাঁ গা, কাসিম সাহেব কোতা গা?

কামি। এই যে, মেরিজান্।

সাকিনা। কৈ গা! আমি যে চক্ষে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কাসিম। (অগ্রসর হইয়া) কি হয়েছে

বিবি? কি হয়েছে বিবি? আবদালা, সাকিনা বিবির গালে সিরাজি দাও।

সাকিনা। তুমি কাসিম ত?

কাসিম। এ কি কথা, তুমি ও কি বলছ?

সাকিনা। তবে শোন, একটু আড়ালে চল।

(কাসিম ও সাকিনার অন্তরালে গমন)

আবদালার প্রবেশ

১ম সঙ্গী। ইধার লে আও।

আব। যাতা হায় মিয়া সাব। (কাসিমের নিকট যাইয়া) হুজুর!

কাসিম। (জনান্তিকে) অ্যাঁ, বল কি?

সাকিনা। (ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ)

আব। হুজুর, সিরাজি।

কাসিম। চোপরাও শূয়ার, হাম তেরা হুজুর নেহি। (জনান্তিকে) কখনই নয়, ঝুট বাৎ। বল কি? এও কি একটা কথা? বল কি? আবদালা, সাকিনা বিবির মাথায় সিরাজি ঢেলে দাও, বিবি গরম হয়েছে।

১ম সঙ্গী। ওরে বেটা, এ দিকে নিয়ে আয় না।

সকলে। আবদালা, ইধার আও।

কাসিম। নেই নেই, ইধার আও।

সাকিনা। তা হ'লে তুমি মিথ্যা মনে ক'রেই ব'সে থাক, আর ইয়ারকি মার।

কাসিম। বল কি? অ্যাঁ—বল কি? অ্যাঁ—বল্লে কি?

আব। হুজুর, সিরাজি।

কাসিম। আবার হুজুর?

আব। না না হুজুর, তা হ'লে হুজুর—

কাসিম। চোপ চোপ (প্রহার করিয়া) উধার যাও, হাম নেই শুনে গা।

(আবদালার প্রস্থান।

(জনান্তিকে) এ বাৎ নেহি, এ বাৎ সাচ নেহি। কভি নেহি—নেহি—নেহি—হাম নেহি—তোম নেহি—ঐ শালা লোগ নেহি—কুচ নেহি।

১ম সঙ্গী। কি হ'ল কাসিম সাহেব?

কাসিম। চোপরাও।

৩য় সঙ্গী। অ্যাঁ—অ্যাঁ। চোপরাও। সে কি, সে কি, —কাসিম সাহেবের বড় নেশা হয়েছে। এই ও বিবিজানেরা, তোমরা কাসিম সাহেবকে চ্যাংদোলা ক'রে ঝাঁকারি দাও।

কাসিম। বাহার যাও, বাহার যাও!

নর্ত্তকীগণ। কি হ'ল কি হ'ল , সাকিনা বিবি?

সাকিনা। ভাই ব্রাদার বিবিজান, সব তোমরা আজ চ'লে যাও, আমার খসমের বেমারি হয়েছে।

কাসিম। জল্দি—জল্দি।

নর্ত্তকীগণ। আহ, এরি মধ্যে কি হ'ল গা?

কাসিম। হুয়া—হুয়া, কুচ হুয়া, আলবৎ হুয়া।

সঙ্গিগণ। কি হ'ল—কি হ'ল?

মর্জিনার প্রবেশ

মর্। আর কি হ'ল। পালাও। কাসিম সাহেবকে শেয়ালে কামড়েছিল, তাই বুঝি কি হ'ল।

নর্ত্তকীগণ। সে কি গো, তা হ'লে কোথায় যাব গো?

সঙ্গিগণ: এই বাবা মাটী করলে, —খেলে—খেলে।

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ। কভি নেহি, দানা দিয়া, জিনী দিয়া, মামদো দিয়া, হাঃ হাঃ হাঃ (উচ্চহাস্য) হুয়া—হুয়া।

নর্ত্তকীগণ। ওরে বাবা রে!

মর্। পালাও পালাও, এ দিক দে পালাও—পালাও। (পুরুষ ও নারীগণের কোলাহল)

মর্‌। পালাও পালাও, খেলে খেলে।

(সঙ্গী ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

কাসিম। অ্যাঁ, বল কি? আলির এত টাকা? ও বাবা, যাই যে! উঃ! বুক গেল! যে আলি কমবক্‌ৎ, তার এত টাকা!

সাকিনা। বোঝ, তুমি তারে ঘেণ্ণা কর, গরীব ব'লে কথা কও না, খানায় ডাক না, দেখ তার কত টাকা! তুমি টাকা একটি এ কটি ক'রে গুনে মর, সে মেপে সংখ্যা কর্ত্তে পারে না।

কাসিম। কৈ, কুন্‌কে কৈ?

মর্‌। এই আমার কাছে। (কাসিমকে কুনকে প্রদান)

কাসিম। (কুন্‌কে ঠুকিয়া) ওরে, আবার বেরুল যে রে! ওরে বাবা, যাই যে, আবদালা!

মর্‌। আবদালা!

নেপথ্যে। হুজুর!

মর্‌। জলদি আও। এক পেয়ালা সিরাজি লে আও! সিরাজি লে আও।

আবদালার পুনঃ প্রবেশ

কাসিম। এক পেয়ালা নেহি, দশ পেয়ালা লে আও, বোতল লে আও, জালা জালা লে আও। (সিরাজি পান) মিঠা নেই। (পেয়ালা নিক্ষেপ)

সাকিনা। অমন করে পাগলামি করলে ত হবে না— উপায় কর, ভাল ক'রে খবর নেও। দেখ দেখি, এ কোন্ বাদশার মোহর?

কাসিম। ভারি পুরোন! বহুৎ দাম, বহুৎ— পাঁচ মোহরে এক মোহর।

সাকিনা। উঃ! উঃ! উঃ! ওরে বাবা, সে কি গো? কুনকের মাপ! আবার পাঁচ মোহরে এক মোহর—একটু সিরাজি দে রে—বাবা রে, কি হ'ল রে! আবদালা রে, আমায় একটু সিরাজি দে রে। (সিরাজি পান)

(সাকিনার গীত)

হো হো জান্ হায়রাণ।
দুনিয়ামে জনম লিয়া কেঁও, খোদা কেয়সা বেইমান।।
দুষমনকো মিলা পসার, মেরা ভালমে গিরা ক্ষার,
বাহবা দয়াল! তেরা বড়িয়া বিচার;—
ইমান্‌দারী কাম তুহারি, আপনে ছোড়া ইমান।।

কাসিম। সাকিনা বিবি, আমি একেবারে গেছি।

সাকিনা। আমিও যে যাব কচ্ছি গো।

কাসিম। সাকিনা বিবি! সাকিনা বিবি! আমায় ধর।

সাকিনা। ও গো, তুমিও আমায় ধর।

মর্‌। তোমরা সাহেব বিবি ধরাধরি কর, আমি আর বাঁদীদের নিয়ে গাই।

(গীত)

দেখে শুনে বোঝ ত মান না।
বলতে গেলে দুটো কথা কানে তোল না।।
নসিবে মারলে গোলা, গোলা ধ'রে খা ডালা,
দেবার যারে দেয় দেনেওলা,
(হও) আপন জ্বালায় ঝালাপালা, মানা শোন না।।
(খাবে) পোলাও কারী, হাঁকবে জুড়ী,
(পরে) হাঁটুক পায়ে চিবুক মুড়ি,
(সাত) হয় কি না হয় অত সয় কি না সয়, থুড়ি,
(দেখ) কেমন মজা রাজার রাজা, (দিলে) ধনের বোঝা
(আর) রিযের গোঁজা রেখ না।।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আলিবাবা ও ফতিমা উপবিষ্ট

(গীত)

যেত্তা রুপেয়া তেত্তা দিগদারী।
লাহল বিলা এ ক্যা ঝক্‌মারী।।
হাজার সে উঠ যার লাখোঁ মে,
লাখোঁ বি পঁহুছে ক্রোড়োঁ মে,
রোপেয়া বাড় যায় দিল ছোট হো যায়,
ক্যায়সে চলেগা মেরা দিন্‌দারী।

ফতিমা। হ্যাঁ গা আলিবাবা।

আলি। কি গা ফতিমা।

ফতিমা। আমায় পাঁচটা বাঁদী কিনে দাও না গা।

আলি। কেন বা?

ফতিমা। কাঠ চেলাতে চেলাতে যখন আমার মেহনত হবে, গা দিয়ে গল্‌গল্ ক'রে ঘাম বেরুবে, তখন দু'জন হ'ল গা-হাত-পা টিপে দিলে, দু'জন বাতাস করলে, এক জন সরবৎ তৈয়ারী ক'রে মুখে ধরলে, এক জন বা হয় ত পাশটিতে ব'সে দুটি গান গাইলে।

আলি। আবার কাঠ কাটবি কি, ফতিমা? খোদা কি আর আমাকে কাঠুরে রেখেছে?

ফতিমা। ভুলে গেছি, ভুলে গেছি—আমি যে এখন বেগম সাহেব।

আলি। (স্বগত) একটু একটু ক'রে উঠতে হবে। একেবারে উঠলেই লোকে সন্দেহ করবে, —বাদশার কানে যাবে। একেবারে আমীরী চাল চাল্‌লেই মারা যাব! তাড়াতাড়ি ক'র না, আলি সাহেব; সবুর—সবুর।

ফতিমা। হ্যাঁ গা আলি!

আলি। কি গা ফতিমা?

ফতিমা। আমায় একটা তঞ্জাম আর আট টা বান্দা কিনে দাও না।

আলি। কি হবে?

ফতিমা। বাড়ীর কাছে ভাল তালাও নেই, অনেক দূর থেকে জল আন্‌তে কোমর ধ'রে যায়! আমি তঞ্জামে চ'ড়ে গিয়ে জল আন্‌ব।

আলি। জল তোমায় কি আর আনতে হবে, ফতিমা বিবি।

ফতিমা। হবে না বটে। তা হ্যাঁ গা, এবার থেকে আমরা কি খাব?

আলি। কেবল পোলাও, কালিয়া, কাবাব, পোস্তা, কোপ্তা, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, বাদাম, পেস্তা।

ফতিমা। বাজারে যদি না হয় সস্তা, তা হ'লে মুড়ি খাব বস্তা বস্তা।

আলি। চ'লে যাও সোজা রাস্তা। তুমি পাগল হয়েছ, নবাবের বেগম কি মুড়ি খায়?

ফতিমা। তা বটে—বটে, ভুলে গেছি।

আলি। হ্যাঁ ভাই ফতি!

ফতিমা। কি ভাই আলি!

আলি। দেখ ভাই, মনটা যেন কেমন কেমন করছে।

ফতিমা। তবে তোমায় স্পষ্ট কথা বলি গো! বলব মনে ক'রে আসছি ভুলে যাচ্ছি; আর পারছি না গো, আমার প্রাণটা যেন ফুঁফিয়ে উঠছে, আমি বসতে পারছি নি, দাঁড়াতে পারছি নি, শুতে পারছি নি।

আলি। আমি হাসতে পারছি নি—কাঁদতেও পারছি নি।

ফতিমা। আমি ঘুমুতেও পারছি নি, জাগতেও পারছি নি। হ্যাঁ ভাই আলি?

আলি। কি ভাই ফতি?

ফতিমা। কি করি ভাই?

আলি। দেখ ফতিমা, কিছু করা বড় সুবিধা হবে না! লোকে বুঝতে পারলেই সর্ব্বনাশ। দু'দিন একটু সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ফতিমা। সে যখন হবার, তখন হওয়া যাবে। এখন এস, একটু মস্‌গুল হয়ে, দু'জনে

গলা ধরা-ধরি ক'রে মনের সাধে কাঁদি।

(গীত)

ফতিমা। তোর কিরে কসম খাই।
মোর চকির কোণে পানি আসছে ভাই।।
ধড়াস দড়াস কর্ত্তিচে বুক জ্ঞানগম্যি নাই
আলি। ও কি কইস ছাই।
লাচন কোদন আসছে না মোর কাঁদন যে বালাই।
ফতিমা। আমি পুছ কচ্ছি তাই,
কি করবো কয়ে দে আলি ভাই।।
আলি। চেপে থাক্ তুই পারিস যত ডাক ছেড়ে চিচাই।
তুমি চোপ রও, মুই হাঁপ খাই, আর ডাকে ছেড়ে চিচাই।।

আলি। আরে না না, এখন নয়, আরে না না, এখন নয়—এখন কাঁদলে পাড়ার লোক জেগে উঠবে, আমাদের বিপদ হবে—প্রাণ যাবে।

ফতিমা। বয়ে গেল, আমি পাড়ার লোককে ভয় করি না। ও গো, আমার কি হ'ল গো—আমার ঘুম হয় না কেন গো—ক্ষিদে পায় না কেন গো—আমার চোখ ফেটে জল আসছে কেন গো—গা, হাত, পা টলমল করছে কেন গো?

আলি। ওরে থাম, আস্তে—আস্তে।

ফতিমা। ওগো, আমার কিছু ভাল লাগছে না কেন গো?

আলি। মাটী করলে,—মাটী করলে; থাম—থাম।

ফতিমা। দেখতে দেখতে এত বড়টা কি ক'রে হলুম গো? আবার ছেলেমানুষ হ'তে আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে গো!

আলি। হয়েছে, হয়েছে—বুঝেছি—হবার কারণ হয়েছে। হুসেন,—হুসেন, হুসেন, তোর মা'র মাথা গরম হয়েছে। শীগগির একটা হাকিম আন।

মর্জিনা ও হুসেনের প্রবেশ

মর্। ও গো, তোমরা হাকিম আন। হুসেন সাহেবের জন্য হাকিম আন—এলাজের বন্দোবস্ত কর, ওর মাথা গরম হয়ে সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরছিল, যারে দেখতে পাচ্ছিল, তারেই চাবুক মারছিল। দরোগায় ধ'রে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল, আমি কোন রকমে হাতে-পায়ে ধ'রে এনেছি।

ফতিমা। তুমি কি? কে ও, মর্জিনা? তুই কি আমাদের কথা কিছু টের পেয়েছিস বাছা?

মর্। কতকটা পেয়েছি বৈ কি।

আলি। তা—টের পেয়েছিস পেয়েছিস। তুই টের পেলে আমাদের অনিষ্ট নেই। টের পাস আর না পাস, বলি শোন্! আমরা অনেক টাকা পেয়েছি, তার নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পরাছি না—টাকাগুলো তুই নিবি?

ফতিমা। মিছে নয়, টাকার গন্ধেই যখন আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়েছে, তখন ছুঁলে আরও কি কাণ্ড ঘটবে, তার ঠিক কি? দাও, দূর ক'রে দাও—ও আপদ এখনি ঘর থেকে বিদেয় কর। মর্জিনা বড় ঠাণ্ডা মেয়ে, ওকে দিয়ে দাও।

মর্। বটে, তুমি ত খুব দেলখোস দোস্ত? বাছা! তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে আমার এই বুঝি বক্‌সিস—আমায় পাগল কত্তে চাও? আমি বাঁদী—তোমরা স্বাধীন গেরোস্ত; তোমরা টাকার ধাক্কা সইতে পারলে না, আমি সইতে পারব? তোমরা পাগল হ'লে দেখবার লোক আছে, আমার কে আছে? পাগল বাঁদী কাণা-কড়ি দিয়েও কেউ কিনবে না, আমি চল্লেম বাছা; সকাল হ'ল, এখনই

মনিব ডাকবে।

নেপথ্যে। আলিবাবা! আলিবাবা!

মর। ঐ বুঝি মনিব আসছে? সর্ব্বনাশ করলে—কোথায় যাব?

আলি। ভয় কি?

মর্। ভয় গো—বিষম ভয়; আমায় এখনি অপমান করবে।

হুসেন। কি, অপমান করবে? আমার সুমুখে? আমি তাকে কেটে ফেলব।

আলি। কাটতে হবে না—কাটতে হবে না, থাম।

হুসেন। আমার যে মানরক্ষা করেছে, জ্ঞান ফিরিয়েছে, মিষ্টি কথায় আমার মন ভুলিয়েছে— তার অপমান সইব?

আলি। অপমান করবে না— অপমান করবে না, থাম।

নেপথ্যে। আলিবাবা!

ফতিমা। ওগো, যদি করে?

আলি। আরে না না— আমরা রয়েছি।

নেপথ্যে। দোর খোল—নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলব।

আলি। দোর খুলে দিয়ে আয়।

হুসেন। মা, আমার কুড়ুলটা দে ত।

আলি। আরে হতভাগা ছেলে, কুড়ুল কি হবে?

হুসেন। যদি অপমান করে ?

নেপথ্যে। এই দোর ভাঙলুম ।

ফতিমা। অপমান ক'রে ব'সে রয়েছে— আর করবে না! তুমি যেমন ন্যাকা।

মর্। ও মা, আমাকে একটু লুকোবার জায়গা দে মা; তোমাদের সুমুখে যদিও না পারে, বাড়ীতে গিয়ে নির্দ্দম মারবে।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

হুসেন। মা, তুমি-আমার টাঙ্গি দাও; ও আমার খসম ব'লে দারোগার হাত তেকে রক্ষা করেছে; পুঁজিপাটা যা ছিল, সব দিয়ে রক্ষা করেছে ; আমি ওর খসম—দাও, আমার টাঙ্গি দাও—দাও, শীগ্‌গির দাও।

(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত)

আলি। আরে থাম থাম, আমি উপায় করছি।

ফতিমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপায় কর। মর্‌জিনা আমার বউ—ও থাকলে টাকা সইবে— উপায় কর;

আলি। তাই করছি। হুসেন, দে রে দোর খুলে দে।

নেপথ্যে দ্বার-ভঙ্গ-শব্দ ও কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। কি হে আলি, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে গাধার মতন ঘুমুচ্ছ না কি? এত চীৎকার কল্লুম, এত দোরের শব্দ কল্লুম—কানে গেল না?

আলি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ী কেন ভাই?

কাসিম। এই যে এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আরে মর্— মর্‌জিনা, তুই এখানে কেন?

মর্। হুজুর! আমি কাঠ কিনতে এসেছি

কাসিম । ভোরবেলায় কাঠ কিনতে এসেছ ? আমি ন্যাকা?

আলি। কি করতে এসেছ ভাই? আমার এমন কি সৌভাগ্য, তুমি পদার্পণ করেছ?

কাসিম। আচ্ছা, তোমায় পাট করব এখন-আগে বাড়ী চল, তার পর; বিবিসাহেব তোমায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে—দু'শ কোড়া লাগাব।

আলি। রাগ ক'র না ভাই; ও স্ত্রীলোক— তায় বালিকা।

কাসিম। বলি, ব্যাপারখানা কি আলি?

আলি। কি ব্যাপার ভাই?

কাসিম। টাকা কোথায় পেলে—কোথা থেকে চুরি করলে?

আলি। টাকা?—টাকা কি?

কাসিম। বুঝতে পারছ না?

আলি। না।

কাসিম। বুঝিয়ে দেব? (মোহর বাহির করিয়া) এইবার বুঝতে পারছ?

আলি। অ্যাঁ—অ্যাঁ—ও কি?

কাসিম। কোথা থেকে চুরি করেছ, বল না? এত পেয়েছ যে, কুন্‌কে দিয়ে মেপেছ?

আলি। ভাই, আমি চুরি করি নি—খোদা আমায় দিয়েছেন।

কাসিম। খোদা আর দেবার লোক পায় নি! বড় বড় কাজী, মোল্লা, নবাব, বাদশা প'ড়ে রইল, আমি প'ড়ে রইলুম—আর খোদা দোস্তগিরি ক'রে আলি সাহেবকে হাজার বৎসর আগের মোহর দিলে। শীগ্‌গির বল, নইলে কোতোয়ালকে ডাকি।

আলি। কোতোয়ালকে ডাক, ক্ষতি নেই—কোতোয়ালকে ভয় করি না; তবে তুমি ভাই তুমি জানতে চাও, বলতে পারি। তোমার সুখে আমার আনন্দ ভিন্ন বিন্দুমাত্র অসুখ নেই। যেখান থেকে এনেছি সেখানে এত ধন আছে যে, হাজর বৎসর দু'হাতে খরচ করলেও শেষ করতে পারবে না।

কাসিম। বটে বটে, আলি ভাই—প্রাণের ভাই—এক মায়ের পেটের ভাই— আলি, এটা কি সত্য কথা?

আলি। সব সত্য। এক বর্ণও মিথ্যা নয়— এখনি তোমায় বলছি।

কাসিম। বল ভাই, শীগ্‌গির বল ভাই!

আলি। কিন্তু তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর।

কাসিম। কি বল?

আলি। প্রতিজ্ঞা কর, এই বাঁদীটির ওপর কোন অত্যাচার করবে না?

কাসিম। হাঃ হাঃ হাঃ-আমি কি অত্যাচার করবার লোক।

আলি। না—হ'ল না, আমি তোমায় বিলক্ষণ চিনি; তুমি এত ধনের অধীশ্বর, আমি ভাই, কত দিন অনাহারে কাটিয়েছি, ফিরেও দেখ নি। শুনেছি, তুমি ভাই বলতেও ঘৃণা কর।

কাসিম। কে বলে—কে বলে? কোন্ শালা বলে? (মরজিনার দিকে তীব্র দৃষ্টি)

মর্। আমি বলি নি।

আলি। ও বলবে কেন? এ সহরের কে না সে কথা জানে? আমার সে জন্য কোন দুঃখ নেই। তবে এটা ত বুঝেছি—তুমি প্রাণশূন্য। তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে যদি আবার মর্‌জিনাকে প্রহার কর?

কাসিম। আরে না না; আমি মর্‌জিনাকে বড় ভালবাসি।

আলি। তোমায় বিশ্বাস হয় না। তুমি এক কাজ কর, মর্‌জিনাকে আমায় বিক্রী কর।

কাসিম। অনেক টাকায় কিনেছি।

আলি। আমি যথাসর্ব্বস্ব দিচ্ছি।

কাসিম। তুমি কি পেয়েছ না—পেয়েছ—

আলি। আমি যা পেয়েছি, দশটা কাসিম সাহেবের ধন একত্র করলেও তার সমান হবে না।

কাসিম। আচ্ছা, মরজিনাকে তোমায় দিয়ে দিলেম।

মর্। (নতজানু হইয়া) করলে কি আলি সাহেব? আমার জন্য আবার ফকির হ'লে? না, না—আমায় ফিরিয়ে দাও।

আলি। আমি আবার কাঠ বেচে খাব। নাও ভাই, চল, আড়ালে যাই—তোমাকে

মর্জিনার দাম দিই, আর ধনের কথা বলি। আয় ফতিমা।

(আলি, কাসিম ও ফতিমার প্রস্থান।

হুসেন। হ্যাঁ মর্জিনা। তা হ'লে তুমি আমাদের হ'লে?

মর্। সেটা তাড়াতাড়ি বলতে পারব না। কতটা সেখানে ছিলাম, তার কতটা খরচ হয়েছে, হিসেব ক'রে বলতে হবে।

হুসেন। দেখ মর্জিনা, আজ আমার যে আনন্দ—

মর্। তবে এস, তোমায় একটু সরবৎ খাইয়ে দিই।

হুসেন। দেখ মর্জিনা—

মর্। তা হ'লে সিবাজি।

হুসেন। আল্লার কিরে, আমি আহ্লাদে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মর্। ওঃ, তা হ'লে দেখছি—কাজী।

(হুসেনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহাসম্মুখ

কাসিম

কাসিম। চিচিঙ্ ফাঁক্—চিচিঙ ফাঁক্। (বার বার উচ্চারণ) বেটাবা বেছে বেছে কথা বার করেছে দেখ। কোন্ বেটা করেছে? যেই করুক, বেটা চালাক বটে। এতবার মুখস্থ কচ্ছি, তবু কেমন জড়িয়ে যাচ্চে—এখনও ভাল রকম কায়দা করতে পারছি না। চিচিঙ্ ফাঁক্—লিখে আনলেই ছিল ভাল, যদি মন থেকে সরে যায়? আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে এলুম, কাজটা ভাল হয় নি। চিচিঙ্ ফাঁক্—চিচিঙ্ ফাঁক—চিচিঙ্ ফাঁক। না না, এত রাস্তা যখন মনে ক'রে এনেছি, তখন আর ভুলছি না। চিঁ চিঁ —মানুষ খেতে না পেলে যা করে, তাই; আর তার উপর ইঙ, এই তিনটে হরপ আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে চিচিঙ্ ফাঁক—পাঁচটা ঘোড়া এনেছি, খাইয়ে দাইয়ে বেটাদের এমন মোটাসোটা ক'রে রেখেছি, এক একটা পাঁচ মণ ক'রে বইতে পারবে না? না, যেটা সহজভাবে পারবে, রাস্তার মাঝখানে প'ড়ে গেলে থলে ছিঁড়ে রাস্তার মাঝে মোহর ছড়িয়ে যাবে—না না, কাজ নেই। মণ তিনেক ক'রে নেব, আর আমারই ত আসা যাওয়া। পাঁচবারে অল্প অল্প ক'রে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। তা হ'লে তিন পাঁচ পোনের মণ আর আলির ঘরের এক মণ;—যা চলে!—আলির ঘরের মোহরগুলো আগে বাড়ীতে রেখে এলেম না। যদি পালায়? যাবে কোথায়—গলার টুঁটি টিপে আদায় করব না! বাঁদী বেচা টাকা — চালাকী কথা নয়! চিচিঙ্ ফাঁক্—চিচিঙ্ ফাঁক্—চিচিঙ্ আর কতদূর? এই ত সেই গাছ — এই ত সেই পাহাড়ের ধার। এ বাবা মাটি করেছে! আশে পাশে রাশি রাশি মুণ্ডু আর হাড় যে! বাবা, কি ভয়ঙ্কর স্থান, আমাকে মেরে ফেলবার জন্য একটা ফন্দি করলে না ত? না না, এই না দোর? (উঃচৈস্বরে) চিচিঙ্ ফাঁক্ (দ্বারোদঘাটন) ইয়া আল্লা — এ কি! (প্রবেশ) ইয়া আল্লা, এ ক্যা হ্যায়— উ ক্যা হ্যায়—হাম কোন্ হ্যায়? (ভিতরে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গুহার অভ্যন্তর

কাসিমের প্রবেশ

কাসিম। এ সব আমার, আমার টাকা,

আমার টাকার সঙ্গে দুনিয়া আমার—কি না আমার? চাক্‌র আমার, চাক্‌রাণী আমার, বাদশা আমার— বেগম আমার- চোর আমার—ফকির আমার-আমি যা ইচ্ছে, তাই করব। যারে চাইব, তারে পাব—দলে দলে দোস্ত পাব—হাজার হাজার ইয়ার পাব—লাখ লাখ ইয়ারকির মুখ খুলে যাবে—আশে-পাশে গানের ফোয়ারা ছুটবে—হাঃ হাঃ হাঃ! আমি সব দেখতে পাচ্ছি—ওই রাজা আমায় সেলাম করছে, রাজকন্যা আমায় কুর্নিশ করছে আদর করছে,—কি মজা! এখন কি করি? এটা নিই কি ওটা নিই—হীরে নিই কি জহর নিই, জহর নিই কি মোহর নিই—আমি সব নেব, কিছু ছাড়ব না—আমি এখানকার একটা কাণা কড়ি ছাড়ব না। এখানকার ধূলা ঝেড়ে নিয়ে যাব, আমি নাচব—নাচব। তার পর? বাড়ীতে গেলেই সাকিনা এসে শোহর শোহর ক'রে আদর কাঁড়াবে, কি এনেছ—কি এনেছ ক'রে ছুটে আসবে; আদর ক'রে আঁচল দিয়ে মুখ মুছাবে; জড়িয়ে ধ'রে মানের কান্না কাঁদবে; দেরী হয়েছে, অনেকক্ষণ দেখতে পায়নি ব'লে ন্যাকা ন্যাকা খোনা খোনা কথায় তিরস্কার কর্‌বে—আর আমিও অমনি জুতোর ঠোকর মেরে দূর ক'রে দেব। তার বড় অহঙ্কার—তার বাপের বিষয় ব'লে সে অহঙ্কারে চোখে দেখতে পায় না; তার অহঙ্কার আর সইব না—তার বাপের ধনে বড় মানুষ, এ কলঙ্ক রাখব না। তার বিষয় তারে ফিরিয়ে দিয়ে তাল্লাক দিয়ে দূর ক'রে দেব! না না, তাই বা কেন? বিষয় আশয় কেড়ে নিয়ে এক কাপড়ে বার করে দেব। এখন আমার কপাল-জোর; কাজী মোল্লা সকল চোর—যেই আসবে শুনতে নালিস—অমনি হাতে করব তেলের মালিস : যেমন দেখবে আড় নয়নে, নখের কোণে টাকা—অমনি সব শালা হবে ন্যাকা। বলবে, সাকিনা বিবি—তাই ত, তাই ত, তোমার বাপের বিষয় ছিল, আমাদের মনে নাই ত। আর আলি! তুই আমার চোখের বালি—একবার হয়েছি অসাবধান, অমনি সোনার মোহর লাখখান? একেবারে আমীর হয়েছিলি, সর্ব্বনাশ করেছিলি? তোকে রাখলে কি আর রক্ষা আছে। তোমার একেবারেই দুনিয়ার বার, ফতিমাকে করব আমার। আর মর্‌জিনা? তুমি আমার সরেস বাঁদী—তোমায় ধনমণি ছাড়ছি না? যাই এইবারে জিনিষপত্র গুছিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে, আমার তোষাখানায় কতক কতক নিয়ে যাই। **(অন্তরালে গমন।)**

নিয়তির আবির্ভাব

(গীত)

যত লেখা ছিল, সকলি ফুরাল।
হিসাব নিকাশ কর রে জীব।
সময় যে যায়, ডাক বিধাতায়,
এ অন্তিমে যদি চাস রে শিব।।
পিতা মাতা দারা সুতা সুতে রাখি,
এখনি মুদিতে হবে দু'আঁখি,
রহিবে না বাকি, হিসাবের ফাঁকি,
ধনবান্ কি বা হোস গরীব।।

কাসিম। এক বস্তা হীরে পান্না চুনি জহর, এক বস্তা মুক্তা, তিন বস্তা মোহর—কি ছেড়ে কি নিই? এখন এই নেওয়া যাক—তার পর আমারই ত তোষাখানা, যখন যা দরকার হবে, এসে নিয়ে যাব। যা! সর্ব্বনাশ করেছি! কি ব'লে দোর খুলতে হয়? —হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভোলবার কি উপায় রেখেছি, আষ্টে পিষ্টে মন বেঁধেছি—ভোলায় কে? মানুষে খেতে না পেলে কি করে? —খাই খাই! খাই খাই ফাঁক—কই খোলে না ত। কি কল্লুম—সর্ব্বনাশ কল্লুম? মানুষ খেতে

না পেলে কি করে? —ওই ত করে— আবার কি করে? দে দে—না না, তাও ত নয়; হাঁ হাঁ—তাও যে নয় গো। ওরে বাবা, কি কল্লুম! খেতে না পেলে কি করে? মোট বয়—চাকর হয়—চুরি করে, বাটপাড়ি করে—আমার মাথা করে, মুন্ডু করে—ওরে বাবা রে, কি কল্লুম রে! না না, সেটা যে একটা ফলের নাম—ফাঁক্ ফাঁক্, ঢেঁড়স ফাঁক, রাই ফাঁক, সর্ষে ফাঁক, তিল ফাঁক্, —মস্‌নে ফাঁক্— আল্লার দোহাই ফাঁক। ফাঁক্, ফাঁক্, ফাঁক্। (উন্মত্তভাবে পরিক্রমণ) গম ফাঁক, অড়র ফাঁক, মটর ফাঁক, ভুট্টা ফাঁক। ওরে বাবা রে! জাম ফাঁক, আম ফাঁক্, লিচু ফাঁক্, কাঁটাল ফাঁক। ওরে বাবা রে— কি কল্লুম রে! ওরে কিসে দোর খোলে, কেউ ব'লে দেনা রে। মানুষ খেতে না পেয়ে কি করলে দোর খোলে, ব'লে দে না রে। ও আলি—ওরে আলি—ওরে প্রাণের ভাই আলি! ভাই, তোরে আমি সব দেব, আমি তোর হব, তুই খেতে দিস খাব, না খেতে দিস, শুকিয়ে মরব। তুই সুধু সঙ্কেত জানিস। দে ভাই, মেহেরবাণী ক'রে দোর খুলে দে। আঙ্গুর ফাঁক, পেস্তা ফাঁক্, মনক্কা ফাঁক, বেদানা ফাঁক, কিস্‌মিস্ ফাঁক, দোর খোল, দোহাই আল্লা—দোর খোল।

নেপথ্যে। চিচিঙ ফাঁক্।

কাসিম। কে ও, আলি এলি?

দস্যুগণের প্রবেশ

ওরে বাবা রে! তোমারা কে?

১ম দস্যু। চিনতে পারছ না— তোমার বাপ।

কাসিমকে লইয়া বহির্গমন

নেপথ্যে। (বারত্রয় বাপ শব্দ)

চতুর্থ দৃশ্য

কাসিমের বহির্বাটী

সাকিনা ও মর্জিনার প্রবেশ

সাকিনার গীত

আমার কেমন কেমন কচ্চে কেন মন।
চ'ক ছল ছল, পা টলমল, রগ কেন টন্‌টন্।
(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,
খালি হৃদয় কর্‌তেছে খাঁ খাঁ;-
(আমার) হাড় মড় মড় বুক ধড় ধড়—
প্রাণ কেন ঝন্ ঝন্।।
(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ।।

সাকিনা। আর যে আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না, মর্জিনা, আমার মাথা যে ট'লে ট'লে পড়ছে। মর্জিনা। (মৃত্তিকায় শয়ন)

মর্। ও কি বিবি সাহেব! ঘরে চল—বার-বাড়ীতে থাকে না। কে এখনি এসে পড়বে, জানাজানি হবে, বিপদ ঘটবে! ভয় কি! মনিব এখনি ফিরে আসবে।

সাকিনা। আর কখন্ আসবে, মর্জিনা? দুপুর গেল, সন্ধ্যে গেল, রাত্রি যায়—আর সে কখন আসবে, মর্জিনা—আলি বল্লে, তার ভাই বুদ্ধিমান্, তাই দিনের বেলায় এল না— বিশ্বাস কল্লুম। এখন আর কি ক'রে বিশ্বাস করি মর্জিনা—ওরে মর্জিনা রে, আমার বুক যে কেমন করে রে! ওমা! তোর গলাটা দে মা! আমি একবার কাঁদি মা!

মর্। অনেক দূর থেকে আসছেন, তার ওপর ভারি জিনিস, তাই আসতে রাত্রি হচ্ছে।

সাকিনা। (মর্জিনাকে আলিঙ্গন করিয়া) কি করলুম, মর্জিনা—কেন পরের ধন দেখে হিংসে করলুম, মর্জিনা—তিনি যে আমাকে বড় ভালবাসতেন, মর্জিনা!-উঃ!-কি করি কোথায় যাই?

চারিদিকে ভ্রমণ ও মর্‌জিনার পাখা হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

মর্‌। ঘরে চল বিবি সাহেব।

সাকিনা। উঃ। জল, জল! ওরে বাবা, কি করলুম—কি করলুম—কেন যেতে দিলুম? কেন বল্লুম না-তুমিই আমার টাকা। জল—জল!

মর্‌। আবদালা! সরবৎ লে আও।

আবদালার সরবৎ লইয়া প্রবেশ

আলি সাহেবের বাড়ী যা, দেখে আয়—সাহেব বাড়ী আছে কি না? থাকলে শীগ্‌গির ডেকে আন। **আবদালার প্রস্থান।**

সাকিনা। মরজিনা, আমাকে ফেলে যাস নি—আমার কাছে থাক্। আর আমার বাঁদী নোস্ ব'লে কি আমার কাছে থাক্‌বি নি মা? মা, তোকে কত কষ্টই দিয়েছি।

মর্‌। সে কি, তুমি আমাকে মায়ের আদরে রেখেছ।

সাকিনা। আমার কাছে থাক্ মা, আর একটুখানি থাক্।

মর্‌। আমি এই ত রয়েছি।

সাকিনা। কোথাও যাস নি মা!

মর্‌। আমার তেমন মনিব নয়। তোমার কাছে থাকলে কিছু বলবে না।

সাকিনা। আমি তোর এমন মনিবের রিষ ক'রে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি মা! উঃ, কি হ'ল, মরজিনা—আমার কি হ'ল মরজিনা! (পরিবেষ্টন) আমি যে বাপমায়ের বড় আদরের মেয়ে—আমার নসিবে এই ছিল? আমি যে এখনও বড় ছেলেমানুষ—আমি যে আজও একলা থাকতে শিখিনি রে মরজিনা!

আলিবাবার প্রবেশ

ও গো আলি ভাই গো! ও গো আলি ভাই গো!

আলি। থামো—থামো, কর কি—কর কি?

সাকিনা। আমি যে থামতে পারি না গো। (আলিকে জড়াইয়া) ও গো আমার প্রাণের আলি ভাই গো।

(সাকিনা, আলি ও মরজিনার গীত)

আরে মেরা ভেইয়া
গাঁত্তি লেকর ছাত্তি ফাড়ে জালিম্ মেরা
দেইয়া।

আলি। আবি চুপ চাপ রও থোড়ি
মেরা গর্দ্দান দেও ছোড়ি;

মর্‌। বিবি মাৎ ঘাবড়াও খুব জলদি
লেওট্‌বে তেরা জোড়ি;

সাকি। যব তক্ উয়ো নেহি ঘুমেগা
হাম্ না ছোড়ি বৈঁইয়া
এসি টানে গা এসি বলে গা,
হেঁইয়া জোয়ান হেঁইয়া।।

আলি। হাঁ হাঁ, থামো—থামো, কর কি—কর কি।

মর্‌। থামো, বিবি সাহেব, থামো।

সাকিনা। ও গো। আমার প্রাণের কাসিম এখনও এলো না যে গো!

আলি। আমি এখনি যাচ্চি। মরজিনা, বাড়ীতে যা ত মা, গাধা তিনটে আন্ ত।

সাকিনা। মরজিনা থাক।

আলি। তবে আবদালা যা ত।

সাকিনা। আবদালা থাক।

আলি। তবে আমিই যাচ্ছি, দেখো, গোল ক'র না; সর্ব্বনাশ হবে—বিপদ ঘটবে।

সাকিনা। আমার কি হবে—আলি, আমার কি হবে?

আলি। তোমার লোকজন, টাকাকড়ি, খসম, সব হবে—কেঁদ না। আমার ভাই

বোকা নয়, সে ঠিক আসবে, এসে তোমায় রাণী করবে।

সাকিনা। তবে শীগ্‌গিরির শীগ্‌গির যাও গো, আর যদি না তারে পাও গো?

আলি। পাব, পাব—ঠিক পাব। চেঁচিও না, গোল ক'র না। (প্রস্থান।

সাকিনা। মর্‌জিনা, আমায় একটু বাতাস কর। (মর্‌জিনার তথাকরণ) না, না, আমায় একটু সিরাজি এনে দে।

মর্। তা আনছি—ব'স।

সাকিনার গীত

আশে রেখেছি প্রাণ সে কি রে আসিবে ফিরে।
সুখ-সাধ অবসাদ ভাসিতেছি আঁখিনীরে।।
সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরি সুখতান,
আবেশে আকুল পোড়া প্রাণ;
জ্বলে জ্বালা ধিকি ধিকি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে।।
কে আর সোহাগভরে ধরিয়ে হৃদয়' পরে,
মুছাবে মরম-ব্যথা আদর ক'রে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি মোরে পরাবে রে মতি-হীরে।

পঞ্চম দৃশ্য

কাসিমের গৃহ- প্রাঙ্গণ

মর্‌জিনা

মর্। কাসিম ত খাঁটী মরেছে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যখন সে এল না, তখন সে নির্ঘাত মরেছে। তা হ'লে সাকিনা বিবি কি করবে? কি করবে? একবার ভেবে দেখি, কি করবে? আমীর ওমরাও এ বিবিরা যা করে, তাই করবে। প্রথম প্রথম দিন দুই চার কাঁদবে, তার পর দুই চার দিন 'কি করি, কি করি' ভাববে, তার পর এক হাতে চোখ মুছবে, আর এক হাতে বিষয়ের গায়ে হাত বুলুবে। বিষয় মেয়েমানুষের হাত পেয়ে থাকবে থাকবে তেউড়ে উঠবে। আজ অমুক খাজনা আদায় হ'ল না, কা'ল অমুকের মোকদ্দমার ডিক্রীজারি হ'ল না, পরশু তবিল তছরুপাত, তার পরদিন লাটের কিস্তি বন্ধ। একটা দাওয়ান না হ'লে ত চলবেই না। দিন কতক বিবিসাহেব খেঁকি হবে, বাঁদী বান্দার প্রাণ যাবে—আড়ালে থাকলে ডেকে হায়রাণ হবে, সুমুখে এলে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—'এটা দে, ওটা দে' ক'রে তম্বি করবে, আর এনে দিলেই ছুড়ে ফেলে দেবে। তার পর আলো সইবে না—আঁধার সইবে না, তা ত সইবে না, আর কান ভোঁ ভোঁ, মাথা কট্ কট্, বুকে ব্যথা, চোখের জ্বালা—এগুলো ত ফাউ, কাজেই কাজী সাহেবকে আসতেই হবে—কাজী এলেন ত মোল্লা এলেন, মোল্লা এলেন ত তাঁর সঙ্গে কল্মাও এলেন; এই রকম আসতে অসেতে খেমটা এলেন, বাই এলেন, বাজরা বাজরা বাদাম-পেস্তার দল এলেন, জালা জালা সরবৎ এলেন, সকল আপদ চুকে গেলেন—দাওয়ান মশাই চাকর ছিলেন, মনিব হলেন। কাসিম যাবে বলেই কি সাকিনা বিবির সংসার যাবে? কিন্তু আলি সাহেবের কি হবে? আলি সাহেব যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমায় খরিদ করেছে; আমি তার ঘরের এখন বাঁদী নই, রাণী হয়েছি; আমার বড় আদর-বড় যত্ন। আর হুসেন—তার ভাইয়ের অধিক স্নেহ, আমাকে সুখী করবার তার কত চেষ্টা। এমন মিষ্ট সুন্দর প্রাণময় হুসেন—

(গীত)

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে
ভালবাসে।।

সে হাসিটি সে মুখের,
সে চাহনি সোহাগের;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এহৃদি-আকাশে ভাসে;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে।।

তাদের ধনে কোথাকার কে এসে আমীর হবে। কাসিম ফেরে আচ্ছা—না ফেরে, এক টা উপায় চাই। চেষ্টা ক'রে দেখি, তার পর খোদার মর্জ্জি।

আবদালার প্রবেশ

আব। মর্‌জিনা?

মর্‌। কেন মর্‌জিনাকে?

আব। তুই ভাবছিস কি?

মর্‌। এঁচে বল দিখি।

আব। বলব, তুই ভাবছিস "আবদালার মতন যদি একটা সুপুরুষ পাই ত তাকে সাদি করি।"

মর। কাছ ঘেঁসে গিয়েছিস্ বটে, কিন্তু ধরতে পারিস নি, আমি ভাবছিলুম, আবদালা যখন ম'রে যাবে, তখন গোর দেবে কে?

আব। কেন, তুই পারবি নি?

মর্‌। আমার হাতে বড় ব্যথা।

আব। বলিস কি, তা হ'লে ফলার পেকেছে বল। না হ'লে কেউ হাতটা পাকিয়ে ধরেছে?

মর্‌। কেন ধরবে না? চিরকাল বাঁদী থাকব, সাদি হবে না? নে। বাজে কথা রাখ, আমায় খুঁজছিলি কেন?

আব। একটা দুঃখের কথা বলব ব'লে।

মর্‌। কি?

আব। ফতিমা বিবির বাড়ীতে কেমরেছে?

মর্‌। চোপ পাজী।

আব। ফতিমা বিবি কাঁদছে।

মর্‌। চোপ পাজী।

আব। কেউটে সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠলি যে? ওই খানেই আঁতের ঘর না কি? তা যাই হ'ক বাবা! সে আঁতের ঘরে একটা হানা পড়েছে। ফতিমা বিবি 'হুসেন রে—হুসেন রে,' বলে যেমন ডাক-ফুকুরে চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি আলি সাহেব তার মুখে থাবা দিতে লেগেছে।

মর্‌। চোপ রও—ঝুটবাৎ, আলি সাহেব ঘরে নেই।

আব। আমি নিজের চক্ষে দেখে এলুম, তোমার ও তম্বি শুনব কেন, ধন?

মর্‌। বলিস কি আবদালা। (উপবেশন)

আব। বসে পড়লি যে মর্‌জিনা?

মর্‌। হাত থেকে একটা জিনিস প'ড়ে গেছে।

আব। তবে ব'সে ব'সেই শোন।

মর্‌। আর আমি শুনব না।

আব। সে কি? এখনও মজার কথা প'ড়ে রইল—শুনব না বল্লে ছাড়বে কে, বিবিজান? আলি সাহেব ত মুখে থাবা দিতে লাগল। আর ফতিমা বিবি হাতের ফাঁকের ভেতর দে যতক্ষণ পারলে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করতে লাগল। তিন বোঝা কাঠ শুদ্ধ তিনটে গাধা! আলি সাহেব সেগুলো সামলাবে—না ফতিমাকে সামলাবে; না 'হুসেন হুসেন' ক'রে চেঁচাবে!

মর্‌। আবদালা—আবদালা, তুই স'রে যা।

আব। এই যে কথাটা শেষ ক'রে যাচ্ছি। তার পর ত হুসেন এল—

মর্‌। কি বল্লি?

আব। তুড়কি লাফ মেরে উঠলি যে। হুসেন এল ব'লে এল—একেবারে মর্‌জিনা বিবির রগ ঘেঁসে এল।

মর্‌। তোর গল্পটা বড় মিষ্টি লাগছে।

আব। তোর মুখটা কেমন শাকসেড়ে গেছে, তোর নাড়ী চন্ চন্ করছে, তোর বুক ধড়-ধড় করছে।

মরা। বেশী খানিকটে মিষ্টি একেবারে কান দে ঢুকিয়ে দিয়েছিস—গলায় আটকে গিছল।আবদালা, কা'ল তোকেআমি পোলাও খাওয়াব।

আব। তার পর হুসেন ত এল—

মর্। আবদালা, কা'ল আমি তোর সব কাজ ক'রে দেব।

আব। তার পর হুসেন ত এল—

মর্। তাঁর এসে কাজ নেই, আমি সব বুঝেছি!

আব। তার পর হুসেন ত এল—

মর্। আরে থাম, বিবি সাহেব আসছে।

আব। তার পর হুসেন ত ম'ল—

মর্। (আবদালার কর্ণধরিয়া) আবার!

আব। আরে হুসেন নয়—কাসিম, কাসিম—

মর্। বলিস কি?

আব। একেবারে চার ফালি—

মর্। বলিস কি? চ'লে যা, চ'লে যা—সাকিনা বিবি আসছে। (আবদালার প্রস্থান।

সাকিনার প্রবেশ

সাকিনা। রাত্তিরও ত গেল মর্জিনা!

মর্। তা ত দেখতে পাচ্ছি।

সাকিনা। তবে কি আমার কপাল ভাঙ্গল?কাসিম কি আর ফিরবে না? তুই বুঝেছিস কি?

মর্। এখনও ত কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা। আলি সাহেব না ফিরলে বোঝাবুঝি মিছে। বিবি সাহেব, ঢের রাত হয়েছে।একটু ঘুমোও গে। আমি একবার দেখে আসি।

সাকিনা। ঘুম হ'ল না মা—ঘুম হবে না মা—ঘুমুতে গিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

মর্। কি দেখেছ বিবি সাহেব?

সাকিনা। দেখছি, আমার যেন আবার সাদিহচ্ছে—লোকজন হৈ হৈ রৈ রৈ কচ্চে—আবদালা নাচছে, তুই গাচ্ছিস—আর কাসিম আমার একটি কোণে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে। আমি তার মুখ দেখে কাঁদছি—আর কল্মা পড়ছি।

মর্। তা হ'লে বিবি সাহেব , আমিও বলি, আমিও একটু ঘুমুতে গিয়েছিলুম, কিন্তু ওই রকম একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

সাকিনা। ঠিক আমার মতন?

মর্। প্রায়! আমি দেখেছি, তুমি যেন নতুন খসমের গলা ধ'রে কাঁদছ,আর কাসিম সাহেব একটা বটগাছের ডাল নাড়া দিচ্ছে।

সাকিনা। বলিস কি?

মর্। দেখে আমি কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়লুম, বিবি সাহেব!

সাকিনা। তবে আমার কাসিমের বুঝি কি হ'ল রে!

মর্। আস্তে আস্তে।—পাড়ার লোক জানতে পারলে সব্বর্নাশ ঘটাবে।বিবি সাহেব! মোহরের কথা বাদশায় কানে উঠলে ধনে প্রাণে যাবে।

সাকিনা। কি করি, কিছু বুঝতে পারছি না মা!

মর্। কি আর করবে বিবি সাহেব—খোদার হাত, আমাদের ত আর নয়। আলি সাহেব আসুক, সে কাঁদতে বলে কাঁদবে, চুপ ক'রে থাকতে বলে চুপ করবে, আর কিছু করতে বলে, তাই করবে। আমি আসছি।

সাকিনা। না মা তুই থাক মা, আমি যে

কখন একলা থাকি নি—একলা থাকতে জানি নি যে রে মর্জ্জিনা।

মর্। আবদালাকে ডেকে দিই, ততক্ষণ তাকে রাখ।

সাকিনা। সে থাকা না থাকা দুই সমান, তুই থাক মা—তুই থাক।

মর্। বেশ, রইলুম।

সাকিনা। আচ্ছা, আমার স্বপনের খসমকে তুই চিনতে পেরেছিস?

মর্। কতক কতক।

সাকিনা। কে বল দেখি?

মর্। সে কেমন চেনা চেনা—অচেনা অচেনা।

সাকিনা। দেখে থাকিস ত বল না।

মর্। যেন আলি সাহেবের মতন ধরণটা।

সাকিনা। দূর পোড়ারমুখী!

মর্। হ্যাঁ বিবি সাহেব, সত্যি বিবি সাহেব।

সাকিনা। আলির আর কিছু আছে কি? সর্ব্বস্ব দিয়ে ত তোকে কিনেছে।

মর। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

সাকিনা। সবই আছে। দু'চার থলে ফাউ দিয়েছে —না?

মর্। আমি বলতে পারব না, বিবি সাহেব, আমি এখন তাঁর বাঁদী।

সাকিনা। ওরে আমারও কাসিম পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল যে রে!

মর। চুপ চুপ।

সাকিনা। ফতিমা খুব হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে?

মর্। আর কি করবে?

সাকিনা। ওরে, সে আমার কাছে যে কাঠ বেচত রে, আমি যে ঘেন্নায় তার সঙ্গে কথা কইতুম না রে।

মর। চুপ চুপ, কে দোর ঠেলছে—ঘরে যাও, ঘরে যাও।

সাকিনা। আমি চল্লুম দেখিস মা—দেখিস।

(সাকিনার প্রস্থান।

মর্। ওরে বেটী, তোর ভেতরে ভেতরে এত! কাসিম মরেছে কি না, এ খবর এখনও পাসনি। এখনিএমন বেছে বেছে স্বপ্ন দেখছ। যাই হক, এতে আমার মনিবের ভাল, তা নইলে বেটী তোকে পয়জার পেটা করতুম—তা তুই যেই হ'। বেটী বেইমানী! যাই, আমার মনিব কি এনেছে, একবার দেখে আসি।

(প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রমোদোদ্যান

ঝাড়ু হস্তে বাঁদীগণের প্রবেশ

(বাঁদীগণের গীত)

এমন ক'রে হতাদরে রেখেছে বাগান। থাকলে
মালী শোন্ লো বলি, হ'তো যে তার টান।।
ঘাসের গোছা এলিয়ে রেখেছে,
ছেঁড়া ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে,
ঝেঁটিয়ে কত রাখব হাতে ব্যথা ধরেছে;-
মাঝে পড়ে বস্‌রা গোলাপ হ'ল লো হায়রাণ।

(প্রস্থান।

আলি, সাকিনা ও মরজ্জিনার প্রবেশ

সাকিনা। আমি আর কি করি আলি সাহেব, আমার হাত-পা আসছে না।

মর্। দেখ, তাড়াতাড়িতে একটা গোল ক'রে বোস না। আমি বলি, চার ফালি মুর্দ্দা কোন রকমে সেলাই ক'রে, লোককে জানাও, কাসিম সাহেবের বেমার হয়েছে; তার পর লোক-দেখান হাকিম ডাকিয়ে, দাওয়াই আনিয়ে, লোক জানিয়ে গোর দাও।

আলি। বেশ কথা। তবে যা মা মরজ্জিনা,

বাজারের ও ধারে বাবা মুস্তাফা ব'লে এক জন ওস্তাদ চামার আছে, তাকে এই রাত্রেই নিয়ে আয়; কিন্তু এ কটু চালাকি ক'রে আনিস, সে আগে থাকতে না সন্দেহ ক'রে বসে। তুই চালাক মেয়ে, তোকে আর বেশী বলব কি?

মর্।

আচ্ছা।

আলি। সাকিনা বিবি, চল, এখন আর পাগলের মত ঘুর না। ততক্ষণ ফতিমার কাছে দু'ঘন্টা বসবে এস।

সাকিনা। উঃ!

(আলি ও সাকিনার প্রস্থান

মর্। এখন সাকিনা বিবির জন্য আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। উপায় একটা করতেই হবে. হুসেন ত আমার হাতে, আর ফতিমা বিবি যে ছেলে-পিত্যিশি, তাকে রাজি কর্‌তে কতক্ষণ?

হুসেনের প্রবেশ

দেখ হুসেন সাহেব, তোমার বাপ-মাকে ব'লে আমায় আবার বেচে ফেল।

হুসেন। ও কি কথা, মরজিনা!

(মর্‌জিনার গীত)

আমি ঢের সয়েছি, আর ত সব না।
তোমার কুটিল নয়ন, ছলের বাঁধন
যেচে পরব না।।
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ
হয়েছি.
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব
আর ত রব না।।

হুসেন। এ সব কি কথা মর্‌জিনা?

মর্। তোমার বাপকে ডেকে আমায় এখনি বেচে ফেল—তর সইছে না। এমন নিষ্ঠুর—সাকিনা বিবির জন্য সবাই কাঁদছে, আর তোমার চোখে জল নেই।

হুসেন। নেই কে বল্লে মর্‌জিনা? আমার চোখের জলে দুনিয়া ভেসে গেল, কিন্তু মরজিনার মন ভিজ্‌ল না!

মর্। দুনিয়ার পোড়া বরাৎ। তুমি কার জন্য কেঁদেছ? নিজের জন্য যে শিয়াল-কুকুরেও কাঁদে। আরে ছ্যা—তা হ'লে ত এখনই বিক্রী হতে হ'ল। চ'লে আয় খদ্দের! এক পয়সায় বাঁদী যায়। এক. দো—খদ্দের চ'লে আয়।

হুসেন। তা হ'লে কি করতে হবে?

মর্। ওই ফলগাছের পাশটিতে ব'সে কাঁদ গে,আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।

হুসেন। বেশ—চল্লুম। (প্রস্থান।

মর্। ফতিমা বিবি আসছে।

ফতিমার প্রবেশ

ফতিমা। পয়জার মরব, ঝাঁটা পিটব—এত বড় আস্পর্দ্ধা—আবার নিকে? কই মরজিনা কোথায় আলি?

মর্। তারা মানুষ দেখছে, আর স'রে স'রে যাচ্ছে।

ফতিমা। তুই একবার দেখিয়ে দে না।

মর্। কেঁদে কেঁদে সবার চোখ ফুলে গেল, কে সন্ধান দেবে? ওই দেখ হুসেন সাহেব কাঁদছে?

ফতিমা। হুসেনও কাঁদছে?

মর্। কেবল কাঁদছে? কান্না থামাতে পারছি না। 'চাচি রে' 'চাচি রে' ক'রে গলা ভাঙ্গিয়ে ফেল্লে।

ফতিমা। ও মর্‌জিনা— কি করি মর্‌জিনা? তা—হ'লে যে নিকে হ'ল। আমারও কান্না পাচ্ছে, মর্‌জিনা!

সাকিনার প্রবেশ

সাকি! কে ও, দিদি এলি? দিদি রে!

ফতিমা। (ছুটিয়া সাকিনার গলা ধরিয়া)

রে-এ-এ-এ।

হুসেনের প্রবেশ

হুসেন। চাচি রে—চাচা রে।

মর্। রে-এ-এ-এ।

ফতিমা। কেঁদো না বোন্, আমি উপায় করছি। কাঁদিস্ নে মর্জিনা, কাঁদিস নে হুসেন —আয় আমার সঙ্গে। **(সকলের প্রস্থান।**

জলের চুঙ্গী লইয়াবাঁদীগণেরপ্রবেশ

বাঁদীগণেব গীত।

ফোটে ফুল শুকনো ডালে দেখবি যদি আয়।
ঢালি ঠাণ্ডা পানি ফুলমণি লো আড়নয়নে চায়।
সোহাগে লুঠছে মধু, ছুটে আসে ভোমরাবঁধু,
ঢ'লে ফুল হয় লো আকুল ফুরফুরে হাওয়ায়।
(ওলো দেখবি যদি আয়)
সাধের লহর উজান ব'য়ে যায়।

বরবেশে আলি ও তৎসহ আবদালা, বাঁদীগণ, সাকিনা, মর্জিনা ও ফতিমারপ্রবেশ

(গীত)

আলি। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ কর লেও কাহেকো গোল মাচাও।।

বাঁদীগণ ! ও আব। চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।

সাকিনা। বান্দা সাচ বোলা হায় তুম্

মর। বিবি সাচ বোলা খানুম্।

ফতিমা। সে কি? কিছু হবে না ধূম?
বাজা বাজবে না দুম্ দুম্?

আলি। মেবা ঘরমে ভবা মুর্দ্দা-ব্রাদার
কেয়াবাৎ বাতাও, বুরা কেয়াবাৎ বাতাও

বাদী ও আব। চুপ চুপ চুপ আস্তে কাম বাজাও।
ছিপায়কে সব সাফ করলেও কাহেকো গোল মাচাও।।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুস্তফার দোকান

(মুস্তাফা ও মুচি-মুচনীগণের গীত)

পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ
গুড় গুড়।
ধাঁই ধড়াধড় ধাঁই ধড়াধড় দে মাদলে ঘা।।

স্ত্রীলোকগণ। পর মুলুকে গইল মরদ ঘরকে
আইল না।
পরদা কি রে ফরদা ফাঁক
বিবি বাড়াইল পা।।

পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকগণ। কসম খায়কে কর লো
খসমযেমথোর পণা
জলদি জরু দরদি নিকা কইলো বে-পরোয়া।

পুরুষগণ। ঝাঁ গুড় গুড় ঝাঁ গুড় গুড় ইত্যাদি।

মুস্তাফা। খোদা, একটা টাকা পাইয়ে দে, আট আনার সরাপ, দু' আনার জলপাই, চার পয়সার এণ্ডা, চার পয়সার চেনাচুর, আর চার আনার খিচুড়ি কিনে খাই।

মর্জিনার প্রবেশ

মর্। বাবা মুস্তাফা!

(মাতালের ভাণকরণ)

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্। তোমার দোকানে একটু বস্‌বো?

মুস্তাফা। সে কি বিবি সাহেব! আমার এ জুতোর দোকানে? সে কি বিবি সাহেব?

মর্। আর বিবি সাহেব! আমি এই পড়লুম। বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর। তোমার দোকানে গড়াগড়ি খাব?

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি, কর কি—বিবি সাহেব? দোকানে গড়ালে খদ্দের আসবে না। বউনির সময় গড়াগড়ি খেও না,

দোহাই বিবি সাহেব!

মর্। তা হ'লে কি করি বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। তোমার হয়েছে কি বিবি সাহেব?

মর্। আমার গা'র জ্বালা হয়েছে।

মুস্তাফা। রাত্রে খুব বেশী সিরাজি খেয়েছ বুঝি?

মর। উঁহু।

মস্তাফা। পিয়ার মরেছে বুঝি?

মর্। উঁহু।

মুস্তাফা। পিয়ার কার সঙ্গে আসনাই করেছে বুঝি?

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি কি পীর? ঠিক ধরেছ বাবা।

মুস্তাফা। কেমন, ঠিক ধরেছি না?

মর্। বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। কি বিবি সাহেব?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আমি তোমার দোকানে গড়াগড়ি দেব আর কাঁদবো।

মুস্তাফা। হাঁ হাঁ, কোতোয়ালীতে ধ'রে নিয়ে যাবে। হাঁ হাঁ, এখনি সকাল হয়ে যাবে—লোক-জানাজানি হবে—আমার পসার মাটী হবে—কর কি? কোথা থেকে আমায় মজাতে এলি বিবি সাহেব?

মর্। তা হ'লে উপায় কর, দাওয়াই দাও।

মুস্তাফা। বুঝে বুঝে ঠিক জায়গায় এসেছ বিবি সাহেব। ও রোগের দাওয়াই এইখানে আছে। কিন্তু তোমায় দিতে আমার সরম হচ্ছে।

মর্। কেন বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। আরে বেটী, তোর গাটি তুলতুলে, মুখখানি ঢুলঢুলে, চোক দুটি ছলছলে—কি ব'লে তোকে সে দাওয়াই খাওয়াই?

মর্। কি দাওয়াই বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। এই পটাপট্ পিঠে পয়জার। একবার ঝাড়তে পাল্লেই গায়ের জ্বালা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি প্যাগম্বর। এই টাকা নাও—পয়জার মার; তুমি ছেঁড়া প্রাণ জোড়া দিতে পার। (মুদ্রাদানের উদ্যোগ)

মুস্তাফা। বাবা—এ কি? মাফ কর বিবি সাহেব। অতটা পারি না বিবি সাহেব! তবে কাটা শরীর বেমালুম জুড়তে পারি।

মর্। পার?

মুস্তাফা। একবার দিয়েই দেখ না।

মর্। তা হ'লে এই বায়না নাও—আমার সঙ্গে এস। (সুবর্ণমুদ্রা প্রদান)

মুস্তাফা। (স্বগত) এ কি? একটা মোহর বায়না! এ বেটী তো সামান্য লোক নয়!

মর্। ভাবছ কি? ওঠ! (স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

মুস্তাফা। অ্যাঁ অ্যাঁ—বেগম সাহেব, শাহাজাদী—বান্দা গরীব।

মর্। কিন্তু পথে তোমার চোখে রুমাল বেঁধে নিয়ে যাব।

মুস্তাফা। মারা যাব শাহাজাদী! আমি গরীব, আমার খেতে পরতে অনেকগুলি।

মর্। ভয় কি? তোমায় খুন করতে নিয়ে যাব না—তোমায় আদর করব। আমার মুখখানা দেখলে কি খুনে ব'লে বোধ হয়? বাবা মুস্তাফা! বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। তা কি হয়—তা কি হয়?

মর্। আমার চোখে কি দুষ্টুমি মাখান থাকতে পারে?

মুস্তাফা। তা কি পারে?

মর্। (মুস্তাফার গায়ে হাত বুলাইয়া) এ হাতে কখন কি অস্ত্র ধরা চলে, বাবা মুস্তাফা!

মুস্তাফা। আরে আল্লা (ঘাড় নাড়িয়া) হ'লে কি সত্যি সত্যি যন্ত্র নিতে হবে? সত্যি সত্যি কি কারও হাত-পা কেটে গেছে?

মর্। আমি কাটা পড়েছি—আমার জান্ নিকাল গেছে, বাবা মুস্তাফা! যন্ত্র নাও,বাবা মুস্তাফা, যেখানে যা আছে, সব নাও।

মুস্তাফা। নিয়ে রাখি, পথে আসতে খদ্দেরও জুটে যেতে পারে। (স্বগত) আজকে আমার জোর কপাল। এ ত দেখ ছি কোন ওমরাওর ঘরের মেয়ে—রাত্রে বেরিয়েছিল; যে বেটা বার করেছিল। সে বেটা ভেগেছে, এখন একা ফিরতে পারছে না, তাই আমার আশায় আছে; কিন্তু পাছে কার বাড়ী, জানতে পারি, তাই চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। যাক্, কার বাড়ী, জানবার দরবার কি? আমার বরাতে কিছু পাওনা ছিল, পাওয়া গেল। (যন্ত্রের ভাঁড় বগলে করিয়া) নাও, বিবিসাহেব, চোখ বাঁধ। চোখ না বাঁধলেও চলতো, আমি আপনার গোলাম—আমি বলতুম কি বিবি সাহেব?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আমার মস্ত মান।

মস্তাফা। তা বুঝিছি বিবি সাহেব, তবে বাঁধ বাঁধ, ক্ষতি নেই।

মর্। বাবা মুস্তাফা, তুমি বড় আচ্ছা আদমী, আমার নিকে হতে সাধ হয়।

মুস্তাফা। এ আল্লা—আমার কি সেই নসিব? কেন বিবি সাহেব, আমায় আসমানে তুলছে?

মর্। বাবা মুস্তাফা, আসমানে তুল্‌ছি, আমানেই বাখব, ফেলব না—বাবা এখন চল, একটা গান শুন্‌বে?

মুস্তাফা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প'ড়ে মরবো যে বিবি সাহেব! বিষম খাব যে বিবি সাহেব!

(মর্‌জিনার গীত)

হামে ছোড়ি দে রে সৈঁইয়া ছোড়ি দে রে—
ময় নেহি জানে দুনিয়াদারি।
জোরাববিসে গীত নেহি হোগা,
তেবা গীত (হো হো মিঞা) ঝক্‌মারি।।
তোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে, আঁখিয়া লালি
হোয়ে,
তোম নেহি আওয়ে,
সতিনী ঘরকো মজা উড়াওয়ে—
বেইমানকো এইসা হ্যায় দাগাদারি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুহার সম্মুখ

দস্যুগণ

সর্দ্দার। দেখ, দেখ, রাগের মাথায় তখন এক কাজ করা গেছে, মুর্দ্দোটাকে চার ফালি ক'রে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে, কাজ ভাল হয় নি। তখন কারও জ্ঞান হ'ল না—মানুষটা চিরকাল টাট্‌কা থাকবে না —পচলে কেল্লায় টেঁকা ভার হবে।

১ম দস্যু। আমি সে সময় মনে

২য় দস্যু। আমিও বলবো মনে রছিলুম।

৩য় দস্যু। আমি বলতে বলতে ভুলে গেছলুম।

সর্দ্দার। থাক, যা হবার তা হয়েছে, এখন এক কাজ কর। তুমি মুর্দ্দোটাকে বাইরে ফেলে দাও, তুমি গুগ্ গুল জ্বালিয়ে ঘরের চারিদিকে ধুনো দাও, আর তুমি পেয়ালা আর সিরাজির বোতল নিয়ে এস। এবারকার তাগটা ফস্‌কে গেল। তিন দিনের ভেতর একটাও খোরাক জুটলো না। মিছে মেহনত, গা মাটী মাটী, মন খারাপ, শীগ্‌গির যাও, সিরাজি লে আও।

১মদস্যু। যো হুকুম (গুহাদ্বারে করাঘাত) চিচিঙ ফাঁক।

(গুহার ভিতর দস্যুত্রয়ের প্রস্থান।

বেগে প্রথম দস্যুর প্রবেশ

১ম দস্যু। সর্দ্দারি, সর্দ্দারি!

সর্দ্দারি। কি, ব্যাপার কি?

১ম দস্যু। লাস নেই—

২য় দস্যুর প্রবেশ

সর্দ্দারি। সে কি! আঁ্যা! আঁ্যা! তোমার কি?

২য় দস্যু। বোতল ফটাফট।

সর্দ্দা। সে কি,, সে কি? এ ক্যা বাৎ?

৩য় দস্যুর প্রবেশ

৩য় দস্যু। সর্দ্দারি, সর্দ্দারি (মথায় হাত দিয়া উপবেশন)।

সকলে। আবার কি? আবার কি রে?

৩য় দস্যু। বাটপাড়—জবর বাটপাড়—গুদম সাবাড়।

সর্দ্দারি। সাবাড়—মাল তছরুপাৎ। এ—এ ক্যা বাৎ, আও হামারা সাথ, মৎ রও তফাৎ, এ ক্যা বাৎ?

সকলে। এ কেয়া দিকদারি? বামাল লেকে আসামী ফেরার—এত হুঁসিয়ার তবু গুণাগার?

(দস্যুগণের গীত)

সর্দ্দারি। শালা লুঠ লিয়া, শালা লুঠ লিয়া।
তেরা জান্ লিয়া, মেরা জান্ লিয়া।।
সকলে। শালা পাক্কা হুঁসিয়ার চোর—
সর্দ্দারি। শালা সাঁচ্চা হারামখোর—
সকলে। শালা কাম কিয়া বরবাদ্—
সর্দ্দারি। বড়া বাটপাড় হারামজাদ্—
মেরা জান্ লিয়া, তেরা জান্ লিয়া;
ভালা ঠক্‌ঠকেকো ঠকা দিয়া।
সকলে। শালা কেয়া কিয়া, মিঞা কেয়া কিয়া;
তেরা জান্ লিয়া, মেরা জান্ লিয়া।।

গৃহমধ্যে প্রবেশ ও পুনঃ বহির্গমন

সর্দ্দারি। চোর গ্রেপ্তায় করতেই হবে, না কল্লে আমাদের নিস্তার নেই। আজই, যেই হ'ক, তোমাদের মধ্যে এক জন যাও, আর তোমরা যদি না যাও, তা হ'লে আমি যাই।

সকলে। আমরা যাব—আমার যাব।

সর্দ্দারি। চুপ কর, গোলমাল ক'র না, শোন। এ যেমন তেমন যাওয়া নয়, একেকেবারে ধরা, আর মারা। সে নিজে না জানতে পারে, বাদশার না কানে ওঠে—এমনি ক'রে ধরা চাই; সবাই গোল করলে হবে না। যে হ'ক এক জন যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা আমি—

(অন্য দস্যুগণের ভিতরে প্রস্থান।

সর্দ্দারি। শুধু যাওয়া নয়, সবার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হলফ কর—না ধরতে পাল্লে গর্দ্দানা যাবে! বুঝে হলফ ক'রে যাও।

১ম দস্যু। বহুৎ আচ্ছা।

(গীত) শালা লুঠ লিয়া ইত্যাদি। **(প্রস্থান।**

— —

তৃতীয় দৃশ্য

কাসিমের বাটীর সম্মুখস্থ রাজ-পথ

ফকিরগণের গীত গাহিতে গাহিতেপ্রবেশ

ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার
সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার
জন্ কি রোশনি বুত যাতে হেঁ আতে
আঁধিয়ারা।।
১ম ফকির। দৌলত দুনিয়া গুরু ছাওয়াল,
সবকোই লেকে হাল,
মেকি ছোড়কে বদিমে গির্‌কে নেহি হো
গুণাগার।।
ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার ইত্যাদি—
১ম ফকির। খোদাকা নাম লেও জিন্দগি ভোর
জউহর কব' বাটোয়;

শয়তান ঘুম রহে হর্‌দম্ সাথমে রহো হুঁসিয়ার।

ফকিরগণ। সাঁচ্চা সল্লা লেও দিন্‌দার ইত্যাদি -

(প্রস্থান।

দস্যু ও চক্ষুবদ্ধ মুস্তাফার প্রবেশ

দস্যু। ঠিক যাচ্ছ তো বাবা মুস্তাফা?

মুস্তাফা। ঠিক যাচ্ছি।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি অমন হুঁসিয়ার, তোমায় একটা ছুকরী এসে ঠকিয়ে গেল?

মুস্তাফা। আরে ভাই, চোখওয়ালা শালাবাই আছাড় খায়, যে কাণা-সে ঠিক পা ফেলে ফেলে চ'লে যায়; যখন যৌবন ছিল, তখন কেউ আমাকে ভোলাতে পাবত না। বুড়ো হয়েছি, চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, নজর গেছে এমন সময় মেয়েমানুষের কুহকের ফাঁদে পড়ব, এটা কি আমারই বিশ্বাস ছিল?

দস্যু। তারিফ করলে, বাবা মুস্তাফা।

মুস্তাফা। তোমায় বলতে হবে কেন ভাই? আমি নিজেই আপনাকে তারিফ করছি। বেটা এল, আর এক লহমায় যেন গাড়োল বানিয়ে গেল।

দস্যু। দেখতে বুঝি খুবসুরৎ?

মুস্তাফা। আরে ভাই, সে কথা আর তুলিস কেন? শেষকালে কি পথ ভুলে মরব, খানায় পড়ব?

দস্যু। না না, কাজ নেই; তুমি ঠিক ঠিক পা ফেলে চল।

মুস্তাফা। জুতোয় ঠকাঠক্ ঘা মারছি-আপনার মনে মাথা গুঁজে কাজ করছি-এমন সময় নহবতের সানায়ের আওয়াজ যেন কানে ঢুকলো, 'বাবা মুস্তাফা' 'বাবা মুস্তাফা'। একটু আফিম খাই; মনে করলুম, মৌতাত বুঝি প্রাণের চারি ধারে পা ক মার্‌চে-ফূর্ত্তি ক'রে সুর চড়িয়ে দিলুম। 'বাবা মুস্তাফা',-আবার! মাথা তুলে দেখি, আর কি বলবো ভাই-ঝগঝগে রগরগে পোষাক-পাণপানা মুখ-গোলাপী রঙ্গের ঠোঁট, তাতে পটল-চেরা চোখ-তাতে বিতিকিচ্ছি ঠার-মজাদার হাসি-রাঙ্গা ঠোঁট দিয়ে সিরাজমাখান কথা;-ভোর কি না-বোধহ'ল যেন আসমান থেকে চাঁদ উতরে এলো, মাথাটা যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরে গেল। 'বাবা মুস্তাফা।' উঃ-বেটী আমায় বড় ঠকিয়েছে। 'বাবা মুস্তাফা!' কি মিঠা বাৎ-'বাবা মুস্তাফা।' আরে বেটী-

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, তুমি টাল খাচ্ছ!

মুস্তাফা। টাল কি ঠিক খাচ্ছি বাবা, তা হ'লে একটু চাগাড় দিতে দিতে এস। কিন্তু বাবা, তোমার তারিফ দিই, খুঁজে পেতে সন্ধান ক'রে আমায় ত বার করেছ বাবা।

দস্যু। বাবা মুস্তাফা, প্রাণের জ্বালা, বড় জ্বালা। তোমায় যদি খুঁজে না বের করতে পারতুম, তা হ'লে কি আমার গর্দ্দানা থাকত?

মুস্তাফা। এ কি রকম কথা বাবা? ভারি ধোঁকায় পড়লুম যে। চুল পাকালুম, সত্যিই কি বুদ্ধি একটুও পাকে নি? না বাবা, আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি নি।

এই চোখের কাপড় খুল্লুম।

দস্যু। হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি। চল চল, তোমার কোনও ভয় নেই। তোমায় ভাল ক'রে পোলাও খাওয়াব।

মুস্তাফা। না বাবা, আমার পোলাওয়ে কাজ নেই, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, তোমায় আমি ঘুঙ্‌নিদানা খাওয়াব।

দস্যু। কথাটা কি জান, বাবা মুস্তাফা, আমার মনিব মস্ত এক জমীদার। যে দিন সিরাজি খেয়ে তোমার দোকানে সেই ছুঁড়ীটে গড়াগড়ি খেয়েছিল, সেই দিন তার

ওপর আমার মনিবের নজর পড়ে। তার পর আমার ওপর হুকুম হয়েছে যেমন ক'রে হ'ক, সেই ছুঁড়ীটের সন্ধান করতে হবে। খোদার মেহেরবাণীতে, বাবা মুস্তাফা, অনেক তকলিফ পেয়ে তোমার ঠিকানা ক'রে, তোমার শরণ নিয়েছে। সব শুনলে, এখন চল বাবা, চল।

মুস্তাফা। হ'তে পারে বাবা। সে খুবসুরৎ চেহারা দেখলে কত বেটা নবাব-বাদশার মুণ্ডু ঘুরে যায়, তোমার মনিব ত জমীদার! তবে কি জান, আমার আগাগোড়া ব্যাপারেই কিছু ধোঁকা লেগেছে! সে বেটী চোখ বেঁধে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। তার পর তুমি বাবা আমার সাত পুরুষের কুটুম, কে তার ঠিক নেই, আমার কাছে এলে, বোনাইয়ের আদর ক'রে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ছুঁড়ীর বাড়ী দেখিয়ে দেবার জন্য নিয়ে চলেছ। কে জানে বাবা, এর ভেতর কি গোলকধাঁধার ঘোর আছে।

দস্যু। কিছু না, কিছু না। হাঁ বাবা মুস্তাফা, আর কত পথ?

মুস্তাফা। খোদার মালুম বাবা। চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল, সেলাই করিয়ে নিয়ে ফের চোখ বেঁধে মাঝরাস্তায় ছেড়ে দেয়, তার পর তোমার সঙ্গে দেখা।

দস্যু। আচ্ছা, তুমি চোখ খুলে দেখ দেখি।

মুস্তাফা। বাবা, তা হ'লে সব গুলিয়ে যাবে। এ আন্দাজে পা ফেলে ফেলে যেমন ক'রে হোক দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমায় পৌছে দেব! -কিন্তু বাবা, চোখ খুল্লেই সব অন্ধকার! রোস বাবা রোস, ঠিকানা যেন লেগেছে। ধর বাবা আমার হাত, ডানহাতি আবার নিয়ে চল। (কিয়দ্দুর গমন) আঃ শালা, চলেছে না ত, যেন টাটু ঘোড়া লাফ খাচ্ছে। থামো বাবা-থামো। এই পর্যন্ত-এইখানে এসে থেমেছি। দেখ দেখি, এখানে কোন বাড়ী অছে না কি?

দস্যু। সেলাম বাবা মুস্তাফা। বহুৎ বহুৎ সেলাম। তোমার ঠাওর বটে!

মুস্তাফা। তবে চোখ খুলি?

দস্যু। খোল।

মুস্তাফা। (চোখ খুলিয়া) সত্যিই ত, এ ত খাসা বাড়ী দেখছি। এর পর একটা বান্দা এসে দোর খুলে দিলে, তার পর বান্দাব হাত ধ'বে বাড়ী ঢুকলুম।

দস্যু। (গৃহদ্বারে খড়ির চিহ্ন দিয়া) নাও সকাল হ'ল, পালাই চল।

(উভয়ের প্রস্থান।

মরজিনার প্রবেশ

মর্। আলি সাহেব যাদের ধন এনেছে, তারাই ত কাসিম সাহেবকে কেটেছে। তারা যে আলি সাহেবের সন্ধানে ফিরছে না, তাই বা কে বল্‌তে পারে? ফিরুক আর নাই ফিরুক, কিছু দিন ত আলির বাড়ী চৌকি দিতেই হবে।এ কি?-এত ভোরে দোরে দাগ দিলে কে? হয় কোনো দুষ্টু ছোঁড়া, না হয় আবদালা বোকা-আর কে? খড়ি দিয়ে আর কার কি লাভ? কই, কা'ল ত এ দাগ দেখি নি-তবে ছোঁড়ারা দিলে কখন্?(কিয়দ্দুর অগ্রমন) বা! বা! এ ত এতকাল দেখি নি এতকাল এসেছি গিয়েছি, এ ত কখন নজরে পড়ে নি! সব বাড়ী এক ধরণের-কিছু তফাৎ নেই? না, ফিরতে হ'ল, ভাল মন্দ হ'ক, হুঁসিয়ারিতে দোষ কি? এই যে একটা খড়িও প'ড়ে রয়েছে। (খড়ি লইয়া প্রত্যেক দ্বারে চিহ্ন

প্রদান) কি যেন কি মনটা কচ্ছে-কারে কি বলব, কোন্ দিক্ দেখব, কি করতে এসেছি! মনিব-মনিব-আমার মনিব-বড় ভাল মনিব। আমি কি এখন বাঁদী?-আমি যে সব। হিসেব রাখতে, হুকুম চালাতে, নাচতে, খেলতে, আমিই যে এখন সব। আলি সাহেব মরজিনার বকুনির ভয়ে অস্থির, সাকিনা মরজিনা বল্‌তে অজ্ঞান, ফতিমা মরজিনায় পাগল, আর হুসেন মরজিনায় মিশিয়ে গেছে।

(গীত)

এসে হেসে কাছে বসে,
সোহাগ-বাঁধন বেঁধেছে সে।
মিশে মিশাইয়ে নিয়েছে রে।।
আমা-অন্ত প্রাণ দিয়ে, আমারে মজায়েছে,
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে;
আমি-ময় সে আমার, আমারে সে-ময় করেছে রে,
প্রেমস্বপ্ন দেখা চলেছে রে।।

—

চতুর্থ দৃশ্য

আলিবাবার দরদালান

আবদালা ও জনৈক বান্দার প্রবেশ

এবং খাদ্যর পাত্রাদি হস্তে গমনাগমন)

আব। খুব বড় সওদাগর, ভাল ক'রে (তজবিজ্ কর-বকসিস্ মিলবে।

বন্দা। বহুৎ আচ্ছা।

(উভয়ের প্রস্থান।

মরজিনার প্রবেশ

মর। সত্যি সত্যিই আমি হলুম কি? লোক দেখলে সন্দেহ করি, হাসি শুনলে ভয় পাই, বাত্রে অতিথি দেখলে শুকিয়ে যাই, ঘরে একটা কুটো দেখলে অস্ত্র ব'লে ভয় করি, জানালা দিয়ে হাওয়া বইলে আতঙ্কে শিউরে উঠি-আমার হ'ল কি? হয়েছে হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? আমার সোনার মনিব।-সেই মনিবের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। ডাকাতের কথা মনে পড়লেই আমার সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। সওদাগর না হয় ভাল লোকই হ'ল, মনিবের জন্য ওকে একটু সন্দেহ করতে দোষটা কি? কারে মনের কথা বলি? হুসেনকে? হুসেন! না, সে হয় ত গোল ক'রে বসবে।

হুসেনের প্রবেশ

হুসেন। হুসেনকে ডাকছিলে মরজিনা?

মর। হাঁ!

হুসেন। হুসেন মরেছে।

মর। আহা, কবে গো; হুসেন যে বড় ভাল ছেলে ছিল গো। ন্যাকা ন্যাকা বোকার মতন-সোনার হুসেনের কি হয়েছিল গো? আমি যে হাসি-থুড়ি কান্না রাখতে পাচ্ছি না যে গো।

হুসেন। দেখ মরজিনা, হুসেন সত্য সত্যই মরেছে।

মর্। কবে?

হুসেন। যে দিন তাকে থানা থেকে মর্জিনা ছাড়িয়ে এনেছিল!

মর্। না হয় চল, তোমায় আবার রেখে আসি।

হুসেন। এখনি? কেন তবে ছাড়িয়ে আনলি?

মর্। খুব করেছি।

হুসেন। তবে আবার আমায় গারদে রেখে আয়।

মর্। আমি আবার ছাড়িয়ে আনব।

হুসেন। কি ব'লে মরজিনা?

মর্। হুজুর ব'লে।

হুসেন। দূর, তাতে হয় না।

মর্। তবে মুখটি বুজে, পা টিপে টিপে, আস্তে অস্তে সিঁদ কেটে-

হুসেন। তা হ'লে এখনি। এই গারদ, (বক্ষে হস্ত দিয়া) এই গারদের ভিতর হুসেন আছে; সিঁদ লাগাও, সিদঁ লাগাও-হুসেন এখনি বেরিয়ে পড়বে।

মর্। না হুসেন-হুসেন ও গারদে নেই। (হৃদয় হস্ত দিয়া) হুসেন এখানে আছে-এই গারদে দিবানিশি তাকে পুরে রেখেছি। দিবা-নিশি শয়নে-স্বপনে পাহারা দিচ্ছি।

অন্তরালে আবদালার প্রবেশ

(গীত)

আমার এই ছাতির অন্দরে।
বন্ধ ক'রে রেখেছি মোর নয়নানন্দরে।।
সন্দ সদা মন্দ বাঁদীদের,
ঠাণ্ডা বোলে পিয়ারে আমার পায় যদিগো টের;
এই বন্ধ খুলে সোনার তরী, বাঁধবে তাদের বন্দরে।।

মর্। কিন্তু হুসেন-

হুসেন। কি বলছ মর্‌জিনা?

মর্। (অবনতজানু হইয়া) হুসেন, কিন্তু আমি বাঁদী-তুমি আমার মনিব।

হুসেন। আর তুমি আমার কলিজা।

মর্। আমি? তোমার চরণের ছায়া স্পর্শের যোগ্য নই।

হুসেন। আর রাণী, মর্‌জিনা রাণী! তুমি যে দেশে থাক, আমি সে দেশের ধুলো মাথায় করবার যোগ্য নই। বাঁদী! তুমি বাঁদী!-রোস, তোর তেজ ভাঙ্গছি, বাপকে ব'লে দিচ্ছি। (প্রস্থান।

মর্। ও কি হুসেন, কর কি, কর কি? হুসেন-ও হুসেন! (পশ্চাৎ হইতে আবদালার অকর্ষণ)

আরে মর্, তুই কে?

আব। আমি কে, বেগম সাহেব চিনতে পারছি না?

মর্। ও কি, টানছিস কেন?

(আবদালার কম্পনাভিনয়)

আব। রোস রোস, আমার প্রাণে মহরম চেগেছে-ও হুসেন, ও হুসেন।

মরা্। চোপ-গাধা উল্লুক।

অব। ও হুসেন! ও হুসেন!

মর্। ওরে থাম, তোর পায়ে পড়ি, তোর পায়ে পড়ি। (প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোয়ালবাড়ী

সারি সারি তৈলকুম্ভ সজ্জিত।

(সর্দ্দার ও আলি)

সর্দ্দার। আল্লা আপনাকে সলামতে রাখুন, আপনার অতিথিসেবায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করেছি। এখন মেহেরবাণী ক'রে এই রাত্রির মতন আমার এই তেলের কুঁপোগুলি তজবিজ ক'রে রাখিয়া দিলে, আমি পরম আপ্যায়িত হই। আপনি আমার-আমাদের ব্যবসার জিনিসই সর্ব্বস্ব।

আলি। সাহেব! এ আপনারই ঘর, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান গে, আপনার জিনিসে কেউ হাত দেবে না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি বান্দারে পাঠিয়ে দিই, তারা আপনাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাবে।

(আলির প্রস্থান

সর্দ্দার। আলিবাবা! ডাকাতির ওপর ডাকাতি! তোমার ভবলীলা আজ এই রাত্রেই শেষ হবে। (কুঁপোর নিকটে গিয়া) হুঁসিয়ার

ভাই। জানালা থেকে কুঁপোয় ঢিল মারলেই বুঝে নিও, সময় হয়েছে।

জনৈক বান্দার প্রবেশ

বান্দা। জনাব! আপনার শয়নের নিমিত্ত সকল প্রস্তুত!

সর্দ্দার। চল যাই। **(উভয়ের প্রস্থান।**

মরজিনার প্রবেশ

মর্। বলিহারি অভ্যেসরে! এত দেশের খাবার জিনিস থাকতে এই দুপুর রাত্তিরে সহসা বিবির ঝাজওয়ালা তেল দিয়ে বেগুন পোড়া খেতে ইচ্ছে হ'ল। দোকানপাট তো বন্ধ, লোক তো ফিরে এল। দেখি, সওদাগরের কুঁপো থেকে যদি ছটাকখানেক টাটকা তেল মেলে।

(একটি কুঁপো নাড়া দেওন)

দস্যু। (কুঁপোর ভিতর হইতে) সর্দ্দার সময় হয়েছে?

মর্। উঁহু! (সরিয়া আসিয়া) এ কি এ, কুঁপোর ভেতরে মানুষের গলা! সর্ব্বনাশ-ডাকাত, ডাকাত, নিশ্চয় ডাকাত।

(প্রস্থান।

সর্দ্দারের পুনঃ প্রবেশ

সর্দ্দার। এখনও ছুঁড়ীটা জেগে আছে। এইটে শুলেই নিশ্চিন্ত। সব কিছু নিশুতি না হলে কিছু করা হবে না। প্রাণ যে আমার ছটফট কচ্ছে, বুক জ্ব'লে যাচ্ছে-আলিবাবার রক্ত ভিন্ন এ জ্বালা নিভবে না। **(প্রস্থান।**

বৃহৎ তৈলকটাহ লইয়া মরজিনা ও আবদালার প্রবেশ

আব। চুপ! তুই সাবধানে কুঁপোর গায়ে ফুঁদেলটা টিপে ধর, আমি এই বদনা ক'রে গরম তেল ঢেলে দিই। (তথাকরণ)

দস্যুগণ। (কুঁপোর ভিতর হইতে যন্ত্রণা সূচক ধ্বনি)

বাঁদীগণের প্রবেশ

(গীত)

বাঁদী। কি রে-কি রে, কি হয়েছে রে?
সকলে। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে
রে?
মর্। চুপ রও সব, চুপ রও সব ডাকাত
পড়েছে।
সকলে। ওরে, এ কি কথা কোস্,
ওরে, এ কি কথা কোস্,
মর্। নেহি আপশোষ দুষমন্ জান্ দেছে রে।
সকলে। সাচ এহি বাৎ সাচ এহি বাৎ
ডাকাত পড়েছে
মর্। ঝুটা বাৎ নেহি কুঁপোয় অক্কা পেয়েছে।
সকলে। কুঁপোর ভেতরে কুপোকাৎ
তেরা বহুৎ বহুৎ কেরামৎ
মর্। অলবৎ-আলবৎ-বহুৎ মজা হয়েছে।।

(বাঁদীগণের প্রস্থান।

আলিবাবা, ফতিমা ও সাকিনার প্রবেশ

আলি। মরজিনা! কি করেছিস মা?

সাকিনা। কি করেছিস্ মা?

ফতিমা। কি করেছিস মা?

মর্। আমি ত নয় হুজুর, খোদা করেছে। আমি অবলা, গাছের পাতার শব্দে কেঁপে উঠি।- আমার কি সাধ্য, বিন অস্ত্রে অতগুলো দস্যুব প্রাণসংহার করি?

আলি। তুই কোন্ পরীর রাজ্য থেকে এসেছিস মা!

মর্। আলি সাহেব! ঈশ্বর করেছেন। আমি উপলক্ষমাত্র। আমাকে প্রভাতে তুলিয়ে খড়ির চিহ্ন দেখিয়েছেন। ঈশ্বরই আমাকে তেলের জন্য সওদাগরের জিনিস চুরি করতে পাঠিয়েছেন । আলি সাহেব এর পূর্ব্বে যে আমি চুরি কারে বলে জানতেম না।

আলি . মরজিনা! যে দিন থেকে তোরে ঘরে এনেছি, সেই দিন থেকেই তোকে মেয়ের

মত দেখে আসছি। তুমি আমার বাঁদী, এক দিন, এক লহমার জন্যও মনে আসে নি। তাই তোমাকে ফুরসৎ দিই নাই মর্জিনা! হুসনের কাছে শোনলেম, তুমি বাঁদী ব'লে দুঃখ করেছ।

মর্। হুসেন মিথ্যা কথা বলেছে; আমি অমন কথা কখন বলি নি।

আলি। আজ আমি তোমায় ফুরসৎ দিলাম। আজ হ'তে আমিও যে, তুমিও সে।

মর্। কখনই নয়। আমি বাঁদী যা নিয়ে জন্মেছি, যা সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে প্রাণের সঙ্গে বেঁধে আমি এত বড় হয়েছি, সে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে গেছে, টানলে মর্ম্ম ছিঁড়ে যাবে—ম'রে যাব।

হুসেনের প্রবেশ

হুসেন সাহেব!

হুসেন। কি?

মর্। আমায় বাঁদী ব'লে ডাকত।

সাকিনা। না হুসেন।

ফতিমা। না হুসেন।

হুসেন। ও গো, হুসেন বোঝে গো—হুসেন সব বোঝে।

মর্। বলবে না?

হুসেন। না।

মর্। তা হ'লে আমি যেখানে দু'চোখ যায়, চ'লে যাই।

হুসান। যা, দূর হ'য়ে যা। চক্ষুঃশূল! তোকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়।

মর্। বটে! রোস, তবে আমার কেরামৎটা দেখাচ্ছি। আবদালা!

আবদালার প্রবেশ

আব। বেগম সাহেব, মর্জিনা খানুম, হুকুম জনাব।

মর্। চোপ বান্দা—বাঁদী বল।

আব। ও গো, আমি অত কথা কইতে পারি না যে গো!

আলি। আর আবদালা! আমার সম্পদ-বিপদে একমাত্র সহায় আবদালা! তোমারও আজ ফুরসৎ?

আব। বেশ, তা হ'লে আজ আমি খোস-মেজাজে মার খেতে পারি। (জনান্তিকে) তা হ'লে কোড়াটা কিসের করবে বেগম সাহেব?

মর্। ওঃ, সেই কোড়া—তবে রও খাড়া।

(গীত)

আব। আব খাড়া হ্যায় হুজুর অব খাড়া হ্যায় হুজুর।
চড়বড় চড়বড় চালাইয়ে কোড়া জায়গীর করিয়ে চুর।
মর্। তেবা পিঠে মেরা জায়গীর,
আব। মেরা পিঠ তেরা জায়গীর,
বান্দীসে আব বেগম বনেগা জমিন মেরা শির্।
তেরা দখল লেও জায়গীর।
মর্। এয়সা দখল নেই লেগা হাম—কুর কামিনা দূর।
টিকটীকি পর চড়াকে কোড়া পিটেগা ভরপুর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

(নিদ্রিত আলিবাবা ও বাঁদীগণ)

(গীত)

বাঁদী। সুবে হুয়া ছোড়ো পালঙ্ সাহাব।
আশমান্‌সে নিকলা হ্যায় সুরুখ আফ তাব।।
গুল্‌কি খোসবু মিঠি হাওয়া,
সারা গুজারি রাত দেতে গাওয়া,
বুলবুল বোলাতে মিএগ্রা পিও সরাব;
পিও সরাব!—মিএগ্রা সমঝো সরাব।

(বাঁদীগণের প্রস্থান।

আলি। তাইত, বেলা হয়ে গেছে দেখছি যে! পয়সা পেয়ে অবধি আর ভোর দেখা যে

বরাতে ঘটল না দেখতে পাচ্ছি। কা'ল আমি যেমন ক'রে পারি ভোরে উঠব, বাঁদীরে ওঠাতে এসে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবে। হুসেন-মরজিনার সাদী দিতে পারলেই সব লেঠা চুকে যায়। তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে সমস্ত দিনরাতই ঘুম মারবো।

হুসেনের প্রবেশ

হুসেন। বাবা, এক জন দরবেশ যেচে আমার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছি, মর্‌জিনার গলার কথা আমার কাছে শুনে তার গান শুনতে চেয়েছে। বাবা, আমি তাকে আজ আনবো?

আলি। বেশ ত, আন না। তা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস কি? যা, আন্‌ গে যা। তবে মর্‌জিনাকে ব'লে যা, সে খানার বন্দোবস্ত ক'রে রাখবে।

হুসেন। তাকে বলেছি।

আলি। বেশ, আমি তবে গোসল্‌খানায় চল্লুম, এলে আমায় খবর দিস্‌।

(উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া মরজিনা ও আবদালার প্রবেশ

মর্‌। দেখিস্‌ ভাই! কাকেও বলিস্‌ নি।

আব। উঁহু—

মর্‌। এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে।

আব। উঁহু—

মর্‌। টের পেলে বড় লজ্জার কথা।

আব। বড় লজ্জার কথা।

মর্‌। তামাসা করছিস না কি?

আব। বিলক্ষণ।

মর্‌। আগে থাকতে গোল করলে, বুঝেছিস?

আব। খুব—

মর্‌। মর্‌, কথা না ফুরুতে জবাব দিলি—কি বুঝেছিস?

আব। তা হ'লে (মর্‌জিনার কর্ণ ধরিয়া) এমনি করে আমার কান ধ'রে ঘোড়দৌড়—

মর্‌। উ—হু—হু—হু—ছাই বুঝেছিস। তা হ'লে (আবদালার নাসিকা ধরিয়া) এমনি ক'রে নাকে বড়শী দিয়ে হড় হড়—

আব। উঃ উঃ উঃ—বুঝেছি বিবি সাহেব।

মর্‌। কাঁটা বন দিয়ে—

আব। বুঝেছি বুঝেছি—পট পট ফুটছে—

মর্‌। আর অমনি ক'রে পটাপট পয়জার—

আব। হাঁ হাঁ, পিলে চমকে উঠেছে—

মর্‌। বুঝেছিস?

আব। বেমালুম বুঝেছি।

মর্‌। তবে যা বল্লুম তাই করিস।

আব। আচ্ছা।

মর। সে কখন দরদে নয়, ডাকাত।

আব। নিশ্চয়।

মর্‌। তারে মেরে ফেলতেই হবে।

আব। একেবারে।

মর্‌। খবরদার।

আব। খুব।

মর্‌। হুঁসিয়ার—

আব। কুছ পরোয়া নেই। (প্রস্থান।

মর্‌। সে কি দরবেশ? বিশ্বাস হয় না। নইলে নেমক খায় না কেন? কি করি—একটা ভালমানুষকে কি শেষকালে হত্যা ক'রে বসবো? ভাল মানুষ কখনই নয়। ডাকাত, সেই ডাকাত; ভোল বদলেছে—নইলে নেমক খায় না কেন? প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আলির জান্‌ না নিয়ে নেমক

খাব না। তাই এসেছে, তাই হুসেনের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে;—উপযাচক হয়ে দোস্তি পাতিয়েছে। উপযাচক হয়ে বিনা স্বার্থে কেউ কি কারও সঙ্গে ভাব করে? কই ত দেখি নি। ডাকাত—আলবৎ ডাকাত। কি করি? ডাকাত, তাতে আর সন্দেহ নেই-তবে কেমন ক'রে আলির প্রাণরক্ষা করি? ঈশ্বর, আর একবার সহায় হও—যদি নিরপরাধ হয়, আমার হাত নিস্পন্দ কর; যদি দস্যু হয়-হাতে বজ্রের বল দাও।

(প্রস্থান।

—

সপ্তম দৃশ্য

বৈঠকখানা

হুসেন ও সর্দ্দার

সর্দ্দার। (স্বগত) যতক্ষণ না ছুরি আলির বুকের রক্ত পান করছে, ততক্ষণ আমি সুস্থির হ'তে পাচ্ছি না। আমার দুঃখে সুখ—শোকে শান্তি- ব্যাধির ঔষধ-সম্পদে বিপদে সঙ্গী- শক্তিমান উনচল্লিশ ভাই-সেই শয়তানের জন্য কবরে গেছে। তাদের দেখতে পেলাম না, যন্ত্রণায় সেবাশুশ্রূষা করতে পারলেম না, তৃষ্ণায় জল দিতে পারলেম না! উঃ অসহ্য! অসহ্য! কখন্ তাকে হাতে পাব-কখন্ তাকে দুনিয়া-ছাড়া করবো? আমার প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হবে না? তাকে যে একবারও কাছে পাচ্ছি না। (প্রকাশ্যে) ও হুসেন সাহেব, তোমার বাপকে যে দেখতে পাচ্ছি না?

হুসেন। তিনি আপনার খানার বন্দোবস্তে আছেন।

আলির প্রবেশ

সর্দ্দার। আইয়ে আলি সাহেব! বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে।

আলি। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ— আমি খাবার-দাবারের যোগাড়ের বন্দোবস্তে আছি, বসতে পারছি না, মিঞা সাহেব। তুমি নেমক খাও না, তরকারিতে ত সুবিধা হবে না, কাজেই মিষ্টির ব্যবস্থাটা কর্‌তে হচ্ছে।

সর্দ্দার। অত হাঙ্গামা কেন আলি সাহেব?

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ! হাঙ্গামা আর কি, নূতন আর কিছু করতে হচ্ছে না। তুমি হুসেনের দোস্ত-ঘরের লোক—মান- অপমানের ভয় নেই, ঘরে যা আছে, তাইতেই এক রকম ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে-হাঃ হাঃ হাঃ।

নর্ত্তক নর্ত্তকীবেশে আবদালা ও মরজিনার প্রবেশ

আলি। মিঞা সাহেব তোর গান শুনতে চেয়েছে না? দে, একটা ভাল গান শুনিয়ে দে।

সর্দ্দার। তুমি ব'স, আলি সাহেব।

আলি। হাঃ হাঃ হাঃ-বসছি। কাজটা শেষ ক'রে একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসছি। নে নে, ততক্ষণ মিঞা সাহেবকে খুসী কর।

(প্রস্থান।

(আবদালা ও মর্জিনার গীত)

কেয়া বড়িয়া এলেম তেরা।
মজাসে ঘুমাও, ফূর্ত্তিসে হেলাও,
সাঁচ্চা বিচুয়া সেরা।
দুষমন্ কোই হ্যায় ওসিকো জান্ ফরমায়,
দস্তিকো বহুত পিঁয়ারা।
জোরসে পাকড়াও হুঁসিয়ারিসে লাগাও
কভি মৎ ঘাবড়াও জানি মেরা।

(অস্ত্র লইয়া অভিনয়, সর্দ্দারের বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও সর্দ্দারের বিকট চীৎকার)

আব। হাঁ হাঁ হাঁ—

হুসেন। কি করলি, কি করলি?

বেগে আলির প্রবেশ

আলি। কি হ'ল? কি হ'ল? হায় হায়! কি করলি?

মর্। সর্দ্দার! আমায় মাফ কর। তুমি যেমন আলির জান্ নেবার জন্য নেমক ছেড়েছ, আমিও আজ তাকে রক্ষা করবার জন্য নেমক রেখেছি। আমি অবলা-বল, কি উপায়ে আমি, শক্তিমান তোমার হাত থেকে আমার মনিবকে রক্ষা করি?

সর্দ্দার। তুমি ঠিক করেছ। নেমকের কাজ করেছ-তুমি ধন্য! আমি তোমায় কায়মনোবাক্যে ক্ষমা কল্লুম; তুমি আমার কন্যা, তুমি পিতৃনাশিনী নও-তার জীবনদায়িনী।। তোমার হাতে ম'রে আজ আমার পাপের অবসান হ'ল। অলি সাহেব! আমার মতন দুষমন তোমার ঘরে আর কেহ কখন পদার্পণ করে নি। আমি দস্যুসর্দ্দার, আজ তোমাকে খুন করবো ব'লে তোমার ঘরে এসেছিলুম (ছুরিকা প্রদর্শন), এই দেখ। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারত না।—জোর বরাত তুমি এ বেটীকে ঘরে পেয়েছ। হুসেন ভাই, কাছে এস, ভয় নেই, তোমার বাপ (ছুরিকা নিক্ষেপ) আমার দুষমন, কিন্তু তুমি আমার দোস্ত; কাছে এস, এই লও আমার কন্যাকে তোমায় দিয়ে গেলুম। আর শুন আলি সাহেব, তুমি যেই হও, তবু ত চোর-ডাকাতে যে সম্বন্ধ, তোমাতে আমাতে তাই। সেই সম্বন্ধ দৃঢ় করবার জন্য আমার যা কিছু সম্পত্তি -সেই গুহার ভিতরে রাশীকৃত ধন,-আমার এই বেটীকে সমর্পণ কবলেম।

মর্। আর আমার ধনে কাজ কি? আমি তোমার নামে সেই ধন খোদার কাছে গচ্ছিত রাখবো। মরুভূমিতে পথিকের জন্য কূপ খনন করবো, ক্ষুধার্ত্তের জন্য দেশে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করবো, আর জলহীন দেশে দীঘি সরোবর খনন ক'রে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সমস্ত ধর্ম্মের জন্য রেখে দেব।

আলি। সে কি, তুমি মরবে কি? আমি এখনই হাকিম ডাকিয়ে তোমায় বাঁচাব।

(আলির প্রস্থান।

সর্দ্দার। হুসেন ভাই, তোরা দু'জনে একবার সেজে আয়—শীগ্‌গির সেজে আয়। আমার আসন্নকাল, তবু আমি তোদের মিলন না দেখে মরছি না।

(হুসেন ও মর্‌জিনার প্রস্থান।

আব। সব ত দিলে, তোমার তোষাখানায় ঢোকবার ফন্দীটে ব'লে দিলে না?

সর্দ্দার। (উচ্চৈস্বরে) চিচিঙ ফাঁক্।

(মৃত্যু)

আব। যা বাবা! একেবারে ফাঁক্!—ওগো কি হ'ল, তোমরা দেখে যাও গো!

(আবদালার প্রস্থান।

বেগে আলি ও হাকিমের প্রবেশ

আলি। কি হ'ল, কি হ'ল-হাকিম ডাকতে দেরী সইল না?

হাকিম। ভয় নেই, ভয় নেই-এখনি বাঁচবে!-দাও, এই উট-পাখীর আস্ত ডিমটা খাইয়ে দাও।

আলি। ম'রে গেছে, আবার বাঁচবে কি?

হাকিম। বাঁচবে; আলবৎ বাঁচবে। ওর বাবা বাঁচবে। সাত দিনের বাসি মড়াবে দাওয়াই খাইয়ে বাঁচিয়েছি, আর এ বাঁচবে না? আলবৎ বাঁচবে। নাও চাঁদ, আপাততঃ

ঢুক ক'রে এই দাওয়াইটা খেয়ে ফেল।— আরে এ শালা গিলতেই পারে না, তবে আর বাঁচবে কি ক'রে?

আলি। হয়েছে, হয়েছে। বুঝেছি।-এই নেও তোমার সেলামি।

হাকিম। ভাল, এখন যাই। তারপর ওষুধ খেতে চায় ত আমকে আবার একবার খবর দিও।

(বান্দাগণের প্রবেশ ও গীত)

লে চল মুন্দর।

দেখো ভাই, মান লেও ধরম কি কদর।।
সাহাব মানতা ইমান উসিসে মিলা ইমান্।
খুসিসে এসিকো দেও কবর।
ঝট আনে হোগা উম্‌দা সাদি লাগা,
খোদা মিলায়ে দেগা বহুৎ ইনাম জবর।।

(সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

সিংহাসনে হুসেন ও মর্‌জিনা।
সিংহাসন তলে আবদালা,
উভয় পার্শ্বে সাকিনা ও ফতিমা।

(বাঁদীগণের গীত)

চাঁদ চকোরে অধরে অধরে
পিয়ে সুধা প্রাণ ভ'রে।
প্রেম-সোহাগে প্রেম-অনুরাগে
আদরে মনচোরে।।
আবেশে বিভোরা, আপন হারা,
প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতুয়ারা,
যাও দেখে যাও ছবি এঁকে নাও-
রেখো এমনি ক'রে সোহাগভরে
মনচোরে বেঁধ প্রেমডোরে।।

প্রতাপ-আদিত্য

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।। বিক্রমাদিত্য-যশোহরাধিপতি। বসন্ত রায়- ঐ ভ্রাতা। প্রতাপাদিত্য-ঐ পুত্র। উদয়াদিত্য- ঐ পুত্র। গোবিন্দ রায় ও রাঘব রায়-বসন্ত রায়ের পুত্র। গোবিন্দ দাস বৈষ্ণব। ভবানন্দ-দেওয়ান। শঙ্কর-প্রতাপের সখা। সূর্য্যকান্ত ও সুখময়-শঙ্করের শিষ্য। আক্‌বব-দিল্লীশ্বর। সেলিম-শাহজাদা। মানসিংহ-আক্‌বরের সেনাপতি। ইশাখাঁ (মনসর আলি)-হিজ্‌লীর নবাব। রডা-পর্টুগীজ জলদস্যু।

স্ত্রীগণ।। কাত্যায়নী-প্রতাপের স্ত্রী। ছোটরাণী-বসন্ত রায়ের স্ত্রী। বিন্দুমতী-প্রতাপের কন্যা। কল্যাণী-শঙ্করেব স্ত্রী। বিজয়া-যশোহরেশ্বরীর সেবিকা।

মদন, মামুদ, সুন্দর, কমল, চণ্ডীবর, সের খাঁ ও অনুচরগণ, আজিম খাঁ, দুতগণ, প্রহরিগণ, সৈন্যগণ, মাঝিগণ, প্রজাগণ, ভৃত্য, পথিক, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রসাদপুর।

শঙ্করের বাটির সম্মুখ

শঙ্কর, মামুদ, মদনলাল।

মামুদ। হাঁ দাদাঠাকুর! দেশে ট্যাকা যে ক্রমে দায় হয়ে পড়ল!

শঙ্কর। কেন, আবার তোমাদের হ'ল কি?

মদন। হবে আবার কি? রোজ রোজ যা হয়ে আস্‌ছে, তাই।

মামুদ। হবে আবার কি? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়। দায়ুদ খাঁর সঙ্গে হ'ল মোগলের লড়াই। দায়ুদ খাঁ হেরে গেল না ত, আমাদের মেরে গেল।

মদন। দিন নেই, ক্ষণ নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, কেবল পেয়াদার তাড়া। তাতে ঘরে বাস করি কি করে?

মামুদ। কোন দিন হয়ত বাড়ীতে রইলুম না-খেটে খেতে হবে ত-যদি সে সময় এসে মেয়ে-ছেলেদের বে-ইজ্জত করে।

শঙ্কর। তোমাদের উপরই বা এত অত্যাচার কেন? অন্য স্থানেও জুলুম-জববদস্তি আছে বটে, কিন্তু তোমাদের উপর যেমন, এমন ত আর কোথাও নেই, তোমাদের অপরাধ কি?

মামুদ। অপরাধ, আমরা পাঠান। এখন বাঙ্গালা মোগলের মুলুক; আগেকার নবাব দায়ুদ খাঁ ছিলেন পাঠান—আমাদের স্বজাত। এইমাত্র আমাদের অপরাধ।

শঙ্কর। তা হ'লে এ ত বড়ই দুঃখের কথা হয়ে পড়ল মামুদ।

মামুদ। তা হ'লে বল দিকি দাদাঠাকুর, কেমন ক'রে দেশে বাস করি?

মদন। এই সে দিন হাল গরু বেচে নূতন নবাবকে সেলামী দিয়েছি, দেনা ক'রে খাজনা—হাল বকেয়া—কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি। আব ওয়াবের পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত বাকি রাখিনি।

মামুদ। তবু শালার নায়েবের বকেয়া বাকি শোধ হ'ল না।

মদন। আরে শালা। কাল তোর মনিব নবাব হ'ল, তখন বকেয়া পেলি কোথায়? কোনও রকমে আমাদের উদ্বাস্তু করা।

মামুদ। আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই চলে গেছে। আমরা কেবল দেশের মায়া ত্যাগ করতে পারিনি।

মদন। বিশেষতঃ তোমার আশ্রয়ে এতকাল রয়েছি দাদাঠাকুর, তোমার মায়া ছাড়ি কেমন ক'রে?

শঙ্কর। তাই ত মদন। তোমরা ত আমাকে বড়ই ভাবিত ক'রে তুল্লে।

মামুদ। দোহাই দাদাঠাকুর, তুমি যা হোক একটা বিহিত না কর্‌লে ত আমরা আর বাঁচিনি।

শঙ্কর। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমি কি বিহিত করবো? নবাব বাদশার সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ ক'রে তোমাদের কি উপকার করবো?

মামুদ। তা ত বুঝতেই পারছি। তোমাকেই বা রোজ রোজ এমন ক'রে কাঁহাতক জ্বালাতন করি।

মদন। অর্থে বল, সামর্থে বল, তুমি এত কাল আমাদের রেখে আস্‌ছ ব'লেই আমরা বেঁচে আছি। এখন তুমি হাল ছেড়ে দিলে আমরা যে ডুবে মরি দাদাঠাকুর! নিত্য নিত্য জবরদস্তি করলে, আমরা আর কেমন ক'রে দেশে বাস করি?

শঙ্কর। আমিই বা কোন্ সাহসে তোমাদের দেশে বাস করতে বলি।

মদন। তা হ'লে কি এ স্থান ত্যাগ করাই তোমার পরামর্শ?

শঙ্কর। স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন না, দায়ুদ খাঁর সঙ্গে এ রাজ্যের স্বাধীনতা এক রকম লোপ পেয়েছে। সে রাম-রাজত্ব আর নেই। এখন বাঙ্গালা এক রকম অরাজক। রাজা থাকেন আগ্রায়, বাঙ্গালার সুবেদার তাঁর এক জন চাকর বই ত নয়। রাজমহলের নবাব সের খাঁ আবার চাকরের চাকর—একটা বড় গোছের তসিলদার। বৎসর বৎসর আগ্রার খাজাঞ্চীখানায় টাকা আমানত করাই তার কাজ। সুতরাং টাকা নিয়েই তার প্রজার সঙ্গে সম্বন্ধ। খাজনার তাগাদায় টাকা যোগান দিতে পার, থাক। না পার, পথ দেখ।

মামুদ। যখন তখন তাগাদায় টাকা যোগান, কোন প্রজায় কখন কি পেরে থাকে দাদাঠাকুর?

শঙ্কর। পারে না, তা ত জান্‌ছি। কিন্তু রাজা ত সেটা বুঝছে না।

মামুদ। তা হ'লে অনুমতি কর, জন্মস্থানকে সেলাম ঠুকে বিদায় হই।

শঙ্কর। তা ভিন্ন আর উপায় কি?

মদন। কোথায় যাব, যেখানে যাব, সেইখানেই ত এই রকম অত্যাচার।

শঙ্কর। রাজা বসন্ত রায় যশোহর নগর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেইখানে গেলে বোধ হয় ভাল থাক্‌তে পার। কেন না, শুনেছি, রাজা নাকি বড় দয়ালু; নদে জেলার অনেক লোক সেখানে গিয়ে বাস করেছে।

গ্রামবাসিগণের প্রবেশ

১ম। (সরোদনে) ও খুড়োঠাকুর।

শঙ্কর। কি, ব্যাপার কি?

১ম। বাবাকে কাছারীতে ধ'রে নিয়ে গেল। বক্‌রিদের জন্য একটা খাসী মানত ছিল, সেইটে গোমস্তা চেয়েছিল। বাবা সেটা দিতে চায় নি। তার বদলে আর দুটো খাসী দিতে চেয়েছিল। গোমস্তা নেয়নি। এখন পঞ্চাশ ষাট জন পাইক সঙ্গে ক'রে এনে বাবাকে বেঁধে নেয়ে গেল।

সকলে। দোহাই বাবাঠাকুর, রক্ষে ক'র।

মামুদ। তাই ত দাদাঠাকুর! এমন অত্যাচার ক'দিন সহ্য করা যায়?

মদন। তাই ত, রক্ত-মাংসের শরীর—

১ম। কি হবে খুড়োঠাকুর!

মদন। দাদাঠাকুর, প্রতীকার কর।

সকলে। প্রতীকার কর, প্রতীকার কর।

শঙ্কর। প্রতীকারের একমাত্র উপায় আছে।

সকলে। কি উপায় দাদাঠাকুর?

শঙ্কর। প্রতীকারের একমাত্র উপায়-আর সে উপায় তোমাদেরই কাছে আছে।

মদন। কি উপায়, বল?

শঙ্কর। তোমরা পাঠান। আমাদের মতন ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালী ত নও, বাঙ্গালী অত্যাচার সহ্য কর্‌তে জন্মগ্রহণ করেছে। তোমরাও কি তাই?

সকলে। কখন নয়। আমরা পাঠান—অত্যাচার সইতে জানিনা।

শঙ্কর। অত্যাচার সইতে জান না, অত্যাচার দমনের উপায়ও ত জান না।

মদন। হুকুম কর, লাঠি ধরি।

সকলে। হুকুম কর, লাঠি ধরি।

শঙ্কর। শক্তিমান্ পাঠান! দুনিযার এক প্রান্ত থেকে বাঙ্গালা মুলুকে এসে শুধু বাহুবলে এখানে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেছ। বলি ভাই সব! পিতৃপিতামহদের সেই রক্ত—সেই চির উষ্ণ বীর শোণিত পিতৃপিতামহদের দেশেই কি রেখে এসেছো? ধমনীতে প্রবাহিত হবার জন্যে এক কণামাত্রও কি সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পারনি?

সকলে। আলবৎ এনেছি। হুকুম কর, লাঠি ধরি। অত্যাচারের শোধ নিই।

শঙ্কর। না না—এ আমি কি বল্‌ছি! আত্মহারা হয়ে এ আমি কি বল্‌ছি! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নেওয়া যে অসম্ভব। অগণ্য অসংখ্য অত্যাচার যদি হয়, তা হ'লে কত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে? বাদশার প্রবল শক্তি—নিত্য নূতন লোকের উৎপীড়ন। এদিকে তোমরা মুষ্টিমেয় দরিদ্র প্রজা। স্ত্রী, পুত্র, মা, বাপ নিয়ে সংসারী। প্রতিশোধ নিতে যাওয়া বাতুলতা।

মদন। সেই বুঝেই ত গায়ের ঝাল গায়ে মেরে চুপ করে থাকি। তাইত প্রাণের দুঃখ তোমার কাছে জানাতে আসি।

শঙ্কর। আমি কি করতে পারি? আমি দীন, অতি দীন, তুচ্ছ, পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক। আমি কি করতে পারি?

মামুদ। তুমি আমাদের কি করতে পার, না পার, খোদা জানে। কিন্তু তোমাকে দুঃখ না জানালে যেন আমাদের প্রাণের জ্বালা জুড়োয় না।

শঙ্কর। দেখ, আপাততঃ তোমাদের যা বল্লুম, তাই কর। যে যার স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে রাজা বসন্ত রায়ের আশ্রয়ে চ'লে যাও। আর দেখ, তুমি সূর্য্যকান্তকে সঙ্গে ক'রে নায়েবের কাছে নিয়ে যাও। আমার বিশ্বাস জরিমানা-স্বরূপ কিছু টাকা দিলেই তোমার বাপ্‌কে ছেড়ে দেবে।

১ম। যো হুকুম! **শঙ্কর, মামুদ ও মদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।**

মামুদ। আমরা রাজার কাছে পৌঁছিতে পারবো কেন দাদাঠাকুর। কে আমাদের দুঃখের কথা রাজার কানে তুলবে?

শঙ্কর। বেশ, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

মদন। সাধে কি আর তোমার কাছে আসি দেবতা! আমাদের এ দুঃখের মর্ম্ম তুমি না হ'লে বুঝ্‌বে কে?

শঙ্কর। যাও, উদ্‌যোগ আয়োজন কর গে। কে কে যেতে চায়, খবর নাও। (উভয়ের অভিবাদন)

মদন। একান্তই যদি দেশ ছাড়তে হয় মিয়া, তা হ'লে শালার নায়েবকে জানিয়ে যাব না?

মামুদ। চুপ চুপ—দাদাঠাকুর শুন্‌তে পাবে। সে কথা আর বল্‌ছিস্ কেন? অমনি যাব? আগে মেয়েছেলেগুলোকে সরিয়ে, শালার নায়েবকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে আর কাজ! (উভয়ের প্রস্থান

শঙ্কর। তা ওরা আমার কাছে আসে কেন? আমি ওদের কি করতে পারি? পাবি না? যথার্থই কি আমি কিছু করতে পারি না? তবে ভগবান্ প্রতীকারের জন্যে ওদের আমার কাছেই বা পাঠান কেন? আমি কি কিছু করতে পারি না? ভীরু, পরপদলেহী, পরান্নভোজী, সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর বাঙ্গালী কি মনুষ্যযোগ্য কোনও কাজই করতে পারে না? স্তন্যপায়ী শিশুর মতন মাতৃভূমির গলগ্রহস্বরূপ হয়ে শুধু কি উদরপূরণের জন্যেই বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করেছে? কি করি—কি করি। এক দিকে মোগল সম্রাট্ আকবরের প্রতিনিধি সমস্ত বাঙ্গালার অধীশ্বর। অন্যদিকে পর্ণকুটীরবাসী এক ভিখারী ব্রাহ্মণ। অসাধ্যসাধন! আমা হতে রাজার অনিষ্ট-চিন্তার কথা মনে আন্‌তে নিজেকেই নিজের উন্মাদ বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মা অসাধ্যসাধিকে শঙ্করি! হতভাগ্য ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা— প্রতিবেশী দরিদ্রের উপর অযথা উৎপীড়নে এ হৃদয়ে কি যন্ত্রণা, তুমি ত সব বুঝতে পারছ মা! দোহাই মা তুমি আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবার উপায় ব'লে দাও। উদ্ধার কর মা—উদ্ধার কর—এ উন্মাদ চিন্তার দায় থেকে আমাকে রক্ষা কর।

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

সূর্য্য। কে ও, দাদা!

শঙ্কর। হাঁ! হানিফ্ খাঁর ছেলেকে যে তোমার কাছে পাঠালুম।

সূর্য্য। আমি আগে থাকতেই তাকে খালাস করে এনেছি।

শঙ্কর। কি করে আন্‌লে?

সূর্য্য। কিছু ঘুষ দিয়ে আন্‌লুম, আর কি করব।

শঙ্কর। বেশ করেছ। তারপর তোমাকে কি বল্‌তে চাই শোন। আমি কোন প্রয়োজনবশে বিদেশে যাব।

সূর্য্য। সে কি! কোথায় যাবে?

শঙ্কর। যথাসময়ে জান্‌তে পার্‌বে। এখন প্রশ্ন ক'রো না।

সূর্য্য। তোমার কথা শুনে আমার প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। তোমার এরূপ মূর্ত্তি ত কখনও দেখিনি। সত্য কথা বলতে কি দাদা! আমি ভয় পাচ্ছি।

শঙ্কর। বীর তুমি, হৃদয়ও বীরযোগ্য কর।

সূর্য্য। তুমি যাবে, মাকে আমার কোথা রেখে যাবে?

শঙ্কর। তুমি আছ। কল্যাণীকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে গেলুম।

সূর্য্য। আস্‌বে কবে?

শঙ্কর। তা বল্‌তে পারি না।

সূর্য্য। ফির্‌বে ত?

শঙ্কর। তাই বা কেমন ক'রে বলি?

সূর্য্য। তবে এত দিন শিখিয়ে পড়িয়ে আমাকে কি নারী আগলাতে রেখে গেলে?

শঙ্কর। অসহ্য বোধ কর, ভার; পরিত্যাগ কর্‌বে।

সূর্য্য। আমাকে কি এমনই নরাধম পেলে দাদা যে, মায়ের ভার ফেলে পালিয়ে যাব?

শঙ্কর। বেশ, তবে সময়ের অপেক্ষা কর। যথাসময়ে তোমাকে সংবাদ দেব।

সূর্য্য। দিও, যেন ভুলে থেক না। দেখো দাদা! ভাই বল-শিষ্য বল-সব আমি। আমার শিক্ষা যেন নিস্ফল ক'রো না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শঙ্করের অন্তঃপুর।

কল্যাণী।

কল্যাণী। এমন জ্বালা ত কখন দেখিনি! মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে চারটি রাঁধা ভাত খাবে, এ পোড়া দেশের লোক কি না তাও সুশৃঙ্খলে খেতে দেবে না! ঠাঁইটি ক'রে, আসনটি পেতে, মানুষকে বসিয়ে রান্নাঘরে ভাত বাড়্‌তে গেছি, ও মা, এ মানুষ আর নেই! অবাক্ করেছে! এ দেশের পায়ে দন্ডবৎ! আর নয়! তল্পীতল্পা আর মিন্‌ষেকে নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করাই দেখ্‌ছি এখন যুক্তি! থালার ভাত আবার হাঁড়িতে পূরে, এই আসে এই আসে ক'রে, হাপিত্যেশ ক'রে ব'সে আছি — তিন প্রহর বেলা হ'ল তবু বিন্না মানুষের দেখা নেই! —গেল কোথায়? খাবার সময় ব্রাহ্মণকে ধ'রে নিয়ে এরা গেল কোথা? কেনই বা আসে, তাও ত বুঝতে পারি না! দেশে এত মাতব্বরের বাড়ি থাকতে, পোড়া লোক আমার স্বামীর কাছেই বা আসে কেন?

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। বল ত কল্যাণী! আমার কাছেই বা আসে কেন? আমি দুর্ব্বল, নিঃসহায়, নিজেই নিজের সাহায্যে অক্ষম, বেছে বেছে আমার কাছেই বা আসে কেন?

কল্যাণী। তাদের হয়েছে কি?

শঙ্কর। তারা সব সর্বস্বান্ত হয়েছে।

কল্যাণী। ও মা, সে কি!

শঙ্কর। ডাকাতে তাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে।

কল্যাণী। ডাকাতে লুট করেছে!—হাঁগা, কখন্ কর্‌লে?

শঙ্কর। দিনে, দ্বিপ্রহরে, সমস্ত লোকের সাক্ষাতে।

কল্যাণী। দিনে ডাকাতি!—ও মা সে কি কথা! এত লোক থাক্‌তে কেউ তাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না?

শঙ্কর। কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে আর আমার কাছে আস্‌বে কেন?

কল্যাণী। তা হ'লে ত দেখছি, এ দেশে বাস করা সুকঠিন হয়ে উঠ্‌ল!

শঙ্কর। নরাধমেরা গরীব চাষাদের স্ত্রীপুত্রকে পথে বসিয়ে গেছে। কাউকে বা বেঁধে নিয়ে গেছে। অত্যাচার—চারিদিকে অত্যাচার। প্রতীকার করে, এমন লোক কেউ নেই। কোনও স্থানে আশ্রয় না পেয়ে তারা দলবদ্ধ হয়ে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু আমি কি কর্‌তে পারি কল্যাণী?

কল্যাণী। ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল, কেউ বাধা দিতে পার্‌লে না?

শঙ্কর। বাধা কে দেবে? কোন্ সাহসে দেবে? যে রক্ষা-কর্ত্তা, সেই ডাকাত, সর্ব্বস্ব লুটে সকল লোকের সামনে গ্রামের বুকের ওপর তারা আসন পেতে বসেছে। বাধা কে

দেবে কল্যাণী?

কল্যাণী। ও মা, রাজা ডাকাত! তা হ'লে নিরুপায়। রাজার কাজে বাধা দেয়, এমন সাহস কার?

শঙ্কর। বল ত কল্যাণী! কার ঘাড়ে দশ মাথা যে, এমন কাজে হাত দেয়—রাজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে? কিন্তু এ সমস্ত জেনে শুনেও হতভাগ্য মূর্খ প্রজা আমার কাছে আসে কেন?

কল্যাণী। তারা মনে করে, তুমি বুঝি এ অত্যাচারের প্রতীকার করতে পার।

শঙ্কর। কিন্তু আমি কি পারি কল্যাণী?

কল্যাণী। সে তুমি নিজে বল্‌তে পার। আমি স্ত্রীলোক— অল্পবুদ্ধি, আমি কেমন ক'রে বলব!

শঙ্কর। শৈশবকাল থেকে তোমাতে আমাতে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আবদ্ধ। বিবাহের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তোমার কাছ থেকে এক দন্ডও ছাড়া হইনি। তুমিও পিতৃমাতৃহীন, আমিও পিতৃমাতৃহীন। এত কাল আমার সংসারে তুমি স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, গুরু, শিষ্য— গর্ব্ব ক'রে বল্‌বার যত প্রকার সম্পর্ক আছে, সমস্ত অধিকার ক'রে ব'সে আছ। আদরে, পালনে, তিরস্কারে, অভিমানে আমিই তোমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এতেও তুমি কি বল্‌তে পার না, আমি প্রতীকার কর্‌তে পারি কি না?

কল্যাণী। আমি যে চিরকাল তোমার মধুর সৌম্য মূর্ত্তিই দেখে আসছি প্রভু! যে রুদ্রমূর্ত্তিতে এ অত্যাচারের প্রতীকার হয়, তা ত কখন দেখিনি।

শঙ্কর। মূর্ত্তিতে আমি যা-ই হই, কিন্তু এটা ঠিক বল্‌তে পারি, যে মন্দিরে তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সে মন্দিরের পুজারী ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের যোগ্য নয়। এ কথা আমি জানি, তুমি জান। কিন্তু প্রসাদপুরের হতভাগ্য প্রজারা তো তা জানলে না! তারা প্রতীকার ভিক্ষা করতে উন্মাদের মতন আমার কাছে ছুটে এল।

কল্যাণী। কে বুঝি তাদের বুঝিয়েছে যে, তোমার কাছেই প্রতীকার আছে।

শঙ্কর। কে সে কল্যাণী?

কল্যাণী। আমার স্বামীর নামে যার নাম, বুঝি তিনি। সেই সৌম্য প্রশান্তমূর্ত্তি যোগিরাজ যদি ব্রহ্মান্ড নাশিনী শক্তির ঈশ্বর হন, তখন আমার ঘরের যোগিরাজ হ'তেই বা শত্রু ধ্বংস হবে না কেন? তারা ঠিক বুঝেছে— মূর্খ প্রজা ঈশ্বর পরিচালিত হয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছে। তুমি তার প্রতীকার কর।

শঙ্কর। কিন্তু ক'নে বউ!

কল্যাণী। কল্যাণী বল। অত আদর দেখিও না, ভয় করে।

শঙ্কর। কল্যাণী! আমার হস্ত পদ যে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

কল্যাণী। তাতে কি? শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল।

শঙ্কর। তার পর?

কল্যাণী। তার পর আবার কি? যদি কোথাও যাবার মানস করে থাক যাও। এতগুলো নিরীহ দরিদ্র প্রজা এক দিকে আর একটা তুচ্ছ নারী আর এক দিকে। তুমি কি আমায় এতই পাগল পেয়েছ যে, শৃঙ্খল হয়ে তোমার গতিরোধ করব? এখনি কি যেতে চাও?

শঙ্কর। বিলম্ব কর্‌লে কি যেতে পার্‌ব? অস্ফুট কণ্ঠস্বরে যে তোমার সঙ্গে প্রেমসম্ভাষণ করেছি কল্যাণী!

কল্যাণী। সত্যি কথা! আমারও ত তাই। রমণীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হৃদয়। আবার কি কর্‌তে কি ক'রে বস্‌বো! এস তবে,

কুলদেবতার আশীর্ব্বাদী ফুল তোমার হাতে বেঁধে দিই গে।

শঙ্কর। আমি কি পার্‌ব ক'নে বউ?

কল্যাণী। আবার ক'নে বউ! তা হ'লে পারবে না। প্রথম থেকে এত আত্মহারা হ'লে না পারবারই সম্ভাবনা। পারবে না কেন? পার্‌তেই হবে। শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ ক'রে, পরশুরামের বিজয়ে বহুলায়াসে যে জানকীরত্ন লাভ করেছিলেন, প্রজার জন্য যদি অম্লান বদনে গর্ভাবস্থায় তাঁকে বনবাসে দিতে পারেন, বিনা ক্লেশে নিজের অজ্ঞাতসারে আমাকে লাভ ক'রে তোমার নিজের ঘরে ফেলে রেখে যেতে পারবে না? মনে করেছ, যত শীঘ্র পার, যাত্রা কর। তুমি আমার পানে চেও না-কিন্তু দোহাই, তোমার মুখের অন্ন ফেলে উঠে গেছ।

শঙ্কর। বেশ—চল।

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর।

গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত।

বিক্রম। হাঁ হে ভায়া, মালখাজনা সমস্ত আগ্রায় রওনা ক'রে দিয়েছ ত?

বসন্ত। তা না ক'রে কি আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা কইতে পাচ্ছি! সে সমস্ত—পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত দিয়েছি।

বিক্রম। বেশ করেছ ভাই! ওইটেই হচ্ছে আসল কাজ। সব মালগুজারী খাজাঞ্জীখানায় আগে আন্‌জাম ক'রে তার পরে যা খুসী তাই কর। সখের কাজই বল, আর দেবতা-অর্চ্চনাই বল,—দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধশান্তি, ক্রিয়া কলাপ এ সব পরের কথা।

বসন্ত। তা আর বলতে। তার ওপর চারিধারে শত্রু।

বিক্রম। চারিধারে শত্রু। এই সোনার রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছ, বন কেটে নগর বসিয়েছ। এ পাকা আমটির ওপর অনেক কাঠবিড়ালীর নজর আছে।

বসন্ত। তবে আমরা খাড়া থাকতে কারে ভয়?

বিক্রম। বস্, বস্! খাড়া থাকতে কাকে ভয়? তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে আর বুঝাব কি? দায়ুদ খাঁর সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমাদের বাপ-পিতামহের পুণ্যবলে ক্ষতি না হয়ে উল্‌টে লাভ হয়ে গেছে। আজ আমরা বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। এখন এমন রাজ্যটি যাতে বজায় রাখতে পার, কেবল সেই চেষ্টা কর। মাটি ত নয়, যেন সোনা ভাল রকম আবাদ কর্‌তে পার্‌লে সোনা ফলান যায়। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই! তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন বিপদের কোনও ভয় দেখিনা। একটু নরম মেজাজে নবাবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে চলা—সেটা তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন। ছেলেপিলেগুলো কি তেমন মিলে মিশে চলতে পারবে? আমার বাপধন যেরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি, তাকে ত একটুও বিশ্বাস করা যায় না।

বসন্ত। সে কি মহারাজ! প্রতাপকে উদ্ধতপ্রকৃতি দেখলেন কখন্?

বিক্রম। না, না—তা এখনও দেখিনি বটে। তবে কি জান, কিছু চঞ্চল।

বসন্ত। চঞ্চল, না শান্ত?

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও শান্ত আছে বটে—এখনও চঞ্চলটা নয় বটে।

বসন্ত। চঞ্চল বটে আমার ছেলেরা। বিশ্বাস নেই বরং তাদের। প্রতাপ চঞ্চল!

প্রতাপের মত ছেলে কি আর দেখতে পাওয়া যায়!

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে—তবে কি না তবে কি না-—যতটা বল্‌ছ, ততটা যে ঠিক—বুঝেছ বসন্ত। একেবারে বাবাজীকে তুমি যে—বুঝেছ, ভাই—

বসন্ত। আপনি কি প্রতাপকে সন্দেহ করেন নাকি?

বিক্রম। হ্যাঁ-হ্যাঁ। একেবারে যে সন্দেহ—হ্যাঁ-হ্যাঁ-তবে কি না,—

বসন্ত। কেন প্রতাপের ওপর আপনি অন্যায় সন্দেহ করলেন? এ রাজ্যের যদি কেউ মর্য্যাদা রাখতে পারে ত সে এক প্রতাপ।

বিক্রম। যাক্—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—ও কথা ছাড়ান দাও। দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুখ্‌খহরে। যাক্—- যাক্—বিক্রমপুর বাক্‌লা থেকে তুমি যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সব আনবে বলেছিলে, তার করলে কি?

বসন্ত। আনতে লোক ত পাঠিয়েছি।

বিক্রম। বেশ বেশ। গোবিন্দদেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যশোরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরও প্রতিষ্ঠা কর। বস - তা হ'লেই ঠিক হবে। দেবতা-ব্রাহ্মণ—কুটুম্ব নারায়ণ আনাও প্রতিষ্ঠা করাও তা হ'লেই মঙ্গল হবে। দুর্গা দুর্গমহরে—তা হ'লে যাও ভাই — প্রাতঃকৃত্য সার গে!

বসন্ত। আপনি কেবল তাঁদের বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ—দু'জনে পরামর্শ ক'রে যা কর্ত্তব্য হয় ক'রা যাবে।

বসন্ত। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান

বিক্রম। এমন ভাই পেলে, বাদশাগিরি পেয়েও তার হাতে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারি। কিন্তু ছেলেকেই আমার বিষম ভয়। প্রতাপের কোষ্ঠীব যে রকম ফল শুনেছি, তাতে পুত্রলাভ ক'রেও আমার হর্ষে বিষাদ। ঠিকুজীতে যখন ব'লেছে—প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হবে, তখন কি সে কথা আর মিথ্যে হবার যো আছে? যাক্, আর ভেবেই বা কি কর্‌ব? ছ'দিনের দিন বিধাতা সূতিকা ঘরে ব'সে কপালে যা আঁক কেটে গেছে সে ত ঝামা দিয়ে ঘষলেও আর উঠবে না। দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুখ্‌খহরে। তবে কিনা—তবে কিনা— পিতৃদ্রোহী সন্তান—জেনে শুনে ঘরে রাখা—দুধ-কলা দিয়ে কালসর্প পোষা। দুর্গা—বসন্তকে যে, ছাই একথা বলতেই পারছি না। আর বল্লেই বা কি হবে, বসন্ত ত বুঝবে না। যাক্—তারা শিবসুন্দরী। ভেবে আর কি কর্‌ব? কালী কালভয়বারিণী মা।—তবে একটা সুবিধে হয়েছে। বসন্ত পরম বৈষ্ণব। স্বয়ং বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দদাস তার সহায়। ছেলেটাকেও কৌশল ক'রে তার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। ভায়া আমার তাকে নিরামিষ ধরিয়েছে,—গলায় তুলসীর মালা পরিয়েছে। কাজটা অনেকটা এগিয়েছি। এখন মা কালীর ইচ্ছায়, ছেলেটাকে একেবারে নিরেট বৈষ্ণব কর্‌তে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত। ভবানন্দ!

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। মহারাজ!

বিক্রম। দেখে এস ত প্রতাপ কোথায়।

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, তিনি তুলসীমঞ্চে ব'সে মালাজপ কর্‌ছেন।

বিক্রম। বেশ বেশ। আচ্ছা ভবানন্দ, প্রতাপের ভক্তিটে কেমন দেখ্‌ছ বল দেখি?

ভবা। ওঃ। কি ভক্তি! তা আর আপনাকে পাপমুখে কি বলব মহারাজ। হাতের মালা

ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তেই দু'চক্ষু দিয়ে দর দর ক'রে জল। যেন ইচ্ছামতী নদীতে বান ডেকে গেল।

বিক্রম। বেশ বেশ।

ভবা। হয় ত বল্লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, গোবিন্দদাস বাবাজীরও বুঝি এত ভক্তি দেখিনি।

বিক্রম। বেশ, বেশ—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর দেখি, গোবিন্দদাস বাবাজীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি। (ভবানন্দের প্রস্থান) বেশ হয়েছে। বসন্ত প্রতাপকে ঠিক বাগিয়ে এনেছে। তুলসীতলায় যখন বসিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি। তুলসীর গন্ধ দু'দিন নাকে ঢুক্‌লে, বাপধনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে নিরিমিষ হয়ে যাবে। বস্—বস্—আর ভয় কি। দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুষ্খহরে। তবু রঙ্গের ওপর একটু রসান চড়িয়ে দিই। প্রতাপকে আনিয়ে গোবিন্দদাস বাবাজীর দু'টো গান শুনিয়ে দিই। —ওরে।—

ভৃত্যের প্রবেশ

যা ত, রাজকুমারকে একবার আমার কাছে আসতে বল্‌ ত। (ভৃত্যের প্রস্থান

গোবিন্দদাসের প্রবেশ

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ! অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন মহারাজ?

বিক্রম। এস বাবাজী এস—এই অনেক দিন তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনিনি—তাই—বুঝেছো বাবাজী! সংসার-চক্র—ঘুরে ঘুরেই মর্‌ছি। কাছে সুধার সাগর থাক্‌তেও একটু যে চাক্‌বো, তাও পার্‌ছিনি। বাবাজী ক্ষণেকের জন্য একটু কৃষ্ণনাম শুনিয়ে দাও।

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ! মহারাজ, নরাধম আমি। আজও পর্য্যন্ত অভিমান নিয়ে ঘুরে মর্‌ছি। আমি যে মহারাজকে আনন্দ দিতে পারি, সে ভরসা আমার কই? তবে দয়া ক'রে অধীনের মুখে কৃষ্ণনাম শুনতে চেয়েছেন, এই আমার বহু ভাগ্য।

বিক্রম। বাবাজী! যে ব্যক্তি সাধু তার কি অহঙ্কার থাকে? যাক্—বাবাজী, একটি গেয়ে ফেল।

গোবিন্দ। কি গাইব, অনুমতি করুন।

বিক্রম। যা হোক একটা—ভাল কথা, সেই যে সে দিন বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন গেয়েছিলে, সেটা আমার কানে বড়ই মধুর লেগেছিল।

গোবিন্দ। যে আজ্ঞে—

(গীত)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণী-সমাজে।
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে।।
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন-দয়াময়
অতএ তোঁহারি বিশোয়াসা।।

বিক্রম। বা! বা! কি মধুর! কি ভাব!—তাতল সৈকতে—তাতে আবার বারিবিন্দু সম—যেন তপ্তখোলার বালি—পড়লুম মটর—হলুম ফুটকড়াই—বা বা! কি সুন্দর উপমা! তার ওপর আবার বারিবিন্দুটি পড়েছে কি—অমনি চড়াৎ—খোলা একেবারে চৌচাক্‌লা! মহাজন না হ'লে এ কথা বলে কে? সুত—মিত—রমণীসমাজে! বা! বা! কি চমৎকার! - তবে রমণীসমাজে যত জ্বালা হোক্ আর না হোক্ বাবাজী! মাঝখান থেকে এক সুতোর জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি। বাবাজী! সুতো এখন কাছি হ'য়ে কোন্ দিন গলায় ফাঁস না লাগায়—ওরে! প্রতাপকে ডেকে আনতে বল্‌লুম, তার কর্‌লি কি?—

গোবিন্দ। তবে কি না তিনি দয়াময়।

বিক্রম। ওই!—যা বলেছো বাবাজী। তবে কি না তিনি দয়াময়! - সেই সাহসেই বেঁচে আছি।—ওরে। দেরী কর্‌ছিস্ কেন? প্রতাপকে আনতে দেরী কর্‌ছিস্ কেন? (সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন)

গোবিন্দ। হা গোবিন্দ। হা গোবিন্দ!— কি কর্‌লে।

বিক্রম। ওরে। এ কি রে। ওরে, এ কাজ কে কর্‌লে রে? ওরে এ জীবহত্যা কে করলে রে? দোহাই বাবাজী—যেয়ো না।

গোবিন্দ। ক্ষমা করুন মহারাজ। অধীন আর এখানে থাকতে পারবে না। যে স্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণবের সে স্থানে থাকা উচিত নয়। হা গোবিন্দ। কি কর্‌লে। (প্রস্থান

বিক্রম। ওরে এ জীবহত্যা কে কর্‌লে রে!—(প্রতাপের প্রবেশ) প্রতাপ। এ কি প্রতাপ। এ অকারণ প্রাণিহত্যা কে কর্‌লে? নিশ্চিন্ত হয়ে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম শুন্‌ছিলুম—তাতে বাধা দিলে কে প্রতাপ?

প্রতাপ। ক্ষমা করুন মহারাজ আমি করেছি।

বিক্রম। না—না। তুমি কেন এ কাজ কর্‌বে? এই শুনলুম, তুমি তুলসীমঞ্চে ব'সে হরিনাম জপ কর্‌ছিলে। এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি কর্‌বে কেন?

প্রতাপ। কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হয়ে বুঝলুম—আমি হরিনামজপের যোগ্য নই। অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দু'দিন পরে যাকে রাজদন্ড হাতে কর্‌তে হ'বে, পররাজ্য-লোলুপ দুর্দ্দান্ত মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয়-ভিখারী দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌তে কথায় কথায় যাকে অস্ত্র ধরতে হবে, অহিংসাময় বৈষ্ণবধর্ম তার নয়। শক্তি অভিমানী যশোররাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তাঁর কাছে কর্ত্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শত্রুশোণিতে মহাকালীর তর্পণ। পিতা। তাই আমি এই শোণিতপিপাসু বাজপক্ষীকে শরাঘাতে সংহার করেছি।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মিথ্যা কথা, এ কার্য্য আমি করেছি।

বিক্রম। তাই ত বলি—তাও কি কখন হয়? ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখতে প্রতাপ আমার পিতৃসম্মুখে মিথ্যা কথা কয়েছে। এই শুন্‌লুম তুমি পরম বৈষ্ণব হয়েছো। তুমি এমন কাজ কর্‌বে কেন?

প্রতাপ। না পিতা। মিথ্যা নয়। এ ব্রাহ্মণকে এর পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখিনি। আমারই শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হয়েছে।

শঙ্কর। না মহারাজ। মিথ্যে কথা। এই উড্ডীয়মান বাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নিহত হয়েছে।

প্রতাপ। সাবধান ব্রাহ্মণ। রাজার সম্মুখে মিথ্যে কথা কয়ো না।

শঙ্কর। সাবধান রাজকুমার। বৈষ্ণবধর্ম পরিত্যাগ করে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করো না। এ কার্য্য আমি করেছি।

প্রতাপ। মিথ্যে কথা আমি করেছি।

শঙ্কর। ভাল বাগ্‌বিতন্ডার প্রয়োজন কি? সম্মুখেই পাখি পড়ে আছে। পরীক্ষা কর। কার শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হয়েছে, এখনি বুঝতে পারা যাবে।

প্রতাপ। বেশ তাতে আর আপত্তি কি?

শঙ্কর। ধর্মাবতার যশোরেশ্বর সম্মুখে-

তাঁর সম্মুখে পরীক্ষা,সুবিচারের প্রত্যাশা করি। কিন্তু রাজকুমার,পরীক্ষার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয়,তা হ'লে ব্রাহ্মণ হয়েও আমি কায়স্থ কুলতিলক বিক্রমাদিত্য-নন্দনের দাসত্ব স্বীকার করবো। আর আমা হতে যদি এ কার্য সাধিত হয়,তা হ'লে প্রতিশ্রুত হও রাজকুমার,তুমি অবনত মস্তকে এই ভিখারী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করবে?

প্রতাপ। বেশ প্রতীজ্ঞা করলুম।-কিন্তু ব্রাহ্মণ! পরীক্ষায় মীমাংসা হবে কি ক'রে?

শঙ্কর। তুমি কোন স্থান লক্ষ্যে শরসন্ধান করেছ?

প্রতাপ। আমি পাখির পক্ষভেদ করেছি।

শঙ্কর। আর আমি মস্তক চূর্ণ করেছি।

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। আর আমি হৃদয় বিদ্ধ করেছি।

বিক্রম। একি! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! এ কি হেয়াঁলি। কে তুমি? এ সমস্ত কি প্রতাপ!

প্রতাপ। তাই ত! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কিছু ত জানি না মহারাজ! এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছন পাদক্ষেপ, এ অপূর্ব্ব রণোন্মাদন বেশ আর কখন ত দেখিনি মহারাজ! কে তুমি মা? কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

শঙ্কর। যথার্থই কি এলি মা! দুর্ব্বল পীড়ন-দশন-কাতর, সহস্রসুধা ভিন্ন অন্তর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁছেছে মা!

বিজয়া। এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন। এই দেখ প্রতাপ, পক্ষ ছিন্ন। আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষীহৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত! কিন্তু জান্‌তে পারি কি ব্রাহ্মণ? কেন তুমি এই শ্যেন পক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলে?

শঙ্কর। বাঙালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্ব্বল করে লক্ষ্য-ভেদের শক্তি আছে কি না পরীক্ষা করেছিলুম।

প্রতাপ। আর আমি দেখলুম মা! হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত প্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হতে নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোনও কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছিতে পারে কিনা।

বিজয়া। আর আমি দেখলুম, মহারাজের প্রাসাদশিরে অগণ্য শ্বেত পারাবত মনের সাধে বিচরণ কর্‌ছে। তাদের সেই আনন্দের সংসার ছারখার করবার জন্য একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশ পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ! বিশ বৎসর পূর্বে এমনি একটি সুখের সংসার যবনের অত্যাচারে ছারখার হয়েছিল। তার ফলে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ অরণ্যবাসিনী-কুমারী-কপালিনী। কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠলো। প্রতিশোধবাসনায় কম্পিত কর হ'তে আপনা আপনি শর ছুটে গেল। পাখির হৃদয় বিদ্ধ হ'ল। এই নাও প্রতাপ পক্ষী নাও। এই ত্রিধা-বিভিন্ন বিহঙ্গম তোমার বিজয়পতাকার চিহ্ন হ'ক। (প্রস্থান

শঙ্কর। এ কি মা! দেখা দিয়ে যাও কোথায়? সর্ব্বনাশী! আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়হীন করিস্ কেন?

প্রতাপ। এ কি মা বিজয়লক্ষি! হতভাগ্য সন্তানের চোখে একটা নতুন জীবনের আভাস দিয়ে আবার তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস কোথা?

শঙ্কর। রাজকুমার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভৃত্য।

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ

থেকে তোমার দাসানুদাস।

(পরস্পরের আলিঙ্গন ও প্রস্থান

বিক্রম। ওরে ওরে—কে কোথা রে! ও বসন্ত—বসন্ত—কোথা রে! কি হ'ল রে!

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—পথ।

গোবিন্দদাস।

গোবিন্দ। এ আমাকে কি দেখালে দয়াময়! শান্তির ভিখারী আমি কাতরকণ্ঠে তোমার কাছে আত্মনিবেদন কর্‌লুম, তার ফলে কি ঠাকুর, আমাকে এই দেখতে হ'ল। না, না—প্রভু যে আমার শুধু প্রেমময় নন, তিনি যে আবার দর্পহারী। এ মধুর কৃষ্ণনাম আমি দীন-দরিদ্রে বিলাই না কেন; কেন আমি ঐশ্বর্য্যময়, তমোময় রাজার কাছে? — সে ত দীন নয়, সে ত কৃষ্ণনামের ভিখারী নয়। সে যে মান-যশের কাঙ্গাল—কামিনী কাঞ্চনে চির আসক্ত। আমি কি তবে নামের জন্য নাম করি, না রাজসংসারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য? নইলে দয়াময়ের নাম স্মরণে এমন শোণিতময় ফল দেখলুম কেন? রক্তাক্ত-কলেবরে গতাসু পক্ষী আমার চরণপ্রান্তে নিপতিত হ'ল।—প্রভু! এ মর্ম্মবেদনা যে আর আমি সহ্য কর্‌তে পারি না। দয়াময়! এ দাসের প্রতি করুণা কর—চরণে আশ্রয় দাও— চরণে আশ্রয় দাও।

পশ্চাদ্দিক্ হইতে বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। (গোবিন্দের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) গোবিন্দ!

গোবিন্দ। অ্যাঁ—অ্যাঁ— এ কি দেখি। এ কি দেখি! কথা কি কানে বেজেছে জননি? সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিতে কি আজ তার কাছে এসেছিস্ মা?

বিজয়া। দুঃখ কেন গোবিন্দ!—তোমার ঠাকুর কি শুধু বাঁশীর ঠাকুর,—অসির নয়? একুশ দিনের ঠাকুর আমার স্তন্যপানে পুতনা নিধন করেছেন—দুই বৎসরের শিশু মৃণালবাহু-বেষ্টনে তৃণাবর্ত্ত সংহার করেছেন—ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নৃত্যের ছল ক'রে প্রতি পদক্ষেপে কালিয়ের এক এক ফণা চূর্ণ করেছেন। গোবিন্দ! দেখ, দেখ—চেয়ে দেখ—কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে অর্জ্জুন-সারথির মূর্ত্তি দেখ। যেখানে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, সেখানে মা আমার অত্যাচারীর দলনে সংহার মূর্ত্তিময়ী! বৃন্দারণ্যে ব্রজেশ্বরীর সহবাসেই তিনি রাসবিহারী। গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখানে তুমি নিজে কেঁদে মাকে আমার কাঁদিও না— বৈষ্ণবী আনন্দময়ীকে দু'টি দিনের জন্য সংহারিণী মূর্ত্তি ধরতে দাও। বড় অত্যাচার— উঃ! বড় অত্যাচার।—গোবিন্দ! বাপ! বৃন্দাবনে যাও। এই দেখ বক্ষ বিদ্ধ—শতধা ছিন্ন—বড় যাতনা। আমার অনুরোধ— বৃন্দাবনে যাও।

গোবিন্দ। যথা আজ্ঞা জননি! অজ্ঞান আমি প্রভুর লীলা না বুঝতে পেরে সন্দেহ করি। অধম সন্তানের প্রতি কৃপা কর মা— কৃপা কর।

বিজয়া। আশীর্ব্বাদ করি তোমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হ'ক্। **(প্রস্থান**

প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ

প্রতাপ। কি হ'ল ভাই শঙ্কর! মা যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

শঙ্কর। ভয় কি ভাই!—মায়ের পূজার ফলে যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তাতে এই বুঝেছি যে, মা যখন একবার কৃপা করেছেন, তখন সে কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি

না।

প্রতাপ। তাই যদি, তবে মা কোথায় গেল—একবার যে দেখা দিলে—ভাই—শুধু একটিবারমাত্র যে অলক্তরাগ-রঞ্জিত, শত্রুহৃদয় শোণিত নিষিক্ত সে চরণকমল—শুধু যে একবার দেখলুম। আর দেখতে পেলুম না কেন? শঙ্কর, শঙ্কর—তোমায় পেলুম, তোমার মাকে আর পেলুম না কেন? মা, মা। কই মা—কোথা মা!

শঙ্কর। ভাই, ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর—এই যে—বাবাজী। বাবাজী! ধনুর্দ্ধরা, বরাভয়করা একটি বালিকাকে এ পথে যেতে দেখেছো?

গোবিন্দ। মাকে খুঁজছ—তোমরা কি আমার মাকে খুঁজছ?

(গীত)

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়।।
মালতী-ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দুলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে।।
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
মরাল গমনে চলে।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম
দাস গোবিন্দ বলে।।

পঞ্চম দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ।

বিক্রম ও বসন্ত।

বসন্ত। কি দেখলেন, কি শুন্‌লেন? প্রতাপ কি আপনার অমর্য্যাদা করেছে?

বিক্রম। আরে মন্দভাগ্য, বুঝেও বুঝতে পারছ না? যা বল্‌ছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক কানে তুল্‌ছ না?

বসন্ত। আপনি কি বল্‌ছেন, আমি যে তার এক বর্ণও বুঝতে পারছি না।

বিক্রম। আর বুঝবে কি? বোঝবার কি আর কিছু রেখেছে? শাস্ত্রবাক্য বিশেষতঃ জ্যোতিষবাক্য—ও কি আর মিথ্যে হবার যো আছে? কোষ্ঠীর ফল—বিধাতার লিখন—খণ্ডায় কে?

বসন্ত। শাস্ত্রবাক্য—জ্যোতিষবাক্য কি? এ সব আপনি কি বল্‌ছেন?

বিক্রম। আর বল্‌ব কি—তোমার শেষ বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে একেবারে বাক্‌রোধ। যাক্—যা হবার তা হবেই—নইলে বসন্তের বুদ্ধি লোপ পাবে কেন? ওরে ভাই! তোকে যে আমি শুধু ভাইটি দেখি না। বল-বুদ্ধি, আশা-ভরসা—সমস্ত যে তুই। তোর জন্যেই যে আমার যত ভাবনা। বন কেটে নগর বসালি, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় ক'রে বড় বড় দিঘীসরোবর, সুন্দর সুন্দর বাগান—সব রচনা কর্‌লি, কিন্তু বুদ্ধির দোষে ভোগ কর্‌তে পেলিনি। কানুনগোগিরি কায করেছিলুম—দাউদ খাঁর পয়সায় ঐশ্বর্য্য লাভ কর্‌লুম—এখন দেখছি ত দাউদের সঙ্গে সব যায়! যাক্—তারা শিবসুন্দরী! কলম পিষতে এসেছিলি—কলম পিষেই চলে গেলি।

বসন্ত। প্রতাপ কি আমাকে হত্যা করবার সংকল্প করেছে?

বিক্রম। তুমি প্রতাপকে মনে কর কি?

বসন্ত। আমি ত তাকে শিষ্ট, শান্ত, ধর্ম্মভীরু, বংশোজ্জ্বল সন্তান বলেই জানি।

বিক্রম। বস্, তবে আর কি—তবে

আমারই বা এত হাঁক পাঁক কর্‌বার দায়টা কি প'ড়ে গেছে! কালী করুণাময়ী!—ওরে আমার জপের মালাটা দিয়ে যা।

বসন্ত। আমি ত জানি, গুরুজনে—বিশেষতঃ আমাকে তার যতটা ভক্তি এমন ভক্তির সিকিও যদি আমার সন্তানগণের থাক্‌ত, তা হ'লে আমার মতন সুখী আর জগতে থাক্‌ত না।

বিক্রম। বা রে জ্যোতিষ—বা রে তোর লেখা— যে ঘটনাটি ঘটাবে আগে থাক্‌তে পাকচক্র ক'রে ধীরে ধীরে তার আবছায়াটুকু জাগিয়ে তুল্‌ছ। হায় হায়! হ'ল কি! তারা শিবসুন্দরি!—ওরে! আরে ম'ল—ওরে!—তবে আর আমি কেন সংসার-চিন্তায় জবজর হয়ে ভেবে মরি। (**ভৃত্যের মালা লইয়া প্রবেশ ও বিক্রমের হস্তে দিয়া প্রস্থান**) আমার শেষাবস্থা। টানাটানি ক'রে বড় জোর না হয় দু'চার দিন বাঁচব। আমার জন্যে ভাবনা কি? মর্‌তেই যখন হবে, তখন রোগে খাপি খেয়েই মরি, কি অপঘাতে টপ ক'রেই মরি—আমার দুই-ই সমান। তারা শিবসুন্দরি! কি আশ্চর্য্য! হ'ল কি! কালে কালে এ সব হ'ল কি! গাছের ফল গাছেই রইল—মাঝখান থেকে বোঁটাটি গেল খ'সে। বসন্ত রইল, তার ছেলে রইল, মাঝখান থেকে পুত্রস্নেহ ভাইপোর ঘাড়ে প'ড়ে গেল। বিধাতার মার না হ'লে এ সব অসম্ভব ব্যাপার ঘট্‌বে কেন? যাক্‌—এখন আমি নিশ্চিন্ত। দুর্গা দুর্গমহরে, দুর্গা দুঃখহরে! আহা, যশোর ত নয়—ইন্দ্রভুবন মাটী ত নয়—যেন মণিকাঞ্চন, গাছ ত নয়—যেন হরিচন্দন। যাক্‌—তারা শিবসুন্দরি।

বসন্ত। বৃদ্ধবয়সে দাদার দেখছি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। নইলে একমাত্র সন্তান—বংশের প্রদীপ, তার ওপর বিষদৃষ্টি হবে কেন?

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। মহারাজ! গোবিন্দদাস বাবাজী যশোর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

বসন্ত। সে কি?

বিক্রম। ওই!—সব যাবে বসন্ত! সব যাবে!—কেউ থাকবে না। যাদের নিয়ে যশোর, তাদের মধ্যে একটি প্রাণীও থাকবে না। দুর্গা!

বসন্ত। গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন! কি অভিমানে তিনি আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন ভবানন্দ?

বিক্রম। অমর্য্যাদা, অমর্য্যাদা। সাধুপুরুষ—আমার সুমুখে—চোখের ওপরে, গাময় রক্তের ছিটে! হরিনাম ভেঙ্গে গেল—ভক্তি গেল, ভাব গেল! সাধুপুরুষের তা হ'লে আর রইল কি? কাজেই তাঁর যশোর-বাস আর সইল না। দুর্গা দুর্গমহরে!—

ভবা। না মহারাজ! কেউ তাঁর অমর্য্যাদা করেনি। তিনি দেবাদিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন।

বিক্রম। তা যাবেনই ত। দেবতারাও ক্রমে ক্রমে তল্‌পী-তল্‌পা নিয়ে যশোর থেকে স'রে পড়েন আর কি!

ভবা। কে এক যশোরেশ্বরী তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ করেছে।

বসন্ত। যশোরেশ্বরী!—সে কি! তিনি আবার কে?

বিক্রম। তিনি কে — (হাস্য) তিনি কে? দু'দিন পরেই জান্‌তে পারবে ভায়া, তিনি কে! তিনি সাধুপুরুষকে পাঠিয়ে দিলেন বৃন্দাবনে, আর আমাদের দু'ভাইকে পাঠাবেন সোঁদরবনে। বাঘের তাড়ায় কেওড়া গাছের ওপর বসে থাক, আর সুঁদরী গরাণের ফল খাও।—ভবানন্দ, তুমি এখন যেতে পারো। (**ভবানন্দের প্রস্থান**) বসন্ত! প্রাণের ভাইটি

আমার! এখনও বল্‌ছি, সময় থাক্‌তে থাক্‌তে প্রতীকার কর। নইলে কিছু থাকবে না। কোষ্ঠীর ফল মিথ্যে হ'তেই পারেনা। আগে থাকতেই তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বসন্ত! পশ্চিমে কালবৈশাখীর কালো মেঘ ফুস ক'রে মাথা তুলেছে—দেখতে পাবে, দেখতে দেখতে ভয়ঙ্কর ঝড়—আকাশ কড়-কড়—রক্তবৃষ্টি—শিলাপাত—বজ্রাঘাত!—কালী কালভয়বারিণী মা।

বসন্ত। কোষ্ঠীতে বলেছে কি?

বিক্রম। প্রতাপ পিতৃঘাতী হবে—তোমাকে মার্‌বে, আমাকে মার্‌বে। আমাকে মারে, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু বড় দুঃখ বসন্ত! তোমাকে সে রাখবে না। আজ তার প্রথম নিদর্শন। প্রতাপের বৈষ্ণবধর্ম্মত্যাগ—আমার সুমুখে জীবনাশ, সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত্ত পরেই রণরঙ্গিণী চণ্ডী! বসন্ত—বসন্ত! যা দেখছি, তোমার সুমুখে বল্‌তেও ভয় পাচ্ছি।

বসন্ত। গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন।

বিক্রম। যাবেন না ত কি বাণের খোঁচা খেয়ে প্রাণ দেবেন! একি কানুনগোর কলম রে ভাইজী। যে এক খোঁচায় একেবারে চৌষট্টি পরগণা গেঁথে উঠলো। হিসেব-নিকেশ চোস্ত—একটু বেলেমাটী পর্য্যন্ত ঝ'রে পড়বার যো নেই। এ বাবা হাতের তীর—ছুড়লুম ত অমনি হাত এড়িয়ে বেরিয়ে গেল। তাগ করলুম হরেকে, লাগলো গিয়ে শঙ্করাকে। যেখানে এ তীর ছোড়াছুড়ি সেখানে গোবিন্দদাস বাবাজী থাক্‌বেন কেমন ক'রে!—তারা শিবসুন্দরী!

বসন্ত। আপনার অভিপ্রায় কি?

বিক্রম। প্রতীকার—সময় থাক্‌তে থাক্‌তে প্রতিকার। যদি রাজ্যের মুখ চাও—যদি নিজের বংশধরের মুখ চাও—যদি আমার মুখ চাও, তা হ'লে আগে থাকতেই প্রতিকার কর।

বসন্ত। প্রতিকার কেমন ক'রে কর্‌বো?

বিক্রম। আর কাজ নেই—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—দুর্গা।

বসন্ত। প্রতাপকে কি বন্দী ক'রে রাখ্‌তে বলেন?

বিক্রম। আর কেন ভাই—ছাড় না। ও কথার আর দরকার কি? শিবে শঙ্করি! আমি যেন বন্দী কর্‌তেই বলছি—বন্দী ক'রে ফল কি?—বন্দী কর্‌লে উল্টো বিপত্তি!—তারা শিবসুন্দরী—আর বন্দী করেই বা ক'দিন রাখ্‌বে?

বসন্ত। তবে কি আপনার অভিপ্রায়, বাবাজীকে হত্যা করা?

বিক্রম। দুর্গা দুর্গমহরে দুর্গা দুষ্খহরে—

বসন্ত। বলেন কি মহারাজ?

বিক্রম। যাক্— যাক্— তুমি বাক্‌লা থেকে আত্মীয়-বন্ধুগুলোকে আনাবার ব্যবস্থা কর। বাগুটের ঘোষেদের আনাও, গোবরগঞ্জের বোসেদের আনাও—আটাকাটির গুহদের আনাও—আর ভাল ভাল বংশের যে কেউ আস্‌তে চায়, সম্মানের সহিত এনে যশোরে প্রতিষ্ঠা কর।

বসন্ত। যাগ যজ্ঞ ক'রে—কত দেবতার মানত ক'রে যে সন্তান লাভ কর্‌লেন, তাকে আপনি হত্যা কর্‌তে চান?

বিক্রম। আরে ভাই যেতে দাও—যেতে দাও। শিবে শঙ্করি—ভাল, আর এক কাজ কর্‌লে ক্ষতি কি? আমরা বুড়ো হয়েছি—দু'দিন বাদে প্রতাপেরই ঘাড়ে রাজ্যভার পড়বে। তা হ'লে কিছুদিনের জন্য তাকে

আগ্রায় পাঠাও না কেন? গিয়ে বাদ্‌শার পরিচিত হ'লে লাভ ভিন্ন ত ক্ষতি নেই। পাঁচ জন বড়লোকের সঙ্গে দেখা শোনা কর্‌লে কিছু জ্ঞান লাভও কর্‌তে পারবে, সেই সঙ্গে দিন কয়েক আমাদের না দেখলে আমাদের প্রতি বাবাজীর একটু মায়াও পড়বে—মনটাও সেই সঙ্গে একটু নরম হবে, কেমন এ প্রস্তাবে তোমার মন আছে ত?

বসন্ত। না থাক্‌লেও কাঁহাতক আপনার কথার প্রতিবাদ করি। এ প্রস্তাব মন্দের ভাল।

বিক্রম। বস্‌, তাই কর—বসন্ত! আমার জন্যে নয়—শুধু তোমার জন্যে—তুমি যে আমার লক্ষ্মণ ভাই। তারা শিবসুন্দরী। বস্‌—তাই কর—প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাও—ভালরকম নজর দিয়ে দাও—যাতে বাদশার নজরে পড়ে।

বসন্ত। যথা আজ্ঞা—

বিক্রম। বস্‌ বস্‌—কালী কালভয়বারিণী মা! করুণাময়ী ভবসুন্দরী—

ষষ্ঠ দৃশ্য

অলিন্দ।

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ। দেখলে ভাই বাবার আক্কেল!

ভবা। আমি ত বলেছি রাজকুমার, ছোটরাজার ঘাড়ে ভূত চেপে আছে; কিংবা বড় রাজকুমার তাঁকে গুণ করেছে। বড় রাজা নিজে বুঝেছেন, ছোটরাজাকে বোঝাবার এত চেষ্টা কর্‌ছেন, তবু উনি বুঝবেন না। প্রতাপের মত ছেলে তিনি পৃথিবীতে আর দেখতে পান না।

গোবিন্দ। না। বাবা হ'তেই দেখছি সব যায়।

ভবা। তার ওপর প্রসাদপুর থেকে একটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোক এসে বড় রাজকুমারের সঙ্গী হয়েছে। সে লোকটা অতি বদ মতলবী। দেশের লোক সব একজোট হয়ে তাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; সে হ'ল ইয়ার। তাইতেই বুঝুন, প্রতাপের মতলবটা কি।

গোবিন্দ। মতলব আর কি? কোন্‌ দিন দেখ না আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে বসে!

ভবা। ছোট রাজাই ত এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, বড় রাজাকে চিন্‌ত কে?

গোবিন্দ। এখনই বা চেনে কে? বাবাই ত এ রাজ্যের ধর্ম্মতঃ রাজা। বড় রাজা অস্ত্র কোন্‌ ধারে ধরতে হয়, এখনও জানেন না। চিরকাল কানুনগোগিরি কাজ ক'রে এসেছেন। এখনও লোকে তাঁকে কানুনগো বলেই জানে। রাজা বলি তুমি আর আমি।

ভবা। ছোট রাজা এক দিন যদি না থাকেন, তা হ'লে কি এ রাজ্য চলে?

গোবিন্দ। এক দিন?—এক দন্ড না থাক্‌লে চলে? প্রকৃত রাজাই তিনি—প্রকৃত রাজ্যই তাঁর।

ভবা। বড় রাজা যা টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমাদের দেশে বড়জোর একটা পরগণা কেনা যায়।

গোবিন্দ। টাকাই বা পাঠিয়েছেন কার? দাউদ খাঁ গৌড় থেকে পালাবার সময় বাবার হাতেই ত হীরে-জহরৎগুলো দিয়ে যায়। ব'লে যায়—দেখো ভাই। যদি বাঁচি, তা হ'লে আমার সম্পত্তি আমায় ফিরিয়ে দিও; যদি মরি, তা হ'লে এ সম্পত্তি তোমার।

ভবা। উঃ! কি বিশ্বাস!

গোবিন্দ। দেখ দেখি ভাই ভবানন্দ। প্রাপ্তধন এমন ক'রে কি কেউ পরহস্তগত করে! বাবা যে কি বুঝেছেন, তা ঈশ্বরই

জানেন। নিজে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। আর সব রাজা-রাজড়ারা বাবাকেই চেনে, বাবাকেই ভয় করে। নিজে মহাবীর—"গঙ্গাজল" অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়ালে যম পর্য্যন্ত বাবার কাছে আসতে সাহস করে না। সেই বাবা কি না বুড়ো বাজার কাছে কেঁচো। বাবার এ মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল ভাই?

ভবা। অত ধার্ম্মিকের সংসার করা উচিত নয়।

গোবিন্দ। ধর্ম্মই বা এতে তুমি দেখলে কোথায়? নিজের ছেলেপুলের স্বার্থে যিনি আঘাত করেন, তাঁকে তুমি ধার্ম্মিক কেমন ক'রে বল বুঝতে পারি না।

ভবা। কি জানেন রাজকুমার, বাল্যকাল থেকে দুই ভাইয়ে একত্র কি না—

গোবিন্দ। ভাই? কিসের ভাই। এ কি আপনার ভাই?

ভবা। অ্যাঁ! বলেন কি! দুই ভাইয়ে সহোদর নন।

গোবিন্দ। তবে আর বল্‌ছ কি। জাঠতুতো ভাই।

ভবা। বলেন কি। এত আশ্চর্য্য ব্যাপার! কলিকালে এমন ত কখন দেখিনি। এতকাল চাকরী করছি, কই ঘুণাক্ষরে ত তা জান্‌তে পারিনি!

গোবিন্দ। আমরাও কি জানতুম। একবার বাবার অসুখ হয়, সেই সময় পিতামহের শ্রাদ্ধ—আমায় করতে হয়, তাই জান্‌তে পেরেছিলুম।

ভবা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য।

গোবিন্দ। বল দেখি ভাই ভবানন্দ। একে জাঠতুতো ভাই, তার আবার ছেলে! রাঢ়দেশে পিণ্ডিতে বাধে না। বাবার কি না তারা হ'ল আপনার, আর নিজের ছেলে হ'ল পর।

ভবা। ছোটরাণীমাকে সব বলেছি, দেখুন না কতদূর কি হয়।

গোবিন্দ। অধর্ম্ম—অধর্ম্ম—বাপ চাচ্ছে ছেলেকে মারতে, আমার বাবার মাঝখান থেকে স্নেহরস উথ্‌লে উঠল। বাপের অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল না, অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল খুড়তুতো খুড়োর।

ভবা। চুপ চুপ—বড়রাজকুমার আসছেন।

গোবিন্দ। তাই ত, তাই ত। এখানে এমন সময়ে।

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ। গোবিন্দ! খুড়োমহাশয় কোথা?

গোবিন্দ। কোথায়, তা ত বলতে পারিনা। কেন, তাঁকে কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

প্রতাপ। তিনি আমাকে কি জন্য ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমরা এখানে কতক্ষণ আছ?

ভবা। এই এসে দাঁড়িয়েছি, আর আপনিও এসে পড়েছেন।

প্রতাপ। এই এসেছো?

ভবা। এই—আপনার সঙ্গে বল্লেই হয়।

প্রতাপ। তা হ'লে ছোট রাজা কোথা, তোমরা জান্‌বে কেমন ক'রে?

ভবা। এই দাঁড়িয়ে আপনার কথাই বল্‌ছিলুম। আপনার কি হাতের তাগ। ওড়া পাখী বিঁধে কি না মাটীতে এনে লটপট।

প্রতাপ। তাতে আমার গৌরব নেই—

বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। কেও, প্রতাপ এসেছ?

প্রতাপ। আজ্ঞে হাঁ। (অভিবাদন) এ দাসকে স্মরণ করেছেন কেন?

বসন্ত। বিশেষ প্রয়োজন আছে। এস আমার সঙ্গে। (বসন্ত ও প্রতাপের প্রস্থান)

গোবিন্দ। একবার ভক্তির ঘটাটা

দেখলে।

ভবা। সে আমি অনেক দিন ধ'রে দেখে আসছি, আপনি দেখুন।

গোবিন্দ। তা আমরা কি এতই পাপী যে, দেবীদর্শনটা আমাদের বরাতে ঘটল না?

ভবা। ভানুমতীর বাচ্ছা। প্রসাদপুর থেকে যখন একটা দেবী এসেছে, তখন অমন কত দেবী আসবে, তার একটা কি। তবে আমিও আত্মারাম সরকার, ছোট রাণীমাকে একরকম বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক করেছি। আমিও মামীমার খেল দেখিয়ে দেব।

রাঘবের প্রবেশ

রাঘব। দাদা। দাদা! আর শুনেছেন?

গোবিন্দ। কি হে রাঘব? কি হে রাঘব?

রাঘব। বড় দাদা যে চল্‌লো?

গোবিন্দ। চল্‌লো। কোথায়?

রাঘব। বাবা তাঁকে আগ্রা পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

গোবিন্দ। কে বল্‌লে—কে বল্‌লে?

ভবা। হে মা কালী—শিবদুর্গা—শিবদুর্গা!

গোবিন্দ। বল কি। সত্যি?

রাঘব। এই আমি আড়াল থেকে শুনে এলুম।

গোবিন্দ। ভবানন্দ।

ভবা। চলুন, চলুন। হে গোবিন্দ গদাধর, গণেশ, কার্ত্তিক, দোহাই বাবা—দোহাই বাবা।—থুড়ী—হে কালুরায়, দক্ষিণরায়, ভেড়া বাবা, মোষ বাবা!

সপ্তম দৃশ্য

বসন্ত রায়ের গৃহ।

বসন্ত ও ছোটরাণী।

ছোটরাণী। প্রতাপকে ভালবাসতে অনিচ্ছা কার? তবে ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। এই যে আপনি প্রতাপকে নিজের ছেলেদের চেয়েও স্নেহ করেন, তাতে আমি বরং সন্তুষ্ট। কেন না,কথায় কথায় দেশে এই রাজার পরিবর্ত্তন। চারিদিকে শত্রু। তার ওপর মগ ও ফিরিঙ্গীদের উৎপাত। এরূপ সময়ে প্রতাপের ন্যায় বীর পুত্রের ওপর রাজ্যভার না দিয়ে কি আমার ছেলেদের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব?

বসন্ত। বোঝ ছেটরাণী—বোঝ। সাধে কি আর প্রতাপকে প্রাণের অধিক ভালবাসতে হয়?

ছোটরাণী। ভালবাসতে ত আর আমি নিষেধ ক'রছি না, কিন্তু ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে অধিক আদর করে তাকে বলে ডা'ন। বড় রাজার চেয়ে এই যে আপনি ভাইপোর ওপর এই ভালবাসাটা দেখাচ্ছেন, মনে করছেন কি প্রতাপ এই ভালবাসার মর্ম্ম বুঝতে পারে? প্রতাপ যতই বুদ্ধিমান্ হ'ক, যতই জ্ঞানী হ'ক, সে যে বাপের চেয়ে আপনাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, এ ত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বসন্ত। সে বিশ্বাস তোমাকে করতেই বা বলে কে? বাপের চেয়ে সে আমাকে অধিক শ্রদ্ধা কর্‌বে, সেটা আমারও ত অভিরুচি নয়। আমার যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান সে যদি আমাকে দেয়, তা হ'লেই যথেষ্ট। আমি তার অধিক চাই না। যদি না দেয়, যদি সে আমার চরিত্রে সন্দেহ করে, তাতেই কি? আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রে যাচ্ছি। ফলাফলের কর্ত্তা ত আমি নই।

ছোটরাণী। কর্ত্তব্য কর্‌লে আমি কোন কথাই কইতাম না। এ যে আপনি কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কর্‌ছেন। বড় রাজা তাকে আগ্রা

পাঠাবার ইচ্ছা করেছেন, প্রতাপও যেতে স্বীকৃত, মাঝখান থেকে আপনি অন্নজল ত্যাগ ক'রে ব'সে রইলেন। এটা দেখ্‌তে কেমন কেমন দেখায় না মহারাজ? লোকে দেখ্‌লে মনে কর্‌বে কি? প্রতাপই বা দেখ্‌লে ঠাওরাবে কি? অবশ্য বড় রাজার আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। এ রাজ্যের মধ্যে তিনিই আপনার মহৎ চরিত্রে সন্দেহ না কর্‌তে পারেন। অপরে যদি সন্দেহ করে, প্রতাপ নিজে যদি সন্দেহ করে, তা হ'লেই বা তার অপরাধ কি? আমি ত মহারাজ, আপনার হৃদয়গত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী—আপনার মহৎ হৃদয়ের কোথায় কি রত্ন লুকান আছে, আমার ত কিছুই অবিদিত নেই—তথাপি সময়ে সময়ে মনে হয়, মহারাজ বুঝি প্রতাপ সম্বন্ধে এতটুকু একটু অভিপ্রায় আমার কাছেও গোপন ক'রে রেখেছেন।

বসন্ত। দেখ ছোটরাণি! তবে বলি, শোন। এ ভালবাসায় আমার একটু স্বার্থ আছে। যথার্থই ছোটরাণি! এত কাল তোমারও কাছে একটা কথা গোপন ক'রে আস্‌ছি। সেটি কি, বলি শোন। আমরা বংশানুক্রমিক রাজা নই। আমাদের দুই ভাই হ'তেই এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই আবার শত্রুজয় ক'রে আমরা এ রাজ্য লাভ করিনি। পেয়েছি—নবাব-দপ্তরে চাকরী কর্‌বার পুরস্কারস্বরূপ। অর্থে রাজ্যক্রয়, সামর্থ্যে নয়। আমার সোনার রাজ্য— স্বর্গতুল্য যশোর। কিন্তু ছোটরাণি! এমন রাজ্য প্রাপ্ত হয়েও আমার মনে সুখ নেই। কি ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, কি ক'রে বংশানুক্রমিক এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই চিন্তায় দিবারাত্রি আমি অস্থির। রাজ্য উপার্জ্জন করেছি, কিন্তু রক্ষা কর্‌বার উপায় জানি না। চিরকাল লেখাপড়া ক'রে কাল কাটিয়েছি, দপ্তরখানায় ব'সে কেবল হিসেব-নিকেশ ক'রে এসেছি। শত্রু এসে রাজ্য আক্রমণ কর্‌লে, কি ক'রে তার গতি রোধ কর্‌তে হয়, তা ত জানি না। যে আমার যশোর রক্ষা ক'র্‌তে পারে সে যদি এতটুকু বালকও হয়, ছোটরাণি, সেও আমার দেবতা। এ মহৎ কার্য্য কর্‌তে পারে শুধু প্রতাপ। এখন বল দেখি ছোটরাণি, প্রতাপ আমার কে?

ছোটরাণী। যদি কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা না হয়?

বসন্ত। যদি মিথ্যা না হয়—যদি প্রতাপ পিতৃঘাতী হয়। যদিই প্রতাপ হ'তে মহারাজার অনিষ্ট হয়, আমার জীবননাশ হয়— এমন কি আমার বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়, তথাপি প্রতাপ থাকলে একটি সামগ্রী—আমার গর্ব্বের সামগ্রী অটুট থাক্‌বে। সেটি এই বসন্ত রায়-প্রতিষ্ঠিত যশোর। সমস্ত ভোলবার জন্যে আমি বৈষ্ণব চূড়ামণি গোবিন্দদাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম। সেই গোবিন্দ আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। কেন গেছেন? মহাপুরুষ বুঝলেন—বসন্ত রায় চেষ্টা কর্‌লে সব ভুল্‌তে পারে, তোমার মতন স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য—সব ভুল্‌তে পারে, কিন্তু যশোরকে ভুল্‌তে পারে না। রাণি! ব্যাঘ্র-ভল্লুক-পূর্ণ বিশাল অরণ্যের ভিতর থেকে গগনস্পর্শী অট্টালিকা সকল মাথায় ক'রে আমার সাধের অমরাবতী জেগে উঠেছে। স্বর্গ-প্রলোভনেও আমি সে যশোরকে ভুল্‌তে পার্‌লুম না।

ছোটরাণী। তা আপনার কীর্ত্তি বজায় রাখতে একমাত্র যোগ্য প্রতাপ।

বসন্ত। একমাত্র প্রতাপ-আদিত্য! রাণি! সেই প্রতাপের মঙ্গল কামনা কর।

ছোটরাণী। তা কি না করি মহারাজ। মা হয়ে সন্তানেরই সুখ চাই, দুর্ব্বলহৃদয় রমণী—

মাঝে মাঝে স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, প্রতাপের অমঙ্গল কামনা একটি দিনের জন্যেও আমার মনে উদয় হয় নি।

বসন্ত। তা কি আমি বুঝতে পারি না

ছোটরাণী। বসন্ত রায় কি একটা অযোগ্য আধারেই এ হৃদয় ন্যস্ত করেছে?

ছোটরাণী। তবে কি জানেন মহারাজ! সন্তানগুলোর জন্যে একটু ভাবনা হয়। প্রতাপ কি তা'দের স্নেহচক্ষে দেখবে?

বসন্ত। নীচ ঈর্ষা-দ্বেষ প্রতাপ-হৃদয়ে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। মুখে ভালবাসা জানিয়ে প্রতাপ অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে না। নইলে তাকে এত ভালবাস্‌তেম না।

ছোটরাণী। তা হ'লেই হল। কি জানেন মহারাজ। সন্তান ত। দশ মাস দশ দিন গর্ভে ত ধারণ করেছি।

বসন্ত। কিছু ভয় নেই। যাক্, প্রতাপের যাত্রার আয়োজন এই বেলা থেকে ক'রে রাখ।

ছোটরাণী। আগ্রা যাত্রার দিনস্থির কর্‌লেন কবে?

বসন্ত। কবে আর কি। কালই শুভদিন। আজ রাত্রি প্রভাতেই কুমার আগ্রা যাত্রা কর্‌বে। আমার একান্তই ইচ্ছা নয়, তাকে এই অল্পবয়সে আগ্রায় পাঠাই। বাদশার সহর— নানা প্রলোভন। কি কর্‌ব—দাদার জেদ। আমিও এ দিকে প্রতাপের হাতে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তমনে হরি-স্মরণে নিযুক্ত ছিলুম। দাদা তাতেও বাদ সাধলেন। আবার "গঙ্গাজল" কোষমুক্ত ক'রে দিন কতক রাজ্য পরিদর্শন ক'রে ঘুরতে হ'বে দেখছি। যাক্— আর কি কর্‌ব? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ, বড় রাজা আপনাকে স্মরণ করেছেন।

বসন্ত। চল যাচ্ছি। তা হ'লে রাণি! মাঙ্গলিক কর্ম্মের ব্যবস্থা কর। (প্রস্থান

ছোটরাণী। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থানোদ্‌যোগ)

ভবানন্দ ও গোবিন্দের প্রবেশ

ভবা। (গোবিন্দকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। হাঁ মা। দাদার আগ্রা যাওয়া ঠিক হ'ল?

ছোটরাণী। হ'ল বই কি!

গোবিন্দ। কোন্ পথে যাবে?

ছোটরাণী। তা আমি কেমন ক'রে জানবো?

গোবিন্দ। পথের মাঝখানে সে কাজটা—সেটাও ঠিক হয়ে গেল?

ছোটরাণী। কোন্ কাজ?

গোবিন্দ। আঃ! আশেপাশে শত্রুর লোক কান খাড়া ক'রে রয়েছে। সে কথা কি আর পাড়া জানিয়ে বলব? যাক্—তা সে কাজে যাবে কে? ভাল রকম খেলোয়াড় না হ'লে ত পার্‌বে না। আর এক আধ জনের ত কর্ম্ম নয়।

ছোটরাণী। এ সব কি বলছ গোবিন্দ? মনে মনে দুরভিসন্ধি আঁটছ? মনে করেছ, তোমার বাপ মা তোমার মতন নীচাশয়?

গোবিন্দ। তা হ'লে দাদা বুঝি আগ্রা বেড়াতে যাচ্চে?

ছোটরাণী। তা নয় ত কি?

গোবিন্দ। ও হরি! দাদা চল্‌লো আমোদ কর্‌তে!

ছোটরাণী। আমোদ করতে নয় রে মূর্খ, বাদশার সঙ্গে পরিচিত হতে।

গোবিন্দ। তা হ'লেই হ'ল। দাদা আমোদ কর্‌তে আগ্রা চ'ললো, আর আমরা মালা ঠুক্‌তে ঘরে পড়ে রইলুম! আমি মনে কর্‌লুম,

বুঝি কাজ হাসিলের পরামর্শ।

ছোটরাণী। ষাট ষাট! ছি ছি—অমন পাপ চিন্তা মনের কোণেও স্থান দিও না। কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি তোমাকে এ পরামর্শ দিচ্ছে?

ভবা। দোহাই রাণীমা। আমি নই।

ছোটরাণী। ছি ব্রাহ্মণ! প্রতাপ না তোমায় ভালবাসে?

ভবা। বেঁচে আছি মা—তাঁর ভালবাসার জোরেই বেঁচে আছি।

ছোটরাণী। মনে কখনও পাপ চিন্তা স্থান দিও না।

ভবা। দোহাই রাণীমা। আপনাদের আশ্রয়ে এসে অবধি আমি চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছি, তা পাপই বা কি আর পুণ্যই বা কি? নাও, রাজকুমার চ'লে আসুন। ছি। একি—কথা।—একি—কথা।— (সকলের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

রাজবাটী।

বিক্রম ও শঙ্কর।

বিক্রম। হাঁ ঠাকুর! তোমার নাম কি?

শঙ্কর। শ্রী শঙ্কর দেবশর্ম্মা—উপাধি চক্রবর্ত্তী।

বিক্রম। বাড়ী কোথা?

শঙ্কর। প্রসাদপুর।

বিক্রম। কোন্ জেলা?

শঙ্কর। নদে।

বিক্রম। অ্যাঁ! নদের লোক হয়ে তুমি কিনা খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছ! যে দেশে রঘুনন্দনের জন্ম, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম, সে দেশের লোক হয়ে কি না তুমি লেখা-পড়া শিখলে না! ছ্যা ছ্যা! যে রকম চালাক-চতুর দেখছি, পড়া-শুনো করলে এতদিনে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে পড়তে।

শঙ্কর। ভাল পড়াশোনা কর্‌বার অবকাশ পাইনি।

বিক্রম। তা পাবে কখন্! ও খোঁচা হাতে দেখলে মা সরস্বতী আস্‌বেন কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, শুধু সন্ধ্যে আহ্নিক পূজো আচ্ছা শাস্ত্রচর্চ্চা করবে। লোকে দেখলে ভক্তি করবে! তোমাদের কি দানবী বিদ্যা শোভা পায়? ভাল, পারসী দপ্তরের লেখাপড়া জান?

শঙ্কর। সামান্য।

বিক্রম। বস্! তবে আর কি। ওই সামান্যতেই মেদিনী কেঁপে যাবে। ওই কলম আর মাথা এই দুই নিয়েই বাঙ্গালীর গৌরব। কাগজে সামান্য গোটা দুই আঁচড় টান্‌তে শিখেছিলুম; তার ফলে একটা রাজ্যকে রাজ্যই লাভ হয়ে গেল। তোমার খোঁচাখুচি বিদ্যে শিখলেকি আর এসব হ'ত? মোগলের কাছে মামদোবাজী কি ঢাল-তলোয়ারে চলে? বাপ্! এক একটার চেহারা কি! তাদের সঙ্গে লড়াই দেওয়া কি টিংটিঙে ভেতো বাঙ্গালীর কাজ!—ও সব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও। দিয়ে কলম ধর। আজ কলম ধরে বাঙ্গালী এত বড়। দায়ুদ খাঁ লড়ায়ে হেরে গেল—মোগল এসে গৌড় দখল করে বসল। যিনি যিনি তোমার মতন খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছিলেন, সব একেবারে মোগল মিয়াদের হাতে খচাখচ। আর আমার কি হ'ল? আমি আপনার তেজে একটা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে—সেখানে ব'সে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখছিলুম।

শঙ্কর। কাকে দেখছিলেন?

বিক্রম। মোগল মিয়াদের—আবার কাকে? সমস্ত মুলুকটাই দেখছিলুম। মিযাবা বাঙ্গালা দখল ক'বে কি করে তাই দেখছিলুম।

হীরে, জহরৎ, বাগানবাড়ীতে ত আর মুলুক হয় না। আর কতকগুলো সেপাই পল্টন হুমকি মেরে ঘুরে ম'লেও মুলুক হয় না। মুলুক হয় এই কাগজে। দেশ লুঠপাট করা হচ্ছে এক—আর রাজ্য জয় ক'রে ভোগ দখল, সে আর এক। তাতে কাগজ চাই—হিসেব-নিকেশের মাথা চাই। বাঙ্গালা মুলুক রেখে আস্‌ছে বাঙ্গালী।এক দিন একজোট হয়ে বাঙ্গালী কলম ছাড়ুক দেখি, অমনি মোগল মিয়াদের বাঙ্গালা ভুস ক'রে দরিয়ায় বুড়ে যাবে। রাজা টোডরমল এক জন হিসেবনিকেশি বুদ্ধিমান্ লোক। সে বাঙ্গালা দখল ক'রে দেখলে, সব আছে, কেবল মুলুক নেই। কাগজপত্র সব আমার হাতে। তখন নিজে খুঁজে খুঁজে সেই জঙ্গলে এসে আমাকে খোসামোদ ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল—বুঝেছ? নিয়ে দেওয়ানীখানায় বসিয়ে খাতির দেখে কে; তার পর দেখ কলমের খোঁচা মারতে শিখে কি না পেয়েছি! ও সব পাগলামি ছাড়! বাঙ্গালীর ছেলে, শুধু মাথা নিয়ে সংসারে এসেছ। খোঁচাখুঁচি ছেড়ে মাথা খেলাও।

শঙ্কর। যে আজ্ঞে, এবার থেকে মাথাই খেলাব।

বিক্রম। হাঁ, মাথা খেলাও, তুমিও আমার মতন রাজ্য করতে পার্‌বে। আগ্রা যাও, দিল্লী যাও,জয়পুর, কাশ্মীর, নাগপুর যাও, গিয়ে দেখ—এক একটা রাজার সিংহাসনের পাশে এক একটা শিড়িঙ্গে বাঙ্গালী ব'সে আছে। খাতির কত। রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে হাত ধ'রে বসায়। শুধু মাথা আর কলম। বাঙ্গালীর কলমের একটি খোঁচায় রাজ্যশুদ্ধ লোপাট। বাঙ্গালীশক্তি জগতে দুর্ল্লভ। কলম চালাও, মাথা খেলাও, এমন কত যশোর তোমার পায়ে গড়াগড়ি যাবে।

শঙ্কর। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য।

বিক্রম। তোমার বাপ-মা আছে?

শঙ্কর। আজ্ঞে না।

বিক্রম। স্ত্রী, পুত্র?

শঙ্কর। সংসারে একমাত্র স্ত্রী আছে।

বিক্রম। তাঁকে কার কাছে রেখে এসেছো?

শঙ্কর। ভগবানের কাছে।

বিক্রম। আঃ! দুর্ব্বুদ্ধি! বৌমা ঠাকরুণকে বাড়ীতে একলা ফেলে পালিয়ে এসেছ! **(বসন্তের প্রবেশ)** ও বসন্ত! এ পাগলা ঠাকুরের ব্যাপার শুনেছ?

বসন্ত। কি করেছেন ঠাকুর?

বিক্রম। কর্‌বেন আর কি। ব্রাহ্মণ-কন্যাকে এক্‌লা বাড়ীতে ফেলে উনি যশোরে পালিয়ে এসেছেন। বা! বা! ছেলে-বুদ্ধি আর কাকে বলে! শীগ্‌গির লোক নাও, লস্কর নাও, মাকে আনতে পাঠাও।

বসন্ত। তাই ত। এমন কাজ কর্‌লেন কেন?

শঙ্কর। কি বলব মহারাজ—অদৃষ্ট!

বিক্রম। বসন্ত! বুঝতে পার্‌ছি, এ ছোক্‌রা হ'তে হ'বে না! তুমি লোক পাঠাও। ঘর দাও,জমী দাও। আর দেখ, ঠাকুরকে দপ্তরখানায় একটা কাজ দাও।এখন না পাবে, তুমি নিজে হাতে কলমে শিখিয়ে দাও। কেমন বাবাজী! বৌমাকে আন্‌তে লোক পাঠাই?

শঙ্কর। সে আস্‌বে না।

বসন্ত। বেশ—আপনি যান।

শঙ্কর। আমি যাব না।

বিক্রম। বস্! দুর্গা দুর্গমহরে।

বসন্ত। কেন—যাবেন না কেন?

বিক্রম। তাই ত বলি, বাবাজীর আমার পাগল পাগল ভাব কেন? বাবাজী আমার

বৌমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন। আঃ! ও ঝগড়া ঘর করতে গেলে হয়েই থাকে। কিন্তু সে কতক্ষণ? মাতে কি আর মা আছেন! এত দিন তোমার অদর্শনে তাঁর রাগ কোথায় গেছে, তার কি আর ঠিক আছে! গিয়ে দেখ গে বাড়ীতে তাঁর এত দিনে নদী হয়ে গেল। ভাল বসন্ত। তুমি নিজেই না হয় মা লক্ষ্মীবে আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

শঙ্কর। মহারাজ! আপনারা যাকেই পাঠান, আমি না গেলে সে আস্‌বে না।

বিক্রম। তা হ'লে তুমিই যাও। কিসের অভিমান? কার ওপর অভিমান? স্ত্রী সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্মকর্ম্মে, যাগ-যজ্ঞে একমাত্র সঙ্গিনী—তার ওপর অভিমান করলে সংসার চল্‌বে কেন? কাজে হাত আস্‌বে কেন? খেতে রুচি হবে কেন? কাছে বসে এটা নয় সেটা, সেটা নয় এটা, জেদ ক'রে খাওয়াবে কে? যাও বাবা! মাকে আমার নিয়ে এস। যশোর পবিত্র হোক।

শঙ্কর। মহারাজের অনুমতি, আমি আর না বলতে নারি না। তা হ'লে আগ্রা যাবার পথে হয়ে যাব। আমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে অমনি রাজকুমারের সঙ্গে আগ্রা চ'লে যাব।

বিক্রম। উঁ! তুমিও আগ্রা যাবে?

বসন্ত। নইলে কা'র সঙ্গে প্রতাপকে আগ্রা পাঠাব? ভগবান্ তাকে সঙ্গী দিয়েছেন।

বিক্রম। বটে! তাই তুমি বৌমাকে আন্‌তে নারাজ?

শঙ্কর। মহারাজ! দশ বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ। এ বয়স পর্য্যন্ত আমি কখন গ্রামের বাইরে পা দিইনি। বড় যাতনায় চ'লে এসেছি। মহারাজ! অত্যাচার দেখে সইতে না পেরে, স্ত্রীকে এক্‌লা ফেলে আপনাদের আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি। আশ্রয় পেয়েছি, আদর পেয়েছি। দোহাই মহারাজ! আর আপনারা পরিত্যাগ কর্‌বেন না।

বিক্রম। বস্ বস্!—বসন্ত! মাকে আনাবার ব্যবস্থা কর—

প্রতাপের প্রবেশ

শঙ্কর, প্রতাপকে তোমার হাতে সমর্পন কর্‌লুম। সঙ্গে রেখে সুবুদ্ধি প্রদান কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর। তারা শিবসুন্দরি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যশোহর—অলিন্দ।

কাত্যায়নী ও প্রতাপ।

কাত্যা। শুন্‌লুম, আপনি নাকি দাসীকে ফেলে আগ্রা যাচ্ছেন?

প্রতাপ। এইতেই বোঝ, কিরূপ প্রাণ নিয়ে আমি যশোর পরিত্যাগ কর্‌ছি।

কাত্যা। এমন অসময়ে দূরদেশে যাবার প্রয়োজন?

প্রতাপ। ছোট রাজার ইচ্ছা হয়েছে, আমায় যেতেই হ'বে, তাতে প্রয়োজন অপ্রয়োজন নেই।

কাত্যা। পিতার কি মত?

প্রতাপ। পিতা ত ছোটরাজার হাতে খেলার পুতুল। তাঁর আবার মতামত কি?

কাত্যা। কবে যাওয়া হবে?

প্রতাপ। কবে কি? আজ—এখনি, বিদায় নিতে এসেছি।

কাত্যা। সত্যি কথা! না রহস্য?

প্রতাপ। এরূপ গুরুতর কথায় তোমার সঙ্গে রহস্যের প্রয়োজন?

কাত্যা। তবে শেষ মুহূর্ত্তে জানিয়ে, দেখা দিয়ে, এ অভাগিনীকে মর্ম্মবেদনা দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

প্রতাপ। বল্‌বার অবকাশ পেলেম কই।—কথা হয়েছে কাল, চলেছি আজ।—অন্য রমণীর মত স্বামীবিচ্ছেদে কাঁদতে তোমায় ঘরে আনিনি। এনেছি আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্থান অধিকার ক'রে কার্য্য করতে। এখন তোমাকে কি বল্‌তে এসেছি শোন। তুমি সহধর্ম্মিণী; পরামর্শে মন্ত্রী, বিষাদে সান্ত্বনা, চিন্তায় অংশভাগিনী। তোমাকে কিছু গোপন করার আমার অধিকার নেই। আগ্রা আমাকে যেতেই হবে। শুন্‌লুম, আমাকে জ্ঞানলাভের জন্যে কিছুকাল সেখানে থাক্‌তেও হবে, তবে সেখানে গিয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করি আর নাই করি, যাবার পূর্ব্বে এই যশোরেই আমি অনেক শিক্ষা লাভ কর্‌লুম। বুঝলুম, কপট- ভালবাসায় গা ঢেলে এত কাল আমি নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি—রাজ-ঐশ্বর্য্যমধ্যে বাস ক'রেও আমি দীন হ'তে দীন। আজ আমি পিতৃসত্ত্বেও পিতৃহীন। মায়াময়ী প্রেমময়ী ভার্য্যা, পিতৃবৎসল পুত্র, স্নেহের পুতলী কন্যা—এমন অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হয়েও আমি উদাসী, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য, নিত্য পরনির্ভর সন্ন্যাসী—খুল্লতাতের এক কথায় আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করবো, তোমাদের ত্যাগ কর্‌বো—কোন্ অপরিচিত আকাশের তলদেশে, কোন্ অপরিচিত পরগৃহে নিজের অদৃষ্টকে রক্ষা কর্‌বো। শুধু চিন্তা—বিরহ-সহচরী চিন্তা। আমাকে আশ্বস্ত কর্‌তে আমি, পীড়ন করতে আমি—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সঞ্চিত, দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত, সাগরতুল্য গভীর, ধরণীতুল্য দুর্ভর চিন্তা—কেবল চিন্তা।

কাত্যা। আমি কেন ছোট রাজার পায়ে ধ'রে তোমাকে যশোরে রাখার অনুমতি ভিক্ষা করি না?

প্রতাপ। ভিক্ষা!—ছি!—প্রতাপের প্রাণময়ী তুমি—তার গর্ব্বিত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। তোমার ভিক্ষা! সে যে আমার। ভিক্ষা কি আমিই কর্‌তে পার্‌তুম না?

কাত্যা। তা হ'লে কি হবে? কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব? যখন বুঝতে পার্‌ছি, প্রভু আমার ছলে নির্ব্বাসিত, তখন এ কন্টকময় স্থানে পুত্র-কন্যা লয়েই বা কেমন ক'রে বাস কর্‌ব?

প্রতাপ। যেমন ক'রে হ'ক থাক্‌তেই হবে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আমি আগ্রা থেকে ফির্‌ব। কিন্তু এমন মূর্ত্তিতে ফিরব না। এই রাজ পরিচ্ছদের আবরণে পরমুখাপেক্ষী দাসমূর্ত্তি ল'য়ে আমি আর যশোরে পদার্পণ কর্‌ব না। তুমি পুত্র-কন্যা লয়ে অতি সাবধানে দিন যাপন ক'রো। যত দিন না ফিরি, তত দিন পর্য্যন্ত বিন্দুমতীকে শ্বশুরালয়ে পাঠিও না। উদয়াদিত্যকে একদন্ডের জন্যেও কাছ-ছাড়া ক'রো না। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখবে। আমি বসন্ত রায়ের বংশের এক প্রাণীকেও আর বিশ্বাস করি না।

উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ

উদয়। বাবা! আপনি নাকি আগ্রা যাবেন?

প্রতাপ। কে তোমাকে বল্‌লে?

উদয়। রাঘব কাকার কাছে শুন্‌লুম।

বিন্দু। আগ্রা যাবে। আগ্রা কি বাবা?

প্রতাপ। আগ্রা একটা সহর।

বিন্দু। সহর! তা এও তআমাদের সহর। সহর ছেড়ে সহরে কেন যাবে বাবা?

প্রতাপ। দরকারে যাব মা। যত দিন না ফিরি, তত দিন তোমরা সর্ব্বদা তোমাদের

মায়ের কাছে থাক্‌বে। দেখ উদয়। তোমার কাকাদের সঙ্গে বড় বেশী মিশো না। তোমার ছোটদাদার কাছেও ঘন ঘন যাবার প্রয়োজন নেই।

কাত্যা। ছোট রাজা কি বুঝেছেন যে, আপনি তাঁর ওপর সন্দেহ্ করেছেন?

প্রতাপ। না তা বুঝতে দিইনি। সহজে বুঝতে দেবও না। আমি আমার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি কর্‌ব কেন?

উদয়। আমরা না গেলে যদি আপনার ওপর সন্দেহ্ করেন?

প্রতাপ। কি বল্‌লে উদয়াদিত্য? নিরুত্তর কেন? আবার বল। বুঝতে পেরেছ? বেশ— বড় সন্তুষ্ট হলুম। তা হ'লে তোমাকেই বলি। সন্দেহ করেন—নিরুপায়। তথাপি তোমাদের ত জীবনরক্ষা হবে।

উদয়। আমার তুচ্ছ জীবনের জন্যে আপনার মহচ্চরিত্রে অন্যের সন্দেহ আস্‌বে।

প্রতাপ। তোমার কথায় আজ পরম পরিতুষ্ট হলুম। এমন হৃদয়বান্ পুত্র তুমি, তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেব। ভগবানের উপর আত্মনির্ভর ক'রে কার্য্য ক'রো।—ঈশ্বর। আমার প্রাণের পুতুলী— আমার জীবনসর্ব্বস্ব—নয়নের জ্যোতি— অঙ্গের প্রাণোন্মাদকর স্পর্শসুখ—হৃদয়ের আবেশময়ী তৃপ্তি—সমস্ত, সমস্ত তোমার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম। বিদলিত করাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, নিজে ক'রো। তোমার রচিত এ উদ্যানকুসুম তোমার চরণরেণু-স্পর্শে চিরসৌরভময় হয়ে থাকুক। দেখো দয়াময়। যেন এ সোনার বর্ণে পিশাচহস্ত রঞ্জিত না হয়।

৯য় দৃশ্য

যশোহরের উপকণ্ঠ।

গোবিন্দদাস।

গোবিন্দ। যাক্— আর কেন? প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। যশোর ত্যাগ কর্‌তে যখন আমি আদিষ্ট, তখন আর যশোরের মায়া কেন? যশোর। সুন্দর যশোর। যশোরে অবস্থান করেই আমি শান্তি পেয়েছি। মা আমাকে গোবিন্দের কৃপা লাভের আশীর্ব্বাদ করেছেন। আহা। কি দেখলুম, মায়ের সেই মধুর মূর্ত্তির ছায়া এখনও যে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে আবৃত ক'রে রেখেছে। তার মায়া কেমন ক'রে ত্যাগ করি? মায়া, মায়া—বিষম মায়া। জন্মভূমির প্রেমে আমি এমন আকৃষ্ট যে, প্রান্তদেশে এসেও যেতে যেতে যেতে পাচ্ছি না। তবু চ'লে এসেছি, এক পা এক পা ক'রে এতদূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু শেষে এসে আমার এত দুর্ব্বলতা কেন? আর আমার পা চল্‌ছে না কেন? যশোরকে ফিরে দেখতে এত সাধ কেন? যাব বৃন্দাবনে— ব্রজের ব্রজে গড়াগড়ি খাব, প্রভুর পদধুলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে জীবন সার্থক কর্‌ব—হা হতভাগ্য মন। এমন প্রলোভনেও তুমি আকৃষ্ট হচ্ছ না। কেন? এখানে কি আছে? যশোরের ভিক্ষালব্ধ অন্ন কি এতই মধুর। জন্মভূমির লবনাক্ত জলেও কি এত মাদকতা। জন্মভূমির শ্যাম তরুচ্ছায়া কি এতই শীতল।

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। যথার্থ বলেছ গোবিন্দ। জন্মভূমির কি এতই মায়া। জন্মভূমির কোলে কি এত কোমলতা। কোন্ বৈকুণ্ঠের কোন্ শিরীষ-কুসুমে এ শয্যা বিরচিত গোবিন্দ। যে —কমলালয়ার হৃদয়-আসন ত্যাগ ক'রে, ঠাকুর আমার মাঝে মাঝে এই মাটীতে

গড়াগড়ি খেতে আসেন। বল্‌তে পার গোবিন্দ? মায়ের বুকে একটি কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে, সে কুশাঙ্কুর শত বজ্রের বলে কেমন ক'রে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! মায়ের নামে বুঝি বজ্রের বাঁশীর সকল সুরই মাখান আছে! নইলে সংসারত্যাগী হরিপদাশ্রয়ী তোমার পর্য্যন্ত এমন চাঞ্চল্য কেন?

গোবিন্দ। আবার এলি মা। দেখা দিলি!—এত করুণা!—কিন্তু করুণাময়ী! আর কেন আমাকে লজ্জা দাও? এই ত যশোর ছেড়ে চলেছি মা। এক পা এক পা ক'রে এই ত যশোরের শেষ সীমায় পা দিয়েছি। এখনও কি আমাকে অবিশ্বাস কর?

বিজয়া। তোমাকে না বাপ্! অবিশ্বাস করি আমাকে। সাধুসঙ্গ—অমরাবতীর বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না, এমন মহামূল্য ধনের প্রলোভন—চোখের সামনে, হাতের সন্নিধানে, বহুক্ষণ কাছে থাক্‌লে কি ছাড়তে পারবো?

গোবিন্দ। এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কি এতই তৃপ্তি পেলি মা?

বিজয়া। কি করি বাপ! উপায়ান্তর নাই। পদে পদে যেখানে নারীর অমর্য্যাদা, যে দেশের কাপুরুষ সে অমর্য্যাদা দেখে শুধু চিৎকার কর্‌তে জানে, অন্য প্রতীকার জানে না, সেখানে অবলা মর্য্যাদা রক্ষার ভার নিজে না গ্রহণ কর্‌লে কর্‌বে কে?

গোবিন্দ। বেশ—তবে দাঁড়া। দেখতে বুঝি সাধ হয়েছিল, তাই দেখা দিলি। কিন্তু তুই আজ রণরঙ্গিণী!—হাতের বাঁশী অসি ক'রে বনমালায় মুণ্ডমালা প'রে, মা আমার কপালিনী!

(গীত)

যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা করাল-বদনী শ্যামা।।
গগনে বেলা বাড়িত,
রাণী কেঁদে আকুল হ'ত,
একবার তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে
নাচ দেখি মা।।
বাজে তাথেইয়া তা থেইয়া—
থিয়া থিয়া থিয়া বাজিত নূপুর-ধ্বনি,
সে বেশ লুকালি কোথা করাল-বদনী।
শ্রীদামাদি সঙ্গে, নাচিতিস্ মা রঙ্গে,
চরণে চরণ দিয়ে একবার নাচ দেখি মা;
অসি ছেড়ে বাঁশী নিয়ে একবার নাচ দেখি মা;
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে একবার নাচ দেখি মা;
মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা গলায় দিয়ে,
একবার নাচ দেখি মা;
করাল-বদনী শ্যামা।। (প্রস্থান

বিজয়া। যাক্—এইবার আমি নিশ্চিন্ত। গোবিন্দের হরিসঙ্কীর্ত্তনে একবার গা ঢাল্‌লে আর কি প্রতাপ হ'তে অত্যাচারের প্রতীকার হ'ত? শান্তিময় বৈষ্ণব-সঙ্গে পড়লে আর কি রাজদন্ড হাতে কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ত! প্রতাপ যদি না জাগ্রত হয়, তা হ'লে সতীর সতীত্ব কে রাখ্‌বে? অত্যাচারীর হাত থেকে অপহৃত বালিকাদের কে উদ্ধার কর্‌বে? দস্যুর আক্রমণ থেকে নিরীহ বালক প্রজাকে রক্ষা ক'রে, কে তা'দের মুখের গ্রাস নিশ্চিন্তমনে মুখে তুল্‌তে দেবে? সে এক প্রতাপ। সে প্রতাপের হাতের অসির ঝঙ্কার—মহাকালীর মূলমন্ত্র—দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করুক। সে প্রতাপের মুখের অভয়বাণী প্রজার দুর্ব্বল হৃদয়ে মহাশক্তির সঞ্চার করুক। অসহ্য—অসহ্য!—আর দেখতে পারি না—জন্মভূমির শ্যামল বক্ষে দিন দিন গভীর শেলাঘাত আর সহ্য কর্‌তে পারি না। মা করাল-বদনে!

দুর্ব্বল-রক্ষণে দানব-দলনে চিরপ্রসারিত দশ হস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ মা। এইবার দেখা। যে করে মহিষাসুরের প্রকান্ড মস্তক শৈলসম অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলি, সে বাহু একবার দেখা। যে বাহুর শেলাঘাতে নির্ভিন্ন হৃদয় হয়ে রক্ত বমন করেছে, সে বাহু একবার দেখা। আয় মা। জটাজূটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা লোচনত্রয়সংযুক্তা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা—আয় মা। প্রসন্নবদনা দৈত্যদানবদর্পহা, শক্রক্ষয়কারিণী, সর্ব্বকামদায়িনী- আয় মা। উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে প্রচণ্ডবলহারিণী নারায়ণী—একবার আয় মা।

(গীত)

এস ফিরে এস ফিরে এস গো।
একবার পূর্ব্বাকাশে মধুর হাসি হাস গো।
এসেছিলে শুনি কানে,
কবে হায় কেবা জানে,
কদাচ কখন গানে ভাস গো।
বহু দিন গেছে প্রাণ,
বঙ্গে শক্তি অবসান,
কেমন হবে মা তোর আবাহন গান;
তথাপি শঙ্করী এস,
ভগ্ন হৃদয়ে বস,
তুমি যে শ্মশান ভালবাস গো।।

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। মা!—আরতির সময় উপস্থিত।

বিজয়া। সুন্দর!

সুন্দর। কেন মা!

বিজয়া। ওই দূরে একখানা ধবধবে পাল দেখা যাচ্ছে না?

সুন্দর। হাঁ মা! একখানা বজ্‌রা।

বিজয়া। বজ্‌রা! কার বজ্‌রা?

সুন্দর। রাজা বসন্ত রায়ের। একখানা বজ্‌রা নয় মা। আরও অনেক বজ্‌রা ওই সঙ্গে ছিল। রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য আগ্রা যাচ্ছেন। রাজা তাঁরে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। তেহাটার মোহানা পর্য্যন্ত এসে রাজা ফিরে যাচ্ছেন। রাজকুমারের বজ্‌রা ভৈরব ছেড়ে খোড়েয় পড়েছে।

বিজয়া। আগ্রা যাবে, তা চূর্ণী দে না গিয়ে খোড়েয় পড়ল কেন? একেবারে দু'দিনের ফের। এমনটা করলে কেন?

সুন্দর। কেন, তা ত বল্‌তে পার্‌লুম না মা।

বিজয়া। হুঁ।—তুমি প্রতাপকে দেখেছ?

সুন্দর। আজ্ঞে মা।—দেখেছি।

বিজয়া। সঙ্গে কেউ আছে দেখেছ?

সুন্দর। সঙ্গে অনেক লোক।

বিজয়া। তা নয়—সঙ্গী?

সুন্দর। এক ব্রাহ্মণ।

বিজয়া। ভাল, সুন্দর। চাক্‌রী কর্‌বে?

সুন্দর। এই ত মায়ের চাক্‌রী কর্‌ছি। আবার কার চাক্‌রী কর্‌ব মা?

বিজয়া। সেও মায়ের চাক্‌রী। সুন্দর। আমার ইচ্ছা—তুমি রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্যের কার্য্য কর। তা হ'লে আমারই কার্য্য করা হবে। যাও—যত শীঘ্র পার রাজকুমারের কাছে উপস্থিত হও।

সুন্দর। এখনি?

বিজয়া। শুভকার্য্যে বিলম্ব করার প্রয়োজন কি?

সুন্দর। আমি গরীব, রাজার কাছে উপস্থিত হ'তে পার্‌ব কেন মা?

বিজয়া। মায়ের নাম ক'রে শুভযাত্রা কর। মা-ই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

সুন্দর। আমি ত শুধু ছিপের হাল ধর্‌তে জানি। আর ত কোন কাজ জানিনা মা।

বিজয়া। ছিপেরই হাল ধর্‌বে। যশোরের রাজকুমার—তার ঘরে কি একখানাও ছিপ

নেই?

সুন্দর। বেশ—তা হ'লে চল্লুম। পায়ের ধুলা দাও।

বিজয়া। তোমার মঙ্গল হোক্। তবে দেখ—খোড়েয় থাক্‌তে প্রতাপকে ধ'রো না। খোড়ে ছেড়ে ভাগীরথীতে পড়লে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। প্রতাপ স্থানের নাম করলে বল্‌বে যশোর। অধিকারীর নাম কর্‌লে বল্‌বে যশোরেশ্বরী। কিন্তু সাবধান। আর কিছু ব'লো না। যশোরেশ্বরীর স্থান নির্দ্দেশ ক'রো না।

সুন্দর। যো হুকুম।

তৃতীয় দৃশ্য

খোড়ে নদীতীর।

প্রতাপ ও শঙ্কর।

প্রতাপ। তুমি কি মনে কর—ছোট রাজার মুখেও যা, মনেও তাই?

শঙ্কর। আমার ত তাই বিশ্বাস।

প্রতাপ। তুমি সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ। কায়স্থ বুদ্ধিতে প্রবেশ করা তোমার সাধ্য কি? আমাকে আগ্রা পাঠাবার কি অভিপ্রায়, আমি ত সহস্র চেষ্টাতেও বুঝতে পার্‌লুম না। আগ্রায় গিয়ে আমি কি এত জ্ঞান লাভ করব?

শঙ্কর। অবশ্য, আগ্রার ঐশ্বর্য্য দেখলে, নানা দেশের ভাল মন্দ পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে, কিছু জ্ঞানলাভ হবে বই কি?

প্রতাপ। পথে আস্‌তে আস্‌তে যা দেখ্‌লুম তাতেও যদি জ্ঞানলাভ না হয়, ত সে জ্ঞান কি আগ্রা গেলে হবে? কি দেখলুম! জনাকীর্ণ নগর জঙ্গল হয়েছে। বড় বড় অট্টালিকা ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান। নদীতীরস্থ বাণিজ্যপ্রধান বড় বড় বন্দর জনশূণ্য। দেবমন্দির বিধর্ম্মীদের আমোদ উপভোগের স্থান হয়েছে। এইরূপ বাসন্তী সন্ধ্যায় যে স্থানের আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাক্‌ত, সেখানে এখন শৃগালের বিকট চিৎকার। যার গৃহে অন্ন ছিল, যে প্রজা অর্থে সামর্থ্যে সচ্ছল ছিল, দেশের অরাজকতায় তার গৃহেই এখন হাহাকার। দুর্ব্বলের সহায় হ'তে, সতীর মর্য্যাদা রাখতে, নিরন্নের অন্নের ব্যবস্থা কর্‌তে—এ সব কাজের যদি একটাও সম্পন্ন করতে না পার্‌লুম, তখন রাজার পুত্র হয়েও আমি কর্‌লুম কি?

শঙ্কর। আমার বিশ্বাস, সদুদ্দেশ্যে ছোটরাজা আপনাকে আগ্রা পাঠাচ্ছেন।

প্রতাপ। হ'তে পারে। তুমি জান, আর তোমার ছোটরাজাই জানেন। কিন্তু আমি ত সদুদ্দেশ্যের বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পার্‌লুম না। তুমি যাই বল শঙ্কর, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। বড়রাজা ছোটরাজাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখেন। ছোটরাজা সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ করেছেন। আমাকে যশোর থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে নিজে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় আছেন। আমাকে বঞ্চিত ক'রে যশোরে নিজের ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

শঙ্কর। যথেষ্ট কারণ না পেয়ে, আগে থাক্‌তেই ছোটরাজার ওপর সন্দেহ করা আপনার ন্যায় শক্তিমানের কর্ত্তব্য নয়।

প্রতাপ। তবে আমি যশোর ছাড়্‌লুম কেন? দেশে যে সহস্র কার্য্য রয়েছে। বিনিদ্র হয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য কর্‌লে সমস্ত জীবনেও সে কার্য্য নিঃশেষিত হ'ত না! সে সব কিছু না করে আমি আগ্রা চল্লুম কেন? বুঝতে পার্‌লে না শঙ্কর! ছোটরাজার যদি সদাভিপ্রায়ই থাকত, তা হ'লে কি তিনি আমার হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়ে তাতে হরিনামের

মালা জড়িয়ে দেন।

শঙ্কর। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ধার্ম্মিক স্বার্থশূন্য দেবহৃদয় বসন্ত রায় সম্বন্ধে প্রতাপের যদি এই ধারণা, তা হ'লে উপায়? তা হ'লে ত ভবিষ্যৎ ভাল বুঝছি না! কি করি? প্রতাপের এ ধারণা দূর করতে হ'লে পিতার চরিত্র পুত্রের কাছে প্রকাশ করতে হয়। তাই বা কেমন ক'রে করি? কঠিন সমস্যা! বসন্ত রায়ের কাছে সেদিনের কথা গোপন রাখতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার!

প্রতাপ। কি, বল!

শঙ্কর। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

প্রতাপ। যোগ্য হ'লে অবশ্য রাখব!

শঙ্কর। অযোগ্য হ'লেও রাখতে হবে। নিজ মুখে স্বীকার করেছ,—তুমি দাসানুদাস। আর আমার বিশ্বাস—যশোর রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য কথা ব'লে আর প্রত্যাহার করে না।

প্রতাপ। বুঝতে পেরেছি, তুমি মনে করেছ, আমি খুল্লতাতের উপর ঈর্ষা পোষণ করছি।

শঙ্কর। প্রতাপ-আদিত্যকে আমি এত হীন জ্ঞান করি না। তবে আমার অনুরোধ—যত দিন খুল্লতাত হ'তে তোমার জীবনের আশঙ্কা না কর, তত দিন পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যেক কার্য্য তোমার মঙ্গলের জন্যই বোধ করতে হবে। ছোটরাজা যেন কোনও ক্রমে তোমার ভিতরে ভক্তিহীনতার চিহ্ন দেখতে না পান।

প্রতাপ। না শঙ্কর! তা করব না। তা কিছুতেই করব না তা করলে অবনত মস্তকে পিতৃব্য মহাশয়ের আদেশ পালন করতুম না তাঁর এক কথায় যশোর ছাড়তুম না।

শঙ্কর। যুবরাজ! অমর্য্যাদা করেছি, ক্ষমা করুন।

প্রতাপ। অমর্য্যাদা? শঙ্কর, তোমার ঘৃণাও আমার মর্য্যাদা। আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ দেখি না শঙ্কর। সহোদর জ্ঞান করি।

শঙ্কর। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আপনিই বাঙ্গালা স্বাধীন করবার যোগ্য পাত্র। আশীর্ব্বাদ করি, স্বাধীন সার্ব্বভৌম মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের যশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যপ্ত হোক্।

প্রতাপ। তবে মাতৃভূমির কার্য্য করতে যদি ভক্তিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়?

শঙ্কর। সে ত আর আপনার হাত নয়। তা যদি হয়, তখন বুঝব সেটা মহামায়ার ইচ্ছায়।

সুন্দরের প্রবেশ

প্রতাপ। এ আমরা কোথায় এসেছি, বলতে পার বাপু?

সুন্দর। যশোর এসেছেন।

প্রতাপ। সে কি! যশোর যে আমরা দু'দিন ছেড়ে এসেছি।

সুন্দর। এই ত যশোর।

শঙ্কর। আমি পথ ঘাট বড় চিনি না। কাজেই কোথায় এসেছি বুঝতে পারছি না।

প্রতাপ। এ যশোর কা'র অধিকার?

সুন্দব। যশোর আবার ক'টা আছে! এই ত এক যশোর।

প্রতাপ। ভাল, এ যশোর কা'র অধিকার?

সুন্দর। মা যশোরেশ্বরীর।

প্রতাপ। যশোরেশ্বরী।

সুন্দর। আপনারা কোন্ দেশের লোক? যশোরেশ্বরীর নাম জানেন না।

শঙ্কর। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না?

সুন্দর। হ'তে পারে। কিন্তু আজ আর হয় না। মায়ের মন্দির এখানে থেকে বিশ

ক্রোশ পথ তফাৎ।

শঙ্কর। মায়ের মন্দির।--বাড়ী বল।

সুন্দর। মন্দিরই বলুন, আর বাড়ীই বলুন। আমরা মুর্খ মানুষ, মন্দিরই বলে থাকি। দেখ্‌তে চান, আজ এখানে নঙ্গর ক'রে থাকুন।

প্রতাপ। না, তা হ'লে আজ আর নয়--ফিরে এসে। আমি আর একমায়ের মন্দির দেখবার সঙ্কল্প ক'রে চলেছি।

শঙ্কর। প্রসাদপুর জান।

সুন্দর। জানি।

শঙ্কর। এখান থেকে কত দূর?

সুন্দর। বিশ ক্রোশ।

শঙ্কর। তা হ'লে ত আজ আর কোনও মতে হয় না মহারাজ!--আজ ত আর কোনও মতে প্রসাদপুর পৌঁছান যায় না।

প্রতাপ। বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়েই আমরা সঙ্কল্প রাখতে পার্‌লুম না। তা হ'লে কি আমাদের হ'তে কোনও কার্য্য হবার আশা রাখ?

শঙ্কর। কি করব বলুন, পথে ঝড়ে প'ড়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। নইলে ত আজই প্রসাদপুরে পৌঁছিবার কথা।

প্রতাপ। আজ কি কোনও রকমে পৌছান যায় না?

শঙ্কর। পৌঁছিবার কোনও উপায় দেখি না।

সুন্দর। গোলামকে যদি হুকুম করেন, তা হ'লে দুপুরের পূর্ব্বেই পৌঁছাতে পারি।

প্রতাপ। পার?

সুন্দর। মা যদি মনে করেন, পথে ঝড় ঝাপটা না হয়, তা হ'লে তার পূর্ব্বেও পার।

প্রতাপ। তা যদি পার ভাই, তা হ'লে তুমি যা নিয়ে সন্তুষ্ট হও, তাই দিতে প্রস্তুত আছি।

সুন্দর। তা হ'লে কিন্তু হুজুরকে বজ্‌রা ছেড়ে গোলামের ছিপে উঠতে হ'বে।

প্রতাপ। বেশ, তাতে কি। তুমি ছিপ প্রস্তুত কর। শঙ্কর। তা হ'লে আর কেন, প্রস্তুত হও

(সুন্দরের প্রস্থান

শঙ্কর। ব্যস্ত হবেন না মহারাজ। ভাবতে দিন।

প্রতাপ। আবার ভাবাভাবি কি? ভাবতে হয় তুমি ভাব, আমি দুর্গা ব'লে রওনা হই। মায়ের প্রসাদ আমার অদৃষ্টে আছে, তুমি আট্‌কালে হবে কি?

শঙ্কর। ছিপে ত বেশী লোক ধরবে না। বড় জোর আপনি আর আমি।

প্রতাপ। ভালই ত। বেশী লোক নিয়ে গিয়ে মাকে রাত্রিকালে বিপদে ফেল্‌ব কেন?

শঙ্কর। সে জন্য নয় মহারাজ। এ পথ বড় সুগম নয়। বড়ই ডাকাতের ভয়।

সুন্দরের পুনঃপ্রবেশ

সুন্দর। হুজুর! ছিপ প্রস্তুত।

প্রতাপ। এরই মধ্যে প্রস্তুত?

সুন্দর। আজ্ঞে। হুজুর শুধু উঠলেই হয়।

শঙ্কর। আরও ছিপ দিতে পার?

সুন্দর। আজ্ঞে পারি। ক'খানা চাই হুকুম করুন।

শঙ্কর। যদি পঞ্চাশ খানা চাই?

সুন্দর। পঞ্চাশ খানা! বেশ--তাও পারি। এখনি কি দরকার হুজুর?

শঙ্কর। বেশ এখনি।

সুন্দর। যে আজ্ঞে। তা হ'লে একবার নাগরা দিতে হবে।

প্রতাপ। থাক নাগরা দিতে হবে না। এ পথে কি ডাকাতের ভয় আছে?

সুন্দর। আজ্ঞে, অল্প সল্প আছে।

প্রতাপ। তা হ'লে একখানা ছিপ নিয়ে

যেতে কেমন ক'রে সাহস কর্‌ছিলে?

সুন্দর। আজ্ঞে, সাহস হুজুরের শ্রীচরণ আর গোলামের বোটে।

শঙ্কর। তা হ'লে তোমরাই?

সুন্দর। আজ্ঞে, ঠিক আমরাই নয়, তবে- হ্যাঁ-হুজুর যখন বলেছেন, তখন- হ্যাঁ।

প্রতাপ। হ্যাঁ কি? তোমরা কি?

সুন্দর। আজ্ঞে--বোম্বেটে।

প্রতাপ। তোমরাই ডাকাত?

সুন্দর। আজ্ঞে--গোলাম ডাকাতের সর্দ্দার।

প্রতাপ। এ পৈশাচিক ব্যবসা ত্যাগ করতে পার না?

সুন্দর। আজ্ঞে-ত্যাগ করব বলেই মহারাজের আশ্রয় নিতে এসেছি।

প্রতাপ। আশ্রয় কেন-- তোমরা আমার হৃদয় নাও। ডাকাতি পরিত্যাগ কর।

সুন্দর। যো হুকুম। (প্রণাম করণ)

শঙ্কর। তা হ'লে ক'খানা ছিপ হুকুম করব?

প্রতাপ। তা হলে আর বেশী কেন? যে ভয়ে বেশী দরকার, তা ত চুকে গেল।

সুন্দর। বেশ-গোলামকে হুকুম করুন-- দশখানা শতী ছিপ সঙ্গে নি। তা হ'লে দশ শতকে হাজার লোক আপনার সঙ্গে থাক্‌বে। কাজ কি? মনে যখন খটকা উঠছে, তখন সাবধান হওয়াই ভাল।

প্রতাপ। তোমার নাম কি?

সুন্দর। আজ্ঞে- গোলামের নাম সুন্দর।

প্রতাপ। বেশ, তুমি দশখানা ছিপ প্রস্তুত কর।

সুন্দর। যো হুকুম। (বংশীধ্বনি ও দস্যু গণের প্রবেশ) দশ শতী।

দস্যু। যো হুকুম। (দস্যুগণের প্রস্থান)

সুন্দর। তা হ'লে আস্‌তে আজ্ঞা হয় হুজুর।

প্রতাপ। চল। (সুন্দরের প্রস্থান) শঙ্কর। আগ্রা যাবার মুখে সুন্দর আমার প্রথম লাভ। তার পর মায়ের প্রসাদ। তার পর--মা যশোরেশ্বরী। জানি না তুমি কে? কোথায়? সুন্দর তোমার অনুচর। জানি না তুমি কেমন শক্তিময়ী। এ কি তোমারই লীলাভিনয়? তা হ'লে কোথায় আমার গতির পরিণাম? মা। তোমার সেই অজ্ঞাত অধিষ্ঠান ভূমির উদ্দেশে তোমার অধম সন্তান প্রণাম করে।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রসাদপুর--শঙ্করের বহির্ব্বাটী।

সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। নবাবের লোক দুই দুইবার দাদার ঘর লুঠতে এসে হেরে পালিয়েছে। তার পর আজ মাসখানেক হ'ল সব চুপ; কোন সাড়াশব্দ নেই। এতটা চুপ ত ভাল নয়। নবাব যে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে হেরে অপমানিত হয়ে চুপ ক'রে থাকে, এটা ত কোনও মতে বিশ্বাস হয় না। সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হয়ে নায়েবের কাছারী লুঠ করেছে। নায়েব, তশীলদার, কারকুন, গোমস্তা-- সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে। সবাই জানে--তাদের দাদার বলে বল। হতভাগ্য প্রজা দেশত্যাগের সময় দাদার অজ্ঞাতসারে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। দাদা নিজে কিছু জানেন না। কিন্তু নবাবের লোক সকলেই ত জানে, এ বিদ্রোহিতার মূলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। প্রতিশোধ নিতে দুই দুইবার দাদার ঘর আক্রমণ করেছে। গুরুর কৃপায় দুই দুই বার তাদের হটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এমন ক'রে কয় দিনই বা গুরুর

ঘর রক্ষা করি। যারা আমার বিপদে সহায়, দুই দুইবার বুক দিয়ে যারা আমাকে বিপদে রক্ষা করেছে তারা সকলেই গরীব, দিন আনে দিন খায়। ক'দিনই বা তারা না খেয়ে আমার ঘর আগলাতে ব'সে থাকে। কাজেই তাদের রেহাই দিয়েছি। কিন্তু রেহাই দিয়ে অবধি আমার প্রাণ কাঁপছে। যদি নবাব আবার আক্রমণ কর্‌তে লোক পাঠায়। যদি কি? নিশ্চয় পাঠাবে। নবাব কি অপমান ভুলে গেল? চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রকাণ্ড ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণের মত চারিদিক নিস্তব্ধ। যদিই প্রবল বেগে ঝড় আসে? আমি যে মাতৃরক্ষার ভার গ্রহণ করেছি! যদি রক্ষা কর্‌তে অপারগ হই? মা ভবানী- মনে করতেই প্রাণ কেঁদে উঠে। মাকে যদি হারাই, সমস্ত বাঙ্গালা পেলেও যে তার বিনিময় হবে না। হাজার সের খাঁর শিরশ্ছেদ কর্‌লেও প্রতিশোধ হবে না। মা, রক্ষা কর-সতীরাণি! পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা কর। কি খবর?

সুখময়ের প্রবেশ

সুখ। খবর ঠিক, যা ভয় করেছ তাই। সের খাঁ হুকুম দিয়েছে,- যে তোমাকে বেঁধে আন্‌বে সে হাজার টাকা বক্‌সিস্ পাবে। যে মাকে রাজমহলে হাজির করতে পার্‌বে, সে প্রসাদপুর জায়গীর পাবে।

সূর্য্য। তা হ'লে ত বড়ই বিপদ।

সুখ। বিপদ বই কি।-এবারে এমন ভাবে আসছে, যাতে শুধু হাতে আর ফিরতে না হয়। এ বারে বিশেষ আয়োজন।

সূর্য্য। কবে আস্‌বে বলতে পার?

সুখ। আজকালের মধ্যে। আয়োজন সব ঠিক। তারা কেবল এতদিন অন্ধকারের সুযোগ খুজছিল। আজকে অমাবস্যা, কাল প্রতিপদ। হয় আজ না হয় কাল।

সূর্য্য। তা হ'লে ত আরও বিপদ। লোকজন ত কেউ নেই?

সুখ। কেউ নেই। প্রায় সবাই অগ্রদ্বীপের মেলায় বেচাকেনা কর্‌তে গেছে।

সূর্য্য। তা হ'লে তুমি এক কাজ কর। মাকে এই বেলায় সরিয়ে নিয়ে যাও।

সুখ। যাব কোথায়?

সূর্য্য। আপাততঃ যেখানে নিরাপদ বোধ কর। তার পর যশোরে-দাদার কাছে।

সুখ। আর তুমি?

সূর্য্য। মাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পার্‌লে পাপিষ্ঠগুলোকে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘর লুঠ্‌তে আসার মজাটা টের পাইয়ে দিই। তেঁতুল গাছের ঝোপ থেকে তীর ছুঁড়বো। শালারা সাত রাত খুঁজলেও বার কর্‌তে পার্‌বে না। একটাকেও ফির্‌তে দেব না।

সুখ। তা হ'লে আমি মাকে নিয়ে যাই?

সূর্য্য। এখনি। বিলম্ব কর্‌লে বিপদ ঘট্‌তে পারে। **(সুখময়ের প্রস্থান)** মা! রক্ষা কর। জগজ্জননী সতীরাণি। পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

সুখময়ের মাতার প্রবেশ

সু, মা। এই যে সূর্য্যি। হাঁরে সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। কেন মাসী?

সু, মা। বলি গাঁয়ে আছিস, না শঙ্কর বামুনের মতন পালিয়েছিস্?

সূর্য্য। কেন হয়েছে কি?

সু,মা। আমি মনে কর্‌লুম, শঙ্কর বামুন বউ ফেলে পালাল, তোরাও দেখাদেখি দেশত্যাগী হ'লি।

সূর্য্য। কেন-পালাব কেন? কার ভয়ে পালাব?

সু,মা। যদি না পালাবি, তা হ'লে এমনটা হ'ল কেন?

সূর্য্য। কি হয়েছে?

সু,মা। গাঁয়ে থাকতে আমার মাই-দুধের অপমান কর্‌লি?

সূর্য্য। আরে মর, হয়েছে কি?

সু,মা। লোকে বলে -গয়লা বউ। শঙ্কর, সূয্যি তোর দিগ্‌গজ ছেলে, তোর আবার ভাবনা কি? তোরা থাকতে আমার অপমান!

সূর্য্য। কে অপমান কর্‌লে?

সু, মা। সুখোকে বঞ্চিত ক'রে তোদের দুধ খাওয়ালুম-সুখো একলা খেলে এতদিনে কুম্ভকর্ণ হয়ে যেত।

সূর্য্য। আরে মর্, হ'ল কি?

সু, মা। গয়লা বুড়ো বেঁচে থাক্‌লে কি কেউ আমাকে একটা কথা বল্‌তে পার্‌ত?

সূর্য্য। কে কি বলেছে?

সু, মা। সেবারে পঞ্চাননতলায় পাঁঠার মুড়ী নিয়ে লড়াই। একদিকে হাজার লেঠেলে আর একদিকে তোর মেসো। পাঁঠার মুড়ি নিয়ে টানা টানি আর লড়ালড়ি। তোর মেসোর লাঠি খেলা দেখে হাজার লেঠেল তাক্ লেগে গেল। পাঁঠার মুড়ীধড় ছেড়ে তোর মেসোর হাতে এসে ব্যা ব্যা কর্‌তে লাগল। সূর্য্য। বলি -কি হ'ল বল্?

সু, মা। হরিহরপুরে বোসেদের বাড়ী ডাকাতি। সে কি যেমন তেমন ডাকাতি। বোসেদের দেউড়ীতে কুক্ মেরে লাঠি ঘুরুলে, আর মদন ঘোষের নূতন ঘরের দেওয়াল ঝর্ ঝর্ ক'রে ভেঙ্গে গেল। বোসেরা ছুটে এসে তোব মেসোর কাছে পড়ল বুড়োর তখন জ্বর। জ্বরে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বুড়ো ছুটলো। আর এগারটা ডাকাত পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ীর উঠানে না ফেলে আবার জ্বরে ধুঁক্‌তে লাগিল।

সূর্য্য। না- এ বেটী বড়ই ভোগালে।

সু, মা। তবু সে তালপুকুর চুরির কথা কইনি। তোর বাপ তখন কেষ্টগঞ্জের নায়েব। এক দিন এমনি সন্ধ্যেবেলায় হম্‌কোধম্‌কো হয়ে ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে পড়ল। বল্‌লে -ফণীনাথ দাদা, ফতেপুরের ফাইমণি বাবুর একটা পুকুর চুরি কত্তে পার? তোর মেসো বল্‌লে, খুব পারি। তোরে আর কি বল্‌বো রে বাবা, সেই রাত্রের ভেতরে সেই তালপুকুর বুজিয়ে মাঠ ক'রে, তাতে মটর বুনে ভোর না হ'তে হ'তে বাড়ী এসে খড় কাট্‌তে ব'সে গেল। সেই তার তোরা থাক্‌তে আমার কিনা অপমান। আমার বাড়ীতে পেয়াদা ঢোকে!

সূর্য্য। কখন?

সু,মা। কেন-এই অপরাহ্নে। কল্যাণী বলেছিল-মাসী, অনেক দিন চুল বাঁধিনি। চুলে জটা হয়েছে, ছাড়য়ে দে। আমি শুধু খেয়ে উঠে, একটা পান মুখে কালান্দীর মতন জাবর কাটতে কাটতে বৌমার চুলের গোছায় হাতটি দিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে তিন বেটা পেয়াদা এসে উপস্থিত। এসেই আমার সুমুখে বৌমার গায়ে হাত দিতে চায়।

সূর্য্য। তার পর?

সু, মা। তারপর আবার কি! ভাগ্যি কাস্তে বঁটি কাছে ছিল, তা হ'তেই ত মান রক্ষে হয়েছে।

সূর্য্য। যাক্-গায়ে হাত দিতে পারেনি ত?

সু, মা। ইস্! গায়ে হাত দেবে! আমি শঙ্কর চক্রবর্ত্তী মাসী-আমার সুমুখে তার বৌয়ের গায়ে হাত দেবে। যে বেটা হুমকি মেরে এসেছিল, তার নাকটা বঁটী দিয়ে চেঁচে নিয়েছি। যে বেটা হাত তুলেছিল, তাকে জন্মের মতো নুলো ক'রে দিয়েছি। আর এক বেটা তামাসা করেছিল, বেটার কানে এক মোচড়। বেটা বাপরে মারে ক'রে পালাল,

কিন্তু কান আমার হাতে আটকে রইল।

সূর্য্য। বড় মান রক্ষা করেছিল্ মাসী!

সু,মা। বলিস্ কি! মান রাখ্‌ব না- আমি কেমন লোকের মাসী, কেমন লোকের ইস্ত্রী! তবে কি জানিস্ বাপ সূর্য্যকান্ত! আমি গেরস্তোর বৌ-পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া-বড় নজ্জা করে।

সূর্য্য। যাক্-আর তোকে ঝগড়া কর্‌তে হবে না। আমি আর ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সু, মা। তা হ'লে আমি একবার বাহিরে যেতে পারি?

সূর্য্য। যা।

সু, মা। দেখিস্, যেন দেউড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। অরাজক-অরাজক! নইলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘরে পেয়াদা ঢোকে!

(প্রস্থান

সূর্য্য। এ ত দেখছি ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। কেন মা?

কল্যাণী। তুমি নাকি আমাকে স্থানান্তরে যেতে আদেশ করেছে?

সূর্য্য। কেন, তুমি ত সব জান মা! একটু আগেই ত সব ব্যাপার বুঝতে পেরেছ। বিশেষতঃ আজ অমাবস্যা, তার ওপর আকাশে দুর্য্যোগের লক্ষণ, লোকবলও আজ বেশী নাই-আমি আর সুখময়।

কল্যাণী। কোথায় যাব?

সূর্য্য। সুখময় যেখানে তোমায় নিয়ে যাবে।

কল্যাণী। সে স্থানে কি বিপদের ভয় নেই?

সূর্য্য। (স্বগতঃ) এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন। ।। চুপ ক'রে রইলে কেন-বল?

সূর্য্য। অবশ্য আপাততঃ নিরাপদ।

কল্যাণী। আমি যাব না সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। আজকের দিনটা নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পার্‌লে কাল আমি তোমাকে যশোর পাঠিয়ে দিই।

কল্যাণী। যশোরে পাঠানই যদি আমার স্বামীয় অভিপ্রায় থাক্‌ত: তা হ'লে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌তেন না? প্রসাদপুরের টিকটিকিটেকে পর্যন্ত তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন; আমাকে ঘরে ফেলে রেখে গেলেন কেন? স্বামী কি আমার এতই নির্ব্বোধ যে, ফেলে যাবার সময় এটা বুঝতে পারেন নি, যে তাঁর স্ত্রী বিপদে পড়তে পারে। আর যদি বিপদে পড়ে ত তাকে রক্ষা কর্‌তে কেউ নাই।

সূর্য্য। দোহাই মা! দাদার ওপর অভিমান করো না।

কল্যাণী। অভিমানই কবি, আর যাই করি, সূর্য্যকান্ত! আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সূর্য্য। মা! সন্তানের উপর দয়া কর।

কল্যাণী। না সূর্য্যকান্ত! এ দয়ামায়ার কথা নয়, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা। অন্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি যে নিরাপদ হব, যখন তুমি এ কথা বলতে পারছ না, তখন তুমি বীর হয়ে কেমন ক'রে আমার জন্যে অপর এক পরিবারকে বিপদে ফেল্‌তে চাও? এই কি তোমার গুরুর অভিপ্রায়?

সূর্য্য। মা! আমি সন্তান। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমার অনুরোধ রক্ষা কর।

কল্যাণী। এ অন্যায় অনুরোধ সূর্য্যকান্ত! তার চেয়ে তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি এই স্বেচ্ছায় গৃহীত ভার পরিত্যাগ কর। আমি তুচ্ছ রমনী-আমার জীবন মরণে

দেশের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি বেঁচে থাকলে দেশের অনেক কাজ কর্‌তে পার্‌বে! তুমি আমা হ'তেও আমার স্বামীর আদরের সামগ্রী।

সূর্য্য। দোহাই মা! যাও আর না যাও, সন্তানকে আর মর্ম্মপীড়া দিও না।

কল্যাণী। অভিমানে নয় সূর্য্যকান্ত! যে কার্য্যের ভার নিয়ে স্বামী আমাকে ফেলে গেছেন, তাতে কোন্ সাহসে তাঁর ওপর অভিমান করি? তবে কোথায় যাব? মৃত্যু? বল দেখি সূর্য্যকান্ত, মৃত্যুর যোগ্য এমন পবিত্র স্থান আর কোথায় আছে? তা হ'লে স্বামীর ঘর- জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ-এমন স্থান ত্যাগ ক'রে কোন অপবিত্র স্থানে মর্‌তে যাব কেন? সূর্য্যকান্ত! বাপ! আশীর্ব্বাদ করি- দীর্ঘজীবী হও; তোমার দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন হোক্ স্পর্শে পিশাচের অস্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হোক্ তুমি আমাকে এ স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ কবো না।

সূর্য্য। তবে পায়ের ধূলা দাও। ঘরে যাও- দোর বন্ধ কব।

কল্যাণী। মা শঙ্করী তোমাকে রক্ষা করুন।

সূর্য্য। সুখময়!

সুখময়ের প্রবেশ

সুখময়। চুপ দাদা! শীগগির অস্ত্র নাও। মা, স'রে যাও, বড়ই বিপদ।

কল্যাণী। মা শঙ্করি! তোমার মনে এই ছিল!

সূর্য্য। ভয় নেই মা! এ দু'জন সন্তানের জীবন থাক্‌তে কেউ তোমার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

কল্যাণী। তোমরাও নিশ্চিন্ত থাক বাপ।কল্যাণী বামনীর দেহে প্রাণ থাক্‌তে কোন শয়তান তার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না। তোমরা কেবল যথাশক্তি আমার স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রসাদপুর- পথ।

প্রতাপ ও শঙ্কর

প্রতাপ। এই ত তোমার প্রসাদপুর?

শঙ্কর। প্রসাদপুর বটে, কিন্তু রাতও দুপুর।

প্রতাপ। তা হোক, প্রসাদ আমাকে আজ পেতেই হবে।

শঙ্কর। এ যে অত্যাচার! এত রাত্রে কোথায় কি পাব?

প্রতাপ। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। মায়ের কাছে সন্তান যাচ্ছে, ভাবতে হয়, মা ভাববেন। কমল! (কমলের প্রবেশ) তোমার কাছে যে পেঁটরাটা রেখেছিলুম?

কমল। সেটা এই হুজুরের কাছে রেখেছি মহারাজ!

শঙ্কর। এ সব আবার কি মহারাজ?

প্রতাপ। দেখ শঙ্কর! বাল্যকাল হ'তে আমি মাতৃহীন। বড় আক্ষেপ- কখন তাঁর সেবা করতে পাইনি। যদিই ভাগ্যবশে আবার তাঁকে লাভ কর্‌তে চলেছি, তখন শুধু হাতে কেমন ক'কে তাঁর চরণ স্পর্শ করি?

শঙ্কর। মহারাজ। এত ভালবাসা নয়-এ যে উৎপীড়ন!

প্রতাপ। স্বেচ্ছাচাবী বাঙ্গালার ভুঁইয়াদের কে না উৎপীড়ন সহ্য করে শঙ্কর? যাও ভাই! আমি মাতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি এনেছি। প্রাণ ধ'রে স্ত্রীকেও দিতে পারিনি, সমস্ত আজ মায়ের চরণে অঞ্জলি দেব। যাও আর বেশী

রাত ক'রো না। আমি ক্ষুধার্ত্ত। (শঙ্করের প্রস্থান) কমল! সাবাইকে ব'লে দাও, তারা যেন কোলাহলে গ্রাম বাসীদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে।

কমল। ব্যাঘাত আবার করবে না কি! গ্রামে হৈহৈ রৈরৈ পড়ল ব'লে!

প্রতাপ। কারণ?

কমল। সব শালা বোম্বেটে চুলবুল কর্‌ছে, গোলমাল বাধলো বাধলো হয়েছে।

প্রতাপ। কেন?

কমল। আর কেন-স্বভাব। সুমুখে তারা একখানা বজ্‌রা দেখেছে। আমীর ওমরাওয়ের বজ্‌রার মতন বজ্‌রা। শিকারী বেড়াল- তারা কি ওই দেখে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে? সব শালার গোঁফ নড়ছে। আপনিও সরবেন, আর বাজ্‌রাও লুঠ হব। ওই যে সর্দ্দার আসছে।

সুন্দরের প্রবেশ

প্রতাপ। সুন্দর। নদীতে একখানা বজ্‌রা দেখলে?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর-দেখলুম।

প্রতাপ। কার বজ্‌রা--জেনেছ?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর--জেনেছি। আর জেনে হুজুর কে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

প্রতাপ। কার বজ্‌রা?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর--আমার বাবার।

প্রতাপ। তোমার বাপ বর্ত্তমান আছে?

সুন্দর। আজ্ঞে-নেই ত জান্‌তুম, এখন দেখি আছে। বজ্‌রার মাঝীকে জিজ্ঞাসা করলুম-কার বজ্‌রা? ভেতর থেকে কে বল্‌লে--"তোর বাবার"। হুজুর হুকুম করুন, বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

জনৈক পথিকের প্রবেশ

পথিক। আপনি কে মহাশয়?

প্রতাপ। আমি এক জন বিদেশী।

পথিক। কোন উপায়ে এক সতীর ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারেন?

প্রতাপ। সে কি রকম?

পথিক। কথা বল্‌বার সময় নেই। এতক্ষণে বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল। এই গ্রামের এক ব্রহ্মণ—নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী-তাঁর স্ত্রী সতীমূর্ত্তি। দুরাত্মা তশীলদার তাঁকে অপহরণ করতে এসেছে। রাজমহলে নবারের কাছে পাঠাবে। সে ব্রাহ্মণ বাড়ী নেই, ব্রাহ্মণকন্যাকে রক্ষা করুন।

প্রতাপ। শঙ্করের ঘরে দস্যু! লোক কত?

পথিক। অন্ধকার- ঠিক ক'রে ত বল্‌তে পারছিল না, তবে চার পাঁচশোর কম নয়।

কমল। মহারাজ!-

পথিক। মহারাজ! (পদতলে পড়িয়া) দোহাই মহারাজ। রক্ষা করুন। সে ব্রাহ্মণ এ গ্রামের প্রাণ, তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হচ্ছে, দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

সুন্দর। তা হ'লে এও সেই তশীলদারের বজরা।

প্রতাপ। এখনি বজ্‌রা আটক কর। সুন্দর। যো হুকুম। (প্রস্থান

প্রতাপ। কমল! আমার হাতিয়ার?

(কমলের প্রস্থান

পথিক। মহারাজ। তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আমি সেজা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

প্রতাপ। বেশ --চল।

পথিক। রক্ষা করুন-রক্ষা করুন। ঈশ্বর আপনাকে রাজরাজেশ্বর করবেন। (প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

শঙ্করের অন্তঃপুর।

সূর্য্যাকান্ত ও কল্যাণী

সূর্য্য। আর ত তোমাকে বাঁচাতে পারি না মা! অগণ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ। আমরা সবে দুই জন। যথাশক্তি প্রবেশপথ রোধ করেছি। সুখময় আহত, আমারও শরীর ক্ষতবিক্ষত। পাষণ্ডেরা দেউড়ীর কবাট ভেঙ্গে ফেলেছে। বাড়ীতে ঢুকেছে। আর যে রক্ষা করতে পারি না মা!

কল্যাণী। কি করবে বাপ। আমার অদৃষ্ট। মানুষে যা না পারে, তুমি তাই করেছ। আমার পানে আর চেও না। সূর্য্যকান্ত! তুমি আত্মরক্ষা কর।

সূর্য্য। এ কি মা? মৃত্যুকালে আর বাক্যযন্ত্রণা দাও কেন? যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ কোন দুরাত্মাকে এ ঘরে প্রবেশ কর্‌তে দেব না।

কল্যাণী। গুরুভক্ত বীর! পুত্রাধিক প্রিয় যে তুমি। আমার চোখের সম্মুখে তোমার এ দেব দেহ পিশাচের অস্ত্রে খণ্ডিত হবে। অকৃত্রিম গুরভক্তির কি এই পরিণাম?

সূর্য্য। আমার জন্য ত ভাববার সময় নাই মা! (নেপথ্যে কোলাহল) ওই গেল!-সুখময় আহত অবস্থাতেই মাঝের দোর রক্ষা কর্‌ছিল, তাও গেল! কি হবে মা, কি হবে? বুঝতে পর্‌ছি, আমারও মৃত্যু। কিন্তু মা, তার পর? আমার সকল পূজা-সমস্ত সাধনা-পিতৃতুল্য গুরু-তাঁর পত্নী তুমি -তোমাকে যবনে অপহরণ করবে?

কল্যাণী। অপবহণ করবে? কাকে?-- আমাকে? ভয় নেই সূর্য্যকান্ত! প্রাণ থাকতে কি শঙ্কব গৃহিণী-বাঘিণী-অপহৃতা হয়? তবে তোমার মর্য্যাদা! মা সতীকুলরাণি! ভক্তবৎসলে! গুরুভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা কর মা-- রক্ষা কর।

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ও কোলাহল)

সূর্য্য। এ কি হ'ল বন্দুক ছোড়ে কে?-- (ঘন ঘন বন্দুক-শব্দ ও আর্ত্তনাদ শব্দ) এ কি হ'ল--এ কে এল?

কল্যাণী। মুখ রেখো মা! দোহাই মা! আর বল্‌তে পার্‌ছি না- মুখে বাক্য আসছে না। অন্তর্য্যামিনি। মন বুঝে আশ্রয় দাও।

সূর্য্য। আমি চল্লুম! তুমি দরজা দাও। যদি না ফিরি, নিজের ভার নিজে গ্রহণ ক'রো।

(প্রস্থান

কল্যাণী। দোহাই দীনতারিণী! আমার স্বামী চিরদিন তোমার সেবাতেই কাল কাটিয়েছে। তোমার মানবী মূর্ত্তি সহস্র সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। দোহাই মা! তোমার চিরভক্তকে পদাশ্রয় হ'তে ফেলে দিও না!

সূর্য্য। (নেপথ্যে) মা! মা! আত্মরক্ষা কর- আমি বন্দী।

(দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

কল্যাণী। ইচ্ছাময়ি! এই কি তোমার ইচ্ছা? আমার মৃতদেহ যবনে স্পর্শ কর্‌বে? ভাল- তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। (অস্ত্রগ্রহণ- দ্বারভঙ্গ শব্দ) কিন্তু আত্মহত্যা করব কেন? শঙ্কর আমার স্বামী, আমাতে কি সে দানবনাশিনী শক্তির একটি মাত্র কণার অস্তিত্ব নেই?

দ্বারভঙ্গ ও নবাব- অনুচরের প্রবেশ

অনু। বস্! ইয়া আল্লা! কেয়া তোফা! বিবিসাহেব ঠিক আছে! বিবিসাহেব! সেলাম- -নবাব তোমার জন্যে তঞ্জাম পাঠিয়েছেন- উঠবে এস।

কল্যাণী। আগে তোদের নবাবাকে তার

শ্মশ্রু দিয়ে সে তঞ্জামের পাপোস্ প্রস্তুত করতে বল্ ,তবে উঠব।

অনু। তবে বেয়াদবী মাফ্ হয়- আমাকে জোর ক'কে তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে হ'ল।

কল্যাণী। সাবধান সয়তান! যদি জীবনে মমতা থাকে, তা হ'লে আর এক পদও অগ্রসর হ'সনি!

অনু। তবে রে সয়তানী! (আক্রমণোদ্‌যোগ-প্রতাপের প্রবেশ, বন্দুক-শব্দ ও অনুচরের পতন)

কল্যাণী। এখনও ফের বল্‌ছি--ফের--নরাধম, সয়তান (আক্রমণোদ্‌যোগ)

প্রতাপ। মা-মা! অমি সন্তান। আমাকে হত্যা করো না।

বেগে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। কল্যাণী। কল্যাণী!-

কল্যাণী। অ্যাঁ-অ্যাঁ-তুমি! তুমি!-প্রভু কোথা থেকে?

শঙ্কর। পরে শুন্‌বে। রাজ অতিথি সম্মুখে, চল তাঁর আতিথ্য-সৎকার কর্‌বে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যশোর-পথ।

প্রতাপ।

প্রতাপ। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর আবার আমি যশোরে ফিরে এলুম। স্নিগ্ধ চিরশান্তিময় মাতৃ-ভূমির ক্রোড়ে আবার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লুম। যশোরের এ সলিল-সিক্ত মৃত্তিকাস্পর্শে কি আনন্দ! কেদারবাহিনী মৃদুকলনাদিনী সহস্রতটিনী-সেবিত যশোরের শ্যামপ্রান্তর। কিছুতেই তোমাকে ভুল্‌তে পার্‌লুম না। আগ্রার ঐশ্বর্য্যময়ী হেম-অট্টালিকা, নন্দন-লাঞ্ছন অঙ্গরাগার উদ্যান, কিছুতে-কোন প্রলোভনে-আমাকে যশোরের শ্যামসৌন্দর্য্য ভোলাতে পারেনি। মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য জড়ান আছে, তা ত জানতুম না। মা! তোমাকে নমস্কার, কোটি কোটি নমস্কার আবার নমস্কার। কিন্তু কি করি? কেমন ক'বে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা করি? করতেই হবে—যেমন ক'রে হোক করতেই হবে। মান যাক্, যশ যাক, প্রতিষ্ঠা যাক্, তথাপি বঙ্গভূমিকে শত্রুপদদলন থেকে রক্ষা ক'র্‌তেই হবে। (**সূর্য্যকান্তের প্রবেশ**) কতদূর কি ক'রে উঠ্‌লে সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। পাচ হাজার সৈন্য মাতলার জঙ্গলের ভেতরে রেখে এসেছি।

প্রতাপ। অতদূরে রেখে এলে প্রয়োজন মত পাবে কেন?

সূর্য্য। মহারাজের আদেশমাত্র এখানে এনে উপস্থিত করব। পঞ্চাশখানা শতী ছিপ নিয়ে সুন্দর বিদ্যাধরীর এপারে অবস্থান করছে। হুকুমমাত্র দেখ্‌তে দেখ্ তে পাঁচ হাজার ফৌজ যশোরে এসে উপস্থিত হবে। এত সৈন্য যশোরের কাছে রাখ্‌লে পাছে কেউ সন্দেহ করে, এই ভয়ে কাছে আন্‌তে সাহস করিনি।

প্রতাপ। রাজমহলের সংবাদ কিছু রেখেছ?

সূর্য্য। রেখেছি। সের খাঁ প্রতিশোধ নেবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যশোরে রওনা করেছে।

প্রতাপ। সে সম্বন্ধে করছ কি?

সূর্য্য। হাজার গুপ্ত সেনা নিয়ে মামুদকে তাদের গতি লক্ষ্য রাখতে বলেছি। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সুখময় বারাসতে অবস্থান করছে

শালকের পশ্চিমে আছে ঢালিপতি মদন।

প্রতাপ। ছোট রাজা সের খাঁর খবর রেখেছেন?

সূর্য্য। শুনেছি, সের খাঁর প্রেরিত দূত-যশোরে এসেছে। রাজা নাকি অর্থ উপঢৌকন দিয়ে সের খাঁকে তুষ্ট করবার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। টাকা দেওয়া হয়েছে কি?

সূর্য্য। এখনও হয়নি। তবে কা'ল টাকা দেবার শেষদিন। আজ থেকে সাত দিনের ভিতরে টাকা রাজমহলে পৌঁছান চাই।

প্রতাপ। তুমি এখনি যাও। যত শীঘ্র পার যশোরের ধনাগার অবরোধ কর। সাবধান! যশোরের এক কর্দ্দপকও যেন সের খাঁর নিকটে না উপস্থিত হয়। সেরখাঁর গতিরোধের ভার আমি নিজহস্তে গ্রহণ করলুম।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা। (সূর্য্যকান্তের প্রস্থান

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। মহারাজ!

প্রতাপ। কি খবর?

সুন্দর। সেনাপতি কোথায় গেলেন?

প্রতাপ। তিনি যশোরে গেলেন। কি বল্‌তে চাও, আমাকে বলতে পার। আমিই এখন সেনাপতি। সের খাঁর ফৌজের কি সন্ধান পেয়েছে?

সুন্দর। নবাব শাল্‌কে এসে পৌঁছেছে।

প্রতাপ। তার ভাগীরথী পার হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

সুন্দর। যো হুকুম।

শঙ্করের প্রবেশ

প্রতাপ। শঙ্কর!-

শঙ্কর। মহারাজ!

প্রতাপ। তুমি আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে মহারাজ বল, না তোমার বিশ্বাস-আমি মহারাজ?

শঙ্কর। যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য এ বঙ্গদেশের মহারাজ নাম ধারণে একমাত্র যোগ্যপাত্র।

প্রতাপ। যোগ্য পাত্র ত আমি এখনও মহারাজ নই কেন?

শঙ্কর। পিতা খুল্লতাত বর্ত্তমানে সেটা কেমন ক'রে হয় মহারাজ?

প্রতাপ। তা আমি জানি না। তুমি আমাকে মহারাজ ব'লে সম্বোধন কর। কেন কর, তা তুমিই বল্‌তে পার। কিন্তু আমার চোখের ওপর, যদি যশোরের অর্থ লুণ্ঠিত হয়-যদি পিতা খুল্লতাত অবনত মস্তকে সের খাঁকে সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমার কার্য্যের জন্যে ক্ষমা প্রর্থনা করেন, তখন তুমি আমাকে মহারাজ বল্‌তে মনেও কুণ্ঠিত হবে না?

শঙ্কর। আমি যে এ কথার কি জবাব দেব, তা ত বুঝতে পার্‌ছি না মহারাজ?

প্রতাপ। আবার মহারাজ! বেশ-আমিও তোমাকে শূন্য রাজত্বের মন্ত্রিত্ব প্রদান কর্‌লাম।

শঙ্কর। আকাশও শূন্য। কিন্তু তার গর্ভে অনন্ত কোটি উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ড।

প্রতাপ। যদিই আমি মহারাজ, তখন আমার কার্য্যের জন্যে আমি আবার কার কাছে কৈফিয়ত দেব?

শঙ্কর। আপনার অভিপ্রায় কি?

প্রতাপ। সের খাঁ কি কর্‌ছে জান?

শঙ্কর। জানি।

প্রতাপ। সে কি? তুমিও এ সংবাদ রেখেছ!

শঙ্কর। মহারাজ, আপনি আমার মর্য্যাদা রাখতে নিজের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ পাননি। দেশমধ্যে প্রচারিত হয়েছে, নবাবের হাত থেকে আপনি প্রসাদপুরের এক

দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নীকে রক্ষা করেছেন। মহারাজ! আমি আপনার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রেখে কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি? শুনলুম, সের খাঁ আপনাকে শাস্তি দেবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে যশোর আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে।

প্রতাপ। কিন্তু ছোটরাজা যশোর রক্ষার কি উপায় উদ্ভাবন করেছেন জান কি?

শঙ্কর। জানি। তিনি এক ক্রোর টাকা ও পাঁচটি সুন্দরী রমণী নবাবকে দান ক'রে তাকে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। রমণী!-কই, এ কথা ত শুনিনি শঙ্কর!

শঙ্কর। কল্যাণীকে বন্দিনী কর্‌তে এসেছিল। আপনার জন্যে পারেনি। তাই আক্রোশে নবাব যশোর আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে। এ সকল রমণী সেই কল্যানীর বিনিময়। অবশ্য ছোটরাজার সদুদ্দেশ্যে আমি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ কর্‌তে পারি না। শিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক, রাজমহলের মাম্‌লুৎদার, সের খাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হস্তমেয় যশোরেশ্বরের বাতুলতা মাত্র। সের খাঁ আপনাকে বন্দী ক'রে রাজমহলে পাঠাবার জন্য রাজা বসন্ত রায়ের ওপর পরোয়ানা পাঠান। আপনাকে রক্ষা কর্‌বার জন্যেই ছোটরাজা এ কার্য্য করেছেন।

প্রতাপ। রমণী!-নবাবের উপভোগ্য কর্‌বার জন্যে যশোর থেকে রমণী পাঠাতে হ'বে? বল্‌তে পার, তার ভেতর স্বেচ্ছায় যাচ্ছে ক'জন?

শঙ্কর। তা জানি না। কিন্তু একটি রমণী ধর্ম্মনাশভয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শুনলাম, রাণী কাত্যায়ণী তাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রতাপ। এ রমণী কোথায়?

শঙ্কর। অনুমতি করেন, আন্‌তে পাঠাই।

প্রতাপ। তাকে আশ্রয় দেবার কি ব্যবস্থা করেছে?

শঙ্কর। আশ্রয়দাতা মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

প্রতাপ। শঙ্কর! এই সকল ধর্ম্মনাশ-ভীতা অভাগিনীর অশ্রুসিক্ত যশোরে আমাকে আধিপত্যের গৌরব ক'রে বেঁচে থাক্‌তে হবে?

শঙ্কর। কি আর ক'রবেন?

প্রতাপ। কি কর্‌ব? করব কি-করেছি। যে দণ্ডে প্রসাদপুরে আমি নবাবের শত্রুতা করেছি, ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রে সেই দণ্ড হ'তেই আমি প্রতীকারেরও চেষ্টা ক'রে এসেছি। এই দেখ শঙ্কর। সেই চেষ্টার ফল। (ফারমান প্রদর্শন)

শঙ্কর। কি এ মহারাজ?

প্রতাপ। বাদশা আকবর-দত্ত ফারমান। সম্রাটকে কথায়, কার্য্যে তুষ্ট ক'রে তাঁর কাছে থেকে আমি যশোর-শাসনের অনুমতি পেয়েছি। এখন থেকে আমিই যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

শঙ্কর। আমিও কায়মনোবাক্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় কামনা করি।

প্রতাপ। যে বন্দিনী রাজা বসন্ত রায়ের অত্যাচার থেকে আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

কমলের প্রবেশ

কমল। মহারাজ-মহারাজ।

প্রতাপ। কি, কি-ব্যাপার কি?

কমল। এই হুজুর যে বিবিকে আমার কাছে জিম্মা রেখে এসেছিলেন, সেই-

শঙ্কর। সেই কি?

কমল। আমার কাছটিতে তাকে বসিয়ে রেখে চ'লে এলেন- তার পর-

শঙ্কর। তার পর কি?

প্রতাপ। এ কি কমল! তুমি উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করছ কেন?

কমল। আজ্ঞে, কি যে, কিছুই বল্‌তে পারছি না যে মহারাজ! কি দেখলুম- কি দেখলুম!

প্রতাপ। কাঁপছ কেন? স্থির হও। স্থির হয়ে বল--ব্যাপার কি? তুমি কি কোন দৈবী বিভীষিকা দেখেছ?

কমল। আজ্ঞে মহারাজ! হুজুর যেই আমার কাছে মেয়েটিকে রেখে চ'লে এলেন, অমনি সে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে কত অভয় দিলুম। মহারাজের গুণের কথা, হুজুরের গুণের কথা-সব ব'লে তাকে কত আশ্বাস দিলুম। তবু ঘোমটায় মুখ ঢেকে বিবিসাহেব কাঁদ্‌তে লাগল। তখন কি করি, আমি হুজুরকে খুঁজতে এলুম, দেখা পেলুম না। গিয়ে দেখি, বিবিসাহেব নেই!- এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ খুঁজলুম, কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। প্রাণের বড় ভয় হ'ল। রাত্রি অন্ধকার-চারিদিকে ঘন বন- কাছে বসিয়ে দু'পা গেছি, কি-- না গেছি, ফিরে এসে দেখি, বিবিসাহেব নেই!—প্রাণেবড় ভয় হ'ল। তবে কি বিবিসাহেবকে বাঘে নিয়ে গেল!কেমন করে আপনাদের কাছে মুখ দেখাব, এই ভাবনায় আকুল হয়ে পড়লুম। তখন আবার খুঁজলুম-বন আঁতিপাতি ক'রে খুঁজলুম। কোথাও তার সন্ধান পেলুম না। কত ডাকলুম--বিবিসাহেব বিবিসাহেব ব'লে কত চীৎকার করলুম, সাড়া শব্দ কিছুই পেলুম না। হতাশ হয়ে ফির্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় বনের ভেতর থেকে কে যেন ব'লে উঠল- 'কমল!'--ফিরে চেয়ে দেখি-জনাব! সে কি দেখলুম! আমি বল্‌তে পারব না। আমি আর তা দেখতে পার্‌ব না। দেখে মূর্চ্ছা গিছলুম। আমি আর তা দেখতে পার্‌ব না। আপনারা দেখতে চান, সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোরেশ্বরীর মন্দির।

চণ্ডীবর ও বিজয়া।

বিজয়া। চণ্ডীবর! আজ এই ঘোরা দিগন্তব্যাপিনী অমানিশায় এই শার্দ্দূলরব মুখরিত অরণ্য মধ্যে মায়ের আমার কোন্ রূপধ্যানে নিযুক্ত আছ?

চণ্ডী। কেন মা! চিরদিন মায়ের যে মুখ দেখে আমি আত্মহারা-কালিন্দীর তরঙ্গসদৃশ শ্যামল সৌন্দর্য্যের যে উচ্ছাসে মা আমার সমস্ত সংসারকে আবৃত ক'রে রেখেছেন, সে রূপ ভিন্ন আবার অন্য কোন্ রূপে মাকে আমার দেখতে আদেশ কর জননি?

বিজয়া। না বাপ! মায়ের অন্য কোন রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী। তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

বিজয়া। উঁহুঁ। অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা, যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা। যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতি- ভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা, সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা।।

বিজয়া। বঙ্গে সরস্বতীর কৃপার অভাব নেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণেব বীণার কোমল ঝঙ্কারে বঙ্গ-গগন

প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকবে। চণ্ডীবর! মায়ের অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্‌বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরীমাতান্নপূর্ণেশ্বরী।।

বিজয়া। আর কেন চণ্ডীবর! এখনও দেহি! মা আমার দিতে বাকি রেখেছেন কি! যমুনাজল সম্পূর্ণা অমৃত রূপিণী ভাগীরথী যাঁর কণ্ঠহার, চিরতুষারধবলিত হিমাচল যাঁর শিরোভূষণ, চিরশ্যামল শষ্যসম্পদ যাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনশ্রীতে যিনি কুটিলকুন্তলা, অনন্তপ্রসারী নীলাম্বু রাশির শুভ্র তরঙ্গফেনরেখা যাঁর মেখলা, সে বঙ্গমাতার কিসের অভাব চণ্ডীবর? যাঁর জলে স্বর্ণ, ফলে সুধা, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, যাঁর অঙ্গে শিরীষকুসুমের কোমলতা, যাঁর ললাট শশিসূর্য্যকরোজ্জ্বল, যাঁর সমীরণ মধুগন্ধ-কুসুমশীকরবাহী, সে বঙ্গের জন্য আর ধন-রত্ন ভিক্ষা কেন? চণ্ডীবর! মায়ের অন্য রূপ দান কর।

চণ্ডী। বর্হাপীড়াভিরামাং মৃগমদতিলকাং
কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডাং
কঞ্জাক্ষীং কম্বুকণ্ঠাং স্মিতসুভগমুখাং
স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামাং শান্তাং ত্রিভঙ্গাং রবিকরবসনাং
ভূষিতাং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থাং যুবতিশতবৃতাং
ব্রহ্মগোপালবেশাম্।।

বিজয়া। উঁহুঁ! তবে গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ করলুম কেন? চণ্ডীবর! মায়ের আর কোন রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। এ কি মা কপালিনী? বিজয়লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে কোন মহাপুরুষকে সমর-সজ্জায় সাজিয়ে দিচ্ছ মা!

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নবমালাবিভূষণা।।

বিজয়া। বল চণ্ডীবর! আবার বল--আবার বল।

চণ্ডী। দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা।।

বিজয়া। আহা, কি সুন্দর! --চণ্ডীবর, মাকে দেখাও— মাকে দেখাও। বঙ্গদেশে অভয়ার নাম প্রচার কর।

চণ্ডী। নিশুম্ভ-
শুম্ভহননী মহিষাসুরমার্দ্দিনী। মধুকৈটভহন্ত্রী চ
চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী।।
অনেকশস্ত্রহস্তা চ নেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
অপ্রৌঢা চৈব প্রৌঢা চ বৃদ্ধা মাতা
বলপ্রদা।।

বিজয়া। চণ্ডীবর! মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর। রক্তনিষিক্ত অগণ্য জবার অঞ্জলি দিয়ে কপালিনীর আবাহন কর। ডাক-যুক্তকরে মাকে ডাক! মা মা ব'লে চীকার ক'বে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ কর। মা আমার আর একবার আসুন। বল্ মা প্রচণ্ডবলহারিণি! একবার বল্! বহুকাল পূর্ব্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা করতে , ইন্দ্রাদি-দেবগনসম্মুখে যে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্ট নির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে আর একবার বল্--

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যারসংক্ষয়ম্।।

প্রতাপ, শঙ্কর ও কমলের প্রবেশ

কমল। এগিয়ে যান মহারাজ! আমি মুসলমান। হিঁদুর দেবতার কাছে আমি ত

যেতে পার্‌ব না।

প্রতাপ। তোমারই জীবন সার্থক। তুমি মায়ের দর্শন পেয়েছ। আমরা অন্ধ। তাই কমল। আমরা কিছু দেখতে পেলুম না।

শঙ্কর। আর দেখ্‌বার প্রত্যাশা কই!

কমল। হতাশ হবেন না। এইখানে দেখেছি। ঠিক এইখানে। সে এক অপূর্ব্ব আলোক! এমনটি আর কখনও দেখিনি। তার গায়ের চারিদিক থেকে যেন আভা গ'লে গ'লে পড়ছে। আহা!-মহারাজ! সে কি দেখলুম। আর একটু এগিয়ে যান। তা হ'লে বুঝি দেখতে পাবেন। আমি একটু দূরে থাকি। কি জানি, আমি থাক্‌লে তিনি যদি আর না দেখা দেন।

প্রতাপ। না কমল! তুমি থাক। তুমি ভাগ্যবান্, তুমি থাক্‌লে তোমার ভাগ্যে আমরা দেখতে পেলেও পেতে পারি। নইলে পাব না।

শঙ্কর। তাই ত মহারাজ। এখানে যে এক অপূর্ব্ব কুঞ্জ দেখছি। এই অপূর্ব্ব কুঞ্জমধ্যে-মহারাজ। এ কি দেখি!-কি অপূর্ব্ব পাষাণময়ী দেবীপ্রতিমা!

কমল। তাই ত শঙ্কর! একি বিচিত্র ব্যাপার! মায়ের অঙ্গজ্যোতিতে যথার্থই যে সমস্ত বন আলোকিত হ'য়ে উঠল।

কমল! হুজুর! এগিয়ে যান। এগিয়ে দেখুন, যা ব'লেছি তা ঠিক কি না! আমি আর যাব না। একটু দূরে থাকি। (প্রস্থান

চণ্ডী। কে তুমি।

প্রতাপ। আপনি কে?

চণ্ডী। আমি এই স্থানাধিকাবী।

শঙ্কর। এটি কোন্ দেবতার স্থান?

চণ্ডী। যদি হিন্দু হও, তা হ'লে এ প্রশ্ন নিস্প্রয়োজন। যদি হিন্দু না হও, তা হ'লে এ প্রশ্নের উত্তর নিস্প্রয়োজন।

প্রতাপ। মাতৃমূর্ত্তি দেখ্‌ছি, কিন্তু মায়ের কি একটাও নির্দ্দিষ্ট নাম নেই?

চণ্ডী। যশোরেশ্বরী।

প্রতাপ। ইনিই যশোরেশ্বরী?

চণ্ডী। ইনিই যশোরেশ্বরী।

শঙ্কর। তা হ'লে উভয় বন্ধুতে শুভলগ্নে ভাগ্যবশে যাঁকে দেখেছিলুম, তিনি কে?

চণ্ডী। এই পাষাণময়ীর প্রতিবিম্ব।

বিজয়া। না মহারাজ--সেবিকা।

প্রতাপ। এই যে—এই যে স্বররূপিণী পাষাণী!

বিজয়া। মহারাজ! নিদ্রিতা পাষাণীকে জাগ্রতা কর। মহাকালীর মূলমন্ত্রে তুমি এই পাষাণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর। কল্যাণি!

শঙ্কর। কল্যাণী!--কল্যাণী এখানে!

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। মহারাজ! আপনার বিপদের কথা শুনে আমরা মায়ের পূজা দিতে এসেছি।

প্রতাপ। আমরা?

বিজয়া। কল্যাণী আছে, আরও আছে। ভগিনি! আলোক প্রজ্বলিত কর।

কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতির প্রবেশ

প্রতাপ। সে কি-তুমি বিপন্না?

কাত্যা। বড়ই বিপন্না। স্বামিনিন্দা শ্রবণের মত বিপদ্ স্ত্রীলোকের আর কি আছে? সতী শ্রবণমাত্রে দেহত্যাগ করেছিলেন।

প্রতাপ। তোমার বিপদ্-

কাত্যা। বড় বিপদ্!-অপনি কি নবাবের অত্যাচার থেকে কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে রক্ষা ক'রেছিলেন?

শঙ্কর। মা! সে ব্রাহ্মণকন্যা আপনারই সম্মুখে।

প্রতাপ। আমি রক্ষা ক'রিনি-মা

যশোরেশ্বরী রক্ষা করেছেন।

কাত্যা। যিনিই করুন, কিন্তু যশোরে দুর্নাম রটেছে আপনার।

শঙ্কর। দুর্নাম রটেছে?

কাত্যা। কাজেই। নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে যশোর আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছেন। কে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে? কোথায় বিশাল বঙ্গভূমির শক্তিমান অধীশ্বর, আর কোথায় ক্ষুদ্র এক বনভুমির অতি তুচ্ছ জমীদার! কাজেই এক সতীর মর্য্যাদা রাখতে যে সহস্র সতীর মর্য্যাদা যায়! রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে এ বিপদের কারণ নির্দ্ধারণ করেছে। যশোরনগরী দেবহৃদয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের দুর্নামে পরিপূর্ণ। প্রাণের যাতনায় দাসী, মা যশোরেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

প্রতাপ। মাকে প্রাণ ভ'রে ডাক। তিনিই রাণী কাত্যায়নীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বেন।

(গীত)

সখীগণ।

এস শুভদে বরদে শ্যামা।
শক্তি পাবক, রসনা লক লক,
তারক দেব-অভিরামা।।
হেমগিরিবর-শৃঙ্গে, কঠোর তুষার তটভঙ্গে,
ভাববিভঙ্গিনী, এস রণরঙ্গিণী
জয়া বিজয়া সখী সঙ্গে--
এস অচিন্ত্য রূপধরা, বর-অভয়করা (তারা গো)
কৃপা-হাস বিকাশ ত্রিযামা।
এস আকুল গলিত হিমধামা।

প্রতাপ। মা! তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, মায়ের কার্য্য কর্‌তে শুভযাত্রা করি।

বিজয়া। এই নাও, মাতৃদত্ত 'বিজয়া' অসি গ্রহণ কর।

প্রতাপ। প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন।

চণ্ডী। জয়োহস্তু। গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ, শত্রুপক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাটী--প্রাঙ্গণ।

বিক্রম ও ভবানন্দ।

বিক্রম। আঁা, বল কি! মালখানা লুঠ কর্‌লে!

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, ঠিক লুঠ নয়।

বিক্রম। আবার লুঠ নয় কেন? মালখানার চাবি কেড়ে নিয়েছে ত?

ভবা। আজ্ঞে।

বিক্রম। টাকা আট্‌কেছে ত?

ভবা। আজ্ঞে।

বিক্রম। তবে আর লুঠের বাকি কি? সব লুঠ।

ভবা। আজ্ঞো হাঁ-এক রকম লুঠ বই কি।

বিক্রম। লুঠ-সব লুঠ। ভবানন্দ! সব গেল। ছেলে হ'তেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। মান গেল--সম্ভ্রম গেল। মোগলের হাতে জবাই হ'তে হ'ল।

ভবা। উতলা হবেন না মহারাজ। বড় রাজকুমার অতি বুদ্ধিমান্। তিনি যখন এমন কার্য্য করেছেন, তখন নিশ্চয়ই এর ভেতর একটা না একটা মানে আছে।

বিক্রম। আর মানে আছে! মতিচ্ছন্ন ভবানন্দ--মতিচ্ছন্ন। ও সব মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। নইলে সে নবাবের সঙ্গে টক্কর দিতে যায়! গেল! গেল-সব গেল! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কিছু রইল না। দুর্জ্জন সন্তান-দুষ্কর্ম্ম করেছে-- আমরা কোথা হতভাগাকে

রক্ষা কর্‌বার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছি- টাকা-কড়ি, বাঁদী দিয়ে নবাবকে তুষ্ট কর্‌ছি হতভাগ্য সন্তান কি না আমাদেরই ওপর বিদ্রোহী হ'ল। সব পণ্ড কর্‌লে। আজকে নবাবকে টাকা দেবার শেষ দিন। সেই টাকা আবদ্ধ হয়েছে। সর্ব্বনাশ হ'ল যে ভবানন্দ! আমার যশোর গেল! ক্রোধান্ধ নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। ভবানন্দ! আমার এমন সাধের যশোর আর রইল না। যাক্!- তারা শিবসুন্দরি! ভবানন্দ, আর কেন? কৌপীন ধর। স্ত্রীপুত্র নিয়ে অন্যত্র যাও। যশোরের ভীষণ অবস্থা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এই বেলায় মানে মানে স্ত্রীপুত্র পরিবারের ধর্ম্মরক্ষা কর। দুর্গা দুর্গমহরে- দুর্গা দুযখ্‌হরে!

ভবা। তাই ত মহারাজ, ও কথাটা মনে ছিল না মহারাজ। নবাব ত সত্যি সত্যিই আসবে বটে। তাই ত মহারাজ! তা হ'লে কি করি মহারাজ?

বিক্রম। আমার পানে আর চেও না ব্রাহ্মণ। ওপর দিকে চাও। তিনি না রক্ষা ক'র্‌লে আমার বাবারও আর সাধ্য নেই। তারা- শিবসুন্দরী!

ভবা। যত নষ্টের মূল সেই বদমায়েস চক্রবর্ত্তী বামুন।

বিক্রম। না ভবানন্দ। তার অপরাধ কি?

ভবা। তাই ত- তাই ত। তারই বা অপরাধ কি? অপরাধ অদৃষ্টের।

বিক্রম। তাই বা কেন?

ভবা। তাই ত তাই বা কেন? অদৃষ্টের অপরাধ কি?

বিক্রম। চোখের ওপর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে- তখন অদৃষ্ট কেন?

ভবা। জ্বল-জ্বল কর্‌ছে--অদৃষ্ট--দেখা যায় না। শোনা কথা--শোনা কথা। অদৃষ্ট বেচারিরই অপরাধ কি?

বিক্রম। সমস্ত নষ্টের মূল আমার কুলাঙ্গার সন্তান।

ভবা। ঠিক বলেছেন মহারাজ।-সমস্ত নষ্টের মূল-

কমল, প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ

ভবা। আস্‌তে আজ্ঞা হয়--আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিক্রম। কে ও? প্রতাপ-আদিত্য? (প্রতাপের অভিবাদন)

শঙ্কর। জয়োহস্তু মহারাজ।

বিক্রম। এ কি প্রতাপ। এ কি শুন্‌লুম প্রতাপ! বহুদিনের অদর্শন--কোথায় আমরা দুই ভাই তোমাকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, তা না হয়ে তোমাকে দেখে কি না লজ্জায় আমাকে মাথা হেঁট করতে হ'ল?

শঙ্কর। মাথা হেঁট করতে হবে কেন মহারাজ? প্রতাপের অস্তিত্বে আপনার বংশের গৌরব, আপনার পিতৃনাম সার্থক।

ভবা। দু'শোবার, দু'হাজারবার।

শঙ্কর। অপনি নি:শঙ্কচিত্তে পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

ভবা। বস্, তাই করুন, সমস্তা লেঠা চুকে যাক্। চক্রবর্ত্তী মহাশয়! তা হ'লে আমার হাতে মালখানার চাবিটে দিয়ে ফেলুন। আমি সালতামামী নিকেশ গুলো ক'রে আসি। কাগজপত্র-গুলো সব হাগুল মাগুল হয়ে আছে। হারালে একেবারে সব মাটী। খেই ধরবার উপায় নেই। দিন-চাবিকাঠিটে টপ করে দিয়ে ফেলুন। আপনি সাদাসিধে লোক, চিরকাল কুস্তিগিরি ক'রে কাটিয়েছেন, হিসেব নিকেশের হাঙ্গামা কি আপনার পোষায়?

বিক্রম। এরূপ আচরণের অর্থ এক বর্ণও যে বুঝতে পারলুম না প্রতাপ।

ভবা। আর বোঝবার দরকার কি?

বিক্রম। এ তুমি পাগলের মতন কি বল্‌ছ ভবানন্দ? তুমি কি বল্‌তে চাও -এ পুত্রযোগ্য কার্য্য?

ভবা। আজ্ঞে-আমি আজ্ঞে, উনি আজ্ঞে-যোগ্যও আজ্ঞে, অযোগ্যও আজ্ঞে।

বিক্রম। যাক্, যা করেছ -করেছ। দাও--- এখন মালখানার চাবি দাও।

প্রতাপ। সেনাপতি। (**সূর্য্যকান্তের প্রবেশ**) মালখানার চাবি? (সূর্য্যকান্তের প্রতাপকে চাবি প্রদান)

ভবা। আরে মলো। সূয্যে-সে হ'ল সেনাপতি। এ যে এক-পা এক পা ক'রে নদে জেলাটাই যশোরে এল দেখছি। সুয্যি গুহ--সূয্যে--যাকে আমরা ক্যাবলা বল্‌তুম। যা বাবা--সব মাটী!

প্রতাপ। এই নিন্--গ্রহণ করুন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হ'ন যে, এ ধনাগার থেকে এক কড়া কড়িও আপনি পাপিষ্ঠ সের খাঁর নিকট প্রেরণ কর্‌বেন না।

বিক্রম। তবে কি তুমি বল্‌তে চাও, আমি এই বৃদ্ধবয়সে মোগলের খোঁচা খেয়ে অপঘাতে মরব?

প্রতাপ। যে পাষণ্ড শক্তির অপব্যবহার করে, অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর অত্যাচার করতে অগ্রসর হয়, তার কাছে মাথা হেঁট করার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিক্রম। বল কি? আমার সোনার যশোর ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দেব?

প্রতাপ। আর সোনা থাকবে না মহারাজ। যশোরের অর্থে, যশোর-নারীর সতীত্বে যদি কৃমি-কীটের তর্পণ হয়, তখন এ যশোর নরক হ'তেও অপবিত্র হবে। সেরূপ পিশাচভোগ্য স্থানের নদীগর্ভে গমনই শ্রেয়স্কর।

বিক্রম। তা--যদিই আমরা নবাবকে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টা করি, সে ত তোমারই জন্য। তুমি অন্যায় না ক'র্‌লে আমাদেরই বা সের খাঁর এত খোসামোদ ক'র্‌বার কি দরকার?

ভবা। রাম রাম। টাকাগুলো নয়-ছয়। তাকি একটা আধটা-একেবারে একশো লাখ! একে টানাটানির সময়---রাম রাম। ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়--ন বিপ্রায়।

প্রতাপ। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, আপনি আমাকে শত সহস্রবার তিরস্কার করুন। তা ব'লে অন্যের সমক্ষে মর্য্যাদা রক্ষা, পুত্র কি পিতার কাছে প্রত্যাশা করতে পারে না?

বিক্রম। পথে যেতে যেতে-কোথাকার কে--তার স্ত্রী--

প্রতাপ। কোথাকার কে নয় মহারাজ। এই ব্রাহ্মণসন্তান।

বিক্রম। অ্যাঁ!

প্রতাপ। এই শঙ্করের গৃহিণী--তাঁর ওপর অত্যাচার!

ভবা। অ্যাঁ।

বিক্রম। শঙ্করের গৃহিণী।

শঙ্কর। মহারাজ অন্যকারও নয়, অপনার আশ্রিত এই ব্রাহ্মণসন্তানেরই ওপর অত্যাচার।

বিক্রম। তোমার ওপর অত্যাচার (**কল্যাণীর প্রবেশ**) ইনি কে? ইনি কে?

শঙ্কর। উনিই আপনার নন্দিনী।

কল্যাণী। পিতা। গৃহস্থের বউ--প্রাণের লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে রাজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বিক্রম। এই আমার মা জননী শঙ্করঘরণী। তোমার ওপর অত্যাচার।

কল্যাণী। পিতা! নন্দিনী কি আশ্রয়দানের যোগ্য নয়?

বিক্রম। যোগ্য নও, এমন কথা কোন্ মুখে বলব মা? হিন্দু ব'লে ত আপনাকে পরিচয় দিই। ভক্তি থাক্ আর না থাক্, অন্ততঃ দু একবার মায়ের নাম মুখেও ত উচ্চারণ করি। তুমি সেই মায়ের অংশ, তাতে ব্রাহ্মণকন্যা--তুমি আশ্রয়দানের অযোগ্য--এ কথা বল্‌লে আমার জিব যে খসে যাবে মা।- তারা শিবসুন্দরি!--ভবানন্দ! তুমি ছোটরাজাকে ডেকে নিয়ে এস। **(ভবানন্দের প্রস্থান)** ইচ্ছাময়ী তারা। তোমারই ইচ্ছা তোমারই ইচ্ছায় যশোর হয়েছে। আবার তোমারই ইচ্ছায় যদি সে যশোর যায় ত যাক্!- প্রতাপ। তুমি ছোট রাজার সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভাল বিবেচনা হয় কর। অপরাধ নেই- অপরাধ নেই। তোমার ক্রোধ হবার বিশেষ কারণ আছে, আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম। মা লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও। --দুর্গা দুর্গমহরে-- (প্রস্থান

প্রতাপ। ও দিকের সংবাদ কিছু জান সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। শুনলুম,-মহারাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সের খাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করেছেন।

প্রতাপ। যেমন সের খাঁ সৈন্যসামন্ত নিয়ে শাল্‌কে পার হয়েছে, অমনি বন্দোবস্তমত চারিদিক থেকে চার দল বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। যশোর বিজয় করতে এসে, তারা উল্‌টে যে এরূপ ভাবে আক্রান্ত হবে, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। কাজেই সে আক্রমণের বেগরোধ করবার তারা বিশেষ রকম বন্দো বস্তও কর্‌তে পারেনি। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে--চারিদিক থেকে তীব্রবেগে আক্রান্ত হয়ে তারা তিন চার ঘন্টার ভেতরেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

সূর্য্য। ভৃত্যকে শুধু স্বজাতিদ্রোহী কর্‌তে যশোরে রেখে গেলন। এ মোগল-জয়ের আনন্দ আমি অনুভব কর্‌তে পার্‌লুম না।

শঙ্কর। দুঃখ কেন সূর্য্যকান্ত! দু'দিন পরে সমস্ত বাঙ্গলাই যে তোমার বীরত্বের লীলাভূমি হবে।

প্রতাপ। তোমারই শিক্ষিত সৈন্যের গুণে আমি এ বিপুল বাহিনীকে পরাজয় কর্‌তে সমর্থ হয়েছে।

সূর্য্য। সের খাঁর সৈন্যের অবস্থা কি?

প্রতাপ। কতক দল ভাগীরথীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার অর্দ্ধেকের উপর হত হয়েছে। কতক দল বেড়া জালে ঘেরা হয়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়--সের খাঁ ধরা পড়েনি, শরীররক্ষী সৈন্য নিয়ে সে বরাবর উত্তরমুখে পালিয়েছে।

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় অসম্পূর্ণ থাকে না। সের খাঁ ধরা পড়েছে।

উভয়ে। ধরা পড়েছে?

সূর্য্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

প্রতাপ। যে ধরেছে সূর্য্যকান্ত, সে যদি আমার যশোর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, ত তাকে আমি যশোর দিতে প্রস্তুত আছি।

সূর্য্য। কে যে ধরেছে, তার আমি ঠিক কর্‌তে পারিনি। মামুদ, মদন, সুখময়- তিন জনেই নবাবের অনুসরণ করেছিল, কিন্তু, আমি ধরেছি--এ কথা কেউ স্বীকার কর্‌তে চায় না। সুখময় বলে-মদন ধরেছে, মদন বলে—মামুদ ধরেছে, মামুদ বলে—সুখময়, মদন নবাবকে গ্রেপতার করেছে।

শঙ্কর। মহারাজ! তারা যশোরপতির প্রেমের ভিখারী--রাজ্যের ভিখারী নয়।

সূর্য্য। সুন্দর নবাবকে সঙ্গে করে যশোরে আন্‌ছে। সুখময় মদন রাজ মহল লুঠতে চ'লে গেছে।

প্রতাপ। তুমি এগিয়ে যাও। মর্য্যাদার সহিত নবাবকে এখানে নিয়ে এস।

(সূর্য্যকান্তের প্রস্থান

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। (ফারমান শঙ্করের হস্তে প্রদান) তুমি যশোরেশ্বর হয়েছে, এ হ'তে আনন্দের কথা আর কি আছে প্রতাপ। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি। এখন অবসর গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লেই ত আমরা নিশ্চিন্ত।

প্রতাপ। মহারাজ বসন্ত রায়ের আমি এক জন সামান্য ভৃত্যমাত্র! শুধু কার্য্যানুরোধেই আমি যশোরেশ্বরের নাম গ্রহণ করেছি।

বসন্ত। না, তা কেন? আমরা সানন্দচিত্তে তোমার হাতে রাজ্যভার প্রদান কর্‌ছি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মঙ্গলার্থে আমাকে যখন যে কার্য্য করতে আদেশ করবে, আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি সে কার্য্য সম্পন্ন কব্‌তে চেষ্টা করব। আমাকে আজ থেকে তুমি যশোরের রাজকর্ম্মচারী বলেই জ্ঞান কর। তার পর শোন, নবাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কোনও অংশে সমকক্ষ নয় মনে ক'রে অর্থে ও ক্রীতদাসী উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছি। এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি সেইমত কার্য্য কর্‌তে প্রস্তুত।

দূতের প্রবেশ

দূত। আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব্ব মহারাজ! নবাব উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার প্রতীক্ষা কর্‌ছেন। উত্তর শুনে যোগ্য কার্য্য কর্‌বেন।

বসন্ত। উত্তর আর আমি দেবার অধিকারী নই। যার জন্যে নবাবের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত, তিনি এই আপনার সম্মুখে। ইনিই এখন যশোর-রাজ্যেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য। উত্তর আপনি এর কাছেই শুন্‌তে পাবেন।

দূত। ও! মহারাজ বসন্ত রায় বৃদ্ধ বয়সে জুয়াচুরি বিদ্যাটাও আয়ত্ত করছেন দেখছি!

শঙ্কর। সাবধান দূত! দূতের যোগ্য কথা কও।--অন্য হ'লে এখনি আমি তার শাস্তিবিধান করতুম।

দূত। তুমি আবার কে?

বসন্ত। উনি যশোরপতির প্রধানমন্ত্রী।

দূত। তা হ'লে দেখছি--একসঙ্গে অনেক কম্‌বখতের মর্‌বার পালক উঠেছে।

প্রতাপ। শঙ্কর! এ দূতকে উত্তর দেবার ভার আমি তোমার উপরেই অর্পণ কর্‌লুম।

কমল। গোলাম কাছে থাক্‌তে আপনারা জবাব দেবেন কেন? আওরতের উপরেই যার জুলুম-জবরদস্তী- এমন নবাব- তার দূত। তাকে ঠিক জবাব আপনারা দিতে পার্‌বেন কেন? জবাব আছে এই কমল মিয়ার কাছে। কি মিয়া সাহেব! জবাব নেবে? তা হ'লে এস এই— নাও। (পাদুকা উন্মোচন) আগ্রার নাগরা মিয়া! একেবারে খাস বাদ্‌শার সহর--বড় মোলায়েম!-- রাস্তা হেঁটে তলা ক্ষয়ান আমার বড় একটা অভ্যাস নেই। এই নাও তোমার মনিবকে বক্‌সিস কর্‌লুম। (নাগরা নিক্ষেপ)

বসন্ত। হাঁ-হাঁ।

দূত। বেশ, আমিও গ্রহণ করলুম।

(প্রস্থান

বসন্ত। এ তোমরা কি করলে?

প্রতাপ। যে নরাধম অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর বলপ্রয়োগে অগ্রসর হয়,

এই হচ্ছে তার উপযুক্ত উত্তর।

বসন্ত। তুমি যাই বল--আর যাই কর--আর যাই হও--তোমার বালকত্ব আমি অনুমোদন করতে পারলুম না। নবাবকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রে যদি এ বীরত্ব দেখাতে পারতে, তখন তোমার এ অহঙ্কার সাজত। বাঙ্গালায় বাক্য বীরের অভাব নেই। যাক্--এখন রাজকার্য্যের ভার বুঝে নিতে চাও ত আমার সঙ্গে এস।

প্রতাপ। বলেছি ত মহারাজ! যশোরপতি বসন্ত রায়ের আমি এক জন তুচ্ছ প্রজা। আপনি বর্ত্তমানে আমি রাজ্যভার গ্রহণ কর্‌তে পারি-- নিজেকে আমি এমন কার্য্যক্ষম কখনও মনে করি না। দাসের প্রতি রুষ্ট হবেন না। তার মনের অবস্থা বুঝে ক্ষমা করুন।

বসন্ত। তা হলে যে কার্য্য সামান্য অর্থব্যয়ে মীমাংসিত হ'ত, তার জন্যে তুমি কি না রক্ত-স্রোতে ধরণী ভাসাতে চল্‌লে! নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গকে বিপন্ন কর্‌লে! কাজটা কি বুদ্ধিমান-যোগ্য হ'ল প্রতাপ?

(নেপথ্যে—

জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়!)

সঙ্গী সহ সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছি না যে।

শঙ্কর। এই যে ভাই সুন্দর।

সুন্দর। এই যে দাদাঠাকুর-- দাদাঠাকুর। কাম ফতে। মায়ের ওপর জুলুমের শোধ-সয়তান গ্রেপ্তার।

শঙ্কর। সম্মুখে মহারাজ--আগে তাঁকে সেলাম কর।

সুন্দর। মহারাজ!-- মহারাজ! চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। জনাব! মাফ করুন।

প্রতাপ। মাফ্ কি সুন্দর! তোমরা আমার হৃদয়ের সার সম্পত্তি-- আদরের ভাই।

সুন্দর। মহারাজের পায়ে পাগ্‌ড়ী রাখ্‌তে সে সয়তান এখনি আপনার কাছে আস্‌ছে। দীন-দুঃখীর মা বাপ! আপনাদের এ ঋণ পরিশোধ হবার নয়। তবু গোলামদের যৎকিঞ্চিৎ নজরানা—নবাবের তাঁবু লুঠ ক'রে পাওয়া গেছে।

প্রতাপ। ভাই সব! এ তোমাদের উপার্জ্জিত সম্পত্তি তোমরাই গ্রহণ কর।

সুন্দর। এ কি হুকুম করেন জনাব! এ যৎকিঞ্চিৎ! সুখো মদ্‌নাকে রাজমহল লুঠ কর্‌তে পাঠিয়েছি। দেখি তারা কি এনে উপস্থিত করে। ইচ্ছা হয়--রাজমহলটা তুলে এনে আপনার পায়ের কাছে বসিয়ে দিই।

প্রতাপ। সম্মুখে মহারাজ-এ সব উপঢৌকন তাঁকে প্রদান কর। তুমি আমি--সকলেই মহারাজের প্রজা।

শঙ্কর। যত শীঘ্র পার, মা যশোরেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা কর। **(শঙ্করের প্রস্থান**

বসন্ত। এ সব কি প্রতাপ?

প্রতাপ। আপনার আশীর্ব্বাদ।

বসন্ত। ভেতরে ভেতরে এমন অদ্ভুত আয়োজন করেছ প্রতাপ যে, বাঙ্গালার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করলে! তাকে পরাস্ত ক'রে বন্দী করলে! আমি যে একটু আগে তোমাকে উন্মত্ত স্থির করেছিলুম! কুলনাশন পিতৃদ্রোহী সন্তান জ্ঞানে মনে মনে আমি যে কত আক্ষেপ করেছিলুম!--প্রতাপ! বুঝতে পারছি না—তুমি কি! বল্‌তে পার্‌ছি না--তুমি কে! কোন্ সাগরবক্ষে এ নবোদ্ভূত জীবনস্রোত প্রবাহিত হবে- আমি কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না প্রতাপ!

প্রতাপ। দাস আমি- আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত যশোরের মর্য্যাদা

রক্ষা কর্‌তে পারি! রাজা বসন্ত রায়ের কাছে বাঙ্গালার নবাবকে আর যেন কর আদায় করতে না আসতে হয়।

(নেপথ্যে--

জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়।)

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। ও বসন্ত! ও বসন্ত!--এল যে!-বসন্ত!

বসন্ত। ভয় নেই মহারাজ।

বিক্রম। তা ত নেই। কিন্তু-- এল যে! আল্লা-ল্লা ক'রে এল যে!

বসন্ত। আমাকে বিশ্বাস করুন--নিশ্চিন্ত হন। আমাদের পাঠান- সৈন্য জয়োল্লাস দেখাচ্ছে। সের খাঁ আপনাকে সেলাম দিতে আস্‌ছে।

বিক্রম। সত্যি?

বসন্ত। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন. ঘরে যান। নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বর-আরাধনা করুন। আর কায়মনোবাক্যে প্রতাপের মঙ্গল কামনা করুন।

বিক্রম। বটে বটে!--(দুর্গা ইত্যাদি)।

(প্রস্থান

ভবানন্দ, সূর্য্যকান্ত ও সৈন্যবেষ্টিত সের খাঁর প্রবেশ; সের খাঁ কর্ত্তৃক বসন্ত রায়ের সম্মুখে উষ্ণীষ রক্ষা।

ভবা (স্বগত) ওরে বাবা! কর্‌লে কি?

বসন্ত। প্রতাপ!

প্রতাপ। বন্দী সম্বন্ধে মহারাজের যা অভিরুচি।

বসন্ত। আসুন নবাব--আমার সঙ্গে আসুন। (প্রস্থান

প্রতাপ। ভাই সব! তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের সীমা বৃদ্ধি কর। হিন্দু ,মুসলমান- এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহ- রস-সিঞ্চিত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবা-কার্য্যে প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে, অত্মীয়তায়---এস ভাই সব---আমরা একপ্রাণে, একমনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায় বঙ্গে মহাযশোহরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবা-কার্য্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই ,সেখ নই ,পাঠান নই,--বঙ্গসন্তান।

সকলে। বঙ্গসন্তান।

প্রতাপ। সেই মা--সেই বঙ্গের জয় ঘোষণা কর।

সকলে। জয় বাঙ্গালার জয়-জয় যশোরেশ্বরীর জয়।

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর--কাছারীবাটী।

গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ।

গোবিন্দ। কি হ'ল ভাই ভবানন্দ? দেখতে দেখতে এ সব কাণ্ড-কারখানা হ'ল কি?

ভবা। হবে আবার কি! চিরকাল যা হয়ে আস্‌ছে, তাই হয়েছে। দিন দুই তুমতাড়াকি, তার পর সব ফাঁক। থাকতে থাক্‌বেন আপনারা -ও ত গেল। দ্রোণ গেল, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী! আকবরের সঙ্গে লড়াই! হিন্দুস্থানের বড় বড় রাজারা কোথায় তল হয়ে গেল--কাবুল গেল, কাশ্মীর গেল, দ্রিবিড় গেল, দ্রাবিড় গেল, অমন মহাবীর মহারাণা প্রতাপ--সেই বড় সব কর্‌লে! দায়ুদ খাঁ--বাঙ্গালার নবাব-- তিন লাখ সেপাই দশ লাখ হাতী, বিশ লাখ ঘোড়া-- সেই কোথা ভেসে গেল, তা প্রতাপ! চক্রবর্ত্তী হ'ল মন্ত্রী, গুহর বেটা হ'ল সেনাপতি; আর সুখো মদ্‌না হ'ল কি না সুবেদার আর মাম্‌দো বেটা হ'ল রেসেলদার! হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। কাল

তারা--কালকের ছোঁড়া--ন্যাংটো হয়ে আমার সুমুখে চোলডিগডিগ খেলেছে-- আজ তারা হ'ল লড়ায়ে। ও গিয়ে রয়েছে--আপনি ঠিক জেনে রাখুন!--উরকুণির বিটি ফুরকুনি- তার বিটি হীরে--এত ছলিন থাক্‌তেরে আল্লা অম্বলে দ্যালে জীরে! মোগল গেল, পাঠান গেল, রাজপুত গেল, শিখ গেল, দুর্ব্বলসিং ভেতো বাঙ্গালী হ'ল কি না লড়ায়ে!--গোবিন্দ! গোবিন্দ!

গোবিন্দ। কিন্তু এই বাঙ্গালীই ত সের খাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে হারিয়ে দিয়েছে!

ভবা। তারা কি লড়াই করেছে! সুখো মদ্‌নার সঙ্গে লড়াই--আমাদেরই যে লজ্জা করে। তা তাবা ত প্রকৃত যোদ্ধা। তারা ঘেন্নায় অস্ত্র ধরেনি। বড় বড় মাল, এই এমন পালোয়ান, কুস্তিগীর কোঁকড়া চুলো যমদূত হাবসী--শ্রেদম খাঁ, হনুমান সিং- হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরোয়!- তারা না মেনী বাঙ্গালীকে দেখেই, অস্ত্রশস্ত্র না ফেলে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে, চোখ রাঙিয়ে, হুমকি মেরে কাজ সেরেছে।

গোবিন্দ। কাজ সারলে ত হেরে মলো কেন?

ভবা। আমোদ---আমোদ। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে লড়াই করতে আমরা আমোদ ক'রে হারি না! আমোদ---আমোদ!

গোবিন্দ। তাতে ত আর মানুষ ম'রে যায় না! এ যে অর্দ্ধেকের ওপর নবাবের ফৌজ কাবার হয়ে গেছে!

ভবা। লজ্জায়--লজ্জায়! ভেতো বাঙ্গালীর সঙ্গে লড়াই কর্‌তে হল' ব'লে লজ্জায় তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেছে।

গোবিন্দ। আর নবাব যে ধরা পড়ল, তার কি?

ভবা। কিন্তু তার গায়ে যাদু হাত দিতে পারলেন না। যাদু সে দিকে খুব টন্‌কো। ছোটরাজার হাতে ভার দিয়ে বলা হ'ল-খুড়ো মহাশয়। আপনি যা করেন। শেষ রক্ষা কর্‌তে ম্যাও ধরতে ছোট রাজা। ছোটরাজা নবাবের গায়ে হাত বুলিয়ে, বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে, নবাবকে মানে মানে দেশে পাঠিয়ে দিলেন, তবে না দেশ রক্ষা হ'ল। নইলে সেই দিনেই ত সব গিছল। নবাবের একটি হুকুমের অপেক্ষা ছিল। ছোট রাজা না থাকলে হুকুম দিয়েছিল আর কি। আপনার দাদাকে কিছু বলুক আর নাই বলুক, ও বেটাদের ত কড় কড় ক'রে বেঁধে নিয়ে যেত।

গোবিন্দ। বাঁধত কে?

ভবা। নবাবের হুকুম-- কে কোথা থেকে এসে তামিল কর্‌ত, তার ঠিক কি? মাটী থেকে সেপাই গজিয়ে উঠত, হা রে রে রে ক'রে একে বারে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘাড়ে পড়ত। হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী। কই, মন্ত্রী মহাশয় নিজে নবাবের ভার নিতে পারলেন না! নবাব ত আবার ড্যাংডেঙিয়ে সেই রাজমহল চ'লে গেল!

গোবিন্দ। চ'লে ত গেল, কিন্তু ওদিক থেকে যে সুখময় রাজমহল লুঠে দশ ক্রোর টাকা নিয়ে এল।

ভবা। মেকি-মেকি। টাকা বাজিয়ে দেখুন একেবারে ঢ্যাপঢ্যাপ, আওয়াজ নেই।

গোবিন্দ। কিন্তু সেই টাকাতে ধুমঘাট ব'লে একটা প্রকাণ্ড সহর তৈরী হয়ে গেল।

ভবা। ক'দিন বাঁচবে? ভোগ হবে না।--রাজকুমার-ভোগ হবে না (বুকে হাত বুলাইয়া) উঃ! গোবিন্দ--গোবিন্দ! দর্পহারী! তুমিই সত্য। সে সব কিছুই নয়--কিছুই নয়।

গোবিন্দ। কিছুই নয় বললে চলছে না

ভবানন্দ! বনকাটা নগর অমরাবতীকে হার মানিয়েছে! সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গালা দখল ক'রে এসেছে। সব ভুঁইয়ারা দাদাকে বড় মেনে মাথা হেঁট করেছে। আর কিছু নয় বল্‌লে ত চল্‌ছে না ভবানন্দ! উড়িষ্যার দুর্দ্দান্ত পাঠান কতলুখাঁ— সেও এসে দাদাকে প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে কর দিয়ে গেছে। এই তিন মাসের ভেতর বাঙ্গালা জয়। হিন্দুস্থান জয় কর্‌তে তার ক'দিন লাগবে! চারিদিক থেকে হুড়হুড় ক'রে টাকা, সাগর-স্রোতের মতন ধনরাশি, পিপীলিকা শ্রেণীর মতন মানুষ ধূমঘাটে প্রবেশ করেছে। একবার গিয়ে দেখে এস--ব্যাপার কি! কাল ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, দু'দিন পরেই দাদার রাজ্যাভিষেক। কিছু না--কেমন ক'রে বল্‌বে তুমি ভবানন্দ!

ভবা। জ্বলে গেল রাজকুমার--প্রাণ জ্বলে গেল। বড় যাতনা- আপনার সে উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না।

গোবিন্দ। দেখবার উপায় কই? আমার সেরূপ সহায় কই?

ভবা। আমি আছি। দেখুন আপনি-- দুদিন দেখুন, আমি কি ক'রে উঠতে পারি। সে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আর আমিও ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ। পিতা পর্য্যন্ত দাদার পক্ষপাতী।

ভবা। ঘুরিয়ে দেব--দুদিন অপেক্ষা করুন— সব ঘুরিয়ে দেব।

গোবিন্দ। কেমন করে দেবে?

ভবা। যখন দেব, তখন জান্‌বেন। যদি আপনি ঈশ্বরেচ্ছায় বেঁচে থাকেন, তা হ'লে দেখতে পাবেন--দাদা আপনার মারামারি কাটাকাটি ক'রে যা ক'রে যাচ্ছেন, সে সমস্ত রাজ্য গোবিন্দ রায়ের জন্যে। বিনা রক্তপাতে আপনাকে ধূমঘাটের সিংহাসনে বসাব।

গোবিন্দ। ভবানন্দ! এমন দিন কি আস্‌বে?

ভবা। এসেছে--আস্‌বে কি? প্রতাপআদিত্য রায় আপনার জন্যে রাজলক্ষ্মী ঘারে ক'রে ধূমঘাটে নিয়ে আসছে।

গোবিন্দ। ভগবান্ যদি সে দিন দেন, -- তা হ'লে ভবানন্দ, তুমিই আমার মন্ত্রী, তুমিই আমার সেনাপতি, আমি শুধু নামে রাজা, তুমিই আমার সব।

ভবা। আমি--আমি--কিছু নয়, কিছু নয়--শুধু দর্পহারী-- গোবিন্দ মধুসূদন।

রাঘব রায়ের প্রবেশ

রাঘব। দাদা-- দাদা! বাজী মাত।

ভবা। মাত?

রাঘব। মাত।

গোবিন্দ। কিসের বাজী মাত?

ভবা। জয় গোবিন্দ--কালী দুর্গা -দর্পহারী ত্রিপুরারি--কাম ফতে। বাজী মাত।

গোবিন্দ। এ সব কি! বাজী মাত কি, কিছুই ত বুঝতে পর্‌ছি না ভবানন্দ!

ভবা। সে কি! আপনি জানেন না?

গোবিন্দ। না।

রাঘব। রাজ্যভাগ।

গোবিন্দ। রাজ্যভাগ!--কবে?--কখন্?

রাঘব। আজকে-- এইমাত্র।

গোবিন্দ। হাঁ দাওয়ানজী মহাশয়! আমাকে ত এ কথা কিছু বলনি?

ভবা। কাজ না শেষ হ'লে কেমন ক'রে বলব ভাই?

রাঘব। জ্যেঠা মহাশয় নিজে ভাগ ক'রে দিলেন।

গোবিন্দ। কি রকম ভাগ হ'ল?

রাঘব। দাদা দশ আনা, আর আমরা ছয়

আনা।

গোবিন্দ। এইতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাজী মাত ব'লে ছুটে এলে?

ভবা। আগে ভায়াকে বল্‌তে দিন--

গোবিন্দ। আর বল্‌বে কি? দশ আনা ছয় আনা--কেন? আমরা কি সাগরে ভেসে এসেছি?

ভবা। অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন, আগে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। ছ আনা নয়--আমাব কারসাজীতে ছয় আনাই ষোল আনা। ---হাঁ!

রাঘব। চাকসিরি কোন্ তরফে?

রাঘব। ছোট তরফ।

গোবিন্দ। চাকসিরি!

রাঘব। (সোল্লাসে) চাকসিরি! দাওয়ানজী মশায় ক'রে দিয়েছেন।

ভবা। কেমন রাজকুমার! একা চাকসিরি দশ আনা নয়?

গোবিন্দ। এ কি তুমি করলে?

ভবা। আমি কে? কালী করেছেন, গোবিন্দ করেছেন। দেখি--সব বিষয়েই আপনি ফাঁকি পড়েন, কাজেই একটা বড়ের কিস্তী দেওয়া গেছে।

রাঘব। ভাবি মজা দাদা ভারি মজা।

ভবা। আপনারা দুদিন অপেক্ষা করুন, আমি আরও কত মজা দেখিয়ে দিচ্চি। দেখে আসুন--দেখে আসুন।

গোবিন্দ। এরা এখনও আছে- না চ'লে গেছে?

রাঘব। চ'লে গেছে।

গোবিন্দ। তবে চল, দেখে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান।

ভবা। (স্বগত) এই এক চাকসিরিতেই আগুন ধরাব, এ সংসার ছারখার না দিতে পারলে আমার নিস্তার নেই। বোম্বেটে সাহেব রডা— তার সঙ্গে গোপনে গোপনে ভাব করেছি। ঘর- সন্ধানী আমার সাহায্যে সে একেবারে এ দেশের লোককে ত্যক্ত-বিরক্ত ক'রে তুল্‌বে। আগে ত ঘর সামলান, তার পর দেশ জয়। আর মানিককে ঘরও সামলাতে হচ্ছে না, আর দেশ জয় কবতেও হচ্ছে না। আগুন ধরেছে— আগুন ধরেছে। ওই চক্রবর্ত্তীর পোর সঙ্গে বড় রাজকুমার ফিরে আস্‌ছে। কি বল্‌তে বল্‌তে আসছে, আড়াল থেকে শুনতে হচ্ছে। (প্রস্থান।

শঙ্কর ও প্রতাপের প্রবেশ

শঙ্কর। এ আপনি কি করলেন? আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করতে পার্‌লেন না? আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে বিষয় ভাগ করলেন। চাকসিরি ছেড়ে দিলেন।

প্রতাপ। এখন উপায় কি?—নিজে হাতে ক'রে যে ভাগ ক'রে দিয়েছি। চাকসিরি পরগণার আয়—সকল পরগণার চেয়ে বেশী, নিজে নিলে পাছে খুল্লতাত রুষ্ট হন, এই জন্য চাকসিরি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি। ভবানন্দ আমাকে আগে থাকতে বলেছিল যে, চাকসিরি পরগণাটা ছোট রাজার নেবার একান্ত ইচ্ছা। বলে— আপনি উড়িষ্যা বিজয়ে যে গোবিন্দ-বিগ্রহ এনেছেন, ছোটবাজার ইচ্ছা— এই চাকসিরি সেই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন।

শঙ্কর। সে যাই হোক, চাক্‌সিরি আপনাকে হস্তগত করতেই হবে। চাকসিবি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান—বন্দর করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ফিরিঙ্গি রডার আক্রমণ থেকে গৃহরক্ষা করতে হ'লে যেমন ক'রে হোব চাকসিরি চাই। বাইরে বেরিয়ে আমরা পাটনা বেহার দখল করলুম, বাড়ীতে এসে দেখলুম-

রাণী, কল্যাণী, ছেলে-মেয়ে—সব চুরি হয়ে গেছে।

প্রতাপ। যেমন ক'রে হোক্ চাই-ই চাই। রডা দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। রডার গতিরোধ না কর্‌তে পারলে বাঙ্গালা উদ্ধারের আশা নেই।

শঙ্কর। পৈতৃক যা কিছু পেয়েছেন—সমস্ত দিয়েও যদি চাকসিরি পান, তাও আপনি গ্রহণ করুন।

ভবানন্দের প্রবেশ

প্রতাপ। ভবানন্দ, ছোটরাজা কোথা?

ভবা। তিনি ত মহারাজ, এই একটু আগে ধূমঘাট যাত্রা করেছেন।

প্রতাপ। চ'লে গেছেন, ঠিক জান?

ভবা। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, এইমাত্র যাচ্ছেন। কাল্‌কে পূর্ণিমায় ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, তিনি আগে থাক্‌তেই তার আয়োজন করতে গেছেন।

প্রতাপ। তা হ'লে চল, সেই স্থানেই যাই।

ভবা। কেন, বিশেষ কি প্রয়োজন ছিল?

প্রতাপ। হ্যাঁ ভবানন্দ। চাক্‌সিরি যে সমুদ্রতীরে— সেটা ত আমায় আগে বলনি।

ভবা। আজ্ঞে— তা হ'লে ত বড়ই ভুল হয়ে গেছে। সমস্ত বলেছি আর ওইটেই বলিনি। তবে ত বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি।

প্রতাপ। না, অন্যায় কেন? তুমি ত আর ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করনি।

ভবা। অন্যায় বই কি। রাজসংসারে যখন চাকরী কর্‌তে হবে, তখন অমন মারাত্মক ভুল হ'লেই বা চল্‌বে কেন? কি বলেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়?

শঙ্কর। তা ত বটেই।

ভবা। হিসেব নিকেশের কাজ, তাতে একেবারে সমুদ্দুর ভুল। ভাল, চাক্‌সিরি যদি আপনি নিয়ে থাকেন, আমি এখনি ছোট রাজাকে নিতে অনুরোধ কর্‌ছি।

প্রতাপ। ছোটরাজাকেই চাকসিরি দেওয়া হয়েছে।

ভবা। বস্, তবে ত সকল আপদ চুকে গেছে। হাঙ্গামা পোহাতে হয়, ছোটরাজাই পোয়াবেন।

প্রতাপ। সেটিকে আবার আমি ফিরিয়ে নিতে চাই, কি ক'রে পাই ভবানন্দ?

ভবা। আবার চেয়ে নিলেই হ'ল। আপনাকে অদেয় তাঁর কি আছে?

প্রতাপ। তা হ'লে এস শঙ্কর— ধূমঘাটেই যাই। (উভয়ের প্রস্থান।

ভবা। এই চাকসিরি দিয়েই আগুন লাগাব। ওটি আর সহজে পেতে দিচ্ছি না। অন্ততঃ কালকের মধ্যে ত নয়ই। এ দিকে যেমন ধূমঘাটে মহালক্ষ্মী-পূজার ধূম লাগবে, অমনি রডা সাহেব ঝপাৎ করে প'ড়ে ঘরের লক্ষ্মী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। বন্দোবস্ত সব ঠিক করা আছে। চাকসিরি হাতে না রাখলে কি তোমাদের সঙ্গে যোঝা যায়। এ বাবা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লড়াই নয়। জাহাজ— জাহাজ। তার ভেতরে পোরা মনোয়ারি গোরা। ভাসা রাজত্ব— বাবা ভাসা রাজত্ব। যেখানে গিয়ে নোঙ্গর করলুম, সেখানেই রাজা।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধূমঘাট—নদীতীর।

চণ্ডীবর, কমল, কল্যাণী, কাত্যায়নী, পুরস্ত্রীগণ এবং মাঝিগণ।

মাঝিদের সারিগান।

এমন সোনার কমল ভাসালে জলে কে রে, মা
বুঝি কৈলাসে চলেছে।
কার ঘরে গিয়েছিলে মা, কে করেছে পূজা, কারে তুমি কর্‌লে রাজা হয়ে দশভুজ (গো)। কে দিয়েছে গঙ্গাজল কে দিলে বেলপাতা, কার মাথাতে তুমি মা ধর্‌লে স্বর্ণ-ছাতা (গো)।

চণ্ডী। অল্পক্ষণই পূর্ণিমা আছে। এর ভেতরেই মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে। আস্‌তে এত বিলম্ব কর্‌লে কেন?

কল্যাণী। ঘর ছেড়ে চ'লে আসা স্ত্রীলোকের পক্ষে কত কঠিন কথা, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—আপনি কেমন ক'রে বুঝ্‌বেন। ডাকাতের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, আস্‌তে আস্‌তে সাতবার সেই কুঁড়ে ঘরখানির পানে চেয়ে দেখেছি, আর চোখের জল ফেলেছি। অমন সোনার অট্টালিকা, শ্বশুরের ঘর, স্বামিপুত্র নিয়ে কতকাল বাস-ছেড়ে আস্‌ব বল্‌লেই কি টপ ক'রে আসা যায়?

কাত্যা। যদিও আর একটু সকাল সকাল আস্‌তুম, তা আবার কমলের জন্য হ'ল না। কমল সোজা পথ ছেড়ে, কোন্ খাল-বিল দে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আন্‌লে যে এক ঘন্টার পথ আস্‌তে আমাদের তিন ঘন্টা লাগ্‌ল।

কমল। কি ক'র্‌ব মা? শুনেছি, তোমাদের লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ নাকি বড়ই চঞ্চল। তাই তাঁকে ঘোরাপথে ঘুরিয়ে আন্‌লুম। পথ চিনে আর না বেটী ধুমঘাট ছেড়ে পালাতে পারে।

চণ্ডী। আ পাগল! বেটী কি স্থলপথ জলপথ দে যাতায়াত করে যে, ঘুরিয়ে এনে তাকে পথ ভুলিয়ে দিবি। বেটীর কর্ম্মপথে যাতায়াত।

কমল। বেশ, তা হ'লে কর্ম্মপথের ফটক বন্ধ কর। তা'লেত ঠাক্‌রুণ পালাতে পারবে না।

চণ্ডী। সে পথই যদি জানতুম কমল, তা হ'লে কি আর চঞ্চলাকে বিধর্ম্মীর দ্বারস্থ হ'তে দিতুম? হতভাগ্য আমরা, সে পথের সন্ধান বহুদিন হারিয়ে বসিছি। নাও, চল মা, ঘরে এস, আর সময় উত্তীর্ণ ক'রো না।

(কমল ও মাঝিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কমল। ধ'রে রাখ্‌তেই যদি জান না ঠাকুর, তা হ'লে আর মা লক্ষ্মীকে এত কষ্ট ক'রে মাথায় ক'রে আনা কেন? আমার হাতে দিয়ে যাও, আমি ওকে ইচ্ছামতীর জলে ডুড়িয়ে ওর্ যাওয়া আসার দফারফা ক'রে দি।

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। কমল।

কমল। কেন মা?— আহাহা! এই যে মা! একবারমাত্র সন্তানকে দেখা দিয়ে, কোথায় পালিয়ে ছিলি মা?—মা! জাত হারিয়েছি ব'লে কি মাকেও হারিয়েছি?

বিজয়া। এই যে বাপ! আবার আমি এসেছি। বাছা! ফিরিঙ্গী ধর্‌বে?

কমল। সুন্দর যে অনেকক্ষণ ধর্‌তে গেছে মা! পঞ্চাশখানা ছিপ নিয়ে সে চোরমল্লের খাড়ীর ভেতর ঢুকেছে।

বিজয়া। বেশ, তুমিও চল না।

কমল। আমি কি কর্‌ব মা? খোদা আমাকে মেয়ে আগ্‌লাতেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছে।

বিজয়া। বেশ, মেয়েই আগ্‌লাবে— আমাকে রক্ষা কর্‌বে।

কমল। তাতে কি হবে?

বিজয়া। ধূর্ত্ত ফিরিঙ্গী ইছামতীতে কিছুতেই প্রবেশ কর্‌ছে না।

কমল। কেন? সে কি সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে?

বিজয়া। সন্ধান পায়নি, কিন্তু কি লোভে আসবে? প্রলোভন কই কমল? তুমি ত রাণী কাত্যায়নীকে ঘোরাপথে ধূমঘাটে এনে উপস্থিত কর্‌লে।

কমল। ও! লড়কানি।

বিজয়া। এই—বুঝেছ।

কমল। ও! শালার শোল মাছ ধর্‌তে হ'লে যে পুঁটি মাছের লড়কানি চাই!

বিজয়া। এই! নইলে সে আসবে কেন? তা হ'লে আর বিলম্ব ক'রো না, চল।

কমল। ওঠ না! ছিপে ওঠ।

(সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধূমঘাট—পথ

(প্রতাপ ও ইসা খাঁ

ইসা খাঁ। হাঁ প্রতাপ! এমন সোনার সহর তৈরি কর্‌লে. তা আমাকে খবর দিলে না! আমাকে এ আনন্দের কিছু ভাগ দিলে তোমার কি বড়ই লোকসান হত? কি সাজান বাগানই সাজিয়েছ! মরি মরি! ধূমঘাটের কি অপূর্ব্ব বাহার! কেতাবে বোগদাদের নাম শুনেছিলুম, নসীবে কখন দেখা হয়নি। তোমার কল্যাণে সেটাও আজ আমার দেখা হ'ল: আগ্রা দেখা হয়েছে, দিল্লী দেখেছি, হিন্দুস্থানের বড় বড় সহর কত দেখেছি, কিন্তু বাবাজী! তোমার ধূমঘাটের মতন সহর বুঝি আর দেখব না। চারিদিকে নদী, মাঝখানে দ্বীপের মতন পরীস্থান, দূরে নিবিড় জঙ্গল— সীমাশূন্য সুন্দরবন। তার ওপর আশ্বিনী পূর্ণিমা! প্রতাপ! সত্য সত্য এ আমি কি দেখ্‌লুম? দূরে যে সুন্দর মসজিদ্ দেখছি, ওটা কি তোমারই কৃত?

প্রতাপ। এক মায়ের পেটের দুই ভাই যদিই আমি ক'রে দিই, তাতে দোষ কি জনাব।

ইসা খাঁ। এ তোমারই যোগ্য কথা। তা এমন পবিত্র ধূমঘাট সহর করেছ, আমায় আগে খবর দিতে তোমার কি হয়েছিল?

প্রতাপ। সপ্তাহ মাত্র নগর-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ সবে মাত্র নগরের প্রতিষ্ঠা। তাই আপনাকে অগ্রে সংবাদ দেবার অবকাশ পাইনি। বিশেষতঃ, ছোট রাজাই এ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমি এ তিন মাস বাইরে বাইরে ঘুরেছি।

ইসা খাঁ। শুন্‌লুম, এই তিন মাসের মধ্যেই তুমি সমস্ত বাঙ্গালা জয় করেছ।

প্রতাপ। জয় করিনি নবাব! সমস্ত বাঙ্গালার ভুঁইয়াদের দ্বারে গিয়ে আমি নানা রত্ন ভিক্ষা ক'রে এনেছি।

ইসা খাঁ। কি রত্ন প্রতাপ?

প্রতাপ। তাদের হৃদয়।

ইসা খাঁ। ভাল, তা আমাকে জয় করতে গেলে না কেন?

প্রতাপ। আপনাকে ত বহুকাল জয় ক'রে রেখেছি। খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বিনিময়ে এ রত্ন ত আমরা বহুদিন লাভ করেছি।

ইসা খাঁ। তা ঠিক বলেছ। তোমাদের কাছে আমি বহুদিন হ'তে বিক্রীত। যেদিন থেকে রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে পাগড়ী বদল করেছি, সে দিন থেকে রায়-পরিবারকে আমার নিজের সংসার মনে করি। আমার সন্তান নেই, মনে মনে সঙ্কল্প— মৃত্যুকালে আমার হিজলী তোমাদের ক'টি ভাইকে দান ক'রে যাই। তোমাদের পর ভাবতে গেলেই আমার প্রাণে যেন কেমন ব্যথা লাগে।

প্রতাপ। বঙ্গদেশে আপনার মত দু'চার জন হিন্দু মুসলমান থাক্‌লে কি আর এ দেশের দুর্দ্দশা হয়? কবে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান আপনার মতন পাগড়ী বদলাবদলি করবে জনাব?

ইসা খাঁ। আশ্বস্ত হও, শীঘ্রই করবে। দু'দিন বাদে সবাই বুঝবে—বাঙ্‌লা মুলুক হিন্দুরও নয়, আর মুসলমানেরও নয়—বাঙ্গালীর।

প্রতাপ। কবে বুঝবে নবাব! বাঙ্গালার রাজা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—বাঙ্গালী?

ইসা খাঁ। সত্বরই বুঝ্‌বে। বুঝবে কি — বুঝেছে! খোদার মর্জ্জিতে বুঝি সে দিন এসেছে। যে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে নিয়েছে, আমার বিশ্বাস—প্রতাপ-আদিত্য সেই পূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তির অধিকারী। প্রতাপ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—সমস্ত বাঙ্গালীর জ্যেষ্ঠ সহোদরস্বরূপ হয়ে তুমি চির-স্বাধীনতা সম্ভোগ কর।

প্রতাপ। আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

ইসা খাঁ। বেশ, আমি এখন চললুম।

(প্রস্থান।

প্রতাপ। ইসা খাঁ মন্‌সব আলিকে দেখলুম, কিন্তু ছোটরাজাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাঁর মনোগত ভাব ত আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পাচ্ছি না। কা'ল থেকে সন্ধান করছি, কোনও সন্ধান মিল্‌ছে না। যশোরে যাই, শুনি, ছোট রাজা ধূমঘাটে। আবার ধূমঘাটে এসে শুনি যশোরে। বোধ হয়, রাজা অনুমানে জানতে পেরেছেন, আমি চাক্‌সিরির ভিখারী। কি নির্ব্বোধের মতন কার্য্য করেছি। কেন শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি বিষয়ভাগে সম্মতি দিলুম? সম্মতি দিলুম ত ভাগের ভার নিজ হাতে নিলুম কেন? নিজের ঘর অরক্ষিত রেখে কোন্ সাহসে পররাজ্য-জয়ে অগ্রসর হই? এখন যদি ছোটরাজা চাকসিরি প্রত্যর্পণ করতে না চান? কি করি— কি করি? এই সামান্য ভ্রমের জন্য আমার এত যত্ন, এত চেষ্টা, প্রাণপণ সাধনা— সমস্ত পণ্ড হবে? করতলগত বঙ্গরাজ্য আবার কি হস্তচ্যুত হবে? ধূমকেতুর মত অসার সৌন্দর্য্যে দু'দিনের জন্য ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ ক'রে শুধু অশান্তির পূর্ব্ব-সূচনা-স্বরূপ আমার যশোর কি অনন্ত কালের জন্য অনন্ত আঁধারে মিলিয়ে যাবে? না, তা হ'তেই পারে না। আমি ধন চাই না, যশ চাই না, পুণ্য চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না—যশোর চাই। আমি নিজের স্বার্থের জন্য, আত্মসুখ মায়া-মমতার জন্য, সাত কোটি বাঙ্গালীকে আর বিপন্ন করতে পারি না। আমি যশোর চাই— নরকের প্রচণ্ড অনল-পথ ভেদ ক'রে যদি আমাকে যশোর ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তবু আমি যেশোর চাই।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কব। এই যে মহারাজ! আপনি এখানে! সমস্ত সহর খুঁজে আমি অবসন্ন! আপনার গৃহে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, আর আপনি পথে পথে!

প্রতাপ। ছোটরাজাকে দেখতে পেলে?

শঙ্কর। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আজকের দিনটা ভালয় ভালয় কেটে যাক।

প্রতাপ। বিজ্ঞ হয়ে এ তুমি কি বলছ শঙ্কর? এক ভুল করেছি ব'লে আবার কি

তুমি আমাকে ভুল করতে বল? আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে চাকসিরি দূরে—অতি দূরে—চ'লে যাবে। সহস্র চেষ্টায়ও আর তাকে স্পর্শ করতে পাব না।

শঙ্কর। তবে কি আপনি অভিষেক কার্য্যটা পণ্ড করতে চান?

প্রতাপ। অভিষেক? কার অভিষেক? আমি ত ভিখারী। আমার আবার অভিষেক কি? আমি ত যশোরেশ্বরীর দ্বারে এক মুষ্টি অন্ন পাবার প্রত্যাশী! আমার আবার অভিষেক বিড়ম্বনা কেন?

শঙ্কর। যদি ছোট রাজা চাকসিরি না দেন, তা হ'লে কি আপনি এই উপলক্ষে একটা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত করবেন?

প্রতাপ। ব্রহ্মণ! দেবসেবাই তোমাদের কার্য্য। রাজসেবা কার্য্য নয়!—কে ও?

কৃষকগণের প্রবেশ

১ম, কৃ। কে হুজুর? আপনারা কে হুজুর?

শঙ্কর। তোমরা কাকে খোঁজ?

১ম, কৃ। আমাদের রাজা কোথায় বলতে পারেন? শুনলুম, তিনি সহর দেখতে বেরিয়েছেন।

শঙ্কর। এত রাত্রে রাজাকে কি প্রয়োজন?

১ম, কৃ। আর হুজুর! বোম্বেটে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে ত সব গেল।

সকলে। হুজুর। সব গেল।

১ম, কৃ। গ্রাম উচ্ছন্ন দিলে। পয়সা-কড়ি, গরু-বাছুর, স্ত্রী-পুত্র— কিছুই রাখলে না।

সকলে। কিছুই রাখলে না হুজুর!—কিছুই রাখলে না।

১ম, কৃ। কোন রাজা আজও পর্য্যন্ত তাদের কিছু করতে পারেনি। শুন্‌লুম, নতুন রাজা হয়েছেন, তিনি নাকি মোগলকে হারিয়েছেন গ্রামে গ্রামে লোক তাঁর গুণ গান করছে। বল্‌ছে—

সকলে। স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে। প্রতাপ-আদিত্য রায় অবনী-মণ্ডলে। ১ম, কৃ। সেই কথা শুনে আমরা তাঁর কাছে ছুটে চলেছি হুজুর।

প্রতাপ। বেশ, আজ রাত্রের মতন অপেক্ষা কর। কাল প্রাতঃকালে এস।

১ম, কৃ। এলে উপায় হবে হুজুর?

প্রতাপ। তোমাদের উপায় না ক'রে প্রতাপ-আদিত্য রাজ্য গ্রহণ করবেন না।

১ম, কৃ। বস্, তবে আর কি— হরি হরি বল।

সকলে। স্বর্গে ইন্দ্র ইত্যাদি— (**প্রস্থান।**

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। কে ও—প্রতাপ?

প্রতাপ। এই যে- এই যে—খুড়ো মহাশয়।

শঙ্কর। দোহাই মহারাজ! সর্ব্বনাশ করবেন না। দোহাই মহারাজ! অন্তঃসারশূন্য নদীতটে সোনার অট্টালিকার প্রতিষ্ঠা কর্‌বেন না, জ্ঞাতিবিরোধেই এ ভারতের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

প্রতাপ। কিছু ভয় নেই শঙ্কর! গুরুজনের মর্য্যাদাহানি আমি সহজে কর্‌ব না।

বসন্ত। শুন্‌লুম, তুমি আমাকে অনেকবার অনুসন্ধান করেছ।— কেন প্রতাপ?

প্রতাপ। খুড়ো মহাশয়! কাল আমি

একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি।

বসন্ত। কি ভুল প্রতাপ?

প্রতাপ। সে ভুলের সংশোধন—আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করি।

বসন্ত। কি ভুল করেছ বল?

প্রতাপ। চাকসিরি পরগণা—

বসন্ত। আমাকে দেওয়া কি তোমার ভুল হয়েছে?

প্রাতাপ। আজ্ঞে, চাকসিরি ধূমঘাট নগরের প্রবেশদ্বার— এটা আমার আগে জানা ছিল না।

বসন্ত। কি কর্‌তে চাও বল? তুমি বলতে এমন কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমি ত রাজ্যবিভাগে কোনও কথা কইনি। তুমি আর তোমার পিতা —তোমরা দু'জনেই ত সব করেছ। আমি ত একটিও কথা কইনি।

প্রতাপ। যা নিয়েছি, সব দিচ্ছি। আমার দশ আনা নিয়ে আপনি চাকসিরি প্রতার্পণ করুণ।

বসন্ত। কি প্রতাপ! তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাতে চাও? মোগলজয়ে এত উদ্রিক্ত, এত জ্ঞানশূন্য যে, আমাকেও তুমি এত তুচ্ছ জ্ঞান কর! তুমি আমাবে উৎকোচদানে বশীভূত করতে চাও?

প্রতাপ। ক্রোধ কর্‌বেন না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝে আমাকে দয়া করুন।

বসন্ত। আমি চাকসিরি দিতে পার্‌ব না। আমি সে স্থান গোবিন্দদেবের নামে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা করেছি।

প্রতাপ। আপনি তার সমস্ত উপস্বত্ব গ্রহণ করুন।

বসন্ত। প্রতাপ! বৃদ্ধ বসন্ত রায়কে প্রলোভন দেখিও না।

প্রতাপ। দেখুন, ফিরিঙ্গী বোম্বেটের অত্যাচার থেকে গৃহ-রক্ষা কর্‌বার জন্য আমি এই প্রস্তাব করেছি।

বসন্ত। বসন্ত রায়ই কি এত হীনবীর্য্য? সে কি নিজে জলদস্যুর অত্যাচার থেকে দেশ রক্ষা কর্‌তে পারে না?

প্রতাপ? ভাল, দান করুন।

বসন্ত। যখন দানের যোগ্য বিবেচনা 'কর্‌ব তখন দান কর্‌ব। গুরুজনের অবমাননাকালে পিতৃদ্রোহী সন্তানকে আমি কিছুতেই দেবভোগ্য স্থান দানের যোগ্য বিবেচনা করি না।

প্রতাপ। কিছুতেই না— জীবন থাকতে না।

শঙ্কর। মহারাজ! ক্ষান্ত হন। বাতুলের ন্যায় এ আপনি কি কর্‌ছেন? গুরুজনের অমর্য্যাদা কর্‌ছেন কি?

প্রতাপ। দেবেন না?

বসন্ত। জীবন থাকতে না। চাকসিরি চাও— তা হ'লে এই 'গঙ্গাজল' নাও! আগে বসন্ত রায়ের হৃদয় বিদ্ধ কর।

শঙ্কর। সর্ব্বনাশ হ'ল—সব গেল!— ছোট রাজা মহাশয়, দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন!

প্রতাপ। বক্ষোবিদারণই হচ্ছে— এ স্বার্থপরতার উপযুক্ত শাস্তি। (প্রস্থান।

বসন্ত। স্বার্থপরতার যদি একবিন্দুও বসন্ত রায় হৃদয়ে পোষণ কর্‌ত, তা হ'লে প্রতাপকে আজ এই উদ্ধতভাবে তার খুল্লতাতের সম্মুখে কথা কইতে হ'ত না। এত দিনে তার দেহের পরমাণু ইচ্ছামতীর জলতরঙ্গে কল্লোলিত হ'ত। তোমাদের অনুগ্রহ-ভিখারী হয়ে আজ আমাকে সামান্য

ছয় আনার অংশীদার হ'তে হ'ত না।

শঙ্কর। ছোটরাজা মহাশয়! আমার প্রতি কৃপা ক'রে আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।

বসন্ত। বসন্ত রায়কে যদি আজও চিন্‌তে না পার প্রতাপ, তা হ'লে বঙ্গে স্বাধীনতা স্থাপন সম্বন্ধে তোমার যত চেষ্টা—সব পণ্ডশ্রম।

শঙ্কর। নিশ্চয়। এ কথা আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। আমি দেখতে পাচ্ছি—বঙ্গের ওপর বিধাতা বিরূপ। নইলে দুই জনই— মহাপুরুষ—কেউ কাউকে চিন্‌তে পারলে না কেন? পরস্পর মিল্‌তে এসে, মহালক্ষ্মীর অভিষেকের দিবসে এমন দুর্ঘটনা ঘটল কেন? মহারাজ! ব্রহ্মণের অনুরোধ— ভ্রান্ত সন্তানকে ক্ষমা করুন। দোহাই মহারাজ। প্রতাপের ওপর আপনি ক্রোধ রাখবেন না।

বসন্ত। কার ওপর ক্রোধ কর্‌ব শঙ্কর? এখনও যে পিতৃতুল্য জ্যোষ্ঠ সহোদর— রাজা বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান। এখন নিজের আমার লজ্জা কর্‌ছে। ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করে এ আমি কি ছেলেমানুষী কর্‌লুম! দাদা শুনলে মনে করবেন কি?

শঙ্কর। নিশ্চিন্ত থাকুন— আর কেউ এ কথা শুনবে না মহারাজ!— অনুগ্রহ ক'রে ঘরে চলুন।

বসন্ত। কি কর্‌লুম—বৃদ্ধ বয়সে এ আমি কি কর্‌লুম!

শঙ্কর। কোন ভয় নেই মহারাজ!— নিশ্চিন্ত থাকুন—একথা শুধু শঙ্কর শুনেছে।

(উভয়ের প্রস্থান

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। আর শুনেছে ভবানন্দ। তখন আর শুনেছে— দূর ছাই! কার নাম করি?— তা হলে যশোরের টিকটিকি পর্য্যন্ত এ কথা শুনতে পেয়েছে। বড়রাজা তখন শুনে ব'সে আছে। বস্, আর কি? আর আমাকে পায় কে? ভবানন্দ! গোবিন্দ বল— গোবিন্দ বল! একবার প্রাণ ভ'রে সেই দর্পহারীর নাম কর। আগুন লেগেছে— আগুন লেগেছে। কুলকুণ্ডলিনী ফোঁস করেছে। বোবিন্দ বল ভবানন্দ!— গোবিন্দ বল।

প্রতাপ ও সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

প্রতাপ। এ সংবাদ আন্‌লে কে?

সূর্য্য। আজ্ঞে মহারাজ! সুখময় বেহার থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে। কি কর্ত্তব্য, স্থির না কর্‌তে পেরে মহারাজের আদেশের অপেক্ষায় পাটনা সহরে পলটন নিয়ে ছাউনি ক'রে আছে।

প্রতাপ। তাকে শত্রুর গতি লক্ষ্য রাখতে রাখতে বাঙ্গালায় ফিরে আস্‌তে আদেশ কর। বিনা বাধায় শত্রুকে অস্তিত্ব জানাতে নিষেধ কর।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। কর্‌ছেন কি মহারাজ? আবার এখানে ফিরে এলেন? আপনি কি সমস্ত কার্য্য পণ্ড কর্‌তে চান?— কে ও — সূর্য্যকান্ত। কখন্ এলে? কিছু নূতন খবর আছে না। কি?

সূর্য্য। আছে, বাঙ্গালা বে-দখল—এ খবর আগ্রায় পৌছেছে।

শঙ্কর। পৌছিবে— সে ত জানা কথা। তা আর নূতন খবর কি?

সূর্য্য। বাদশা আজিম খাঁ নামে এক জন সৈনিককে যশোর-জয়ের জন্য প্রেরণ করেছেন। সম্রাটের জেদ— যেমন ক'রে হোক, যশোর ধ্বংস ক'রে মহারাজকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় প্রেরণ।

প্রতাপ। শঙ্কর! হয় আমাকে চাকসিরি দাও, নয় আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় পাঠাও— সকল আপদ্ চুকে যাক্। তোমার সেই দরিদ্র প্রজা সকলকে আবার প্রসাদপুরে পাঠিয়ে দাও। মা কল্যণীকে আবার সেই পর্ণকুটীরের আশ্রয়ে যেতে বল। সেখানে নবাব, এখানে ফিরিঙ্গী।

শঙ্কর। সৈন্য কত—খবর নিতে পেরেছ?

সূর্য্য। প্রায় লক্ষ। তা ছাড়া বাঙ্গালা থেকেও কিছু সংগ্রহ হ'তে পারে। এবারে বিপুল আয়োজন। বাইশ জন আমীব আজিমের সঙ্গে আস্‌ছে

শঙ্কর। এসেছে কত দূর?

সূর্য্য। বারাণসী ছাড়িয়েছে।

শঙ্কর। আমাদের সৈন্য কি বারাণসীতে ছিল না?

সূর্য্য। ছিল, কিন্তু তারা বেহারী সৈন্য। ভয়ে সকলে আজিমের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

শঙ্কর। বেশ, তুমি চ'লে এলে কেন? তুমি কি লক্ষ সৈন্যের নাম শুনে ভয়ে পালিয়ে এলে?

সূর্য্য। আমার গুরু- দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়েও বাদশার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষিত। ভয়ের কথা—আমার অভিধানে নেই।

শঙ্কর। বেশ, তবে মা যশোরেশ্বরীর নাম ক'রে তাঁর রাজ্যরক্ষারূপ শুভকার্য্যে অগ্রসর হও। মহারাজ নিজে নগর রক্ষা করুন।

প্রতাপ। আজিম কে— তা জান?— কত বড় বীর, তা কি তোমাদের জানা আছে?

সূর্য্য। জানি মহারাজ! আজিম দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বীর। এক মানসিংহ ব্যতীত তার সমকক্ষ সেনাপতি— আক্‌বরের আছে কি না সন্দেহ। আজিম বহু যোদ্ধার সম্মুখীন হয়েছে, বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত করেছে! পরাজয় কাকে বলে— জানে না। কিন্তু এটাও জানি বাঙ্গালায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালী। আজিম দাক্ষিণাত্যে এক এক যুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু একটি জাতি যে যুদ্ধের সেনাপতি, যে স্থানে অগণ্য সৈন্য একমাত্র প্রাণের আদেশে পরিচালিত, আজিম কখনও সেরূপ সৈন্যের সম্মুখীন হয়নি।— প্রকাণ্ড বাহিনীর ধ্বংস হয়, কিন্তু এক প্রাণে পরিচালিত একটি জাতি অতি ক্ষুদ্র হ'লেও তার বিনাশ নেই। মহারাজ! কাঠবিড়ালী দিয়েই সাগরবন্ধন। অল্পে অল্পে সঞ্চিত মৃত্তিকাকণায় সাগরহৃদয় ভেদ করে যে বাঙ্গালার সৃষ্টি, সে বাঙ্গালার সঞ্চিত ক্ষুদ্র বাঙ্গালী শক্তিকণায় কি সম্রাটের বিশাল শক্তির বিলোপ হ'তে পারে না?

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি জাতীয় জীবনের সমষ্টি, তোমার কথায় আমি বড়ই আনন্দ লাভ কর্‌লুম। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমিও ত ঘরে থাক্‌তে পার্‌ব না! তা হ'লে আমার গৃহরক্ষা করে কে? দস্যুর আক্রমণ থেকে যশোরের কুলকামিনীদের বাঁচায় কে?

কমলের প্রবেশ

কমল। মহারাজ! রডা বোম্বেটে ধরা পড়েছে।

প্রতাপ। সত্য কমল—সত্য?

কমল। গোলাম কি তামাসা করবার আর লোক পেলে না জনাব?

শঙ্কর। মহারাজ! মা যার সহায়, তার আবার নিজের স্কন্ধে আত্মরক্ষার ভার গ্রহণের অভিমান কেন? জয় মা যশোরেশ্বরী!

প্রতাপ। সূর্যকান্ত! শীঘ্র যাও। সমস্ত সৈন্য মা যশোরেশ্বরীর পদপ্রান্তে সমবেত কর। সাবধান, বঙ্গসন্তানের এক বিন্দু রক্তও যেন পথে নিপতিত না হয়। যদি পড়ে, তবে মায়ের চরণ রঞ্জিত করুক। হয় যশোর, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান।

প্রতাপ। শঙ্কর!—ভাই, আমি কি কোন স্বপ্নরাজ্যে বাস কর্‌ছি? রডা ধরা পড়্‌ল?

শঙ্কর। কে ধর্‌লে কমল?

কমল। আজ্ঞে হুজুর—লড়কানি বিবি ধরেছে।

শঙ্কর। লড়কানি বিবি ধরেছে কি?

কমল। আজ্ঞে—লড়কানি বিবি, কমলের ছিপ, আর সুন্দরের জাল, এই তিন রকমে ধরা পড়েছে।

প্রতাপ। আর বোঝ্‌বারই বা দরকার কি? মা যশোরেশ্বরী করেছেন।

কমল। এই—তবে আর বুঝতে বাকী রইল কি জনাব?

সুন্দর ও সৈন্য-বেষ্টিত রডার প্রবেশ

রডা। কাকে ভয় দেখাস ভাই? আমার কি মরণের ভয় আছে? তা থাক্‌লে কি আর আমি চার হাজার ক্রোশ সাগর ডিঙিয়ে তোদের মুলুকে আসি?

সুন্দর। সুমুন্দি! তুমি সাগর ডিঙ্গিয়েছ?

রড়া। আল্‌বৎ ডিঙ্গিয়েছি।

সকলে। হনুমান, রামের কুশল কও শুনি; (ওরে) সীতে বড় জনম-দুখিনী।।

প্রতাপ। সুন্দর!

সুন্দর। ওরে চুপ চুপ— মহারাজা! মহারাজ! এই আপনার রডা ফিরিঙ্গী।

প্রতাপ। তুমিই রডা?

রডা। ক্যাপ্‌টেন রডারিগ।

প্রতাপ। তা বেশ, ক্যাপ্‌টেন সাহেব! তোমাদের খ্রীষ্টান জাতি সভ্য। কিন্তু এ অসভ্যের দেশে এসে নিষ্ঠুরতায়, নৃশংসতায় হিংস্র জন্তুকে পর্যন্ত হার মানিয়েছ। বীর জাতি তোমরা— কোথায় দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য এ জীবন উৎসর্গ করবে, তা না ক'রে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার! এই কি তোমাদের বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, সভ্যতা, ধর্ম্ম?

রডা। আমি যা ভাল বুঝেছি— করেছি। তুমি রাজা, তোমার মতলবে যা হয় কর।

প্রতাপ। আমার বিচেনায়— ভীষণ শাস্তি।

রডা। ভীষণ শাস্তি?

প্রতাপ। ভীষন শাস্তি—প্রতি অঙ্গ তোমার মরণের যন্ত্রণা অনুভব করবে।

রডা। রাজা, আমাকে একদম কোতল কর।

প্রতাপ। হত্যা করব না— তার অধিক যন্ত্রণা তোমাকে প্রদান ক'রব। শোন সাহেব! তুমি যতই অপরাধী হও, তথাপি তুমি বীর। তোমাকে আমি বীরযোগ্য কঠিন

শাস্তি প্রদান করব। আজ হ'তে তোমাকে আমি বঙ্গদেশ-কারাগারে চির জীবনের মতন নিক্ষেপ কর্‌লুম।

রডা এই আমার শাস্তি?

প্রতাপ। এই তোমার শাস্তি। আর তোমাকে আবদ্ধ করতে তোমার প্রতিশ্রুতিই তোমার প্রহরী।

রডা। এই আমার শাস্তি?

প্রতাপ। এই তোমার শাস্তি।

রডা। (প্রতাপের পদতলে টুপি রাখিয়া রাজা! আজ থেকে তুমি মোর বাপ, (সুন্দরকে ধরিয়া) বাঙ্গালী আমার ভাই, বাঙ্গালা আমার জান্। রাজা! আজ থেকে আমি তোমার গোলাম।

প্রতাপ। শঙ্কর! সাহেবের আত্মীয় স্বজনের স্থান নির্দ্দেশ করে। আর ধূমঘাটে গীর্জ্জার প্রতিষ্ঠা কর। (প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর রাজবাটী—প্রাঙ্গণ

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়

ভবা। বড়রাজা চল্‌লেন।

গোবিন্দ। চল্‌লেন?—সে কি? কোথায়?

ভবা। আপাততঃ কাশী, তার পর মা কালীর ইচ্ছায় 'ক' একটু হাঁ করলেই ফাঁসী।

গোবিন্দ। আমি তোমাব কথা বুঝতে পার্‌ছি না। কাশী ফাঁসী কি?

ভবা। দুখে নয়—কুলকুণ্ডলিনীর চক্রে। এখন কোন রকমে ধূমঘাটকে কাশি পাঠাতে পারলেই নিশ্চিত। স'রে যান, ছোটরাজা আসছেন। এর পর সব শুন্‌বেন।

(গোবিন্দর প্রস্থান।

বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। হাঁ ভবানন্দ। দাদা চ'লে গেলেন?

ভবা। চ'লে গেলেন না মহারাজ, পালালেন প্রাণের ভয়ে— বড় ভয়।

বসন্ত। যাবার সময়ে আমার সঙ্গে দেখাটা পর্যন্ত করলেন না।

ভবা। দুঃখ কেন মহারাজ? তিনি প্রাণ নিয়ে যেতে পেরেছেন, এইতেই ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিন। বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন দেখা হবেই হবে।

বসন্ত। প্রাণটা বিক্রমাদিত্যের কি এতই বড় হ'ল যে, তার জন্যে তিনি আমার সঙ্গে দেখাটা কর্‌বারওঅবকাশ পেলেন না?

ভবা। তাই ত। তা হ'লে এটা কি রকম হ'ল?

বসন্ত। আমি যে তাঁর প্রাণ হ'তেও অধিক ভবানন্দ!

ভবা। সে কথা আর বল্‌তে হবে কেন মহারাজ? রাম-লক্ষ্মণ।

বসন্ত। দাদা আমার পালিয়ে গেছেন, কিন্তু কার ভয়ে পালিয়েছেন জান ভবানন্দ?

ভবা। তা হ'লে বোধ হয় মানের ভয়ে।

বসন্ত। মানের ভয়ে? রাজা বিক্রমাদিত্যের মানে আঘাত করে, এমন শক্তিমান্ বঙ্গে কে আছে?

ভবা। কে আছে? কার ক্ষমতা? বঙ্গে?—পৃথিবীতে আছে? তা হ'লে বোধ হয় বৈরাগ্য। আপনারা দুটি ভাই ত নয়, যেন জোড়া প্রহ্লাদ। বোধ হয়, এই লড়ালড়ির ব্যাপার তাঁর ভাল লাগল না। তাই চুপি চুপি গৃহত্যাগ করেছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে পাছে যেতে না পান—

পাছে আপনি তাঁর পথ-রোধ করেন, তাই আপনাকেও না ব'লে তিনি চ'লে গেছেন। — আপনার টান ত আর সহজ টান নয়!

বসন্ত। কালকে রাত্রে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভবা। দুর্ঘটনা?

বসন্ত। বিষম দুর্ঘটনা! বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে উন্মত্তের মতন আচরণ করেছে। পরচ্ছিদ্রান্বেষী কোন নরাধম অন্তরাল থেকে আমার কথা শুনে, নিশ্চয় বড়রাজার কাছে প্রকাশ করেছে।

ভবা। এ সব কি কথা, কিছু ত বুঝতে পারছি না মহারাজ!

বসন্ত। সে সব কথা শুনে, আমাকে মুখ দেখাতে হবে ব'লে দারুণ লজ্জায় ভাই আমার বৃদ্ধবয়সে দেশত্যাগী হয়েছেন। ভবানন্দ! যৌবনে বিষয় সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে মর্‌বার সময়ে আমি সরিকানি করেছি, দাদা ছেলেকে দশ আনা বিষয় দিয়েছেন, আর আমায় দিয়েছেন ছয় আনা; কুক্ষণে আমি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেছি। তার ফলে, যিনি আজীবন পুত্রের অধিক স্নেহচক্ষে আমায় দেখে আস্‌ছেন, যিনি আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দেবতা— যাঁর সঙ্গ-প্রলোভনে আমি গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ব'সে আছি— সেই আমার ভাই—সহোদরাধিক—পিতা—হতভাগ্য আমি—আজ তাঁকে হারিয়েছি!

ভবা। ওহো।

বসন্ত। ভবানন্দ! আমার কি গেছে, তা জান?

ভবা। তা কি আর জানছি না মহারাজ!

বসন্ত। কিছুই জান না!

ভবা। তা কেমন ক'রে জানব?

বসন্ত। আমার গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি ভেঙে গেছে।

ভবা। হা গোবিন্দ!

বসন্ত। এমন নিষ্ঠুর কার্য্য কে করলে ভবানন্দ?

ভবা। সেখানে কি কেউ ছিল?

বসন্ত। প্রতাপ আর শঙ্কর।

ভবা। তাই ত— তাই ত! তবে কি— চক্র— চক্র—বর্ত্তী

বসন্ত। উঁহু—সে ব্রাহ্মণ ত নীচ নয়।

ভবা। উঁচু—উঁচু! মেজাজ কি— মেজাজ কি! তাই ত ভাবছি— তা কেমন ক'রে হয়? তা হ'লে এমন কাজ কে করলে?

বসন্ত। কে করলে ভবানন্দ! এমন নীচ কাজ কে কর্‌লে?

ভবা। তাই ত—এমন নীচ কাজ কর্‌লে কে মহারাজ?

বসন্ত। যেই হোক, জান্‌তে পারবই। কিন্তু যদি জানতে পারি— কে করেছে, তা সে যদি ব্রাহ্মণও হয়, তথাপি আমার কাছে তার মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

ভবা। নিশ্চয়।—(স্বাগত) আর থাকা মঙ্গল নয়। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ছোটরাণী আসছেন।—দোহাই কালী, শিবদুর্গা! সঙ্কটা—সঙ্কটা। (প্রস্থান।

ছোটোরাণীর প্রবেশ

ছোট। এ কি মহারাজ! আপনি এখানে? কাউকেও না ব'লে আপনি ধূমঘাট থেকে চ'লে এসেছেন? বৌমা মহালক্ষ্মীর প্রসাদ নিয়ে সারা রাত আপনার অপেক্ষায় রইল। কেউ কিছু মুখে দিতে পারেনি।

ব্যাপারখানা কি?—এ কি?— আপনার এ কি ভাব মহারাজ?

বসন্ত। আমার শরীর বড় অসুস্থ।

ছোট। দোহাই প্রভু! দাসীকে গোপন কর্‌বেন না। শারীরিক অসুস্থতায় ত মহারাজ বসন্ত রায় এমন কাতর নন। এমন মূর্ত্তি ত আপনার কখন দেখিনি।

কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ; কাত্যায়নী কর্ত্তৃক বসন্তের পদধারণ

বসন্ত। ছাড় মা— ছাড়।

কাত্যা। কন্যার মুখ চেয়ে দয়া করুন।

উদয়। হাঁ দাদা! আমাকে পরিত্যাগ করলে?

বিন্দু। হাঁ দাদা! আমাকেও পরিত্যাগ কর্‌লে?

বসন্ত। জীবন পরিত্যাগ কর্‌তে পারি, তবু কি ভাই তোমাদের পরিত্যাগ কর্‌তে পারি?

বিন্দু। আমাকে তুমি পাতের প্রসাদ দেবে ব'লে আশ্বাস দিয়ে এলে এলে।

উদয়। আমরা সব হা-পিত্যেশ হয়ে ব'সে আছি-

বসন্ত। পা ছাড় মা—পা ছাড়।

কাত্যা। বলুন— ক্ষমা কর্‌লুম।

বসন্ত। কার ওপর রাগ, তা ক্ষমা করব মা! প্রতাপ যে আমার সব।

ছোট। এ সব কথা কি মহারাজ!

উদয়। কথা আর কি? আমরা দাদার প্রাণ ছিলুম। এখন বরাত মন্দ—চক্ষুঃশূল হয়েছি। হাঁ দাদা! ঠাকুর মানুষেও মিথ্যা কথা কয়?

বিন্দু। তখন দাদার দু'এক গাছা কাঁচা চুল ছিল— আমাদের সঙ্গে ভাবও ছিল। এখন সে ক' গাছি চুলও পেকে গেছে, আমাদেরও বরাত উঠে গেছে।

বসন্ত। নে, শালী— জ্যেঠামো করে না, থাম। রামচন্দ্র আসুক, তোর বিদ্যে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। মহারাজ! দরিদ্র ব্রাহ্মণী, আপনার প্রতাপের কল্যাণে পাষণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আপনার গৃহে আশ্রয় পেয়েছে। এই ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখ চেয়ে আপনি প্রতাপের শত অপরাধ ক্ষমা করুন।

বসন্ত। আর কেন লজ্জা দাও মা! এই যে আমি উঠছি; নে শালী! হাত ধর— তোল্!—দুর্গা!—দেখিস্— হাত ছাড়িসনি।

ছোট। তাই ত বলি, প্রভুর আমার এমন মূর্ত্তি কেন? বৃদ্ধবয়সে কি আপনার বুদ্ধি লোপ পেলে মহারাজ? প্রতাপের ওপর রাগ ক'রে আপনি মহালক্ষ্মীর প্রসাদ ফেলে চ'লে এলেন? ছেলে-মেয়েগুলোকে সব উপবাসী ক'রে রাখলেন।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। ইসা খাঁ মন্সর আলি আস্‌ছেন।

(নারীগণের প্রস্থান।

ইসা খাঁ। (নেপথ্যে) ছোটরাজা ঘরে আছ?

শঙ্কর। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

ইসা খাঁর প্রবেশ

ইসা খাঁ। বেশ ভায়া বেশ।— নাতী-নাত্‌নীর সঙ্গে নির্জ্জনে রহস্যালাপ হচ্ছে নাকি?

বিন্দু। সেলাম ভাইসাহেব। (সকলের অভিবাদন)

মোগলদের সঙ্গে আছি। বরাবর খবর রেখেছি। আজ রাত্রের মধ্যে সমস্ত সৈন্য নদী পার হবে। কতক পল্টন, আর জনকতক আমীর নিয়ে আজিম আগে থাকতেই নদী পার হয়েছে।

মদন। রাজা আমাদের করছেন কি? এখনও এগুতে দিচ্ছেন?

সূর্য্য। রাজার কার্য্যের সমালোচনায় তোমাদের কোনও অধিকার নেই। শুদ্ধ মাত্র প্রাণপণে তাঁর আদেশ পালন কর।

সুন্দর। তাই ত, তর্কে দরকার কি? হুজুর যা হুকুম করেন, তাই শোন।

সুখ। এখনও কি আমাদের পেছুতে হবে?

মদন। আর পেছুলে যে যশোরে গিয়ে পিঠ ঠেকবে।

সুন্দর। যশোরেই পিঠ ঠেকুক, কি ইছামতীব কুমীরের পেটেই মাথা ঢুকুক, আমরা সব না ম'লে ত মোগল যশোরে ঢুকতে পারবে না।

মদন। জান্ থাকতে মোগল যশোরে পা ঠেকাবে!

সুন্দর। বস্, তবে আর কি! তবে আমাদের আর পেছাপিছির কথায় দরকার কি?

মদন। আমাদের এখন কি করতে হবে হুকুম করুন।

সূর্য্য। প্রস্তুত হয়ে থাক। আমি হুকুম আনছি। এ যুদ্ধের সেনাপতি রাজা— আমি নই। (প্রস্থান।

সুন্দর। ব্যাপার বুঝতে পার্‌ছিস্ না। রাজা এসেছেন, উজীর এসেছেন, ইসা খাঁ মসন্দরী এসেছেন—তাঁর ওপর

ইসা খাঁ। কি বুড়ী। দাদার সঙ্গে এত ভালবাসা— সে দাদা তোকে ফেলে পালিয়ে এল! বসন্ত। এস নবাব। কখন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল?

ইসা খাঁ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তুমি আর হ'তে দিচ্ছ কই? আমি এসে সারা ধূমঘাট সহর তোমাকে খুঁজে হাল্লাক হলুম, আর তুমি কি না ছেলের ওপর রাগ করে' ঘরের কোণে লুকিয়ে আছ! আরে ছি! তুমি না ঠাকুর বসন্ত রায়! ঠাকুর মানুষটো হয়েও যদি তোমার এত অভিমান, তখন খাঁ সাহেবদের আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা নিয়ে তোমরা এত তামাসা কর কেন? নাও, উঠে এস। প্রতাপ কে? তুমিই ত সব। বাঘ-ভালুকের আবাসভূমিকে তুমি মানবারণ্যে পরিণত করেছ। সোনার ধূমঘাট শুন্‌লুম তোমারই কল্পনা-সৃষ্ট পরীস্থান। সব ক'রে শেষকালটা জোর ক'রে তুমি আপনাকে ফলভোগে বঞ্চিত করছ!— নাও উঠে এস! আমরা আর বিলম্ব করতে পারব না। শীঘ্র এস। লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোগল আমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসছে। এখনি আমাদের সাবাইকে লড়ায়ে যেতে হবে।

বসন্ত। তা হ'লে ভাই, আমার জন্যে আর অপেক্ষা করো না। ইশ্বরের নাম নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও। আমি যাচ্ছি।

ইসা খাঁ। বহুত আচ্ছা। এস বাবাজী, চ'লে এস।

চতুর্থ দৃশ্য

কালীঘাট—উপকণ্ঠ

সুখময়, মদন, সুন্দর ও সূর্য্যকান্ত

সুখ। আমি ছদ্মবেশে বরাবর

ঘোড়সওয়ারের ভার। ভাওয়ালের নবাব ফজলগাজি—তিনি এসে হাতীসওয়ারের ভার নিয়েছেন। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের সঙ্গে থাকবেন। জামাই রাজা—বাকলার রামচন্দ্র পর্যন্ত এসেছেন। রডা সাহেবের সঙ্গে থাক্‌তে তাঁর ওপর হুকুম হয়েছে। সবাই একস্থানে জমা হয়েছে। বুঝতে পার্‌ছিস্ না, এ এক রকম জেহাদ—ধর্ম্মযুদ্ধ। হয় এস্‌পার—নয় ওস্‌পার।

সূর্য্যকান্তের পুনঃপ্রবেশ

সূর্য্য। মদন।

মদন। জনাব!

সূর্য্য। মোগল নদী পার হচ্ছে। তোমরা শীগ্‌গির পেছিয়ে যাও।

মদন। কোথায় যাব?

সূর্য্য। তুমি চেৎলার পথ আটকে থাক। সাবধান, এক জন মোগলও যেন সে পথে প্রবেশ না করে। সুন্দর! তুমি দোসরা হুকুম পর্যন্ত বজবজে থাক। আজ রাত্রেই আমাদের অদৃষ্টপরীক্ষা।

উভয়ে। যো হুকুম।

(সুন্দর ও মদনের প্রস্থান।

সুখ। আমার ওপর কি হুকুম?

সূর্য্য। তুমি যেমন মোগল সৈন্যের ভেতর গুপ্তভাবে আছ, তেমনই থাক। কেবল তুমি কৌশলে মোগলকে এক স্থানে জড় কর।

সুখ। যো হুকুম। **(প্রস্থান।**

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ। সেনাপতি!

সূর্য্য। মহারাজ!

প্রতাপ। মদন সুন্দরকে পেছিয়ে যেতে হুকুম করেছ?

সূর্য্য। করেছি। কিন্তু মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি মোগলকে আর এগুতে দিতে ইচ্ছা করি না।

প্রতাপ। না ইচ্ছা ক'রে কি করবে সূর্য্যকান্ত? অসংখ্য সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য। আমাদের অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাঙালী সৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে কতক্ষণ তাদের তীব্র আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারবে? এরূপ কার্য্যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তখন তুমি কি করবে? নিষ্ফল কতকগুলি বীরশোণিতপাত—আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করি না। সম্মুখসমরে দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সে স্বর্গ চাই না। যে কার্য্যে স্বর্গদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, সে কার্য্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে—সূর্য্যকান্ত! যদি বুঝতে পারি—মা আমার বেঁচেছে, তা হ'লে আমি হাস্যমুখে নরকেও প্রবিষ্ট হ'তে পারি। মোগলকে কৌশলে পরাভব না করতে পারলে, শুধু বীরত্ব প্রদর্শনে পরাস্ত করবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। একবার লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'লে আর কি তুমি যশোর রক্ষা করতে পারবে?

সূর্য্য। তা হ'লে আমি কি করব—আদেশ করুন?

প্রতাপ। গাজী সাহেবকে কোথায় পাঠালে?

সূর্য্য। গাজী সাহেবকে রায়গড়ের পথে থাক্‌তে বলেছি। মান্‌সর আলি সাহেবকে ফল্‌তার কেল্লা আগলাতে পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। তা হ'লে তুমি ঘর রক্ষা কর। যদিই বিপদ্ ঘটে, তা হ'লে ত পুরবাসিনীদের মর্য্যাদা রক্ষা হবে।

সূর্য্য। আর আপনি?

প্রতাপ। আমি আর শঙ্কর এখানে থাকি।

সূর্য্য। তা কি হয়? আপনি ধূমঘাটের পথ রক্ষা করুন।

প্রতাপ। দুঃখিত হয়ো না সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের মহিষী নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা করতে জানেন। তার জন্য সূর্য্যকান্তের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই।

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি আমার প্রাণ হ'তে প্রিয়তর।

সূর্য্য। সুতরাং মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের অস্তিত্ব আগে প্রয়োজন। নতুবা এ দাসের অস্তিত্বের মূল্য নেই। ক্ষমা করুন মহারাজ। গোলাম আজ আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করছে।

প্রতাপ। (স্বগত) দেখছি, আজ যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা আত্মরক্ষা নয়— আক্রমণ শত্রুদলন। ভাল, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। যাও—শীঘ্র যাও। সমস্ত সেনাপতিদের ফিরিয়ে আন। তোমার মনোমত স্থানে সমবেত কর। হয় ধ্বংস, নয়। হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যো হুকুম। (প্রস্থান।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মহারাজ। রাজা গোবিন্দ রায় ও জামাতা রাজা রামচন্দ্র— উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রস্থান করেছেন।

প্রতাপ। কেন?

শঙ্কর। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ কর্‌তে চান না, রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ কর্‌তে অনিচ্ছুক।

প্রতাপ। তাদের সম্বন্ধে স্থির করলে কি?

শঙ্কর। স্থির কিছু কর্‌তে পারিনি। তবে আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রে তাদের গ্রেপ্‌তার কর্‌তে লোক পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। বেশ করেছ—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। (**শঙ্করের প্রস্থান।**

কি করলুম! ভাল কি মন্দ— চিন্তা করবারও অবকাশ নেই— জয় যশোরেশ্বরী। তোমার যশোর আজ দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত এ দারুণ বিপদে তোমার চরণ-স্মরণ ভিন্ন আমার আর কি চিন্তা আছে? বিষম সময়— শত্রু দ্বারদেশে, কর্ত্তব্য স্থির করবার পর্যন্ত অবসর নেই। রক্ষা কর দয়াময়ি! সমস্ত বীর সন্তান আমার আদেশের অপেক্ষা করছে। আমি কি কর্‌ছি না কর্‌ছি— বুঝতে পার্‌ছি না। রক্ষা কর। সে সমস্ত নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষগণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। প্রতাপ!

প্রতাপ। কে ও—মা।

বিজয়া। কি ভাব্‌ছ?

প্রতাপ। কপালিনি। কি ভাবছি— তুমি কি বুঝতে পারছ না? অগণ্য মোগল যশোরেশ্বরীর দ্বারদেশে—

বিজয়া। অতিথি।— সুখের কথা। তাদের সৎকারের কিরূপ আয়োজন করেছ?

প্রতাপ। আমি এখনও তাদের আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানতে দিইনি।

বিজয়া। কেন?

প্রতাপ। মনে মনে সঙ্কল্প, বিনা বাধায় তাদের ভাগীরথীও পার হ'তে দেব।

ভাগীরথীর এ পারে প্রতাপ-আদিত্যের অদৃষ্টপরীক্ষা। মায়ের যদি ইচ্ছা হয়, তা হ'লে এখানেই প্রতাপ-আদিত্যের ধ্বংস হোক। নতুবা এক জন মোগল ও যেন সম্রাটের সৈন্যধ্বংসের সংবাদ দিতে আগ্রায় উপস্থিত না হ'তে পাবে। স্থির করেছি— মোগল যেমন এ পারে এসে উপস্থিত হবে, অম্‌নি চারিদিক থেকে প্রাণপণ শক্তিতে তাদের আক্রমণ কর্‌ব। তার পর মা যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা।

বিজয়া। উত্তম যুক্তি। কিন্তু প্রতাপ! ভাগীরথী পার হয়ে মোগল যদি এখানে উপস্থিত না হয়?

প্রতাপ। সে কি।—এ পারে লক্ষ লোকের অধিষ্ঠান-যোগ্য স্থান আর কোথায়?

বিজয়া। আছে। তুমি দেখনি। যুদ্ধবিশারদ আজিম, প্রতাপের সৈন্য কর্তৃক বেষ্টিত হ'তে এখানে এসে রাত্রি যাপন ক'রবে না। সে রাত্রি-বাসযোগ্য সুন্দর সুদৃঢ় স্থান আবিষ্কার করেছে। তুমি বুঝতে পারনি।

প্রতাপ। তা হ'লে ত দেখছি, সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হ'ল— আজিমের গতিরোধ হ'ল না!

বিজয়া। যেমন ক'রে হোক্ গতিরোধ করতেই হবে! কিন্তু প্রতাপ! লক্ষ সৈন্য দিয়ে লক্ষের গতিরোধে গৌরব কি? অল্প সৈন্য দিয়ে যদি সে কার্য্য সাধিত হয়, তা হ'লে কি সে কাজটা ভাল হয় না?

প্রতাপ। এ তুই কি বলছিস মা? আমার মস্তিষ্ক বিচলিত।

বিজয়া। আমার সন্তানের রক্তে ভাগীরথীর শুভ্র অঙ্গ রঞ্জিত হবে?—তা আমি কেমন ক'রে দেখ্‌ব? প্রতাপ! মুষ্টিমেয় সৈন্যে সাগর প্রমাণ মোগল সৈন্যের গতিরোধ কর। আমার প্রিয়পুত্র প্রতাপ-আদিত্যের যশ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হোক্।

প্রতাপ। কি ক'রে হবে মা?

বিজয়া। উপায় স্থির কর। যেমন ক'রে হোক, হওয়া চাই। আজকের তিথি কি জান?

প্রতাপ। চতুর্দ্দশী।

বিজয়া। রাত্রে অমাবস্যা। ওই যে অদূরে জঙ্গলবেষ্টিত স্থান দেখছ, ওইস্থানের নাম জান কি?

প্রতাপ। জানি—কালীঘাট।

বিজয়া। ওই স্থানে এসে মোগল রাত্রের মত বিশ্রাম করবে।

বেগে সুখময়ের প্রবেশ

সুখ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ! মোগল পার হ'ল—কিন্তু— এখানে এল না।

প্রতাপ। ভয় নেই—তুমি নিশ্চিত থাক— কেবল তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ।

(সুখময়ের প্রস্থান

বিজয়া। ওই কালীঘাট। তোমার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের গুরু ভুবনেশ্বর হালদার ব্রহ্মচারী ওই স্থানে বাস করেন। ওই দেখ, দূরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মায়ের মন্দির। রাজা বসন্ত রায় নিজে ওই মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। ওই স্থানটিকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন ক'রে চারটি নদী প্রবাহিত। নিশ্চিন্ত হয়ে মোগল ওই স্থানে রাত্রির জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করবে। সহস্র চেষ্টায় তোমার স্থলচারী সৈন্য ওর সমীপস্থ হ'তে পারবে

না। আর মুহূর্ত্ত পরেই দেখতে পাবে—ভীম-ভৈরব গর্জ্জনে বিষম ফেনোদ্গিরণ কর্‌তে কর্‌তে আকাশস্পর্শী জলোচ্ছাস ওই স্থানের তটভূমিতে আঘাত কর্‌ছে। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই ওই স্থান একটি সুন্দর দ্বীপে পরিণত হবে। গঙ্গায় আজ ষাঁড়াষাঁড়ির বান। সাবধান প্রতাপ, মোগলসৈন্য আক্রমণ কর্‌তে গিয়ে নিজের সৈন্য ভাসিয়ে দিও না।

প্রতাপ। মা—মা!—এত করুণা—বিপদ্ বারিনি! কোথা থেকে এ অপূর্ব্ব আলোক এনে সন্তানের চক্ষু প্রজ্বলিত কর্‌লি? অমাবশ্যায় পূর্ণিমার বিকাশ দেখালি?— জাহাজ—জাহাজ—

বিজয়া। করালীর লোল জিহ্বা যবনরক্ত পানের জন্য লক্‌লক্ কর্‌ছে। প্রতাপ! তুমি এই ঘোর অমাবস্যায় অসংখ্য শত্রুশিরে মায়ের বলির ব্যবস্থা কর।

(প্রস্থান।

প্রতাপ। জাহাজ! জাহাজ!—একখানা জাহাজ!

(রডা ও সুন্দরের প্রবেশ)

রডা। একখানা কি—দশখানা।

সুন্দর। আর একশো ছিপ্।

প্রতাপ। কাপ্তেন! আজ আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখানে এসেছি কেন জান?

রডা। দরকার কি? কেন যে এত সৈন্য এনেছ রাজা, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

প্রতাপ। আর বিলম্ব করো না—প্রস্তুত হও। আমি এ দিকে বেড়াজালের ব্যবস্থা করি। দেখো মা যশোরেশ্বরি! একটি প্রাণী যেন আগ্রায় না ফিরে যায়। (প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

আজিম ও আমীরগণ

আজিম। ব্যাপারখানা ত কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না। ক্রমে ক্রমে ত প্রতাপ-আদিত্যের বাড়ীর দ্বারে এসে উপস্থিত হলুম, কিন্তু শত্রু কই?

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। জনাব এখানে আছেন?

আজিম। খবর কি?

সৈনিক। জনাব! তাজ্জব ব্যাপার—এক আওরাৎ!

আজিম। আওরাৎ!

সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ জনাব। এমন খুবসুবত আওরাৎ কেউ কখনও দেখিনি।

আজিম। কোথায়?

সৈনিক। দরিযায়।

আজিম। খবরটা কি ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি।

সৈনিক। আজ্ঞে জনাব। আমরা সব নদী পার হচ্ছি, এমন সময় দেখি, একখানা খুব লম্বা সরু লায়ের ওপর চেপে এক বিবি আপনার মনে গান ধরেছে। সেই গান না শুনে, আর সেই বিবিকে না দেখে, সব আমীর একেবারে দেওয়ানা! চারিদিকে কেবল ধর্ ধর্ শব্দ। তখন বিবির লাও ছুট্‌ল, আমীরের লাও ছুট্‌ল। এখন কেবল আমীরে আর বিবিতে ছুটোছুটি হচ্ছে।

আজিম। কি আপদ্! এ আবার কি ব্যাপার! আর সব নৌকো?

সৈনিক। আজ্ঞে জনাব। তারা এগুতে পাচ্ছে না, পেছুতেও পাচ্ছে না কেবল লায়ে লায়ে ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

আজিম। চল্ দেখি দেখে আসি।

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

২য়, সৈ। জনাব—জনাব! সব গেল। দরিয়া নয় জনাব—সয়তান! সব গেল।

আজিম। ব্যাপার কি?

১য়, সৈ। নৌকা সব দরিয়ার মাঝখানে আস্‌তে না আস্‌তে দরিয়া ক্ষেপে উঠল। যাচ্ছিলো এ দিকে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও দিকে ছুটল। ভয়ঙ্কর শব্দ। ঐ তালগাছের মতন উঁচু— শাদা ফেনা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে মড় মড়—ওলট পালট— ভেসে গেল— ডুবে গেল—মরণ চীৎকার—এক ধাক্কায় অর্দ্ধেক ফৌজ কাবার।

আজিম। হে ঈশ্বর। কি কর্‌লে! আমার ফৌজ গেল! বিনাযুদ্ধে আমার ফৌজ গেল।

(নেপথ্যে কামানের শব্দ) ওরে এ কিরে! যুদ্ধ দেয় কে রে?

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ

৩য়, সৈ। ভাসা কেল্লা জনাব।—ভাসা কেল্লা তার ভেতরে সয়তান— মানুষ নয়। জনাব সব গেল! আমাদের কেল্লায় ঘেরেছে। সব খেলে—সব খেলে।

আজিম। কি হ'ল।—অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! (বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ক্রোড়াঙ্ক—গঙ্গাবক্ষ

বিজয়ার প্রবেশ

(গীত)

এখনও তরীতে আছে স্থান।
ছুটে এস, উঠে এস, এই বেলা পাশে ব'স,
কারো না জীবন অবসান।।
দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙে ঢেউ তুলে,
কূলে কূলে তুলে কত গান।
সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে,
সেই চির আকুল পিয়াসে—
ঢেউ সনে মাখামাখি প্রাণ।।

সুন্দর ও রডার প্রবেশ

সুন্দর। দোহাই সাহেব! আর মেরো না। শাদা নিশেন তুলেছে।

রডা। চোপ্‌রাও শালা।

সুন্দর। দোহাই সাহেব! কামান বন্ধ কর।

রডা। লাগাও—মৎ বন্ধ কর।

সুন্দর। সেনাপতির হুকুম—শাদা নিশেন তুল্‌লে লড়াই বন্ধ। (নেপথ্যে— তোপধ্বনি) বন্ধ কর— সাহেব, বন্ধ কর।

রডা। শাদা নিশেন তুল্‌লে শাদা মানুষ মর্‌তে বাইবেলে নিষেধ আছে। কিন্তু কালা আদ্‌মি—অসভ্য কালা—ড্যাম নিগার— মরিয়া ফেল—উদ্ধার কর। পুণ্যি আছে। (নেপথ্যে তোপধ্বনি ও আর্ত্তনাদ) দেখো শালা! কিস-মাফিক কাম চল্‌তা হায় দেখো।

সুন্দর। তবে রে শালা। (রডাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন)

রডা। বস্—সুন্দর। তোম্‌বি মেলেটারি, হাম্‌বি মেলেটারি। বস্ কর। মৎ টানো!

সুন্দর। হুকুম দাও। (রডার বংশীধ্বনি) বস্— চল সাহেব। তোমাকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিই।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রা— বাদ্‌শার কক্ষ

আকবর ও সেলিম

সেলিম। জাঁহাপনা। এ গোলামকে তলব করেছেন কেন?

আক। বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় আজ আনিয়েছি। সঙ্গে কেউ আছে?

সেলিম। আজ্ঞে, গোলাম একা জাঁহাপনা!

আক। দরজা বন্ধ কর। তার পর শোন—যা বলি, তা মন দিয়ে শুন। আমার শারীরিক অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছ?

সেলিম। জাঁহাপনার শারীরিক ও মানসিক-দুই অবস্থাই খারাপ।

আক। শারীরিক যত, মানসিক তার চেয়ে শতগুণে বেশী। বাঙ্গালায় কি ব্যাপার হচ্ছে, তা জান?

সেলিম। শুনেছি— বাঙ্গালায় একটা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হয়েছে।

আক। হাঁ, ব্যাপারটা এইরূপই ব'লে আগ্রায় প্রচার। আর একটা ভূঁইয়ার বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন নামে হিন্দুস্থানে প্রচার কর্‌তে দেব না।

আর মোগল রাজত্বের ইতিহাসে এ সংবাদের একটি মাত্র অক্ষরও উদ্ধৃত হবে না। তা পরাজিতই হই, কি জয়ীই হই।

সেলিম। একটা তুচ্ছ বাঙ্গালী ভূঁইয়ার বিদ্রোহে যে হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা এতদূর চিন্তিত, এটা আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

আক। হিন্দুস্থানের বাদশা কি সামান্য কারণেই এতদূর চিন্তিত?—সেলিম। এ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়।

সেলিম। তবে কি জাঁহাপনা?

আক। বাঙ্গালীকে দেখেছ?

সেলিম। দেখেছি, বড় বুদ্ধিমান্। কিন্তু শরীর সম্বন্ধেই কি, আর মন সম্বন্ধেই বা কি— বড় দুর্ব্বল। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ প্রাণ— কিন্তু বড় দুর্ব্বল— দুর্ব্বলতার জন্য বাঙ্গালীতে একতা নেই। বাঙ্গালীতে সত্যনিষ্ঠার অভাব, বাঙ্গালী পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর। একা বাঙ্গালী মহাশক্তি—জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায় বাক্‌পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান সম্রাটের পূজনীয়। কিন্তু একত্রিত দশ বাঙ্গলী অতি তুচ্ছ— হীন হ'তেও হীন। অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।

আক। কিন্তু বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বোঝে— এটা জান? আর বুঝে যদি কার্য্য করে, তা হ'লে বাঙ্গালী কি হ'তে পারে জান?

সেলিম। গোস্তাকি মাফ্ হয় জাঁহাপনা। ওইটেতেই আমার কিছু সন্দেহ আছে।

আক। আগে আমারও ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। বাঙ্গালীতে একতা এসেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি হয়েছে। বাঙ্গালার বিদ্রোহ— তুচ্ছ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটি বাঙ্গালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান। বল দেখি সেলিম! হিন্দুস্থানের বাদ্‌শার তাতে চিন্তার কারণ আছে কি না?

সেলিম। অবশ্য আছে। কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কেমন ক'রে সংঘটিত হ'ল জাঁহাপনা?

আক। অত্যাচার! একমাত্র কারণ অত্যাচার। নিরীহ শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত প্রজা, আজ অত্যাচারে উত্তেজিত হয়েছে। আমার নরাধম কর্ম্মচারিগণ বাঙ্গালী-চরিত্রের বিকৃত চিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত করত।

অত্যাচার-উৎপীড়িত হয়ে প্রজা যখন আমার কাছে প্রতীকারের জন্য উপস্থিত হ'ত, তখন আর কতকগুলা কুলাঙ্গার বাঙ্গালীর সহায়তায়, আমার কর্ম্মচারীরা আমাকে বিপরীত ভাবে বুঝিয়ে যেত। আমি কিছু বুঝতে না পেরে, কর্ম্মচারীদের কথায় বিশ্বাস ক'রে প্রতীকারে অক্ষম হয়েছি। কখন কখন অত্যাচারের কথা আমার কানের কাছে আস্‌তে আস্‌তে পথেই মিলিয়ে গেছে। নিরুপায় প্রজা বহুদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। আজ বাঙ্গালী সেই সীমা অতিক্রম করেছে। প্রতীকারের জন্য একত্র হ'তে গিয়ে এক জন মহাশক্তিমান্ যুবকের কৌশলে তারা আজ একটা মহান্ জাতীয় জীবনে উল্লসিত।

সেলিম। সে ব্যক্তি কে জাঁহাপনা?

আক। তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে বন্ধুতা করেছ, তার প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে তার উন্নতির কামনায় তুমিই আমাকে অনুরোধ করেছ।

সেলিম। কে—প্রতাপ-আদিত্য?

আক। প্রতাপ-আদিত্য। আমিও তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাকে যশোরের আধিপত্য প্রদান করেছি। সে এক কথায় আমাকে বশীভূত ক'রে রাজ্য পুরস্কার পেয়েছে। আমায় দেখে, আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে সে আমাকে বলেছিল, "জাহাপনা! আজও আপনি দুনিয়া জয় কর্‌তে পারেন নি?" বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম, সেই উজ্জ্বল পলকহীন বিশাল চক্ষু আমার দৃষ্টিপথ ভেদ ক'রে হৃদয়মধ্যস্থ শক্তির ভাণ্ডার অন্বেষণ কর্‌ছে। আমি রহস্য ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'প্রতাপ, কিছু খুঁজে পেলে?' যুবক বল্‌লে "জাঁহাপনা। পেয়েছি রাশি রাশি স্তুপীকৃত অতুলনীয় শক্তি। কিন্তু সম্রাট আকবরের শক্তির তুলনায়, তাঁর জীবনের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র। নইলে পাঁচ জন মোগল নিয়ে যে ব্যক্তি ভারত আয়ত্ত করেছে, সে মহাপুরুষ পঞ্চাশ জন ভারতবাসী নিয়ে কি পৃথিবী জয় কর্‌তে পারে না? পারে, কিন্তু ঈশ্বর আকবরকে শতবর্ষব্যাপী যৌবন দান করেন নি। প্রিয়দর্শন দিল্লীশ্বরের মুখে আজ বার্দ্ধক্যের ম্লান রেখা। তাই সময়ের অভাবে তিনি আজ ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট।" আমি বল্‌লুম— 'তুমি পার?' প্রতাপ ব'ল্‌লে— "বোধ হয়।" আমি কৌতূহলপরবশ হয়ে পরীক্ষার জন্য যশোর প্রদান করি। অল্পদিনের মধ্যে সেই যশোর— বেহারা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। আর যদি এক পদ অগ্রসর হয়— কোনও ক্রমে বাঙ্গালা যদি বারাণসীর এপারে এসে পড়ে, তা হ'লে মোগলের হাত থেকে ভারত গিয়েছে জেনে রাখ। আমার শরীরের অবস্থায় বুঝতে পার্‌ছি, আমি আর অধিক দিন বাঁচব না। এ কার্য্য তোমাকেই কর্‌তে হবে। কাবুল যাক্, গোলকুণ্ডা যাক, আমেদনগর যাক্ একদিন না একদিন ফিরে পাব। কিন্তু বাঙ্গালা বারাণসীর পারে যদি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্থানও অগ্রসর হয়, তা হ'লে মোগল সাম্রাজ্য আর ফিরে পাবে না। পাঁচ জন মোগল নিয়ে ভারতশাসন। মানসিংহ, বীরবল, ভগবান, দান, টোডরমল প্রভৃতি মলিন দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে এই পাঁচজন মোগল পাঁচ

কোটির আবছায়া ধারণ ক'রে আছে। এ দর্পণ না ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে শীঘ্র যাও। যত শীঘ্র পার প্রতাপের গতিরোধ কর।

সেলিম। জাঁহাপনা কি গতিরোধের চেষ্টা করেন নি?

আক। করেছি। কিন্তু আজও পর্যন্ত কিছু করতে পারিনি। সের খাঁ গেছে, ইব্রাহিম পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছে। শেষে আজিম খাঁকে বাইশ আমীর সঙ্গে দিয়ে লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক ক'রে পাঠিয়েছি। কিন্তু আজও ত জয়ের সংবাদ কেউ আন্‌লে না' (নেপথ্যে—করাঘাত)—কে ও?

সেলিম কর্তৃক দ্বার উন্মোচন ও দূতের প্রবেশ

আক। খবর?

দূত। জাঁহাপনা। বল্‌তে গোলামের মুখে কথা আস্‌ছে না।

আক। বুঝতে পেরেছি— আজিমও হেরেছে।

দূত। সুধু হার নয় জাঁহাপনা।—সব গেছে!

সেলিম। সব গেছে?

দূত। আজিম খাঁ মারা গেছেন, বাইশ আমীরের এক জনও নেই। পঞ্চাশ হাজার ফৌজ ধ্বংস। বিশ হাজার বন্দী। বাকী আছে কি গেছে, তার খবর নেই

আক। সেলিম। এরূপ যুদ্ধের খবর আর কখনও কি শুনেছ? এক লক্ষ সৈন্য সব শেষ! সেলিম! শীঘ্র যাও— এই পাঞ্জাযুক্ত হুকুম নাও। মানসিংহ কাবুল যাচ্ছে, পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আন। সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারে যশোরের ওপর চেপে পড়। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করো না। সেলিম! এ পরাজয় নয়— আমার মৃত্যু। কিন্তু আমার পানে চেও না, আমার মৃত্যুর অপেক্ষা-সংবাদ হিন্দুস্থানে রাষ্ট্র হবার পূর্ব্বে মানসিংহের সঙ্গে বাঙ্গালায় সৈন্য প্রেরণ কর। ধ্বংস কর— ধ্বংস কর!

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহর—কাছারীবাটী

বসন্ত

বসন্ত। কি যে অদৃষ্টে আছে, কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। দাদা পুণ্যবান্— অম্লানবদনে একদিনে সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন! গিয়ে কাশীপ্রাপ্ত হলেন। কিন্তু আমার পরিণাম কি? আমি গোবিন্দদাসকে ছাড়লুম। কি সুখে যে ঘরে রইলুম, তা ত বল্‌তে পারি না। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল বুঝি আমার ওপর দিয়েই ফলে যায়। গতিক ভাল বুঝছি না! প্রতাপ বারংবার মোগলজয়ে অহঙ্কারে এত আত্মহারা হয়েছে যে, সে বাঙ্গালী—একথা একেবারে ভুলে গেছে। পুত্রকলত্রপূর্ণ ছোট ছোট ঘরই যে বাঙ্গালীর রাজ্য, তা আর প্রতাপের মনে নেই। বাঙ্গালা বাঙ্গালা ক'রে প্রতাপ এমন সোনার রাজ্য ধ্বংসে প্রবৃত্ত। কি করি? কেমন ক'রে প্রতাপের ক্রোধ থেকে ছেলেপুলেগুলোকে রক্ষা করি?

ছোটরাণীর প্রবেশ

ছোটরাণী। হাঁ মহারাজ! এ সব কি শুনছি?

বসন্ত। কি শুনেছ ছোটরাণি?

ছোটরাণী। প্রতাপ নাকি গোবিন্দকে কয়েদ করতে হুকুম দিয়েছে?

বসন্ত। কই না—একথা কে বৃলে?

ছোটরাণী। যশোরময় এ কথা রাষ্ট। আপনি না বল্‌লে শুন্‌ব কেন?

বসন্ত। কয়েদ করতে হুকুম দেয় নি। তবে তোমার ছেলের সম্বন্ধে সুবিচার করতে প্রতাপ আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছে।

ছোটরাণী। কেন, আমার ছেলের অপরাধ?

বসন্ত। অপরাধ খুবই। যদি রাজার যোগ্য কার্য্য করতে হয়, তা হ'লে প্রাণদণ্ডই হচ্ছে তার অপরাধের শাস্তি। তোমার ছেলে সেনাপতির বিনানুমতিতে যুদ্ধস্থল ত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছে। যুদ্ধের আইনে সেটা গুরু অপরাধ।

ছোটরাণী। কেন, আমার ছেলে ত তার অধীন নয়?

বসন্ত। প্রতাপ বাঙ্গালার সার্ব্বভৌম। আমি যশোরের অধীশ্বর—তার এক জন সামন্তরাজা। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমিই তার অধীন, তা তোমার ছেলে। তবে প্রতাপ আমাকে মান্য করে, শ্রদ্ধায় উচ্চ আসন দেয়— এই আমার ভাগ্য।

ছোটরাণী। তা হ'লে গোবিন্দকে আপনি শাস্তি দেবেন নাকি?

বসন্ত। এই ত বল্‌লুম—রাজার যোগ্য কার্য্য করতে হ'লে, নিরপেক্ষ বিচার করলে, শাস্তি দিতে হয়।

ছোটরাণী। বেশ, তবে শাস্তিই দিন। কিন্তু জামাই রামচন্দ্রও ত চ'লে এসেছে, কই, তার বেলায় ত নিরপেক্ষ বিচার হ'ল না? সে ত প্রতাপের নিজ বাড়ীতে মহা-আদরে বাস করছে। যত বিচার বুঝি দেইজীর বেলা?

উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ

উদয়। দাদা। রক্ষা করুন।

বিন্দু। দাদা। আমাকে রক্ষা করুন। (উভয়ের পদধারণ)— ঠাকুরমা, রক্ষা কর।

ছোটরাণী। ব্যাপার কি?

বসন্ত। ব্যাপার কি?

উদয়। পিতা রামচন্দ্রকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন।

বিন্দু। বন্দী নয় দাদামশায়।—হত্যা। আমি বেশ বুঝেছি—হত্যা। বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে, আমার অসাক্ষাতে তাঁকে হত্যা করবে। দোহাই দাদামশায়। অভাগিনীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন।

বসন্ত। দেখলে ছোটরাণি।

ছোটরাণী। না—প্রতাপ যথার্থই রাজা বটে। মেয়েকে—তাই কি যে সে মেয়ে—উদয়াদিত্য হ'তেও প্রিয় যে বিন্দুমতী—তাকে বিধবা করতে সে অগ্রসর হয়েছে। মহারাজ। যে কোন উপায়ে মেয়েটাকে যে রক্ষা করতে হচ্ছে।

বসন্ত। রামচন্দ্র কোথা?

উদয়। তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

বসন্ত। কেমন ক'রে তাকে বাড়ী থেকে বার করব?

উদয়। আমি এক উপায় ঠাওরেছি। আজ সন্ধ্যায় আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ। সেই সুযোগে তাকে বেয়ারাদের সঙ্গে মশালচীর বেশে আমার পাল্‌কীর সঙ্গে সঙ্গে আপনার এখানে নিয়ে আসব।

বসন্ত। উত্তম পরামর্শ। ভয় নেই দিদি। আমি তোকে রক্ষা করব।

ছোটরাণী। যেমন ক'রে হোক, রক্ষা করতেই হবে। রাজ্যশাসনের অছিলায়

এরূপ নিষ্ঠুরতা বিধর্ম্মী রাজারই শোভা পায় না। রক্ষা কর মহারাজ—রক্ষা কর। বিন্দুকে রক্ষা কর। মোহান্ধ প্রতাপকে রক্ষা কর।

বসন্ত। যাও ভাই। তুমি নাতজামাইকে যে কোনও উপায়ে পার করিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। ভয় নেই দিদি, কিছু ভয় নেই। -যাও, আর বিলম্ব করো না।

(উদয় ও বিন্দুর প্রস্থান।

ছোটরাণী। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার হৃদয়বল!

বসন্ত। ছোটরানি! এখন তুমি প্রতাপকে কি বল্‌তে চাও?

ছোটরাণী। আমি দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণী—রাজচরিত্র বোঝা আমার সাধ্য নেই।

বসন্ত। তোমার ছেলের সম্বন্ধে এখন কি বল?

ছোটরাণী। আমি দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণী—রাজচরিত্র বোঝা আমার সাধ্য নেই।

বসন্ত। তোমার ছেলের সম্বন্ধে এখন কি বল?

ছোটরাণী। দোহাই মহারাজ! আমি মা, আমাকে পুত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবেন না। ধার্ম্মিকচূড়ামণি মহারাজ বসন্ত রায়ের যা অভিরুচি। (প্রস্থান

রাঘবের প্রবেশ

বসন্ত। রাঘব! তোমার দাদা কোথায়?

রাঘব। চাকসিরিতে বাঘ মারতে গেছে।

বসন্ত। হুঁ! বাঘ মারতে গেছে—না পালিয়েছে! এখানে থাকলে যদিও হতভাগা বাঁচত, তা এখন আর কিছুতেই তার নিস্তার নেই।—কে আছ? দেউড়ীতে কে আছ?

(প্রস্থান।

রাঘব। দাদা—দাদা! (পালাইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। কেন— ব্যাপার কি?

রাঘব। চুপ—চুপ। বাবা তোমাকে—(ইঙ্গিত)— একেবারে—পালাও—পালাও। লম্বা চোঁচা—চাকসিরি-চাকসিরি।

(উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির

শঙ্কর ও কল্যাণী

শঙ্কর। এ স্থানে কি মনে ক'রে কল্যাণী?

কল্যাণী। স্বামীর কাছে স্ত্রী ত অন্যমনস্কেই আসে। মনে ক'রে আসে—এমন ত কখনও শুনিনি!

শঙ্কর। গৃহস্থের বউ, অন্তঃপুর ছেড়ে অন্যমনস্কে চ'লে আসা আমি ভাল বিবেচনা করি না।

কল্যাণী। যখন গৃহস্থের বউ ছিলুম, তখন ত কই আসিনি? এখন স্বামী আমার সন্ন্যাসী। শাস্ত্রমতে আমি সন্ন্যাসিনী। সংসার আমার ঘর। ঘরের এ প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছি— দোষ কি?

শঙ্কর। আমাকে যেন কোনও অনুরোধ করো না।

কলন্যাণী। কেন—রাখতে পারবে না?

শঙ্কর। অযোগ্য হ'লে পারব না।

কল্যাণী। তুমি এ কথা যে বল্‌তে পেরেছ— এই আশ্চর্য্য। আমি জানি—তুমি অনুরোধ এড়াতে পারবে না।

শঙ্কর। সহসা নয় কল্যাণী! আমাকে কোনও অনুরোধ করো না। আমি রাখতে পারব না।

কল্যাণী। ভিখিরী বামুন মন্ত্রী হ'য়ে দেখছি একেবারে চাণক্যের ভায়রাভাই হয়ে পড়েছে!

শঙ্কর। রাজার আদেশ কি, তা জান? তাঁর জামাতার সম্বন্ধে যে কেউ আমার কাছে অন্যায় উপরোধ নিয়ে আস্‌বে, সে তৎক্ষণাৎ দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হবে। তা সে পুরুষ হোক্—কি স্ত্রীলোকই হোক। তা তিনি রাজমহিষীই হ'ন— কি মন্ত্রিপত্নীই হ'ন।

কল্যাণী। সে ভয় আমাকে দেখিয়ে নিরস্ত করতে পারছ না। আমি ত নির্ব্বাসিত হয়েই আছি। প্রসাদপুরের সেই ক্ষুদ্র কুটীর— আমার শ্বশুরের ঘর— আর সেই ঘরের ঐশ্বর্য্য— পঁচিশ বৎসরের স্বামিসঙ্গ যে দিন ছেড়ে এসেছি, সেই দিন থেকে ত আমি ফকির্‌ণী। আমাকে তুমি নির্ব্বাসনের ভয় দেখাও কি?

শঙ্কর। তুমি বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করলে কল্যাণী!

কল্যাণী। এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত। আজকাল তুমি এক জন বড়লোক—বঙ্গেশ্বরের প্রধান সচিব। কত রাজারই ওপর আধিপত্য কর; এক জন শক্তিমান্ রাজাকে আয়ত্তে পেয়ে তাকে হত্যাই করতে চলেছ। আমার সঙ্গ এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত।

শঙ্কর। আঃ! এ ত ভাল জ্বালাতেই পড়লুম।

কল্যাণী। কিন্তু এই কল্যাণী বামণীর অত্যাচার সইতে শিখেছিলে, তাই তুমি এতটা বড় হয়েছ।

শঙ্কর। কল্যাণী! এখনও বল্‌ছি— স্থানত্যাগ কর। নইলে মর্য্যাদা থাকবে না।

কল্যাণী। কখন কিছু চাইনি— আজ তোমার কাছে রামচন্দ্রের জীবন ভিক্ষা চাই।

শঙ্কর। তা হ'লে কি এই ঘোর অধর্ম্ম কর্‌তেই হবে?

শঙ্কর। অধর্ম্ম নয়, তবে নিষ্ঠুর ধর্ম্ম।

কল্যাণী। জামাতৃহত্যা—ধর্ম্ম?

শঙ্কর। রাজদ্রোহী জামাতৃ-হত্যা—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্জ্জুনকে বারো বৎসর বনে পাঠিয়েছিলেন।

কল্যাণী। তার ফলে কুরুক্ষেত্র। আর যাঁর পরামর্শে এই ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর গুণে প্রভাস—একদিনে যদুবংশ ধ্বংস। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এ পোড়া বাঙ্গালীর রাজত্বের আর বেশী দিন অস্তিত্ব নেই।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। আশীর্ব্বাদ কর মা— আশীর্ব্বাদ কর। শীঘ্র এ রাজ্যের ধ্বংস হোক্।

কল্যাণী। মহারাজ!—মহারাজ! বুঝতে পারিনি—আমি জ্ঞানহীনা নারী।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা— তুমি জ্ঞানময়ী। তুমিই তোমার স্বামীকে উপদেশ দিয়ে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়েছ। তুমি তোমার স্বামীকে জোর ক'রে প্রসাদপুর থেকে না নির্ব্বাসিত করলে কেউ যশোরের নাম শুনতে পেত না। আমি কিন্তু রাজদণ্ড ধারণে অনুপযুক্ত। কঠোর কর্ত্তব্যপালনে

এখনও ইতস্ততঃ কর্‌ছি—অপরাধীর শাস্তি দিতে পাচ্ছি না।

কল্যাণী। হতভাগ্য রামচন্দ্র।

প্রতাপ। হতভাগ্য আমি। আমার নিজের শক্তি না বুঝতে পেরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গেছি। আজ বঙ্গের এক প্রান্ত থেকে কাঞ্চনাভরণা একাকিনী রমণী নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গের অপর প্রান্তে চ'লে যাচ্ছে। নরঘাতী দস্যু-ঠক এখন তার পানে লোলুপ দৃষ্টিতে চাইতেও সাহস করে না। কিন্তু আর থাকে না—এ দিন আর থাকে না আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—বাঙ্গলীর চিরন্তন দুর্দ্দশা আবার তাকে গ্রাস কর্‌বার জন্যে ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি কর্‌ছি। (নেপথ্যে কামানের শব্দ) কি এ?

কমলের প্রবেশ

কমল। মহারাজ! জামাই রাজা পালালেন।

প্রতাপ। এ কি সেই নরাধমই কামান ছুড়লে?

কমল। আজ্ঞে হাঁ কামান ছুড়ে জানিয়ে গেলেন।

প্রতাপ। কমল! যার সাহায্যে এ নরাধম পালিয়ে গেছে, তার মাথা যদি এখনি আমার কাছে এনে উপস্থিত কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমাকে মহামূল্য পুরস্কার দিই। সে হতভাগ্য যদি আমার পুত্রও হয়, তথাপি তাকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

কমল। যো হুকুম। তা হ'লে সেলাম। জাঁহাপনা। গোলামের শত অপরাধ ক্ষমা করুণ।

প্রতাপ। তোমার অপরাধ কি?

কমল। আজ্ঞে জনাব, এই বেইমানই অপরাধী। আমাকে অন্দর রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। সুতরাং আমিই অপরাধী। জামাই রাজা গোলাম সেজে মশালচীর বেশ ধ'রে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিনতে পেরেছিলুম—তাঁকে ধ'রেও ছিলুম। ধ'রে রাখতে পারলুম না।

প্রতাপ। কেন?

কমল। শুধু এক জনের জন্য পারলুম না। তাঁর কাতরোক্তিতে কমলের কঠোর প্রাণ খুলে গেল— হাতের বাঁধন খসে গেল।

প্রতাপ। সে সে?

কমল। বলুন তাকে হত্যা করবেন না?

প্রতাপ। তুমি না বললেও জানতে পার্‌ব।

কমল। কিছুতেই না—বিশ বৎসর চেষ্টা করলেও না। আপনি কমলকে শাস্তি দিন।

প্রতাপ। তোমাকে ক্ষমা কর্‌লুম।

কমল। কমল মাফ্ চায় না—অপরাধের শাস্তি চায়। সেলাম জাঁহাপনা, সেলাম উজীর সাহেব, সেলাম মা জননী— (কমলের আত্মহত্যা)

কল্যাণী। হায় হায় কি হ'ল। কমল আত্মহত্যা করলে।

শঙ্কর। যাও কল্যাণী। ঘরে যাও।

(কল্যাণীর প্রস্থান।

প্রতাপ। বুঝ্‌তে পেরেছ শঙ্কর— কার সাহায্যে রামচন্দ্র পলায়নে সক্ষম হয়েছে?

শঙ্কর। বুঝেছি, কিন্তু—মহারাজ। তিনি অবধ্য।

সূর্যকান্তের প্রবেশ

শঙ্কর। এমন অসময়ে কেন সূর্যকান্ত?

সূর্য্য। মহারাজ! বিষম সংবাদ!—রাজা মানসিংহ একেবারে দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে যশোরের দ্বারে উপস্থিত।

প্রতাপ। বেশ হয়েছে। যশোরের ধ্বংস চিন্তাও মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মনে উদিত হয়েছে। যশোরের অস্তিত্বের কিছুমাত্রও মূল্য নেই। দাসত্ব কর্‌বার জন্য বাঙ্গালীর জন্ম,—রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার বিড়ম্বনা। শঙ্কর! মরণের জন্য প্রস্তুত হও।

শঙ্কর। সর্ব্বদাই ত প্রস্তুত আছি মহারাজ! কিন্তু আমি ত বিশ্বাস করতে পার্‌ছি না। এই জলবেষ্টিত দেশ—চারিদিকে সজাগ প্রহরী—এ সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে কেমন ক'রে শত্রু যশোরে প্রবেশ করলে?

সূর্য্য। প্রহেলিকা! আমি কিছু বলতে পারছি না মহারাজ। ধূমঘাট থেকে এক দিনের পথ মাত্র তফাৎ দুই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ। যমুনা পার হ'তে তার একটিমাত্র সৈন্যও অবশিষ্ট নেই। ঈশ্বরীপুরে এসে রাজা দূত পাঠিয়েছে।

প্রতাপ। দূত কই? (**সূর্যকান্তের প্রস্থান**) ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলে কি শঙ্কর?

শঙ্কর। কে এমন বিশ্বাসঘাতক মহারাজ?

প্রতাপ। এখনি বুঝতে পারবে—মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত জানতে পারা যাবে! যে জাতি সামান্য দু'এক পয়সার লোভে, চাকরীর খাতিরে ঈর্ষা অভিমানের বশে সহোদরের ওপর অত্যাচার করে, সে জাতির কাকে তুমি বিশ্বাস কর?

দূতসহ সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! মহারাজ মানসিংহ এই দুই উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এ দু'য়ের মধ্যে যেটা মহারাজের অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন। (শৃঙ্খল ও অস্ত্র প্রদান)

প্রতাপ। (অস্ত্র লইয়া) তোমার প্রভুকে বল—প্রতাপ-আদিত্য যতই কেন বিপন্ন হোক না, তথাপি সে মোগলশ্যালকের কাছে মস্তক অবনত করে না।

দূত। যথা আজ্ঞা (**শৃঙ্খল লইয়া প্রস্থান।**

প্রতাপ। এখন কর্ত্তব্য? (পরিক্রমণ)

সূর্য্য। (জনান্তিকে) এই রাত্রের মধ্যে তার সম্মুখে উপস্থিত না হ'লে প্রভাতেই ধূমঘাট দুই লক্ষ সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হবে।

শঙ্কর। সমস্ত সৈন্য ত দেশের চারধারে ছড়িয়ে আছে।

সূর্য্য। রাত্রের মধ্যে বিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ করতে পারি। তার পর এক দিন বাধা দিয়ে রাখতে পার্‌লে, আর বিশ হাজারের যোগাড় হয়।

রডার প্রবেশ

শঙ্কর। বড়ই বিপদ সূর্যকান্ত।

প্রতাপ। কি সাহেব। খবর কি?

রডা। আমি কি করব? তোমার বাঙ্গালী আপনার পায়ে কুড়ুল মারবে, তা আমি কি কর্‌ব? আমরা চব্বিশ ঘন্টাই জলে জলে ঘুর্‌ছি।—তোমার ভবানন্দ চাকসিরি দিয়ে শত্রু আনবে, তা আমি কি করব?

প্রতাপ। শঙ্কর। শুনলে?

রডা। সোজা পথ দিয়ে আন্‌লে কি পারত?—বন কেটে নতুন রাস্তা তৈরী ক'রে মানসিংহকে যশোরে এনেছে।

প্রতাপ। এখন কি করবে? রডা। হুকুম

কর।

প্রতাপ। তুমি সহর রক্ষা কর।

রডা। বেশ।

প্রতাপ। আর, পুরবাসিনীদের জাহাজে তুলে রাখ।—ফিরি, আবার তাদের কূলে নিয়ে এস। আর যদি মোগলসৈন্যকে সহরে ঢুক্‌তে দেখ ত তখনি তাদের ইছামতীর জলে বিসর্জ্জন দিও।

রডা। বেশ। (চক্ষে রুমাল প্রদান)

প্রতাপ। দেখো, যেন তারা মোগলের বাঁদী হয়ে আগ্রায় না যায়।

রডা। আচ্ছা।

প্রতাপ। যাও, আর বিলম্ব করো না।

রডার প্রস্থান।

হায় শঙ্কর। ধূর্ত্ত মানসিংহ এত দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত যশোরটা ঠকিয়ে নেবে?—ঠকিয়ে নেবে!— শত অপরাধী হ'লেও বাঙ্গালী আমার প্রাণ। সেই বাঙ্গালীর কণ্ঠহারের মধ্যমণি আমার সোনার যশোর, মানসিংহ এসে ঠকিয়ে নেবে? সূর্য্যকান্ত! কত সৈন্য তোমার কাছে আছে?

সূর্য্য। বিশ হাজর। আর বিশ হাজার কা'ল সন্ধ্যার মধে আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু কাল সমস্ত দিন যদি কোনও রকমে মানসিংহের গতিরোধ করতে পারি, স্থির বলছি মহারাজ, পরশ্ব প্রভাতে আমি তার সৈন্যস্রোত ফিরিয়ে দেব।

প্রতাপ। বিশ হাজার। যথেষ্ট—যথেষ্ট। —সূর্য্যকান্ত, তুমি আর তোমার গুরু—দু'জনে দশ হাজার নাও। আমায় দশ হাজার দাও। যাও শঙ্কর। তুমি এই রাত্রে দশ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত গ্রামে আগুন দাও। গ্রামবাসীদের ধূমঘাটে পাঠাও। আমি পেছন থেকে মোগলের রসদ মারতে চললুম। দেখো, সাবধান! সমস্ত দেশের মধ্যে মানসিংহ যেন তণ্ডুলকণা না পায়। ক্ষুধার যাতনায় মোগলসৈন্য কেমন লড়াই করে, একবার দেখবে এস!

শঙ্কর। ঈশ্বর প্রতাপ-আদিত্যকে চিরজীবী করুন। সমস্ত ভারত যেন তাঁর পদানত হয়।

সূর্য্য। দু'লক্ষ বীরের ক্ষুধানলে আজ দাবানল প্রজ্বলিত করব।

সকলে। জয়—যশোরেশ্বরীর জয়!

চতুর্থ দৃশ্য

বসন্ত রায়ের গৃহ

বসন্ত রায়, ছোটরাণী ও সূর্য্যকান্ত।

ছোটরাণী। অ্যাঁ, এমন বিশ্বাসঘাতকতা কে করলে? আমারই চাকসিরি দিয়ে আমার ঘরে শত্রু প্রবেশ করালে, এমন কুলাঙ্গার কে?

বসন্ত। কে?— আর জেনে কাজ নেই ছোটরাণি! মা যশোরেশ্বরীকে ধন্যবাদ দাও যে এবারেও তাঁর কৃপায় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছি।

সূর্য্য। পা'র ধুলো দিন রাণী মা, আপনার আশীর্ব্বাদে বড় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছি। আমাদের কলঙ্ক রাখবার আর স্থান ছিল না। চোখে ধুলো দিয়ে জুয়াচোর মানসিংহ আর একটু হ'লে আমাদের প্রাণের যশোর কেড়ে নিয়েছিল। মানসিংহ এখন টের পেয়েছে। যখন সমস্ত সৈন্য পেটের জ্বালায় খাই খাই ক'রে তাকে ঘেরে ধরেছে, তখন বুঝেছে— যশোরজয় চোরের কর্ম্ম নয়। অধর্ম্ম না ঢুকলে স্বয়ং

বিধাতাও অনিষ্ট কর্‌তে যশোরে প্রবেশ কর্‌তে পারবে না।— সমস্ত সৈন্যই তার ধ্বংস হ'ত কি বলব, আমাদের সৈন্য ছিল না।—এদাস আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌বে না। অনুমতি করুণ—বিদায় হই। যে সমস্ত গ্রামবাসীদের গৃহ দগ্ধ করেছি, তাদের বাসস্থান প্রস্তুত ক'রে দেবার ভার আমার ওপর।

ছোটরাণী। তা হ'লে এখনি যাও। স্থানাভাবে গরীবদের বড়ই কষ্ট হচ্ছে।—

(সূর্য্যকান্তের প্রস্থান।

তা এ পোড়া চাকসিরি নিয়েই যখন এত গোল, তখন মহারাজ। এ চাকসিরি প্রতাপকে সমর্পণ করুন না।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মহারাজ! ব্রাহ্মণসন্তান আজ ঠাকুর বসন্ত রায়ের কাছে চাকসিরি ভিক্ষা করে।

বসন্ত। বেশ। প্রতাপকে এখনি পাঠিয়ে দাও।

শঙ্কর। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান।

বসন্ত। চাকসিরিও রাখব না, বিষয়ও রাখব না। ছোটরাণি! তুমি গঙ্গাজল নিয়ে এস। স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আজ প্রতাপকে দান ক্‌রব। গঙ্গাজল নিয়ে এস— ফুল-চন্দন নিয়ে এস।

ছোটরাণী। সেই ভাল, কিছু রাখ্‌বার প্রয়োজন নেই। যখন প্রতাপ আছে, তখন সব আছে! (উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ

গোবিন্দ। হায় হায়! এত চেষ্টা—সব পণ্ড হ'ল! সাগরপ্রণাম মোগলসৈন্য যশোরের দ্বারে এসে ফিরে পালিয়ে গেল! চাকসিরি দিয়ে শত্রু এনে শুধু কলঙ্ক কিনলুম! কি কর্‌লুম! হয় ত প্রতাপ মনে করেছে— পিতাও এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন! আমার দেবতা পিতার স্কন্ধে কলঙ্ক অর্পণ কর্‌লুম! ওই প্রতাপ আস্‌ছে! বিজয়ী হয়ে পিতাকে আমার লজ্জা দিতে আস্‌ছে! অসহ্য—অসহ্য! মর্ম্মভেদী টিট্‌কারি— অসহ্য—অসহ্য!

প্রতাপের প্রবেশ

(নেপথ্যে) গঙ্গাজল—শীঘ্র গঙ্গাজল! প্রতাপ এসেছে— শীঘ্র গঙ্গাজল!

প্রতাপ। অ্যাঁ গঙ্গাজল!—হতার ষড়যন্ত্র! ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ করিয়ে শঙ্কর চ'লে গেল! বৃদ্ধ 'গঙ্গাজল' অস্ত্র হাতে কর্‌লে ত আর কিছুতেই আত্মরক্ষা কর্‌তে পারব না।

গোবিন্দ। অ্যাঁ! গঙ্গাজল! অস্ত্র খুঁজছেন! তা হ'লে হত্যা—পিতৃহত্যা! (প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক আওয়াজ)

প্রতাপ। তবে রে নরপিশাচ!— (গোবিন্দকে অস্ত্রাঘাত)

বসন্ত। গঙ্গাজল দে! কে কোথায় আছিস, আমায় গঙ্গাজল দে! গঙ্গাজল!— গঙ্গাজল!

প্রতাপ। আর গঙ্গাজল কে? মা গঙ্গার স্মরণ কর। ভক্তবিটেল—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার—(বসন্ত রায়কে হত্যা)

বেগে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। হাঁ হাঁ হাঁ মহারাজ। নিবৃত্ত হও ক্ষান্ত হও—যা! সর্ব্বনাশ হ'ল।

পুষ্প ও গঙ্গাজল-পাত্রহস্তে ছোটরাণীর প্রবেশ

ছোটরাণী। একি? একি? কি কর্‌লে প্রতাপ?

শঙ্কর। কি কর্‌লে মহারাজ?

ছোটরাণী। মহারাজ! গঙ্গাজল চেয়ে চুপ কর্‌লে কেন? প্রতাপ এসেছে—গঙ্গাজল নাও—আচমন কর। সর্ব্বস্ব তাকে দান কর। ঋষিরাজ!—ঋষিরাজ! (মূর্চ্ছা)

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। ওগো কি হ'ল?—মা যশোরেশ্বরী হঠাৎ মুখ ফেরালেন কেন?—অ্যাঁ—একি!—তাই—তাই বুঝি মা চ'লে গেলে?

শঙ্কর। কি কর্‌লে মহারাজ?—কারে হত্যা কর্‌লে? বসন্ত রায় যে প্রতাপ ভিন্ন আর কাউকেও জান্‌ত না।

প্রতাপ। তা হ'লে কি ক'র্‌লুম!

কল্যাণী। আত্মহত্যা কর্‌লে। যাঁর কৃপায় আজও তুমি প্রাণ ধ'রে রয়েছ—প্রতাপ!— তোমার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী রাজঋষিকে হত্যা কর্‌লে? তুমি গেলে, তোমার যশোর গেল, ইহকাল পরকাল—সব গেল।

প্রতাপ। যাক্‌—তবে সব যাক্‌। ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল,—বিজয়া! তুইও আর থাকিস্‌ কেন? তুইও যা। (অস্ত্রনিক্ষেপ) শঙ্কর! মানসিংহকে ফিরিয়ে আন। সে যশোর গ্রহণ করুন। এ গুরুশোণিত-সিক্ত হস্তে বঙ্গের শাসনদণ্ড ধারণ আর আমার শোভা পায় না।

পঞ্চম দৃশ্য

যশোর-উপকণ্ঠ—মানসিংহের শিবির

মানসিংহ

মান। না, আর নয়। এ প্রাণ রাখা আর কর্ত্তব্য নয়। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করে, শেষ বাঙ্গালায় এসে পরাজিত হলুম। সমস্ত সৈন্য নষ্ট কর্‌লুম। অন্নাভাবে। আমার অর্দ্ধেক সৈন্য উন্মত্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে।—কি পরিতাপ। কি লজ্জা। না, আর না। কোন্‌ মুখে আগ্রায় ফিরব? কেমন ক'রে বাদ্‌শাকে মুখ দেখাব? না—জীবনধারণের আর কিছুমাত্রও প্রয়োজন নেই। এইখানেই জীবনের শেষ করি।

বেগে রাঘব ও ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। মহারাজ!—মহারাজ।

মান। কে ও—ভবানন্দ?

ভবা। শীগ্‌গির আসুন-শীগগির আসুন।

মান। কোথায়?—কেন?

ভবা। যশোরেশ্বরী আপনার মুখ চেয়েছেন, নরাধম প্রতাপকে পরিত্যাগ করেছেন। নরাধম গুরুহত্যা করেছে। হাত থেকে তার বিজয়া অস্ত্র খ'সে পড়ছে। নরাধম শক্তিহীন। এই অবসর। শীঘ্র আসুন।

মান। এ তুমি কি বল্‌ছ?

ভবা। এই দেখুন—রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র। বল বল— মহারাজের কাছে বল। এই বেলা বল।

রাঘব। মহারাজ! আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে—আমার ভাই গেছে—মা গেছে।—আমি কচু—কচু—কচুবনে বেঁচেছি।

মান। কি করব ভবানন্দ? আমার যে রসদ নেই?

ভবা। রাশ রাশ রসদ আছে। আমি দেব। গোবিন্দ দেবের সেবার জন্য সে পামর আমাকেই হাতে গচ্ছিত রেখেছে। রাশ

রাশ রসদ। এক বৎসরে ফুরুবে না। বেশী লোক নয়—সামান্য, সামান্য! গুপ্ত পথ—একেবারে প্রতাপ-আদিত্যের অন্দর। চ'লে আসুন— চ'লে আসুন! এই রাত্রির অন্ধকারে—বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভেতর দিয়ে পথ— মহা সুবিধা—আর পাবেন না—চ'লে আসুন। কিন্তু—গরীব ব্রাহ্মণ—বক্‌সিস্।

মান। ভবানন্দ! বাঙ্গালার অর্দ্ধেক তোমাকে দান কর্‌ব।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রতাপের ছাউনি

শঙ্কর ও কল্যাণী

(নেপথ্যে বন্দুক-শব্দ)

কল্যাণী। আর কেন প্রভু? সব শেষ! রাণী, রাজকুমারী, সমস্ত পুরবাসিনী—ইছামতীতে ঝাঁপ খেয়েছে।

শঙ্কর। এ দিকেও সব গেছে। সূর্য্যকান্ত, সুখময়, মদন, মামুদ—সব গেছে। শুধু আমি অবশিষ্ট। কল্যাণী! আমারই কেবল মৃত্যু হ'ল না। রাজা আমার চক্ষের ওপর পিঞ্জরাবদ্ধ। ব্রাহ্মণ ব'লে মানসিংহ আমাকে হত্যা করে নি! 'অস্ত্রধরব না'—প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

কল্যাণী। আর কি জন্য অস্ত্র ধর্‌বে শঙ্কর?

শঙ্কর। ব্রাহ্মণসন্তান—অস্ত্র ধরেছিলুম। তার ভীষণ পরিণাম দেখলুম!

কল্যাণী। চল—কাশী যাই।

শঙ্কর। এখনি, আর বিলম্ব নয়।

কল্যাণী। মা যশোরেশ্বরি! চল্‌লুম। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) যশোর! প্রাণের যশোর! আর তোমাকে দেখতে পাব না। পবিত্র যশোর!—আমার স্বামীর বীরত্বের লীলাভূমি সোনার যশোর!—চল্‌লুম—

শঙ্কর। অন্ধকার! অন্ধকার!—যাক—জন্মজন্ম সাধনার বিষয়। এ জন্মে হ'ল না, আবার জন্মাব, আবার ফিরে আসব।

(উভয়ের প্রস্থান।

ভবানন্দ ও রাঘবের প্রবেশ

ভবা। বস্! কাম ফতে। ভবানন্দ! গোবিন্দ বল— গোবিন্দ বল। যশোর ধ্বংস— যশোর ধ্বংস।

রাঘব। এ কি হ'ল দেওয়ান মহাশয়।

ভবা। কি হবে! তুমি রাজা হবে, আর কি, হবে? রাঘব— আজ—তুমি যশোরজিৎ।

রাঘব। অ্যাঁ—তা কেন? এ কি হ'ল!— দাদা গেল!—সে আলো কোথায় গেল? (প্রস্থান।

ভবা। আর আলো! টিম্-টিম্! বস্—বস্—বস্! এইবারে আমার বক্‌সিস্! বস্—বস্! গোবিন্দ বল!—

রডার প্রবেশ

রডা। আর একবার বল—(ভবানন্দের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) সব গেছে—তোমাকে রেখে যাচ্ছি না।

ভবা। অ্যাঁ—অ্যাঁ! দোহাই, মেরো না— মোরো না।

রডা। মার্‌ব না— তোমায় মার্‌ব না—সয়তান! সময় দিলুম—দয়া কর্‌লুম—গোবিন্দ বল। (গলদেশ পীড়ন)

ভবা। অ অ!—(আল্-লা দোহাই—আল্-লা!

মানসিংহের প্রবেশ

(বন্দুকের আওয়াজ ও রডার পতন)

মান। উঠ—ভবানন্দ।

ভবা। অ্যাঁ— আমি বেঁচেছি। উঃ, বড় পিপাসা।

মান। বেঁচেছ।

ভবা। তা হ'লে আমার বক্‌সিস্?

মান। আগে জল খাও—প্রাণ বাঁচাও।

ভবা। অবশ্য প্রাণ বাঁচাতেই হবে। তা হ'লে মহারাজ! বক্‌সিস্?

মান। যাও ভবানন্দ! যা তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তাই নাও। (পাঞ্জাপ্রদান) বাঙ্গালার অর্দ্ধেক তোমাকে প্রদান কর্‌লুম। নিয়ে চ'লে যাও। আর এসো না। আমিও হিন্দুকুলাঙ্গার, কিন্তু তুমি আরও নীচ—নেমকহারাম! যাও—দূর হও, এ মুখ আর দেখিও না।

ভবা। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—

(উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক

রণস্থল

পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপ

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। প্রতাপ!

প্রতাপ। কে ও মা? কি করলি মা? একবার বিদ্যুদ্দীপ্তির মতন লীলা দেখিয়ে, সমস্ত জীবনের মত মাতৃভূমির কোলে এ কি অন্ধকার ঢেলে দিলি মা? গুরুহত্যা করলুম—তবু যশোর হারালুম। বল্ মা—আমার যশোর বেঁচে আছে। নরকে গিয়েও তা হ'লে আমি যশোরজীবনে উজ্জীবিত হই।

বিজয়া। অদৃষ্ট— প্রতাপ, অদৃষ্ট! বাঙ্গালী মায়ের মর্য্যাদা রাখতে জান্‌লে না।

প্রতাপ। হা বঙ্গ! শত অ পরাধেও আমি তোমায় ভালবাসি।

বিজয়া। বাঙ্গালী শত বৎসর আপনার পাপের ফলভোগ কর্‌বে। দেশ অত্যাচারে ছেয়ে যাবে! তার পর, ওই দেখ প্রতাপ! চেয়ে দেখ—(বৃটানিয়ার আবির্ভাব)—ওই শক্তি-বৃটানিয়া—সভ্যতাময়ী—দয়াবতী—অনন্ত-শক্তিময়ী বৃটানিয়া—পাপের অত্যাচার থেকে তোমার প্রতিষ্ঠিত যশোরের পুনরুদ্ধার কর্‌বেন। প্রতাপ, তুমি নিশ্চিন্ত হও! বারাণসীর পবিত্র ক্ষেত্রে মা আনন্দময়ী তোমাকে কোলে স্থান দেবেন।

ভীষ্ম

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।। মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ভীষ্ম, পরশুরাম, শান্তনু, শাল্ব, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, বিদুর, সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, ধৌম্য, বিচিত্রবীর্য্য, কাশীরাজ, দ্রুপদ, সুনন্দ, বৃদ্ধতাপস, দাসরাজ, ব্রাহ্মণবেশী বসু, দৌবারিক, বসুগণ, রাজগণ, সভাসদ্‌গণ, দূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।। গঙ্গা, দ্যুতি, সত্যবতী, অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা, দাসরাণী, বসুপত্নী, বন্দিনীগণ, সখীগণ, পুরনারীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রস্তাবনা-দৃশ্য

বসুগণ ও বসুপত্নীগণ

গীত

জাগো ধবল-তরঙ্গমালিনী।
জাগো শরণ্যে জহ্নুকন্যে পূত-শ্যামতটশালিনী
শঙ্কর মৌলি-বিহারিণি বিমলে
দূর প্রচারি দুষ্কৃতহারি, শুভ-ঝঙ্কারি সলিলে
পুণ্য-তরঙ্গে করুণাগাঙ্গে
খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে
এস গঙ্গে, এস কুলদায়িনী কল্লোলিনী।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিত শ্রীপদে
সুখদে শুভদে মুক্তিদ-নীরদে—
এস মন্দাকিনী এক মন্দাকিনী—
পুণ্যদেশবিশেষ বিলাসিনী।

১ম ব। উঠ মা জাহ্নবী, জাগো,
ভীতার্ত্ত সন্তান
সমবেত মোরা তব তীরে। ব্রহ্মশাপ
বিমোচিতে ধরাবিলাসিনী, একদিন
সাগর-সন্তান-ভস্মে তরঙ্গ ঢালিয়া
মুক্তি দিয়াছিলে, সলিলে ত্রিতাপ-হর।
ব্রহ্মশাপে অঙ্গ জর জর, অষ্ট ভ্রাতা
কাতর অন্তর, তোমারে স্মরি মা দেবি,
সুরাসুর নরের জননী!

১ম ব-প। ভীতা মোরা
পতির বিপদে। জাগো সতী, এস সতী—
সতীব মর্য্যাদা রক্ষা, বিধির বিধানে
ভার, কল্পারম্ভ হ'তে, পড়েছে তোমার
শিরে। কল্পারম্ভ হ'তে সত্যের আহ্বানে
চিন্ময় সে নারায়ণ গলিয়া গলিয়া,

বিশ্বপ্রেমে শ্রীমূর্ত্তি ঢালিয়া, রয়েছেন
যে অপূর্ব্ব মধুর সংসার, মধু তুমি
তার। তোমার মহিমা, তব স্রষ্টা নাহি
জানে, বিষ্ণু বসে ধ্যানে, শিব মত্ত গানে,—
জটা কল কল, ভাসিছে বাকল নিত্য
নয়নের ধারে, তবু ধরিতে না পারে,
হে জননী, বেদত্রয়ী ধারার প্রতিমা!
পতি দুঃখে ম্রিয়মাণা মোরা। রক্ষা কর
দ্রবময়ি!

গঙ্গার আবির্ভাব

গঙ্গা। কে কাঁদে করুণ-কণ্ঠে তীরে?
১ম ব-প। নন্দিনী নন্দন মোরা—
বিপন্ন তোমাব
তীরে। কৃপা দৃষ্টি কর ভাগীরথি!
গঙ্গা। এ কি।
বসুগণ? এ কি সর্ব্বভুবন ঈশ্বর!
তোমারা বিপন্ন। দারুণ বিস্ময় কথা
শুনালে আমারে।. নিজ নিজ শক্তি সাথে
হে জাগ্রত জগতজীবন, দ্রবময়ী
জ্ঞানে, রহস্য কর না মোরে!
১ম ব। এ কি মাতা!
রহস্য করিব কারে? যাঁর পূত-তটে
দেবতা অজ্ঞাত গুহ্য অসত্যের কণা
ব্যোমভেদী পাপমূর্ত্তি ধরে, মন্দাকিনি,
তাঁরে মোরা রহস্য করিব?
১ম ব-প। মা, মা, একে
মর্ম্ম-যাতনায় ব্যথিত সন্তান, তুমি
সে ব্যথায় হানিও না বাণ।
গঙ্গা। অপরাধ
ক্ষম লোকেশ্বর! বিশ্ব-গৃহে অষ্ট দিক-
দ্বারে, অষ্ট মূর্ত্তি দ্বারিরূপে জগতের
বিপদ করিছ দূর। তোমরা বিপন্ন!
দেখেও যে বসু আমি বিশ্বাসিতে নারি!
১ম ব। দারুণ বিপন্ন মাতা, ব্রহ্মশাপে
জীর্ণ কলেবর!
গঙ্গা। ব্রহ্মশাপ! কোন্ অপরাধে?
১ম ব। সুমেরু অচল পাশে হয়
মহাতপা
আপবের পবিত্র আশ্রম। দরশিয়া,
নিজ নিজ পত্নী সাথে অষ্টবসু মোরা
গিয়াছিনু ভ্রমণাভিলাষে। মৃগপক্ষী
আকুলিত, সর্ব্ব-ঋতু-পুষ্পসমাবৃত
সে অপূর্ব্ব দেবের বাঞ্ছিত স্থান, দেবি।
মুহূর্ত্তে হরিল মন প্রাণ। সন্তর্পণে
সমীর প্রবেশে, সন্তর্পণে রবিরশ্মি
হাসে, রঙ্গময়ী বিলোলা চপলা, সারা
দিবানিশি বসুধারামত, অবিরত
রেণুর পরশ সম সন্তর্পণে ঝরে।
দেখিতে দেখিতে জ্ঞানহীন— কেবা মোরা,
কোথায় ভবন, কোথা হতে আগমন,
দণ্ড মধ্যে সব পাশরিনু। জ্ঞানমূর্ত্তি
তপোধন ছিল কোন গুহা মাঝে ধ্যানে,
জনপ্রাণী না ছিল উদ্যানে। ইচ্ছামত
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, দেখিলাম এক স্থানে,
দাঁড়াইয়া মনোহর কল্পতরুতলে
অপূর্ব্ব শ্রীমতী গাভী সুরভী-নন্দিনী।
সুলক্ষণা কামধেনু করিয়া দর্শন,
আমার ঘরণী তাহা লভিতে করিল
আকিঞ্চন। আছে চির প্রথা এ সংসারে
জঞ্জাল ঘটায় নারী। কর্ত্তৃ-শূন্যবনে
একাকিনী শবলা বিচরে হেবি, লুব্ধ
মন, তাহে নারী-প্ররোচন, সবে মিলি
নন্দিনীরে করিনু হরণ। দিব্যদৃষ্টি
ঋষি, চৌব-কার্য্য জানিলেন ধ্যানে। দিলা
অভিশাপ! মহাপাপ মোচন কারণ
হে জননী, নররূপে পশিব ধরায়।
ঋষির চরণ ধরি লভিয়াছি ক্ষমা।
সপ্ত বসু ফিরিবে সত্বর। গর্ভবাসে

বন্দী রবে—ভূমি স্পর্শে মুক্তি পাবে তারা।
কিন্তু মাগো, কর্ম্মফলে ইচ্ছামৃত্যু লয়ে
আমারে ভ্রমিতে হবে অবনী মণ্ডলে।

গঙ্গা। মোর কূলে কেন এলে বুঝেছি আভাসে।
নারী মূর্ত্তি ধ'রে, নরলোকে মোরে, তোমা
সবে জঠরে ধরিতে হবে।

১ম ব। তোমা বিনা
হে বিশ্বপূজিতা মাতা, আর কার গর্ভে
লব স্থান?

গঙ্গা। ভাগ্যবতী আমি যে রমণী,
হব অষ্টবসুব জননী। বল, কোথা
যাব, মর্ত্ত্যভূমে কাহারে বরিব?

১ম ব-প। এ কি
কথা সতী! তুমি জান কেবা তব পতি?
তুষার বরণ দেহ, অবতংসে চারু
শশীকলা, রত্ন-কল্প-দেহ সমুজ্জ্বল,
ঢল ঢল অঙ্গে তার তরঙ্গে বিকল
তুমি সদা— তুমি কারে করিবে বরণ
তুমি জান, পুত্র কিবা বলিবে জননী!

গঙ্গা। নিশ্চিন্ত হও হে বসুগণ! শঙ্করের
অংশে জাত মহাভীষ রাজা, ব্রহ্মশাপে
ধরাতলে শান্তনুর রূপে অবতার!
দেব কার্য্য করিতে সাধন, আমি গঙ্গা
শান্তনুরে করিব বরণ। শুন সবে,
জন্মমাত্র সপ্তপুত্রে দিব বিসর্জ্জন।
অষ্টম নন্দনে শুধু পালিব যতনে।

১ম ব-প। জয় হ'ক! দেবরাজ্যে বাজিল দুন্দুভি।
সুরভি পবন বহে। আকুল জলদ,
উল্লাসে নয়ন-নীরে সিক্ত করে তব
কলেবরে—বসুগণ মুক্ত হ'ল আজি।

(গঙ্গা, সপ্তবসু ও সপ্তবসু-পত্নীগণের প্রস্থান।

১ম ব। ভৌম-নরকের ভোগ ব্যবস্থা আমার—
দেব-দেহ প্রবেশিবে মৃত্তিকা পিঞ্জরে।
হে বিধি করুণা কর, স্মরণে শিহরে
অঙ্গ মোর— বড়ই হতেছি ভীত আমি—
এক কর্ম্ম বিনাশিতে, কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সম, বায়ুর ফুৎকারে
কোথা হ'তে কোথা যাব উড়ে—
কে রোধিবে
গতি মোর—কেবা দিবে আশ্রয় আমারে?

১ম ব-প। প্রাণনাথ! দাসী যাবে সাথে।

১ম ব। তুমি যাবে?
সর্ব্বনাশী, দেবরাজ্যে প্রলুব্ধ করিয়া
দেবত্ব ঘুচালি মোর, শিরোপরে ঢেলে
দিলি কলঙ্কের ডালি, লজ্জাহীনা নারী,
সঙ্গে যাবি বলিলি কেমনে?

১ম ব-প। নারী হ'তে
জন্মে পাপ, নারী হ'তে পুনঃ তার ক্ষয়—
দুর্দ্দশা দিয়েছি আমি, দুর্দ্দশা ঘুচাব
তব, কর না সংশয়। নাথ, কর ক্ষমা,
সঙ্গে লহ মোরে।

১ম ব। সঙ্গে লব? শুন দ্যুতি,
প্রতিজ্ঞা আমার। যতদিন ধরামাঝে
করিব বিহার, নারীরে লব না সঙ্গী
জীবনেরে পথে। যাও, যতদিন নাহি
ফিরি স্বরাজ্যে আমার— বিরহে বিশ্রাম
লও, ভুঞ্জ কর্ম্মফল অভাগিনী এবে।

(প্রস্থান।

১ম ব-প। যাও প্রভু! যেথা রও, তুমি মম গতি
আমা হতে যদি তব স্বর্গের বিচ্যুতি,
আমি ছায়ারূপে, তব সাথে, সুদীর্ঘ সে
কর্ম্মপথে করিব ভ্রমণ।

দ্যুতির গীত

মরম ভাঙা কথা কয়ো না।
করমের লেখা পীড়িছে মরমে,
আর পীড়া তারে দিয়ো না।
সঙ্গে যেতে মানা যাব না সাথে,
বাধা কি হে সখা চলিতে সে পথে-
গোপনে দেখিতে গোপনে কাঁদিতে—
তুমি শুধু ফিরে চেয়ো না।

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গা-গর্ভ

রাম ও ভীষ্ম

রাম। ধনুর্ব্বেদ সমস্তই শিখানু
তোমারে।
আমার ভাণ্ডারে
যেখানে যা কিছু ছিল অপূর্ব্ব রতন,
করিয়া স্মরণ, আহরণ করি আমি
তোমারে করিনু দান।
এখন যদ্যপি তুমি কর অভিলাষ
ত্রিলোক করিতে পার জয়।
জগতে নির্ভয়, তুমি শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী।
ভাদ্যদোষে, যদি কভু গুরুশিষ্যে হয়
মহারণ—শুন পুত্র, জয়ী হবে তুমি।
ভীষ্ম। প্রণমি চরণে গুরু!
জ্ঞানহীন আমি বনচারী,
নরমূর্ত্তি প্রথম নেহারি তব মুখে।
তোমারি আদেশে, জাহ্নবীর শুভ্র জলে
নিজরূপে প্রতিবিম্ব হেরি,
বুঝেছি মানব আমি।
নরজ্ঞান পেনু তোমা হ'তে!
অস্ত্রজ্ঞান তোমার কৃপায়,
বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্গে তুমি হে জাগালে।
শুনিলাম আশীষ বচন—
বর্ণে বর্ণে করুণার ধারা বরিষণ।
তবু শুনি অঙ্গ মোর উঠিছে শিহরি—
বল গুরু, বল মোরে,
গুরু শিষ্যে কেন হবে রণ?
রাম। কেন হবে, কে বলিবে?
সাধ্য আছে কার?
মোহভরা ধরণীর এ অজ্ঞেয় লীলা
বিধি নিজে বুঝিতে না পারে।
বিধাতা রচেছে বিশ্ব,
ধরা চলে বিধির বিধানে,
তথাপি যদ্যপি বিধি নরদেহ ধরে,
ভাগ্যদোষে ধরায় বিচরে,
সাধ্য নাই বলে পুত্র কি অদৃষ্ট তাব।
লোকমুখে শুনি আমি বিষ্ণু অবতার।
ভক্তিভরে নরে
বিষ্ণুজ্ঞানে পূজেছে আমারে।
সেই আমি আত্মজ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী,
নিজ হস্তে কাটিয়াছি জননীর শির।
ভীষ্ম। এ কি বিপ্র, কি কথা বলিলে?
এ সংসারে কিছু নাহি জানি।
দেবতা জননী— একমাত্র দেখিয়াছি তাঁরে।
জননী আমার ধ্যান,
জননী আমার জ্ঞান—জাগ্রত স্বপনে
একমাত্র মাতৃদেবী সঙ্গিনী আমার।
হেন মাতা— মূর্ত্তি করুণার—
তুমি হন্তা তাঁর!
ধনু ধ'রে কলুষিত করে,
অজ্ঞান জানিয়া মোরে বিদ্যা দিলে দান!
এ বিদ্যা লব না আমি—
যা কিছু শিখেছি তব পাশে,
বিপ্রাধম! এই দণ্ডে লহ ফিরাইয়া।
কোথা তুমি মা আমার? বড়ই বিপন্ন আমি
না লয়ে তোমার অনুমতি

দারুণ দুর্গতি— দেখে যাও
ধনুর্ব্বেদ অগ্নিসম জ্বলিছে অন্তরে।
রাম। সত্য কথা বলিনু তোমারে।
জ্যোতির্ম্ময় হেরিয়া বদন
ভেবেছিনু সত্য পাবে এখানে আদর।
সত্য কথা শুনে প্রাণে যদি জাগেরে যন্ত্রণা-
এই দণ্ডে বিদ্যা মোর ফিরে দে আমারে।
সম্মুখে জাহ্নবী জল,—ঢল ঢল—
আজি দেখি পূর্ণোল্লাসে ভরা।
লহ ত্বরা, কর আচমন,
শিক্ষা মোর করহে অর্পণ—
চলে যাই অন্য দেশে—

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। কর একি, কর কি তুমি অবোধ সন্তান?
আপনি করুণা করি গুরুরূপ ধরি,
যে মহাত্মা সম্মুখে তোমার,
তিনি বিষ্ণু অবতার—
আজন্ম অপাপ-বিদ্ধ দেহী নারায়ণ।
ভীষ্ম। স্বর্গাদপি গরীয়সী
জননীরে বধেছে যে জন, তারে তুমি
বল নারায়ণ!
গঙ্গা। কে বধেছে—কাহারে বধেছে?
শুদ্ধমাত্র মুহূর্ত্তের লীলা—
একমাত্র পিতৃভক্তি কারণ তাহার।
মুহূর্ত্তের স্বপ্ন আবরণ। পুত্রের ভক্তির টানে
মুহূর্ত্তে জীবনে মাতা ফিরিল আবার।
ত্রিভুবনে কেহ না জানিল।
তপোধন সত্য যদি করিত গোপন
বিচিত্র চরিত্র তাঁর
চিরদিন রহিত হে অজ্ঞাত তোমার।
কিন্তু পুত্র, অসত্যে হইলে প্রতিষ্ঠিত,
যদিও ভক্তি তব রহিত অটল,
শিক্ষা তব হইত নিষ্ফল।
ক্ষম ঋষি সন্তানে আমার।
সংসার-প্রবেশ-মুখে প্রথমে সে পেয়েছে তোমারে।
কৃপাময়! যদ্যপি করেছ কৃপা—
সে কৃপার অপূর্ব্ব মহিমা
বালকে বুঝিতে দাও, ব্রহ্মবাদী ঋষি!
ভীষ্ম। বুঝিয়াছি, ক্ষম ঋষিরাজ!
ধনুর্ব্বেদে সর্ব্বশেষে সত্য দিলে দান।
বেদে সত্য সনাতন গান।
একমাত্র সত্য অস্ত্র মোহের সংহারে।
একমাত্র সত্য অস্ত্র—সত্য মোর সার।
রাম। ক্ষমিলাম তোমার সন্তানে!
যাও বীর, লহ জ্ঞানভার!
আজি হ'তে ত্রিভুবনে তব অধিকার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ তোমার ইঙ্গিতে
আজি হ'তে তব পদে করিবে প্রণতি!
ভীষ্ম। প্রণাম চরণে গুরুদেব!
রাম। করি আশীর্ব্বাদ, জ্যোতির্ম্ময়
আংশুমালী সম
দীপ্তদেহে ভ্রম তুমি বিশাল সংসারে।
হও বৎস, আপনার আপনি তুলনা।
আকাশে যেমন বজ্র,
সিন্ধুজলে বাড়ব-অনল
প্রকৃতির গুপ্তগৃহে সঞ্চিত রহস্য মত
অসীম অনন্ত কাল ধ'রে
লোক চক্ষে করিতেছে লীলা,
সেই মত তব নাম, মানবের স্মৃতি-সরোবরে
চির শুভ্র কমল-শোভায়
অনন্ত সৌরভে, বীর, রহুক ফুটিয়া।
ভীষ্ম। আশীষ করিনু সার
সত্য হ'ক কবচ আমার। শুন গুরু,

তোমার সমক্ষে আমি করিলাম পণ,
এ জীবনে রণে
করিব না কভু আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

রাম। প্রণমি চরণে মাতঃ
লও করে করে, সঁপে দি' তোমারে
তোমারি সঞ্চিত রত্নভার!

গঙ্গা। লহ মোর নমস্কার ঋষি! এস পুত্র!
যাঁহার গচ্ছিত ধন তুমি,
সেই তব পুণ্যময় পিতার শ্রীকরে
তোমারে করিব সমর্পণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীবস্থ উপত্যকা

পরশুরাম

রাম। পতিতপাবনী গঙ্গে! দে মা, সন্তানকে এইবার মুক্তি দে! একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছি। অপরাধী, নিরপরাধ—যুবা, বৃদ্ধ, শিশু—কাউকেও প্রাণে রাখিনি। তাদের মাতা, পত্নীর জ্বলন্ত নিশ্বাস আজও পর্য্যন্ত আমার দেহ দগ্ধ করছে। জাহ্নবী! তোর সন্তানকে সর্ব্ববিদ্যা দান ক'রে আমি ক্ষত্রিয়নাশের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। তবে আর কেন মা, শান্তিবারিরূপে আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত ক'রে আমাকে সে চিন্তার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি দে।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। হাঁগা, তুমি কে? বলতে পার, ক'দিন ধ'রে থাক্‌ছে থাক্‌ছে গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? একবার ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার খানিকক্ষণ পরে প্রবল বেগে বান আস্‌ছে। এমন ধারাটা কেন হচ্ছে বল্‌তে পার গা?

রাম। তুমি কে মা?

সত্য। আমি দাশরাজকন্যা সত্যবতী। আমার গায়ের মাছের গন্ধ ব'লে লোকে আমায় মৎস্যগন্ধা বলে।

রাম। তুই সত্যবতী—মা, মা—অধম সন্তানের নমস্কার নিবি?

সত্য। ও কি বল, বাবাঠাকুর, আমি শুদ্রাণী। আমাকে রক্ষা কর। কি সর্ব্বনাশের কথা বললে— পদধূলি দাও—রক্ষা কর।

রাম। তুই শূদ্রাণী? সে কি রে বেটী? তুই যে নারায়ণের জননী।

সত্য। আমি কুমারী, এ কথা বললে যে গাল দেওয়া হয় ঠাকুর?

রাম। বলেছি— ঠিক বলেছি। তুই মা, তোকে কি আমি তামাসা কর্‌ছি।

সত্য। তা তুমিই তো নারায়ণ।

রাম। তা তোর যখন আমি সন্তান, তখন আমি নারায়ণ বই কি।

সত্য। তা যা হ'ক্, ও কথা আর বল না।

রাম। কেন মা, তোর কি সন্তানের কথা মনে নেই?

সত্য। ওগো সে স্বপ্নে— আমার ভয় করছে— স্বপ্নে আমার এক সন্তান হয়েছিল!

রাম। ভয় কি মা! যাঁর নাম স্মরণে ভব-ভয় দূর হ'য়ে যায়, তুমি তাঁর মা। তোমা হতে জগৎ চরিতার্থ হয়েছে! তোমার ভয় কি?

সত্য। না না—ভয় করে! আমার

বাপ মা আছে। তারা মূর্খ। এসব কথা কিছু বুঝবে না। একথা শুন্‌লে আমাকে মেরে ফেল্‌বে।

রাম। আমার এ গুহ্য কথা তুমি ভিন্ন আর কেউ জানতে পারবে না।

সত্য। সে যদি স্বপ্ন না হবে, তা'হলে আমার গায়ে মাছের গন্ধ ঘুচল না কেন? ঋষি বলেছিলে তোমার গায়ে পদ্মের গন্ধ হবে। কিন্তু কই বাবাঠাকুর, আজও ত তা হল না।

রাম। ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় না। তবে উপযুক্ত স্থান কাল না হ'লে, তার সত্যতার উপলব্ধি হয় না। মা, আমি যে আজ তোমার দেহে পদ্ম গন্ধের আঘ্রাণ পাচ্ছি!

সত্য। তাই ত করুণাময় এ কি করলে! এক নিশ্বাসে আমার দেহ থেকে কুৎসিত মাছের গন্ধ দূর ক'রে দিলে।

রাম। আমি কিছু করিনি মা! এ মধুরতা তোমার ভিতরে সুষুপ্ত ছিল, আমি কেবল জাগিয়ে দিয়েছি। শোন মা, জগতে অভয়বাণী প্রচার ক'রবার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন, তুমি তাঁর মা। আপদে, অলক্ষ্যে তিনি তোমার সহায়।

সত্য। তাকে যে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে ঠাকুর।

রাম। তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রবার মন্ত্রও তুমি পেয়েছিলে। কালবশে তা তুমি ভুলে গিয়েছ। আশীর্ব্বাদ করি, আজ হ'তে আবার সে মন্ত্র তোমার ভিতরে জাগরুক হ'ক।

সত্য। জেগেছে—জেগেছে— মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সোনার ছবি ভেসে উঠেছে। গুরু, গুরু! অনুমতি কর—আমার সন্তানকে একবার আহ্বান করি।

রাম। না, এখন নয়। মায়াবশে, নিজের কৌতূহল চরিতার্থ ক'র্‌তে কখন তাঁকে ডেকো না। যখন একান্ত প্রয়োজন বুঝবে, তখনই তাঁকে এই মন্ত্র স্মরণ কর্‌বে। বেদব্যাস জননী! তুমি জান না,— তুমি অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারিণী।

সত্য। কে তুমি গুরু— দয়া ক'রে কোথা থেকে এলে? এসে, মূর্খ দাশ-কন্যাকে কৃপা ক'র্‌লে। কোন্ অজানা দেশ থেকে এসে মমতার ভাণ্ডার খুলে দিলে?

রাম। সময়ে জান্‌তে পার্‌বে। এখন আমি তোমাকে পরিচয় দিতে পার্‌লুম না। আমি দেবকার্য্যে এ দেশে এসেছিলুম—কার্য্য শেষ ক'রে আশ্রমে ফিরে চ'লেছি। মা আমি চললুম।

(প্রস্থান

সত্য। তাইত— গঙ্গা শুকিয়ে যায় কেন, একথা ত বাবা-ঠাকুরের কাছে জানা হ'ল না! ওই আবার বান আস্‌ছে— ওই তীরবেগে জল-ছোটার শব্দ উঠেছে।

পশ্চাৎ হইতে শান্তনুর প্রবেশ

শা। সর্ব্বনাশি, স্বামিঘাতিনি, নিষ্ঠুরে-এত অভিমান? (সত্যবতীর স্কন্ধে হস্ত দান) এমন কি পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিলুম প্রাণেশ্বরি, যে, ষোল বৎসর—না, না—কে তুমি?

সত্য। তুমি কে গা?

শা। আমি? আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সৌভাগ্যের শিখরে ব'সেও সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন। সুন্দরী! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে পত্নী-ভ্রমে স্পর্শ ক'রেছি।

সত্য। তোমার স্ত্রী কোথায়?

শা। সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না! ষোল বৎসর পূর্ব্বে তাঁকে কোনও এক বিশেষ কারণে তিরস্কার ক'রেছিলুম, সেই জন্য তিনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেছেন। ষোল বৎসর পরে আমার বোধ হ'ল আমি যেন তাকে দেখতে পেয়েছি। এক দেবকান্তি বালক গঙ্গাস্রোতকে রুদ্ধ ক'রে নদীগর্ভে শরচালনা শিক্ষা ক'রছিল। একটি রমণী তীরে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখছিলেন! আমি কাছে যেতে না যেতেই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত বাঁধা জল বানের মত নীচের দিকে ছুটে এল। আমি আর এগুতে পার্‌লুম না। এমন সময় তোমার অঙ্গসৌরভে সহসা দিগন্ত আমোদিত হয়ে উঠল। সেই সৌরভে প্রলুব্ধ হ'য়ে, আমি অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে, আর স্ত্রী মনে ক'রে তোমার গায়ে হাত দিয়েছি। পাগল মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা কর।

সত্য। তুমি গর্হিত কাজ করনি—আমি কুমারী।

শা। কুমারী! আমাকে বিবাহ ক'রতে চাও?

সত্য। আমি বিবাহ ক'রতে চাইলেই বা তুমি বিবাহ ক'র্‌বে কি ক'রে? এই ত তুমি ব'ল্‌লে তোমার স্ত্রী আছে। আর আমি দেখছি তুমি তার শোকে পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

শা তা বেড়াচ্ছি!

সত্য। তবে? তুমি বিবাহের কথা বল্‌লে কি ক'রে? এই বুঝি তোমার শোকের পরিণাম?

শা। যথার্থ-ই আমি শোকার্ত্ত। কিন্তু সুন্দরি, আমি যে তোমার অমর্য্যাদা ক'রেছি।

সত্য। আমি জেলের মেয়ে, আমার আবার মর্য্যাদা কি?

শা। জেলের মেয়ে!-তাই ত। তাহলে তোমার কি ক'রতে পারি?

সত্য। কি করতে চাও?

শা। তোমার মনোমত পাত্রকে বিবাহ কর, আমি সাহায্য ক'রতে চাই।

সত্য। কে তুমি?

শা। আমি হস্তিনার রাজা।

সত্য। এখন দেখছি যথার্থ-ই তুমি পাগল হ'য়েছে! হাঁ রাজা, তুমি যা'কে প্রাণেশ্বরী বলেছ, অন্যে আবার তাকে প্রাণেশ্বরী বল্‌বে?

শা। তুমি দুষ্কুলে স্ত্রীরত্ন—আমি তোমাকে— পত্নী বলে গ্রহণ ক'রলুম।

সত্য। তা হ'লে আমার বাপ মাকে খবর দি?

শা। দাও, তোমার পিতাকে নিয়ে এস। আজ আমি পূর্ব্বপত্নীর আশা পরিত্যাগ ক'রলুম। **(সত্যবতীর প্রস্থান।**

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। কি রাজা আমাকে চিন্‌তে পারেন?

শা। য়্যাঁ য়্যাঁ— কে আপনি?

গঙ্গা। এই তুচ্ছ ষোল বৎসরের অদর্শন—এরই মধ্যে আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? মহারাজ! এই কি আপনার প্রেমের গভীরতা— ভালবাসার টান?

শা। য়্যাঁ য়্যাঁ। রাণি! এতদিন পরে? কি ক'রলুম— কি সর্ব্বনাশ ক'রে ফেললুম!

গঙ্গা। পড়না—প'ড়না—কিছু করনি রাজা! আমি অন্তরাল থেকে সব দেখেছি—তোমাদের প্রেমালাপ শুনেছি। তুমি ভালই ক'রেছ মহারাজ! এতদিন যে তুমি আমার অপেক্ষা ক'রেছ, আমার বিরহে জর্জরিত হ'য়েও আমাকে স্মরণে রেখেছ—এই তোমার মহত্ত্ব। তুমি নিঃসঙ্কোচে ওই রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। আমি সুখী বৈ দুঃখিত হ'ব না।

শা। আর তুমি? আমার সর্ব্বকল্পনাব অধিষ্ঠাত্রী— তুমি কি ক'রবে? এ হতভাগ্যকে ধরা দিয়ে আবার পরিত্যাগ ক'রবে?

গঙ্গা। রাজা, পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ কর! আমি দেবকার্য্য সাধনের জন্য তোমাকে স্বামিত্বে বরণ ক'রেছিলুম।

শা। কে তুমি?

গঙ্গা। আমি মহর্ষিগণ-সেবিতা জহ্নুতনয়া, গঙ্গা। তোমার পুত্রগণ মহাতেজা অষ্টবসু! আপব বশিষ্ঠের শাপে তাঁরা মানবরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। বসুদের সঙ্গে আমি অঙ্গীকার করেছিলুম, জন্মগ্রহণ ক'রবামাত্র তাঁদের মানবজন্ম থেকে মুক্ত কর্‌ব। এই জন্য ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তাঁদের আমি জলে নিক্ষেপ ক'রেছিলুম।

শা। দেবি! তবে কি আমি পুত্রহীন?

গঙ্গা। কিন্তু মহারাজ, তোমাকে শোকার্ত্ত দেখে, আমি তাঁদের কাছে এক পুত্র ভিক্ষা ক'রেছিলুম। তাঁরা দয়ার্দ্র হয়ে তোমাকে এক পুত্র দান ক'রেছেন। এই নাও মহারাজ, (অন্তরাল থেকে ভীষ্মকে আনয়ন পূর্ব্বক) অষ্টবসুর অংশে জাত গঙ্গাদত্ত এই উপহার গ্রহণ কর। হে পুত্রকাম! এই পুত্র লাভ ক'রে তুমি আজ পুত্রবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লে। গাঙ্গেয়! ইনিই তোমার পিতা—রাজর্ষিগণ পূজিত, সর্ব্বলোকে বিখ্যাত সত্যবাদী শান্তনু। দেবকার্য্য-সাধনের জন্য আমি এতকাল তোমাকে পিতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত রেখেছিলুম। তোমার পিতার আশ্রয় গ্রহণ ক'রবার পূর্ব্বে তুমি শুনে রাখ, তোমার এ দেহ ভগবানের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হয়েছে! যাও, অগ্রসর হও— তোমার পিতার পদধূলি গ্রহণ কর।

ভীষ্ম। পিতঃ! অজ্ঞান অবোধ আমি,
পিতৃমহত্ত্বের মর্ম্ম নহি অবগত।
কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে করে গান
পিতা মহা হইতে মহান্,
জগতে সচলমূর্ত্তি বিভু নারায়ণ।
উচ্চতার একাদর্শ বিরাট আকাশ
তোমার চরণ প্রান্তে শির করে নত।
শত আচার্য্যের সম গুরুত্ব তোমার,
তুমি হে দেবতা দেবতার।
বাক্য মুখে নাহি আসে,
শক্তিহীন প্রবল উল্লাসে,
অভয় চরণে মোরে দাও হে শরণ।

গতি স্থিতি এই মোর সার।

শা। বক্ষে এস— হৃদয়ের ধন।

গঙ্গা। বল রাজা, ঋণমুক্ত আমি—

(শান্তনুর চক্ষে বস্ত্র দান)

শা। ঋণমুক্ত তুমি!

তব ঋণ জন্মে জন্মে শুধিতে নারিব।
প্রতি দণ্ডে উত্তপ্ত নিশ্বাসে
তোমার স্নেহের কথা স্মরণ করিব।
যাও দেবি, যাও—
ক্ষুদ্র আমি, সাধ্য নাহি ধরিতে তোমারে।
কিন্তু স্মৃতি কেমনে মুছিব?
অপূর্ব্ব করুণা তব, মধুময় প্রেমের বন্ধন
হে জাহ্নবী কেমনে ভুলিব?

গঙ্গা। কেঁদ না কেঁদ না স্বামী,

দেবকার্য্য করহ স্মরণ।
মৃত্তিকা-পিঞ্জর মাঝে আবদ্ধ এ প্রাণ
ভুলে গেছে মুক্তির সে মুক্তকণ্ঠে গান।
ভাঙ্গে বক্ষ তরঙ্গ প্রহারে।
এস নাথ, জাহ্নবীর তীরে, পুত্রে করে
ধ'রে। স্বামীপুত্র সম্মুখে রাখিয়া,
গঙ্গা দিবে গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জ্জন।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা

বন্দিনীগণের সঙ্গীত

পুণ্য প্রবাহিনী এখানে বহিছে,
পুণ্য কাহিনী আকাশে ছুটিছে,
বিশাল ভুবনে ভরেছে গান।
পুরুরাজ-কাহিনী নন্দিত মেদিনী
শপ্ত-জরাধর জনক-চরণ পর
আপন যৌবন করিল দান।।
সেই কুলে জাত তুমি দেবব্রত
হে শান্তনু-সৃত জগত প্রাণ।
যশরশ্মি স্ফুরে, আবরি সাদরে
করুক তোমারে হে মহান, মহান হইতে
মহীয়ান্।

অকৃতব্রণ, ভীষ্ম, শান্তনু, সুনন্দ ও
সভাসদগণ

শা। শুন সর্ব্ব পুরবাসী!

সর্ব্বগুণাকর পুত্র পেয়েছি যখন,
ক'রেছি মনন, রাজ্যভার দিব তার শিরে,
বানপ্রস্থে গমন করিব।
বহুদিন হ'তে পুত্রহারা, চলে গেছে দারা-
শোকে তাপে হইয়া জর্জ্জর নিরন্তর
জীবন ছিল হে মোর ব্যাধির আগার।
শান্তি আশে ভ্রমিব কাননে।
যথা জ্যেষ্ঠ দেবাপি মহান
রাজ্য মোরে ক'রে দান
নিরজনে যোগানন্দে আছেন মগন,
সেথা তাঁর শ্রীচরণে লইব শরণ।
পৌরবের হিতাকাঙ্ক্ষী, পুরোহিত, সখা,
আদেশ করুন মোরে।

অ। শুভ ইচ্ছা মহারাজ!

বাধা দিতে ব্রাহ্মণের নাহি অধিকার।
কার্ত্তিকেয় সদৃশ কুমার
শুনিলাম সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত তাহার।
গুরু মোর মহাতেজা জামদগ্ন্য রাম,
নামের স্মরণে যাঁর পূর্ণ মনস্কাম,
ধনর্ব্বেদে পারদর্শী করিলা কুমারে।
রাজ্যভার যোগ্য মহাজন তোমার
নন্দন—ইথে কারো নাহিক সংশয়। তবু
মনে লয়,
সংসার প্রবেশ মুখে
দুরূহ এ রাজ্যভার কুমারের শিরে
নহে রাজা স্নেহ নিদর্শন—শান্তির কারণ।

শা। কিবা মত সচিব প্রধান?

সু। এক-মত মতিমান।

মনোব্যথা বুঝেছি রাজন্।
জায়া যাঁর সুরতরঙ্গিণী
শান্তিরূপে হৃদিমধ্যে লভেছিল স্থান,
গৃহ আজি তাঁর চক্ষে শ্মশান সমান।
ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা যুক্তি মম নয়।
কিন্তু প্রভু ক্ষুদ্রজীব মোরা—
শান্তি অন্বেষণে ভ্রমিতে সংসার পথে
নিত্য কত বাঞ্ছা জাগে মনে।
সলিলের বিম্ব সম, নানা বর্ণ ধরে তাবা,
উঠে, জাগে, আবার মিলায়—
কিন্তু প্রভু! ফল লাভ বিধির ইচ্ছায়।
মন অভিপ্রায়—
কিছুদিন দেবব্রতে শিক্ষা ক'রে দান
বাণপ্রস্থে করুন প্রয়াণ।

শা। করিতে নারিনু অঙ্গীকার—
বিধির ইচ্ছায় যদি
গতি স্থিতি সংযত আমার—
অঙ্গীকার কেমনে করিব?
এবে ধর করে সচিব প্রধান,
জাহ্নবীর স্নেহভরা মধুময় দান।
ষোড়শ বরষ রাণী অতি সযতনে
রেখেছিল অঞ্চলে বাঁধিয়া—
ধর করে— ধর মতিমান্।

সু। আসুন কুমার, পুরুবংশ প্রতিনিধিরূপে আপনারে করি আবাহন।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌ। মহারাজ! এক জেলে আর জেলেনী একটা মেয়েকে সঙ্গে ক'রে দোরে এসে দাঁড়িয়েছে।

শা। সচিব! তোমার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি। বিধাতার ইচ্ছা না হ'লে, মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। রাণীর অনুসন্ধানে বনে ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে দৈবাধীন হ'য়ে কাল এক কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্‌তে অঙ্গীকার করেছি। তারপর এই পুত্র পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। সেই বুঝি এসেছে।

দৌ। মহারাজ! তাঁর গা থেকে এক আশ্চর্য্য গন্ধ বার হচ্ছে।

শা। তাঁকে সম্ভ্রমের সহিত নিয়েএস।

(দৌবারিকের প্রস্থান।

সচিব! বাধ্য হ'য়ে আরও কিছুকালের জন্য দেখছি আমাকে সংসারে আবদ্ধ হ'তে হ'লো। সুতরাং তোমরা কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার বন্দোবস্ত কর।

অ। অপেক্ষা করুন মহারাজ, ভবিষ্যৎ রাজ্ঞীর সভাপ্রবেশের অপেক্ষা করুন। এই ত বুঝলেন, সমস্তই দৈবাধীন। বা! বা! একি বিচিত্র নারী মহারাজ! দেহের সদ্‌গন্ধে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

দাশরাজ, দাশরাণী ও সত্যবতীব প্রবেশ

দা রাজা। কিরে রাজা, তুই আমার মেয়েকে বিয়ে কর্‌বি ব'লে তাকে ফেলে চলে এলি?

শা। দেবব্রত! তোমার বিমাতাকে প্রত্যুদগমন করে নিয়ে এস।

ভীষ্ম। এস মা! নগর-প্রবেশমুখে মায়ের অভাব অনুভব ক'রে আমি প্রবল অশান্তি অনুভব ক'রছিলুম। বিধাতা আমার মনোবেদনা বুঝে ভিন্নরূপের আবরণে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যে জগদম্বিকা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে আবস্থান ক'রছেন, তুমি তাঁর প্রতিনিধি। সর্ব্বকল্যাণময়ী, শরণ্যে! আমি তোমার

পাদমূলে মস্তক অবনত ক'র্‌ছি, মুগ্ধ সন্তানকে আশ্রয় দাও।

দা রাণী। বা রে রাজা, এ যে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা কয় রে— এ যে মনটা একদমে ভুলিয়ে দিলেক রে!

দা রাজা। থাম্— ন্যাকা মাগী— দাঁড়া! এ কে রে রাজা?

শা। আমার পুত্র।

দা রাজা। ওই! শুন্‌লি মাগী— আমোদ ক'র্‌ছিলি কি? রাজার ছেলে রইছে। তুই কাকে মেয়ে দিচ্ছিলি? এ মেয়ে কি তোর পাটরাণী হবে? রাজা রাজড়ারা যেমন দুদশটা ঝি রাখে না, এও সেই রকম বিয়ে।

দা রাণী। তইত রে! তা হ'লে সাঙা বল— বিয়ে নয়।

শা। না ধীবর, ভয় ক'র না। আমার প্রথমা মহিষী স্বর্গারোহণ ক'রেছেন। সুতরাং তোমার কন্যাই পাটরাণী হবেন। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, আর দার-পরিগ্রহ ক'র্‌ব না।

দা রাজ। আমার বেটীর যে ছেলে হবে, তার কি হবে?

শা। তার সম্বন্ধে কি ক'র্‌তে হবে বল?

দা রাজ। তাকে রাজা ক'র্‌তে হবে।

শা। তা কেমন ক'রে ক'র্‌ব ধীবর? আমার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কার্ত্তিকেয়তুল্য জ্যেষ্ঠপুত্র তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দা রাজ। তা লয়— যদি আমার মেয়েকে লিতে চাস্, তা হ'লে এইসব প্রজার সাক্ষাতে বল্— আমাব মেয়ের ছেলেকে রাজা ক'র্‌তে হবে।

শা। তা আমি জীবন থাকতে ব'ল্‌তে পার্‌ব না।

দা রাজ। তবে আমার মেয়েকে ছুঁলি কেন রাজা? আমাদের কি মান-মর্য্যদা নেই?

শা। স্পর্শ ক'রেছি ব'লেই ত আমি বিবাহের অঙ্গীকার ক'রেছি?

দা রাজা। এত দয়া কেন দেখালি রাজা? আমার বেটীর কি বিয়ে হ'ত নি।

শা। শোন ধীবর! আমি যে অবস্থায় তোমার কন্যার অঙ্গস্পর্শ ক'রেছি, তা তোমার কন্যা অবগত আছেন। তখন আমি পুত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলুম না। এখন যখন পুত্র পেয়েছি, তখন তোমাকে যা' বলি তো শোন। যদি আমাকে তোমার কন্যাদানে অভিরুচি থাকে, ত দাও। আমি তোমার কন্যাকে রাজ্যেশ্বরীর সমস্ত মর্য্যদা দান ক'র্‌ব। তাঁর পুত্রেরাও রাজকুমারের সমস্ত মর্য্যদা প্রাপ্ত হবে, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ত্তমানে তাদের সিংহাসনদানের অঙ্গীকার ক'র্‌তে ধর্ম্মতঃ আমি অশক্ত।

দা রাজ। না রাজা, দিতে পার্‌ব না। যদি এই সকলের সমুখে দিব্যি গেলে ব'ল্‌তে পারিস্, আমার বেটীর ছেলে ছাড়া আর কাউকেও রাজ্য দিবি নি, তা'হলে বেটীকে তোর হাতে দিতে পারি।

শা। সুন্দরি! আমাকে ক্ষমা কর! এ ধর্মবিরুদ্ধ পণে আমি আবদ্ধ হ'তে পারলুম না। সুতরাং তোমার সঙ্গে আমি যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলুম, ধর্ম্মের

নামে আমি তা হ'তে মুক্ত হলুম।

দা রাণী। ও হতচ্ছাড়ী! কর্‌লিক কি? নিজের মান ত আগেই খুইয়েছিস্— এখন আমাদেরও শুদ্ধ নষ্ট কর্‌লি।

দা রাজা। শোন্ বেটী— শোন্ আমার জাত কুটুম আছে। তারা যদি এ খবর শোনে যে রাজা তোর গায়ে হাত দিয়ে, তোকে বিয়ে করব ব'লে শেষে তোকে ত্যাগ ক'রেছে, আর এ কথা জেনে আমি তোকে ঘরে নিয়েছি, তাহলে সকলে আমাকে একঘরে ক'রবে— কেউ আর আমায় ঘরে লিবেক্ নি! তাই বলি, এখন থেকে তুই আপনার পথ দেখ্। আর আমার বাড়ীতে মাথা গলাস্‌নি। নে— আয় রাণী, চলিয়ে আয়।

ভীষ্ম। ধীবর যেও না। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তোমার কি হবে মা?

সত্য। কি যে হ'ল, তা এখনও বুঝতে পারছি না! কি হবে, তা কেমন ক'বে ব'লব?

ভীষ্ম। আমি যদি মা রাজ্যেব অধিকার পরিত্যাগ করি?

সত্য। এমন অধর্ম্মেব কথা আমি কেমন কবে বলব। তুমি মা বলে আমার কাছে এলে। যে আগ্রহে তুমি আমাকে মা ব'লেছ-- আর সেই নামের সঙ্গে আর যে একটা কি নাম জড়িয়ে দিয়েছ— তাতে তোমাতে আর আমার গর্ভেব সন্তানে ত প্রভেদ দেখতে পাচ্ছি না। আমি কেমন করে তোমাকে ব'লব, তুমি আমার গর্ভেব সন্তানেব জন্য রাজ্য ছেড়ে দাও?

ভীষ্ম। তুমি আমাব মা'ই বটে। শুন দাশরাজ— আর আপনারা পুরবাসী, আপনারা সকলে শুনন। এই জননীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হবে, সেই সন্তানই আমাদের রাজ্যাধিকারী। আমি তার জন্য রাজ্যের সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ ক'র্‌লুম।

শা। একি কর্‌লে— একি কর্‌লে প্রাণাধিক?

অ। একি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলে রাজকুমার?

ভীষ্ম। এস মা, এইবার আমার সঙ্গে এস।

দা রাণী। বা বা! এ যে চমৎকার ছেলে রে— ফস্ করে রাজ্যটাই ছেড়ে দিলেক!

দা রাজ। চমৎকার বই কি রাণি!'— এই মানুষের মত মানুষ বটে। তবে একটু অপিক্ষে কর, একটু দাঁড়া। যা ব'ল্‌লি— তা ভারীই ব'ল্‌লি! তবে কি জানিস বাপ্ মায়া— মায়া— তুই ত রাজ্য ছেড়ে দিলি— কিন্তু তোর ছেলে? সে বেটা যদি মাঝখান থেকে বেঁকে বসে?

ভীষ্ম। দাশরাজ! আমি ত বিবাহ করিনি!

দা রাজ। হবে ত— আর বিয়ে ক'র্‌লেই দু'পাঁচটা ছেলেও হবে ত—

দা রাণী। ওরে রাজা — আর কাজ নেই— ওবে বুঝতে পেরেছি— ক্ষান্ত দে—এমন কথা আমি কখনও শুনিনি— এক নিশ্বাসে রাজ্য ছেড়ে দিলেক্‌রে! ওরে আমার গা কাঁপছে আর লয়।

দা রাজ। তুই থাম্। —যদি সে ছেলে আমার লাতীর গলাটা ধ'বে

সিংহাসন থেকে ফেলে দেয়?

শা। লয়ে যাও— অন্ধ আমি— শূন্য চারিধার।
লয়ে যাও, কে আছ কোথায়?
ধরে লয়ে যাও দেবব্রতে! একি হ'ল?
একি ইচ্ছা মর্ম্মভেদী তোমার বিধাতা?

ভীষ্ম। স্থির হও অন্তর আমার।
বসেছে ব্যাকুল ওই দেবতা গগনে,
ঋষি-সঙ্ঘ স্থিরনেত্রে চাহে তব পানে।
ঘেরে আছে নীরবা প্রকৃতি,
বায়ু স্তব্ধগতি পদতলে নিশ্চলা ধরণী।
নিশ্বাস করিয়া বদ্ধ,
এস সত্য-ধারা-রূপা জননী জাহ্নবী!
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শক্তিরূপে পশ মা আমার।
অটল কর মা মোরে প্রতিজ্ঞা পালনে।
শুন দাশ, প্রতিজ্ঞা আমার—
আজি হ'তে করিলাম ব্রহ্মচর্য্য সার।
আজি হ'তে ধরণীর সমস্ত রমণী আমার
জননী। আজি হ'তে পুরুবংশে
যে হইবে রাজা, আমি তাঁর প্রজা!
আকাশ-বিহারী শুন অশরীরী!
আমি তাঁর রাজ্যরক্ষী চির অস্ত্রধারী।

নেপথ্যে। ধন্য ধন্য শান্তনু-নন্দন।

সকলে। ধন্য তুমি পুরুষ মহান্!

নেপথ্যে। হে গাঙ্গেয়!
প্রতিজ্ঞা ভীষণ! দেবসঙ্ঘ সে কারণ
তোমারে করিল আজি ভীষ্ম নাম দান।

শা। বিচিত্র কুমার! কার্য্য শেষ—
কিছুমাত্র নাহি বলিবার।
বর দিনু, আজি হ'তে ইচ্ছা-মৃত্যু তুমি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

অম্বা, শাল্ব ও সখীগণ

অম্বা। সখি, অতিথি আজ বিদায় গ্রহণ কর্‌বেন। তোরা সকলে তাঁর উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা ক'র।

সখীগণের গীত

এস রণজয়ী, এস বণজয়ী, সুস্বাগত পুরুষবর,
বল রণজয়ী, বল বণজয়ী,
কোন্ দেশে ছিল তোমাব ঘর,
আসিলে, দেখিলে, জিনিলে, ধরিলে
গাঁথিলে মরম মরম পর।
বাঁধিলে নয়নে নয়নাপাঙ্গ,
নিরালার খেলা করিলে সাঙ্গ।
করের পরশে কাঁপিছে অঙ্গ,
এত কি কঠোর কুসুম শর?

শাল্ব। অম্বা! তোমার রূপ-গুণের কথা শুনে, তোমাকে শুধু দেখ্‌বার জন্য তোমাদের গৃহে অতিথি হয়েছিলুম। আমার শ্রম সার্থক হ'য়েছে। আমি আতিথ্য গ্রহণ ক'রতে এসে, তোমার এই কোমল কর ভিক্ষা পেয়েছি।

অম্বা। আমারও আতিথ্য সার্থক হয়েছে! আমি আপনার নাম, রূপ ও গুণগ্রামের কথা শুনে, বহুদিন থেকে আপনাকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম।

শাল্ব। আমিও হয়েছিলুম। লোকমুখে শুনতুম, অপূর্ব্ব রূপ-জ্যোতিতে অরণ্য আলোকিত করতে ধনুর্ব্বাণ করে তুমি মৃগয়া কর্‌তে যাও। এ বীরনারী দর্শনের

লোভ আমি পরিত্যাগ ক্‌র্‌তে পারিনি। এসে আমার নয়ন মন চরিতার্থ হয়েছে। এখন চল রাজকুমারি, তোমার বৃদ্ধ পিতার কাছে গিয়ে, তাঁর সমক্ষে তোমার পাণি প্রার্থনা করি।

অম্বা। যদি পিতা দানে অমত করেন?

শাল্ব। পাণিগ্রহণের সাহস না থাক্‌লে আমি এখানে আসিনি, কর দিয়ে তোমার কর স্পর্শ করিনি। কুলে, শীলে, শক্তিতে আমি কাশীরাজের চেয়ে কোনমতে ন্যূন নই। আমি তোমার কর প্রার্থনা কর্‌লে তোমার পিতা কোনমতে আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে সাহস কর্‌বেন না। তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে এস।

অম্বা। আর যেতে হবে না, ওই পিতা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসছেন।

কাশীরাজের প্রবেশ

কা রা। অম্বা! (শাল্ব কর্ত্তৃক অম্বার হস্তত্যাগ)

অম্বা। মহারাজ!

কা রা। অতিথির সম্যক সম্বর্দ্ধনা করেছ?

অম্বা। যথাসাধ্য করেছি।

কা রা। যথাসাধ্য কেন অম্বা, বল সাধ্যের অতিরিক্ত ক'রেছ। অতিথি গৃহস্থের বাড়ীতে এলে অন্ন-পানাদিতে তুষ্ট করতে হয়। এই হচ্ছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি শাস্ত্রাদেশের পারে চ'লে গিয়েছ। অতিথিকে পাণিদান ক'রেছ।

শাল্ব। মহারাজ! তাতে আপনার কন্যার কোনও অপরাধ নেই। অপরাধ এই হতভাগ্য অতিথির।

কা রা। যারই অপরাধ হ'ক, আমি বৃদ্ধ কিন্তু বিপন্ন।

শাল্ব। আপনার অন্তরের কথা আমি বুঝেছি।

কা রা। আমিও আপনার অন্তরের কথা বুঝেছি। আপনি এখনি আমাকে বলবেন, আমি শাল্বরাজ—আমি যখন আপনার কন্যার হাতে হাত দিয়েছি, তখন আপনার বিপন্ন হবার কোনও কারণ নেই।

শাল্ব। আপনি কি আমার যোগ্যতায় সন্দেহ করেন?

কা রা। একথা ব'ল্‌লে আপনিও কি আমার কথায় শ্রদ্ধা করবেন?

শাল্ব। না, তা কর্‌'ব না। বরং একথা যে দণ্ডে আপনার মুখ থেকে বেরুবে, সেই দণ্ডেই আমি আপনাকে মতিহীন বাতুল ব'লে অশ্রদ্ধা ক'র্‌ব এবং আপনার রাজ্যের সমস্ত রথীকে সমরে আহ্বান ক'রে, আমি সবার সমক্ষে বলপূর্ব্বক অম্বাকে নিয়ে নিজ রাজ্যে রাজ্যেশ্বরীর আসনে স্থান দেব।

কা রা। এতই যদি তোমার বলের অহঙ্কার শাল্বরাজ, তাহলে আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে আমার কন্যার কর ধারণ কর্‌লে কেন?

শাল্ব। জানি, কাশীরাজ এমন হীনবুদ্ধি ন'ন যে, আমি তাঁর কন্যার কর প্রার্থনা ক'র্‌লে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। শাল্বরাজকে কন্যাদান ক'রলে কাশীরাজের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত

হবে। এই বিশ্বাসে আমি অম্বার কর গ্রহণ ক'রেছি।

কা রা। অম্বা!

অম্বা। মহারাজ!

কা রা। তুমি আমার অনূঢ়া যুবতী কন্যা। তথাপি তোমাকে এই যুবক ছদ্মবেশী অতিথির সেবার ভার কেন দিয়েছিলুম তা জান?

অম্বা। এই মাত্র জানতুম, আপনি অশক্ত বলে আমাকে অতিথি সেবার অধিকার প্রদান ক'রেছেন। এ ছাড়া যদি আপনার অন্য কোনও অভিপ্রায় থাকে, তা আমি জানি না।

কা রা। তা জান না?

অম্বা। এই যে ব'ললুম পিতা।

কা রা। ভাল, তা না জান, কিন্তু এটা ত জান, তোমার অপর দুই ভগিনী অন্তঃপুরচারিণী, কিন্তু তুমি পুত্রের ন্যায় জনসঙ্ঘের মধ্যে বিচরণ ক'রবার অধিকার পেয়েছে।

অম্বা। তা জানি, কিন্তু কেন, তা জানি না।

কা রা। যদি না জান, তবে শোন। আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুপ্ত প্রণয়ীও একথা শুনুন। আমি পুত্রহীন ব'লে, সস্ত্রীক বিশ্বনাথের আরাধনা ক'রেছিলুম। কিন্তু বিশ্বনাথ আমাকে পুত্র না দিয়ে তিন কন্যা দান করেন। আমার রাজ্যরক্ষার জন্য আমি তোমাকে পুত্রভাবে পালন করে এসেছি, পুত্রোচিত শিক্ষা দিয়েছি। তাই তোমার চরিত্রবল পরীক্ষার জন্য আমি তোমার উপর এই অতিথি সৎকারের ভার দিয়েছিলুম।

অম্বা। বড়ই ভুল ক'রেছিলেন মহারাজ! মহেশ্বর যখন আপনাকে পুত্র দেন নি, তখনই আপনার বোঝা উচিত ছিল, আপনার কন্যা পুরুষহৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। আপনার বোঝা উচিত ছিল, যতই আমাকে আপনি পুরুষের ন্যায় প্রস্তুত কর্‌তে চেষ্টা করুন না, তথাপি আমি নারী। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ এই নরপতির প্রেমাভাষ প্রাপ্ত হ'য়ে আমার নারী-হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে।

কা রা। তা বেশ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারীর অভাব অনুভব ক'রে, আমারও প্রাণ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে— অর্থাৎ কণ্ঠায় এসেছে।

শাল্ব। সে এ দিকেও এসেছে, ওদিকেও এসেছে। বয়োবৃদ্ধ মহারাজ, এখন কন্যার এই কর প্রার্থীর উপর আশীর্ব্বাদ করুন।

কা রা। করপ্রার্থী নও শাল্বরাজ, তুমি করগ্রাহী। এ সাহস তোমার কেন হয়েছে বলবো? তুমি জান, আমি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, তোমাকে কন্যাদানের অনিচ্ছা থা'ক্‌লেও বাধা দিতে পারব না।

শাল্ব। বাধা দিবার কি ইচ্ছা আছে?

কা রা। মনে মনে আছে বই কি।

শাল্ব। বেশ, তা হ'লে আপনার দুঃখ কর্‌বার প্রয়োজন নেই রাজা। আমি আপনার কন্যাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এখানে রেখে যাচ্ছি! যদি আমাকে কন্যাদান অভিপ্রেত হয়, তা হলে ইতিমধ্যেই যেকোন রথীকে এনে আপনি বাধা দেবার চেষ্টা করুন, আমার তাতে

কোনও আপত্তি নেই।

কা রা। আপনিও শুনুন শাল্বরাজ! আমি আমার এই কন্যাকে পুত্রিকা ক'রে রাখ্‌ব বলে অভিলাষ ক'রেছিলুম। অর্থাৎ আমি এই কন্যাকে এই মর্ম্মে দান ক'র্‌ব মনে করেছিলুম যে, এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হবে সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। সে পুত্রের উপর আমার জামাতার কোনও অধিকার থাক্‌বে না। আপনি এই মর্ম্মে এই কন্যা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন কি শাল্বরাজ?

শাল্ব। অন্ধ খঞ্জ কাপুরুষ ভিন্ন অন্য কেহই এরূপ মর্ম্মে আপনার কন্যা গ্রহণ ক'রবে না।

অম্বা। আত্মহত্যা ক'রব সেও ভাল, তথাপি আমিও এরূপ ঘৃণিত মর্ম্মে আত্মদান কর্‌ব না।

কা রা। বেশ, তবে অপেক্ষা করুন। আমার অম্বালিকা ও অম্বিকা নামে অপর দুটি কন্যাও আছে। যদি বিবাহ দিই, তা হ'লে তিনটি কন্যারই এক সঙ্গে বিবাহ দেব। আমি অগ্রেই হস্তিনাপুরের রাজা ভীষ্মের কাছে এই মর্ম্মে দূত পাঠিয়েছি। এখন ভীষ্ম যদি অম্বার পাণি গ্রহণেই ইচ্ছা করেন, তা হ'লে কি হবে শাল্বরাজ?

শাল্ব। ভীষ্ম! সে কে? ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রাজা, এ মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিলে? ভীষ্ম? সেটা ত কাপুরু[illegible]সক। কাপুরুষ বলে সে ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্যধিকার পরিত্যাগ ক'রেছে। ক্লীব ব'লে সে [illegible] ক'রবে না, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। পুরুষ হ'লে কখনো কি এরূপ প্রতিজ্ঞা করে? শান্তনুর মৃত্যুর পরেও ভীরু রাজ্যগ্রহণ ক'রতে সাহস করেনি। হস্তিনাপুরের প্রকৃত রাজা এখন বিচিত্রবীর্য্য— ভীষ্ম তার আশ্রিত ভৃত্য। (হাস্য) রাজা, বয়সের সঙ্গে কি আপনার এতই বুদ্ধি লোপ পেয়েছে যে, আপনি বেছে বেছে একটা ক্লীবকে জামাতাপদে বরণ ক'রতে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন?

অম্বা। পিতা! করুণা ক'রে এই মহাত্মার হাতে আমাকে অর্পণ করুন।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! ভীষ্মের কাছে গিয়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রেছি। তাই শুনে তিনি বলেছেন যে, আপনি যদি কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা ক'র্‌তে পারেন, তা হলেই তিনি আসতে পারেন। নতুবা ভিক্ষাস্বরূপ তিনি আপনার কন্যা গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা করেন না।

কা রা। শাল্বরাজ! বিধাতা আপনার ইচ্ছামত আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমি একেবারে তিন কন্যাকেই বীর্য্যশুল্কা ক'রে স্বয়ংবরা ক'রব!

অম্বা। রাজা! আমি জানি আপনি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। সুতরাং আমিও বীর্য্যশুল্কা হবার গৌরবলোভ ত্যাগ কর্‌তে পা'রছি না।

শাল্ব। এ ত আনন্দেরই কথা অম্বা! তবে এ বীরত্বের পরীক্ষায় তোমরা দুটি ভগিনী তোমার সপত্নীরূপে পরিণীতা হবে। তা'হলে আসি মহারাজ! আ[illegible] আর এক মূর্ত্তিতে অগ্রগণ্য রাজন্যপূর্ণ

কাশীরাজের সভায় নির্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

দ্যুতির গীত

আমারে কাঁদায়ে চলে গেছে—চলে গেছে সে।
(ওগো) আমারি করম দোষে।।
সে পথে চলিতে মানা,
সঙ্গে যাওয়া হ'লো না,
সাথে গেছে চোখের ধারা দূর প্রবাসে।।
তটিনী-রূপ ধ'রে কাঁদিছে অবিরাম—
এস হে ফিরে এস স্বদেশে গুণধাম।
তোমারি পদতরি আকুল বুকে ধরি
উজান বয়ে ফিরি আপন দেশে,
যেথা তোমারি সে আছে বসে পথেরি
পাশে।।

ভীষ্ম। থাকে থাকে জাগে স্বপ্নকথা!
সংসারের কোলাহল করি অতিক্রম অতি
সূক্ষ্ম ষড়জ-ঝঙ্কার, থাকে থাকে ধীরে
আঘাত করে সে এই দেহ পুরদ্বারে।
বলে আমি সঙ্গে যাব করেছিনু পণ,
অভিলাষে সঙ্গে সঙ্গে করি আগমন।
কিন্তু তব প্রতিজ্ঞা দারুণ
বেড়ারূপে ঘিরে তোমা করিছে ভ্রমণ;
অতিক্রমি', পাদপদ্ম পরশিতে নারি।
হে প্রভু! হে হৃদয়-ঈশ্বর!
দূর হ'তে দেখি আমি,
দূর হ'তে করি নমস্কার।
দূর হতে চক্ষুজল নিত্য স্রোতরূপে
অলক্ষ্যে তোমার পদে ঢালি উপহার।
তুলে লও একবিন্দু, ধর হে হৃদয়ে
আকুল হিয়ার দানা
ক'র নাকো তার অপমান। শুন নাথ!
কল্পারম্ভ হ'তে আমি আশ্রিত তোমার।
কেবা বলে, কেন বলে?
আমি ব্রহ্মচারী—
ধরণীর যত নারী জননী আমার।
ক্ষণমাত্র যেই লই নিদ্রার আশ্রয়—
মুহূর্ত্তে ধরণী ছেড়ে যেই আমি চলি স্বপ্ন-
দেশে.

অমনি সে করুণ সঙ্গীতে
ছেয়ে যায় সমস্ত গগন।
স্বপ্ন-জগতের সেই সুধাময়ী ধাবা
মুহূর্ত্তে অন্তরে মোর।
কোন দূরান্তরে লয়ে যায় ভাসাইয়া।
কেন যায়? কেবা যায় লয়ে?
স্বপ্নরাজ্যে কেবা তুমি এত শক্তিধবা—
হিমালয় সদৃশ এ অটল হৃদয়
নিমেষে টলায়ে দাও তুমি?
হে মনোজ্ঞ সঙ্গীতরূপিণী! শুন মম বাণী-
আমি আকুমাব ব্রহ্মচারী
ধরণীর যত নারী জননী আমার।
সত্য মোর একান্ত আশ্রয়
সত্য বলে জগতে নির্ভয় আমি।
শুন দেবী—যেথা থাক, করহ শ্রবণ, মম
পণ—

আজি হ'তে যতদিন রব ধরাতলে
আঁখি হ'তে নির্ব্বাসিত করিনু স্বপনে।
সমাধির জ্ঞান মাত্র আজি হ'তে
আশ্রয় আমার।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। এ কি প্রতিজ্ঞা ক'রলে পুত্র!

ভীষ্ম। কেও— মা? তুমি? এ কি আমি সত্যই তোমাকে দেখছি— না এখনও আমি স্বপ্ন দেখছি?

গঙ্গা। না পুত্র আর ত তুমি স্বপ্ন

দেখবে না। সত্যই তুমি আমাকে দেখ্‌ছ।

ভীষ্ম। মা! নবপরিচিত পিতৃদেব সমক্ষে স্বহস্তে আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করেছি। তোমাকে দীপ্তচক্ষে আমি বিসর্জ্জিত হতে দেখেছি। তুমি কেমন ক'রে আবার এলে মা?

গঙ্গা। তোমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমাকে এখানে এনেছে। এই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তুমি স্বপ্নকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করলে। আর নিদ্রা তোমার চোখের পলক স্পর্শ করতে পারবে না। চিরবিনিদ্র যোগিরাজ! তোমার স্বপ্নকে আশ্রয় করে, স্বপ্নরাজ্যের কত অধিবাসী জীবন ধারণ ক'রে আছে, তা তো তুমি জানো না। আমিও তাদের মধ্যে একজন। বিষ্ণুচরণে উদ্ভূত হ'য়ে, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করে, হরজটায় নৃত্য ক'রেও আমি সন্তান-বাৎসল্য ত্যাগ ক'র্‌তে পারিনি। তাই, স্বপ্নাবিষ্ট তোমার সঙ্গে কথা কয়ে মাঝে মাঝে আমি চিত্তের তৃপ্তি সাধন ক'রতুম। আজ তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসে দেখি, তুমি চিরজাগরণ-ব্রত গ্রহণ ক'রেছ। তাই আমাকেও বাধ্য হ'য়ে এই জাগ্রতের রাজ্যে আস্‌তে হ'য়েছে।

ভীষ্ম। মা! যদি জানেন, তাহ'লে অনুগ্রহ ক'রে বলুন, আমার স্বপ্নাবস্থায় ক্ষীণ করুণকণ্ঠে কে রমণী নিত্য আমার কাছে এসে ক্রন্দন করে!

গঙ্গা। জানি, কিন্তু ব'লব না। আর তুমিও কখনও তা জানবার অভিলাষ ক'ব না। ইচ্ছামৃত্যু যোগিবর, তা জানলে, যে জন্য তোমাব কাছে এসেছি, সে কার্য্য সিদ্ধি হবে না। তোমার মানব জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।তার পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র তোমার মৃত্যু ইচ্ছা হ'বে।

ভীষ্ম। বেশ মা, আর জিজ্ঞাসা ক'রব না। এখন, কি জন্য অধম পুত্রের কাছে এসেছেন বলুন?

গঙ্গা। তুমি আকুমার ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা ক'রেছ। তোমার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ গর্ন্ধর্ব্বের সঙ্গে দ্বৈরথ-যুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়সেই প্রাণ দিয়েছে। এই জন্য তোমার পিতৃপুরুষ পিণ্ডলোপ ভয়ে আবার ব্যাকুল হ'য়েছেন।

ভীষ্ম। ভাই বিচিত্রবীর্য্য ত বর্ত্তমান। একটু প্রাপ্তবয়স্ক হ'লেই আমি তার বিবাহের ব্যবস্থা কর্‌ব।

গঙ্গা। তা ক'রতে পার। কিন্তু যে সুযোগে তুমি ভ্রাতার বিবাহ দেবে, সে শুভ সুযোগ যদি তার জীবদ্দশায় আর উপস্থিত না হয়? তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছ, কন্যা বীর্য্যশুল্কা না হ'লে তাকে পৌরবগৃহে আনবে না।

ভীষ্ম। না মা, তা আনব না। এতে যদি বংশলোপে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ হয়, তার আর প্রতিকার নেই।

গঙ্গা। কিন্তু সেই শুভ সুযোগ এসেছে। আমি সেই সংবাদই তোমাকে দিতে এসেছি। তুমি জান, কিছুদিন পূর্বে কাশীরাজ তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য তোমার কাছে ভাঁট পাঠিয়েছিলেন।

ভীষ্ম। জানি।

গঙ্গা। তাঁরই তিন কন্যা স্বয়ংবরা।

ভীষ্ম। কই, তাতো আমি জানি না!

গঙ্গা। কোন শক্তিমান নরপতি নিজে সেই কন্যাত্রয়কে গ্রহণ ক'রবার

অভিলাষে কৌশলে তোমার কাছ থেকে এ সংবাদ গোপন ক'রেছেন। আজ এই মুহূর্ত্তে যদি তুমি কাশীরাজের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা না কর, ত'হলে কোনও মতে সময়ে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হ'তে পারবে না।

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা জননী, এই মুহূর্ত্তেই আমি কাশীরাজ্য অভিমুখে যাত্রা ক'র্‌ব।

ত্যজ নিদ্রা, জাগো যোধগণ!
ঘন-অন্ধকার ভেদি রণ নিমন্ত্রণ।
অট্টহাসি হাসে ওই সমররঙ্গিণী।
বাজাও দামামা ভেরী,
শঙ্খরবে পূরাও গগন।
মুহূর্ত্ত ভিতরে রণসজ্জা প'রে
পুরদ্বারে সমবেত হও সব রথী।
পলের বিলম্বে কার্য্য নষ্ট হয়ে যাবে।
নমি আমি চরণে জননি
আশীষ করহ মোরে দান। আমি ভাগ্যবান-
এখনো মা স্নেহবশে অধম সন্তানে
রেখেছ অমৃতপূর্ণ ছায়া আবরণে।

গঙ্গা। যে চিরমঙ্গলময়, মোরে
ইন্দ্রতুল্য সন্তানের করেছেন মাতা,
সেই সিদ্ধিদাতা ভগবান্
করুন তোমার পুত্র মঙ্গল বিধান।

গঙ্গার প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্বয়ম্বর সভা

শাল্ব, রাজগণ ও কাশীরাজ

কা রা। সমাগত রাজন্যবর্গ, আমি আপনাদের কাছে যা নিবেদন করছি, তা আপনারা অবহিত হ'য়ে শ্রবণ করুন। ভগবান শঙ্করের বরে আমি বৃদ্ধ বয়সে তিন কন্যারত্ন লাভ ক'রেছি। কিন্তু লাভ কর্‌বার পর থেকেই আমি চিন্তাভারে আক্রান্ত। আমি একে বৃদ্ধ, তার উপর রোগে একান্ত অশক্ত। তিনটি কন্যাকে উপযুক্ত বরে সমর্পণ না ক'র্‌তে পা'রলে আমার যে কর্ত্তব্যের একটা বিরাট ত্রুটি হবে, এই ভেবে আমি রোগশয্যায় পড়ে ব্যাকুল হ'য়েছিলুম। সেই অবস্থাতেই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম, যেই আমি রোগমুক্ত হব, অমনি যোগ্য কুল থেকে উপযুক্ত পাত্র সন্ধান ক'রে, কন্যাগুলিকে সম্প্রদান ক'র্‌ব। এই ভেবে, আমার যোগ্যকুল মনে ক'রে, হস্তিনারাজের কাছে আমি প্রথমেই দূত প্রেরণ করি। হস্তিনাপতি ভীষ্ম—

শাল্ব। ভুল—ভুল—মহারাজ আপনি বল্‌ছেন—ভীষ্ম হস্তিনাপতি নয়।

সকলে। না, না— ভুল—আপনার বিরাট ভুল!

শাল্ব। হস্তিনাপতি—বিচিত্রবীর্য্য। ভীষ্ম তার একজন ভৃত্যমাত্র।

১ম রা। সামান্য ভৃত্য—মন্ত্রীও নয়, সেনাপতিও নয়, অমাত্য নয়— সামান্য ভৃত্য।

সকলে। মাইনে পায় না।

কা রা। যাক, অত সংবাদ রাখবার আমার অবসর হয়নি। ভীষ্ম দূতমুখে আমার প্রস্তাব শুনে ব'লেছিলেন, আমি যদি কন্যাগুলিকে বীর্য্যশুল্ক করি, তবেই তিনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রতে পারেন, নতুবা ভিক্ষাস্বরূপ তিনি কন্যা গ্রহণের ইচ্ছা করেন না।

সকলে। ভণ্ড—ভণ্ড প্রচণ্ড ভণ্ড— সে

জানে কেউ তাঁকে নিমন্ত্রণ করবে না।

কা রা। তা তিনি যাই হ'ন, তাঁর কথা তাঁর বীরত্বে বিশ্বাস ক'রে, আমি কন্যাগুলিকে বীর্য শুল্কা ক'রেছি এবং যিনি যিনি আমার কুলের উপযুক্ত বংশগৌরবে গরীয়ান্, সেই নৃপতিকে নিমন্ত্রণ ক'রেছি। কিন্তু যার কথায় একার্য্য করেছি, তিনি ভিন্ন আর সকলেই আজিকার সভায় উপস্থিত।

শাল্ব। যাদের বুকে বল আছে, যারা যথার্থই ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান রাখে, তারা আপনার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রতে পারেনি। যে বীরপুরুষ পিতৃকর্ত্তৃক রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, পিতার মৃত্যুর পরেও রাজ্যগ্রহণ ক'র্‌তে সাহসী না হয়ে যে, সিংহাসনে একটা বালককে বসিয়ে পৌরুষের পরকাষ্ঠা দেখিয়েছে, সে যে এই স্বয়ংবর সভায়—এ বীরমণ্ডলীর মাঝে—কখনও উপস্থিত হবে না, এ আপনার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল।

কা রা। এখন আমার কর্ত্তব্য কি আপনারা সকলে এক বাক্যে বলুন। আপনারা সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে আমার আমার কন্যাগুলিকে যে ভাবে সম্প্রদান ক'রতে বলেন, আমি সেই ভাবেই সম্প্রদান ক'রতে প্রস্তুত আছি।

১ম রা। তাহ'লে কন্যাগুলিকে সভায় আনয়ন করুন। তাদেব না দেখলে আমরা মীমাংসা ক'রতে পার্‌ব না।

শাল্ব। তাদেরও অভিপ্রায় জানা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। কাশীরাজ' রাজগণের অভিপ্রায় মত অগ্রে আপনার কন্যাগুলিকে সভায় আনয়ন করুন।

সকলে। সর্ব্ববাদি-সম্মত। কন্যা আনয়ন—কন্যা আনয়ন করুন।

কা রা। বেত্রধারিণি! কন্যাগণকে সভামধ্যে আনয়ন কর।

সখীগণপরিবৃতা অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকার প্রবেশ

শাল্ব। (স্বগত) বা! বা! এ তিন কন্যাই যে অপূর্ব্ব সুন্দরী। এর একটিরও লোভ আমি সংবরণ ক'রতে পার্‌ছি না। ভীষ্ম কি তার শক্তি কিরূপ— আমি জানি না! সেই জন্য তার পত্র আমি চুরি করেছি। কিন্তু এই কটা রাজাকেই আমি ফুৎকারে দিগন্তে উড়িয়ে দিতে পারি। আমি এ সুবিধা কিছুতেই ত্যাগ ক'রতে পারব না। আমি এ মেষগুলোকে সমরে পরাস্ত ক'রে তিন কন্যাই গ্রহণ ক'রব।

কা রা। কি ক'রব এইবারে আপনারা অনুমতি করুন।

১ম রা। স্বয়ংবর—স্বয়ংবর—তিনকন্যার প্রত্যেককে স্ব স্ব মনোমত পতি নির্ব্বাচনে আদেশ করুন।

২য় রা। না, না মহারাজ কুলশীল—কুলশীল। যে কুলশীলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে, তাকেই কন্যাদান করুন।

৩য় রা। না মহারাজ, বিজ্ঞতা—বিজ্ঞতা। বয়সে অথবা জ্ঞানে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে দান করুন। আপনার কন্যাগুলি সুখে থাকবে।

অবশিষ্ট সকলে—ভিক্ষা—ভিক্ষা—ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল

শাল্ব। স্থির হও কাপুরুষগণ! তোমাদের পুরুষত্বের মর্ম্ম তোমাদের উত্তরেই প্রতিপন্ন হয়েছে। শুনুন কাশীরাজ, আপনি যে মর্ম্মে কন্যাদান

ক'রবার জন্য আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, আমি তা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আপনার কন্যাকে গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা করি না। আমি একমাত্র শক্তির সাহায্যে আপনার কন্যাগণকে গ্রহণ ক'র্‌ব।

অম্বা। শুনহে রাজন্যগণ!
ক্ষত্রিয় রমণী ব'লে যেই নারী করে অভিমান,
স্বামীর বীরত্ব গর্ব্ব একমাত্র অলঙ্কার তার।
স্বামীর রূপ, বীরত্ব যৌবন,
বীরত্ব তাহার পূর্ণ জ্ঞানের গরিমা।
বীরত্ব-বিহীন যেবা—
সে অভাগ্য, মদনের মূর্ত্তি যদি ধরে,
সে অপূর্ব্ব দেবরূপ
বীরাঙ্গনা চক্ষে দেবরূপ
বীরাঙ্গনা চক্ষে ধরে মর্কটের শোভা।
শুন সবে মম আবেদন,
সমরে বিজয়ী হ'য়ে যেবা মোরে করিবে গ্রহণ
আমি তাঁর নারী। তাঁহার চরণ স্মরি
আগে হ'তে তাঁর পদে করি নতি।

শাল্ব। ধন্য তুমি নরেন্দ্র-নন্দিনী। বীর্য্যশুল্কে—
আমি তব পাণি লাভে করি আবেদন।
সমরে-আহবান করি'
কেবা কোথা আছে শক্তিধারী।
সাধ্য থাকে, দাও এসে বাধা।
আমি কাশীরাজ-কন্যালাভে
করিলাম বাহুর প্রসার।

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। যদ্যপি মৃত্যুর ভয় না থাকে তোমার
কর রাজা বাহুর প্রসার।
নহে, এই দণ্ডে ক্ষুদ্র বাহু কর আকুঞ্চন।
বিস্ময়ে চেও না মুখপানে।
ক্ষত্রবীর প্রতিদ্বন্দ্বী সনে
অস্ত্রে অস্ত্রে কর পরিচয়।
ধর অস্ত্র মহাশয়,
এখনি হউক স্থির রাজন্য-সম্মুখে
রমণীর অঙ্গস্পর্শে যোগ্য-বীর কেবা।

সকলে। ঠিক হ'য়েছে—ঠিক হ'য়েছে
—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে ধরেছে!

অম্বা। একি এ বিচিত্রি বিধি-লীলা!
দেবকান্তি তীব্র জ্যোতিষ্মান্‌,
কোথা হ'তে—কে ইনি মহান্‌?
পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত গম্ভীর,
গজেন্দ্র-বিক্রম, সিংহগতি—
রূপ-সিন্ধু-শিরে উচ্চ তরঙ্গের মত,
যুবতী হৃদয়তটে করিতে আঘাত
কোথা হতে কে এল এ পুরুষ-প্রধান
কোথা শাল্ব— কোথা মোর পণ?
কোথা তুমি মকর কেতন?
শরক্ষেপ কোথা তীব্র তব?
দেখ চেয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলা আমি নারী।
বুঝিতে না পারি, কোথা মোর ধাম,
কিবা—কিবা—কি হবে আমার পরিণাম!

ভীষ্ম। একি রাজা, স্থাণু মত কি হেতু নিথর?
কর্ত্তব্য করহে স্থির।
শুনে বীর্য্যপণ—বিনা নিমন্ত্রণ,
আসিযাছি কন্যা আমি করিতে গ্রহণ।
থাকে সাধ্য বাধা দাও মোরে।
নহে, হেঁটমুণ্ডে যুবতীরে করিয়া প্রণতি,
দ্রুতগতি সভাস্থল কর পরিহার।

শাল্ব। বাতুল করিয়া জ্ঞান,

উত্তরে বুঝিয়া অপমান, রে অভাগ্য,
নীরবে দেখিতেছিনু মত্ততা তোমার।
দেখিলাম, মৃত্যুপিপাসায়,—পতঙ্গের প্রায়
কোথা হ'তে এলি তুই অনলের মুখে।
আয় মুর্খ মতিহীন, এ দম্ভ অসহ্য মোর—
এখনি মিটাই তোর মৃত্যুর পিপাসা।
(অস্ত্রযুদ্ধ, শাল্বের পরাভব ও পলায়ন)

অম্বা। একি হ'ল! মুহূর্ত্তে সাধের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল।

ভীষ্ম। শুন কাশীরাজ, আমি ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন
বীর্য্যপণে তব কন্যা করিনু গ্রহণ।
শুন সর্ব্ব সভাস্থ নৃপতি,
বাধা দিতে যদি থাকে মতি,
সমরে আহ্বান করি সবে
একক, দ্বৈরথ রণে,
অথবা সমষ্টি শক্তি একত্রীকরণে—
যে উপায়ে, যে কৌশলে,
বাধা দিতে থাকে অভিলাষ,
এস এস সবারে করিনু নিমন্ত্রণ।

(অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে লইয়া ভীষ্মের প্রস্থান

১ম রাজা। একসঙ্গে যদি, তবে আর ভয় কি? এস ভাই সকলে মিলে আমরা ভীষ্মকে আক্রমণ করি।

সকলে। একসঙ্গে যদি, তবে আর ভয় কি—মার্—মার্—মার্।

(রাজগণের প্রস্থান

(নেপথ্যে) পালা—পালা—আর যুদ্ধে কাজ নেই, পালা।

কাশী। ধন্য আমি, বীরশ্রেষ্ঠ জামাতা আমার।
কই শাল্ব— কোথা শাল্ব—
কোথা তুমি— কোথা মহাবীর?
বৃদ্ধ দেখে বীরদর্প,
সঙ্গোপনে প্রেমের আলাপ—
কোথা শাল্ব, কোথা হে রাজন?
ধর কন্যা— সে যে ওঠে হস্তিনার রথে!
কই শাল্ব? ওই শাল্ব। ভীষ্মের সুতীব্র শরে
লম্ফে লম্ফে পলায়নে বাল্যলীলা করে।

(প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ

সত্য। পুরদ্বারে দাও পূর্ণ ঘট,
সমস্ত তোরণ আজি সাজাও পল্লবে।
আসে ক্লান্ত রণজয়ী, এস'পুরনারী;
সারি সারি পথ-পার্শ্বে রহ দাঁড়াইয়া;
আনন্দে বাজাও শঙ্খ, কর জয়-গান,
গৃহে গৃহে উল্লাসের তুল প্রতিধ্বনি

বিচিত্র। কোথা আর্য্য গিয়াছিল মাতা?

সত্য। তোমার গৌরবলক্ষ্মী আনিতে সন্তান।
ধরা-মাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান তুমি!
শৈশবে পেয়েছ রাজ্য,
সতত দেবতা রক্ষী তার।
তবে, আজ গৌরব তোমার আসে ভারে ভার।
নিদ্রাভঙ্গে শয্যা ত্যজি শুন হে বালক,
আজি, বিনা যুদ্ধে সার্ব্বভৌম বিশ্বজয়ী তুমি।

বিচিত্র। কেমনে মা, বুঝিতে না পারি!
বিনা যুদ্ধে বিশ্বজয়? বড়ই বিস্ময়।
সঙ্গে সঙ্গে ভয় হৃদে জাগে,

এও কি কখন হয়? এ বুঝি স্বপ্নের খেলা!
বল মা, এ স্বপ্নকথা নয়!

সত্য। না পুত্র, এ স্বপ্নকথা নয়।
মুক্ত চক্ষে প্রতিদিন দেখিতেছি আমি।
সে দৃশ্য স্বপন মনে করে
কত দিন উঠেছি শিহরি।
মনে করি দেখি যাহা, সে বুঝি তা নয়।
ত্রিভুবনে কে শুনেছে কবে—
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য নিজ অধিকার
অবহেলে করি পরিহার,
বিশ্ব-জয়-শক্তি লয়ে
কে কবে রে বালকের ভৃত্যরূপে ফিরে?
বিশ্ব-বিমোহন-রূপে
দেবদেহ করি আবরণ
ফলমূলাশনে করে জীবন ধারণ?
জগতে জননী সর্ব্বনারী, জ্ঞানে ঋষি,
আচরণে বাল-ব্রহ্মচারী!
সব সত্য— কিন্তু বুঝি একা স্বপ্নকথা—
রে বালক! আমি তার মাতা!
নররাজ সন্তান আমার!
ওই শুন, বাজিল দুন্দভি।
এস বৎস, যাই আগুসারি,
গৃহে প্রবেশিছে মোর বিজয়ী সন্তান!

মঙ্গলঘট ও শঙ্খ লইয়া পুরবাসিনীগণের প্রবেশ। অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে লইয়া ভীষ্মের প্রবেশ

গীত

সার্থক ধনুর্ধারণ হে জাহ্নবী-জীবন।
হে কৌরব-কুল-গৌরবশক্রদল-নাশন।।
তোমার তুলনা তুমি হে।।
তোমার চরণ করিয়া পরশ ধন্য
ভারতভূমি হে।।
নিজ দর্পণে তোমারই দৃশ্য
ধরেছে নয়নে বিশাল বিশ্ব;
তুমি রাজা তার— তুমিই তোমার,
তব হিয়া তব আসন।।

ভীষ্ম। মা, আপনার আশীর্বাদে কাশীরাজ গৃহে স্বয়ংবর-সভায় সমস্ত রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, রাজার এই তিনকন্যাকে জয়শ্রী-স্বরূপ বহন ক'রে এনেছি। মা, ভাই বিচিত্রবীর্য্যের বধূরূপে ইহাদিগকে গ্রহণ করুন। (বিচিত্রবীর্য্যের প্রতি) গ্রহণ কর রাজা, এরা তোমার ধর্ম্মপত্নী। আমি তোমার প্রজা— এই তিন রত্ন আমি তোমাকে উপহার প্রদান ক'রছি।

বিচিত্র। হাঁ মা, আমি গ্রহণ ক'র্‌ব? দাদা বলেছেন উপহার— আবার ব'লছেন প্রজা। দাদা এ কথা কেন ব'লছেন মা? আমি দাদাকে বই আর ত কাউকে জানি না। তুমি ব'লেছ, দাদা আমার গুরু— তবে প্রজা কেন ব'লছেন মা?

সত্য। তোমার জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মচারী— তুমি তার পরম প্রিয়— একমাত্র স্নেহের ধন— তাই তিনি তোমাকে আদর ক'রতে নিজেকে প্রজা ব'লেছেন— আর এই আশীর্ব্বাদী তিনটি ফুলকে উপহার ব'লেছেন। জ্যেষ্ঠের পাদপদ্মে প্রণাম করে তাঁর আদেশ পালন কর। বৎস! এর পূর্ব্বেই তোমাকে বল'ছিলুম, গুরুর আশীর্ব্বাদে বিনাযুদ্ধে তুমি আজ বিশ্বজয়ী হ'লে।

ভীষ্ম। সমস্ত পরাস্ত নৃপতি কর-স্বরূপ এই তিন কন্যা তোমার কাছে প্রেরণ ক'রেছেন! বিশ্বজয়ী সম্রাট! আমি

কেবলমাত্র তোমার বিজয়লক্ষ্মীর বাহক।

সুনন্দ ও অমাত্যগণের প্রবেশ

সকলে। জয়, ভীষ্মের জয়,—জয় হস্তিনাপতির জয়।

ভীষ্ম। মন্ত্রিবর। সত্বর রাজার বিবাহের আয়োজন করুন! সমস্ত রাজ্যমধ্যে সংবাদ প্রেরণ করুন। দেশে দেশে রাজাদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করুন।

সুনন্দ। যথা আজ্ঞা। অমাত্যবর্গ! আপনারা সব এখন থেকেই প্রস্তুত হন। আমি এখনি আপনাদের মধ্যে যার যে কার্য্য, নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিচ্ছি।

অম্বা। (স্বগত) এ কি প্রতারণা। এ কি এ লাঞ্ছনা!
এই ক্ষুদ্র শিশু—
যারে দেখে স্নেহ হৃদে জাগে,
তার ক্ষুদ্র কর ধরে
আমারে করিতে হ'বে প্রেম আলাপন?
ছি ছি—ঘৃণা! স্মরণে লজ্জায় মরি;
অপ্রেমিক ব্রহ্মচারী—
নয়নে প্রেমের চিহ্ন করিয়া গোপন
প্রতারণা ক'রে, আমারে হরিল স্বয়ংবরে!
এ কি স্বপ্ন ভাঙ্গিলে শঙ্কর?

সত্য। এস মা! আমার সঙ্গে এস— পুরনারীরা তোমাদিগকে বরণ ক'রে ঘরে নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রয়েছেন। এ কি মা! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

অম্বা। আয় বজ্র— কোথা বজ্র?
চূর্ণ কর মস্তক আমাব পৃথিবীর অভ্যন্তরে
কোথা আছ হে অনল বিশ্বদগ্ধকারী?
একবার শিখা তুল ধরণীর শিরে;
জ্ঞান-গর্ব্ব, অহঙ্কার, অস্তিত্ব আমার,—
সমস্ত পুড়াও চিরতরে। বিলোপ করহ দেব
দীপ্ত মুখে এ প্রচণ্ড অপমান জ্বালা।

ভীষ্ম। কেন বালা, তুমি রোদন ক'রছ?

অকৃতব্রণের প্রবেশ

অম্বা। হে ভীষ্ম! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। আমার ধর্ম্মানুগত্য বাক্য শ্রবণ ক'রে তার অনুষ্ঠান করুন। আমি পূর্ব্বে শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ ক'রেছি। তিনিও নির্জ্জনে পিতার অজ্ঞাতসারে আমাকে বরণ ক'রেছেন। আমি আর অন্য পুরুষকে প্রার্থনা করি না। আপনি বুদ্ধিবলে সম্যক অবধারণ ক'রে যা কর্ত্তব্য, তার অনুষ্ঠান করুন।

ভীষ্ম। বেশ! এ কথা শাল্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বলনি কেন? যখন রাজাদের সমরে আহ্বান ক'রে তোমাকে রথে তুলি তখনই বা তুমি নীরব রইলে কেন?

অকৃত। সে কি বিজ্ঞপ্রধান গাঙ্গেয়! বালিকাকে এ প্রশ্ন ক'রতে তোমার অধিকার নেই। বালিকা যা প্রর্থনা করছে, শুধু তুমি সেই সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও।

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণ— আমি বিপন্ন। আপনি, মাতা ও মন্ত্রী,—আপনারা বিচার ক'রে আমার হ'য়ে উত্তর দিন।

অম্বা। শাল্বরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা ক'র্‌ছেন। অতএব আমাকে তাঁর সন্নিধানে গমন ক'রতে অনুমতি করুন। এইমাত্র শুনলুম্— আপনি ব্রহ্মচারী। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।

অকৃত। হে গাঙ্গেয়! আপনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী। অতএব আর কাল বিলম্ব না ক'রে এ বালিকাকে পরিত্যাগ করুন।

সুনন্দ। বালিকাকে পরিত্যাগ করুন।

সত্য। ভীষ্ম। তুমি এই সাধুদের বাক্য রক্ষা কর। বালিকাকে পরিত্যাগ ক'রে সকলের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

ভীষ্ম। প্রভু! আপনিই তবে এই বালিকার রক্ষী হ'য়ে শাল্বরাজের হস্তে একে প্রত্যর্পণ করুন।

সত্য। এস মা! পৌরবকুলবধূ— আমি তোমাদের দ'জনকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ

শাল্ব ও বৃক

বৃক। ওর জন্য চিন্তা ক'রো না। রাজধানীতে চল, আমি নিজে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে তোমার জন্য দু'শো রাজকুমারী রাজধানীতে এনে উপস্থিত কর্‌ছি।

শাল্ব। না, চিন্তা কিসের? চিন্তা কর্‌ব কেন? যুদ্ধ ক'রতে আমার তেমন অভিরুচিই হ'ল না।

বৃক। কেন হবে! এ কি সমানে সমানে যুদ্ধ যে, একেবারে বহ্বাস্ফোটন ক'রে লড়াই লাগিয়ে দিলুম? তাব পর কচাৎ ক'রে মাথাটি না কেটে, হাতটিতে বেশ ক'রে না রক্ত মাখিযে. সেই হাতে প্রাণেশ্বরীর কেশাকর্ষণ না ক'রে একেবারে ঘরে এনে মন্ত্রপড়া শুরু করে দিলুম? এ একটা রাজার অন্নদাস—ক্লীব কোথা থেকে একটা বুজরুকি শিখে সেছে! হুট ক'রে কোথা থেকে চোরের মত এল, আর ছুঁড়িটাকে চোখের সুমুখ থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। খাপের অস্ত্র খাপে রইল, আর মনের দুঃখ মনে রইল—বাকি রইল যে প্রাণ, সেইটিই কেবল ফাঁকতালে বেঁচে গেল।

শাল্ব। যখন শুনলুম— ভীষ্ম রাজা নয়—সত্যি ব'লছি ভাই, তখন আমার হাত আর কিছুতেই উঠল না!

বৃক। এতক্ষণ ভীষ্ম নিশ্চয়ই হস্তিনায় পৌঁছেছে— আর, আমাদের পথে যেতে, তার মুখ দেখতে হবে না। দুর্গা—দুর্গা —যার নাম শুনলে যাত্রাভঙ্গ, তার সঙ্গে লড়াই? চলে এস—চ'লে এস। ও সখা! দেখ দেখি কি যেন, কি যেন, কে যেন, —এই দিকে আস্‌ছে না?

শাল্ব। তাই ত হে! এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক সুন্দরী রমণী আস্‌ছে।

বৃক। মহারাজ! ভারী শুভ সুযোগ— ত্যাগ ক'রো না। হরণ কর।

শাল্ব। হরণ ক'রব কিরে মূর্খ! ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণী হয়?

বৃক। আঃ! ভ্যালা আপদ! ওদিকে ভীষ্ম; এদিকে ব্রাহ্মণ—তা' হ'লে তোমার আর বিয়ে হ'ল না মহাবাজ! এ হরণেরই দিন এসেছে— ও বামুনও বোধ হয় ছুঁড়িটাকে কোথা থেকে হরণ ক'রে আন্‌ছে।

শাল্ব। তাইত! একি? একি।— অম্বা?

বৃক। (স্বাগত) এই অম্বা! ও বাবা— হঠাৎ এখানে অম্বা আসে কেন?

শাল্ব। ও সখা—সখা! এটা কি রকম হ'ল?

বৃক। মহারাজ! আর কেন! পিছনে ফিরে একটু ঘন ঘন পা চালিয়ে— অর্থাৎ সাধু ভাষায় যাকে চোঁচাদৌড়

বলে, তাই ক'রে এই বনের দিকে—বুঝেছ— আর লোকালয় বড় আমাদের সুবিধে হচ্চে না—বুঝেছ? যখন অম্বা আসছেন— তখন পশ্চাতে সিং নাড়াতে নাড়াতে হাম্বাও আস্‌ছেন—বুঝেছ?

(নেপথ্যে) অকৃত। শাল্বরাজ! যেয়ো না— মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা কর।

বৃক। মহারাজ! আমাব প্রাতঃকালিক পীড়া হয়েছে! বুঝেছ— (প্রস্থান

অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ

অকৃত। কেমন মা? ইনিই ত শাল্বরাজ?

অম্বা। ইনিই শাল্বরাজ।

অকৃত। তা হলে আমি এই স্থান থেকেই বিদায় গ্রহণ ক'রতে পারি?

অম্বা। আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করবেন না?

অকৃত। মা, আমি বিজয়ী পক্ষের লোক। আমাকে দেখলে তোমার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে রাজার সঙ্কোচ হবে। এ অবস্থায় থাকা ত নীতিসঙ্গত নয়।

অম্বা। তবে আসুন— আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

অকৃত। তোমার মঙ্গল হক। (প্রস্থান

অম্বা। মহারাজ! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন ক'রেছি।

শাল্ব। আমার উদ্দেশে কেন অম্বা? ভীষ্ম ত তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল?

অম্বা। নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনের কথা শুনে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন।

শাল্ব। তা' ভালই ক'রছেন। তা' তুমি এখন কি কবতে চাও? গৃহে ফি'রে যেতে চাও? বল, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্চি।

অম্বা। পথ দেখিয়ে দেবেন কি মহারাজ? আমি আপনাকে বরণ করতে এসেছি।

শাল্ব। তা' কেমন করে হবে? বার বার কি রমণীর বরণ হয় অম্বা? আমি তোমাকে কেমন করে গ্রহণ করব? তুমি অন্যপূর্ব্বা— এক রাজা ইতিপূর্বে তোমার পাণিগ্রহণ করেছেন। তুমি তারই কাছে পুনরায় গমন কর।

অম্বা। তিনি আমার পাণিগ্রহণ করেননি। মহারাজ! ভীষ্ম ব্রহ্মচারী। পাছে তিনি কর গ্রহণ করেন, এই ভয়ে আমি তাঁর রথারোহণ ক'রেছিলাম।

শাল্ব। বেশ ক'রেছ— এখন ঘরে যাও। শাল্বরাজ কি ভিক্ষুক, যে একজন অতি হীন পরান্নভোজীর আঘ্রাত ফুল কুড়িয়ে নাকের কাছে ধ'রবে?

অম্বা। দোহাই মহারাজ, এই ঘৃণিত বাক্য প্রয়োগে আমাকে অপমানিত কর্‌বেন না।

শাল্ব। তুমি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে অপমানিত করছ, রাজকুমারি! পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার রাজধানী গমনে বাধা দিচ্ছ। নিষেধবাক্য কাণে তুল্‌ছ না। তুমি যে সমস্ত কথা ব'লছ, আমার তা প্রতারণা ব'লে বোধ হচ্ছে।

অম্বা। আমি মস্তক স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি, আপনা ব্যতিরেকে অন্য বরকে আমি ধ্যান করি নাই। আমি আত্মাকে স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রছি, আমি অন্যপূর্ব্বা নই! শাল্বরাজ! আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা ক'র্‌ছি, আমাকে গ্রহণ

করুন।

শাল্ব। যাও, যাও—অনঙ্গ-শর-পীড়িতা নির্লজ্জা দ্বিচারিণী। তুমি আমার আশা পরিত্যাগ ক'রে অন্য পুরুষকে ভজনা কর।

অম্বা। এই বটে, এই মোর যোগ্য অভিধান!
সত্যই পাষণ্ড যদি দেখে দ্বিচারিণী,
তবে আর ভাষা কেন কুল-ললনার?

শাল্বের পথরোধকরণ

শাল্ব। কি নারী! রোধিলে কেন পথ?
এখনো কি মিষ্টবাক্য শুনিবার
আছে প্রয়োজন?

অম্বা। শুনিব না, শুনাইব তোরে।
শাল্বরাজ আর তুই নহিস্ দুর্ম্মতি!
ঘৃণিত তস্কর!
অশক্ত দুর্ব্বল বুঝে কাশী-নরেশ্বরে
অতিথির আবরণে অঙ্গ ঢেকেছিলি।
এই কর-চুরি অভিলাষে
পশেছিলি তাঁহার আবাসে।
অতিথি দেবতা-জ্ঞানে
শুনেছিনু মিনতি-বচন।
অতিথিরে ভিক্ষা দিতে
করেছিনু কর প্রসারণ,—
মুখে তোর করি নাই চরণ-প্রহার।
এখনো নয়নে তোর কামলিপ্সা তীব্রতেজে জাগে।
কত অনুরাগে তুই—রে ঘৃণিত পুরুষত্বহীন!
এই কুল-ললনার প্রেম যেচেছিলি।
ভীষ্ম ভয়ে আজি ভীরু ত্যজিলি আমারে!
ধিক্ তোর বলবীর্য্যে, ধিক্ তোর নামে,
তোর রাজ্যে, তোর প্রেমে, তোর বংশে, তোর নামে,
দেখ্ পশু, এই আমি করি পদাঘাত!

শাল্ব। তবে রে পাপিষ্ঠা কামাতুরা
কুলটা লালসামূর্ত্তি নারী—

অকৃতব্রণের প্রবেশ

অকৃত। সাবধান মতিহীন রাজা।
মদমত্ত নরাধম!
ললনার অঙ্গে কর-পরশের আগে
ভীষ্মের প্রচণ্ড তেজ করহ স্মরণ।

শাল্বের পলায়ন

অম্বা। মৃত্যু— মৃত্যু— কেন দ্বিজ বাঁচাতে আসিলে?
সমস্ত দেখেছ তুমি,
সমস্ত আলাপ-কথা শুনিয়াছ তুমি।
দেখে শুনে কেন দ্বিজ,
অভাগীরে বাঁচাতে আসিলে?
ভিক্ষা দাও— হে তপস্বী করুণ-হৃদয়।
জীবন প্রচণ্ড বহ্নি—
দগ্ধ করে এ দেহের প্রতি পরমাণু।
মৃত্যু দাও— মৃত্যু দাও—
হে ব্রাহ্মণ! মৃত্যু দাও মোরে।

অকৃত। না জননী, মৃত্যু কেন দিব?
জীবন জীবের বন্ধু—যোগ্য ব্যবহারে
ছিন্ন করে কর্ম্মের বন্ধন।
যেয়ো না, যেয়ো না ক্ষিপ্তা,
মরণে ক'র না আবাহন।
মৃত্যু তোরে শান্তি নাহি দিবে।

অম্বা। পায়ে ধরি, পথ রোধ ক'র না ব্রাহ্মণ।

অকৃত। বৃথা অনুনয়, কিছুতে দিব না যেতে বালা!

বৃদ্ধ তাপসের প্রবেশ

বৃ তা। একি দ্বিজধাম! তুমি এই এই বালাকে পথের মাঝে একাকিনী দেখে অত্যাচার ক'রছ? দূরমপসর—দূরমপসর।

অম্বা। না—না— মহাত্মা—মহাত্মা— তিরস্কার ক'র্‌বেন না। ইনি এক দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার থেকে আমাকে রক্ষা ক'রেছেন।

বৃ তা। তবে ত বড়ই অপরাধ ক'রেছি। ব্রাহ্মণ, আমাকে ক্ষমা করুন।

অকৃত। আমি অনুগত শিষ্য। ঋষিবর! আমি আপনার বাক্য স্নেহবচন ব'লই গ্রহণ ক'রেছি।—এখন এই অত্যাচারিতাকে দযা ক'রে আশ্রয় দিতে পারেন?

বৃ তা। কে তোমার উপর অত্যাচার ক'রেছে মা?

অম্বা। যদি প্রতীকারে প্রতিশ্রুত হন, কন্যাকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হন, তবে বলি।

বৃ তা। তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে শত্রু প্রবল।

অম্বা। অত্যন্ত প্রবল। নইলে ঋষির আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে উদ্যতা হ'য়েছি কেন? আপনারা ভিন্ন আর কেউ তাকে দমন ক'রতে পা'রবে না— আমার এ মর্ম্মভেদী অপমানের শোধ দিতে পা'রবে না।

বৃ তা। আমরা দুর্ব্বল ফলমূলাশী সন্ন্যাসী— আমবা কি প্রতীকার ক'র্‌ব জননী?

অম্বা। ও কথা ব'লবেন না; আপনাদের তপস্যার বলেই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যে যার কক্ষে অবস্থিত হ'য়ে আলোক প্রদান ক'রছে। নইলে তারা এত দিন কক্ষচ্যুত হ'য়ে যেত। আপনাবা সমস্ত সন্ন্যাসী মিলেও একটা অত্যাচাবী বাজাকে দমন ক'রতে পারবেন না।

বৃ তা। সহসা আমি উত্তর দিতে পারলুম না। আমি ও আমার সঙ্গী তাপসগণ সকলে মিলে আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। স্থির হও।

অম্বা। এই অশ্বাস-বাক্যই আমার প্রধান ও প্রথম আশ্রয়।

বৃ তা। নিকটেই আমার আশ্রম, তুমি সেইখানে গমন কর। আমি তাপসদের সংবাদ প্রদান করি।

(বৃদ্ধ তাপসের প্রস্থান

অম্বা। করুণাময়! এইবারে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন এবং সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারীকে গিয়ে বলুন— এইবারে আমি সুরক্ষিতা হ'য়েছি।

অকৃত। রাজকুমারী! তোমার কথা শুনে মনে আমার একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল! এ ত শাম্বরাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের তোমার অভিপ্রায় ন।

অম্বা। যে কাপুরুষ অবলার উপর হস্তক্ষেপ ক'রতে অগ্রসর হয়, সে ত আপনার আচরণে আপনিই বিধ্বস্ত। আমিই তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি। তার জন্য তপস্বীর আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? ভীষ্মই আমার এই বিপদের নিদান। যুদ্ধ দ্বারাই হ'ক, কি তপঃ প্রভাবেই হ'ক, ভীষ্মকে এর প্রতিফল প্রদান করব।

অকৃত। তোমার যুদ্ধ সে তো রহস্যের কথা। এই ক্ষুদ্র জীবনে তুমি এমন কি তপস্যা ক'র্‌বে যে, ভীষ্মের তপঃ প্রভাবের তুল্য হবে?

অম্বা। পৃথিবীতে যে কোন রাজা

তাকে শিক্ষা দিতে পার্‌বে, আমি তারই শরণাগত হব।

অকৃত। পৃথিবীর সমস্ত রাজা একত্র হ'লেও ভীষ্মের কোনও ক্ষতি ক'রতে পারবে না। ভীষ্মের রথে যখন তুমি আরোহন ক'রেছ, তখন নিজেও তা' কতক বুঝতে পেরেছ।

অম্বা । ভীষ্মানুচর ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি এখনি আমাকে পরিত্যাগ কর।

অকৃতষ না, পরিত্যাণ ক'র্‌ব না। অভাগিনী! তোমার অবস্থা দেখে আমি ব্যাকুল হ'য়েছি। ভীষ্ম আমাকে তোমার রক্ষীরূপে তোমার সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। তোমার এ দারুণ দুরবস্থা দেখে তোমাকে ত পরিত্যাগ ক'রতে পা'র্‌ব না।

অম্বা। আপনি আমার সঙ্গে থেকে কি ক'রবেন?

অকৃত। আমি তোমাকে আশ্রয় দেব।

অম্বা। (হাস্য) যাও ব্রাহ্মণ, তুমি ক্ষিপ্ত হ'য়েছে!

অকৃত। যদি তোমাকে কেউ আশ্রয় দানে সাহায্য ক'রতে পারে, সে আমি। আর যেখানে যাও কাশীরাজ-নন্দিনী, মনোভঙ্গে দলিতা কালনাগিনীর মত তুমি কেবল আপনার বিষে আপনিই দগ্ধ হবে।

অম্বা। বলেন কি। দোহাই প্রভু, অনুমতি করুন। আমি এ কথা বিশ্বাস করি! নইলে পা'র্‌ছি না। ভীষ্মানুচর ব্রাহ্মণ! আপনিই ত কোন মতে ভীষ্মের সমকক্ষ ন'ন।

অকৃত। শুধু আমি কেন রাজকুমারী। এ বিশ্বের মধ্যে এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ভীষ্মের সমকক্ষ যোদ্ধা নাই।

অম্বা। কে তিনি?

অকৃত। তিনি আমাব গুরু, একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়কারী জামদগ্ন্য রাম।

অম্বা। দোহাই প্রভু! রাম কোথা ব'লে দিন্‌। আমি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি।

অকৃত। সেই অভিপ্রায়েই ত তোমাকে ব'ললুম রাজকুমারী! চল, তাপসের আশ্রমে তোমাকে রেখে আসি! তুমি তাঁদের কাছে আর কিছু প্রার্থনা ক'র না, শুধু ভার্গবের কাছে নিয়ে যাবার জন্য আবেদন কর। যাতে সহজে তুমি তাঁর আশ্রয় পাও, তারও উপায় আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি। তিনি ব্রহ্মবাদী ঋষি— তিনি যদি তোমাবে আশ্রয় দেন, তবেই তোমার মঙ্গল। নইলে ত্রিভুবনে তোমার আর স্থান নাই। এস, আমার সঙ্গে এস।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরশুরামের আশ্রম

পরশুরাম ও তাপসকুমারগণ

গীত

হেথা ঘন বিজন বনে প্রথম জাগিল রবি।
জাগিয়া উঠিল প্রথম বহ্নি সঙ্গে জাগিল জাহ্নবী।
ওই পারে ছিল বসিয়া তারা, এ পারে নীরব ধরা,
নিশ্চল ছিল নীল-চেলাঞ্চল বদ্ধ নয়ন-ধরা,
সহসা প্রণবে পূরে অরণ্য চকিতে পূরিল বিশাল শূন্য,
হ'লো রে জগত-জীবন ধন্য, অনলে ঝরিল হবি।

ভাসে সোমরসে সামগান, প্রকৃতি আঁকিল ছবি।।

১ম তা কু। দয়াময়! দেখুন দেখুন— একটি স্ত্রীলোক পাগলের মতন আপনার আশ্রমের দিকে ছুটে আসছে।

রাম। তাইত হে, এ যে দেখ্‌ছি বিপন্না! হয়ত কোন দুর্ব্বৃত্ত এই রমণীকে আক্রমণ ক'রতে এসেছে।

নেপথ্যে। রক্ষা কর—রক্ষা কর— রাম! রক্ষা কর— নরদেহধারী নারায়ণ!

রাম। ভয় নাই, ভয় নাই।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। রক্ষা কর হে ভার্গব!
অত্যাচারে প্রপীড়িতা আমি।
নহে, অগ্নি না হ'তে নির্ব্বাণ
আহুতি দাও এ অভাগীরে!

রাম। কে তুমি?

অম্বা। ভুবনে বান্ধবহীনা আমি,
অত্যাচারে নিষ্পেষিতা আমি!
দুরাত্মার বিষবাণে জর্জ্জরিতা আমি।

রাম। কে তোমার উপর অত্যাচার ক'রেছে?

অম্বা। আগে বলুন প্রভু, আশ্রয় দিলুম?

১ম তা। সে আর বলতে হয় না। ভার্গবের পাদপদ্মে যে দণ্ডে এসে প'ড়েছ, সেই দণ্ডেই আশ্রয় পেয়েছে।

রাম। কে তুমি? কার কন্যা? ব্যাকুল না হয়ে আমার কাছে তোমার মনোবেদনা প্রকাশ কর।

অম্বা। আমি কাশীরাজ-কন্যা অম্বা। আমার পিতা আমাকে ও আমার দুই-ভগিনীকে বীর্য্যশুল্কা স্বয়ংবরা করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি শাল্বরাজকে মনে মনে বরণ করি। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আমাদের তিন ভগিনীকেই সভামধ্য হ'তে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। আমি ভীষ্মকে আমার মনের কথা প্রকাশ ক'রে বলি, তাই শুনে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন। আমি শাল্বের কাছে গমন ক'রলে অন্যপূর্ব্বা ব'লে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন। এই উভয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হ'য়ে আমি বান্ধবহীনা হ'য়ে ক্ষিতিতলে বিচরণ ক'রছি।

রাম। বড়ই দুঃখের কথা রাজকুমারী! তবে আমাকে কি ক'র্‌তে হবে বল। যদি শাল্বরাজের কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা হলে বল। আমি শাল্বরাজকে আদেশ করি। সে তোমাকে গ্রহণ করুক। যদি ভীষ্মের কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা হ'লেও বল, আমি ভীষ্মকে আদেশ করি।

অম্বা। ভীরু শাল্ব আপনার আদেশে আমাকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভীষ্ম যদি আপনার আদেশ মান্য না করে?

রাম। তুমি কি মনে ক'রছ, ভীষ্ম আমার কথা রা'খবে না?

অম্বা। মনে করা কি ভগবন্, সে নিশ্চিত রাখবে না। ভীষ্ম লুব্ধ দাম্ভিক সমর বিজয়ী।

রাম। হুঁ, তোমার অভিপ্রায় আমি যুদ্ধ করি?

অম্বা। ভগবন্! এই ভীষ্মই আমার দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ! তিনি তাঁর এক অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতার জন্য আমাকে হরণ ক'রেছিলেন। ভীষ্ম প্রতারক, তাঁকে সংহার করুন।

রাম। কিন্তু মা! বেদবিদ্‌গণের আদেশ-ব্যতিরেকে আমি যে অস্ত্র ধরি না। আমি পূর্ব্বে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া

করে এই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম।

অম্বা। সেই সঙ্গে এই প্রতিজ্ঞাও ত ক'রেছিলেন প্রভু যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মদ্বেষী হয়, আপনি তাকে বিনাশ ক'রবেন। যদি কেহ ভীত হ'য়ে শরণাপন্ন হয়, আপনি জীবন থাকতে তাকে পরিত্যাগ ক'রবেন না। আর যে ব্যক্তি সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় ক'রবে আপনি তাকেও বিনাশ ক'র্‌বেন।

রাম। এ গুহ্য কথা তোমাকে কে ব'ললে?

অম্বা। আপনার প্রিয়শিষ্য অকৃতব্রণ হোত্রবাহন। তিনি আশ্রয় দিয়েছেন ব'লেই আজ আপনাকে পেয়েছি। আমি আপনার শরণার্থিনী— ভীষ্ম সমাগত ক্ষত্রিয়বিজয়ী— এবং তিনি ব্রহ্মদ্বেষী কি না, সে পরিচয়ও আপনি অচিরে প্রাপ্ত হবেন।

রাম। নিশ্চিত হও রাজনন্দিনী! অকৃতব্রণ যখন তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আমারও আশ্রয় পেয়েছ— জেনে রাখ। এখন কেবল একবার বেদবিদ্‌গণের অনুমতির অপেক্ষা।

তাপসগণের প্রবেশ

তা। ভগবন্‌ ভার্গব! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। এই যুবতী ইতিপূর্ব্বে আমাদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন। এঁর অভিযোগ আদ্যোপান্ত শুনে, বিচার বিতর্ক ক'রে, আমরা স্থির ক'রেছি যে, ভীষ্মই রমণীর একমাত্র দুঃখের কারণ। তিনি ব্রহ্মচারী হ'য়ে স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ ক'রেছেন, এবং যুবতীকে গ্রহণ ক'রে অপরের হস্তে প্রদান ক'রেছেন। এতে তাঁর কপটতা হ'য়েছে। আপনি এই রমণীকে গ্রহণ ক'রতে ভীষ্মের প্রতি আদেশ করুন।

রাম। আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য!

(প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

ভীষ্ম ও অকৃতব্রণ

অকৃত। গাঙ্গেয়! আমি তোমার বধের ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

ভীষ্ম। কি ক'রে প্রভু?

অকৃত। অভাগিনী কাশীরাজ-নন্দিনীর আর কেউ নাই দেখে, আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।

ভীষ্ম। আপনি আশ্রয় দিয়েছেন?

অকৃত। সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মচারী! তুমি আমাকে বালিকার সঙ্গে তার রক্ষীরূপে প্রেরণ ক'রেছিলে কেন? শাল্বরাজের কাছে তাকে নিয়ে গেলাম। পাপিষ্ঠ তাকে কটুবাক্যে লাঞ্ছিত ক'রে দূর ক'রে দিলে। এমন কি, তার কোমল শরীরে আঘাত পর্য্যন্ত ক'রতে উদ্যত হ'ল! কি করি, তোমার নাম নিয়ে আমি তাকে পাষণ্ডের অত্যাচার থেকে রক্ষা ক'রেছি।

ভীষ্ম। মহাত্মন্‌! সে ত আপনার মহত্ত্বের অনুযায়ী কার্য্যই হ'য়েছে।

অকৃত। কিন্তু উদ্ধার ক'রে দেখি, তার কেউ নেই। সে শাল্বকে হারালে, তোমাকে হারালে, পিতাকে হারালে। এক মুহূর্ত্তে গর্ব্বিনী রাজনন্দিনী নীচ ভিখারিনী অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল। যুবতী দেখ্‌তে দেখ্‌তে উন্মাদিনী। কমলদল-কোমল পাণিতল

দিয়ে আমার পাদস্পর্শ ক'রে অভাগিনী অবিরল বাষ্পজল বর্ষণ ক'রতে লাগল্, আর মৃত্যু কামনা ক'রতে লাগল্। তার সে মর্ম্মভেদী অবস্থা দেখে, আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। গাঙ্গেয়! আমি ভবিষ্যৎ আর লক্ষ্য না ক'রে, তোমার প্রীতি বিস্মৃত হ'য়ে, বালিকাকে আশ্রয় প্রদান ক'রলুম্।

ভীষ্ম। পিতৃসখা! আপনি আমার প্রতি স্নেহ কখনই বিস্মৃত হ'তে পারেন না। আমি পিতার কাছে শুনেছি, আপনার ভক্তি ও বিশ্বাসই একদিন পৌরব বংশকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা ক'রেছে। আপনারই ভক্তির টানে ত্রিপথগামী জননী জাহ্নবী পৌরবের কুলবধূরূপে অবতীর্ণা হ'য়েছিলেন। স্নেহবশেই আপনি গুরু রামের সমীপে গমন না ক'রে আমাদের গৃহে মঙ্গলময় পুরোহিত রূপে অবস্থান ক'রছেন। আপনি আমার প্রতি স্নেহবশেই বালিকাকে আশ্রয় দিবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ, বালিকা আপনার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়নি।

অকৃত। সে কি ভীষ্ম, আমি যে নিজে উপযাচক হ'য়ে তাকে আশ্রায় দিয়েছি। বালিকা ববং আমাকে তোমার অনুগত ও দুর্ব্বল বুঝে আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে চান নি।

ভীষ্ম। আপনি একটু সেই অবস্থা স্মরণ ক'রে দেখুন।

অকৃত। তাইত' এ তুমি কি ব'ল্‌চ?

ভীষ্ম। অম্বা যদি আপনার আশ্রয় পে'ত, তা হলে যুগপ্রলয় উপস্থিত হ'ত। আমি আপনার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রতে পারতুম না। সেই অন্যাভিলাষিণী রমণীকে গ্রহণ ক'রে বিচিত্রবীর্য্যকে প্রদান ক'রতুম! আপনি বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখুন।

অকৃত। না, অভাগিনী আমার আশ্রয় ত গ্রহণ করেনি!

ভীষ্ম। সে আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে পারে না।

অকৃত। কেন গাঙ্গেয়?

ভীষ্ম। কেন? তবে শুনুন ব্রাহ্মণ। আমার গুহ্য কথা শ্রবণ করুন। আমি নর-নারায়ণের আগমন-প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন ক'রে ব'সে আছি। আমি সেই উভয় মূর্ত্তিকে এক রথে দে'খব—এবং আমার একমাত্র পূজোপকবণ শস্ত্র-পুষ্প তাঁদের চরণে অঞ্জলি দিব! সত্যের পথ রুদ্ধ হ'লে আর ত তাঁরা এখানে আ'সতে পারতেন না। আমি দিবারাত্র বিনিদ্র হ'য়ে সেই পথের দ্বাব রক্ষা ক'রছি।

অকৃত। কিন্তু আমি যে তাঁকে গুরু রামের আশ্রয় গ্রহণ ক'রবার উপায় ক'রে দিয়েছি। সে কি আশ্রয় পা'বে না?

ভীষ্ম। আশ্রয় পেলেও আমার আর ভয়ের কোনও কারণ নাই। আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রবার পর, আপনার আদেশে সে যদি জামদগ্ন্যের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে যেত, তা হ'লে আমার ভয়ের কাবণ ছিল। আপনি নিশ্চত হন ব্রাহ্মণ, আমি নিবাপদ।

সুনন্দের প্রবেশ

সু। মহারাজ। ঋষি জামদগ্ন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছেন।

ভীষ্ম। কত দূরে মন্ত্রী? (পরশুরামের

আগমন) আসুন ভগবন্— দাসের গৃহ পবিত্র করুন। আমার পরম সৌভাগ্য, রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ভাগ্য, রাজ্যের ভাগ্য— রাজগৃহে আপনার পদধূলি পতিত হ'ল।

অকৃত। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ঘনাবরণে সৌম্য বদনকান্তি আচ্ছাদন ক'রে গুরু ভীষ্মের কাছে আগমন ক'রেছেন— দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবরণে মুখকমল আবৃত ক'রে শান্তনুনন্দনও গুরুকে অভ্যর্থনা ক'রেছেন! তাই ত, করুণায় আর্দ্র হ'য়ে আমি পৃথিবীতে কি ভীষণ ঘটনার সূচনা ক'র্লুম!

সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ
সকলের রামকে প্রণাম করণ ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান

সত্য। দয়াময়। এই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মচারী ভীষ্ম— আর এই আমার কনিষ্ঠ পুত্র হস্তিনাপতি বিচিত্রবীর্য্য! আমার এই পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করুন।

রাম। এই তোমার পুত্র বিচিত্রবীর্য্য? এঁরই জন্য কি, রাজমাতা, ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর সভা থেকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রে এনেছেন?

সত্য। আমি রমণী— আমি ত এর যথার্থ উত্তর দিতে পা'রব না প্রভু! আমার পুত্র সম্মুখে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাম। তা' হলে মা তুমি তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে অন্তঃপুরে গমন কর। আমাদের কথোপকথন শোন্‌বার তুমি অধিকারিনী নও।

সত্য। প্রভু! দাসেদের উপর ক্রোধ ক'রবেন না। আমরা আপনার আশ্রিত।

রাম। কেউ কারও আশ্রিত নয় মা! আশ্রয় এক— তার নাম সত্য। রাজা যেমন প্রজার আশ্রয়—প্রজাও তেমনি রাজার আশ্রয়। আবার রাজা প্রজা রাজ্য—সমস্তই সেই এক সত্যকে অবলম্বন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যের অপলাপ হ'লেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

সত্য। প্রভু! আমার পুত্রের কোনও অপরাধ নেই! তিনি সত্যাশ্রয়ী। সত্যাশ্রয়ী বলেই তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন ক'রেছেন, রাজ্যত্যাগে সন্ন্যাসী হ'য়েছেন!

রাম। সেই জন্যই কি তিনি কাশীরাজের কন্যাব উপর অধিকার স্থাপন ক'রতে গিয়েছিলেন? আমিও ত আ-কুমার ব্রহ্মচারী রাণী! কিন্তু নারী সম্বন্ধে বিসংবাদ ঘট্‌তে পারে এমন ব্যাপারে আমি কখন' লিপ্ত হইনি!

সু। মা! ঋষির আদেশ পালন করুন। আর এখানে মুহূর্ত্তের জন্য থা'ক্‌বেন না।

সত্য। আমি থা'ক্‌ব না, বল কি সুনন্দ! আমার জীবন-মরণ নিয়ে এই প্রশ্ন—আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে থা'ক্‌ব? ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মর্ষিব প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভীষ্ম। ব্রহ্মর্ষি! আপনাতে আমাতে প্রভেদ আছে! আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়! যেখানে বীরত্বের অভিমান নিয়ে কথা হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ থাকতে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় পারে না। কাশীরাজ কন্যাগুলিকে বীর্য্যশুল্কা ক'রেছিলেন ব'লে, আমি ব্রহ্মচারী হয়েও ভূপালগণকে পরাজিত ক'রে তাদের গ্রহণ ক'রেছি; গ্রহণ করে আমার রাজাকে উপঢৌকন

দিয়েছি।

রাম। অম্বা তোমার প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন না। তুমি কি বিবেচনায় তাঁকে হরণ ক'রে আবার বিসর্জ্জন ক'রেছ? তিনি তোমা হ'তেই ধর্ম্মচ্যুত হ'য়েছেন।

ভীষ্ম। ধর্ম্মচ্যুতি হ'য়েছে বটে, কিন্তু তাতে কাশীরাজকন্যা যত অপরাধী, আমি তত নই।

রাম। তুমি বলপূর্ব্বক তাঁকে গ্রহণ ক'রেছিলে, সুতরাং এখন অন্য কে আর তাঁর পাণিগ্রহণ ক'রবে? তুমি হরণ ক'রেছিলে বলে, শাল্বরাজ তাঁকে প্রত্যাখান ক'রেছেন। অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে অম্বাকে গ্রহণ কর। তা'হ'লেই রাজকন্যা আপনার ধর্ম্মলাভে সমর্থ হবেন।

ভীষ্ম। ক্ষমা করুন, ঋষি, বিচিত্রবীর্য্যকে আমি এ কন্যা দিতে পারব না।

রাম। ভীষ্ম, আমার বাক্য প্রণিধান কর।

ভীষ্ম। প্রণিধান ক'রেই আমি বলছি। পূর্ব্বে ইনি আমাকে ব'লেছেন আমি শাল্বরাজের প্রতি অনুরাগিনী হ'য়েছি, তার পর আমার অনুমতি নিয়ে ইনি শাল্বের কাছে গিয়েছিলেন। শাল্ব প্রত্যাখান ক'র্‌লে কি রা'খলে, তা জা'নবার আর আমার প্রয়োজন নেই! আমার এইরূপ একটি ব্রত আছে যে, আমি ভয়, অনুকম্পা, অর্থলোভ বা অন্য কোন অভিলাষের বশীভূত হ'য়ে কখনই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'র্‌ব না।

সু। আপনার ঐ ব্রতের জন্যই ভীষ্ম নামের গৌরব। ও নাম মানুষে দেয় নি, দেবতারা দুন্দুভি-ধ্বনির সঙ্গে আকাশ হ'তে ওই নাম আপনাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন। যে দিন ব্রতের সামান্য মাত্রও অঙ্গহানি হবে, সেই দিন বায়ুর ফুৎকারে ওই নাম চূর্ণ হ'য়ে আবার আকাশে মিশিয়ে যাবে। গাঙ্গেয়! আর ধরণী ও নামের গন্ধ পর্য্যন্ত খুঁজে পাবে না।

রাম। দেখ ভীষ্ম, তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তা' হ'লে আমি আজই অমাত্যগণের সঙ্গে তোমাকে সংহার ক'র্‌ব।

ভীষ্ম। ক্রোধ ক'রবেন না প্রভু!

রাম। ক্রোধ কি, আমিও সম্যক্ প্রণিধান ক'রে তবে তোমার কাছে এসেছি।

ভীষ্ম। আমাকে ক্ষমা করুন।

রাম। ও সব বালকোচিত বাক্য শোন্‌বার জন্য আমি আসিনি।

ভীষ্ম। আমি যা পা'রব না, তার জন্য আমাকে অনুরোধ করবেন না। আমি আপনার শ্রীচরণ গ্রহণ ক'রে ব'লছি, আমি ধর্ম্মতঃ কোনও অপরাধ করিনি।

রাম। তুমি নিজেকে অপরাধী মনে না ক'রতে পার। কিন্তু যাঁরা ধর্ম্মোপদেষ্টা, তাঁরা তোমাকে অপরাধী স্থির ক'রেছেন। আমি তাঁদের অনুজ্ঞায় তোমাকে ব'লতে এসেছি, তুমি বালিকাকে গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য কর। নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

ভীষ্ম। ভগবন্! আপনি যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন, তার কারণ কি? আমি বালক ও আপনার শিষ্য, আপনি আমাকে চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে উপদেশ

দিয়েছেন:

রাম। তুমি আমাকে গুরু ব'লছ, তবে কি নিমিত্ত আমার প্রিয়ানুষ্ঠান ক'রতে কাশীরাজকন্যাকে গ্রহণ ক'রছ না। আমার বাক্য রক্ষা না ক'রলে আমি কখনই ক্ষান্ত হব না। তুমি একে গহণ ক'রে আপনার কুল রক্ষা কর। এই রাজকন্যা তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হ'য়ে নিতান্ত নিরাশ্রয় হ'য়েছেন।

ভীষ্ম। তবে শুনন ব্রহ্মর্ষি। আপনি আমার পুরাতন গুরু ব'লেই আপনাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছি।

রাম। তা' হ'লেতুমি বালিকাকে গ্রহণ ক'র্‌বে না?

ভীষ্ম। কিছুতেই না। আমি ইন্দ্রের ভয়েও স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌ব না। ভুজঙ্গীর ন্যায় পরপ্রণয়িনী রমণীকে স্বগৃহে প্রবেশ করতে দেব না। এখন আপনি প্রসন্ন হউন, অথবা আপনার যা অভিলাষ হয় তাই করুন।

রাম। অন্য ইচ্ছা আর কি আছে ভীষ্ম। আমি সঙ্কল্প ক'রে এসেছি, যদি আমার কথা না রক্ষা কর, তাহ'লে যুদ্ধ ক'রে তোমাকে কথা রক্ষা ক'রতে বাধ্য করাবো।

ভীষ্ম। মা, এই যুদ্ধকামী ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমায় যুদ্ধের অনুমতি করুন।

সত্য। গুরু যখন অতিথি হ'য়ে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না, তখন তুমি নিঃসঙ্কোচে তাঁকে যুদ্ধ দাও।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। রক্ষা কর, কর কি, কর কি পুত্র,
গুরুসঙ্গে রণ-পণ করে না ধীমান্।

ঋষি-পূজ্য ব্রহ্মবাদী রাম সনাতন
নরদেহে দেব নারায়ণ—
ধ'র না ধ'র না অস্ত্র তাঁহার সংহারে।

ভীষ্ম। কেবা গুরু? গুরু ব'লে রাখিলাম মান—
চরণ ধরিনু বারবার। কিন্তু দেবী,
গুরু যদি নিজে করে গুরুত্ব বর্জ্জন,
আমি নহি অপরাধী।

গঙ্গা। ব্যোমকেশ-তুল্য এই ভীম পরাক্রম
একাধিক বিংশবার ক্ষত্রঘাতী রাম—
রক্ষা কর দেবব্রত, তাঁর সনে ক'র না সংগ্রাম।

ভীষ্ম। সেই গর্ব্ব চূর্ণ তাঁর হবে এত দিনে।
সে সময় ধরামাঝে
ভীষ্ম তুল্য ক্ষত্র জন্ম ক'রেনি গ্রহণ,
ক্ষত্রনাশী রাম সে কারণ।
তৃণমধ্যে অগ্নি যথা হয়ে প্রজ্জ্বলিত
মুহূর্ত্তে সকল দগ্ধ করে—
আপনার আবেগের ভরে
সেইমত বালবৃদ্ধ করিয়া নিধন,
জগতে দুর্দ্ধর্ষ নাম ল'য়েছে ব্রাহ্মণ।
সে নাম মুছিয়া দিতে
ভার্গব-বিজয়ী ভীষ্ম জন্মেছে ধরায়।

গঙ্গা। কি দেখিছ নীরব নিশ্চলা?
ধর পুত্রে, নিষেধ করহ সত্যবতী!
সময়ে আমার পুত্রে উত্তেজিত ক'রে,
বিমাতার যোগ্য কার্য্য ক'রোনাকো নারী!

সত্য। ভীষ্মের জননী আমি।
হে জাহ্নবী, তুমি দেখি বিমাতা তাহার।
সপ্ত পুত্রে নিজ হস্তে করিয়া সংহার
দেবতার রূপ ধ'রে আমার পুত্রের গর্ব্বশিরে

দংশন করিতে তুমি এসেছো নাগিনী।
গঙ্গা। গুরু শিষ্যে হবে রণ?
সত্য। অদৃষ্টে লিখন— কেবা বুঝে,
কেবা মুছে তারে।
দেবতার অভিমানে,
সপ্ত পুত্র দিলে বিসর্জ্জন।
ক্ষত্রিয়ের ঘরে
এত কাল বাস ক'রে দেবী,
বুঝিলে না,
ক্ষত্রিয়ের অভিমান
কি প্রচণ্ড দারুণ ভীষণ?
সর্ব্বভূত হিতৈষিণী দেবতা পূজিতে!
আশীর্ব্বাদ কর মোর ব্রহ্মচারী সুতে,
গুরু শিষ্যে রণে যেন
গুরুপদে দেয় শিষ্য বিজয়-অঞ্জলি।
গঙ্গা। এসেছিনু
সতিনীরে করিতে দর্শন!
আসিয়াছি দেখিতে ভগিনী,
কার করে পুত্রে মোর ক'রেছি অর্পণ।
দেখিয়া পরমা প্রীতি, শুন সত্যবতী!
আজি হ'তে গাঙ্গেয়ের তুমিই জননী।
শুন নরেশ্বরী,
আশীর্ব্বাদে একমাত্র তুমি অধিকারী!
স্বশিষ্য ভীষ্মের সনে,
হে ভার্গব! ক'রনাকো রণ।
হের অন্তরীক্ষ' পরে কাতারে কাতারে,
কাতরে দেবতা তোমা করে নিরীক্ষণ।
রাম। এক মাত্র পণ—
এই কন্যা যদি ভীষ্ম করে মা গ্রহণ,
তবেই নিবৃত্ত হব আমি।
নহে যুদ্ধ। যুদ্ধ দাও শান্তনু-নন্দন!
সত্য। যুদ্ধ দাও, দেবব্রত!
ভীষ্ম। দিব যুদ্ধ তোমারে ভার্গব।
ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ যদ্যপি ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রে করে সমরে আহ্বান,
ব্রহ্মবধ নাহি হয় তাহার সংহারে।
যাও বিপ্র, রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মাঝে।
ক্ষত্রিয়ের প্রতিনিধিরূপে,
দেব-ঋষি-অশ্রুজল সনে
মম শরাস -ক্ষিপ্ত বাণ-মধুপানে
তোমারে করিনু নিমন্ত্রণ।
অকৃত। আমি কি করিব দেবব্রত?
ভীষ্ম। গুরু সঙ্গে যাও মহামতি।
রাম। দেব-সিদ্ধ-চারণ-সেবিতে
জহ্নুসুতে।
হাসিমুখে সপ্তশিশু ক'রেছ বর্জ্জন,
বুঝ নাই, শোক কারে বলে।
এবারে কিঞ্চিৎ তার লহ আস্বাদন।
রণক্ষেত্রে মৃত-পুত্র-দেহের উপরে এস,
শোকাশ্রুর স্রোতরূপে বহিতে জাহ্নবী।
ভীষ্ম। (অকৃতব্রণের প্রতি)
যাও বিপ্র, সঙ্গে যাও, পুত্রহীন কুমার
ভার্গব।
কুরুক্ষেত্রে যেই স্থানে
পিতৃপুরুষের পিণ্ডি দিয়াছেন ঋষি,
সেথা বসি গলদশ্রুদানে পুত্ররূপে
ভার্গবের করহ তর্পণ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পরশুরামের আশ্রম নিকটস্থ পথ

শাল্ব ও অকৃতব্রণ

শা। ভীষ্ম-ভার্গবের যুদ্ধ কি যথার্থ-ই হবে?

অকৃত। তাতে কি আর সংশয় আছে শাল্বরাজ। দেখছ না যুদ্ধের প্রারম্ভেই

আকাশ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হ'য়েছে! প্রতি অশ্রুভরা মেঘের অন্তরালে এক বিরাট ম্লান-মুখ দেবতা আশ্রয় গ্রহণ ক'রছে। একদিকে ত্রিলোকবাসীর প্রিয় তপোনিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ ভার্গব, অন্যদিকে ত্রিলোকবাসীর প্রিয় সত্যনিষ্ঠ চিরব্রহ্মচারী শান্তনু-নন্দন। কেউ এ যুদ্ধ দেখতে সুখী নয়। দেবতা বিপন্ন, কার যে জয় কামনা ক'রবেন, তা বুঝতে পারছেন না। অথচ তাঁরা এ অপূর্ব্ব দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শনের লোভ সংবরণ ক'রতেও পা'রছেন না। যুদ্ধ হবে কি শাল্বরাজ, এ যুদ্ধ ত তুমিই বাধিয়েছ।

শা। আমিই যদি এ শোচনীয় যুদ্ধের কারণ, তবে আমার সঙ্গে না হয়ে ভীষ্মের সঙ্গে জামদগ্ন্যের এ যুদ্ধ হ'চ্ছে কেন? অত্যাচার করলুম আমি, ভীষ্মের উপর অম্বার এ প্রচণ্ড ক্রোধ হ'ল কেন?

অকৃত। তা জানি না। স্ত্রী-চরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেন না, আমি তোমার এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব? যদি বুঝতে চাও, আর যদি বুঝতে সাহস থাকে, তা হ'লে রাজা, অম্বাকেই তুমি এই প্রশ্ন কর না কেন?

শা। কোথায় অম্বাকে পাব?

অকৃত। কোথায় পাবে তাও জানি না। যদি তাকে সন্ধান ক'রে অনুনয়ে বিনয়ে এখনও সন্তুষ্ট ক'রতে পার, তা' হলে শাল্বরাজ, এখনও তুমি জগতের মহা উপকার সাধন ক'র্‌তে পার। মুখ রাজা, তোমার দুর্ব্ব্যবহারে আজ তুষার প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। চীরধারী জটাভার-বিমণ্ডিত রজোগুণ-বিরহিত মহাত্মা রাম, তোমাদের অত্যাচার থেকে এক নিরাশ্রয়াকে রক্ষা করতে তাঁর পরিত্যক্ত পরশু আবার গ্রহণ ক'রেছেন। যাও রাজা, যাও। রামের পরশু যদি তোমার স্কন্ধে পতিত হ'বার অভিলাষ না কর, তাহ'লে যেমন ক'রে পার, অম্বার সন্ধান কর। যে কোন উপায়ে এই অনর্থকর সংগ্রামের নিবৃত্তি কর। ওই দুন্দুভি বাজল। ওই শুনি ঋষি কণ্ঠের বেদধ্বনি। ওই দেখ দেবতার দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত গগন পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। বুঝি, দ্বৈরথ সমরের প্রতিদ্বন্দ্বিযুগল এতক্ষণ পরস্পরের সম্মুখীন হ'য়েছেন। যাও শাল্বরাজ, এ অনর্থের একমাত্র কারণ তুমি! তোমাকে দেখে আমার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। যদি এখনও কোনও প্রকারে অম্বাকে প্রসন্ন ক'রতে পার, তা'হলে শুধু তুমি সেই প্রচণ্ড তেজস্বিনী রমণীকে পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হবে।

শাল্ব। কোথা অম্বা, কে দিবে সন্ধান?
ওই দূরে দাঁড়ায়েছে ব্রহ্মবাদী ঋষি
ভূমিস্পর্শী শুভ্রজটাভার—
শুভ্র শৈল-প্রাকারের তুঙ্গ শির হ'তে,
হিম-নদী বাঁধা যেন নিথর তরঙ্গে।
সঙ্গে ওই ঋষিসঙ্ঘ বেদগানে রত,
করিতেছে ভার্গবের কল্যাণ কামনা।
এ দিকে পাণ্ডুর বর্ণ হয়-যুক্ত রথে
শুভ্রবাসা শ্বেতোষ্ণীষ-ধারী ব্রহ্মচারী,
মস্তকে পাণ্ডুর বর্ণ ছত্র আবরণ
রণ-প্রতীক্ষায় ওই শান্তনু-নন্দন।
মধ্যে শূন্য—অজ্ঞাত অরূপ সমীরণ।
কোথা অম্বা? রমণীর হোথা কোথা
স্থান?

কোথা অম্বা কে দিবে সন্ধান?

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। অম্বার সন্ধান চাও রাজা?

শান্ব। কে মা তুমি?

গঙ্গা। পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন?
অভিলাষ থাকে যদি অম্বার সন্ধানে,
এস মম সনে।
ভীষ্মবধ সঙ্কল্প করিয়া একাকিনী
প্রয়োপবেশনে নারী বসিয়াছে তটিনীর
তীরে।
প্রতিহিংসা চোখে জ্বলে অনলের প্রায়।
শুষ্কপ্রায় তটিনীর কায়—
জলজন্তু মরিছে উত্তাপে।
তোমার ভীষণ পাপ করহ স্মরণ।
ভীষ্মের নিধন—জেনো রাজা, ক্ষত্রকুল
বিনাশের প্রারম্ভ সূচনা।
তাহার সমস্ত পাপ—তব শিরে পড়িবে
রাজন। বিলম্ব ক'ব না— এস ত্বরা
ভীষ্মের পবিত্র রক্ত সিক্ত না করিতে
ধরণীরে,
না উঠিতে ত্রিভুবনে শোক-কোলাহল
রমণীরে তুষ্ট কর তুমি।

শান্ব। চল মা— দেখাও তারে।
আত্মবলিদানে যদি তুষ্ট হয় নারী,
আত্মবলিদানে দিব তার পদে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রাম ও ভীষ্মের প্রবেশ

রাম। সঙ্কল্প ক'রে স্বস্ত্যয়ন কার্য্য শেষ ক'রেছ গাঙ্গেয়?

ভীষ্ম। আজ্ঞে প্রভু ক'রেছি।

রাম। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রেছ?

ভীষ্ম। ক'রেছি।

রাম। আমিও প্রস্তুত হ'য়েছি। তা' হলে আর বিলম্ব ক'র না। প্রস্তুত হ'য়ে রণ-প্রাঙ্গণে চল।

ভীষ্ম। আমি ত অগ্রেই প্রস্তুত হয়েছি ঋষি, কিন্তু আপনি প্রস্তুত হয়েছেন কই?

রাম। প্রস্তুত না হ'লে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রব কেন?

ভীষ্ম। কই , আমি ত দেখতে পাচ্ছি না ব্রাহ্মণ! সেই জন্য আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে আমার উৎসাহ হচ্ছে না। আপনি যদি যুদ্ধে অভিলাষী হন, তা হ'লে রথে আরোহন করুন, এবং কবচ ধারণ করুন।

রাম। (সহাস্যে) ভীষ্ম। মেদিনী আমার রথ, চারি বেদ আমার অশ্ব, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতা গায়ত্রী আমার বর্ম্ম।

ভীষ্ম। ব্রহ্মবাদী ঋষি, আপনার সে বর্ম্ম, আপনার সে রথাশ্ব, আপনিই দেখতে পান। জগতে সেরূপ ভাগ্যবান্ কয়জন আছেন? দেবতারাও তা' দেখতে পান কি না সন্দেহ। সে ইন্দ্রাদি দিকপালের দর্শনীয় অপূর্ব্ব রথ কবচ, আপনি ইন্দ্রাদিকেই দর্শন করান। আমি দেহধারী ব্রাহ্মণ নাই—ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যে রণসজ্জা সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধ ক'রে, ক্ষত্র-ব্রতধারী ব্রাহ্মণ আপনাকেও তাই কর্‌তে হবে। লোকে যে বল্‌বে রথারোহী শান্তনু-নন্দন, ভূতলস্থ ব্রাহ্মণের অঙ্গে শর কুৎসিতনিক্ষেপ করেছে, আমি সে দুর্নাম গ্রহণ ক'রতে জন্মগ্রহণ করিনি। মানুষে দেখতে পায়, এমন রথে আরোহণ করুন; মানুষে দেখতে পায়, এমন কবচ

পরিধান করুন; মানুষে দেখে বিস্মিত হয়, এমন সারথিকে রথের ভার প্রদান করুন। নইলে আমি যুদ্ধ ক'রব না। আপনাকে পরাজিত জ্ঞান ক'রে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রব।

রাম। একান্তই দেখিবে গাঙ্গেয়?

ভীষ্ম। একান্তই দেখিব আমি।

রাম। যে মনে র'চেছে বিশ্ব দেব প্রজাপতি, যেই মনে লীলাময়ী দেবী ভগবতী,
ইচ্ছাময় বিভু নারায়ণ।
সংসঙ্কল্প-কারণ সেই মন দাও জাগাইয়া।
কল্পনায় জাগরে স্যন্দন সুশোভন,
কল্পনায় যুক্ত হও চিত্রাশ্বের সনে,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হও সারথী আমার।

পট পরিবর্ত্তন

ভীষ্ম। হের প্রভু! অদ্ভুত দর্শন,
বিস্তীর্ণ নগরোপম, দিব্যাশ্ব শোভন—
আয়ুধ কবচ হের পূর্ণ ভারে ভারে—
সুসজ্জিত হৈম অলঙ্কারে
লাঞ্ছিত করিয়া রবি শশী
কি অপূর্ব্ব দিব্য রথ
সহসা জাগিল রণস্থলে!
হের, ধনু করে করিয়া ধারণ
অঙ্গুলিত্র তুণীর বন্ধনে
পৌরবের হিতকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ
সারথি বসেছে তব রথে!
ধন্য আমি শুন হে ভার্গব।

পট পরিবর্ত্তন—পূর্ব্ব দৃশ্য

সঙ্কল্প ক'রেছি মনে মনে
যে রথে করিয়া আরোহণ
বৈষ্ণবাস্ত্রে সুসজ্জিত বিভু নারায়ণ
ষষ্ঠ অবতার ভৃগুপতি,
কার্ত্তবীর্য্যে সবংশে বধিলে,
একাধিক বিংশ বার ক্ষত্র বিনাশিলে—
জেগেছিল সাধ মনে
হে গুরু, হে পবিত্র ভার্গব!
রণ দিব রথারোহী সে রামের সনে।

রাম। তবে অবিলম্বে এস রণাঙ্গনে।

ভীষ্ম। প্রণমি চরণে গুরু,
কর আশীর্ব্বাদ, এ নব দ্বৈরথ-যুদ্ধে
শিষ্য যেন হয় রণজয়ী।

রাম। পরম সন্তুষ্ট আমি তব আচরণে,
ঝর ঝর অশ্রুবিন্দু ঝরিল লোচনে
হে গাঙ্গেয়! হে সর্ব্ব আশীষ-রূপে
তোমারে করিনু আমি দান।
ধৈর্য্য ধরি সযতনে করহ সংগ্রাম।
তুমি হও জয়ী কিম্বা জয়ী হয় রাম,
ভুবন হউক পূর্ণ তোমার গৌরবে।
ঋষি-বাক্যে বালিকার লইয়াছি ভার,
জয় আশীর্ব্বাদ, ভীষ্ম, করিতে নারিনু।

ভীষ্ম। আর প্রয়োজন মোর নাহি তপোধন,
অজ্ঞাতে ক'রেছ শিষ্যে বিশ্বজয়ী তুমি।
এবে ধর্ম্মবাক্য প্রভু, শুনাব তোমারে;
অদ্যাবধি পবিত্র শরীরে
ব্রহ্মবিদ্যা, সুমহৎ তপস্যাচরণ,
ব্রহ্মতেজ, বেদ সনাতন—
যাহা কিছু করেছ অর্জ্জন ঋষিরাজ,
তাহে না হানিব আমি শর।
শস্ত্র ধ'রে ক্ষত্রিয়ত্ব করিয়া গ্রহণ
ক্ষত্রতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ,
শুদ্ধ মাত্র তারে
বিক্ষত করিব আমি বাণের প্রহারে।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরে

অম্বা

নেপথ্যে মেঘ গর্জ্জন

অম্বা। বাজ, বাজ, দুন্দভি আবার বাজ। দেবতার দুন্দভি— আবার বাজ। আকাশে বেজে বেজে জগতকে শুনিয়ে দে— "প্রবলকে স্তম্ভিত ক'র্‌তে, বান্ধবহীনা অবলাকে রক্ষা ক'রতে, দেবতাব অভয়বাণী স্বরূপ আমি আছি।" দে দুন্দভি শুনিয়ে দে—"ক্ষত্রকুলান্তক রামের প্রহারে দুর্দ্দান্ত ভীষ্মেব নাশ হ'ল, আবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হল।"

জাগো মা কুমারী কৃষ্ণে, চতুর্ভুজে দেবী কপালিনী।

বালার্কসদৃশাকারা জাগো জাগো শক্তিধরা

সংগ্রামে বিজয়প্রদা হে বরদা, জাগো সনাতনী!

ধরিয়া কুমারী ব্রত অনশন করি মাত্র সাব

বান্ধববিহীনা নারী পূজে তোমা সুরেশ্বরী,

একমাত্র আকিঞ্চন দুর্দ্দম সে ভীষ্মের সংহার।

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। কেন কাশীরাজ-নন্দিনী, তুমি এই কঠোর অনশন-ব্রত ধারণ ক'রে, এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী-তীরে বসে আছ?

অম্বা। কে তুমি দেবী?

গঙ্গা। আগে তুমি আমার কথার উত্তব দাও। যেহেতু তোমার ব্রতের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না।

অম্বা। আমি ভীষ্মবধের সংকল্প ক'রে এই কঠোর ব্রত গ্রহণ ক'রেছি।

গঙ্গা। এই ত দেখলুম, কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মভার্গবের যুদ্ধ হচ্ছে।

অম্বা। যুদ্ধ কি নিজের চোখে দেখে এলে?

গঙ্গা। নিজের চক্ষে দেখে এলুম। ভীষ্মের পক্ষে ভর্গব-বীর্য্যই যথেষ্ট। তুমি মাঝখান থেকে, এ উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত কেন? তোমার তপস্যার উত্তাপে ক্ষুদ্র নদীর জল উষ্ণ হ'য়ে উঠেছে! বৎসে! তুমি তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হও।

অম্বা। ঠিক ব'লছ দেবী,— ভীষ্মের সংহারে ভার্গব-বীর্য্যই যথেষ্ট?

গঙ্গা। কেন, তুমি কি সন্দেহ কর?

অম্বা। গুরুশিষ্যে রণ, তাই দেবী প্রতিক্ষণ

সন্দেহ জাগিছে মোর মনে।

পাছে করি রণজয়,

করুণায় আর্দ্রচিত্ত মহাত্মা ভার্গব

হন ক্ষান্ত ভীষ্মের সংহারে!

তাই, অবরুদ্ধ করিতে সে করুণার দ্বার

বসেছি কঠোর তপে তটিনীর তীরে।

গঙ্গা। চিরসত্যাশ্রয়ী ভীষ্ম সাধু ব্রহ্মচারী,

তুমি লো কুমারী। সংসারে আশ্রয়-প্রাপ্তি

একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার।

ত্যজ এ দারুণ অভিমান—

ধর নারী রমণীর প্রাণ!

আশ্রয় করহ বালা অপর পাদপে,

জগতে গৃহিণীরূপে কর অধিষ্ঠান।

অম্বা। এখনও শ্রদ্ধা আছে কেন, শ্রদ্ধা যাবে?

যাও দেবী, নিজের মঙ্গল কর ধ্যান।

ভীষ্মেব সংহার, একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।

যতদিন মৃত ভীষ্মে না করি দর্শন

ততদিন নিদ্রা আমি ক'রেছি

এ জগতে কোন প্রলোভন
আমারে সংকল্পশূন্য করিতে নারিবে।
বিশ্বের বিধাতা যদি সাধে গো আমায়,
বিশ্ব-রত্ন চরণে লুটায়,
আপনি যদ্যপি নারায়ণ
এ কর গ্রহণে লোভ দেখায় আমারে,
তবু না নিবৃত্ত হব ভীষ্মের সংহারে।
গঙ্গা। পাপিষ্ঠা কামুকী তুই।
একজনে সঙ্গোপনে করি আত্মদান,
ভীষ্মের অপূর্ব্ব বীর্য্য হেরি,
ফের তুই তার তরে কামাতুরা নারী।
জগতে গোপন তুই করেছিস প্রাণ,
ভেবেছিস্ নারী তোরে বুঝিতে নারিবে?
আকুমার ব্রহ্মচারী রাম তপোধন
বিষাক্ত অন্তর তোর না ক'রে দর্শন;
তোর বাক্যে যুদ্ধ করে প্রিয় শিষ্য সনে।
যদ্যপি বুঝিত ঋষি তোর প্রতারণা,
মুখ তোর অন্য কথা কয়,
মন তোর অন্য কথা কয়,
কভু ঋষি দিত না আশ্রয়।
ঘুণাক্ষরে যদি রাম
পারিত চিনিতে তোর নাগিনীর প্রাণ,
তখনি পাপিষ্ঠা তোরে করিত বর্জ্জন।
অম্বা। ভাল দেবী, তুমি চিনেছ মোরে?
প্রণমি তোমারে- নিজ কার্য্য করহ গমন।
পাপিষ্ঠার অঙ্গ-সমীরণে
দেব-অঙ্গে কি কারণ কলুষ মাখাও?
যাও—চলে যাও। দেবী তুমি—
তপস্যায় বিরচিত শরীর তোমার,
তপে বিঘ্ন দিও না আমার!
গঙ্গা। এখনও দেখ বালা, আপন অন্তরে,
এখনও ভাগ্য-লক্ষ্মী র'য়েছে বসিয়া
তোমারে ধরিতে বক্ষে কর প্রসারিয়া।
এখনও বুঝিয়া দেখ
কি বাসনা হৃদিমধ্যে জাগে!
সানুরাগ নেত্র যদি
এখনও দেখিতে কারে চায়,
বল বালা এনে দি' তাহায়।
অম্বা। সূর্য্য যদি পথ-ভ্রষ্ট হয়,
তুঙ্গ গিরিরাজ যদি শির করে নত,
সিন্ধু যদি পরিণত বালুকা-প্রান্তরে,
তথাপি সঙ্কল্পচ্যুতি হবে না আমার।
ভীষ্মের সংহার—দেবী, ভীষ্মের সংহার
চিন্তামাত্র করিয়াছি সার!
জানি না কে তুমি দেবী,
জানি না, কি উদ্দেশ্য সাধনে
তপস্যায় বিঘ্ন তুমি হতেছ আমার।
স্নেহবশে যদি তুমি শান্তনু নন্দনে
রক্ষার্থে আস গো মোর পাশে,
ফিরে যাও আপন আবাসে।
যেতে যেতে শুনে যাও—
যদ্যপি অলক্ষ্যে মোর
দেবসঙ্ঘ করে বিচরণ,
তাদের শুনায়ে দাও
আমি রমণীত্বে দিছি বিসর্জ্জন।
মমতা, মৃদুতা, স্নেহ, মায়া
নিক্ষেপ ক'রেছি আমি
প্রতিহিংসা-অনল-শিখায়।
ডুবায়ে দিয়েছি প্রেম লবণাম্বু-তলে।
স্বর্গের কামনা
দেবতা উদ্দেশে আমি ক'রেছি অর্পণ।
প্রতিহিংসা মাত্র মোর ধ্যান,
প্রতিহিংসা একমাত্র জ্ঞান,
মান অপমান
সমস্তই প্রতিহিংসা ক'রেছে আশ্রয়
যতক্ষণ নাহি হয় ভীষ্মের নিধন,

ভার্গবের প্রচণ্ড পরশু
ভীষ্মকণ্ঠে পতিত না হবে যতক্ষণ
ততক্ষণ অনশন—
জলবিন্দু তুলিব না মুখে—

গঙ্গা। অনশনে মৃত্যু যদি হয়?

অম্বা। মুক্তি নাহি লব।
প্রেতিনি হইয়া আমি ভীষ্মেরে বধিব।
ওই দূরে গর্জ্জিল অশনি!
ওই, ঋষি-কণ্ঠে উঠে জয়ধ্বনি,
বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হইল গগন—
ত্রিভুবনে আঁধার আঁধার—
আচ্ছন্ন নয়ন দেবতার—
পরশু প্রসব করে মৃত্যুর যাতনা।
জাগো মৃত্যু চারিধার হতে
ঝর মৃত্যু বরষার স্রোতে
সমাচ্ছন্ন কর মৃত্যু শান্তনু-নন্দনে।
মৃত্যু—মৃত্যু—একমাত্র মৃত্যু প্রাপ্য তার।

(উত্থান

গঙ্গা। এইমত প্রতিহিংসা-বিষদগ্ধ প্রাণে
এইমত একনিষ্ঠ তপ আচরণে
যদি নারী যাচে মোর পুত্রের মরণ,
কে রক্ষিবে সন্তানে আমার?
শোন বালা—শেষ আবেদন—
ছলিতে চাহি না তোরে,
শোন্ আমি ভীষ্মের জননী—

অম্বা। ভীষ্মের জননী তুমি?
অমৃতের ধারা মধ্যে তীব্র বিষকণা
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে ভাগীরথী?
তার আজ তীব্রগন্ধে কোমলা কুমারী
সংসার-প্রবেশ-মুখে অনন্ত জ্বালায়
অনন্ত ধরণী-পথে ছুটিয়া বেড়ায়!
কোথা পিতা স্নেহময়—
কোথা মাতা করুণা-মূরতি
কোথা আত্মীয় স্বজন? কোথা—
চন্দ্রকর-পরিহিত মলয়-সেবিত
মধু-যামিনীর সেই মধু জাগরণ?
যাও—চ'লে যাও—
নিষ্ঠুর পুত্রের আচরণে
তব প্রতি প্রতিহিংসা জাগে!
চ'লে যাও—চ'লে যাও—
এতদিনে যে কল্লোলে
কুতূহলে তুলিয়াছ অমৃত-ঝঙ্কার,
এবারে উঠিবে সেথা তীব্র হাহাকার।

শাল্বের প্রবেশ

শাল্ব। অম্বা!

অম্বা। কে তুমি— কে তুই?

শাল্ব। না বুঝে চরণে অপরাধী।
মৃত্যু যদি শাস্তি মোর, মৃত্যু দাও মোরে।
নহে, এস গৃহে গৃহ-শোভাকারী!

অম্বা। কে তুই— কে তুই?
পূতিগন্ধময় নাম, রসনা তুলিতে ঘৃণা করে-
মৃত্যু—মৃত্যু!—(হাস্য)
মৃত্যু ত হ'য়েছে বহুদিন।
কীট-দষ্ট শব হ'তে উদ্ভূত কুক্কুর!
ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে মোরে—
অপবিত্র স্পর্শে মোর ব্রত ভেঙ্গে যাবে।
চ'লে যা রে দুরাত্মা পামর!
মূষিকে বাঁধিতে আমি
তুলি নাই এ মৃণাল-কর।
দূব হ'—দূর হ'—
আ মরণ! তবু পাদস্পর্শ আকিঞ্চন?

(প্রস্থান

শাল্ব। আর কি করিতে পারি, মাতঃ!

গঙ্গা। আর কিছু করিবার নাহি প্রয়োজন।
কার্য্যসিদ্ধ হ'য়েছে আমার,

ব্রতভঙ্গ হ'য়েছে অম্বার,
আসন ক'রেছে পরিহার।
এবে, ঘরে যাও পুরুষপ্রবর!
পাইয়া এমন নারী, মদমত্তে—হারায়েছ তারে।
মুখ আর দেখায়ো না মানব-সমাজে।
হইয়া অসূর্য্যম্পশ্য রহ গৃহমাঝে। (প্রস্থান

—

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ অন্তঃপুর

সুনন্দ ও সত্যবতী

সু। হৃদয় প্রস্তুত কর রাণী,
শুনাতে অশুভবার্তা এসেছি জননী।

সত্য। মনেও এনো না, মন্ত্রী,
গাঙ্গেয়ের অশুভের কথা!
পূতগর্ভে জনম তাহার,
শুভ-ব্রত আচারী প্রেমিক ব্রহ্মচারী।
অমঙ্গল আবরিবে তারে।
পুত্র মম যেই স্থানে রাখিবে চরণ
সে দেশে রবে না অমঙ্গল।

সু। ভাগ্যবতী,
একথা বলিতে যোগ্যা তুমি।
ক্ষীণবুদ্ধি আমি, স্বচক্ষে যা করেছি দর্শন,
হৃদয়ের প্রচণ্ড কম্পন
এখনো নারি মা নিবারিতে।
ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণ
কি ভীষণ —কেমনে বর্ণিব?
ধনুর্ব্বেদে পারগামী দুই মহারথী
পরস্পরে পরাজিতে বদ্ধ-পরিকর।
ধরণী কাঁপিছে থর থর,
দেবতা দেখিয়া দুঃখে মুদেছে নয়ন।

সত্য। ক্লান্ত কি সন্তান মোর রণে?

সু। অস্ত্রশূন্য তূণ, ছিন্ন ধনর্গুণ—
বাণে বাণে সর্ব্বস্থানে ক্ষত কলেবর—
গাঙ্গেয় কাতর অদ্য রণে।
সারথি হ'য়েছে হত।
ভীম রোষে রাম আজ ক'রেছেন ভীষ্মে আক্রমণ।
অচলা চঞ্চলা,
তীব্রবেগে গিরি হ'তে ঝরিতেছে জ্বালা,
গগনে তড়িত সম উল্কার নির্ঝর,
ছুটিতেছে কালানল প্রতি রাম-বাণে।

১ম দূতের প্রবেশ

কি সংবাদ?

১ম দূ। সংবাদ ভীষণ!
জ্ঞানশূন্য দেবব্রত রথ-নিপতিত—
ক'রেছেন ভূতল আশ্রয়।

সু। আর কি শুনিবে মাতা?

সত্য। এখনো শুনিব— শীঘ্র বল, সত্য বল—
সাবধান, ক'র না গোপন।
পুত্র মম মৃত কি জীবিত?

২য় দূতের প্রবেশ

২য় দূ। জীবিত-জীবিত রাণী।
এখনো জীবিত তব সুত।
ভূমিতে পতন-মুখে কোথা হ'তে
অপূর্ব্ব মূরতি অষ্ট দ্বিজ
আবির্ভূত হ'ল রণাঙ্গণে,
শূন্যে ধ'রে রেখে দিলা শান্তনু-নন্দনে।
দেবতা জাহ্নবী অশ্বরজ্জু করিয়া ধারণ
প্রাণরক্ষা ক'রেছেন কুমারের আজি।
সূর্যাস্তে সমর শেষ
দেবব্রেতে পরাজিতে পারেনি ভার্গব।

সু। হে দূত, সংবাদে তুমি প্রাণ দিলে ফিরে,

বিপদ-বারণ নারায়ণ
আজিও করুণা করে
রেখেছেন ভীষ্মের জীবন।
কিন্তু কাল? কি হবে মা?
কেমনে বাঁচিবে পুত্র তব?
পরম প্রেমিক মহামতি
সর্ব্বত্যাগী কৌরবের পতি—
যদি হ'ন পরাজিত রণে
কৌরবের ভাগ্যলক্ষ্মী ডুবিবে সাগরে।
মায়ের আশীষ ভিক্ষা করিয়া গাঙ্গেয়
প্রেরণ করিলা মোরে তোমার সকাশে:
কর্ত্তব্য করহ মাতঃ!

সত্য। অপেক্ষায় রহ হে ধীমান! শূন্য প্রাণ—
কি উত্তর দিব আমি বুঝিতে না পারি।

(সুনন্দ ও দূতগণের প্রস্থান

এ কি প্রহেলিকা! জাহ্নবী সমরাঙ্গনে—
তথাপি গাঙ্গেয় যাচে আশীষ আমার?
সত্যব্রতধারী! আমি হীনবুদ্ধি নারী—
সত্য কি আশীষে তব জয়ের নির্ভর?
গুরু-শিষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী—-
জামদগ্ন্য গুরু— মম ইষ্ট-নারায়ণ!
কি করিব— কাহারে স্মরিব?
গুরু, গুরু— হে করুণা-মূর্ত্তি তপোধন!
সমস্যা-সঙ্কটে আমি, তব দত্ত মন্ত্রশক্তি
করিনু আশ্রয়।
রাম-পরাজয়ে
রামের আশীষ বাক্যে হে মন্ত্র অক্ষর!
অন্তরে স্ফুরিত হও,
এস ব্যাস! আমারে আশ্বাস দাও—
লইলাম প্রাণ ভয়ে শরণ তোমার।

সত্যবতীর দীপ প্রজ্জালন
ও ধূপদানে ধূপাদি দান।

সত্য। নারায়ণে করি নমস্কার।
নব নরোত্তমে আমি করি নমস্কার।
আর তুমি ছন্দের প্রসূতি—
বরদা, অক্ষর-রূপা দেবী সরস্বতী!
তব পদে নমি বারবার।
বহ্নিমুখে হবি দিনু ঢালি,
গুরুদত্ত মন্ত্রপুষ্প দিলাম অঞ্জলি।
যুক্ত-করে করি আবাহন
এসো ব্যাস, ঋষি-পূজ্য ঋষি সনাতন!
সত্য-রক্ষা তরে, গুরু সঙ্গে প্রচণ্ড সমরে
ব্রহ্মচারী পুত্র মোর দারুণ বিপদে।
হে শরণ্য! বিপন্না ব্যাকুল তাহে আমি।
লভিতে অভয়, যাচি তাই তোমার আশ্রয়।
এসো ঋষি, অভয় করহ মোরে দান।

ব্যাসের আবির্ভাব

একি হেরি! কৃষ্ণরূপে প্রদীপ্ত ভাস্কর—
কে তুমি— কে তুমি নরবর?
ঢাকি অঙ্গ চর্ম্মাম্বরে, কনক-পিঙ্গল জটাভারে
আববিয়া যেন ত্রিভুবন
হে আশ্বাস-মূর্ত্তিধারী জীবের কল্যাণ।
কোথা হ'তে কে এলে মহান?
একি! একি একি! তোমারে দেখিয়া
অকস্মাৎ একি ভাব জাগে?
অকস্মাৎ স্বপ্ন-স্মৃতি উদ্বেলিত হিয়া'
অকস্মাৎ পুত্রস্নেহে আমি আত্মহারা,
পয়োধরে ছোটে ক্ষীরধার!
জ্ঞান-হীনা নারী—
কি বলিয়া সম্বোধিব বুঝিতে না পারি।

ব্যাস। পুত্র বল—পুত্র বল।
মা! মা! আমি তব অধম সন্তান।

সত্য। পুত্র সত্য ঋষি, পুত্র তুমি?

ব্যাস। পুত্র আমি।
তোমারি পবিত্র গর্ভে জনম আমার।
জন্মাবধি মাতৃস্নেহে আমি মা বঞ্চিত।
শ্রীচরণে স্থান দিতে, যদি মা করিলে

আবাহন,
স্নেহ ভিক্ষা দাও মা সন্তানে।

প্রণাম করণ

সত্য। এস বৎস, এস প্রিয়তম!
পুলকে ব্যাকুল অঙ্গ
সলিলে আবদ্ধ হ'ল আঁখি।
তোমার জঠরে ধরি ভুবন-ঈশ্বরী-সম
গৌরব আমার।

ব্যাস। ভুবন-ঈশ্বরী তুমি
ইথে নাহি সন্দেহ জননী।
তোমার পুত্রত্বগর্ব্বে আমি গরীয়ান,
নিখিল ভুবন-জ্ঞান আয়ত্তে আমার।
অপ্রাপ্য নাহি মা কিছু তব আর্শীর্ব্বাদে।
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিধারা
তব পুত্র হৃদিমধ্যে ত্রিবেণী সঙ্গম।
কিন্তু এ সমস্ত জ্ঞান—হে জননী একের
অভাবে
অসম্পূর্ণ—মূল্যহীন।
অসম্পূর্ণ সন্ধ্যা যথা গায়ত্রী অভাবে—
মন্ত্র যথা প্রণববিহীন—
মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, সেইমত
অভাবে দরিদ্র ছিনু আমি —আজ আমি
পূর্ণ মনস্কাম।
জননী শ্রীপাদপদ্মে লভিনু আশ্রয়।
বল মা, কি হেতু দাসে করেছ স্মরণ?

সত্য। তপে বিঘ্ন হল কি সন্তান?

ব্যাস। ছিলাম গভীর ধ্যানে নিমগ্ন
জননী
রুদ্ধ করি সর্ব্ব পুরদ্বার
চারিধারে নিবেশিয়া প্রাচীর আত্মার
হৃদি মধ্যে আত্মালয়ে ব'সে ছিনু আমি।
প্রবেশের কাহারও না ছিল অধিকার।
দেবতার বাক্য এসে ব্যাহত প্রাচীরে
আবার দেবতা-রাজ্যে চ'লে গেছে ফিরে।
একমাত্র সূক্ষ্ম ছিদ্র মুক্ত ছিল মাতঃ,
সর্ব্বদা জ্ঞানের দ্বারে প্রহরি জাগ্রত,
তোমার আদেশবাণী লইতে সেথায়।
সেখানে বসিয়া,
শুদ্ধা বুদ্ধি, শুদ্ধা ভক্তি একত্র করিয়া
রচিতেছিলাম আমি অপূর্ব্ব স্যন্দন।
সেই রথে নর-নারায়ণ—ধরাভার
করিতে হরণ
রথী সারথীর রূপে
আরোহণ করিবেন মাত্র—
সেই রথচক্রতলে,জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী—
জীবনের সমস্ত সাধন ফল
রণরূপে উপহার করিবে প্রদান।

সত্য। হে সন্তান! আনন্দে পূরিল প্রাণ!
প্রাপ্য তুমি করিলে প্রদান।
তব আগমন সনে, এ অপূর্ব্ব সমাচার লাভে
সিদ্ধ মোর সকল কামনা।
যাও এবে নিজ স্থানে ফিরে—
কার্য্য শেষে এস বৎস জননীর কাছে,
আদর রাখিব ভারে ভারে। শীঘ্র যাও—
অপূর্ণ রেখ না সেই অপূর্ব্ব স্যন্দন।

(প্রণামান্তে ব্যাসের প্রস্থান

হে সুনন্দ। শীঘ্র কর যান আয়োজন।
পুত্রে মোর জয়াশীষ দানে
আমি নিজে যাব রণাঙ্গনে।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল

ভীষ্ম। তেইশ দিন সমভাবে যুদ্ধ ক'রলুম। যত অস্ত্র আমার জানা ছিল, সব প্রয়োগ ক'রলুম, তবু ঐ ব্রাহ্মণকে পরাস্ত ক'রতে পার'রলুম না! আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধের

আরম্ভ। মনে হচ্ছে, আজই যুদ্ধের শেষ। প্রতাপশালী জামদগ্ন্যকে সমরে পরাজয় করা যদি আমার সাধ্য হয়, তা হ'লে দেবতারা প্রসন্ন হ'য়ে আজ আমাকে দেখা দিন।

ব্রাহ্মণবেশধারী বসুর প্রবেশ

বসু। সাধ্য গাঙ্গেয়। রামকে পরাজিত করা একমাত্র তোমারই সাধ্য।

ভীষ্ম। কে আপনি? কাল আর সাতজন অগ্নিতুল্য তেজস্বী সহচর সঙ্গে নিয়ে আপনি আমাকে রক্ষা ক'রেছেন! আজ আবার স্মরণ মাত্র আমাকে আশ্বাস দিতে এসেছেন! হে মহাপুরুষ! আপনারা কে?

বসু। রক্ষা ক'রেছি, রক্ষা ক'রবো। চিরদিনই আমরা তোমাকে রক্ষা ক'রে আস্‌ছি। যেহেতু তুমি আমাদেরই নিজ শরীর।

ভীষ্ম। আমি যে বিস্মিত হচ্ছি মহাভাগ।

বসু। বিস্মিত হ'বার কিছু নেই। আমি তোমাকে স্তোকবাক্যে আশ্বাসিত ক'রতে আসিনি। রাম তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রতে পার্‌বেন না। বরং তুমিই তাঁকে পরাজিত ক'র্‌বে?

ভীষ্ম। কেমন ক'রে পরিাজিত ক'র্‌ব? আমি যে সমস্ত অস্ত্র জানি, রামেরও তা জানা আছে।

বসু। না— এমন এক অস্ত্র তোমার বিদিত আছে, যার তত্ত্ব, রাম কি, পৃথিবীর অন্য কোন পুরুষ জানেন না, কেবল তুমি জান। একটু চেষ্টা করলেই তার প্রয়োগ-সংহার রহস্য তোমার স্মরণে আসবে। এই অস্ত্রতত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে তোমার বিদিত ছিল।

ভীষ্ম। আমি স্মরণে আন্‌তে পারছি না।

বসু। আনতে পার্‌ছ না নয় গাঙ্গেয়! গুরু-বধ ভয়ে সে অস্ত্র স্মরণে আন্‌তে সাহস কর্‌ছ না। বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত সম্মোহন নামে প্রাজাপত্য অস্ত্র স্মরণ কর।

ভীষ্ম। স্মরণে এসেছে।

বসু। সেই অস্ত্র জামদগ্ন্যের প্রতি নিক্ষেপ কর। সেই অস্ত্র যেই ভার্গবের অঙ্গ স্পর্শ ক'রবে, অমনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রাম ধরাতলে শয়ন ক'রবেন। রাম বিনাশ প্রাপ্ত হবেন না, সুতরাং তোমাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে হবে না। প্রসুপ্ত অথবা মৃত উভয়ই আমরা তুল্য বিবেচনা করি। রামকে জয় ক'রে আবার সম্বোধন অস্ত্র দিয়ে পুনরায় তাঁকে জাগরিত ক'রবে। নিশ্চিন্ত হও কৌরব, রামের কদাচ মৃত্যু হবে না। সুতরাং বিলম্ব না ক'রে অদ্যই রণের প্রথম আবাহনেই তুমি এর অস্ত্রের সন্ধান কর।

ভীষ্ম। এতদিন পরে হে ভার্গব, আমি আপনাকে আয়ত্তে পেয়েছি। আমি ক্ষত্রিয়, রণ আমার জাতিগত ধর্ম্ম। রণে জয়লাভই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তুমি ব্রাহ্মণ যুদ্ধ তোমার জাতিগত ধর্ম্ম নয়। তুমি রণ ধর্ম্ম অবলম্বন করে ক্ষত্রিয়ের অধিকারে অনর্থক হস্তক্ষেপ ক'রেছ। সুতরাং তোমাকে যে কোন সদুপায়ে পরাজিত করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বসু। অবশ্য কর্ত্তব্য। গাঙ্গেয়! তুমি

সামান্য মাত্রও প্রত্যব্যয়ের ভয় ক'র না।

ভীষ্ম। কিন্তু, প্রভু রাম ধনুর্ব্বেদশাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ।

বসু। তুমি ভয় ক'রছ, পাছে ভার্গব অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে তোমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের সংহার করেন। ভয় নেই। গাঙ্গেয়, আমি তোমাকে বৃথা আশ্বাসে প্রতারিত ক'রতে আসিনি! তোমাকে মুহূর্ত্তে পরাভূত ক'রতে পারেন, এমন বহু অস্ত্র তাঁর জানা থাকতে পারে, কিন্তু সম্মোহনাস্ত্রের প্রয়োগ-সংহার রামের বিদিত নাই। যে বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তি প্রভাবে রাম তোমাকে প্রতিরুদ্ধ করতে পার্‌তেন, রাম সে শক্তি হারিয়েছেন। যখন ভার্গব জনক-সভা হ'তে প্রত্যাগত হরধনুভঙ্গকারী পূর্ণব্রহ্ম রামের পথরোধ ক'রেছিলেন, সেই সময়েই ভার্গবের নারায়ণী-শক্তি রাম-শক্তিতে বিলীন হ'য়েছে। কৌরব। রণের প্রথম আবাহনে তুমি নিঃসঙ্কোচে জামদগ্ন্যের প্রতি সম্মোহনাস্ত্র সন্ধান কর।

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা ! আপনার আশীর্ব্বাদে অদ্যই আমি ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী বিপ্রকে ভূতলশায়ী ক'রব।

বসু। তোমার মঙ্গল হ'ক। (প্রস্থান

ভীষ্ম। আমাকে কল্যকার নিশ্চিত পরাভব থেকে রক্ষা করলে। আজ আবার ভার্গব-বিজয়ের গুপ্তমন্ত্র আমাকে বিদিত ক'রে গেলে। হে মহাপুরুষ তোমরা কে? ব'ললে, আমি তোমাদের দেহস্বরূপ। তবে তোমরা আমার কাছে অপরিচিত রইলে কেন? আমি কি পুণ্য-গৌরবে তোমাদের কাছে এ অপূর্ব্ব প্রীতি লাভের অধিকারী? তোমরা এলে অযাচিত হ'য়ে আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে রক্ষা ক'রতে, কিন্তু আমি ব্যাকুল আগ্রহে যাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রতে সচিবকে পাঠিয়েছি, সেই জননী সত্যবতী এখনও ত আমাকে কোনও সাহস বাক্য প্রেরণ ক'রলেন না।

সুনন্দের প্রবেশ

সু। গাঙ্গেয়!

ভীষ্ম। এই যে, স্মরণ মাত্রেই আপনি এসেছেন।—আশীর্ব্বাদ?

সু। মা নিজেই আশীর্ব্বাদ-পুষ্প স্বহস্তে ধারণ ক'রে আপনাকে দিতে আসছেন।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। ভীষ্ম!

ভীষ্ম। এস মা, ব্যাকুল আমি।
বসে আছি আশীষ-ভিখারী।
ক'রেছিনু পণ,
করিব না যুদ্ধে কভু পৃষ্ঠ-প্রদর্শন।
প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব
ধনুর্ব্বেদে আত্মজ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী—
ত্রয়োবিংশ দিন আমি তব আশীর্ব্বাদে
অশ্রান্ত যুঝেছি তাঁর সনে।
শ্রেষ্ঠ অস্ত্র যত ছিল ক'রেছি সন্ধান,
রাম-অঙ্গে প্রতিস্থান, বিক্ষত ক'রেছি শরজালে।
তথাপি নারিনু আমি জিনিতে ভার্গবে।
এস শক্তিরূপা মাতা, কর কৃপাদান,
সন্তান আশ্রয় যাচে পায়।
দেখো মা, তোমার দায়,
দেখো যেন ভীষ্ম নাম না ভুলে ধরণী!

সত্য। হে সন্তান! আমি ক্ষুদ্র নারী,
কিন্তু দয়া করি মাতৃ-সম্বোধনে মোরে
ভুবনে দিয়েছে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব সনে তোমারে
পাঠায়ে রণে আমি কি নিশ্চিন্ত আছি,
সর্ব্বস্ব আমার!
নিত্য দেবতার পদতলে
রাশি রাশি অশ্রুবিন্দু ঢেলে
করেছি যে পুষ্প উপার্জ্জন—জয়াশীষ্
এই লও—ধর করে হে প্রিয় নন্দন—
যাও রণে,
ভার্গবে সগর্ব্বে কর সমরে আহ্বান।

ভীষ্ম। দাও পুষ্প পেতেছি অঞ্জলি।
শিরে দাও শ্রীচরণ ধূলি।

(সত্যবতীর প্রস্থান

হে ভার্গব হও সাবধান,
আজ রণ অবসানে
জগতের চক্ষে ভীষ্ম হবে বিশ্বজয়ী।
একাধিক বিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছ ধরণী।
শোকাতুরা অগণ্য মাতার আঁখি হ'তে
নিপতিত
চিরতপ্ত অবিশ্রান্ত রুধিরের ধারে
সে সবার ক'রেছ তর্পণ।
আজি তার প্রতিশোধ লইব ব্রাহ্মণ!

পরশুরামের প্রবেশ

ভীষ্ম। হে গুরু, প্রণাম লহ মোর।

রাম। হে গাঙ্গেয়, শুন মোর শেষ
অনুরোধ। ভ্রাতৃবধূ রূপে অম্বারে অদ্যই তুমি
করহ গ্রহণ

ভীষ্ম। বৃথা অনুরোধ তপোধন।
অন্যাভিলাষিণী জ্ঞানে
একবার যে নারীরে ক'রেছি বর্জ্জন,
যদি তারে উপহার নিজ হাতে দেন নারায়ণ
তবু সে না পাবে স্থান কৌরবের গৃহে।

রাম। তবে কর ইষ্টের স্মরণ।
প্রাণ ল'য়ে রণাঙ্গন হ'তে
ফিরে আজ নাহি যাবে শান্তনু-নন্দন।

ভীষ্ম। নিত্য তুমি যেই মৃত্যু দিতেছ
আমারে,
আজিও কি সেই মৃত্যু দিবে হে ব্রাহ্মণ?

রাম। না গাঙ্গেয়! আজ তব মৃত্যু
সুনিশ্চয়।
আগে দেখি নাই ভীষ্ম,
দেবতা আসিয়া থাকি তব অন্তরালে
তোমার জীবন রক্ষা করে।
কল্য আমি করেছি দর্শন, সে অষ্ট ব্রাহ্মণ,
রথোপরি উপবিষ্টা জননী জাহ্নবী!
আজ তারা কেহ না আসিবে।
যদি আসে, অনল পরশে
আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে।
বাষ্পে পরিণত হবে জাহ্নবীর তনু।

ভীষ্ম। ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণে
অনিদ্রায়, অনশনে, চিন্তার প্রহারে
মস্তিষ্ক-বিকার তব ঘ'টেছে ব্রাহ্মণ!

রাম। ভুলেও না মনে দিও স্থান।
তপস্যাই একমাত্র সম্বল আমার।
তপস্যা আহার—তপ-বর্ম্মে দেহ সুরক্ষিত—
ক্ষুধা তৃষ্ণা সন্নিধানে আসিতে না পারে।

ভীষ্ম। ধনুর্ব্বেদে যদি জ্ঞান পূর্ণ তব
হয়,
আমিও ত পূর্ণজ্ঞানে আছি অধিকারী।
তুমি জান যে বাণের প্রয়োগ-সংহার,
সে জ্ঞানে আমারও অধিকার।
এ বিশ্বাস আছে গুরু শিক্ষা দান-কালে
জ্ঞান তুমি করনি গোপন।

রাম। না গাঙ্গেয়, খুলে দিছি রত্নের
ভাণ্ডার,
যেখানে যা অস্ত্র ছিল,
তোমারে দিয়াছি অধিকার।

তবে শুন মতিমান- ব্রাহ্মণের মান রাখিবারে,
কন্যা মোরে জ্ঞানযোগে ক'রেছেন দান
পশুপাত মহাশস্ত্র দেব পশুপতি।
মানবের সে অজ্ঞেয় বাণের প্রহারে
ইচ্ছামৃত্যু। ইচ্ছা তব করিব সংহার।

ভীষ্ম। অগ্রে আজ কে হানিবে শর?

রাম। তুমি, বীরবর!

ভীষ্ম। তবে গুরু, শীঘ্র ইষ্ট করহ স্মরণ—
আজ তব শেষ রণ, রণাঙ্গন শয়ন তোমার।
আঁখি মুদে রহ বসুমতী!
বৃথা অস্ত্রদান তব দেব পশুপতি।
মুদ আঁখি আকাশে দেবতা!
বিশ্বে বিশ্বে সমীরণ বহ এ বারতা—
আজি ভার্গবের শেষ রণ-অভিনয়।
এস পতি-পুত্র হারা, এস শোকাতুরা,
দলে দলে যে যেখানে আছ ক্ষত্রনারী
এস ত্বরা। দেখে যাও—নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ
যুগে যুগে করেছে যে ভীম নির্য্যাতন,
এত দিন পরে তীব্র প্রায়শ্চিত্ত তার।
ধর—ধর শরাসন, তপোধন!
নিক্ষেপিব বাণ সম্মোহন
সাধ্য থাকে, তব অস্ত্রে করহ সংহার।

নেপথ্যে দেবগণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর-

নারদের প্রবেশ

না। সংহর—সংহর শর,
হে গাঙ্গেয়! বিঁধোনা ভার্গব-কলেবর!

গঙ্গার প্রবেশ

গঙ্গা। তপঃ পরায়ণ ঋষি, আত্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
গুরু তব মঙ্গল-বিধাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা—
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও সন্তান আমার।

ভীষ্ম। কে আপনি অপূর্ব্ব-মূরতি?
জ্ঞান ভক্তি প্রীতি
পরশে জাগায়ে দিলে অন্তরে আমার!

বসুর প্রবেশ

বসু। পরম দেবতা দেবতার
সর্ব্ব-ভক্তি সমষ্টি আকার—ভাগ্যবান্!
দেবর্ষি নারদ আজি ধ'রেছে তোমারে।
রাখ ভূমে শর শরাসন, স্পর্শ কর ঋষির চরণ,
রাখ বাক্য তাঁর,
রাম-অঙ্গে করিও না অস্ত্রের প্রহার।

ভীষ্ম। বৃথা এলে ঋষিরাজ!
আছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার,
রণক্ষেত্রে শত্রু হ'তে মুখ না ফিরাব,
বাণ চিহ্ন পৃষ্ঠে না ধরিব।

না। জামদগ্ন্য! অনুরোধ মম—
আজি হ'তে কর ত্যাগ ক্ষত্রিয় আচার,
ফেলে দাও অস্ত্র ভূমিতলে।
ব্রাহ্মণের মহাস্ত্র বিনয়, পরাজয় জয়,
অপমান মানের গরিমা।

রাম। হে গাঙ্গেয়! পরাজিত আমি।

ভীষ্ম। (দ্রুতপদে গিয়া রামের পদ ধারণ)
হে গুরু অপরাজিত!
যুদ্ধ ফল তব পদে দিলাম অঞ্জলি।
সত্যময় তপোনিধি। করহ স্মরণ,
অস্ত্রশিক্ষা অবসানে,
কি আশীষে ক'রেছিলে শক্তিমান মোরে!
কর কৃপা, দাও পদধূলি
রণক্ষেত্রে জয়ে মোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

রাম। পরম সন্তুষ্ট তুমি করিয়াছ রণে,
যাও বৎস, আপন ভবনে
ধরামাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবীর তুমি।
দেবর্ষি প্রণাম লহ, লহ নতি মাতা,

আর তুমি—মুক্ত আঁখি হে বসু-প্রধান
অসংখ্য প্রণাম তব পদে।

(রাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

এলে মা, দেখিলে রণ?

অম্বা। দেখিয়াছি ঋষি,
ভীষ্ম হ'ল ভার্গববিজয়ী।

রাম। তারপর?

অম্বা। তার পর আমি।

রাম। তুমি। তুমি কি করিবে বালা?

অম্বা। (হাস্য) আমি কিং করিব?
আর কি করিব ঋষি,
আমি নিজে ভীষ্মেরে বধিব
জামদগ্ন্য যার সনে রণে পরাজিত,
শরের চালনা দেখে দেবতা স্তম্ভিত—
আমি ভিন্ন এ জগতে
আর কে বা হ'তে পারে প্রতিদ্বন্দ্বী তার?

রাম। ত্যজ মা দুরন্ত অভিযান।

অম্বা। ফেরাও করুণা-দৃষ্টি, যাও তপোধন—
কর্ত্তব্যে বেঁধেছি মন,
তপস্যার বিঘ্ন মোর ক'রনাক আর,
চলে যাও আপনার পথে।
(হাস্য) এই কি বিধির ইচ্ছা?
যে প্রচণ্ড ধনুর্দ্ধর— সমবেত রাজশক্তি
ছিন্ন ভিন্ন করে দিল ভীষণ আহবে,
শক্তি শূন্য করিল ভার্গবে,
আমি হব প্রতিদ্বন্দ্বী তার?
সত্য কি দেবতা? অথবা মত্ততা।
সত্য কি আমার বাণে
ইচ্ছামৃত্যু বিশ্বজয়ী ভূমিতে লুটাবে?
এ সংসারে বদ্ধচক্ষে, শূন্যপ্রাণে, ঘন অন্ধকারে যে নারী বান্ধবহীনা একাকী বিচরে,
হে শঙ্কর, সে কি গো এতই অভাগিনী?
যার কেহ নাই—
ত্রিজগতে সত্য কি তাহার কেহ নাই?

মহাদেবের প্রবেশ

মহা। আছে— কেহ নাই যার,
একজন আছে তার।
সেই আমি— রব লব বালা!

অম্বা। হে ঈশ্বর,—
দেখ—দেখ—দেখ হে অন্তর।
মুগ্ধা আমি— অবশ রসনা—
বিদীর্ণ করহ বক্ষঃ শূলে।
খুঁজে লও— তুলে লও আবদ্ধ কামনা!
বল—বল—ভীষ্মে আমি করিব সংহার।
মুক্তি এসে সাধিছে আমায়, জড়াইছে পায়,-
হে বিভু, হে মুক্তির ভাণ্ডার।
তোমারে দেখেছি আমি—
মুক্তি আমি নাহি চাই, অখিলের স্বামী!
বর দাও, ভীষ্মে আমি করিব সংহার।

মহা। ভীষ্মে তুমি করিবে সংহার।

অম্বা। জয় জয় ত্রিপুরারি—আর কারে ডরি—
পাতহ অঞ্জলি, মৃত্যুরস দিব ঢালি,
তোমারে করাতে পান শান্তনু-নন্দন।

মহা। কিন্তু নাবী, হ'তে হবে নর—
দেহান্তর গ্রহণ করিতে হ'বে তোরে।

অম্বা। এখনি করিব নাথ,
এখনি করিব দগ্ধ জর্জ্জরিত তনু।
ওঠ জেগে চিতার অনল।
শিখায় শিখায় ধর তীব্র হলাহল,
উল্লাসে সাঁতার দিব তাহে।
দেহ পোড়াইব, পরমাণু হব—
শুদ্ধ মাত্র তীব্র বিষ, প্রাণ-সঙ্গে ল'য়ে যাব পারে

শান্তনু-নন্দন
সেই বিষে জীর্ণ হ'য়ে ত্যজিবে জীবন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন-প্রান্তস্থ আশ্রম

কক্ষ

দ্রুপদ ও ধৌম্য

ধৌম্য। মহারাজ! মৎস্যরাজ বিরাট আপনার কাছে আমাকে প্রেরণ ক'রেছেন। আপনি নগরে নেই শুনে এখানে এসেছি। আপনার নগরে ফেরবার অপেক্ষা ক'রতে পারি নাই। পঞ্চপাণ্ডব বিরাট-ভবনে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছেন। সেখানে বিরাটের কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যুর বিবাহ। সেই জন্য সপুত্র, সবান্ধব আপনাকে তিনি নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। অবশ্য বিবাহ উপলক্ষ। উদ্দেশ্য পাণ্ডবদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে আপনার সৎপরামর্শ গ্রহণ। দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ এসেছেন, বলদেব এসেছেন, অন্যান্য রাজাও এসেছেন। এখন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আমাকে সবিশেষ অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ত মহারাজ?

দ্রু। খুব বুঝেছি। ব্যাপার বিরাট!

ধৌ। তাহলে সত্বর যাতে উপস্থিত হ'তে পারেন, তার ব্যবস্থা করুন।

দ্রু। ব্যবস্থা আর আমাকে করতে হ'বে না প্রভু, ব্যবস্থা একেবারে উপর থেকে হয়ে আসছে।

ধৌ। সে কি রকম?

দ্রু। কৃতান্ত নিতান্ত কৃপালু হ'য়েছেন। তিনি আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য বিরাট আয়োজন করেছেন। এরূপ অবস্থায় বিরাট ভবনে যাওয়া আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। বিস্মিত হ'য়েছেন, আমার কথা বুঝতে পার্‌ছেন না। দুর্ব্বুদ্ধিবশে কিঞ্চিৎ স্ত্রৈণ হ'য়ে পড়েছিলুম। সেই স্ত্রৈণত্বের অনুরোধে একটা বিরাট ভুল ক'রে ফেলেছিলুম। তার ফলে বিরাট বিপদে পড়েছি যে, তা থেকে উদ্ধার হবার আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং বিরাট-ভবনে আমি যে উপস্থিত হ'তে পারব তার আশা নেই।

ধৌ। সত্য? আপনি এতই বিপন্ন?

দ্রু। যখন কৃপা ক'রে অধীনের এখানে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন একটু অপেক্ষা ক'রলেই বুঝতে পারবেন। আমার বৈবাহিক দশার্ণরাজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সসৈন্য পাঞ্চাল রাজ্যে আগমন ক'রেছেন।

দূতের প্রবেশ

দূ। মহারাজ! দশার্ণরাজ সসৈন্য নগর প্রান্তে উপস্থিত হ'য়েছেন।

দ্রু। বেশ করেছেন। তুমি তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে ব'ল আমি নিঃসৈন্য তাঁর আগমন-প্রতীক্ষায় এই বনপ্রান্তে ব'সে আছি। (**দূতের প্রস্থান**

ধৌ। দশার্ণরাজ আপনার বৈবাহিক। তবে তিনি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে আসছেন কেন?

দ্রু। ওই! তিনি দূতমুখে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে নিজেই আসছেন,

এখনি আপনি বুঝতে পার্‌বেন।

দশার্ণরাজের প্রবেশ

দশার্ণ। কোথায় পাপিষ্ঠ পাঞ্চালরাজ?

দ্রু। এই যে পাপিষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে।

দশার্ণ। এই যে! আছ আছ নরাধম!

দ্রু। হাঁ—হাঁ— ভুল ক'রবেন না বৈবাহিক! মধ্যে নরোত্তম ব্যবধান আছেন।

দশার্ণ। প্রতারক! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

দ্রু। সর্ব্বদাই প্রস্তুত বৈবাহিক! তবে কিনা বৈবাহিকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধটাই বড় সুখকর হয়। আমি প্রতারক হ'তে পারি। কিন্তু মাঝখানে যে তারকব্রহ্ম আছেন, তাঁকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন। তাহলে জানতে পারবেন বৈবাহিকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধই হ'তে পারে, বাহু আস্ফালন ক'রে অস্ত্রাযুদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু কদাচ অসিযুদ্ধ হ'তে পারে না।

দশার্ণ। নির্লজ্জ ! এরূপভাবে কথা কইতে এখনও তোমার মুখ আছে?

দ্রু। শুধু কথার জন্য কেন বৈবাহিক, ভোজনের জন্যও আছে।

ধৌ। ব্যাপার কি দশার্ণরাজ? জানতে পারি কি?

দশার্ণ। কে আপনি?

ধৌ। পাণ্ডব-পুরোহিত।

দশার্ণ। ব্যাপার কি ব'লব! কথা মুখে আনতেই আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

দ্রু। ঘৃণা বোধ হওয়াই উচিত। বৈবাহিকের বাটীতে যখন পদধূলি পড়েছে, তখন পিষ্টক মুখে আনবেন, সন্দেশ মুখে আনবেন, আর আনবেন সুপক্ক কদলী— কখনও বাজে কথা মুখে নষ্ট ক'রবেন না।

দশার্ণ। চুপ কর বর্ব্বর!

দ্রু। চুপের জন্য এই যে স্বতন্ত্র ধমক দিচ্চেন, এতেও আপনার মুখে কথা আসছে।

ধৌ। দশার্ণরাজ! আমি আপনার ক্রোধের কারণ কিছু বুঝতে পারছি না। তবু বলি, বৃদ্ধ-রাজা, ওঁর উপর আপনি ক্রোধ ক'রবেন না।

দশার্ণ। ক্রোধ ক'রব না? কি বলছেন? ওকে যতক্ষণ না আমি হত্যা ক'রছি, ততক্ষণ আমার ক্রোধের উপশম হচ্ছে না। এই নরাধম স্ত্রৈণ আমার সঙ্গে কি প্রতারণা ক'রেছে, তা' কি আপনি জানেন?

দ্রু। অবশ্য ধ্যানে বসলে জানতে পারেন। নতুবা কি ক'রে জানবেন?

ধৌ। সত্যই কি পাঞ্চালরাজ, আপনি প্রতারণা ক'রেচেন?

দ্রু। (মাথা নাড়িয়া) কিঞ্চিৎ।

দশার্ণ। কিঞ্চিৎ কি ঠাকুর! বিরাট প্রতারণা! প্রতারক তার মেয়েকে ছেলে ব'লে আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে।

দ্রু। ওই আবার বিরাট এলো ঠাকুর, আমাকে আর বিরাটের বাড়ী যেতে হ'ল না! আমার বৈবাহিক পর্য্যন্ত প্রতারণার সঙ্গে একটা বিরাট এনে উপস্থিত ক'রেছেন।

ধৌ। কি ক'রেছেন পাঞ্চালরাজ?

দ্রু। বৈবাহিকের উপকার করেছি। আমার কন্যা যখন ওঁর ঘরে যাবে, তখন উনি তাকে বলবেন বৌমা। আর ওঁর কন্যা যখন আমাব ঘরে আসবে, তখন

আমি তাকে বলব্ বৌমা। এতে আমাদের ভালবাসা চক্র-বৃদ্ধি হারে বেড়ে যাবে। দুজনে জড়াজড়ি না ক'রে আর আমরা থামতে পারবো না। এস বৈবাহিক, নমুনা স্বরূপ দুজনে একবার গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করি।

ধৌ। না পাঞ্চালরাজ, এর ভেতরে একটা কোন গভীর অর্থ আছে।

দ্রু। নিশ্চয় আছে। দুটো মেয়ের কোনটাকেই আর স্ত্রৈণ হ'তে হবে না। সে দফা একেবারে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছি। আবার যে তাদের বৈবাহিক এমনি ক'রে ক্রোধভরে চক্ষু আরক্ত ক'রে মারামারি ক'রতে আসবে, তার মূলেও ঘা মেরে দিয়েছি।

ধৌ। আসল ব্যাপারটা কি, আমাকে কি ব'লবেন পাঞ্চালরাজ?

দ্রু। অবশ্য ব'লব। আপনি শুনুন। বৈবাহিক ! আপনিও শুনুন। আরক্ত চক্ষু কিঞ্চিৎ নিমীলিত ক'রে আমার কথাটা একবার শনুন। শুনলেই আপনার রাগ অনুরাগে পরিণত হ'বে। আপনারা উভয়েই জানেন, আচার্য্য দ্রোণ একসময়ে আমার অপমান ক'রেছিলেন।

ধৌ। জানি।

দ্রু। আর এটাও জানেন, ভীষ্ম সেই অপমানের কার্য্যে দ্রোণের সাহায্য ক'রেছিলেন।

ধৌ। জানি।

দ্রু। আমি সেই জন্য দ্রোণবধের সঙ্কল্প ক'রে এক যজ্ঞ ক'রেছিলুম। সেই যজ্ঞে হোমানলে এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ করি। পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আর কন্যা কৃষ্ণা।

ধৌ। সে কন্যা ত আমাদের গৃহলক্ষ্মী হ'য়েছেন।

দ্রু। তা' তো হ'য়েছেন, কিন্তু এদিকে আমারও গৃহলক্ষ্মী তল্পীবগলে বৈকুণ্ঠ যাত্রার ব্যবস্থা ক'রেছেন।

ধৌ। সে কি রকম?

দ্রু। আমার প্রিয় মহিষী ছিলেন অপুত্রা। তিনি অনলের গর্ভে সন্তান উৎপাদন হ'তে দেখেই ঈর্ষানলে একেবারে জ্ব'লে উঠলেন। আমায় বললেন, যজ্ঞের ফ'লে হোমানল থেকে যদি সন্তান হ'তে পারে, তা হ'লে তাঁর জঠরানল থেকে কি সন্তান হ'তে পারে না? রাজা, তুমি আবার যজ্ঞ কর। কি করি ঠাকুর, প্রিয় মহিষীর অনুরোধ— আবার তপস্যায় ব'সে গেলুম। কিন্তু কি বলব বৈবাহিক, বিল্বপত্রটি চন্দনাক্ত ক'রে যেমন ব'লেছি 'ধ্যায়েন্নিত্যম্' অমনি একেবারে সম্মুখে 'রজতগিরিনিভম্' শিবঠাকুর সুমুখে এসেই বললেন,—বর গ্রহণ কর। বর চাইতে গিয়ে অদৃষ্টক্রমে ভীষ্মকে মনে পড়ে গেল। কাজেই ব'ললুম দয়াময়, ভীষ্মকে সংহার করতে পারে এমন একটি পুত্র আমাকে দান কর। ঠাকুর ব'ললেন— তথাস্তু। পুত্র পাবে, তবে কিনা সেটা কন্যা হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রবে, পরে পুত্ররূপ ধারণ ক'রে। শিববরে কন্যাটি লাভ করলুম। লোকে জানলে আমার পুত্রই হয়েছে— আমরা স্বামী স্ত্রী জানলুম—কন্যা। আজ পুত্র হয়, কাল পুত্র হয়, এই মনে ক'রে, বিবাহের বয়স পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলুম। কন্যা পুত্র হ'ল না। শেষে মনে ক'রলুম—বিবাহ দিলে হয়ত কন্যা

পুত্ররূপ ধারণ করবে। এই না ভেবে তার বিবাহ দিলুম। তা'তেই এই সমস্ত গোলের সূচনা। তা ঠাকুর, শিব যে ঠকাবেন, তা' কেমন করে বুঝব?

ধৌ। আপনার কন্যাটিকে একবার দেখাতে পারেন।

দ্রু। কি করে দেখাব? বৈবাহিক লগুড় নিয়ে আগমন ক'র্ছেন শুনে সে লজ্জায় অরণ্যের অভিমুখে পলায়ন ক'রেছে।

দশার্ণ। পালাবে কোথায়? তুমি তাকে আমার নিকট উপস্থিত করো।

ধৌ। ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, দশার্ণরাজ! আমার বিশ্বাস, আপনাকে বহুদিন মনোবেদনা ভোগ ক'রতে হবে না। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সূচনা হ'য়েছে। রাজা দ্রুপদের বাক্য যদি সত্য হয়—

দ্রু। সে কি প্রভু! এই বৃদ্ধ বয়সে আমি মিথ্যা কইব! তাই কি না ব্রাহ্মণের সম্মুখে!

ধৌ। তা হ'লেই ঠিক হ'য়েছে। দশার্ণরাজ! যদি সত্য উপলব্ধি ক'রবার কখন কোন উপযুক্ত সময় থাকে ত তা' এই। আপনি সেই উপযুক্ত সময়েই দ্রুপদ-গৃহে এসেছেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে অগণ্য সৈন্যের সমাবেশ। অগণ্য নরশোণিতে ধরণী প্লাবিত হবে। প্রকৃতির অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, এ লোকক্ষয়কর সংগ্রামের কিছুতেই রোধ হবে না। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে মহামতি ভীষ্মকে কৌরব পক্ষ অবলম্বন ক'রতেই হবে। তাঁকে নিধন করতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর কেউ নাই। যে নিধন ক'রতে পা'রবে, তাকে নিশ্চয়ই সর্ব্বসংহারী মহাকালের আশীর্ব্বাদ লাভ করতে হবে। সুতরাং আপনি নিশ্চন্ত হ'ন। দ্রুপদকন্যাকে সত্বরই আপনি জামাতারূপে প্রাপ্ত হবেন। শিববাক্য লঙঘন হয় না।

শিখণ্ডীকে লইয়া পরশুরামের প্রবেশ

রাম। সত্য তুমি বলিয়াছ দ্বিজ!
শিববাক্য না হয় লঙঘন।
এই লও ধর হে রাজন্!
যে সঙ্কল্পে ক'রেছিলে শিবের অর্চ্চনা,
সে সাধনা সার্থক তোমার।
ভ্রমিতে অরণ্য-পথে,
দেখিলাম বিচরিতে অপূর্ব্ব কুমার।
শুনিলাম তুমি পিতা তার,
কর্ম্মবশে আকৃষ্ট হইয়া,
বালকে ধ'রেছি করে করে।
পরশের সঙ্গে সঙ্গে
পশেছে পুত্রের হৃদে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান।
ধনুর্ব্বেদে হ'য়েছে মহান্,
সমর-দুর্ম্মদ তব সুত।
ধর ধর ভাগ্যবান্,
মহেশের এ অপূর্ব্ব দান,
শীঘ্র ধর বক্ষে মহামতি!

দ্রু। এস হৃদে শঙ্কর-করুণা!
জানি না আমার তুল্য ভগ্যবান্ কেবা।
বৈবাহিক—বৈবাহিক
কৃপণতা পরিহর— বদ্ধ আলিঙ্গনে,
এস ভাই, দূর করি মনের বেদনা।

দশার্ণ। দুর্ম্মতি অধম দুরাচার
স্বার্থান্ধ অজ্ঞান আমি।
করিয়াছি তব অপমান! ক্ষম রাজা মোরে।

ধৌ। কে আপনি মহাজন?

রাম! অবিলম্বে জানিবে ব্রাহ্মণ।

ধৌ। হে প্রচ্ছন্ন শঙ্কর-মুরতি!

শ্রীপদে প্রণতি মোর।

দ্রু। দয়াময়, উছলিত আনন্দে বিপুল,
জ্ঞানহীন করিয়াছে
করুণা তোমার।
ক্ষম নাথ দাসে,
ব'স হে আবাসে মোর।

রাম। প্রয়োজন নাহি রাজা।
ইচ্ছা মত গতি মোর, ইচ্ছা মত স্থিতি,
আসিনু চলিনু আমি,
আশীষ করিনু হ'ক মঙ্গল সবার।

শি। পিতা, পিতা!
শঙ্করের করি আরাধনা
নরত্ব ক'রেছি উপার্জ্জন।
সঙ্গে সঙ্গে নব ভাব জাগে,
নব অনুরাগে
আকুল হইল হিয়া মম।
ল'য়ে চল যেথায় জননী— ল'য়ে চল;
তিতিছে নয়ন জলে যথা
পূর্ব্ব সখী, এবে প্রণয়িনী।
হে দশার্ণপতি,
চল যাই, নবরূপে নব সাধ সনে
তব নন্দিনীরে দিতে আত্ম-উপহার।

দশার্ণ। এস রাজা।
পাঞ্চাল পূরাই আজি আনন্দ উল্লাসে।
আবাসে আবাসে আনন্দে মাতুক নর-নারী।

দ্রু। হে ব্রাহ্মণ! বিরাটে সংবাদ কর দান
আমি, সপুত্র চলিনু তাঁর গৃহে। (প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিরাট রাজ-সভা

শ্রীকৃষ্ণ,বলরাম,যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, বিরাট ও রাজন্যগণ

বিরাট। । অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ উপলক্ষে কয়দিন আমাদের অতি আনন্দে অতিবাহিত হ'য়ে গেল। আমি ভাগ্যবান, আজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকে বৈবাহিকরূপে প্রাপ্ত হ'য়েছি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কৃপায় আজ নরদেব বলদেব ও কেশবের আত্মীয়তা লাভ ক'রেছি। এ আনন্দ আমার ক্ষুদ্র মৎস্য-দেশবাসীকে জানিয়ে তৃপ্তি লাভ ক'রতে পারছি না। বলুন মহারাজ, কেমন ক'রে জগৎবাসীর কাছে আমার এ সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করি?

সাত্যকি। কালবশে শীঘ্রই আপনার সে বাসনা চরিতার্থ হবার সুযোগ হচ্চে মহারাজ!

বল। কি ক'রে তুমি জান্‌লে সাত্যকি?

সাত্যকি। কি ক'রে জা'নলুম, তা আপনাকে ব'লে কি হ'বে?

বল। কিছু হোক না হোক, তবু ব'লতে দোষ কি?

সা। দু'দিন পরেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৈতৃক রাজ্য-প্রাপ্তির মীমাংসা ক'রতে ধর্ম্মক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে সমবেত হ'তে হ'বে।

বল। তোমাকে এ কথা কে ব'ললে?

সা। যাঁর চরণে আমি আত্ম-সমর্পণ ক'রেছি, সেই অন্তর্য্যামী ভিতর থেকে আমাকে এই কথা ব'লেছেন।

বল। দেখ সাত্যকি, এই সমস্ত বিজ্ঞ রাজাদের সম্মুখে তোমার মত যুবকের অযাচিত হ'য়ে কথা কওয়া বড়ই ধৃষ্টতা!

সা। বেশ, যদি ধৃষ্টতাই মনে করেন, তা হ'লে চুপ ক'রলুম। তা হ'লে

মহারাজ যুধিষ্ঠিরই রাজা বিরাটের প্রশ্নের উত্তর দিন। বলুন মহারাজ, আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে রাজা বিরাট আপনাকে অতি সুসঙ্গত প্রশ্ন ক'রেছেন, উত্তরে যদি কিছু বলবার থাকে বলুন, আমরা শুনে ঘরে চলে যাই। রাজা বিরাটের প্রচণ্ড আতিথ্যে আমাদের যে বিষম উদর স্ফীত হ'য়েছে, কিছুদিন নিরম্বু বিশ্রাম না ক'রলে সে স্ফীতির উপশম হবে না। কেমন আর্য্য, এটা আপনি স্বীকার করেন কি না?

বল। এটা স্বীকার করি। বিরাটরাজের সেবা আমাদের চিরকালই স্মরণে থাকবে।

যুধি। কৃষ্ণ! ভাই! আমার মনোগত অভিপ্রায় এই সভাসদ্‌গণের সম্মুখে প্রকাশ কব।

দ্রুপদের প্রবেশ

কৃষ্ণ। আসুন মহারাজ! আমরা এই সভায় আপনার অভাব অনুভব ক'রছিলুম। উৎসব শেষে আমাদের বিদায় গ্রহণের সময় হ'য়েছে। কিন্তু বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে মহাবাজ যুধিষ্ঠিরের আপনাদের কাছে একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

দ্রু। আমরা শোনার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি বাসুদেব।

কৃষ্ণ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা আপনারা সকলেই জানেন। কেমন করে তিনি শকুনির ছলনায় বাজ্য হারিয়েছেন, বনবাসের জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, এ সমস্ত আপনাদের কারও অবিদিত নেই। বিশেষতঃ অজ্ঞাতবাস সময়ে রাজা বিরাটের দাসত্ব অঙ্গীকার ক'রে তিনি যেরূপে সুঃসহ ক্লেশ সহ্য করেছেন, রাজা বিরাট তা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

বিরাট। সে কথা আর উত্থাপন ক'রবেন না। ধর্ম্মরাজ আমাকে সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমা না কর্‌লে জীবনে আমার আক্ষেপ দূর হ'ত না।

কৃষ্ণ। মহারাজ ত্রয়োদশ বৎসব বনবাস ক'রে সত্যেরই অনুসরণ ক'রেছেন। এখন ইনি মুক্ত—ধর্ম্মতঃ পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী এবং প্রার্থী। রাজা দুর্যোধন এঁকে সেই অধিকার থেকে অন্যায়রূপে বঞ্চিত ক'রেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অর্দ্ধরাজ্য তিনি দেবেন কি না, এ বিষয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি। যদি না দেন, তা হ'লে যুদ্ধ অনিবার্য্য। কিন্তু পরের অভিপ্রায় না জেনে কাজ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত?

দ্রু। আপনার মত কি?

কৃষ্ণ। আমার অভিপ্রায়, রাজা যুধিষ্ঠির অর্দ্ধরাজ্য প্রার্থনা ক'রে দুর্য্যোধনের কাছে কোন ব্রাহ্মণকে দূতরূপে প্রেরণ করুন।

বল। কেশবের এ কথা ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত। এরূপ কার্য্য দুই পক্ষেরই শ্রেয়স্কর। আপনারা একজন নীতিজ্ঞ দূত প্রেরণ করুন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁকে প্রণাম ক'রে বিনয়যুক্ত বাক্যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

সা। তার পর?

বল। কৌরবগণ বলপূর্ব্বক পাণ্ডবদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন

বটে, কিন্তু পরাক্রমের ভাণ দেখিয়ে তাঁদের ক্রুদ্ধ করা কোনও ক্রমে উচিত নয়।

সা। আমারও তাই মত— তবে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। আমার ইচ্ছা মহারাজ আর কোন দূতকে না পাঠিয়ে, নিজেই দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে কৌরব-সভায় উপস্থিত হন।

বল। একটু বিনীতভাবে নিবেদন ক'রলেই তিনি অর্দ্ধরাজ্য দান ক'রবেন।

সা। আর একটু বেশি বিনয় দেখালেই দুর্য্যোধন কৌপীন নেবে, শকুনি ভাগাড়ে যাবে, আর কর্ণ কেবল ব'সে ব'সে নিজেকে মর্দ্দন ক'রবে।

বল। তুই কি বলতে চাস, যুদ্ধের ভয় দেখালেই দুর্যোধন রাজ্য ছেড়ে দেবে?

সা। আমি ত তোমার কথায় সায় দিচ্ছি, তবে যেখানে যেখানে তুমি খেই হারিয়ে ফেল্‌ছ, আমি সেইখানে কেবল একটা আধটা গুঁজি দিচ্ছি।

বল। দুর্য্যোধন এমন যে কি অন্যায় ক'রেছে, তা' ত বুঝতে পার্‌ছি না। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমত্ত হ'য়ে পাশা খেলে সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরহস্তগত ক'রেছেন, শকুনি খেলায় পারদর্শী বলে সেই ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিয়েছে। তা'তে দুর্য্যোধনের অপরাধ কি?

সা। অপরাধ দুর্য্যোধনের নয়, তোমারও নয়। যার যেমন প্রকৃতি, সে সেই রকমই ব'লে থাকে। তোমার যেমন প্রকৃতি, তুমিও সেই রকম ব'লছ।

বল। রাগ কর্‌ছ কেন? আমার কথা একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান কর।

সা। রাগ তোমার ওপর হবে কেন আর্য্য! রাগ হ'চ্ছে এই সব সভাসদ্‌দের ওপর, যেহেতু তাঁরা তোমার এই পাগলের প্রলাপ নীরবে শুনছেন।

বল। কথাটা অযথা কিসে হ'ল যে, শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠেছিস?

সা। যাও, যাও—সোমরস তোমায় চিনেছে, তুমিও সোমরসকে চিনেছ। তাই ব'সে ব'সে কলসী কলসী পান কর।

বল। আরে মল, অন্যায়টা কি ক'রে হ'ল বল! মিছামিছি রক্তপাতটাই কি ভাল? দুর্য্যোধন কি অধর্ম্ম ক'রেছে?

সা। বলি, ধর্ম্মরাজ কি নিজের বাড়ীতে পাশা খেলেছিলেন? না পাপাত্মা দুর্য্যোধন তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে কপট দ্যূতে হারিয়েছিল? নিজের বাড়ীতে যদি ধর্ম্মবাজ হা'র্‌তেন, তা' হ'লে বটে তাঁকে ধর্ম্মতঃ পরাজিত ব'লতে পারতুম। যখন কপটদ্যূতে হারিয়েছিল তখন আবাব দুরাত্মার সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব কি? মহারাজ যুধিষ্ঠির এখন ত মুক্ত, তবে তিনি সেই পাষণ্ডদের কাছে মাথা হেঁট ক'রতে যাবেন কেন? যদি তোমার কথাই ধরি, তোমার মতে সমস্ত সম্পত্তি যদি দুর্য্যোধনেরই হয়, তা হ'লে সে পরধন! ধর্ম্মরাজ পরধন ভিক্ষা ক'রতে যাবেন কেন— বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রবেন।

দ্রু। আমিও এই কথা বলি।

সা। আপনারা ওঁর কথায় কর্ণপাত ক'রবেন না। উনি যদুকুলশ্রেষ্ঠ, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই ব'লে, ওঁর কথায় আমরা কেউ কর্ণপাত করি না।

বল। কি ব'ললি পাষণ্ড?

সা। যাও যাও,—তোমার উপদেশের আবার মূল্য কি? আপনারা শুনুন যদি দুর্য্যোধন সসম্মানে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দেয়, তা'হলে গ্রহণ করুন। নইলে সকলে মিলে তা'কে সবংশে নিধন করুন. আমার এই পাগল পিতামহের কথায় কাণ দেবেন না।

বল। সাত্যকি, তুই ম'লি।

সা। তা' তোমার ওই অন্যায় দুর্য্যোধন-প্রীতি দেখার চেয়ে মরা ভাল।

কৃষ্ণ। করেন কি দাদা, ও যে বালক, শাম্ব, নিষ্ঠও যে, সাত্যকিও সে। ও কি আপনার যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী?

বল। আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বল্‌ছি।

সা। আপনি নিত্য আমাদের যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ ক'রছেন, সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, অন্য মঙ্গল আপনার আর দেখ্‌বার প্রয়োজন নেই।

বল। ওরে মূর্খ! দুর্য্যোধন আমার কাছে গদাবিদ্যা শিখেছে। সে গদা প্রয়োগ ক'রলে, তোদের সমস্ত বীর একদিনে যমালয়ে প্রেরণ ক'রতে পারে।

সা। কাছে পৌঁছতে পা'রলে, তবে ত গদা। ত্রিলোক-শাসন জনার্দ্দন আমার গুরু, জগতের শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী মহামতি পার্থ আমার আচার্য্য, সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা আমি তাঁর কাছে শিক্ষা ক'রেছি। তোমার গদার ভয় আর কাউকে দেখাও গে। সভামধ্যে মনস্বিনী পাঞ্চালীর যারা অপমান ক'রেছে তাদের সঙ্গে যিনি সন্ধি করতে বলেন, তিনি গুরু হ'লেও তাঁর বাক্যে আমি অশ্রদ্ধা করি।

কৃষ্ণ। তা'হ'লে তোমার মত কি যুদ্ধ?

সা। যুদ্ধ। মহামতি ভীষ্ম দ্রোণ দুরাত্মাদের অনুনয় ক'রেছিলেন। তাতেও যখন দুরাত্মারা পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্য দান করেনি, তখন আপনারা কেউ কি মনে করেন যে, বিনা যুদ্ধে দুর্য্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যার্পণ ক'রবে?

দ্রু। আমি ত মনে করি না। দুর্য্যোধন স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ রাজ্য প্রদান ক'র্‌বে না। পুত্র-বৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা তারই বাক্যের অনুমোদন ক'রে থাকেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনতাবশতঃ দুর্য্যোধনের পাপাচরণের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করেন না। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি তার পাপকার্য্যের সহায়। অতএব আমার মতেও বলদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত হ'চ্ছে না। দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্ত বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়। মৃদুতা অবলম্বন ক'র্‌লে সে পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হবে না।

বল। তবে তোমরা যুদ্ধই কর। কিন্তু শুনে রাখ সাত্যকি, শুনে রাখ রাজন্যবর্গ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধ্‌লে যদি নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমাকে অস্ত্র ধ'র্‌তে হয়, আমার প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে পা'র্‌ব না।

সা। কে পরিত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছে? আপনি পারেন যদি, দুর্য্যোধনের পক্ষই অবলম্বন ক'র্‌বেন। তখন দেখা যাবে, বাসুদেবের নমস্য বলদেবের গদার বল বেশী, কি বাসুদেব-শিষ্য সাত্যকির অস্ত্র-বল বেশী?

বল। কৃষ্ণের প্রশ্রয় পেয়ে তোর বড়ই আস্পর্দ্ধা বেড়েছে সাত্যকি।

সা। কেন বাড়বে না? তোমরা এলে কেমন ক'রে? আমার পিতামহ শিনি রাজা মহাত্মা দেবক রাজার কন্যার স্বয়ংবর সময়ে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত ক'রে দেবক নন্দিনীকে যদি গ্রহণ না ক'র্‌তেন, আর সেই দেবারাধ্য দেবকী দেবীকে মহাত্মা বসুদেবের করে সমর্পণ না ক'র্‌তেন, তা'হলে তোমাদের ধরণীতলে কে দেখতে পেত?

বল। কৃষ্ণ। আমি দ্বারকায় চ'ল্‌লুম। তুমি যা ভাল বোধ কর, কর।

সা। যাও যাও। আর সেই সঙ্গে সমস্ত যাদব বালকগণকে, অভিমন্যুকে, নববধূ উত্তরাকে, আর মা সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। **(বলদেবের প্রস্থান।**

দ্রু। যে ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সঙ্গে শান্ত ব্যবহার করে, সে তাকে মৃদু ও অসার মনে ক'রে থাকে। আমার ইচ্ছা, পাণ্ডবের শক্তির সম্যক্ পরিচয় দিতে পারেন, এমন একজন দূত হস্তিনায় প্রেরণ করুন। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিকটে গমন করুন। তাঁদের কাছে যে সকল সংবাদ দিতে হবে, তা' তাঁকে ব'লে দিন্।

কৃষ্ণ। এই উত্তম পরামর্শ।

দ্রু। কিন্তু হস্তিনায় দূত প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা। দ্রুতগামী দূত সকল আত্মীয় রাজাদের নিকট গমন করুক। দুর্য্যোধনও সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ ক'রবে সন্দেহ নাই। সাধারণের এইরূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, যিনি আগে দূত প্রেরণ করেন, সাধু লোকেরা তাঁরই পক্ষ অবলম্বন ক'রে থাকেন।

কৃষ্ণ। তা'হলে আমরাও নিজের নিজের গৃহে গমন করি। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে এসেছি, আপনিও সেই জন্য এসেছেন। এখন বিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। সুতরাং আর আমাদের বিরাট-গৃহে থাকা কর্ত্তব্য নয়। কেননা, কুরু-পাণ্ডবদেব সঙ্গে আমাদের তুল্য সম্বন্ধ।

যুধি। বাসুদেব! দ্বারকা যাত্রার পূর্ব্বে আমার একটা কথা শোন। আমি পুরোহিত মহামতি ধৌম্যকে দূতরূপে প্রেরণ ক'রব; কিন্তু সেই সঙ্গে জননীকে আমাদের প্রকাশ সংবাদ দেবাব কি হবে?

কৃষ্ণ। আমরা সকলেই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি, মহারাজ।

যুধি। না দূতের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আমি দুর্য্যোধনের পরিচিত কাহাকেও মাতৃ-সমীপে পাঠাতে ইচ্ছা করি না। অথচ একজন আত্মীয় পুত্রের সে স্থানে গমন কর্ত্তব্য।

দ্রু। বেশ, সে ব্যবস্থা আমিই ক'রব। আমি আমার পুত্র শিখণ্ডীকে কুন্তীদেবীর কাছে প্রেরণ করি।

যুধি। দুর্য্যোধন কিম্বা অন্য কোন কৌরব তাঁকে চিন্‌তে পার্‌বে না?

দ্রু। বিধাতাই এখন তাকে চিন্‌তে পা'র্‌বে না, তা দুর্যোধন! আমি তার পিতা, আমিই তা'কে চিনতে গিয়ে থতমত খাই।

কৃষ্ণ। তা' হ'লে শিখণ্ডীই পিতৃস্বসাকে সংবাদ দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

যুধি। তবে তা'কে মায়ের কাছে

পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আমরা উপপ্লব্য নগরে গমন করি।

তৃতীয় দৃশ্য

ভীষ্মের কক্ষ

বিদুর ও ভীষ্ম

বিদুর। পিতা! আপনাকে আজ বিষণ্ণ দেখছি কেন?

ভীষ্ম। বিষণ্ণ! বিদুর, বিষণ্ণ হ'বার ত কারণের অভাব নেই! আমাকে যে তোমরা প্রফুল্ল দেখতে পাও, এই আশ্চর্য্য। কত বর্ষ কত যুগ চ'লে গেল। পৌরবের কত বংশধর আমার সম্মুখে এল, আবার মিলিয়ে গেল। পিতার দেহত্যাগে চিত্রাঙ্গদকে রাজা ক'রলুম। ভাই আমার গন্ধর্ব্বের হাতে প্রাণ দিলে। বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা ক'রলুম! সেও যৌবনে পদার্পণ করেই দেহত্যাগ করলে। তার পর তোমরা তিন তিন ভাই। অতি শৈশব থেকে তোমাদেরও পালন ক'রলুম। বিদুর! তার ভিতর থেকে আবার একজন আমাব উপর কতকগুলি শিশু পুত্রের পালনের ভার দিয়ে অকালে দেহত্যাগ ক'রলে। তুমি ত দেখেছ, পঞ্চপাণ্ডব শৈশবে আমাকেই পিতা ব'লে ডাক্‌ত! আমি কত কষ্টে তাদের সে ভ্রম ঘুচিয়ে ছিলুম। সেই পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস পর্য্যন্ত আমাকে দেখ্‌তে হ'ল। তা'দের সঙ্গে বিরাট্ রাজ্যে যুদ্ধ পর্যন্ত ক'র্‌তে হ'ল! বিষণ্ণ যে হব, তাতে আর বিচিত্রতা কি?

বিদুর। না, পিতা, বিষাদের কথা আপনি মুখেও আনবেন না। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে, আপনার মনে ধরণী-ত্যাগের অভিলাষ জেগেছে।

ভীষ্ম। না বাপ, সে আশঙ্কার কোনও কারণ না। জীবের মনে মনেও মৃত্যুকামনা একরূপ ব্রহ্ম-হত্যা। আমার মনে মরণের অভিলাষ এক মুহূর্ত্তের জন্যও জাগেনি, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

বিদুর। তাই বলুন। সূর্য্যের প্রতিভায় আপনি কৌরবকুল উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন মহারাজ শান্তনুর সমক্ষে চির কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ ক'রে, আপনি এতকাল পর্য্যন্ত কুরুকুলের রক্ষীর কার্য্য ক'রে আস্‌ছেন। জ্ঞান হ'য়ে অবধি আমি আপনাকে একদিনের জন্য বিষণ্ণ দেখিনি। চির-শান্ত যোগিরাজ, আপনার বিশাল সাগরতুল্য মন চির-অচঞ্চল! আমার মনে হয়, শুধু আমি কেন, কেউ কখন তা'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিক্ষোভ দেখেনি। আপনি দয়া ক'রে বলুন, আমি আপনার মুখে যে বিষাদচিহ্ন দেখ্‌লুম, তা আমার দৃষ্টিভ্রম।

ভীষ্ম। তুমি পরম তত্ত্বজ্ঞ। যদিই তুমি আমাকে বিষণ্ণ দেখ, তা'হ'লে আমি না ব'ল্‌ব কেমন ক'রে? বিদুর! আমার চিত্ত-বিক্ষোভের কারণ উপস্থিত হ'য়েছে। লোক-পরম্পরায় শুনলুম, পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সঙ্গে দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর বিরাটের সভায় আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন।

বিদুর! তাই শুনেই কি আপনার চিত্তচাঞ্চল্য হ'য়েছে?

ভীষ্ম। হবার কি কারণ নাই বিদুর?

বিদুর। ক'ই—আমি ত বুঝ্‌তে পা'রছি না। যেদিন আপনার চিত্তের অস্থিরতার সম্যক কারণ উপস্থিত হ'য়েছিল, সেদিন যখন হয়নি তখন আজ হবে কেন?

ভীষ্ম। কোন্ দিন?

বিদুর। যে দিন দুরাত্মা দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ক'রে কৌরব সভামধ্যে নিয়ে এসেছিল এবং তার পঞ্চস্বামীর সম্মুখে অপমান ক'রেছিল, সে দিন বিশাল বারিধির সর্ব্বস্তরে বিক্ষুব্ধ হ'বার কারণ হ'য়েছিল। দুর্ভাগ্যবশে আমিও সে দিন সভায় উপস্থিত ছিলুম। সে দিন আমি কারও দিকে লক্ষ্য করিনি,— সভাসদ্‌দিগের দিকেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিনি। আমি শুধু আপনার পানে ছেয়েছিলুম। অনাথশরণ আপনারই সম্মুখে আপনার কুলবধূর উপর অত্যাচার। দেখছিলুম, তা দেখে আপনার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় কি না। সে দিন যখন হ'ল না, তখন আজ এই তুচ্ছ সংবাদ শুনে, আপনার চিত্ত চঞ্চল হবে কেন?

ভীষ্ম। সেদিনের কথা—আর আজকের কথা স্বতন্ত্র। বিদুর, সেদিনের ব্যাপার তুচ্ছ ব'ললেও বলা যেতে পারে; কিন্তু আজকের এই শোনা ঘটনাকে আমি কোনও মতে তুচ্ছ ব'লতে পারি না। ধর্ম্মরাজ নিশ্চয়ই তাঁর রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত পাঠাবেন। ধৃতরাষ্ট্র একে অন্ধ, তাতে আবার পুত্রের উপর অত্যন্ত মমতায় হতজ্ঞান। একে দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি, তার উপর কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি দুর্ম্মতিগুলো দিবারাত্রি তাকে ঘেরে আছে। তা'দের অসৎ পরামর্শ শুনলে, সে ত কখনই যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিতে চাইবে না।

বিদুর। কিছুতেই না।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য ক'রতে সাহস ক'রবে না।

বিদুর। তা' ক'রবেন না।

ভীষ্ম। তা' হলে তো কুরুপাণ্ডবের বিষম যুদ্ধ বাধল।

বিদুর। বাধে, দুষ্ট কুরুকুল নির্ম্মূল হবে, তা'তে আপনার বিষণ্ণ হ'বার কারণ কি আছে?

ভীষ্ম। বিষণ্ণ হ'বার কারণ আছে। জানি আমি কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। সবান্ধব দুর্য্যোধনের ধ্বংসই যদি নিয়তির বিধান হয়. তা' হলে স্বয়ং বিধাতা দুর্যোধনকে রক্ষা ক'রতে এলেও রক্ষা ক'রতে পা'রবেন না। এ কথা আমি গুরু জামদগ্ন্যের কাছে শুনেছি। আমার কাছে তাঁর পরাভবে তা বুঝেছি। বিশ্বনাশী পাশুপাত অস্ত্র লাভ ক'রেও ভার্গবকে আমার কাছে পরাভব স্বীকার ক'রতে হ'য়েছে। তবু বিদুর, আমি বিষণ্ণ হয়েছি। কেন, তোমাকে বলছি।—কে—ও?

ধৌম্যের প্রবেশ

ধৌম্য। এই যে কুরুবৃদ্ধ, এই যে ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর।

ভীষ্ম। কে আপনি প্রভু?

ধৌম্য। আমি অরণ্যবাসে পাণ্ডবের পুরোহিত ছিলাম। এখন তাঁর দূতরূপে কুরু-সভায় এসেছি। গাঙ্গেয়! ধৃতরাষ্ট্র ও

পাণ্ডু উভয়েই একজনের সন্তান; পৈতৃক ধনে সমান অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ ক'রেছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ তা থেকে বঞ্চিত হ'লেন কেন?

ভীষ্ম। এর উত্তর আমি কেমন ক'রে দেব?

ধৌম্য। আপনি সত্যের অবতার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী। আপনি উত্তর দেবেন না ত অন্যে কে দেবে? অন্যে কে এর সদুত্তর উত্তর দিতে পারে?

ভীষ্ম। আমি কুরু-অন্নভোজী— আমি এর উত্তর দিতে সমর্থ নই।

ধৌম্য। বলেন কি গাঙ্গেয়, পরান্নভোজী হ'য়ে আপনার কি সমস্ত পৌরুষ বিনষ্ট হ'য়েছে?

ভীষ্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, পাণ্ডব পুরোহিত, বিষেশতঃ দূত। যুধিষ্ঠিরের হ'য়ে কৌরব-সভায়, দৌত্যকার্য্য ক'রতে এসেছেন; সুতরাং আপনার এ প্রশ্নেরও আমি উত্তর দিতে পারি না। এরূপ প্রশ্ন ক'রবার যে অপরাধ, তা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে স্পর্শ ক'রবে। ব্রাহ্মণ, আপনার অন্য যদি কোন বক্তব্য আমার কাছে থাকে, বলুন।

ধৌম্য। আপনি জানেন যে, পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের পৈতৃক ধন গোপন ক'রে তাঁদের সেই ধন থেকে বঞ্চিত ক'রেছিলেন। তাঁর পুত্রেরা তাঁদের সংহার ক'রবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা ক'রেছেন; পিতার অনুমতি অনুসারে শকুনির সাহায্যে ছল ক'রে পাণ্ডবদের স্ববল অর্জ্জিত রাজ্য অপহরণ ক'রেছেন; সভামধ্যে পাণ্ডবদের ও পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর নিগ্রহ ক'রেছেন। তারপর তাঁদের মহারণ্যে নির্ব্বাসিত ক'রেন। মহারণ্যেও তাঁদের প্রতি যে অত্যাচার হ'য়েছিল তাও আপনার অবিদিত নেই, গাঙ্গেয়! তথাপি তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের সহিত সন্ধি ক'রতে ইচ্ছুক।

ভীষ্ম। একথা কৌরব সভায় বলেছেন।

ধৌ। বলেছি।

ভীষ্ম। তা'তেও কি উত্তর পেয়েছেন।

ধৌ। কৌরবেরা কোনও মতে সন্ধি ক'রতে ইচ্ছুক ন'ন। তাঁরা পাণ্ডব-নিধনের জন্য বিপুল বল-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। যা'তে এই অনর্থ নিবারিত হয়, সেই জন্য আমি আপনার কাছে উপস্থিত হ'য়েছি।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্র নিজে কিছু বলেছেন?

ধৌম্য। তিনি পাণ্ডবদের সংবাদ পেয়েই কপট শোকে অভিভূত হ'লেন এই মাত্র। এমন কিছু কথা ব'ললেন না, যাতে ভীষণ লোকক্ষয়কর সংগ্রামের নিবৃত্তি হয়।

ভীষ্ম। তা'হলে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

ধৌ। নিবারণ হবে না?

ভীষ্ম। এক নিবারণ ক'রতে সমর্থ আমি। নইলে দুরাত্মা দুর্যোধন আর কারও কথা কর্ণে তুলবে না। কিন্তু প্রভু, আমি ত অযাচিত হ'য়ে তা'কে কোনও উপদেশ দেব না! অথবা বলপ্রয়োগ ক'রে তা'কে কোনও কার্য্য হ'তে নিরস্ত ক'রব না।

ধৌ। এই কি আপনার ভীষ্মত্ব?

ভীষ্ম। এই আমার ভীষ্মত্ব।

ধৌ। যেদিন দুরাত্মা দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কুরুসভামধ্যে কেশাকর্ষণে আনয়ন ক'রে তাঁর পাঞ্চস্বামীর সম্মুখে অত্যাচার করেছিল, সেদিনও কি আপনি এই ভীষ্মত্ব নিয়ে কুরুসভা মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন?

ভীষ্ম। এ প্রশ্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের? না আপনার?

ধৌ। না গাঙ্গেয়, যুধিষ্ঠির এ প্রশ্ন করেননি। এ প্রশ্ন আমি করছি।

ভীষ্ম। তবে শুনুন বিপ্র! আমার এই —জননী সত্যবতীর সম্মুখে আমার পূর্ব্ব-যুগের ভীম আমাকে সে সময় সভাস্থলে নিস্তব্ধ রেখেছিল। যদি প্রতিজ্ঞা টলতো, তা'হলে আমার সযত্ন-রচিত বিশাল বট সেই দিনেই উন্মূলিত হ'য়ে যেত। আমার প্রতিজ্ঞা টলাতে প্রকৃতি সময়ে সময়ে তার উপর এক একটি প্রচণ্ড আঘাত ক'রেছিলেন— ব্রহ্মচর্য্যনাশের জন্য কাশীরাজকন্যা অম্বা, যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত ক'রবার জন্য পরশুরামের শক্তি, বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর রাজ্যগ্রহণের জন্য জননী সত্যবতীর অনুরোধ—বহুবার বহু উপায়ে প্রকৃতি আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সেদিনের মত পরীক্ষায় আমি আর কখন পড়িনি। যা'র রক্তমাংসের শরীর, সে সেদিনকার দৃশ্যে ক্রুদ্ধ না হ'য়ে থাক্‌তে পারেনি। কিন্তু আমি ছিলুম। কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে বোধ হয়, আমাকে সত্যভ্রষ্ট হ'তে হ'ত। জনার্দ্দন আমার মনোবেদনা বুঝে, সকলের অলক্ষ্যে সতীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে কুরুসভায় প্রবেশ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ! নারায়ণ শুধু দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে আসেননি, আমাকেও তিনি সেই সঙ্গে রক্ষা ক'রে গিয়েছেন।

ধৌ। গাঙ্গেয়! এত দিনে এ রহস্য বুঝতে পা'রলুম।

ভীষ্ম। না ব্রাহ্মণ, এখনও বোঝেননি। সেদিন আমি ক্রুদ্ধ হলে, সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরকে বধ করতুম। আমি জানি নারী মাত্রেই জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি। হীন দ্যূতে যে নারীদেহ পণ করে সে সকলেরই বধ্য। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ ক'রতুম। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য ভীমাদি চারি ভ্রাতা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করত। সুতরাং প্রথমেই পঞ্চ পাণ্ডবের আমার হাতে সংহার হ'ত। তার পর কুরুকুল—বংশে বাতি দিতে একটি ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকতো না।

ধৌ। গাঙ্গেয়—মহান গাঙ্গেয়। আমি বুঝতে পারিনি।

ভীষ্ম। যে বংশকে রক্ষা ক'রবার জন্য পিতার সম্মুখে, মাতার সম্মুখে, অরণ্য আকাশচারী দেবতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, জীবনের সমস্ত সাধ সংসার-প্রবেশ-মুখে এক মুহূর্ত্তে জাহ্নবী জলে বিসর্জ্জন দিয়েছিলুম, —ব্রাহ্মণ! না লোভ, না মমতা, না ভয়— কিছুতেই আমি সে প্রতিজ্ঞা হ'তে ভ্রষ্ট হ'তে পা'রব না।

ধৌ। তা' হলে তো কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, আপনি কৌরব পক্ষই অবলম্বন করবেন।

কর্ণ, শকুনি, ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দু। পিতামহ! আমি আপনার চরণাশ্রয় গ্রহণ ক'রতে এসেছি।

ভীষ্ম। আমি ত চিরদিনই তোমার সহায় আছি, দুর্য্যোধন!

দু। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার জন্য দূত প্রেরণ করেছে।

ধৌ। কই—যুদ্ধের কথা তো কিছুই হয়নি কুরুরাজ।

শ। পাকে প্রকারে হ'য়েছে। তাঁর আভিমান রক্ষা ক'রতে না পা'রলে ত যুদ্ধ রহিত হবে না।

ভীষ্ম। যদি সদভিপ্রায়েই আমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে এসে থাক, তা হ'লে শুন দুর্য্যোধন, আমি যা' উপদেশ দিই, তা' মন দিয়ে শ্রবণ কর। এই সব সঙ্গীর অসৎ পরামর্শে উত্তেজিত হয়ো না। তেরো বৎসর বনবাসের পর পাণ্ডবেরা ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধনে অধিকারী হ'য়েছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই।

কর্ণ। মহারাজ! আপনি ততক্ষণ পিতামহের উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমি ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণকে আমার কিছু বক্তব্য ব'লে নিশ্চিন্ত হই। শুনুন ব্রাহ্মণ, আপনি ধর্ম্মরাজকে গিয়ে বলুন, পূর্ব্বে মহামতি শকুনি রাজা দুর্য্যোধনের আদেশে দ্যূত ক্রীড়া করে তাঁকে পরাজিত করেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গিয়েছিলেন। ত্রিলোকে একথা কারও অবিদিত নাই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ের আর বারংবার উল্লেখ করব না। এখন তিনি মুর্খের মত প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ক'রে বিরাট ও দ্রুপদের সাহায্যে তাঁর পৈতৃক রাজ্য অধিকার করবার চেষ্টা করছেন। রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শক্রকেও সমস্ত পৃথিবী দান ক'রতে পারেন। যদি পিতৃরাজ্য পাবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা হয়, তা'হলে তিনি দুর্য্যোধনের শরণাপন্ন হ'ন। ভয় দেখালে একপদ ভূমিও তিনি পাবেন না। মুর্খতাবশতঃ যেন তিনি দুষ্ট বুদ্ধি অবলম্বন না করেন। যদি একান্তই তাঁর যুদ্ধের দুর্ম্মতি হয়, তা হ'লে রণস্থলে আমার বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে অনুতাপ ক'রতে হবে।

ভীষ্ম। বাক্যে তুমি খুব অহঙ্কার প্রকাশ ক'রতে পার—খুব বড় বড় কথা ব'লতে পার, কিন্তু কর্ণ, বিরাটের গোহরণকালে রণস্থলে অর্জ্জুন একাকী তোমাদের ছয় জন রথীকে হারিয়ে দিয়েছে— সেটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ?

কর্ণ। মহারাজ, আমি এ বৃদ্ধের প্রলাপ বাক্য শুনতে আসিনি। আমি আমার বক্তব্য বলে নিশ্চিন্ত। এখন আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন।

(কর্ণের প্রস্থান

শ। দুর্যোধন! সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

দু। পিতামহ! উপদেশ শোনবার আমার অবকাশ নেই। আমি যা' নিবেদন করি, আপনি তা' শুনুন। পাণ্ডবদের সঙ্গে

আমার যুদ্ধ অনিবার্য্য। সেই যুদ্ধের সাহায্যার্থ আমি আপনাকে সর্ব্বপ্রথম বরণ ক'রলুম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার সহায় হ'ন।

ভীষ্ম। বেশ, তোমার বরণ গ্রহণ ক'রলুম।

শ। নিশ্চিন্ত। এস বৎস, এখন অন্যান্য প্রতাপশালী আত্মীয় রাজাদের বরণ ক'রতে গমন করি।

দু। আপনাকে পেয়েছি, আচার্য্য দ্রোণকে পেয়েছি, অঙ্গরাজ আমার চির সহায়। পথে মদ্ররাজ শল্যকে ভাগ্যবশে প্রথম লাভ ক'রে বরণ ক'রেছি। আর কি?— এখন ইচ্ছা ক'রলে আমি ত্রিলোক জয় করতে সমর্থ। পিতামহ। প্রণাম। চলুন মাতুল। এবারে কৃষ্ণকে ধ'রতে দ্বারকায় গমন করি। তিনি কুরুপাণ্ডব উভয়েরই আত্মীয়। যে আগে ধ'রতে পা'রবে, সেই লাভ ক'রবে।

(শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান

ভীষ্ম। আপনি যা প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর ত পেলেন, ব্রাহ্মণ?

ধৌ। উত্তর পেয়েছি, পেয়ে সন্তুষ্ট হ'য়েছি। গাঙ্গেয়। দুর্য্যোধনের সহায়তা ভিন্ন আপনার গত্যন্তর নাই। আমি তা' জেনে সন্তুষ্ট মনে ধর্ম্মরাজকে এই সংবাদ দিতে চ'ললুম। (ধৌম্যের প্রস্থান

ভীষ্ম। এখন বুঝতে পা'র্‌ছ বিদুর, আমি বিষণ্ণ হ'য়েছিলুম কেন?

বিদুর। পিতৃব্য। পাণ্ডবপক্ষে আপনার সমকক্ষ যোদ্ধা কে আছে?

ভীষ্ম। এক আছেন যুধিষ্ঠির।

বিদুর। যুধিষ্ঠির?

ভীষ্ম। কেন বিদুর, তুমি বিস্মিত হচ্ছ? তুমি কি জান না, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়?

বিদুর। কিন্তু ধর্ম্মরাজ ত আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রবেন না।

ভীষ্ম। যদি আমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রতুম তাহ'লে তিনি অস্ত্র ধ'রতে পারতেন। কিন্তু বিদুর, আমি ত আজও সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিনি।

বিদুর। আর কেউ আছে?

ভীষ্ম। আর আছে অর্জ্জুন। কিন্তু সে আমাকে পরাস্ত কর্‌তে পার্‌বে না। আর আছে সর্ব্বসংহারী জনার্দ্দন। কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি এ যুদ্ধে অস্ত্র ধ'রবেন না। তা হ'লে আমার অস্ত্র-প্রহার থেকে আমার পঞ্চপ্রাণসদৃশ পঞ্চপাণ্ডবকে কে রক্ষা ক'রবে বিদুর? আমি ত কার্পণ্য ক'রে যুদ্ধ ক'রব না।

শিখণ্ডীর প্রবেশ

এ কি। এ কি। কোথা হ'তে এলি?
স্বপ্ন আমি দিছি বিসর্জ্জন,
জাগরণে দীপ্ত মোর এখনো নয়ন।
নহে স্বপ্ন। রে বিদুর, সত্য আমি দেখি!
সেই তীব্র প্রতিহিংসা—সেই কটাক্ষ কঠোর।
দীপ্ত হুতাশনে, সহস্র লেহনে
নারীত্ব মুছিয়া নেছে—
কিন্তু রে বিদুর, দেখ চেয়ে,
প্রতিহিংসা পারেনি মুছিতে!

বিদুর। কে তুমি যুবক?

শি। মহাভাগ। এই কি হে বিদুরের গৃহ?

বিদুর। এই গৃহ। কিন্তু কেবা তুমি হে যুবক?

শি। বিখ্যাত পাঞ্চালরাজ
দ্রুপদের পুত্র আমি।
মহারাজ যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতাসনে
বিরাট ভবনে
ক'রেছেন আত্মার প্রকাশ,
জননী তাঁহার
অবস্থিতা বিদুরের ঘরে।
এ শুভ সংবাদ তাঁরে করাতে শ্রবণ,
রাজাদেশে আগমন মম।

বিদুর। এস বৎস। ল'য়ে যাই তোমা
যথায় পাণ্ডব-মাতা পুত্র অদর্শনে
বিষাদে করেন অবস্থান!

শিখণ্ডী ভীষ্মের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল

ভীষ্ম। কি দেখিছ, এ মুখে বালক?

শি। কে তুমি? কে তুমি
ঋষিমূর্ত্তি কে তুমি স্থবির?
তোমারে দেখিবা মাত্র
সহসা অন্তর কেন উঠিল জ্বলিয়া?
কোন যুগান্তরে প্রচণ্ড আঁধারে
যেন কত লুক্কায়িত যাতনার রাশি
ঝঞ্ঝায় উড়ায়ে আনে কেবা?
ভীম ভারে হৃদি কেন করে আচ্ছাদন?
এ কি দৈব বিড়ম্বন?
কে তুমি— কে তুমি বৃদ্ধ?
স'রে যাও চলে যাও—
আর আমি দেখিতে না পারি।

বিদুর। কুরুবৃদ্ধ, নমস্য সবার।
চিরব্রহ্মচারী ঋষি, পূজ্য দেবাতার।
বহুভাগ্যে আজ তুমি দেখিলে তাঁহারে।
আত্মীয়-নন্দন তুমি—
তোমার মঙ্গলবাঞ্ছা কর্ত্তব্য আমার।
কর বৎস, নতি কর, মহাত্মার পদে।

শি। হে প্রভু, হে কৌরব-প্রবীণ!
আমি অজ্ঞ অন্ধ শিশু মতিহীন।
দৃষ্টিমাত্র মানস-বিকারে
কি কথা বলেছি আমি, কিছু নাই মনে।
আশীর্ব্বাদ কর মহামতি!

ভীষ্ম। কিছু কর নাই তুমি, শিশু!
দ্রুপদ-নন্দন তুমি;
কুরু-লক্ষ্মী যাজ্ঞসেনি ভগিনী তোমার।
তুমি মম প্রিয়ধন,
আশীর্ব্বাদ করি হে তোমারে,
ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কারে শ্রেষ্ঠ জয়ে হও তুমি জয়ী।
ল'য়ে যাও গৃহে, হে বিদুর
ল'য়ে যাও পাঞ্চাল-নন্দনে!
চলিতে চলিতে শুন কথা,
আনন্দ-বারতা
ঈশ্বর-প্রেরিত এই বালক সুন্দর
মুহূর্ত্তে মুছিয়া নিল বিষাদ আমার!

চতুর্থ দৃশ্য

পর্য্যঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত

সখীগণের গীত

তোমার বাঁশীরে দিব হে গালি
ওহে বংশীবদন বনমালী।
ছিলাম ঘুমঘোরে ঘরে সঙ্গোপনে
সহসা বাঁশী বাজ্‌ল বনে।
আমরা কুলবতী তাই শুনে
কুল দিছি জলে জলাঞ্জলি।।
লাজ সরম ধরম করম সঁপেছি বাঁশীর সুরে
বনে কি সে মনে বুঝিতে না পারি
চলিয়া এসেছি দূরে,
আঁধারে ডরে কাঁপিছে অঙ্গ,
দেখে বাঁশী তোমার করে হে রঙ্গ,
মরমে পশিয়া হ'ল সে অনঙ্গ,
বাঁশীর একি চতুরালী।।

সাত্যকির প্রবেশ

সা। তাইত! প্রভু এখনও নিদ্রিত! এ রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার ত আমি কখনও দেখিনি। মাথায় একটা অত বড় বিষম ভার, পঞ্চ পাণ্ডবের রক্ষা। নিজেই একপ্রকার কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সূচনা ক'রে এলেন। উনি যে রকম উপদেশ ধৌম্য পুরোহিতকে দিয়ে এসেছেন, ব্রাহ্মণ কুরুসভায় সেই উপদেশের মত প্রস্তাব ক'রলে, কৌরবেরা কখনই তা'তে সম্মত হবে না। এ সমস্ত জেনে শুনে ঠাকুর কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাচ্ছেন।

বলদেবের প্রবেশ

বল। কেমন হে সাত্যকি, যা ব'লেছিলুম, তা ফ'ললো ত?

সা। একটু আস্তে কথা কও।

বল। বলেছিলুম দম্ভ দেখিয়ো না। দম্ভ দেখালে সন্ধি হবে না।

সা। একটু আস্তে কথা কও।

বল। সে দুর্য্যোধন মানী লোক, সে কি তোদের চোখরাঙানিকে গ্রাহ্য করে? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যার সহায়, চোখ রাঙিয়ে তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে আ'নতে গেছেন। একটু বিনয় ক'রে চাইলে সে তখনি অর্দ্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিত।

সা। আরে গেল, একটু আস্তে কথা কও।

বল। কি বল্‌ছিস্?

সা। বাসুদেব এখনও ঘুমুচ্ছেন।

বল। তা'তে কি হয়েছে! আমার কথা শুনলে না, তেজ দেখাতে গেলে এইবারে মর।

সা। আরে গেল, চেঁচাচ্ছে কেন, দেখছ না ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন।

বল। ঘুমুবে না ত ক'রবে কি! কাজ যা করবার তাতো শেষ ক'রে দিয়েছে।

সা। তা দিক, তুমি চুপ কর। ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ ক'র না।

বল। দূর শালা! তবে ত গুরুকে খুব বুঝেছিস্। তোর গুরু যখন ঘুমোয়, সে ঘুম কি চিৎকার গোলমালে কেউ ভাঙ্গাতে পারে! যদি তোর গুরু না জাগতে চায়, তাহ'লে পৃথিবীর পাহাড় এক সঙ্গে ভেঙ্গে শব্দ তুল্‌লেও তাকে জাগাতে পার্‌বে না। আবার হয়ত জগতের এক প্রান্তে একটি দীনের নীরব আহ্বানেও ব্যাকুল হয়ে জেগে ওঠে।

সা। গুরুকে তুমিই বুঝেছ, তুমিই বোঝ। আমার বোঝবার দরকার নেই। তুমি মেরে ফেল্‌তে ইচ্ছা কর, আমাকে মেরে ফেল। কিন্তু গুরুকে বুঝতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ ক'র না।

বল। দেখ সাত্যকি, এই গুণেই তোকে আমি বড় ভালবাসি। আমি মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে তোর কাছ থেকে একটু কৃষ্ণভক্তিরস আদায় করে নিই। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই, আমার বেশি দিন তোর কাছে রস আদায় করা হ'ল না। তোকে ম'রতে হ'ল।

সা। কে মার্‌'বে?

বল। তখন বললুম হতভাগা, একটু বিনয় দেখিয়ে সন্ধি কর। দম্ভ দেখাতে যেমন গেলি, দুর্য্যোধনও তেমনি দম্ভ দেখিয়ে তোদের দূর করে তাড়িয়ে

দিয়েছে। দুর্য্যোধন ব'লেছে বিনাযুদ্ধে রাজ্য দেব না।

সা। মা'রবে কে?

বল। তোর গুরুই তোকে মারবে আবার কে। আর তোকে কে মারতে পারে?

সা। যাও, যাও— মাতলামী ক'র না। রাত্রে বুঝি একটু বেশি হ'য়েছিল?

বল। আচ্ছা, এখনি বুঝতে পারবি রে শালা। দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে বরণ ক'রতে আগে এসে উপস্থিত হ'য়েছে।

সা। বল কি?

বল। ইতিমধ্যে এগার অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ ক'রেছে। ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, জয়দ্রথ, শল্য প্রভৃতি সব বড় বড় রাজাকে হাত ক'রেছে। যুধিষ্ঠির সাত অক্ষৌহিণীর বেশী সৈন্য সংগ্রহ ক'রতে পারে নি। তার উপরে যার সাহসে সে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল, তাও আজ গেল। দুর্যোধনই আগে দ্বারকায় পৌছে।

সা। তা হ'তেই পারে না।

বল। আর হ'তেই পারে না। ওই রাজা দুর্য্যোধন আসছে!

সা। তাই ত এ কি হ'ল? হে জনার্দ্দন এ কি করলে?

বল। জনার্দ্দন যা ক'রবার ক'রেছেন, তোমার আমার বুঝতে যাবার বিড়ম্বনায় দরকার কি ভাই! এই ত ব'ললি সাত্যকি, এই যে গুরুকে বোঝার আশীর্ব্বাদ ক'রতে নিষেধ ক'রলি! নাও, এখন ও আক্ষেপ রাখ, রেখে শান্তভাবে অভ্যাগতের সম্মান রক্ষা কর। দেখ, যেন মনের আবেগে যাদবের মর্য্যাদা নষ্ট ক'র না। এখন চ'ললুম, কেশবের সঙ্গে দুর্য্যোধনের সাক্ষাৎ কার্য্য সম্পন্ন হ'লে আমি আবার ফিরে আস্‌ছি।

(বলদেবের প্রস্থান

সা। তাই ত, এ কি বিভীষিকা দেখাচ্ছ জনার্দ্দন। পাণ্ডব-পক্ষ ছেড়ে তুমি কুরু-পক্ষ অবলম্বন ক'রবে। তা'হলে পৃথিবীর থাক্‌বারই আর প্রয়োজন কি। অথচ যা ঘটনার সমাবেশ দেখছি, তাতে কুরু-পক্ষ অবলম্বন ছাড়া তোমার অন্য উপায় নাই।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যোধন। কই সাত্যকি, কেশব কই?

সা। আসুন মহারাজ, জনার্দ্দন এখনও নিদ্রিত।

দু। এখনও পর্যন্ত নিদ্রিত! ব্যাপারখানা কি! বিরাট ভবনে বিবাহোৎসবে কেশব কি এতই রাত্রি জাগরণ ক'রেছেন যে দ্বারকাতে এসেও ঘুমের জের মিটছে না!

সা। ওই ত দেখতেই পাচ্ছেন। এখন উপবেশন করুন মহারাজ! বাসুদেবের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করুন।

দু। ব'সছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ব'লে রাখছি, তোমাকে যুদ্ধে আমার সহায় হ'তে হবে।

সা। সে উত্তর ত এখন আমি দিতে পারব না মহারাজ। আমাদের ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বাসুদেব যেখানে, আমরাও সেখানে।

দু। তা কি আর বুঝি না, তবে বাসুদেব যখন আমার হচ্ছেন, তখন তোমরাও আমার না হয়ে ত থা'কতে পা'রবে না।

সা। তাতে আর সন্দেহ নাই মহারাজ।

শ্রীকৃষ্ণের শয্যার শিরোদেশে দুর্যোধনের উপবেশন

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অ। কি সাত্যকি, সখা কই?

সা। আর সখা! বিলম্বে সব নষ্ট ক'রলেন।

অ। কেন হে কিসে নষ্ট হ'ল?

সা। কিসে হ'ল আমি আর মুখে ব'লতে পা'রছি না। আপনি দেখুন।

অ। তাই ত' দুর্য্যোধন আগে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সা। আপনাদের কার্য্য-শৈথিল্যে দুর্য্যোধন কিনা বাসুদেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হ'ল। কি ক'রলেন তৃতীয় পাণ্ডব?

অ। তাতে আক্ষেপ কেন সাত্যকি? রাজা দুর্য্যোধন কি আমার আত্মীয় ন'ন? তবে তিনি যদি বাসুদেবের আশ্রয় পা'ন, তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে! দুর্য্যোধনের যদি সে সৌভাগ্যই হয়, তা'হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির আবার আমাদের চার ভাই আর দ্রৌপদীকে নিয়ে চিরজীবনের জন্য বনে যেতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে অর্জ্জুনের উপবেশন

দু। আর মিছে বসা কেন পার্থ? এই সময়টা আরও দু চার জায়গা ঘুরতে পারলে দুই চার জন রাজার সাহায্য পেতে পা'রতে।

অ। তবু একটু বসে কৃষ্ণের মুখের কথাটা শুনে যাই।

দু। পায়ের তলাতেই বস আর যাই কর, তোমাদের কৃষ্ণকে এবার আয়ত্ত করেছি।

অ। তা যদি ক'রতে পার সে ত সুখেরই কথা ভাই।

দু। বিরাটের সভায় নাচ-ওয়ালী হয়েছিলে নাকি?

অ। সবই ত তুমি জান!

দু। ছি ছি পুরুষত্বের অভিমান কর, কিন্তু ধরা প'ড়বার ভয়ে মেয়ে মানুষ সাজলে হে!

অ। ঘোষযাত্রার সময়ে, গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে তোমাদের সমস্ত কৌরব-বীরের পুরুষত্ব দেখে, দিন কয়েকের জন্য মেয়ে সেজে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নিলুম।

শ্রীকৃষ্ণের উত্থান ও মুদ্রিত নয়নে আঁখি সংবোধন

কৃষ্ণ। হে জনার্দ্দন জাগো। জগতের জীবকে অসৎ থেকে সতে নিয়ে যাও,—অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে নিয়ে যাও। হে গোবিন্দ উঠ, হে গরুড়ধ্বজ উঠ, হে কমলাকান্ত উঠ, ত্রিলোকের মঙ্গল কর। কেও তৃতীয় পাণ্ডব। কতক্ষণ। ছি ছি ছি, পায়ের তলায় কেন বসেছ ভাই! মাথার কাছে ত আসন রেখেছি।

দু। কেশব।

কৃষ্ণ। কে ও, রাজা। আপনি? আপনিও এসেছেন। আপনারা কি জন্য এসেছেন বলুন।

দু। এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান ক'রতে হবে। যদিও আপনার সঙ্গে আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ,....তুল্য সৌহার্দ্দ—তথাপি আমি আগে এসেছি। যিনি প্রথমে আসেন সাধুরা তাঁরই পক্ষ অবলম্বন করেন।

আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। আপনিও সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।

কৃষ্ণ। কুরুবীর! আপনি যে আগে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহই নাই; কিন্তু আমি কুন্তীপুত্রকে আগে দেখেছি। এই জন্য আমি আপনাদের দুজনেরই সাহায্য ক'রব। কিন্তু একথাও প্রসিদ্ধ আছে, আগে বালকের বরণ গ্রহণ ক'রবে। অতএব আগে কুন্তীকুমারেরই বরণ গ্রহণ করা উচিত। কৌন্তেয়! আগে! তোমার বরণ গ্রহণ ক'রব। সমযোদ্ধা নারায়ণী নামে দশহাজার সেনা একপক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। অন্য পক্ষে আমি। আমি কিন্তু যুদ্ধও ক'রব না, অস্ত্রও ধ'রব না। এ দুই পক্ষের যে পক্ষ তুমি নিতে ইচ্ছা কর গ্রহণ কর।

অ। আমি তোমাকেই নিতে ইচ্ছা করি।

কৃষ্ণ। মহারাজ!

দু। বাসুদেব, আমি আপনার নারায়ণী সেনাই গ্রহণ ক'রলুম!

কৃষ্ণ। সন্তুষ্ট হ'য়েই গ্রহণ ক'রলেন?

দু। সন্তুষ্ট হ'য়েই গ্রহণ ক'রলুম। সমর পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র আপনাকে গ্রহণ ক'রে আমার লাভ কি?

কৃষ্ণ। তা হ'লে আসুন মহারাজ, নারায়ণী সেনা আপনার সঙ্গে দিতে কৃতবর্ম্মাকে আদেশ ক'রে আসি। এস সখা! এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধ'রব না, তোমার রথের সারথ্য গ্রহণ ক'রব।

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রস্থান

বলদেবের প্রবেশ

সা। লীলাময়! তোমাকে যে বুঝতে যাবার অহঙ্কার ক'রে তার মত মুর্খ আর নেই! মহারাজ! যাবেন না—যাবেন না! আমাদের আর একজন আছেন। যিনি যাদবশ্রেষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ আপনার গুরু। তিনি আসছেন, তাঁকে সর্ব্বপ্রথমে বরণ করুন।

দু। ঠিক বলেছ সাত্যকি! গুরুদেব! আমি আপনাকে যুদ্ধে আমার সহায় হবার জন্য বরণ ক'রছি।

বল। কৃষ্ণ?

দু। তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ ক'রেছেন! আমাকে দশ সহস্র নারায়ণী সেনা দান ক'রেছেন।

বল। চক্রী তোমাকে ছলনা ক'রেছে মহারাজ।

দু। নারায়ণী সেনা কি কেশব আমাকে দেবেন না?

বল। সে কি কুরুরাজ, বাসুদেব প্রতিশ্রুতি পালন ক'রবেন না?

দু। নারায়ণী সেনা কি অকর্ম্মণ্য?

বল। তোমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে তাদেব তুল্য বীর নাই। তারা কেশবের সমযোদ্ধা।

দু। তা হ'লে আমি কৃষ্ণকে চাই না, আমাকে নারায়ণী সেনাই প্রদান করুন।

সা। সকলেই ত আর তোমার মত বোকা নয়। তোমার মত বুদ্ধি হলে মহারাজ দুর্য্যোধনকে আর পৃথিবীপতি হ'তে হ'ত না।

দু। এই বারে আপনি আমাকে কৃপা করুন।

সা। এই বারে আসল কথা। যাও, আর্য্য, মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগ দাও।

বল। তাই ত মহারাজ!

সা। আবার তাই ত কেন—

বল। তুই থাম্!

সা। আপনি ওঁকে ছা'ড়বেন না। উনি যুদ্ধ ক'রলে, আমি নিশ্চয় ব'লছি মহারাজ, আমি ওঁর রথের সারথী হ'ব।

বল। মহারাজ, কৃষ্ণকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে আমার সামর্থ্য নেই। তবে আমি বলছি, এ যুদ্ধে অর্জ্জুন কিংবা তুমি— কারও পক্ষ আমি অবলম্বন ক'রব না। অতএব প্রস্থান কর। তুমি সকল-পার্থিব পূজিত ভারতবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছ; সুতরাং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর।

দু। যথা আজ্ঞা! **(দুর্য্যোধনের প্রস্থান**

সা। কি আর্য্য! মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন কেন?

বল। তাই ত সাত্যকি, হতভাগ্য এতই মদান্ধ, আমার সম্মুখে বল্‌লে, কৃষ্ণকে চাই না!

সা। ফল?

বল। ধ্বংস।

সা। তাই বল— দাঁড়াও— শ্রীচরণের ধূলোটা একবার দাও। ক'দিন ধ'রে তোমার সঙ্গে কেবল কলহ ক'রছি।

পঞ্চম দৃশ্য

বিদুরের গৃহ

ভীষ্ম ও বিদুর

ভীষ্ম। হে বিদুর! মৃত্যুমূর্ত্তি দেখিনু বালকে।
গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া স্বপ্নোত্থিত মত
চাহিল শিখণ্ডী মোর পানে।
নয়নের পলকে পলকে
দহিতে আমারে যেন
ছুটিয়া আসিল বহ্নিশিখা।
মরম বেদনা মম
সঙ্গে তার জাগিয়া উঠিল।
তথাপি এখনো যুবা বোঝেনি স্বরূপ।
কেবা সে, কেন সে হেথা,
কোন্ রাজ্যে ছিল তার ঘর,
নারী কিম্বা নর—
কি সম্বন্ধ ছিল তাব গাঙ্গেয়ের সনে।
দেখিয়া জাগিল স্মৃতি
তৃণ হ'তে যেন হুতাশন।
মুহূর্ত্তে ভুলিল, তৃণ ভস্ম হ'ল
অনুতাপে দগ্ধ হ'ল পাঞ্চাল-নন্দন।
কিন্তু হে বিদুর!
অভিমান সাগরের জলে
তীব্র হলাহল, উঠেছে তরঙ্গরূপে
অতিক্ষীণ স্মৃতির পরশে
বিক্ষুদ্ধ হয়েছে একবার।
কি বিক্ষোভ, সাক্ষী তুমি তার!
পুনঃ দরশনে স্মৃতি জাগিবে যখন,
সমুত্থিত সে ভীম তরঙ্গ
আর কি নিথর হবে?
এ শৈল না চূর্ণ করি আর কি মিলাবে!

বিদু। বিচিত্র স্বপন-মত হেরিতেছি পিতা।
মৃগশিশু করিয়া দর্শন
জীবন আশঙ্কা আজি করে মৃগপতি

ভীষ্ম। এ সংসারে বিচিত্র
কিছুই নাহি তাত!
কাল জয়ী সর্ব্বত্র সর্ব্বদা
মৃগ মরে কালের প্রহারে
মৃগ দেখে সিংহ মূর্ত্তি তার।
সিংহ মরে যবে ব্যাধজালে,
মৃগমূর্ত্তি কারণ তাহার।
জগতে অজেয় আমি
ইচ্ছামৃত্যু শান্তনুনন্দন।
আমার এ ভাগ্য-কথা

স্বকর্ণে শুনেছে দেবগণ।
আনন্দে আশীষরূপে
শিরোপরি পুষ্পবৃষ্টি ক'রেছে সকলে।
তারা জানে ভীষ্ম হত্যাকারী নহে তারা।
ইচ্ছা তার মরণের বাণ।
স্বজীবনে ইচ্ছা যদি করেছে সন্ধান
তবেই গাঙ্গেয় হত হইবে সমরে।
তথাপি বালক দেখে হয়েছি চিন্তিত,
নহি ভীত হে বিদুর—
শিখণ্ডীর মূর্ত্তি হেরি পুলকিত আমি।

বিদু। বিচিত্র কাহিনী।
এই ক্ষুদ্র বালকের সনে
মহামতি শান্তনু-নন্দনে
কি বিচিত্র কর্ম্মের বন্ধন
জানিতে বাসনা জাগে মনে।
ধর্ম্ম অব্যাঘাতে যদি
শুনিবার হই অধিকারী,—
এ বিচিত্র ইতিহাস, দয়া ক'রে
শুনাও আমারে প্রভু।

ভীষ্ম। শুনিবার তুমি অধিকারী
হে ধর্ম্মজ্ঞ। অবকাশে শুনাব সমস্ত কথা।
এখনো মৃত্যুর ইচ্ছা জাগেনি আমার
বালকে দেখিয়া শুধু মৃত্যু কথা উঠেছিল মনে।
এইমাত্র শুনে রাখ জন্মান্তর হতে
অনুসৃতি করিছে সে যথার্থ আমার।
পূর্ব্বে নারী, এ জনমে নর।
নর হয়ে জন্ম যদি বৃথা জন্ম তার,
বধিতে সে নারিবে আমারে।
যদি নারী হয়ে হয় নর
শুনহে বিদুর, মৃত্যুশর সে আমার।

শিখণ্ডীর প্রবেশ

শি। হা হা হা। চিনেছি তোমারে।
দরশন মাত্র মনে যে স্মৃতি জাগিল,
আর না মিলাল,— ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
মুহূর্ত্তে সে পরিণত হইল তরঙ্গে,
সর্ব্ব ইতিহাস কথা শুনা'ল আমায়।
হে গাঙ্গেয়, চিনিতে কি পার মোরে?

ভীষ্ম। তুমি নিজে বল,
কেবা তুমি যুবা।

শি। কেবা আমি? কেবা আমি!
জন্মের মমতা মোরে ধীরে ধীরে বলে
বংশের দুলাল তুমি
হে শিখণ্ডী পাঞ্চাল-নন্দন।
দীর্ঘবর্ষ প্রায়োপবেশনে
তব পিতা শিব আরাধনে
করেছে যে তপস্যা সম্বল
তুমি তার ফল—
দ্রুপদ দ্রুপদ-পত্নী নয়নের মণি।
কিন্তু জাগে ওই দূরে
মৃত্যুর প্রাকার পারে,
প্রজ্বলিত চিতানল পাশে।
ওই দূরে, বিমুগ্ধা তটিনী তীরে
নিশ্চলা-স্তিমিত নেত্রা।—
অন্ধকার প্রাচীর বেষ্টনে
ঘন-স্তব্ধ নভঃ আচ্ছাদনে
মাঝে মাঝে রহস্য কারিণী
ওই হাসে সৌদামিনী।
নররূপধারী, কিন্তু হায়
এখনো হৃদয় মোর নারী।
বড় জ্বালা—বড় জ্বালা
হে গাঙ্গেয়। আর আমি বলিতে না পারি।

ভীষ্ম। বলিবার যদি থাকে প্রয়োজন
নির্ভয়ে শুনাও ভাই।

শি। কি বলিব?—
ইচ্ছা-মৃত্যু শান্তনু-নন্দন।
পূর্ব্ব কথা করহ স্মরণ।

রমণীর প্রতিহিংসা প্রচণ্ড বাসনা,
পার হয়ে বৈতরণী এসেছে হেথায়।
ত্রিভুবনে একাকিনী
পরিত্যক্তা রাজার নন্দিনী
যাতনার তীব্র শরে
সর্ব্ব অঙ্গে পাইয়াছে যে প্রচণ্ড জ্বালা,
হে কৌরব, সেই জ্বালা
সর্ব্ব অঙ্গে তোমারে করাব আমি পান।
রামজয়ী ভুবনে অজেয় ব্রহ্মচারী।
কুরু পাণ্ডবের রণে, তোমার নিধনে—
শুনে রাখ, একমাত্র মৃত্যুশর আমি।

ভীষ্ম। যতক্ষণ রব অস্ত্রধারী
প্রতিদ্বন্দ্বী যদ্যপি সংহারী নিজে আসে
তারো সাধ্য নাই বৎস, বধে মোরে রণে?

শি। বৃথা তবে মম আগমন?

ভীষ্ম। বৃথা তব আগমন।

শি। শিব বাক্য হইবে লঙ্ঘন?

ভীষ্ম। কভু না কভু না যুবা,
চির সত্য শঙ্কর বচন।

শি। তোমার মরণ বর
দিয়াছেন শঙ্কর আমারে।

ভীষ্ম। তবে তুমি নররূপে নারী?

শি। পূর্ব্বে ছিনু, আর নারী নহি নরবর
জন্মিয়াছি নারীরূপে। মহান শঙ্কর
করুণা করিয়া মোরে করেছেন নর।

ভীষ্ম। চলে যাও সম্মুখ হইতে নারী।
আমি চির ব্রহ্মচারী,
মাতা মম দেবতা জাহ্নবী। তব মুখে
হেরিনু মানবী-মুখ প্রথম জীবনে।
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে
মৃত্যু ইচ্ছা জেগেছে আমার।
চলে যাও শিখণ্ডিনী।
হে বিদুর সযতনে
স্বদেশে বালারে তুমি দাও পাঠাইয়া
হও নর শঙ্করের বরে, তবু তুমি
নারী ভিন্ন নহ অন্য আমার নয়নে।

শি। জেগেছে জেগেছে দেবব্রত?
স্বয়ম্বর সভামধ্যে
আচম্বিতে উপনীত তরুণ তপন।
হে প্রচণ্ড হুতাশন জ্বেলেছিলে হৃদয়ে আমার,
একজন্ম-অশ্রুজলে হ'ল না নির্ব্বাণ।
ক্রোধ কেন হে মহান্?
কাশীরাজ গৃহ হতে যাচিকা হইয়া
এ ব্রহ্মচারীরে তার মুখ দেখাইতে
পশে নাই তব গৃহে কাশীরাজসুতা।
আজি আমি অজ্ঞ অন্ধ দ্রুপদ-নন্দন
বিধাতা প্রেরিত হয়ে আসিয়াছি তোমার সদন।
বিধির ইচ্ছায়, মুহূর্ত্তে হইনু জাতিস্মর
পূর্ব্বজন্ম—বিগত কল্যের মত উঠিল
জাগিয়া।
জেগেছে যখন, কর আকর্ষন
তোমারে ফিরা'য়ে দিব
তোমার সমস্ত জ্বালা অস্তগামী রবি!

বি। চলে এস পাঞ্চাল নন্দন!
এ তরুণ দেহকান্তি
সংগোপনে লুকায়েছ নিয়তির হাসি।
বিশ্ব যাঁর চরণে লুটায়,
মায়া যাঁরে হেরে ভয়ে সুদূরে পালায়,
রে শিশু! তুই কি তারে করিবি সংহার?
হে বিশ্ব জননী মায়া!- এ কি তব রহস্য
দারুণ? **(শিখণ্ডী ও বিদুরের প্রস্থান**

ভীষ্ম। স্মিতাননে, মধুরতা চারু আচ্ছাদনে,
রে নিয়তি আমারে বধিতে
গোপনে করিলি তীব্র বাণের সন্ধান?
চলে যা বিষাদ রাশি
চলে যা জীবনে ইচ্ছা

নিয়তিরে রুদ্ধ করিবার!
দুর্ব্বহ কর্ম্মের ভার পীড়নে পীড়নে
সমুত্যক্ত করেছে আমারে।

দুর্য্যোধন ও রাজগণের প্রবেশ

দু। পিতামহ!

ভীষ্ম। এস ভাই। আসুন নৃপতিবর্গ।

দু। আমাদের উত্তর যুধিষ্ঠিরের মনোমত হয়নি। তিনি কৃষ্ণের পরামর্শে আমাদেব সঙ্গে যুদ্ধ করাই স্থির করেছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য সমবেত হয়েছে। উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে তারা পিপীলিকাগণের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন না হয় তাই এই সমস্ত নৃপতি-সঙ্গে আপনার কাছে এসেছি।

ভীম। আমি কি ক'বব কুরুরাজ, আমাকে আদেশ কর।

দু। যাঁরা হিতাভিলাষী নিষ্পাপ সুনিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি করেন, তাঁরাই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পিতামহ! আপনি অসুর গুরু শুক্রের তুল্য পিষ্পাপ, আমার চিরহিতৈষী, ধর্ম্ম-পরায়ণ। জগতে এমন কোন বীর নাই যে আপনাকে সংহার কর্‌তে সমর্থ! এই রাজগণের অভিপ্রায় মত আপনাকে নিবেদন করি যে, আপনি এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সেনাপতি হউন।

ভীষ্ম। আপনাদের সকলেরই এই মত?

সকলে। সর্ব্ববাদী সম্মত।

ভীষ্ম। শুন দুযোধন, আমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে তোমার সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও শুনে রাখ, নৃপতিগণ আপনারাও শুনুন, কৌরবের ন্যায় পাণ্ডবেরাও আমার প্রিয়পাত্র, সুতরাং তারা যদি পরামর্শ নিতে আসে, তাদের সৎ পরামর্শ প্রদান করাও আমার কর্ত্তব্য। যদি সম্মত হও, তবে আমাকে সেনাপতিরূপে বরণ কর।

দু। আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, পিতামহ।

১ম রা। এসব সাধুযোগ্য কথায় কোন ক্ষত্রিয়ই প্রতিবাদ কর্‌বে না!

ভীষ্ম। কেশব, বলদেব কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেছেন দুর্য্যোধন!

দু। বলদেব কোন পক্ষই অবলম্বন কববেন না। কেশব পাণ্ডবপক্ষে, তবে তিনি অস্ত্র ধরবেন না, প্রতিজ্ঞা করেছেন।

ভীষ্ম। তা'হলে আরও শোন, পাণ্ডবপক্ষে এক মহাবীর অর্জ্জুন ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই। তবে সে প্রকাশ্যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। আমি অস্ত্রবলে সুর অসুর গন্ধর্ব্ব রাক্ষস পরিপূর্ণ বিশ্বকে প্রাণীশূন্য কর্‌তে পারি। আমি পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করব, এমন কি কেশব অস্ত্র ধরলে তাঁর সঙ্গেও যুদ্ধ কর্‌ব, কেবল একজনের সঙ্গে করব না।

দু। কে সে পিতামহ?

ভীষ্ম। তিনি দ্রপদ-পুত্র শিখণ্ডী।

দু। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না কেন?

ভীষ্ম। কেন, সময়ান্তরে বলব।

১ম রা। শিখণ্ডী। সেই বালিকামুখ বালক? হে নারায়ণ, তার সঙ্গে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে না। তাকে আমরা পথের মাঝেই শেষ করে দেব।

ভীষ্ম। আমি বলছি, যদি পাণ্ডবগণ আমকে বিনষ্ট না করে, তা হ'লে আমি প্রতিদিন দশ হাজার করে সৈন্য সংহার করব। শুন দুর্য্যোধন এই আমার পণ।

দু। যথেষ্ট পিতামহ,— যথেষ্ট।

১ম রা। যথেষ্ট আপনি দশ সহস্র করে সংহার করবেন, অবশিষ্ট আমরা ধ্বংস করব।

দু। দু'শো পাঁচশো যা পারি। আপনি দশ সহস্র করে সংহার করলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দামামা দিই?

ভীষ্ম। যাও, ঘোষণা কর, আমি অকপটে বিনা কার্পণ্যে যত দিন জীবিত থাকব, তোমার পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ ক'রব। (ভীষ্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ভীষ্ম। ধন্য তুমি কর্ম্মভূমি!
ধন্য তব তরুফল উদ্ভব মহিমা!
হে পাণ্ডব, চির প্রিয় হৃদয়ের ধন,
ত্রয়োদশ বর্ষ অদর্শন—
দেখিতে ব্যাকুল নেত্রে বসেছিনু আমি।
কুরুকুল জয়লক্ষ্মী পাঞ্চালীর সনে
যদি ভাই এলি স্বভবনে,
কি মমতা লভিবারে পিতামহ পাশে?
হে প্রিয়, হে শিশুপিতৃহীন—
আলিঙ্গন প্রার্থী ওই মুক্ত হৃদিস্থলে
অজস্র অজস্র তীক্ষ্ণ সায়ক সন্ধান
দিবে কিনা পিতামহ স্নেহ উপহার।
হে বিশ্ব-জননী মায়া।
এতদিনে বুঝিয়াছি করুণা তোমার।
মৃত্যু নহে শিখণ্ডিনী—পদছায়া তব
হে অজ্ঞাত দেবতা বান্ধব।
রাম সনে রণে সমর-প্রাঙ্গণে,
আমারে পতন হ'তে ধ'রেছিলে সবে।
যদি এখনো থাকে সে করুণা, যদি থাকে
এখনো তাদৃশ সূত্রে প্রীতির বন্ধন
অদ্য রাত্রে বার্ত্তা মোরে করহ প্রেরণ।
জীবন-সন্ধ্যায়, আলোকিত সুবর্ণ কান্তারে
দেখাও আমারে দেব,— দয়া করে দেখাও আমারে
আমার গন্তব্য কোথা স্থান!
একি! একি! লুপ্ত স্মৃতি জাগায়ে আমার!
উল্লাসে সহস্র রন্ধ্রে উঠেছে ঝঙ্কার,
কম্পিতা মেদিনী পদতলে,
স্তব্ধ বক্ষে রুদ্ধশ্বাসে, কে যেন, কি যেন কথা বলে।
বুঝিতে না পারি, এস ধীরে, ধীরে এস নারী
শুনে রাখ পণবদ্ধ ব্রহ্মচারী আমি।

দ্যুতির প্রবেশ

দ্যুতি। নহি নারী আমি নরোত্তম!
মৃত্তিক-পিঞ্জরে নহে আমার জনম।
কারায় হইয়া বদ্ধ ভুলেছ আপন।
তাই, আজি কালবশে তোমার সকাশে
বার্ত্তারূপে মম আগমন।
আকাশ হইতে আজি নারীরূপে ধরে
তোমারে শুনাতে বার্ত্তা আসিয়াছি স্বামী।

ভীষ্ম। স্বামী!

দ্যুতি। স্বামী! সম্মুখে দাঁড়ায়ে তব দাসী।
হে ধরাপ্রবাসী। অভিশাপে
নররূপে জনম তোমার
সপ্তবসু সপ্তস্বরে সপ্তদিকে তুলিয়াছে গান,
সপ্তদেবী তাদের রাগিনী।
অষ্টমী নীরব বহুদিন !
অষ্টম অভাবে অশ্রুজলে
দিগন্ত ভাসাই ব'সে আমি বিরহিণী।

ভীষ্ম। হয়েছে স্মরণ,
তথাপি গো যতক্ষণ এ দেহ ধারণ

আমি নর, তুমি দেবী নমস্য আমার।
দাঁড়ায়ো না আর, মনন হয়েছে যাব ফিরে।
অবশিষ্ট মাত্র দরশন, একরথে নর-নারায়ণ।
যাও দ্যুতি। কহ গিয়া প্রিয় ভ্রাতৃগণে
মিলিব তাদের সনে উত্তর অয়নে।

ভীষ্মের প্রস্থান

দ্যুতির গীত

সেই দিন শেষ রবির দেশে
মোর পাশে তুমি ছিলে গো।
জ্বলন্ত পরশে রেখিছি স্মরণে
তুমি যে গিয়েছ ভুলে গো।।
বিপুল আঁধারে ভরিল বিশ্ব,
চকিতে সুদূরে মরিল দৃশ্য,
সারা নিশি বসে রচিনু তটিনী
নীরবে নয়ন জলে গো।।
সেই জলে আমি ঢেলেছি অঙ্গ
পুনঃ পেতে তব মধুর সঙ্গ
ভুলে বুঝি বিধি, মিলায়েছ নিধি
তুলে দেছে মোরে কূলে গো।।

দ্যুতির প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র

শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন ও রাজগণ

নেপথ্যে। জয় কৌরবের জয়। জয় মামা শকুনির জয়!

শ। ওহে এ কি হ'ল? যুদ্ধের প্রারম্ভেই জয়ের নাম করতেই শিয়াল চেঁচায় কেন?

কর্ণ। চেঁচাবে না? মহারাজ বেছে বেছে এক অতি বৃদ্ধকে সেনাপতি ক'রলেন, তা'তে শৃগালের উল্লাস হবে না ত কা'র হবে?

শ। তাইত হে, এ কি হ'ল, বুক যে ধড়াস ধড়াস কর্‌তে লাগল।

দুঃ। ও মামা । শুধু শিয়াল নয়, তোমার নামের ওই পাখীগুলোও যে আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের সৈন্যের মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে! চা'রদিকে অমঙ্গল চিহ্ন। মেঘ-শূন্য আকাশ থেকে অনবরত কর্দ্দম ও রুধির বৃষ্টি হ'চ্ছে। এ কি?

শ। তাই ত অঙ্গরাজ, এ সব কি হচ্ছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে এ কি সব অমঙ্গল-চিহ্ন। দেখ দেখ, আকাশে অগণ্য উল্কা বৃষ্টি ।

কর্ণ। ও সব আমার পূর্ব্বে থেকেই অনুমানে দেখা আছে। মাতুল। ওসব তুমি দেখ। দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃদ্ধ পিতামহ কিম্বা বৃদ্ধ দ্রোণের ক্ষমতা নয়। অর্জ্জুনকে সংহার ক'রবার একমাত্র যোগ্য রথী আমি। মহর্ষি জামদগ্ন্যের কাছে যখন আমি শিক্ষা শেষ করি, সেই সময় তিনি আমায় বলেছিলেন—কর্ণ। তুমি আমার সমান যোদ্ধা হ'লে। সুতরাং শোন মাতুল, আমার তুল্য যোদ্ধা দ্বিতীয় নাই।

দুঃ। যা' হবার তা হয়ে গেছে। অঙ্গরাজ এখন অনুশোচনা বৃথা। এখন যাতে আমার দাদার মঙ্গল হয়, তার উপায় বিধান কর।

কর্ণ। সে বিষয়ে আমাকে আর বিশেষ ক'রে ব'লছ কেন ভাই। মহারাজ দুর্য্যোধন আমার সখা। তার মঙ্গলে আমার মঙ্গল জেনে রাখ। যে কয়দিন বৃদ্ধ যুদ্ধ করতে পারেন করুন, তার পর আমি আছি। দুঃশাসন। আমার কাছে এক অস্ত্র আছে।

এই দেখ, এর নাম একঘ্নী। এই অস্ত্রে একজন মাত্র নিহত হবে। এ যার প্রতি প্রয়োগ করব সে অমর হলেও প্রাণে বাঁচবে না। দেবরাজ ইন্দ্রকে কবচ কুণ্ডল ভিক্ষা দিয়ে আমি এই অস্ত্র লাভ ক'রেছি। অর্জ্জুনকে সংহার ক'রবার জন্য তুলে রেখেছি। অর্জ্জুনের সংহার হ'লে আর কি পাণ্ডব কুরুসৈন্যকে পরাস্ত ক'রতে পারবে? অর্জ্জুনের মৃত্যুবাণ আমার হাতে। ভয় কি দুঃশাসন!

দুঃ। তবে আর কি? তবে আর আমাদের যুদ্ধজয় কে রোধ করে? ডাকুক শৃগাল,পড়ুক বজ্র, ঝরুক রক্তবৃষ্টি— এ যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের জয়। অর্জ্জুন ম'লে পাণ্ডবেরা সবংশে ধ্বংশ হ'বে— এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কর্ণ। অর্জ্জুনকে একবার মারতে পারলে, বাদ বাকী চার ভাইকে চার দিনে সংহার ক'রব।

শ। অঙ্গরাজ! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ।

ক। কি মাতুল?

শ। উৎপাত-চিহ্ন দেখলুম কেন, এতক্ষণে তার কারণ বুঝতে পারলুম।

ক। কি কারণ মাতুল?

শ। ওই দেখ— ওই দেখ— যুধিষ্ঠির রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে দীনবেশে আমাদের দিকে আস্ছে।

দুঃ। তাইত—তাইত—মামা, এ কি! এত দম্ভ ক'রে পাণ্ডব যুদ্ধ ঘোষণা করলে, এখন রথ ছেড়ে— অস্ত্র ছেড়ে আমাদের ফটকের দিকে আসছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব—ওই তাদের পশ্চাতে দূরে কৃষ্ণ। ব্যাপার কি অঙ্গরাজ?

কর্ণ। ব্যাপার আর বুঝতে কি বাকী থাকে দুঃশাসন? যুধিষ্ঠির মনে করেছিল, ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে রাজ্যের অংশ গ্রহণ ক'রবে! যখন দেখলে আমরা ভয় পেলুম না এক সূচাগ্র ভূমিও তা'কে দান ক'রলুম না, তখন কি করে, মানের দায়ে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রছে। এখন আমাদের সৈন্য-সমাবেশ দেখে ভয়ে বোধ হয় সন্ধি ক'রতে আসছে।

দুঃ। বোধ হয় কেন, নিশ্চয় তাই। কারও হাতে অস্ত্র নেই, আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন?

১ম রা। ঠিক দেখতে পাচ্ছি। রাজা যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছেন।

দুঃ। ওই দেখ ভীমার্জ্জুন সম্মুখে এসে তার পথ রোধ ক'রেছে।

কর্ণ। তারা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আস্তে দিচ্ছে না।

শ। ঠিক ব'লেছ অঙ্গরাজ, রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধি ক'রতে আসছে।

কর্ণ। কৃষ্ণের প্রেরণায় সন্ধি ক'রতে আসছে। ভাইদের ইচ্ছা নয়। ওই দেখ চতুর চূড়ামণি দূরে দূরে আস্ছে। ভীমার্জ্জুনকে লুকিয়ে আস্ছে। সকলে সন্ধি ক'রতে আস্ছে। জয় রাজা দুর্যোধনের জয়।

দুঃ। আপনারা যত শীঘ্র পারেন নিজের নিজের শিবিরে গিয়ে অবস্থান করুন। কি ঘটনা ঘটে আপনারা সকলে সত্বরেই জানতে পারবেন। (রাজাদের প্রস্থান

কর্ণ। ও মাতুল, নিকটে থাকতে দেখার মজা হবে না। এস একটু দূরে স'রে পাণ্ডবদের কার্যকলাপ দেখি।

শ। ঠিক ব'লেছ— কিন্তু হতভাগ্যদের যে দুই একটা মিষ্টি কথা শুনাতে হবে, তার কি?

কর্ণ। ঠিক শোনাবো, যথাসময়ে শোনাবো মামা, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।

(সকলের প্রস্থান

যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশ

অর্জ্জুন। সপ্ত অক্ষৌহিণী আপনার আদেশের অপেক্ষায় অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে এ আপনি কি ক'রেছেন দাদা?

ভীম। দাদা, আমাকে আগে হত্যা কর। জীবন থাকতে আমি তোমাকে আর এক পাও এ মুখে এগুতে দেব না। তুমি কি আমাদের সমস্ত নষ্ট ক'রবে? রাজ্য নষ্ট ক'রেছ, মান নষ্ট ক'রেছ, পাঞ্চালীকে রাজসভায় দাসীর বেশে আনিয়ে আমাদের মনুষ্যত্ব পর্যন্ত নষ্ট ক'রেছ। এতেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি ধর্ম্মরাজ? যুদ্ধ ক'রে সুখে ক্ষত্রিয়ের মরণ ম'রব, তাতেও তুমি বাদ সাধছ?

নকুল। শত্রু দূরে দাঁড়িয়ে আপনার আচরণ দেখে হাসছে।

সহ। দোহাই প্রভু, যাওয়া যদি আপনি বন্ধ না করেন, অন্ততঃ একবার বলুন, কেন আপনি এই দীনবেশে কৌরব-শিবিরাভিমুখে চ'লেছেন?

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃ। হাঁ হাঁ, বাধা দিও না ভীমসেন; বাধা দিও না ধনঞ্জয়! পথ ছাড়— মহারাজকে নির্ব্বিঘ্নে পথ চ'লতে দাও।

ভী। এ কি ব'লছ কৃষ্ণ?

কৃ। ঠিক ব'লছি— বাধা দিও না।

অ। একটা কথা শুনতেও কি আমাদের অধিকার নেই!

কৃ। না। থাকলে, ধর্ম্মরাজ ব'লতেন।

ভী। যাও, তবে কোথায় যাবে যাও। ওই পাপিষ্ঠ দুঃশাসন, ওই দুরাত্মা কর্ণ, ওই মহাপাপ শকুনি— হাসতে হাসতে আমাদের দিকে আসছে।

কৃ। আসুক।

ভী। এখনি ব্যাক্যবাণে আমাকে জর্জ্জরিত ক'রবে।

কৃ। করুক।

ভীম। আমি চ'ললুম।

কৃ। না, যেতে পাবে না। চা'র ভাইকেই ধর্ম্মরাজের সঙ্গে যেতে হবে।

দুঃশাসনাদির প্রবেশ

শ। বা! ধর্ম্মরাজ বা!—

কর্ণ। অদ্ভুত বীরত্ব দেখাচ্ছ ধনঞ্জয়!

দুঃ। কি ভীমসেন— (বক্ষঃ দেখাইয়া) এটাকে চিরে রক্ত খাবার প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে না।

কৃ। চলুন মহারাজ, আমরা আপনার অনুসরণ করি।

দুঃ। শুধু পাঁচ ভাই কেন হে?— পঞ্চবীরের প্রাণপুতুলি পাঞ্চালী কই? তাকে সঙ্গে আনলেই ভাল হ'ত।

শ। আমরা মাতুলের জাত— আমরা চোখ বুজে থাকব— সঙ্গে নিয়ে এস যুধিষ্ঠির, পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে এস। অনেক কষ্টে তা'কে উপার্জ্জন ক'রেছিলুম হে— পাশা ফেলতে হাতের নড়া ব্যথা হ'য়েছিল, নিয়ে এস ভীমসেন।

দুঃ। তোমার দাঁত কিড়িমিড়ি রোজই দেখছি। একবার পাঞ্চালীকে দেখাও।

আমার বুক, দাদার উরু,—পাঞ্চালী কই—পাঞ্চালী কই? (যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান

কর্ণ। এখন কি কর্ত্তব্য মাতুল?

দুঃ। আবার কর্ত্তব্য কি। চল, আমরা দাদাকে এ সংবাদ দিয়ে আসি— আর বলে আসি, কোন রকমে যেন সন্ধি না করেন।

কর্ণ। সন্ধি প্রাণান্তেও করতে দেব না। প্রথমেই আমি দূত মুখে যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ ক'রেছিলুম, তা' যখন সে শোনেনি, যখন দম্ভভরে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে এসেছ, তখন কখনই সন্ধি হ'তে দেব না! পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল না করে আর আমরা নিবৃত্ত হব না।

শ। তাহ'লে দুঃশাসন যা' ব'ললে, তাই করি এস। এস দুর্য্যোধনকে ব'লে আগে থাকতে সাবধান ক'রে রাখি।

কর্ণ। তাই চল— বিনা রক্তপাতে এ বিবাদের মীমাংসা হ'তে দেব না। না, না, একি হ'ল? সকলে মিলে পিতামহের শিবিরাভিমুখে চ'লেছে যে!

দুঃ। যেখানেই যাক, সন্ধি হ'তে দেব না। দুরাত্মা ভীম আমার বক্ষ-রক্ত পান ক'রবে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, দাদার উরু ভঙ্গের বিভীষিকা দেখিয়েছে। ঐ দুরাত্মাকে বিনাশ ক'রতে না পা'রলে কিছুতেই আমার রাগ যাবে না।

কর্ণ। কারও যাবে না। আমিও যতক্ষণ অর্জ্জুনকে বিনাশ ক'রতে না পারছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আর নিদ্রা হবে না। যুদ্ধ চাই—রক্ত চাই— পাণ্ডব-শোণিতে তৃষিতা ধরণীর তৃপ্তি চাই।

দুঃ। পিতামহকে কিছুতেই বিশ্বাস নেই। তিনি আমাদের চেয়েও পাণ্ডবদের পক্ষাবলম্বন ক'রেছেন। চল,আগে থাকতেই আমরা দুন্দুভি ধ্বনিতে ও মাগধীদের রণ-সঙ্গীতে যুদ্ধের ঘোষণা ক'রে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র

রণ-সঙ্গীত

ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরাদি

যুধি। হে দুর্দ্ধর্ষ পিতামহ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ ক'রতে এসেছি। আপনার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রব। আপনি অনুগ্রহ ক'রে যুদ্ধের অনুমতি দান করুন, আর আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম। রাজন! তুমি যদি আমার কাছে অনুমতি গ্রহণ করতে না আসতে তাহ'লে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতুম— তোমার পরাজয় হ'ক। এখন আমি তোমার প্রতি প্রীতি হ'য়েছি। তুমি বর গ্রহণ কর। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমার নিবেদন শোন। আমি দুর্য্যোধনের পক্ষালম্বনে যুদ্ধ ক'রব ব'লে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হ'য়েছি। সুতরাং তোমার হয়ে আমি কোন মতেই যুদ্ধ ক'রতে পারব না। তুমি অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর।

যুধি। পিতামহ! আপনি কৌরব-পক্ষের হ'য়ে যুদ্ধ করুন, আর আমার হিতার্থী হ'য়ে আমাকে মন্ত্রণা প্রদান করুন। আমি এই বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

ভীষ্ম। তথাস্তু।

যুধি। আপনি অপরাজেয়।

ভীষ্ম। আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে

পারে, এমন ব্যক্তি আমি দেখিনি। ইন্দ্র আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে, তিনিও আমাকে পরাজয় করতে পারেন না।

যুধি। তা'হলে আপনি কেমন করে যুদ্ধে নিহত হবেন, সেই উপায় আমাকে ব'লে দিন।

ভীষ্ম। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন মহারাজ।

যুধি। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে আমার পক্ষের মঙ্গল কামনায় এই প্রশ্ন ক'রছি।

ভীষ্ম। অস্ত্র হাতে থাকলে আমার পরাজয়ের ত কোনও উপায় দেখতে পাই না, মহারাজ।

যুধি। তবে কি বাতাহত মেঘের ন্যায় আমার সমস্ত সৈন্য আপনার বাণে ছিন্ন ভিন্ন হবে?

ভীষ্ম। মহারাজ। এখনও আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়নি, সুতরাং এখন আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না।

কৃষ্ণ। প্রয়োজন নেই— উত্তর আপনি পেয়েছেন ধর্ম্মরাজ। এখন পিতামহকে প্রণাম ক'রে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন।

ভীষ্ম। এই যে কেশব তোমার সঙ্গে র'য়েছেন। তবে আর জয়ের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছ কেন? যাও তোমরা ধর্ম্মানুযায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমার সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত হ'য়ে আমার আদেশের অপেক্ষা ক'রছে।

অর্জ্জুন। পিতামহ। আপনার অঙ্গে আমি কেমন করে অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রব?

ভীষ্ম। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিকেই জানে। তখন সে তার অন্য সমস্ত সম্পর্ক বিস্মৃত হয়। তুমি শৈশবে আমাকেই পিতা ব'লে ডাকতে ; আমি অতি কষ্টে তোমাকে বুঝিয়েছিলুম যে, আমি তোমার পিতামহ। সে আদরের নিধি তুমি—সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ধনঞ্জয়। আমিই বা তোমার অঙ্গে কেমন ক'রে বাণ নিক্ষেপ ক'রব? যাও, এই মোহকর দুর্ব্বলতায় ক্ষাত্রধর্ম্ম থেকে যেন কোনও রকমে বিচ্যুত হ'য়ো না।

যুধি। তবে অনুমতি করুন, আমরা শ্রীচরণে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করি।

কৃষ্ণ। পিতামহ! আমরা বালক— যুদ্ধের দুরূহ সমস্যার মীমাংসা ক'রতে অক্ষম। আপনি বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, তপস্ব প্রধান, জগতে শ্রেষ্ঠ রণবিশারদ। আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। এমন কথা বলুন যা। স্মরণ করলে এই ধর্ম্মযুদ্ধে আমাদের জয় হয়।

ভীষ্ম। কেশব। আমি মহাত্মাদের মুখে এই আপ্ত বাক্য শুনেছি,— যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়।

জয়োহস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে
জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো
জয়ঃ।।

হে পাণ্ডুপুত্রগণ। শুন, তোমাদের জয় কা'রও আশীর্ব্বাদ-বাক্যের অপেক্ষা রাখে না। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে আমি প্রাণ-পণ ক'রে দুর্য্যোধনের জন্য যুদ্ধ ক'র্‌ব। সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অব্যাহত রেখে আশীর্ব্বাদ করি— এই যুদ্ধে তোমাদের মঙ্গল হ'ক।

কৃষ্ণ। পিতামহ! আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম। (যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ

দু। পিতামহ! প্রণাম করি।

ভীষ্ম। এস ভাই! সূর্য্যোদয়ের সূচনা

ক'র্ছে। ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে এই শুভ মুহূর্ত্তে যুদ্ধারম্ভ ক'রব, কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটা বিষম সংশয় উপস্থিত হ'য়েছে।

ভীষ্ম। কি সংশয়, বল?

দু। আমার মনে হচ্ছে, আপনি পাণ্ডবের বিপক্ষে কৃপালু হ'য়ে যুদ্ধ ক'র্‌বেন— আপনি আমার হ'য়ে মনোযাগ-সহকারে যুদ্ধ ক'র্‌বেন না।

ভীষ্ম। মনে তোমার সহসা এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হ'ল কেন?

দু। শুধু আমার নয় পিতামহ, আমার প্রিয়সখা অঙ্গরাজেরও মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হ'য়েছে।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন। তুমি এই নীচজাতি সূতপুত্র কর্ণের কথায় সহসা এরূপ উত্তেজিত হ'য়ো না।

কর্ণ। দেখুন পিতামহ! আপনি আমাকে এরূপ অযথা তিরস্কার ক'র্‌বেন না। আপনি যখনই অবকাশ পান, তখনই আমার প্রতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ করেন।

সূতো বা সূতপুত্রো বা যোহহং সোহহং ভবাম্যহম।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্।।

সূতই হই, সূতপুত্রই হই, আমি যে হই না কেন, আমি স্বধর্ম্ম কখন পরিত্যাগ করি না! আমি দৈবাধীন কৌলীন্য গর্ব্ব না ক'রে নিজের পৌরুষের গর্ব্ব করি। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের শ্রেষ্ঠ-হিতৈষী ব'লেই নিজেকে মনে করি।

দু। রাজা যুধিষ্ঠির আপনার কাছে এসেছিলেন কেন?

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ ব'লে এসেছিলেন। আমি গুরুজন, এই জন্য ধর্ম্মানুসারে তিনি আমার কাছে যুদ্ধের অনুমতি নিতে এসেছিলেন।

দু। বেশ, তা আসুন তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। এখন আমি আপনাকে যা' নিবেদন ক'র্‌তে এসেছি, তা' শুনুন। আপনি কৌরবসৈন্যের সেনাপতি। সুতরাং আমার মঙ্গল সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন ক'র্‌তে আমার অধিকার আছে।

ভীষ্ম। শুধু প্রশ্ন কেন কুরুরাজ, আমার প্রতি আদেশ ক'র্‌তেও অধিকার আছে.

দু। তা'হ'লে আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কতদিনে পাণ্ডবকে সসৈন্যে সংহার ক'র্‌তে পার্‌বেন? আচার্য্য মহামতি দ্রোণকে আমি এই প্রশ্ন ক'রেছিলাম। তিনি অকপটে আমাকে ব'লেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ ক্ষীণপ্রায়, তথাপি আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, যদি আমার মৃত্যু না হয় তা'হলে আমি একমাসে পাণ্ডবদের সসৈন্যে সংহার ক'র্‌ব।"

ভীষ্ম। আমিও অতি বৃদ্ধ, তার উপর আচার্য্য দ্রোণের অপেক্ষা অধিক বীরত্বের গৌরব করি না। আমি বল্‌ছি যদি আমার মৃত্যু না হয়, তা'হলে একমাসের মধ্যে সসৈন্যে পাণ্ডবকে সংহার ক'র্‌ব।

কর্ণ। তবে ত ভারি যুদ্ধ ক'র্‌বেন পিতামহ! প্রবল একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হয়ে দুর্ব্বল সপ্ত অক্ষৌহিণীকে একমাসে ধ্বংস ক'র্‌বেন, রাম-বিজয়ীর এ গর্ব্ব না করাই ছিল ভাল। মহারাজ, আমি

পাঁচদিনে সংহার ক'র্‌ব।

ভীষ্ম। রাধেয়! তুমি জাতির অনুরূপ গর্ব্ব ক'রছ। তুমি অর্জ্জুনকে কখন বাসুদেবের সঙ্গে এক রথে দেখনি, তাই এই বালকোচিত মতিহীনের মত কথা কইতে সাহস ক'র্‌লে। সূতপুত্র! একবার সে যুগল মূর্ত্তি একরথে দেখলে আর তোমার মুখ দিয়ে এরূপ বাক্য নির্গত হবে না।

কর্ণ। সে আপনি মাস খানেক ধ'রে দেখুন।

ভীষ্ম। একক অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধেই তোমাদের বীরত্বের মূল্য তোমরা বুঝতে পেরেছ। গন্ধর্বের সঙ্গে যুদ্ধে যখন দুর্য্যোধনের স্ত্রীপুত্রগণকে গন্ধর্ব্বেরা কেড়ে নিয়েছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে? বিরাট্‌রাজ্যে গোধন-হরণ কালে যখন অর্জ্জুন দুর্য্যোধনাদিকে নিদ্রিত ক'রে তাদের বস্ত্রহরণ ক'রেছিল, তখনই বা তুমি সে প্রান্তরের কোন্ তরুতলে নিদ্রিত ছিলে?

কর্ণ। তিরস্কার শুন্‌তে আসিনি পিতামহ, আমি রাজা দুর্য্যোধনের মঙ্গলার্থী হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি পাণ্ডবনিধনে কার্পণ্য করেন, তা'হ'লে এখনও সময় থাক্‌তে সগৌরবে যুদ্ধ হ'তে অবসর গ্রহণ করুন।

ভীষ্ম। সেনাপতি হবে কে?—তুমি?

কর্ণ। আমিই সেনাপতি হব।

ভীষ্ম। তুমি! তবে কিছু অপ্রিয় সত্য শুন রাধেয়! আচার্য্য দ্রোণ অতিরথ। কৌরবপক্ষে আমি ভিন্ন তাঁর সমতুল্য যোদ্ধা আর কেউ নেই। তিনি ছাড়া আমাদের বীরগণের মধ্যে অনেক রথী আছেন। দুর্য্যোধন রথী, দুঃশাসন রথী, এমন কি এই নীচ সুবলনন্দন শকুনি, তাতেও রথীত্বের অনেক লক্ষণ আছে। কিন্তু রাধেয়! তোমাতে তা' নেই। সহজাত কবচ-কুণ্ডল-হীন, প্রতারণায় ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষাকারী দাম্ভিক অঙ্গ-রাজ, তুমি অর্দ্ধরথী। পাঁচদিনে তুমি গাণ্ডীবীকে সংহার ক'র্‌বে! পাঁচদণ্ড তার বাণের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার তোমার শক্তি নাই।

কর্ণ। তবে শুন রাজা দুর্য্যোধন! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রলুম, এই আত্মশ্লাঘাকারী মহাত্মা পরশুরামের কৃপায় পরশুরাম-বিজয়ী এই কুরুবৃদ্ধ যতদিন জীবিত থাক্‌বেন, ততদিন এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধ'র্‌ব না। বৃদ্ধ ম'লে, আমি আবার অস্ত্র ধ'রে তোমার হ'য়ে পাণ্ডব-সৈন্য সংহার ক'র্‌ব। (কর্ণের প্রস্থান।

দু। কি কর্‌লেন পিতামহ! আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ সখা, সর্ব্বদা আমার হিতৈষী কর্ণের সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত ক'রলেন!

ভীষ্ম। সে তোমার হিতৈষী? না দুর্যোধন! মুখে কার্য্যে অঙ্গরাজ তোমার হিতৈষিতা করে বটে, কিন্তু ফলে সে হিতৈষী নয়। মূর্খ রাজা, শুন্‌লে না—সত্যবাদী কর্ণ আমার মৃত্যু ঘোষণা ক'রে গেল! যাও, যে সঙ্কল্প ক'রে অস্ত্র ধ'রেছি, যতদিন পর্যন্ত অস্ত্র ধর্‌তে অসমর্থ না হ'ব, ততদিন পর্য্যন্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করব না। প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার ক'রব। যতদিন যুদ্ধ ক'রব, একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধে কৃপণতা ক'রব না। পাণ্ডবদিগের সংহার করা যদি আমার সাধ্য

হয়, তাদের সংহার ক'রতে ইতস্ততঃ ক'রব না।

দু। পিতামহ! এ হ'ত করুণার কথা আমি প্রত্যাশা করিনি। আপনি আমাকে ক্ষমা ক'রে যুদ্ধরত্ত করুন।

(দুর্য্যোধনাদির প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—সন্ধ্যা

বলদেব ও সাত্যকি

বল। কি রে সাত্যকি, কি রে ভাই, মুখ বিমর্ষ করে দাঁড়িয়ে কেন?

সা। যাও, যাও— তোমার ওপর অশ্রদ্ধা হ'য়ে গেছে।

বল। আরে দূর, ও কথা কি বল্‌তে আছে রে ছোঁড়া! কেশব আমার চরণে মাথা নোয়ায়, আর তুই কি না বল্‌লি, অশ্রদ্ধা হ'য়েছে। ফের ব'ল্‌লে তোর কাণ মলে দেব। শালা, এ কথা ব'ল্‌লে কেশবের অমর্য্যাদা হয়, তা' জানিস?

সা। তুমি যে বলালে, তা'হলে ব'ল্‌ব না কেন?

বল। আমি কি বলালুম?

সা। যেদিন রাজা দুর্য্যোধন তোমাদের দুই ভাইকে বরণ করতে যায়, সেদিন তুমি কি বলেছিলে?

বল। কি বলেছিলুম?

সা। এইত, চব্বিশ ঘন্টাই মধুপানে মত্ত—তোমাতে কি পদার্থ আছে?

বল। সে কি রে সাত্যকি আমাতে পদার্থ নেই?

সা। কই দেখ্‌তে ত পাচ্চি না!

বল। দূর মূর্খ! আজও পর্য্যন্ত তুই আমাকে চিন্‌তে পারলিনি! তা'হ'লে তোর কৃষ্ণভক্তির বহর কৈ?

সা কেন্‌, তুমি কি?

বল। আমি কি? আমি কি? হাঁরে শালা, আমি কি। আবার কি? আমি হলধর, আমি বলদেব— আমি সঙ্কর্ষণ— আমি আছি তাই তোমাদের কেশব আছে। কেশবের ওই দেহ কি মাটিতে গড়া রে হতভাগা! তার পায়ের নখটি থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চূড়ার শিখিপুচ্ছটি পর্য্যন্ত সমস্তই চিন্ময়! চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম। আমি হলধর। চিন্ময় বাসুদেবের চিত্রক্ষেত্রে দিবারাত্র নিদ্রাশূন্য হ'য়ে হলচালনা ক'র্‌ছি। সেই জন্যই না তোদের কেশব লীলা কর্‌ছে। নইলে তোদের লীলা কে দেখাত রে? আমি সঙ্কর্ষণ, প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী দিয়ে সেই বিরাট পুরুষকে আকর্ষণ ক'রেছি, তার চিন্ময় দেহকে মৃন্ময়ের আভাব দিয়েছি। ওরে ভাই সে কি অল্প ক্ষমতাব কাজ! তাই আমি বলিশ্রেষ্ঠ বলদেব। মুনি ঋষি ধ্যান ক'রে যা'কে ধ'রতে পারে না, সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ যার কাছে পৌঁছিতে পারে না, তোরা তাকে নিত্য চোখের উপর দেখ্‌ছিস্‌— দেখে কখন আনন্দ, কখন অভিমান কর্‌ছিস! মা যশোদা তাকে একদিন দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, রাখল বালকেরা তার ঘাড়ে পিঠে চেপেছিল রে! আমি যদি এক মুহূর্ত্তের আকর্ষণ ছেড়ে দিই, তাহ'লে বাসুদেব যে বিরাট্‌ —আবার সেই বিরাট্‌। তবে ভাব দেখি ভাই, আমাতে কত বল। দিবারাত্রি মধুপান করি কেন, তা বুঝ্‌লি?

সা। গায়ের ব্যথা মার।

বল। ব্যথা মার্ব কিরে শালা! আমার কি গা আছে যে, তাতে ব্যথা লাগ্‌বে? আমি মধুপানে সমস্ত মত্ততা আমার কাছে ধ'রে রেখে দিয়েছি। তাই বাসুদেব দিবানিশি অপ্রমত্ত।

সা। তা এ মত্ততা তোমার বাসুদেবকে দেখাও আর্য্য, আমার আজ আর তা দেখ্‌বার হৃদয়-বল নেই।

বল। কেন সাত্যকি?

সা। আজ অষ্টাহ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে তা' জান?

বল। তা আর জানতে হবে কেন সাত্যকি। সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি— প্রকৃতির আকারে দেখ্‌তে পাচ্ছি, ইঙ্গিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি। অসংখ্য বীরের দেহে প্রান্তর আচ্ছন্ন হ'য়েছে, তাতো বুঝ্‌তে পার্‌ছি ভাই।

সা। এ সব নরদেহ কা'দের বুঝ্‌তে পেরেছো?

বল। কাদের?

সা। সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের দেহ।

বল। সমস্ত?

সা। সমস্ত। কুরুপক্ষীয় অতি অল্প সৈন্যই হত হ'য়েছে। কুরুপক্ষের সেনাপতি স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম। তিনি এমন বীরত্বের সহিত,— এমন রণকৌশলের সহিত কৌরবদিগকে রক্ষা ক'রে যুদ্ধ ক'রছেন যে, পাণ্ডবপক্ষীয় কোনও বীর, তাঁর সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'র্‌তে পার্‌ছে না।

বল। সেই জন্যই কি তুমি বিমর্ষ?

সা। সে জন্য তত নয়, কেননা রণক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ— ক্ষত্রিয়ের এর চেয়ে গৌরবের মরণ আর কি আছে? বিমর্ষ তোমার জন্য। আর্য্য, তোমার বাক্য মিথ্যা হ'ল?

বল। আমি কি ব'লেছি?

সা। তাই ত বলি, তুমি সদা প্রমত্ত— কথায় কথায় আত্মবিস্মৃত— তোমার কথার মূল্য কি?

বল। আরে মর্‌—বল না? নতুন ক'রে মনে করি।

সা। দুর্য্যোধন ব'লেছিল কৃষ্ণকে চাই না। তাই শুনে তুমি ব'লেছিলে, এমন কথা যে দুর্ম্মতি বলে, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। কেমন, মনে ক'রে দেখ দেখি, একথা তুমি বলনি?

বল। একথা বল্‌তে পারি, ভাই! কিন্তু দুর্য্যোধনকে অভিশাপ দিই নি। সে শিষ্য, তা'কে অভিশাপ দেওয়া ত সম্ভব নয়। যা বলি, যা করি সাত্যকি, দুর্য্যোধনের উপর আমার স্বাভাবিক একটা মমতা আছে।

সা। তা হ'লেই ত তোমার কথা মিথ্যা হ'ল।

বল। দেখ্ সাত্যকি, যে কৃষ্ণকে ত্যাগ করে, তার ধ্বংস ভিন্ন ত অন্য গতি নাই! তার পরিণাম ত অন্যের কথার অপেক্ষা রাখে না।

সা। শুধু কি চাইনি ব'লে সে কেশবের অপমান ক'রেছে? সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কেশব কুরু-সভায় গমন করেছিলেন। পাষণ্ড কৌরব সন্ধি করা দূরে থাক্, কেশবকে অসহায় মনে ক'রে তাকে বাঁধতে এসেছিল।

বল। সাত্যকি আর বলিস্‌নি। আমি

তোর মনের কথা বুঝেছি। তুই দুর্য্যোধনের উপর আমার প্রচণ্ড ক্রোধোদ্রেকের চেষ্টায় আছিস্। কিন্তু সাত্যকি, কেশব যখন পাণ্ডবকে অবলম্বন করেছেন, তখন কৌরবের ধ্বংসে আমার ক্রোধের প্রয়োজন হবে না। আমি এই জন্যই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে নির্লিপ্ত। আমি এসেছি কেন জানিস্? শুনলুম, শান্তনু-নন্দন এমন অদ্ভুত যুদ্ধ ক'রেছেন যে, তাতে কেশবকে পর্য্যন্ত বিব্রত হ'তে হ'য়েছে।

সা। এমন যুদ্ধ দেবতা-গন্ধর্ব্বে দেখেনি। অষ্টাহ যুদ্ধ হয়ে গেছে এই অষ্ট দিবসে ভীষ্ম প্রতি রণ-শেষে দশ সহস্র ক'রে সৈন্য সংহার করেছেন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন যে, প্রতিদিন দশ সহস্র ক'রে সৈন্য সংহার ক'রে পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে বিনাশ কর্‌বেন।

বল। দেখ্ শালা, আমি মাতাল— না তুই মাতাল? সত্যব্রত শান্তনু-নন্দন কখন এমন প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পারেন না।

সা। ক'রেছেন— আর পারেন না।

বল। ফের বল্‌লে তোকে মেরে ফেল্‌ব। সত্যব্রত ভীষ্ম জানেন, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষে জয়। এ জেনেও কি তিনি ওরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রতে পারেন?

সা। ভাল, আজও ত যুদ্ধের অবসান হ'ল— সত্য কি মিথ্যা এখনি ধর্ম্মরাজের কাছে শুন্‌তে পাবে। (নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি) ওই শুন, কৌরব পক্ষের উল্লাস— আজিও বুঝি ভীষ্ম রণাবসানে দশ সহস্র পাণ্ডবসৈন্য সংহার ক'র্‌লেন। তাই ত আর্য্য একি হ'ল? যে রথে নারায়ণ সারথি, রথী, সে রথ নিত্য নিত্য পরাজয়ের অপমান বহন ক'রে ফিরে আস্‌বে। পাণ্ডবদের জন্য এখন যত চিন্তা না হ'ক, তোমাদের মর্য্যাদার জন্য যে আমি ব্যাকুল হলুম।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

অ। একি হ'ল বাসুদেব? প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, পিতামহকে আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য অবসর দেব না। তুমি সাক্ষ্য, সকাল থেকে যুদ্ধারম্ভ ক'রে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম বাণ নিক্ষেপ ক'রেছি। সব্যসাচী আমি— যুদ্ধে উভয় হস্তই আমার সমভাবে কার্য্য করে। সেই দুই হস্ত সমভাবে পিতামহের প্রতি বাণ নিক্ষেপ ক'রেছে। সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আজ আর পিতামহকে কোনও ক্রমে সৈন্য সংহার ক'র্‌তে দেব না। তবু পিতামহকে নিবৃত্ত কর্‌তে পারলুম না। কেন পা'র্‌লুম না, আর কোন্ সময়ে পা'র্‌লুম না— আমাকে বল।

কৃষ্ণ। পিতামহ যখন যুদ্ধে ক্লান্ত হন নি, কিন্তু সখা, তুমি হ'য়েছিলে, এক লহমার জন্য তুমি একবার মাথার ঘাম মুছেছিলে। সেই অবকাশে বৃদ্ধ তোমার দশ সহস্র সৈন্য নিধন ক'রেছেন।

অ। কেশব। শুনে আমার অস্ত্রক্ষত দেহ পুলকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি আজ ভাগ্যবশে এমন বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী, যে বীর চক্ষের পলক প'ড়তে যত সময় লাগে, সেই সময়ের জন্য আমি একটু অন্যমনস্ক হ'য়েছি ব'লে— আমার দশ সহস্রসৈন্য সংহার কর্‌লেন। কেশব। তুমি আদেশ কর, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করি। মেদিনী ত সামান্য ভূমি— আমাদের এই তুচ্ছ স্বার্থ—এর জন্য মেদিনীকে এমন অমূল্য নিধি থেকে বঞ্চিত কর্‌তে হবে।

রাজ্য চাই না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য কামনা করি না তুমি আমার এমন অমূল্য পিতামহকে জীবিত রাখ।

বল। ঠিক ব'লেছ ধনঞ্জয়, তোমার মহত্ত্বেরই অনুরূপ কথা ব'লেছ।

কৃষ্ণ। একি দাদা! আপনি এখানে কখন এলেন?

বল। এই ক্ষণপূর্ব্বে এসেছি।

কৃষ্ণ। কেন এলেন?

বল। কেন এলুম? একথা জিজ্ঞাসা কর্‌লি কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। না দাদা, এ সময় আপনার এখানে আসা ভাল হয় নি।

বল। কেন?

সা। আবার কেন? কেশব যখন ব'লেছেন ভাল হয়নি, তখন নিশ্চয় ভাল হয়নি।

বল। তুই থাম্। কেন কৃষ্ণ?

সা। কেন, আমি ব'ল্‌ছি। তোমার আসার মূল্য কি?

বল। সত্যিকি তুই মলি।

সা। তুমি নিরপেক্ষ। তুমি ত আর আমাদের হ'য়ে যুদ্ধ ক'র্‌বে না।

বল। কেন কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। ওই ত সাত্যকি ব'ল্‌লে। আপনি নিরপেক্ষ। আপনি এখানে এলে, কৌরবেরা সন্দেহ ক'র্‌তে পারে যে, আপনি আমাদের হিতার্থে এখানে এসেছেন।

বল। তারা আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ ক'র্‌বে?

কৃষ্ণ। সন্দেহ ক'র্‌বার কারণ হবে। আমরা এখনি ভীষ্ম বধের পরামর্শ ক'রব।

বল। কেমন ক'রে ভীষ্মকে বধ ক'র্‌বে? এই ত শুন্‌লুম, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন যে, প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার ক'রে পাণ্ডবদের সসৈন্যে বিনাশ ক'র্‌বেন। সে সত্যনিষ্ঠের প্রতিজ্ঞা। তা হ'লে কেমন ক'রে তুমি সমরে সেই অজেয় ব্রহ্মচারীকে বধ ক'র্‌বে?

কৃষ্ণ। ভীষ্ম ত এরূপ প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে পারেন না দাদা!

বল। কেন, এই ছোঁড়া ত এই কথা ব'ল্‌লে।

সা। শোন, শোন,—আমার দিকে অমন ক'রে কটমট ক'রে চেও না।

কৃষ্ণ। সাত্যকিও শুনেছে। তবে সে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথা শোনেনি। গঙ্গানন্দন ব'লেছেন, "যদি আমি যুদ্ধে হত না হই, তা হ'লে সসৈন্যে পাণ্ডবদের সংহার ক'র্‌ব।"

বল। কিরে শালা?

সা। যাও, যাও—তুমি বেঁচে গেলে। তোমাকে কি আমি ছাড়্‌তুম? আজ যদি কেশব ভীষ্মবধের কথা মুখে না তু'লতেন, তাহ'লে কা'ল প্রাতঃকালে তোমাকে আমি রণক্ষেত্রে দাঁড় করাতুম। বলিশ্রেষ্ঠ, তোমাকে দিয়ে আমি কুরুকুল নির্ম্মূল করাতুম্।

কৃষ্ণ। দাদা। সেই অজেয় ব্রহ্মচারী, সেই নিরপরাধ নির্ব্বিরোধ, কুরু পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী মহাপুরুষের দেহ নাশের পরামর্শ কর্‌তে হবে। পাপ-সংসর্গে তাঁকেও মলিন হ'তে হয়েছে— তাই দেবব্রত গঙ্গানন্দনকে আমরা বধ ক'রে মুক্তিদান ক'র্‌ব। সুতরাং আপনি আর

মুহূর্ত্তের জন্যও এখানে দাঁড়াবেন না।

বল। আমি চ'ললুম। আমি দেখেছি সমস্ত রাজার বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে। এ মাংস-শোণিতময় সংগ্রাম আমি দেখ্‌তে পা'রব না। পাণ্ডবগণের ন্যায় দুর্য্যোধনও আমার প্রিয়পাত্র। তুমি অর্জ্জুনের প্রতি মমতাবশে তার প্রতি অকরুণ হয়েছো। অথচ তোমা ব্যতিরেবে অন্য লোককে আমি অবলোকন করি না। সুতরাং আর আমি এখানে থাকব না যতদিন না এই যুদ্ধের শেষ হয়, ততদিন আমি তীর্থ-ভ্রমণে যাত্রা ক'র্‌লুম।

সা। যেখানেই যাও, যে সঙ্কল্পেই যাও, শুন আর্য্য, আমাকে তুমি এড়িয়ে যেতে পার্‌বে না। যদি প্রয়োজন বুঝি, যেখানেই থাক, স্মরণ মাত্রেই তোমাকে আমার কাছে উপস্থিত হ'তে হবে। এই ভীমযুদ্ধে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হচ্ছ তুমি। যদি জনার্দ্দনের সঙ্গে একরথে উপবিষ্ট হয়েও তৃতীয় পাণ্ডব শত্রুসংহারে অকৃতকার্য্য হন, তাহ'লে বলিশ্রেষ্ঠ তোমাকেই দিয়ে আমি পাণ্ডব-রিপুকুল নির্ম্মূল করাব।

বল। সাত্যকি। এই সামান্য মাত্র সময়ের কথোপকথনে কেশবের এক ইঙ্গিতেই বুঝেছি, এ যুদ্ধে আমাকে আর প্রয়োজন হবে না।

অর্জ্জুন। কেশব, ক্ষান্ত হও— এরূপ লোক- বিগর্হিত কাজে আর আমাকে উত্তেজিত করো না। মহানুভব গুরুজন গঙ্গাদত্ত চিরপবিত্র শান্তনু-নন্দন। তাঁর পিতৃতুল্য স্নেহেই আমি বড় হয়েছি। কেশব। তাঁকে বিনাশ না ক'রে যদি ইহলোকে আমাকে ভিক্ষান্ন ভোজন ক'র্‌তে হয়, তাও শ্রেয়ঃ। এমন পিতামহকে বধ কর্‌লে ইহকালেই আমাকে রক্তলিপ্ত অন্ন ভোজন কর্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। যুদ্ধারম্ভে তোমার সমস্ত মোহ দূর ক'রে দিয়েছি। আবার তুমি ক্লীবত্ব অবলম্বন ক'র্‌লে ধনঞ্জয়? হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ ক'রে ভীষ্মনাশে বদ্ধপরিকর হও।

যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদাদি রাজগণের প্রবেশ

যুধি। কৃষ্ণ! পিতামহের বধোপায় যদি কিছু থাকে, আমাকে বল; যদি না থাকে, তাহ'লেও বল। আমি, চারি ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে আবার বনগমন করি। এরূপ ভাবে স্বজনক্ষয় আর আমি দেখতে পারি না। অর্জ্জুন মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধ ক'র্‌ছে না। কেবল বৃকোদরের উপর আমার নর্ভর। কিন্তু পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধে একক বৃকোদর আমার কি সাহায্য ক'র্‌বে?

দ্রু। এরূপ যুদ্ধ আর একদিন হ'লে আর পাণ্ডবের যুদ্ধজয়ের আশা থাক্‌বে না।

বিরাট। এরই মধ্যে আমি একরূপ নির্ব্বংশ হ'য়েছি। আমার পুত্র উত্তর ও শ্বেত উভয়েই প্রাণবিসর্জ্জন দিয়েছে। মৎস্যরাজ্যের প্রতিনিধি এখন একরূপ আমি।

দ্রু। যদি বুঝতে পারেন বাসুদেব, ভীষ্মের সংহার হবে না, তা হ'লে এই আত্মীয় রাজাদের বংশলোপ করে ফল কি?

যুধি। বল কৃষ্ণ, শীঘ্র আমাকে ভীষ্ম বধের উপায় বল?

শিখণ্ডির প্রবেশ

শি। উপায় ত আমি— সর্ব্বদাই আপনাদের সন্নিকটে উপস্থিত রয়েছি মহারাজ। আমি ভিন্ন আর কেউ সে দুর্দ্ধর্ষ বীরকে সংহার ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। স্থিরবুদ্ধি বাসুদেব। আপনি আমাকে ভীষ্মবধের আদেশ করুন। এই সমস্ত বীর্য্যাভিমানী রাজার মত, বালক ব'লে আপনিও আমাকে উপেক্ষা কর্‌বেন না। আমি ভিন্ন আর কেউ ভীষ্মকে বিনাশ কর্‌তে পার্‌বে না।

কৃষ্ণ। অপেক্ষা কর শিখণ্ডী, আমি এখনি তোমার আবেদনের উত্তর দিচ্ছি। সাত্যকি। শীঘ্র ধৌম্য পুরোহিতের শিবিরে যাও। যদি তিনি শিবিরে থাকেন, তাহ'লে তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে মহারাজের শিবিরে পদধূলি দিতে বল।

ধৌম্যের প্রবেশ

ধৌম্য। স্মরণমাত্রেই এই যে আমি এসেছি, কেশব।

কৃষ্ণ। গূঢ় সংবাদ যা জান্‌তে গিয়েছিলেন, তা জেনেছেন?

ধৌম্য। সত্য। তিনি প্রথম দিবসেই ভীষ্মের সঙ্গে কলহ ক'রে অস্ত্রত্যাগ করেছেন। কৌরবেরা অতি যত্নে এ সংবাদ গোপন রেখেছে। এমন কি দু'একজন আত্মীয় অন্তরঙ্গ ছাড়া, কৌরব-সৈন্যের মধ্যেও কেউ এ রহস্য জানে না।

কৃষ্ণ। সংবাদদানে আমাকে নিশ্চিন্ত কর্‌লেন ব্রাহ্মণ।

অ। এ কা'র কথা বল্‌ছ সখা?

কৃষ্ণ। অপেক্ষা কব সখা, এখনি সব জা'নতে পার্‌বে। (ধৌম্যের প্রতি) আমাদের আবেদনটা কি তাকে শুনিয়েছিলেন?

ধৌম্য। শুনিয়েছিলুম। তাতে তিনি আপনাকে প্রণাম জানিয়ে ব'লেছেন, আপনার আবেদন রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রে একবার যখন কৌরবপক্ষ গ্রহণ করেছেন, তখন তাদের পরিত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন কর্‌তে পা'র্‌বেন না।

অ। এ কোন্ বীরের কথা ব'ল্‌ছেন তপোধন?

ধৌ। মহাবীর কর্ণ। তিনি মহামতি ভীষ্মের সঙ্গে কলহ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, যতদিন ভীষ্ম এ যুদ্ধের সেনাপতি থাক্‌বেন, ততদিন তিনি অস্ত্র ধর্‌বেন না।

অ। কর্ণকে রণক্ষেত্রে না দেখে পূর্ব্বেই আমি বিস্মিত হ'য়েছিলুম। কিন্তু তার অনুপস্থিতির কারণ বুঝতে পারিনি। মহাবীর কর্ণ কি কৌরব-সঙ্গ ত্যাগ ক'রেছেন?

ধৌ। একেবারে ত্যাগ করেন নি। যতদিন ভীষ্ম জীবিত থাক্‌বেন, ততদিন তিনি যুদ্ধ কর্‌বেন না। যদি ভীষ্মের নিধন হয়, আবার তিনি অস্ত্র গ্রহণ কর্‌বেন.

যুধি। তাতে কি হ'ল কৃষ্ণ? ভীষ্ম বধ না হ'লে ত আমরা গেলুম।

কৃষ্ণ। নিশ্চিন্ত হন মহারাজ। ভীষ্ম-বধের উপায় হ'য়েছে। যাও শিখণ্ডী, শিবিরে অদ্য রাত্রি মত সুখনিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ কর। কা'ল যুদ্ধের সেনাপতি।

শি। যথা আজ্ঞা বাসুদেব।

কৃষ্ণ। আর সাত্যকি, তুমি শিখণ্ডীর রথের সারথি হও। আমার বোধ হচ্ছে,

কাল প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের জগতের লোক এক চিরস্মরণীয় যুদ্ধের আয়োজন দেখ্‌বে। এ যুদ্ধের পরিণাম দেখতে সমস্ত গগন দেব-দানব গন্ধর্ব্বে পরিপূর্ণ হবে। সাত্যকি, সে অদ্ভুত যুদ্ধে শিখণ্ডীর রথে সারথ্য কর্‌বার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি তুমি। যাও, তোমরা উভয়েই নিজ নিজ শিবিরে রাত্রির মত বিশ্রাম নাও।

শি। আমার এ বিস্মিত নেত্রে কি দেখ সাত্যকি?
আমি পথলগ্ন ক্ষুদ্র বালুকণা
হে কৃষ্ণ, দেবকী-নন্দন, হে সর্ব্বজ্ঞ বিভু সনাতন।
দীনচক্ষু অশ্রুপূর্ণ আজি—
বলিতে অনেক কথা অবসাদে বাক্যরুদ্ধ মম।
তুমি মহান হইতে মহীয়ান্,
তুমি অণু হ'তে ক্ষুদ্র পরমাণু,
তাই এই ক্ষুদ্র জনে শ্রীচরণে কৃপায় করিলে অঙ্গীকার।

(সাত্যকি ও শিখণ্ডীর প্রস্থান।

অ। একি বল্‌ছ কেশব। পাণ্ডব পক্ষে এত প্রধান রথী বর্ত্তমান থাক্‌তে এই ক্ষুদ্র সমরানভিজ্ঞ বালক সেনাপতি হবে?

কৃষ্ণ। বেশ, আক্ষেপ কেন ধনঞ্জয়? কাল তোমাদের সমস্ত রথীকে সেনাপতিত্বে আহ্বান ক'র্‌ছি। কিন্তু যিনি সেনাপতি হবেন, তাঁকে এই সঙ্কল্প ক'রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হ'বে, যেন কল্য সূর্য্যাস্তের পর মহাবীর ভীষ্মকে আর যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধ'রতে না হয়।

যুধি। না কেশব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। মহাবীর শিখণ্ডীই কাল যুদ্ধের সেনাপতি।

কৃষ্ণ। মহারাজ। আপনার ব্যাকুলতাতে আমিও ব্যাকুল হ'য়েছিলুম। কিন্তু আপনার ব্যাকুলতাকে দূর ক'রবার কোন উপায় দেখতে পাইনি। তাই এ কয়দিন নীরবে আপনার সৈন্য সংহার দেখছিলুম। কোনও প্রতীকার কর্‌তে পা'রছিলুম না। তপোধন ধৌম্য আজ আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রেছেন। যখন জানতে পেরেছি মহাবীর কর্ণ কাল যুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌বেন না, তখন আপনি ভীষ্ম সংহারে নিশ্চিন্ত হন।

যুধি। আসুন রাজন্যগণ, কেশবের কৃপায় আজ আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

দ্রু। তোমাদের মঙ্গলের জন্য রণ-চণ্ডীর মন্দিরে বিরাট তাঁর পুত্রগণকে বলি দিয়েছেন। আমিও দেবার জন্য প্রস্তুত ধর্ম্মরাজ।

(ধৌম্য, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অ। বাংরবার আমাকে প্রহেলিকা শোনাচ্ছ কেন গোবিন্দ?

কৃষ্ণ। বিস্মিত হয়ো না সখা, নিশ্চিন্ত হবার কারণ কাল রণক্ষেত্রেই জা'ন্‌তে পা'র্‌বে।

অ। দেখ কৃষ্ণ, তুমি যখন পাণ্ডব-সখা, পাণ্ডবের পরাজয় তোমার নামকে আঘাত ক'র্‌বে, তখন কুরুক্ষেত্রে আমার অস্ত্রধরা কেবল উপলক্ষ। পাণ্ডব তোমার, পাণ্ডবের জয় পরাজয় তোমার। পাণ্ডব তোমাকে ছেড়ে যখন একদণ্ডও বেঁচে থাক্‌বে না, তখন তুমি নিজেই যুদ্ধের ব্যবস্থা কর। আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

কৃষ্ণ। ক্রোধ ক'র না সখা, বেশ, কারণ শুনতে চাও—শোন। মহারাজ যখন পিতামহের কাছে তাঁর বধোপায় জান্‌তে যান্, তখন পিতামহ কি ব'লেছিলেন তোমরা ত শুনেছ। যতক্ষণ তাঁর হাতে অস্ত্র থাক্‌বে, ততক্ষণ কেউ তাঁকে সমরে পরাজিত ক'র্‌তে পার্‌বে না। সুতরাং কা'ল যেমন ক'রে হ'ক তাঁকে অস্ত্রশূন্য করতে হবে। মহামতি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তোমার অবিদিত নাই। আর শিখণ্ডীরও জন্মবৃত্তান্ত তুমি জেনেছ। কাল তোমার একমাত্র কার্য্য— যে কোন উপায়ে শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত করা। তাকে দেখবামাত্র পিতামহ অস্ত্র পরিত্যাগ ক'র্‌বেন! কর্ণ যদি কা'ল যুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌তেন, তা হ'লে তোমার সমস্ত অমানুষিক শক্তি একত্র ক'রলেও শিখণ্ডীকে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত ক'র্‌তে পার্‌তে না।

অ। কেন বাসুদেব?

কৃষ্ণ। মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রদত্ত একঘ্নী অস্ত্রের অধিকারী।

অ। কেশব। আমাকে ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ। নাও আজকের মত তুমিও একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রবে এস।

ধৌম্য। বাসুদেব। একটু অপেক্ষা। বিশ্রামের একটু বাধা পড়েছে।

কৃষ্ণ। কি প্রভু?

ধৌ। আজও পর্য্যন্ত ভীষ্ম পাণ্ডবদের একজনকেও সংহার ক'রলেন না দেখে, কৌরবেরা ব্যাকুল হ'য়েছে। গুপ্তচরের সাহায্যে আমি জানতে পার্‌লুম কর্ণের অনুরোধে আজ রাত্রেই রাজা দুর্য্যোধন আপনাদের নিধন বর প্রার্থনা ক'রতে ভীষ্মদেবের শিবিরে উপস্থিত হবেন।

কৃষ্ণ। অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ শোনালেন প্রভু। এ কথা না শুন্‌লে আমার কাল্‌কের ভীষ্মবধের সমস্ত আয়োজন বৃথা হত। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ধৌ। জয় হ'ক বাসুদেব, তোমার জয় হ'ক। (ধৌম্যের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। সখা, রাজা দুর্য্যোধন তোমাকে নাকি একটা বর দিতে চেয়েছিলেন?

অ। চেয়েছিলেন। যেদিন গন্ধর্ব্বযুদ্ধে আমি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত ক'রে কুরু-মহিলাদের সঙ্গে দুর্য্যোধনের উদ্ধার সাধন করি, সেই দিন মনের আবেগে তিনি আমাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি গ্রহণ করিনি। কিন্তু তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আমি বাধ্য হ'য়ে ব'লেছিলুম, যদি প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যতে গ্রহণ ক'রব্।

কৃষ্ণ। সেই বর গ্রহণ ক'রবার সময় এখন এসেছে।

অ। দুর্য্যোধনের কাছে দীনভাবে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রব?

কৃষ্ণ। আপদ্ধর্ম্ম ভাই, আপদ্ধর্ম্ম। সভামধ্যে পাঞ্চালীর অপমান স্মরণ কর, ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

অ। কি করতে হবে?

কৃষ্ণ। চিত্তরবিক্ষোভশূন্য পিতামহ, গ্রহদুর্ব্বিপাকে করে নাম শোনা মাত্র বিক্ষুব্ধ হন। দুর্য্যোধন তাঁর কাছে কর্ণের নাম করলেই তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যাবেন। হয় ত তোমাদের পঞ্চভ্রাতার

সংহারে প্রতিজ্ঞা ক'রবেন। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রতে হবে। তোমাদের মৃত্যুর জন্য পঞ্চবাণ কৌশলে হস্তগত ক'র্‌তে হবে। নাও এস। কি কৌশলে হস্তগত করা সম্ভব, তোমাকে বল্‌তে বল্‌তে পিতামহের শিবিরে গমন করি।

অ। তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র,—চল বাসুদেব, চল।

চতুর্থ দৃশ্য

শিবির— সন্ধ্যা

ভীষ্ম। ক্ষাত্র ধর্ম্মকে ধিক্। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে গুরুর জয় উচ্চারণ ক'রে শয্যাত্যাগ ক'র্‌তে হয়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুরোধে আমি সেই গুরুকে পরাজয় স্বীকার করিয়েছি। দেবর্ষি নারদের আদেশে সমরে চির অজেয় ভার্গব সহাস্য-মুখে অস্ত্রত্যাগ ক'রলেন, কিন্তু আমি সে দেবর্ষির আদেশ রক্ষা ক'র্‌তে পারলুম না। তার ফলে আজ আমার এই দুরবস্থা। সেই রামজয়ী-ক্ষত্রিয় আমি, এই বৃদ্ধ বয়সে এক দুর্ম্মতি যুবকের অন্নভোক্তা পরান্নভোজীর হীনতায় আজ আমি কতকগুলি স্নেহভাজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌ছি। আমার পঞ্চ প্রাণ, আজ আমার যুদ্ধে ব্যাকুল হ'য়েছে। হে ভার্গব! এখন বুঝতে পার্‌ছি, তুমি আমাকে জয় দাওনি। জয়ের নামে চির মর্ম্মভেদী পরাজয় আমাকে প্রদান ক'রেছ।

পরশুরামের প্রবেশ

রাম। দেবব্রত?

ভীষ্ম। এস গুরু, এস তপোধন।
এ অভাগ্যে আজিও কি রেখেছ স্মরণে?
অকৃতজ্ঞ শিষ্যে প্রভু
আজিও কি দৃষ্টি কর করুণা নয়নে

রাম। তুমি চির ভাগ্যবান্, ব্রহ্মর্ষি সমান-
ভাগ্য নিজে ভাগ্য ধরে তোমারে দেখিয়া।
আক্ষেপ ক'র না মতিমান।
অকৃতজ্ঞ কভু নহ তুমি।
সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী।
তবে শুন অন্তরের কথা।
কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণ সন্তান
শম দম শৌচ ক্ষমা ঋজুতা বিজ্ঞান
স্বধর্ম্ম করিয়া পরিহার,
ত্যাগ করি তপস্যা আচার,
ধরেছিল ক্ষত্রিয়ের ব্রত।
কার্য্য ছিল ক্ষত্র সনে রণ।
নিহত করিয়া দ্বিজ ক্ষত্র অগণিত
সে কার্য্য করিল সমাপন।
তথাপি মোহের বশে
ক্ষাত্র ধর্ম্ম ত্যজিতে নারিল!
সত্য বলে বলীয়ান বীর!
তোমার পবিত্র-কর-বিনিক্ষিপ্ত বাণে
তাহার ক্ষত্রিয় অসু
বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার বিপ্র দেহ হ'তে
হে গাঙ্গেয়, তোমার কৃপায়
ধন্য আমি—মুক্ত আমি। সমর শিক্ষায়
জীবন্মুক্তি মোরে তুমি দিয়েছ দক্ষিণা।
অকস্মাৎ মম আগমন
শুন তবে হেথা কি কারণ।
ব'সেছিনু যোগাসনে সরস্বতী-তীরে
সহসা আকাশ বাণী পশিল শ্রবণে।
বিষাদে গাহিল সরস্বতী
"কাঁদলো প্রকৃতি
ভীম যুদ্ধে পাণ্ডবের সনে
গাঙ্গেয়ের হইবে পতন।

কাঁদো বসুমতি!
যে পবিত্র পদস্পর্শে
এতকাল ছিলে ভাগ্যবতী,
সে ভাগ্য ঘুচিল তব।
দেহ ফেলে রণস্থলে,
স্বরাজ্যে চলিল দেবব্রত।"
শ্রুতিমাত্র ব্যাকুল অন্তরে
যোগভঙ্গে আসিয়াছি তোমারে দেখিতে।
এসেছি দেখিতে,
হেন শক্তিধর কেবা এসেছে ধরায়,
ভার্গববিজয়ী যিনি
তাঁহারে করিবে পরাজয়।

ভীষ্ম দেখিতে হবে না প্রভু,
একবার কৃপাদৃষ্টে দেখেছিলে তারে,
কোন দূর অতীত দিবসে।
তারি বলে বলিয়ান্
সে আজ ভীষ্মের প্রাণ বধিতে এসেছে।

রাম। কে সে দেবব্রত?

ভীষ্ম। অম্বা।

রাম। সে কি কথা,
অম্বা যে ম'রেছে বহুদিন?

ভীষ্ম। হে সর্ব্বজ্ঞ, জান ত হে তুমি
জীব নিত্য ব্রহ্মের স্বরূপ, কভু নাহি মরে,
চিরদিন লীলায় বিচরে ধরামাঝে।
জন্ম মৃত্যু, মৃত্যু পরে পুনর্জ্জন্ম তার!
এই প্রভু জীবের সংসার।
কালি অম্বা, শিখণ্ডী সে আজি।

রাম। বুঝিয়াছি। হে গাঙ্গেয়, বধ্য তুমি তার

ভীষ্ম। এই লিপি বিধাতার।

রাম। সে ত নারী হয়ে নর!
ক্লীব-হস্তে নিহত হইবে তুমি?
জানি আমি প্রতিজ্ঞা তোমার—
ক্লীবের সমরে তুমি অস্ত্র না ধরিবে।
তাই বলে, নিরস্ত্র তোমারে
বাণাঘাতে সে বালক করিবে সংহার?
এই কি হে লিপি বিধাতার?
না, না— সম্মুখে তোমার বিধি আমি,
তুমি শিষ্য আমি গুরু—শুন দেবব্রত,
সর্ব্বাঙ্গ যদ্যাপি বিঁধে শিখণ্ডীর বাণে,
সাধ্য নাই সে তোমারে মৃত্যু করে দান।
সমরে পড়িবে—যবে
নররূপী শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী—
অথবা মুরারি— অথবা ত্রিশূলী শম্ভু—
কিংবা কালরূপা মহাকালী—
সমরে পড়িবে, যখন তাঁদের কেহ
অস্ত্র-বিদ্ধ করিবে তোমারে।
শুন, এই মম শুভ আশীর্ব্বাদ।

ভীষ্ম। ধন্য আমি! মরণের আশীর্ব্বাদে
অমরত্ব মোরে গুরু করিলে প্রদান।

রাম। আরো শুন—হরি-শয্যা যথা মহোদধি
হর-শয্যা তুঙ্গ হিমালয়,
সেইমত তোমার শয়ন
শর-শয্যা অভিধানে
বিদিত হইবে ত্রিভুবনে।
সেই শয্যা পাশে
তীর্থপূণ্যলাভ অভিলাষে
দেবর্ষি মহর্ষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ
দেবতা শঙ্কর নারায়ণ—
হে আদর্শ ব্রহ্মচারী!—
সকলে করিবে আগমন।

ভীষ্ম। সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণ মোর, লহ প্রণিপাত।
অনুমতি কর গুরু,
কল্য আমি আনন্দে প্রবেশি রণাঙ্গনে।

রাম। যাও বীর —যাও মহীয়ান্,

অপূর্ব্ব সমর কা'ল দেখাও জগতে।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। এই বেলা বল— সাহস ক'রে বল। পিতামহ বিশ্রাম গ্রহণ ক'র্বেন, আর বলা হ'বে না।

দু। যদি পিতামহ ক্রুদ্ধ হন?

কর্ণ। তাই ত আমি চাই। পিতামহ ক্রুদ্ধ হ'লেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। শোন সখা, এরূপ ভাবে যুদ্ধ চ'ল্‌লে একমাস কেন, এক বৎসরেও পাণ্ডবের ধ্বংস হবে না। শান্তনু-নন্দন সত্বর এই মহাসমর থেকে অপসৃত হউন। আমি শপথ কর্‌ছি, পিতামহ অস্ত্র ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেই, আমি তাঁরই সম্মুখে সমুদয় পাণ্ডব ও পাণ্ডব সহায়ককে সংহার ক'রব। শান্তনু-নন্দন কেবল রণাভিমানী। তাঁর সেরূপ ক্ষমতা নাই। তিনি কেমন ক'রে পাণ্ডবগণকে পরাস্ত ক'র্‌বেন? যাও সখা, আমি অন্তরালে দাঁড়াই। পিতামহ বিশ্রাম গ্রহণ না ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁকে ডাক. ডেকে, অস্ত্র পরিত্যাগ ক'র্‌তে অনুরোধ কর। **(কর্ণের প্রস্থান।**

দু। পিতামহ!

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। কেও, মহারাজ দুর্য্যোধন? কেন ভাই, এরূপ অসময়ে এরূপ ব্যাকুলভাবে এলে?

দু। পিতামহ, আপনাকে আমি কিছু কঠোর বাক্য ব'লতে এসেছি।

ভীষ্ম। সর্ব্বদা সব কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত আছি, বল মহারাজ, বল?

দু। আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দয়া ক'রে যুদ্ধ ক'র্‌ছেন। আপনি তাদের বধ ক'র্‌তে পা'র্‌বেন না।

ভীষ্ম। আমি ত তোমাকে বারংবার ব'লেছি দুর্য্যোধন যে, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদিরও অজেয়।

দু। অজেয়ই যদি বুঝেছেন, তবে এ সেনাপতিত্ব গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল পিতামহ? দেখুন, আপনার জন্যই আমার চিরহিতৈষী কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ ক'রে নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থিতি ক'র্‌ছেন। আপনার কঠোর বাক্য প্রয়োগের জন্যই আমি সেই মহাবীরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত রয়েছি। পাণ্ডবকে অজেয়ই যদি বুঝেছেন, তা'হলে আপনি অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। পাণ্ডব যদি না ম'ল, তাহ'লে নিত্য দশসহস্র ক'রে কতকগুলো ক্ষুদ্র নগণ্য প্রাণীবধে আমার প্রয়োজন নাই।

ভীষ্ম। মহারাজ! আমি নিজের জীবনে মমতাশূন্য হ'য়ে তোমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান ক'র্‌ছি, তথাপি তুমি আমাকে কঠোর— অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌লে! মোহপ্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানরহিত হয়েছ।

দু। আমি ত আপনার আদেশ নিয়েই ব'লেছি পিতামহ! পাণ্ডবদের আজও পর্য্যন্ত পরাজয় হ'ল না দেখে আমি উন্মত্ত হয়েছি। তাই আমি সানুনয়ে আপনাকে নিবেদন ক'র্‌ছি, যদি পাণ্ডববধ আপনার সাধ্য হয়, তা'হলে আপনি তদনুরূপ বীর্য্য-সহকারে যুদ্ধ করুন। যদি অসাধ্য হয়, তা'হলে কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন। তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সংহার ক'র্‌বেন।

ভীষ্ম। (নীরবে পরিভ্রমণ ও অন্তরালে অবস্থিত কর্ণকে দর্শন) যাও মহারাজ,

শিবিরে ফিরে যাও— নিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ কর। আমি অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌ব না।

দু। নিদ্রা যাব পিতামহ?

ভীষ্ম। যাও। কা'ল আমি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। হয় আমার নিধন, নয় সবান্ধবে পঞ্চপাণ্ডবের সংহার।

দু। পিতামহ— চির সত্যাশ্রয়ী পিতামহ! আমি এখনও জেগে আছি, না ঘোর নিদ্রায় স্বপ্ন দেখছি? আমি যে কথা ঠিক রাখতে পা'রছি না।

ভীষ্ম। যদি না মরি' তা হ'লে (অন্তরালে রক্ষিত তূণ হইতে বাণ-গ্রহণ) তা হ'লে দুর্য্যোধন— চেয়ে দেখ— এই মন্ত্রপূত পঞ্চবাণ—শোন, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, এই পঞ্চবাণে পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ গ্রহণ ক'রব।

দু। কটু ব'লেছি পিতামহ, আমাকে চরণাশ্রয় দিয়ে অভয় প্রদান করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন— আমার হাতে অস্ত্র থাকলে, আমি দেবাসুরেরও অজেয়, অবধ্য। কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বে ব'লেছি, এখনও ব'ল্‌ছি, শিখণ্ডী যদি প্রতিযোদ্ধা হ'য়ে আমার সম্মুখে আসে, আমি তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রব। যাও, তোমার সমস্ত কৌরব-বীর একত্র হয়ে যাতে শিখণ্ডী আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে না পারে, তার উপায় বিধান কর।

দু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শিখণ্ডীকে যদি আমরা বাধা দিতে না পারি, তা হ'লে আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

ভীষ্ম। যাও— রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর। শুন মহারাজ, কা'ল আমি যে যুদ্ধ ক'রব, যতদিন পৃথিবী থাক্‌বে, ততদিন লোকে আমার সেই মহাযুদ্ধ কীর্ত্তন ক'র্‌বে।

দু। তা হ'লে আজ আর নিদ্রা যাব না পিতামহ। পাণ্ডবের নিধন দেখে আমরা শতভ্রাতায় আপনার চরণ-বন্দনা ক'রে আপনার পদপ্রান্তেই মাথা দিয়ে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ব, (ভীষ্মের প্রস্থান) সখা— সখা অঙ্গরাজ!

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। কি হ'ল সখা?

দু। তোমার আর অর্জ্জুন-বধের অপেক্ষা রইল না।

কর্ণ। একি সত্য ব'ল্‌ছ মহারাজ?

দু। পিতামহ প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, কা'ল পঞ্চবাণে পঞ্চবাণ্ডবকে বধ ক'র্‌বেন।

(প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কৌরব শিবির

শকুনি ও দুঃশাসন

দুঃ। তাই ত মামা! আজ ত আর মুহূর্ত্তের জন্যও চোখে নিদ্রা আস্‌বে না। কি করি?

শকুনি। আজ কোনও রকমে রাত্রি যাপন কর। উল্লাস যা' ক'রবার তা কাল—পাণ্ডব নিধনের পর।

দুঃ। আরে রেখে দাও মামা—'কাল'। এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। মেদিনী উল্টে যাবে, তবু সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না। মামা, ভীম আমার বুক চিরে রক্তপানের প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। যদিও জানি, সে পারবে না, তবু মনে হ'লেই বুকের রক্তটা জল হ'য়ে যেত। কাল্‌কে ত ভীমের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে

মাখিয়ে পাঞ্চালীর হাত ধ'রে তাণ্ডব নাচের আমোদ ক'রব। আজও মামা, আজও আমোদের ব্যবস্থা কর—আমোদের ব্যবস্থা কর।

শ। ব্যাকুল হ'য়ো না দুঃশাসন।

দুঃ। ব্যবস্থা কর মামা— ব্যবস্থা কর।

রাজগণের প্রবেশ

১ম রা। কি শুন্‌ছি মামা? কাল নাকি পঞ্চ পাণ্ডবের ভবলীলা সাঙ্গ হ'বার ব্যবস্থা হ'য়েছে?

দুঃ। ঠিক শুনেছেন—সমরে অজেয় পিতামহ কাল পাণ্ডব-সংহারের প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন।

১ম রা। তবে আর কি। পাণ্ডব ধ্বংস হ'ল।

দুঃ। উল্লাস ক'র্‌বার ব্যবস্থা কর মাতুল— এ রাত্রিতে আমরা আর কেউ নিদ্রা যাব না। নট নর্ত্তকী মাগধী—সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বন্ধুগণের পরিতোষের জন্য সাগর প্রমাণ সুরার ব্যবস্থা কর।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। অপেক্ষা কর এখনও পর্য্যন্ত সে উল্লাসের সময় আসেনি।

দুঃ। তুমি কি মনে ক'রেছ, পিতামহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন?

কর্ণ। জীবনে শান্তনু-নন্দন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নি। জীবন থাকতে কাল তিনি পাণ্ডব-নিধন না ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে আস্‌বেন না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তবে পিতামহের প্রতিজ্ঞা রক্ষার সাহায্য ক'রতে তোমাদেরও কতকগুলো কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য শেষ না ক'রে, তোমরা কেহ উল্লাস ক'রতে পার্‌বে না।

দুঃ। কি কর্ত্তব্য অঙ্গরাজ?

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

কর্ণ। সংবাদ শুভ মহারাজ?

দু। শুভ।

কর্ণ। সকলকে অবস্থার কথা বলেছে?

দু। সকলকেই বলেছি— কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ,ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা—সমস্ত মহারথী প্রাণপণে সাহায্যের অঙ্গীকার ক'রেছেন।

দু। কি অঙ্গরাজ, এই ত শুন্‌লে? এখনও কি আমাদের উল্লাস ক'রতে নিষেধ কর?

দু। রাজন্যবর্গ, আপনারা শুনুন। মহাবীর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, কা'ল তিনি পাণ্ডবপক্ষীয় জয়াভিলাষী সমস্ত ক্ষত্রিয় সংহার ক'রবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, যেন কোনও মতে দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত না হয়। সুতরাং আমরা যদি সকলে একত্র হ'য়ে শিখণ্ডীকে বিনাশ অথবা আবদ্ধ ক'রতে পারি, তা হলেই কাল রণক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডবের নাশ বিধাতা রোধ ক'রতে পার্‌বেন না।

দুঃ। এই তুচ্ছ কার্য্যও যদি ক'রতে পারবো না, তবে আমাদের জীবনের মূল্য কি?— মামা! উল্লাস—? (শকুনির ইঙ্গিত)

সকলে। নিশ্চয় বিনাশ করব।

কর্ণ। আচার্য্য? আচার্য্য কি ব'ললেন মহারাজ?

দু। আচার্য্য বললেন,—সেনাপতির আদেশ ব্যতিরেকে স্থানত্যাগ ক'রতে আমার অধিকার নাই। তবে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, যদি শিখণ্ডী আমার সম্মুখে পতিত

হয়, জীবন থাকতে তা'কে আমি অতিক্রম ক'রতে দেব না।

দুঃ। প্রয়োজন নেই—শিখণ্ডীকে রোধ ক'র্‌তে আচার্য্য দ্রোণের প্রয়োজন নেই। মামা! (শকুনির ইঙ্গিত)

১ম রা। আমরা এক এক জনেই যথেষ্ট।

কর্ণ। না দুঃশাসন, না ভাই—ভগবৎকৃপা ভোগের আগে অপব্যয় ক'র না। পাণ্ডব-বধের অপেক্ষা কর।

দু। কেন সখা, তুমি কি আমার সৌভাগ্যে সন্দেহ ক'রছ?

কর্ণ। নিজের অপরাধে সন্দেহ করছি সখা। মহাত্মা পিতামহের উপর ক্রোধ ক'রে আমি যে অস্ত্র ত্যাগ ক'রেছি? (অস্ত্র দেখাইয়া) আমার হাতে একঘ্নী, আর আমি অকর্ম্মণ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি রণক্ষেত্রে থাকলে শিখণ্ডীকে বাধা দিতে অন্য অস্ত্রধারীর প্রয়োজন হ'ত না।

দুঃ। আমরা এত রথী একত্র হ'য়েও সেই ক্ষুদ্র বালকটাকে বাধা দিতে পা'রব না?

কর্ণ। তাই জন্য ত বল্‌ছি ভাই, কা'ল পাণ্ডব-নিধনের পর উল্লাস ক'র।

শ। মহারাজ! ধনঞ্জয় তোমার শিবিরাভিমুখে আগমন ক'রছেন।

দু। ধনঞ্জয়! আপনার দৃষ্টিভ্রম নয় ত?

শ। না মহারাজ, ঠিক দেখছি।

কর্ণ। তৃতীয় পাণ্ডবই ত বটে! আসুন রাজগণ, আমরা রাত্রির মত নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করি। তৃতীয় পাণ্ডবের কুরু শিবিরে আগমন, এর চেয়ে বিচিত্র দৃশ্য আর নেই। আমাদের এখানে অবস্থান কর্ত্তব্য নয়। **(কর্ণ ও রাজগণের প্রস্থান**

দু। যাও দুঃশাসন, শীঘ্র যাও—তৃতীয় পাণ্ডবকে প্রত্যুদ্গমন করে, সসম্ভ্রমে এখানে নিয়ে এস। মাতুল! শীঘ্র তৃতীয় পাণ্ডবের অভ্যর্থনার সম্যক্ আয়োজন করুন। দেখ্‌বেন, যেন মর্য্যাদার বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়। (শকুনির প্রস্থান) অর্জ্জুন আমার কাছে? চক্ষে দেখেও কেমন ক'রে বিশ্বাস করি? তাই ত, তৃতীয় পাণ্ডবই ত বটে!

দুঃশাসন ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

দু। সুস্বাগত, সুস্বাগত, ধনঞ্জয়! এস ভাই এস। (দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ধনঞ্জয়ের সম্বর্দ্ধনা) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনাময়? ভীমসেন, নকুল, সহদেব—তোমাদের পুত্র আত্মীয় এরাও সকলে কুশলে আছেন? এস ভাই, উপবেশন ক'রে আমাকে কৃতার্থ কর।

অর্জ্জুনাদির উপবেশন

মাগধীগণের গন্ধ চন্দনাদি লইয়া প্রবেশ, গীত ও অর্জ্জুনকে প্রদান

অ। মহারাজ! আমি আপনার নিকটেই এসেছি।

দু। কি প্রয়োজনে এসেছ, বল ভাই?

অ। গন্ধর্ব্বযুদ্ধের সময়ে আপনি আমাকে এক বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি সে সময় কর্ত্তব্য ক'রেছিলুম মনে ক'রে, বর গ্রহণ ক'রতে চাইনি। তথাপি আপনি আমাকে বর নিতে একান্ত অনুরোধ করেন। আপনার আগ্রহাতিশয্যে আমি ব'লেছিলুম, আমি প্রয়োজন মত ভবিষ্যতে বর গ্রহণ ক'রব। মহারাজ! আপনার কি তা স্মরণ আছে?

দু। তোমার সে আচরণ যে

চিরস্মরণীয় ভাই।

অ। সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত আমি আজ বর গ্রহণ ক'রতে এসেছি।

দু। ধনঞ্জয়! তোমারই বাহুবলে সেদিন অভিমানী দুর্য্যোধনের মর্য্যাদা রক্ষা হ'য়েছিল। সেই একদিনের আচরণেই তুমি আমার সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়। একদিন গন্ধর্ব্বেরা বুঝেছিল, যখন মর্য্যাদা বিপন্ন হয়, সেই মর্য্যাদা রাখতে কুরু ও পাণ্ডবে একশো পাঁচ সহোদর। তুমি আমার সেই সব সহোদরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ধনঞ্জয়! কি বর গ্রহণ ক'রবে কর। চাইতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। যদি রাজ্য গ্রহণ ক'রতে চাও, বল? আমি এখনি সমস্ত রাজ্য তোমাকে অর্পণ ক'রে বনগমন করি।

অ। না মহারাজ, রাজ্য চাই না। যথারীতি যুদ্ধে রাজ্য যদি আমার প্রাপ্তব্য হয়, তা'হলেই তা গ্রহণ ক'রব! মহারাজ! আপনি বাগদান করেছিলেন। কিছু না নিলে ঋণে আবদ্ধ থাক্‌বেন। আমার সেটা কর্ত্তব্য নয়। তাই আমি আপনার নিকটে এসেছি। আপনি আপনার মুকুট আমাকে প্রদান করুন।

মুকুট দান, অর্জ্জুনের গ্রহণ, অভিবাদন ও প্রস্থান

দুঃ। এ কি রকম হ'ল দাদা বুঝতে পারলুম না যে!

দু। বোঝবার প্রয়োজন নেই! সাবধান, জনপ্রাণী যেন পার্থের অনুসরণ না করে। যে যার শিবিরে সকলে আবদ্ধ থাক। প্রাতঃকালেই মহাযুদ্ধের সূচনা। দুঃশাসন! পিতামহ বলেছেন, কা'ল তিনি যা' যুদ্ধ ক'রবেন, যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন লোকে সে যুদ্ধের কীর্ত্তন ক'রবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, কা'লকে যা যুদ্ধ হবে তা দেবগন্ধর্ব্বেরও কখন নয়নগোচর হয় নি! আজ রাত্রিতে সংযত হ'য়ে সে যুদ্ধ দর্শনের প্রতীক্ষা কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ভীষ্মের শিবির

ভীষ্ম

ভীষ্ম। স্বেচ্ছাবশে দাসত্ব করিয়া
অঙ্গীকার,
কি প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি?
আমা হ'তে পাণ্ডব নিধন?
রণ-যজ্ঞে ক্ষাত্র-অভিমানে
বিশ্বে শ্রেষ্ঠ পঞ্চপ্রাণ আহুতি আমার?
আর নয়!—জরা জর্জ্জরিত বুদ্ধি,
পাপসঙ্গে চিত্ত কলুষিত—আর নয়
পিতা, পিতা—মহাত্মা শান্তনু!
এতকাল পরে
তব বর মৃত্যুশররূপে
কালানল-জ্বালা ল'য়ে বিঁধিল আমারে।
স্বহস্তে রচিনু যে কানন,
আমিই করিব ধ্বংস তার? .
দেবতার লোভনীয় পবিত্র সুন্দর
সেই পঞ্চ দেবতরু,
তার মাঝে আপনি রে রোপিনু যতনে,
হৃদয়ের রক্তবিন্দু করিয়া মোক্ষণ
সেচনে যাদের আমি করেছি বর্দ্ধন,
নিজে আমি হানিব কুঠার মূলে তার
বাল্য হ'তে নিশ্চিন্ত অন্তর!
বার্দ্ধক্য বিদায়-মুখে

ভুলো না রে মর্য্যাদা আপন।
এই ক্ষাত্র ব্রত— এই তার পুণ্য উদ্‌যাপন।
চির স্থৈর্য্য হোমানল
মণিশ্রেষ্ঠ তার মুখে জ্বলন্ত অঞ্জলি।
নিষ্প্রভ হ'য়েছে দীপ্ত-শিখা,
আলোক হ'য়েছে বিমলিন,
এরা কি চিত্তের প্রতিচ্ছবি?
কোথা, কোথা বাসুদেব! পাণ্ডব জীবন।
পরীক্ষায় ফেল' না আমারে
তুমি সত্য— আমি চির-সত্যব্রতধারী।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। পিতামহ!

ভীষ্ম। কেও—আবার! আবার কেন এলে মহারাজ? সমস্ত প্রয়োজন ত তোমার সাধন হ'য়েছে। সন্দেহ ক'রছ, আমি পাণ্ডবকে নিধন ক'রতে পারব না? না মহারাজ, সন্দেহ ক'র না— এই আমার পঞ্চ প্রাণনাশী পঞ্চাস্ত্র। আমি সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি। পাছে কাল রণযাত্রায় গ্রহণ ক'রতে ভুলে যাই, পাছে মায়াবশে ফেলে যাই, পাছে চোরে অপহরণ করে , তাই বিনিদ্র হয়ে ধরে আছি। যাও রাজা, সন্দেহ ক'র না। সাবধান! তৃতীয়বার এলে এই পঞ্চের সঙ্গে আর একবাণ আমার তূণ থেকে উত্থিত হবে। তা'হলে কুরুপাণ্ডব দুই কুলই নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে। যাও চলে যাও।

অর্জ্জুন। পিতামহ! আমার বড় ইচ্ছা হ'য়েছে আমি ওই পঞ্চবাণে পঞ্চপাণ্ডবকে সংহার করি। আমাকে দয়া ক'রে ওই পাঁচটি বাণ ভিক্ষা দিন্!

ভীষ্ম। আমাকে আবার লোকচক্ষে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করতে চাও? বেশ, নাও। এই পঞ্চবাণ প্রয়োগে তুমি পাণ্ডব নিধন ক'রলে জগতে কেউ বিশ্বস ক'রবে না পঞ্চপাণ্ডবের সংহর্ত্তা তুমি। লোকে বলবে, দুর্ব্বল ভীষ্ম নিজে সংহার ক'রতে লজ্জিত হ'য়ে দুর্য্যোধনের হাতে বাণ দিয়ে, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে, পাণ্ডব-সংহার ক'রেছে।

অর্জ্জুন। তা' বলুক, আমি ছুঁড়লে ম'রবে ত?

ভীষ্ম। নিশ্চয়। তুমি কেন দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র বালকেও যদি পাণ্ডবের অঙ্গে এই বাণ নিক্ষেপ করে, তা'হ'লেও তাদের মৃত্যু।

অর্জ্জুন। পিতামহ! তা' হলে প্রণাম। আর আমি শিবিরে এসে আপনাকে জ্বালাতন ক'রব না।

অর্জ্জুনের প্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। যদি একটু আধটু জ্বালাতন করি, তা সমরক্ষেত্রেই ক'রব পিতামহ!

ভীষ্ম। কে তুমি? তুমি! বাসুদেব! পাণ্ডব-সখা—তুমি? আমি যে বহুদিন স্বপ্ন পরিহার ক'রেছি বাসুদেব! অথচ আমি তোমাকে দেখছি! বল কৃষ্ণ, বল—তুমি এসেছ?

কৃষ্ণ। লোভে এসেছি পিতামহ! আপনার চিরপ্রিয় পাণ্ডব আপনার কাছে পঞ্চ আশীর্ব্বাদ-পুষ্প উপহার পেলে। আমি কি অপরাধ ক'রেছি যে, আমি একটাও পেলুম না! হাঁ পিতামহ! আমি কি তোমার কেউ নই?

ভীষ্ম। তুমি যে আমার সব বাসুদেব! আমার সত্য, আমার ধর্ম্ম, আমার জয় পরাজয়, মান অপমান, সমস্তই তুমি! তা'হলে আমার বাণ নিয়ে গেল কে?

কৃষ্ণ। সখা ধনঞ্জয়!

ভীষ্ম। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালে?

কৃষ্ণ। শুধু পঞ্চভ্রাতৃনাশের প্রতিজ্ঞা ক'রলেন কেন পিতামহ? যে রথের রথীকে আপনি বিনাশ ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছেন, একবার ভেবে দেখলেন না কেন, সে রথের সারথী আমি?

ভীষ্ম। তাও কি ভাবিনি বাসুদেব! পঞ্চবাণ উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমার ওই শ্যামরূপ স্মরণ ক'রেছি, নইলে তোমার সাধ্য কি দেবকীনন্দন তুমি আজ আমার শিবিরে প্রবেশ কর।

কৃষ্ণ। স্মরণ ক'রবার সময়ে এটাও স্মরণ ক'রলেন না কেন, পাণ্ডব না থাকলে আমি কি নিয়ে পৃথিবীতে থাকব? বলুন, পিতামহ বলুন—পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ধরণী থেকে বিদায় দেবেন, আমি এখনি পঞ্চবাণ ফিরিয়ে এনে আপনাকে প্রত্যর্পণ করি।

ভীষ্ম। পাণ্ডবসখা তুমি শুধু পাণ্ডবদের রক্ষা করনি। আমি ক্রোধের বশে আত্মহারা হয়ে ধর্ম্মরাজকে হত্যা করতে উদ্যত হ'য়েছিলুম, সুতরাং তুমি আমাকে' রক্ষা ক'রেছ।

কিন্তু বাসুদেব,

জীবনে প্রথম মোর ভঙ্গ হল পণ।
জীবনে প্রথম, দেবদত্ত আশীষ-বচন
ভীষ্ম নাম আহৃত আমার! নাম গেল
সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গেল প্রয়োজন।
এ প্রতিজ্ঞা বিফল করিলে তুমি।
হে চক্রী, তোমারি গর্ব্ব হৃদয়-আসনে
এতকাল অতিযত্নে ধ'রেছিনু আমি।
সে গর্ব্ব ভাঙ্গিয়া, শুভ্র সত্য নীলাঙ্গে ঢাকিয়া
আমারে ছলিয়া যাবে, ভেবোনাকো মনে।
নির্ব্বাণ উন্মুখ দীপে দীপ্ত প্রজ্বলন।
শুন মোর পণ, কাল রণাঙ্গনে
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ চারণ-সম্মুখে
আমিও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব তোমার।
যাও—বৃদ্ধ হ'তে অতিবৃদ্ধ হে চির কিশোর!
সঙ্গোপনে পাইয়াছি, লহ নতি মোর।

কৃষ্ণ। আমিও প্রণতি করি সত্যব্রত ভীষ্মের চরণে। (প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

শিখণ্ডী ও সাত্যকি

সা। ভাগ্যবান পাঞ্চাল নন্দন।
কর আকর্ণন,
আজি এই কুরুক্ষেত্রে,
নব সূর্য্যোদয়ে
সমরের দশম দিবসে
যে প্রচণ্ড হইবে সংগ্রাম,
সে সমরে তুমি সেনাপতি।
আজ তুমি অগণিত নৃপগণ মাঝে
শ্রেষ্ঠ-রথী পূজ্যরথী। মহত্ত্ব গৌরবে
গাণ্ডীবী করিলা তব পূজা।
বহু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে ক'রেছ সঞ্চিত,
তাই আজি পুণ্য ক্ষেত্রে
পুণ্যময় কেশব সম্মুখে,
জগতে অজেয় রথী
গাঙ্গেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি!

শি। সত্য হে ধীমান্, যথার্থ-ই আমি
পূর্ব্বজন্মে বহুপুণ্য ক'রেছি সঞ্চয়।
সেই হেতু আজি মহারথে
জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথী বিদ্যমানে আমি
সেনাপতি!—

সমরের অভিজ্ঞতা
বর্ষ পূর্ব্বে কিছু মাত্র ছিল না আমার।
বর্ষ পূর্ব্বে সমরের ক্ষীণ আবাহনে
প্রবল কম্পনে
ব্যাকুল হইত মম হিয়া।
সেই আমি বর্ষ পরে
ক্ষত্রধ্বংসী ভীষণ সমরে
শ্রেষ্ঠ রথে পদ সঁপিয়াছি।
যাহার সারথ্য কর্ম্ম
আপনি যাচেন নারায়ণ—
হেন বীর সাত্যকীরে সারথি ক'রেছি—
চ'লেছি উল্লাসে মহারণে.
পূর্ব্বজন্মে পুন্যরাশি সত্য হে ধীমান।
আছে জ্ঞান।

সা। আছে জ্ঞান।

শি। বর্ণে বর্ণে আছে জ্ঞান।
কোথা ছিল অবস্থান,
প্রতি পদক্ষেপে জাগিছে স্মরণে।
কোথা হ'তে কোথায় প্রয়াণ, আছে জ্ঞান

সা। কেবা তুমি মহাভাগ?

শি। কেবা আমি? প্রশ্ন তুচ্ছ, উত্তর কঠিন—
চিরদিন মীমাংসার পারে।
জগতের সৃষ্টিকাল হ'তে
এক ওই মহাপ্রশ্ন ভেসেছে আকাশে।
তরঙ্গের প্রত্যেক উচ্ছ্বাসে
উঠিতেছে উত্তর তাহার।
উত্তরের প্রহারে প্রহারে
আহত হইয়া প্রশ্ন
সমস্যায় হ'য়েছে আবৃত।
কেবা আমি?—আগে বল কেবা তুমি?
হে কেশব-চিরাত্মীয় গাণ্ডীবীর প্রিয়,
পার কি বলিতে, কেবা তুমি?
যার সনে রণে ডরে অশরীবী অরি,
সে আজ আমার রথে অশ্বরজ্জুধারী।
হে সাত্যকি, এ দুর্ভাগ্য কি হেতু তোমার?

সা। দুর্ভাগ্য— এ কথা তোমা কে ব'লেছে বীর?

শি। (হাস্য) বীর? কি বলিলে মহাভাগ!
বীর কি আমার বিশেষণ? তাই হবে—
নহে, কেশব-প্রেরিত হ'য়ে
এ প্রচণ্ড সমর-সাগরে
পাণ্ডবের অদৃষ্ট-তরণী পরে
কেন করে ধর্ম্মরাজ কর্ণধার মোরে?
এত সৈন্য অগণন,
এত অশ্ব এত গজ—
অগণিত বিচিত্র স্যন্দন—
নিদ্রাবশে স্বপ্নদেশে দেখি নাই ভ্রমে।
আজ আমি সে রণে সেনানী।
কেবা আমি শিনি-বংশধর?
আমি—আমি। কালস্রোতে কর্ম্মের ফুৎকার,
ক্ষুদ্র বিম্ব নিয়তি আকার— আমি
ক্ষণ তরে ভাসিয়াছি ভীষ্মের সংহারে।

সা। অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা।
একি শুনি তব মুখে—
হে বালক পাঞ্চাল নন্দন?

শি। কোথা পাব জ্ঞান?
না সাত্যকি। জ্ঞানশূন্য আমি।
যুগব্যাপী ব্রতের সাধনা—
একপদে করিয়াছি শিব আরাধনা।
সমীর আহার,
কভু, বিগলিত পঙ্কপত্র সার,
অপূর্ব্ব সুন্দর তনু
কঙ্কালে ক'রেছি পরিণত।
অর্দ্ধ অঙ্গ দ্রব আমি করিয়াছি জলে।
সে এবে কুম্ভীরপূর্ণা কুটিলা তটিনী

তটভঙ্গে নৃত্যরঙ্গে চলে।
গঙ্গা এলো ভুলাতে আমারে,
এলো ঋষি স্বর্বসিদ্ধি করে,
মুক্তি আসি আমারে সাধিল।
সে সমস্ত করি পরিহার,
শঙ্করে চাহিনু বর ভীষ্মের সংহার।
শূলী দিলা আশীর্ব্বাদ—ভীষ্মের সংহার
ভীষ্মের সংহার চিন্তা সার অন্যচিন্তা পশেনা হৃদয়ে
রুদ্ধ দ্বার—
সর্ব্বজ্ঞান করেছি দাহন চিতানলে।
ওই উঠে তীব্রধ্বনি—সমর-আহ্বান,
নবোত্থিত রবিমুখ ম্লান,
ওই শুন দেব-কণ্ঠে সকরুণ গীতি,
শুন হে যাদব,
আজ রণশেষে দশম দিবসে
আবরিয়া মোর শরজালে,
ভীষ্ম- নাম কুরু-সূর্য্য যাবে অস্তাচলে।

নেপথ্যে দুন্দুভি

সা। একি শিখণ্ডী? যুদ্ধের প্রারম্ভেই সমস্ত কৌরব রথী আমাদের কটক লক্ষ্য ক'রে ছুটে আস্‌ছে কেন?

শি। কেন, বুঝতে পারছ না? অন্তরাত্মার প্রেরণা, কৌরব শুনেছে, আজ আমি পাণ্ডব-সৈন্যের সেনাপতি। কৌরব বুঝেছে, আজ যুদ্ধে গঙ্গানন্দনের জীবন সংশয়। এইজন্য আমিই আজ সকল কৌরবের লক্ষ্যস্থল। চল সাত্যকি, রথে আরোহণ ক'রে আমরাও ওই রথীদের সম্মুখীন হই। ওকি বীর, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সা। দাঁড়িয়েছি বটে কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট নই। আমি ভাবছি। দেখ দেখি পিতামহ কোথায়?

শি। ওই দুর্য্যোধনকে দেখ্‌ছি, দুঃশাসনকেও দেখছি— ওই অশ্বথামা ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জয়দ্রথ— ওই দূরে আচার্য্য দ্রোণ-রণ দেখে অনুমান ক'রছি, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না! কিন্তু কই, পিতামহকে ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না?

সা। তাঁকে আজ সহজে দেখ্‌তে পাব না।? তাঁকে কৌরব আজ একাদশ অক্ষৌহিণীর প্রাচীরে বেষ্টন ক'রেছে। তাই ভাবছি। ভাবছি শিখণ্ডী, পাণ্ডবপক্ষে অগণ্য যোগ্যব্যক্তি থাক্‌তে আমাকে তোমার রথের সারথি হ'তে গুরু আদেশ কর্‌লেন কেন?

শি। দাঁড়ায়ে ভাবতে ভাবতে যে ওরা ঘিরে ফেল্লে!

সা। না শিখণ্ডী, ওরা ঘির্‌বে না— তোমাকে ঘির্‌তে পার্‌বে না— এখনি আমি ওদের স্কন্ধে ভাবনার সমস্ত ভার দিয়ে তোমাকে চক্ষের নিমেষে এখান থেকে অন্তর্হিত ক'র্‌ছি! বুঝতে পার্‌ছ, ভীষ্মের সম্মুখে তোমার রথ উপস্থিত করাই আজকের যুদ্ধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণকৌশল।

শি। এ ভাবের রণকৌশল আর অধিকক্ষণ দেখিয়ো না সাত্যকি! কৌরব এলো!

ভীমের প্রবেশ

ভীম। সাত্যকি, শিখণ্ডীকে নিয়ে শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথের অনুগমন কর। সাবধান, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ো না। সমস্ত কৌরব সেনানী তোমাদের আবদ্ধ করবার উদ্‌যোগ কর্‌ছে, সাবধান, সে জালের মধ্যে যেন রথ নিক্ষেপ ক'র না। আর কোনও মতে

আচার্য্যের কটককে স্পর্শ ক'র না. শুনে রাখ— মহারাজের এই আদেশ। যাও, আর মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব ক'র না। দুর্য্যোধন এই দিকে আসছে, আমি তাকে বাধা দিতে চ'ল্‌লুম।

সা। এস শিখণ্ডী। কি কৌশলে এই সৈন্যসাগর ভেদ ক'রে অক্ষত শরীরে তোমাকে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত করি, দেখবে এস।

শি। সে আমার দেখা আছে!

সা। দেখা আছে!

শি। কৌশলের অহঙ্কার ক'র না যাদব। কাষ্ঠের সারথি পেলেও আমি আজ ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হব।

সা। অজ্ঞ যুবক, কৃষ্ণের আদেশ না হ'লে, তুমি কি মনে করেছ, আমি এই হীন রথীর সারথ্যের অঙ্গীকার কর্‌তুম?

শি। কৃষ্ণ আদেশ কর্‌তে বাধ্য। কি সাত্যকি, কথা শুনে মনে ক্রোধের সূচনা হচ্ছে নাকি?

সা। যদি না বুঝতুম মূর্খে কথা কচ্ছে, তাহলে ক্রোধ হ'ত।

শি। মূর্খ তুমি।

সা। কেশবের অনুজ্ঞা কেশবের কাছে ফিরে যাক্। আমি তোকেই সংহার করি।

অস্ত্রলইয়া আক্রমণ, শিখণ্ডীর আত্মরক্ষা

শি। কি বীর, বুঝলে?

সা। বুঝলুম।

শি। না, এখনও বোঝনি তোমার মুখ দেখে আমি তা' বুঝতে পারছি। শুন সাত্যকি, শুনে বোঝ। আমি রণকৌশল কিছু জানি না। যিনি সর্ব্বকৌশল জানেন, সেই ইচ্ছাময় আজ আমার ভিতর দিয়ে কার্য্য ক'রছেন। কৃষ্ণের দেহ এক চতুর্দ্দশ ভুবন-জয়ী ঋষির তপস্যায় রচিত হ'য়েছে। আমিও ভীষ্মবধের সঙ্কল্পে যুগব্যাপী তপস্যা ক'রেছি। সেই বিরাট তপস্যা আজ আমার ক্ষুদ্র তপস্যাকে সাহায্য ক'র্‌তে এসেছে। বিধি বাধা দিতে এলেও আজ আমাকে আবদ্ধ ক'রতে পারবে না। সাত্যকি আমার মুখপানে চেয়ো না। আমি ভীষ্মকে বধ ক'র্‌ব না। বধ ক'র্‌বে— আমার তপস্যা। জেনে ক্ষুদ্র অভিমান ত্যাগ কর। কা'রও সাহায্যের অপেক্ষা রেখো না। নাও আমাকে রথে তুলে নিয়ে এই কুরুসৈন্যসাগরে ঝাঁপ দাও। এস সারথি, একবার দেখি কে আমাদের গতি রোধ করে!

সা। তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার রথের সারথ্যকর্ম্ম ক'রে আমি ধন্য নাও, চল!

(উভয়ের প্রস্থান।

স্থলান্তর

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

কৃষ্ণ। অকুতো সাহসে শিখণ্ডী সৈন্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, অকুতো-সাহসে সাত্যকি সেই পথ ভেদ ক'রে চ'লেছে। দেখছ কি গাণ্ডীবী, এখন তোমার আর কোন কার্য্য নেই। তুমি যে কোন উপায়ে পার, শিখণ্ডীকে রক্ষা কর। ভীমসেন দুর্য্যোধনের মুখাবরোধ ক'রেছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত হ'য়েছে। কিন্তু অপরাজেয় ভীষ্মের গতিরোধ ক'র্‌তে কেউ নেই। সযত্নে সমস্ত কৌরব বীর তাঁর পৃষ্ঠ রক্ষা ক'র্‌ছে, আর ভীষ্ম কালান্তকের ন্যায় বাণে বাণে পাণ্ডব-

সৈন্যক্ষয়ে নিযুক্ত হ'য়েছেন। অন্য ক্ষুদ্র বীরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সময় নষ্ট ক'র না। এই সৈন্য-সাগর ভেদ ক'রে অগ্রসর হও। শিখণ্ডীকে যে কোন উপায়ে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত কর।

অ। কিন্তু কেশব, আমি যে পিতামহকে দেখতে পাচ্ছি না।

কৃষ্ণ। আক্ষেপ ক'র না সখা, নিশ্চিন্ত হও। তোমাকে পিতামহকে দেখতে হবে না। পিতামহই তোমাকে দেখবেন। মনে রেখো, আজ পিতামহের সংহার-মূর্ত্তি! ভীষ্মের যুদ্ধে কার্পণ্য নেই। আর এও মনে রেখো, আদর্শ ক্ষত্রিয় জানেন, তোমাকে পরাজিত না ক'রতে পার্‌লে কৌরবপক্ষের জয় হবে না।

অ। কেশব, কেশব! সম্মুখে পিতামহ।

কৃ। সম্মুখে পিতামহ— শিখণ্ডীকে গোপন ক'রে পিতামহ তোমাকে আক্রমণ কর্‌তে আসছেন। পৃথিবী রসাতলে গেলেও ভীষ্মের এখানে আগমন আজ রোধ হ'ত না। ধনঞ্জয় আর তা'হ'লে ভীষ্মের ভীষ্মত্ব নষ্ট হ'য়ে যেত। অতি সাবধানে তুমি পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। এতক্ষণে ধরেছি দু'জনে
একরথে নর-নারায়ণ।
এতদিন পরে বাণ-পুষ্প উপহারে
জীবন ধারণ ব্রত কবিব সাধন।
এই লও- বৃদ্ধ পিতামহ ক'রে মোরে
দিয়াছ আমারে
শুধুমাত্র আশীষের প্রিয় অধিকার।
এই লও (বাণক্ষেপ করিয়া) পুষ্প উপহার।

অ। ধর ধর পিতামহ!
আমিও অঞ্জলি করি দান। (বাণক্ষেপ)

ভীষ্ম। তারপর শুন ধনঞ্জয়!
ডাক বিশ্বে কে আছে কোথায়?
দেবেন্দ্র আহ্বান কর,
কোটীবজ্রে কর আবাহন।
আসুক দানবজয়ী কে কোথা দেবতা।
আসুন ত্রিশূলী
ভীম-অস্ত্র পাশুপত-দাতা।
সবারে শুনায়ে আজি
বিশ্বম্ভরে বিঁধিবারে হানিলাম বাণ।
শক্তি থাকে রক্ষা কর তুমি।

বাণযুদ্ধ

কৃষ্ণ। কি কর, কি কর পার্থ।
কাট বাণে গাঙ্গেয়ের শর
বিদ্ধ হ'ল কলেবর।

ভীষ্ম। জীবধ্বংস করেছ সূচনা!
সামান্য যাতনা ভোগে
কাতর কি হেতু জনার্দ্দন?
এই লও পুনঃ পুষ্প করহ গ্রহণ।

কৃষ্ণ। কি কর, কি কর ধনঞ্জয়?
পিতামহ তীব্রশরে মর্ম্মে বিঁধিছে আমারে।

অ। হানিতেছি শর,
যথাশক্তি বাণের প্রহারে
নিবারণ করিতেছি, পিতামহ শরে
তথাপি কেমনে বিদ্ধ তুমি
হে কেশব বুঝিতে না পারি!

ভীষ্ম। অষ্টদশ অক্ষৌহিণী প্রাণী
ভীমা-রণচণ্ডীর মন্দিরে
বলি দিতে এনেছ নির্দ্দয়!
বালক অর্জ্জুন-রথে করি আরোহণ
অশ্ব-রজ্জু করিয়া ধারণ
হাস্যমুখে সে সংহারে সাক্ষী রবে তুমি?
এই লও পুন উপহার।

কোমলাঙ্গ বিঁধিয়া তোমার
সেই সব ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর যাতনা
প্রতিলোমকূপে, তোমারে করাব আমি
পান।

কৃষ্ণ। হে বিজয়, কোথায় সে প্রতিজ্ঞা
তোমার?
সঞ্জয় সম্মুখে, সমস্ত নৃপতি সাক্ষী ক'রে
তুমি না করেছিলে পণ
একদিনে করিবে হে ভীষ্মের নিধন?
কোথা তব সে প্রতিজ্ঞা?
এই মৃদু রণ দেখাইতে
আমারে করিলে তুমি রথের সারথি?

অ। জানি বিশ্বে পিতামহ শ্রেষ্ঠ শক্তিধর।
জেনেও কেশব আমি করেছিনু পণ,
তুমি হে কারণ, তব প্রেম মুহূর্ত্তে স্মরণে
ভেবেছিনু সর্ব্বত্র অজেয় আমি রণে।
যদি আমি করে থাকি পন।
হে চির পাণ্ডব-সখা অপরাধী তুমি।

কৃষ্ণ। আর আমি সহিতে না পারি—
বাণে বাণে সর্ব্ব অঙ্গ বিক্ষত আমার।
আর নয়, সংহার সংহার—
হে চক্র প্রবুদ্ধ হও—
আশ্বস্ত হও হে ধনঞ্জয়—
আমিই করিব আজি ভীষ্মের নিধন।

রথ হইতে অবতরণ

অ। কর কি, কর কি, জনার্দ্দন?
ভঙ্গ হ'ল পণ।

কৃ। হ'ক ভঙ্গ পণ—
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্মের নিধন—
তার পর তৃণ সম
সমস্ত কৌরবগণে কাটি' সুদর্শনে নিষ্কণ্টক
করিব ধরণী
মুহূর্ত্তের ভীষণ আহবে।
চিন্তাশূন্য করিব পাণ্ডবে।

দশপদগমন ও অর্জ্জুনের ধারণ

ভীষ্ম। সার্থক জীবন—
দেবদেব কমলনয়ন—হান সুদর্শন
বধ মোরে— ক'র না হে চক্রের সংহার।
সর্ব্বগতি আয়ত্তে আমার—
নরদেহে আজি ধন্য আমি।
ত্রৈলোক্য-সম্মান, দেবকণ্ঠে উঠিয়াছে গান,
ধরণী কম্পনে হের প্রকাশে উল্লাস।
শুন শ্রীনিবাস,
ধর্ম্মক্ষেত্রে রাতুল চরণ করি দান
ধরিত্রীর রাখিলে সম্মান তুমি।
দশেন্দ্রিয়ে চরণ পরশে তব
মুক্ত হ'ল ধরণীনিবাসী।

অ। চ'লে এস জনার্দ্দন।
ধরি শ্রীচরণ, শীঘ্র কর চক্রের সংহার।
প্রতিজ্ঞা আমার
আজি আমি পিতামহে বধিব জীবনে।

শিখণ্ডীর প্রবেশ কৃষ্ণের রথারোহণ

শি। আপনি কি হেতু ধনঞ্জয়—
পিতামহে সংহারিব আমি।

ভীষ্ম। কার্য্য শেষ। এই লও ধনঞ্জয়—
অস্ত্রত্যাগ করিলাম আমি।
করিতে আমারে জয়
লইয়াছ ক্লীবের আশ্রয়?
এই আমি জীবনে প্রথম
রণস্থলে করিলাম পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
চালাও সারথি রথ—
দিব্যনেত্রে দেখিতেছি আমি—
ওই দূরে জননী আমার
একান্তে বসিয়া নিজ তীরে
সন্তানের শেষক্ষণ করিয়া স্মরণ
আনতবদনে, অবিশ্রাম অশ্রু বরিষণে.

আপনি আপন অঙ্গে
রচিছেন তীব্র প্রবাহিণী।
এ দৃশ্য দেখিতে নারি! সম্মুখে চালাও রথ—
যতক্ষণ জীবনের না হবে বিরাম
রণক্ষেত্রে ঘুরাও আমারে।
কৃষ্ণ। শিখণ্ডী সত্বর যাও—
শীঘ্র কর বাণের সন্ধান—
(শিখণ্ডীর প্রস্থান
রথে ব'সে কি চিন্তা করিছ সখা?
সঙ্গে সঙ্গে চালাব স্যন্দন,
তুমি শুধু শিখণ্ডীরে কর আবরণ
পিতামহ মরিবেনা শিখণ্ডীর বাণে।
শিখণ্ডীরে সম্মুখে রাখিয়া
মৃত্যুবাণ তোমারে হানিতে হবে।

পট পরিবর্ত্তন

শর-শয্যায় ভীষ্ম। পার্শ্বে পরশুরাম

রাম। বসুমতী হতেছে কম্পিত,
দেবসঙ্ঘ মর্ম্মাহত,
মরম-পীড়িতা গঙ্গা হিমাদ্রি-নন্দিনী।
ত্রিলোকে উঠেছে ধ্বনি
ভীষ্মের সমরাঙ্গনে হইল পতন।
মহাত্মন! আছ কি জীবিত?
ভীষ্ম। আছি।
রাম। আছ?
ভীষ্ম। এখনও আছি। আছি বিপ্র,
জননীর আশীর্ব্বাদ আশে।
রাম। নিশ্চিন্ত করিলে তুমি।
দেখি তব মুদ্রিত নয়ন
মানস বিলাসী ঋষিগণ তব অন্বেষণে
হংসরূপে চলেছে দক্ষিণে।
করে রবি দক্ষিণে গমন। হে গঙ্গা-নন্দন!
এ হেন দারুণ দিন শেষে
বিদ্ধ তুমি সর্ব্ব কলেবরে!
মৃত্যু এসে দাঁড়াল দুয়ারে।
তাই আমি আসিয়াছি জাহ্নবী আজ্ঞায়,
সুধাতে তোমায়,
হে মহর্ষি, জগতের ভয় কর দূর—
মৃত্যুরে আদেশ কর ফিরিতে পশ্চাতে।
যতদিন নাহি ফিরে
দিবাকর উত্তর অয়নে,
দেবতা গন্তব্য পথ
যতদিন মুক্ত নাহি হয়,
ততদিন রহ শুয়ে এ শর-শয্যায়।
নহে তব তীব্র তপস্যায়
সুরক্ষিত পুণ্যময়ী এই আর্য্যভূমি
কলির প্রহার বশে, রসাতলে করিবে প্রবেশ।
উদ্ধারের আর তার না রবে উপায়।
ভীষ্ম। কে আপনি?
রাম। তব সখ্য অভিলাষ, মানস প্রবাসী
ঋষিগণ-প্রতিনিধি জামদগ্ন্য রাম।
সে সবে আশ্বাস দাও, মানসে শুনাও—
বল তুমি রয়েছে জীবিত!
ব্যকুল মহর্ষিগণে আন ফিরাইয়া।
ভীষ্ম। সর্ব্ব অঙ্গ বিদ্ধ মোর,
ভূমি সঙ্গে বদ্ধ মম কর,
হে মহর্ষি, বাক্যে আমি করিনু প্রণাম।
কহ গিয়া জননীরে, আশ্বস্ত করহ ঋষিগণে।
যতদিন উত্তরে না ফিরিবে তপন,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, পুণ্যরণে ব্রতী মহাজন
যতদিন আত্ম বলিদানে
রক্তের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে
ধৌত না করিবে কুরু সমর-প্রাঙ্গণ,
ততদিন রাখিব জীবন।
আশ্বস্ত হও মা বসুন্ধরে!
রণাঙ্গনে তব বক্ষে করিয়াছি দান

বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৃষ্ণ অভয়-চরণ।
পুণ্য বাণী করহ শ্রবণ,
দেখিতে দুষ্কৃতধ্বংস, সাধু পরিত্রাণ,
দেখিতে এ আর্য্যভূমে ধর্ম্মের স্থাপন,
সাক্ষিরূপে ধ'রে আমি রাখিনু জীবন।

রাম। হে ত্যাগের একাদর্শ পুরুষ প্রধান।
কণ্ঠ রুদ্ধ, বাক্য অবসান—আর কি বলিব আমি।
ধর্ম্ম তুমি, মর্ম্ম ধরণীর,
আত্ম তুমি সর্ব্ব মহর্ষির।
বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে, এক বিন্দু মুক্ত অশ্রুনীর
এই পুণ্য শয্যাতলে দিলাম অঞ্জলি।

(রামের প্রস্থান।

যুধিষ্ঠিরাদি ও দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ সকলে নতজানু হইয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন

ভীষ্ম। এস মহারথগণ, এস। আমি তোমাদের দেখে পরম সন্তুষ্ট হলুম। হস্তপদ বদ্ধ— হাত তুল্‌তে পার্‌লুম না। তোমরা সকলে আমার বাক্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ কর। ভাই সব, আমার মাথাটা ঝু'ল্‌ছে, তোমাদের মুখ আমি ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা উপাধান দাও। (দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বালিশ প্রদাশ) না ভাই, এ উপাধান ত শরশয্যার যোগ্য নয়। ধনঞ্জয়— ধনঞ্জয়—কোথায় ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

অর্জ্জুন। এই আপনার ভৃত্য পিতামহ! কি করতে হবে দাসকে আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম। মাথাটা ঝুল্‌ছে— একটা উপাধান দিয়ে মাথাটা তুলে দাও। (অর্জ্জুন ভূমিতে বাণ বিদ্ধ করিয়া ভীষ্মের মস্তক তুলিয়া দিলেন।) হাঁ— এই আমার উপযুক্ত উপাধান। শোন ধনঞ্জয়, তুমি যদি আজ আমাকে আমার মনোমত উপাধান না দিতে পার্‌তে, আমি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে শাপ দিতুম। ধনঞ্জয়—ভাই! শিখণ্ডীর পশ্চাতে থেকে তুমি যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ ক'রেছ, তাতে আমার শরীর দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। মর্ম্মস্থান সকল ছিন্ন ভিন্ন —মুখ শুষ্ক—আমি নিতান্ত আকুল হয়েছি— বড় পিপাসা।

দুর্য্যো। (পানীয় সংগ্রহ করিয়া) পিতামহ! এই সুশীতল জল এনেছি পান করুন।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন। তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পা'র্‌ছ না। আমার এ জীবন আর ইহলোকের জীবন নয়। আমি শরশয্যায় শুয়ে মনুষ্যলোকের বাইরে চ'লে এসেছি। যে জলে তোমরা তৃপ্ত হও, সে জলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। ধনঞ্জয়— ধনঞ্জয়—শীঘ্র আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর। (অর্জ্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ভূমি হইতে জল উত্থান)

অ। পিতামহ! পাতাল থেকে ভোগবতী প্রস্রবণ-রূপে আপনার তর্পণের জন্য উত্থিত হ'য়েছেন—পান করুন।

ভীষ্ম। আঃ কি তৃপ্তি! দুর্য্যোধন দেখ, তোমার সহায়তার জন্য যে সমস্ত রাজা এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন, তাঁরাও দেখুন—অর্জ্জুনের এই অমানুষিক শক্তি। ভাই সব, আমার শেষ অনুরোধ শোন, কেশব-সখা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে তার সঙ্গে সন্ধি কর। পাণ্ডবদের অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদান কর।

দুর্য্যো। পিতামহ! যখন আপনি উপযুক্ত সেবক লাভ করেছেন তখন আমাদের

অনুমতি করুন, আমরা শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

ভীষ্ম। এস ভাই! আমি আনন্দে অনুমতি দিচ্ছি! পদতলে তুমি কে হে?

কর্ণ। যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথে অতিথি হ'ত, আর আপনি যাকে সর্ব্বদা দ্বেষ ক'র্‌তেন, আমি সেই রাধেয়।

ভীষ্ম। পদতলে নয়—তুমি একবার আমার হৃদয়ের কাছে এস। শোন কর্ণ, এইবার আমার অন্তরের কথা শোন। আমি তোমাকে কখন দ্বেষ করিনি। কুরুপাণ্ডবকে যেমন ভালবাসি, তোমাকেও সেইরূপ ভালবাসি। কেন ভালবাসি.—ভাইসব, কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তরালে গমন কর। (সকলের প্রস্থান) কর্ণ! তুমি রাধা-নন্দন নও—কুন্তীনন্দন।

কর্ণ। পিতামহ—পিতামহ! আপনি শরশয্যায়— অস্তগমন মুখে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এ বিস্ময়কর মূর্ত্তির বিকাশে আমার মস্তিষ্ক বিচলিত ক'র্‌বেন না। দুর্য্যোধনের সাহায্য কর্‌বার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। রক্ষা করুন পিতামহ, আমাকে রক্ষা করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন—এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ বীরত্ব নিয়ে তুমি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলে। তোমার হৃদ্‌গত নারায়ণ তোমার পৈতৃক সম্পত্তি; তোমার দানের তুলনা তুমি। কিন্তু এই অপূর্ব্ব গুণসমষ্টি পেয়েও লঘুসঙ্গে তোমার প্রভা অর্দ্ধবিলুপ্ত হয়ে গেছে। জানি, তুমি দুর্য্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না। তাই কুলভেদ ভয়ে আমি তোমাকে সময়ে সময়ে কুটবাক্য প্রয়োগ ক'র্‌তুম। শুনে রাখ আদিত্য-নন্দন! কেশব ধনঞ্জয়ের ন্যায় আমি তোমাকেও অন্তরে শ্রদ্ধা করি।

কর্ণ। এর চেয়ে যে আপনার তিরস্কার ভাল ছিল পিতামহ! এ মধুর বাক্যে আমার বক্ষে আপনি শেল বিঁধছেন কেন? মহাত্মন্! আমি যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, ততদিন মনে রাখব, আপনার কঠোর বাক্যে মূর্খের মতন আত্মহারা হ'য়ে অস্ত্রত্যাগ ক'রে, আমি আপনাকে হত্যা ক'রেছি। নইলে ভোগবতীর জল এনে তৃতীয় পাণ্ডবকে আজ আপনার তর্পণ ক'র্‌তে হ'ত না!

ভীষ্ম। যাও ভাই! যখন কিছুতেই তুমি অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে নিরস্ত হবে না তখন তোমাকে বলি, অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে শুধু বীরত্ব অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ কর। তোমার মঙ্গল হ'ক।

(কর্ণের প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ ও ভীষ্মের পদতলে উপবেশন

ভীষ্ম। পদতলে তুমি আবার কে হে! কোমল কর-পল্লবে আমার চরণ স্পর্শ ক'রে সর্ব্বশরীরে শীতলতা ঢেলে দিলে, সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিলে, তুমি কে হে?

কৃষ্ণ। পিতামহ! সকলের সঙ্গে দেখা ক'র্‌লেন, আমি কি অপরাধ ক'রেছি যে আমাকে দেখ্‌তে চাইলেন না।

ভীষ্ম। কেও? কেশব! তুমি বাইরে! আমি যে তোমাকে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখে দিবারাত্র দেখছি! তুমি বাইরে কেমন ক'রে এলে। আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রেছি ব'লে কি তুমি রাগ ক'রে বাইরে চ'লে এসেছ? হাত ধর কৃষ্ণ, হাত ধর— অনন্ত কাল—ব্যাপী জীবন-যুদ্ধে আমি ক্লান্ত

হয়েছি। হাত ধর, আমি তোমার নামের উপর বিশ্রাম করি। না না— এই যে অন্তরে বাইরে তুমি। এই যে তরুলতায় তুমি, ধরণীর প্রতি পরমাণুতে তুমি— স্থলে তুমি— স্থলে তুমি, জলে তুমি, অনলে তুমি, অনিলে তুমি। প্রতি শরমুখে তুমি অনন্ত কোমলতা মাখিয়ে এই যে আমার সর্ব্বদেহ আবৃত ক'রে অবস্থান ক'র্‌ছ। বাসুদেব, বাসুদেব, বাসুদেব—আমাকে বিশ্রাম দাও—বিশ্রাম দাও।

দেববালাগণের গীত

স্মরামি ব্রজামি নমামি ব্রহ্মাচরণ-মধু-পায়।
হে কর্কশ-শর-নয়নশায়ী।।
কৃপাকণাদান নরদেহ ধারণ, পীতবসন-বনমালী- পদাঙ্কন,
অমর-সাধন অমর-জয় পণ, অমর-জীবন সুধাদায়ী।।
যুগ-যুগ-ধৃত বিহিত সত্যব্রত বিশ্ব-পরিবৃত ধ্বান্ত-নিরাকৃত
শান্ত সমাহিত সুস্থিত সংযত সা-ধৃত-পথ-অনুযায়ী।
অনুরাগ বিরাগ ও প্রয়াগ বিধায়ী।।
ওঁ তৎসৎ

যবনিকা

আলমগীর

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।। ঔরংজেব (আলমগীর্ দিল্লীর সম্রাট)। আকবর (ঐপুত্র)।
কাম্‌বক্‌স (ঐ উদিপুরী বেগমের গর্ভজাত)। দিলীর খাঁ (উজীর)।
তয়বর খাঁ (সেনাপতি)। এরাদৎ খাঁ, সেফি খাঁ (সৈন্যাধ্যক্ষ)।
রাজসিংহ (মেবারের রাণা)। ভীমসিংহ (ঐপ্রথমা স্ত্রীবগর্ভজাত পুত্র)।
জয়সিংহ (রাণী বীরাবাইয়ের গর্ভজাত পুত্র)। দয়াল সা (দেওয়ান)।
গঙ্গাদাস, গরীবদাস (শক্তাবৎ সর্দ্দার—রাণার দেহরক্ষী)।
রামসিংহ (জয়পুরের রাজা)। শ্যামসিংহ (বিকানীরের রাজা)।
বিক্রমসিংহ (রূপনগরের রাজা)। সালুম্বা সরদার, রাজপুত বালক।
দীপচাঁদ (উমানাথ মন্দিরের পুরোহিত)।
মোগল এবং রাজপুত সৈন্যগণ, বান্দা, প্রহরী, চারণবালকগণ, রূপনগরের দেওয়ান, কর্ম্মচারী, মন্‌সব্‌দারগণ, সর্দ্দারগণ, অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, রাজপুত পুরুষগণ, ভীলসর্দ্দার, মোসাহেবগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রী।। উদিপুরী (আলমগীরের বেগম)। বীরাবাই (মেবারের রাণী)।
সুজাতা (দয়ালসার কন্যা, গরীবদাসের স্ত্রী)। রূপকুমারী (বিক্রমসিংহের ভগ্নী)।
বাঁদী, সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, রাজপুত-রমণীগণ, বন্দিনীগণ, চারণীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—সময়-সংক্ষেপার্থ অভিনয়কালীন পুস্তকের *()* চিহ্নিত অংশগুলি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—রংমহল।

বাঁদীগণ

গীত।

তোরে লিয়ে জাগি (রয়না) তোরে লিয়ে
জাগি জাগি মোরি মাতোয়া ময় অনুরাগী
(রয়না)
অরুণ বরুণ তুমি নয়না কিওরে নয়নু
ক্যায়সে জানে
বস রস পাগি (রয়না)। (**প্রস্থান**।

উদিপুরী ও শ্যামসিংহের প্রবেশ

*(উদি। আপনি তাকে দেখেছেন রাজা?

শ্যাম। সে আমার ভগিনীর কন্যা। আমি তাকে দেখিনি? তবে বছর খানেক তাকে দেখিনি।

উদি। সে কি বড়ই সুন্দরী?

শ্যাম। এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন বেগমসাহেব?

উদি। রামসিংহ, শুনলুম, সম্রাটকে বলেছে যে, সেরূপ সুন্দরী তাঁরও অন্তঃপুরে নেই। তার কথার সত্যতার প্রমাণ একমাত্র আপনার কাছে পাব ব'লে জিজ্ঞাসা করছি।

শ্যাম। অম্বরপতি মিছে বলে নি।

উদি। উদিপুরী বেগমকে ত আপনি সর্ব্বদাই দেখেছেন রাজা!

শ্যাম। আপনি পরমা সুন্দরী।

উদি। সে ত আমিও জানি। রূপকুমারী আমা হ'তেও সুন্দরী কি না?

শ্যাম। দেশভেদে রুচিভেদে সৌন্দর্য্যের প্রকার ভেদ।

উদি। সুতরাং আমি বুঝে নিলুম, আপনার চক্ষে রূপনগরওয়ালী আমার চেয়েও বেশী সুন্দরী। কেমন—না রাজা? আপনার নীরবতাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। সম্রাট তার রূপের কথা শুনে কিছু বলেছেন?

শ্যাম। রাজা রামসিংহ হীন কাপুরুষ। নিজে সেই কন্যাকে লাভ করতে পারে নি ব'লে তার রূপের কথা বৃদ্ধ সম্রাটের কানে তুলেছে।

উদি। পারে নি কেন? রামসিংহ ত এক জন বিশিষ্ট রাজা।

শ্যাম। ওই কুৎসিত! আর কিসের বিশিষ্ট সে? আমাদের সমাজে ঐশ্বর্য্যের সম্মানের চেয়ে বংশের সম্মান ঢের বেশী। রূপনগর-রাজ ক্ষুদ্র ভূস্বামী বটে, কিন্তু বংশ-মর্য্যাদায় সে রামসিংহ হ'তে অনেক উঁচু।

উদি। যদি তাকে বেগম করতে বৃদ্ধ সম্রাটের অভিরুচি হয়?

শ্যাম। সে ভয় নেই বেগমসাহেব। সে সম্বন্ধে আমি সম্রাটকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম। তিনি বলেছেন রূপ নিয়ে খেলা করবার তাঁর বয়স গেছে। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তিনি এখন বড়ই ব্যস্ত।

উদি। সে ত ক্ষুদ্র যোধপুর দখল করবার জন্য।

শ্যাম। না বেগমসাহেব, শুধু যোধপুর নয়। সম্রাট ভারতের সমস্ত হিন্দুর মাথায় খাজনা বসিয়েছেন। ভেবেছিলেন নিরীহ হিন্দু নীরবে তাঁকে এ কর দেবে। কিন্তু তা হয় নি।

উদি। হিন্দু মাথা তুলেছে?

শ্যাম। অন্যে মাথা তুললে সম্রাটের তত চিন্তার কারণ ছিল না। স্বয়ং রাণা বিরোধী হয়েছেন!

উদি। সম্রাট কি রাণারও মাথায় কর ধার্য্য করেছেন?

শ্যাম। তা বোধ হয় নয়। রাণা সমস্ত হিন্দুর প্রতিনিধি স্বরূপ এই জিজিয়া করের উপর আপত্তি করেছেন।

উদি। কি বলেছেন জানেন?

শ্যাম। দূত দিয়ে সম্রাটের নামে এক পত্র পাঠিয়েছেন। পত্রের কি মর্ম্ম আমি জানি না। তবে পত্র পেয়ে

বাদশাহকে কিছু বিশেষ রকমের বিচলিত দেখছি।

উদি। মনে করেছেন কি রাণার সঙ্গে সম্রাটকে যুদ্ধ করতে হবে?

শ্যাম। খুব সম্ভব। যখন রাণা যোধপুরকুমার অজিতকে আশ্রয় দিয়েছেন, তখনই ত বুঝেছিলুম তাঁর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য। তার ওপর এই জিজিয়া করের প্রতিবাদ। ক'দিন ধ'রে বাদসার যেরূপ মুখের ভাব দেখছি, তাতে বেশ বুঝতে পারছি, পত্রের লেখা বড় ঝাঁজালো।

উদি। 'আমাদের' বললেন যে রাজা?

শ্যাম। ও! কথাটা ধরেছেন বেগম সাহেব! আমাতে আর রাজপুতের কি আছে। বাইরে শুধু একটা নাম। ভিতরটা সমস্তই মোগল হয়ে গেছে। আপনি জানেন না, এই জিজিয়া করপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে আমি কত আনন্দ প্রকাশ করেছি।

উদি। না রাজা, তা করেন নি।

শ্যাম। যে হিন্দু, সে করবে না, করতে পারে না। কিন্তু বেগমসাহেব, আমাতে হিন্দু জাতীয়ত্বের কি কিছু চিহ্ন আছে?

উদি। আছে বই কি রাজা! সে মোগলের প্রতাপের ভয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু নির্জ্জনে চোখের জল ফেলে 'আছি' ব'লে নিজের পরিচয় দেয়। যাক্, আমি স্ত্রীলোক, ও সাম্রাজ্যের নীতিকথায় আমার প্রয়োজন নেই। আপনি মনে মনে যা' করছেন রাণাকে ধন্যবাদ দেওয়া আর প্রকাশ্যে সেই কথা ব'লে—রাণাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে ও সাম্রাজ্যের কথা ছেড়ে দিই। এখন বলুন দেখি, এত যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তার ভিতরেও রূপনগরওয়ালীকে আনবার জন্য যদি সম্রাটের ইচ্ছা জেগে উঠে?

শ্যাম। না বেগমসাহেব, আপনি সে সন্দেহ করবেন না।

উদি। যদি জাগে? আপনি ত জানেন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল ব'লেই সম্রাট রানী এই আরমানি বিবিকে কাশ্মীর থেকে কুড়িয়ে এনে তাঁর পবিত্র হারেমে স্থান দিয়েছেন। যদি জাগে রাজা?

শ্যাম। তা হ'লে বালিকার বড়ই দুর্ভাগ্য।

উদি। আপনি কোন প্রতীকার করতে পারেন না?

শ্যাম। আমি?

উদি। আপনি না করতে পারেন, যদি আমি পারি?

শ্যাম। কি রকম ক'রে করবেন?

উদি। তা এখন কেমন ক'রে বলব! যদি সম্রাটের ইচ্ছা না হয়, তা হ'লে সকল গণ্ডগোল চুকে গেল। কিন্তু যদি হয়—রাজা! এ আমার রাজ্য নিয়ে লড়াই-প্রতীকারের চেষ্টা না ক'রে ত আমি চুপ ক'রে থাকতে পারব না।

শ্যাম। তাই ত! রূপনগর কোথায়, আর আপনি কোথায়? আপনি কি ক'রে প্রতীকার করবেন!

উদি। না করতে পারলে রাজ্য হারাবো। সুতরাং সে বিষয়ে আপনার চিন্তা করবার বিশেষ কিছু নেই, করতে

পারলে আপনি সুখী হবেন ত?

শ্যাম। সুখের অবধি থাকবে না।

উদি। তা হ'লে গোপনে গোপনে জানুন, সম্রাটের অভিপ্রায় কি।

শ্যাম। এখন থেকেই জানতে নিযুক্ত রইলুম বেগমসাহেব!

উদি। অনুগ্রহ ক'রে তয়বর খাঁকে ব'লে আসুন, তিনি যেন আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।

(শ্যামসিংহের প্রস্থান।

মূর্খ রাজা, তার বাইরেটা দেখে তুমি তার ভিতরটা কি স্থির করবে। তা হ'লে আওরঙ্গজেবের কবরপ্রবেশের আর বিলম্ব নেই। তার ইচ্ছা আমি এইখান থেকেই বুঝতে পারছি। তার মনের হাসি আমি এইখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি।

বাঁদীর প্রবেশ

কি জেনে এলি?

বাঁদী। সম্রাট নিজের কামরায় মাথা হেঁট ক'রে পায়চারি করছেন।

উদি। কাছে কেউ নেই?

বাঁদী। কই, কাউকেও ত দেখলুম না। প্রহরীরা সব ঘরের বাইরে আছে। আমি আপনার কথা বলতে তিনি বললেন—"আমার যেতে বিলম্ব হবে। হয় ত আজ যেতেই পারব না। আমি আজ একটা কোন দুরূহ ব্যাপারের চিন্তায় ব্যস্ত আছি।"

উদি। আচ্ছা, কাম্‌বক্‌স্‌কে একবার ডেকে দে। **(বাঁদীর প্রস্থান।**

রামসিংহের প্রবেশ

রাম। আমাকে ডাকিয়েছেন কেন বেগমসাহেব?

উদি। হাঁ রামসিংহ! রূপনগরওয়ালীর কাছে তুমি তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছ?

রাম। ওই বুড়ো ভণ্ড বুঝি আপনাকে ব'লে গেল।

উদি। বিকানীর ব'লে গেল—"রামসিংহ হীন কাপুরুষ। রূপনগরওয়ালীর কাছে অপমানিত হ'য়ে প্রতিহিংসা নিতে তার রূপের কথা বৃদ্ধ বাদশার কানে তুলেছে।"

রাম। আমার অসাক্ষাতে আপনার কাছে যে আমাকে হীন কাপুরুষ বলতে পারে, হীন কাপুরুষ সে।

উদি। বলে—"ওই ভূষিভরা পেটের মালিককে সে অনুপমা সুন্দরী পছন্দ করবে কেন?"

রাম। সুন্দরী আমাকে দেখলে পছন্দ করত কি না আমি বুঝে নিতুম।

উদি। ও! তুমি পথ থেকেই তাড়া খেয়েছ?

রাম। তার ভাই বিক্রমসিংহ ওই বুড়ো বেটারই মত ভণ্ড।

উদি। বুঝেছি। তা তুমি একটা দেশজ্ঞানিত বীরপুরুষ, তুমি তার অপমান স'য়ে চলে এলে।

রাম। সে যে বাদসার খাস প্রজা। নইলে—

উদি। রূপনগরটা একেবারে সমভূম ক'রে দিয়ে আসতে?

রাম। নিশ্চয়।

উদি। তা তাদের উপর রাগ ক'রে আমার মাথাটা খেতে এসেছ কেন?

রাম। কি ক'রে?

উদি। কি ক'রে যদি বুঝতে পারবে, তা হ'লে স্ত্রীলোকের তাড়া খেয়ে

মোগলের হারেমে পালিয়ে এস! নিশ্চয় তুমি রূপকুমারীর কথায় উত্তেজিত হয়েছ। তার ভাই বললে কখন তোমার এত রাগ হ'ত না।

ম। না—না—সে চিকের আড়ালে ছিল।

উদি। তুমি তাকে দেখ নি?

রাম। একটু একটু। সে না বললেই হয়। বড় ঘন চিক।

উদি। তা হ'লে তার মুখের কথা শুনেছ। নিশ্চয় শুনেছ। গোপন ক'র না রাজা।

রাম। তা শুনেছি।

উদি। কি বলেছে আমায় বলতে হবে।

রাম। (হস্ত বিকৃত করিয়া) উঃ! বাদশা যে আমার কথাটায় ভাল ক'রে কান দিচ্চেন না।

উদি। আমাকে বন্ধু জেনে বল রাজা!

রাম। আপনি সে অপমানের শোধ নিতে পারবেন?

উদি। তুমি ব'লেই দেখ না।

রাম। প্রথমে সে কোনও কথা কয় নি। তার ভাই এর সঙ্গে কতাবার্ত্তার পর যেমনি আমি আসন ছেড়ে উঠেছি, অমনি মেয়েটা ভিতর থেকে তাদের পুরোহিতকে ব'লে উঠল—"ওই ভুঁড়ি-সার তুর্কীর শ্যালক যেখানে বসেছিল, সেখানে গঙ্গাজল দাও।"

উদি। মানে কি?

রাম। মানে, স্থানটা এতই অপবিত্র হয়েছে যে, যা তা জল দিয়ে ধু'লে সে পবিত্র হবে না।

উদি। তা হ'লে বিলক্ষণই ত অপমান করেছে।

রাম। কিন্তু আমি যে এ অপমানের শোধ নেবার কোনও উপায় দেখছি না।

উদি। কি করতে পারলে, তোমার অপমানের শোধ হয় মনে কর?

রাম। তাকে তুর্কীর বাঁদী দেখলেই শোধ হয় মনে করি।

উদি। সম্রাট কি তাকে দিল্লীতে আনতে চান না?

রাম। কই সে রকম ভাব ত তাঁর দেখতে পেলুম না।

উদি। আমি যদি তাকে আনবার চেষ্টা করি?

রাম। আনিয়ে তাকে বাঁদী করবেন?

উদি। বাঁদী কেন—পুত্রবধূ করব। দেখ—বাজি আছ?

রাম। তা হ'লে তার ঠিক শাস্তি হ'ল কই!

উদি। এর বেশী তার শাস্তির প্রত্যাশা ক'র না অম্বরপতি। যে তুর্কীর শ্যালককে ঘৃণা দেখিয়েছে, সেই তুর্কীর বধূ হ'লে তার মর্ম্মভেদ হয়ে যাবে। বৃদ্ধ সম্রাটকে সে কন্যা দেবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। কেন না, আমি জেনেছি।

রাম। বেশ—তাই।

উদি। তা হ'লে আমার পুত্রকে একবার সে কন্যা দেখাতে হবে।

রাম। কেমন ক'রে?

উদি। সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি যখন পূর্ণভাবে তাকে দেখনি, তখন তার রূপ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের উপর আমি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারছি

না।

রাম। উত্তম-ব্যবস্থা করুন, আমি সাজাদাকে দেখাব।

উদি। সম্রাটের সঙ্গে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা ক'য়া না।

রাম। আবার!

উদি। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে আজকের মত বিশ্রাম গ্রহণ কর।

(রামসিংহের প্রস্থান।

ঠিক হয়েছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। মূর্খ রামসিংহ, আর সরল প্রকৃতি বৃদ্ধ বিকানীর, এদের কাছে সাধু সেজে তুমি আমার চোখে ধূলি দিয়েছ মনে কর না। চতুর সম্রাট! রাজকুমারীর পাণি লোভে যখন তুমি মুখোস খুলবে, তখন দেখবে তোমার পুত্র আগেই তার হাতে হাত দিয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—পাঠাগার।

আওরঙ্গজেব

আও। মন্দ কি! দাম্ভিকা কাশ্মীরী বাইএরও দর্পটা চূর্ণ ক'রে .. ওয়া যাক্ না। সে একেবারে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, ভূবিজয়ী আলমগীর্ তার কাছে পরাজিত। তার ভ্রমটা ঘুচিয়ে দেবার এই ত একটা বেশ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। রূপনগরওয়ালী— সে আমার নাতিনীর বয়সী কুমারী। সে খুঁজছে রূপ যৌবন। রামসিংহের একটার অভাব। তাইতেই বালিকা তাকে দূর করে দিয়েছে। আমার রূপও নেই— যৌবনও নেই। কিন্তু আছে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন তক্তাউস্, আর তার চার পাশ ঘিরে আসমুদ্র হিন্দুস্থান! এ যার আছে, তার রূপও আছে, যৌবনও আছে। যত দিন ময়ূরসিংহাসনে ব'সে থাকবো, তত দিন আমার তুল্য সুন্দর কে? তবে দেখি না। বিক্রমসিং আমার একান্ত আশ্রিত ভুঁইয়া রাজা। তার ভগ্নী। আমি সে কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে—থাক—মনেও এখন এ কথার আলোচনা চ লবে না। বৃদ্ধ বিকানীর আসছে—ভাগিনেয়ীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হয়েছে—থাক্—না—আমি রামসিং নই।

শ্যামসিংহের প্রবেশ

হাঁ রাজা, রামসিংটা কি মূর্খ! নিজের এই লজ্জাকর অপমানের কথাটা আমাকে এসে শোনাচ্ছে।

শ্যাম। মূর্খ নয় সম্রাট, পাজী।

আও। ঠিক বলেছেন, শুধু মূর্খ নয়। আমাকে রূপের কথায় উত্তেজিত করতে এসেছে। যদিই বালিকা তুর্কীকে গাল দিয়ে থাকে, তা সে আমাকে শোনানো কি তার উচিত হয়েছে?

শ্যাম। সম্রাট! এ কি বিশ্বাসের কথা! যার ভ্রাতা স্বতঃ পরতঃ সম্রাটের অনুগ্রহ ভাজন, তার ভগ্নী আপনাকে গাল দেবে!

আও। আমাকে বল্‌বার উদ্দেশ্য বুঝেছেন?

শ্যাম। সে সম্রাটকে তার মত হীনমতি মনে করেছে।

আও। মনে করেছে, সেই কথা শুন্‌লেই আমি রেগে যাব, আর আপনার

ভগিনী-পুত্রীকে দিল্লীর হারেমে ধ'রে নিয়ে আসব।

শ্যাম। ও পশুর কথা নিয়ে আর আলোচনা করবেন না জাঁহাপনা!

আও। না, আর বেশীক্ষণ আলোচনা করব না; প্রথম তার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল। এখন একটু একটু ক্রোধের উদ্রেক হচ্চে।

শ্যাম। আপনি যদি কাছে না থাকতেন, আমি তখনই তার দাঁত কটা ভেঙ্গে দিতুম। এত বড় বেহায়া; নিজের লাঞ্ছনার কথা বলে আর হাসে।

আও। মির্জ্জারাজা জয়সিংহের পুত্র সে. পেজোমী তার পৈত্রিক সম্পত্তি। বালিকার আচরণের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে আমাকেও সে এক ঘা মেরে গেছে। এ কথা সে আমার পুত্রদের মধ্যে কারও কাছে বলতে পারত, আমার প্রিয়তম পুত্র কাম্‌বক্‌সের সঙ্গী সে—এ কথা অন্ততঃ তাকে বলতে পারত!

শ্যাম। কনিষ্ঠ সাজোদা যদি আমার ভাগনীকে বিবাহ করতে এখানে নিয়ে আসে?

আও। তা হ'লে ত আর প্রতিশোধ লওয়া হয় না। কাম্‌বক্‌স্ যুবা ও সুশ্রী।

শ্যাম। আপনি বৃদ্ধ।

আও। শুধু বৃদ্ধ! রামসিং কুৎসিত—আমি বৃদ্ধ ও কুৎসিত। ভালো রাজা আপনার ভগিনী-কন্যা শুনলুম কুড়ি একুশ বৎসরের যুবতী। আজও পর্য্যন্ত তার বিবাহ হয় নি কেন?

শ্যাম। আমাদের ও জাতের খবর সম্রাট! কেন, বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। বংশের যোগ্য পাত্রের অভাবে বালিকার আজও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই।

আও। আচ্ছা রাজা, আপনাদের ওই রাজপুত জাতটা কি? এত মহৎ, এত উদার, এমন বীর- গর্ব্বী—তবু তাদের ভিতর পরস্পরে একটু মিল নেই কেন?

শ্যাম। রাজপুত-বংশে জন্মেছি, বৃদ্ধ হয়েছি— আমিই নিজের জাতের সব সমস্যা বুঝতে পারলুম না। আমি আপনাকে কি বুঝাবো! দেশে একটা চলিত কথা আছে—"বরো রাজপুত, তার তেরো হাঁড়ী"।

আও। তা তো দেখছি। বিদেশী শত্রু যদি এক জনকে আক্রমণ করে, ত আর এক জন তার পাশে কোষবদ্ধ অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। আমার প্রপিতামহ আকবর যখন মেবার আক্রমণ করেন, তখন শুনেছি চারিদিকের বীর রাজপুত—বিকানীর, যোধপুর, কোটা, বুন্দি, সিরোহী—নিশ্চিন্ত দ্রষ্টার মত মেবারের লাঞ্ছনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে।

শ্যাম। না সম্রাট, শুধু দেকে নি-দেখেছে আর প্রতাপের মহত্ত্বকে ধন্যবাদ দিয়েছে।

আও। কি স্তু—

শ্যাম। একজনও তাঁকে সাহায্য করতে হাত তোলে নি। ওই মূর্খ রামসিংহের পূর্ব্বপুরুষ মানসিংহ ত মোগল পক্ষ নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধই করেছে।

আও। সেও কি প্রতাপসিংহকে ধন্যবাদ দিয়েছে?

শ্যাম। নিশ্চয়—যদি খাঁটি রাজপুত

ব'লে সে নিজের অভিমান রাখতো।

আও। আপনাদের ভিতরে এ রকমটা কেন রাজা?

শ্যাম। কেন সম্রাট? মহাবীর রাণা সঙ্গ, বাদসা বাবরকে পরাস্ত করতে এসে তার মেবারী পলটনকে সিক্‌রির মাঠে শয়ন করিয়ে পরাজয়ের অপমান মাথায় ক'রে ফিরে গেল। তখনকার সময়ের কথা সম্রাট—আমাকে দয়া ক'রে বন্ধু বলেন,—আমার কাছে সত্য কথা শুনে আনন্দ পান—

আও। আপনি কি বলবেন আমি বুঝেছি।

শ্যাম। জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর—সব নয় তাঁদের মধ্যে বিকানীর-অন্ততঃ একটা ক্ষুদ্র রাজপুত রাজাও যদি তার সঙ্গে যোগদান করতো, তা হ'লে বাবরকে তল্পী নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হ'ত।

আও। কেন তারা যোগ দিলে না?

শ্যাম। দাম্ভিক রাণা তাদের সাহায্য চাইলে না!

আও। রাণার শুধু এই অপরাধে তারা দেশের শত্রুকে দূর করতে তার সাহায্য করলে না!

শ্যাম। আর ত তার কোনও অপরাধের কথা শুনি নি। শুনেছি সঙ্গ সর্ব্বজনপ্রিয় রাণা ছিলেন।

আও। আরও কোন গুরুতর অপরাধ ছিল—স্মরণ করুন রাজা!

শ্যাম। আর কে স্মরণ করবে! সেই এক দিনের বাঁদরামির ফলে এক মেবার ছাড়া আর সমস্ত রাজপুতের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। আপনার জিজিয়াকর স্থাপনের কথা শুনে অবশিষ্ট দাঁত ক'টা বার করেও আমি হেসেছি। আর রামসিংহ আমার ভাগনীকে বিবাহ করতে পেলে না বলে রোষের বশে আপনাকে বালিকা-বিবাহে উত্তেজিত করতে এসেছে।)*

আও। আপনি এক কাজ করুন। রূপনগরে গিয়ে শীঘ্রই সেই কুমারীর যে কোনও সৎপাত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করুন। কেন না, আমার অনেকগুলি ছেলে আছে। এখানে অকৃতকার্য্য হয়েছে বুঝলে তাদের মধ্যে এক জনকে রামসিংহ উত্তেজিত করতে পারে।

শ্যাম। তাই করব সম্রাট?

আও। করব, কি, যত শীঘ্র পারেন ক'রে ফেলুন। রাজপুতকন্যা ঘরে এনে মোগলের কিছুমাত্র লাভ হয় নি।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। জাঁহাপনা! উজীর সাহেব।

আও। পাঠিয়ে দাও।

(দৌবারিকেরপ্রস্থান।

শ্যাম। তা হ'লে অনুমতি করুন সম্রাট, আমি আসি।

আও। আসুন। বালিকাকে পাত্রস্থ ক'রে আমাকে সংবাদ দেবেন। যে রাজকুমার তাকে বিবাহ করবে, দিল্লীর দরবারে তাকে উপযুক্ত আসন দিতে আমি প্রস্তুত রইলুম।

শ্যাম। এ সম্রাট আলমগীরের যোগ্য কথা। (প্রস্থান।

আও। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ষায় বুদ্ধিহীন রাজপুত, তোমরা এত কাল মিলতে পার নি। তোমার কথায় বুঝলুম, এই জিজিয়াকর অবলম্বনে এইবারে

তোমাদের ভিতরে মেলবার প্রবৃত্তি জেগেছে। আমিও ত সেটা জাগাতে চাই। দিল্লীর ময়ূরাসন ঘিরে কতগুলো অস্থিরচিত্ত সামন্তকে আমি আর বস্‌তে দিতে চাই না। সমস্ত রাজপুত রাজাগুলোকে যদি সাধারণ প্রজার পর্য্যায়ে ফেলতে পারি, তবেই আমার আলমগীর্ উপাধি সার্থক।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

সঙ্গে কেউ আছে?

দিলীর। না সম্রাট, আমি একা, দ্বারমুখে বৃদ্ধ বিকানীরকে দেখলুম।

আও। সে আর ফিরবে না। কিছুদিনের জন্য রাজা দিল্লী পরিত্যাগ করছে।

দিলীর। সাম্রাজ্যের কোন কাজে কি তাকে নিযুক্ত করেছেন?

আও। কিছু না, মেয়েলি রাজা, তাকে একটা মেয়ের ঘটকালি করতে পাঠিয়েছি।

দিলীর। কি জন্য ভৃত্যকে তলব ক'রেছেন?

আও। কি জন্য ক'রেছি? ব'স ভেবে দেখি।

দিলীর। ভেবে বলতে হবে এমনি কাজের জন্য আমাকে এত ব্যস্ততার সঙ্গে ডেকে পাঠিয়েছেন?

আও। স্মৃতিপথের মাঝে এক একবার ওই মেয়েটা এসে দাঁড়াচ্ছে।

দিলীর। কে মেয়ে?

আও। সেটা কে, কোথাকার, কি, কেন—

শ্যাম। সিংহ চ'লে গেল?

দিলীর। তাকে ডেকে আনব?

আও। না, যখন চ'লে গেছে, তখন আর তাকে প্রয়োজন নেই। সে থাকলে বলতুম। তখন স্মরণে এলো না। আমিই সেই মেয়েটার ঘটকালি করতুম। তার যোগ্য পাত্রের সন্ধান ব'লে দিতুম। তার পর নিজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তুম! সেও অনেকটা আমার বয়সী। কিন্তু সে আমাকেও উপদেশ দেয়, এত বড় বিজ্ঞ।

দিলীর। এই হেঁয়ালী শোনাবার জন্যই কি আমাকে ডাকিয়েছেন?

আও। না—না—তোমার অন্য কাজ আছে। এক মাসের মধ্যে তোমাকে অন্ততঃ তিন লক্ষ ফৌজ যোগাড় করতে হবে।

দিলীর। এত ফৌজ! তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শত্রু কে?

আও। শত্রু অনুসন্ধান ক'রে বা'র করতে হবে। মুখের দিকে চাচ্ছ কি দিলীর খাঁ! এখনও কথা হেঁয়ালী ব'লে বোধ হচ্ছে?

দিলীর। ভৃত্যের সঙ্গে এরূপভাবে বাক্যালাপ আর কখন ত শুনি নি সম্রাট! আমাকেও যেন বিশ্বাস করতে আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে।

আও। তোমার নিতান্ত ভুল। যখন সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য তোমার সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। তোমাকে এই বিশাল সৈন্যের সেনাপতি হ'তে হবে।

দিলীর। সম্রাট! এ আয়োজন কি রাণা রাজসিংহের জন্য।

আও। দিলীর খাঁ। আমি সমস্ত রাজস্থানকে সাম্রাজ্যের একটা সুবা করব ইচ্ছা করেছি। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার যেমন এক সুবেদার আছে, অযোধ্যা,

মালোয়ায় যেমন আছে, তেমনি সমস্ত রাজস্থান এক সুবেদারের অধীন করবো। মুখের দিকে বিস্মিতনেত্রে চাচ্ছ কেন উজীর! এটা কি অসম্ভব?

দিলীর। যদি বলি অসম্ভব?

আও। তা হ'লে বুঝবো, দিলীর খাঁ দুনিয়া জয়ে সম্রাট আলমগীরের সাহায্য ক'রে শেষ কালে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছে।

দিলীর। না জাঁহাপনা, শক্তিতে বিশ্বাস এখনও আছে ব'লে অসম্ভবকে আমি সম্ভব বলতে পারছি না। যদি বাতুল হ'তুম, তা হ'লে আপনার কথায় সায় দিতে পারতুম। দিল্লী সহরে আপনার বাড়ীর সম্মুখে রাজপুত শক্তির সে অপূর্ব্ব নিদর্শন আপনিই দেখেছেন। আমি ত তা দেখি নি সম্রাট! পাঁচ হাজার মোগল আড়াইশো মাত্র রাজপুতের মোহাড়া আগলাতে পারলে না। অক্লেশে তাদের পদ-দলিত ক'রে অদ্ভুত রাজপুত বাজা যশোবন্তের মহিষী ও শিশু পুত্রকে নিজের দেশে নিয়ে গেল।

আও। সে অবস্থায় তুমিও পারতে দিলীর খাঁ।

দিলীর। না সম্রাট, স্তোক বাক্যে আমাকে ভুলাবেন না— আমি পারতুম না। থরমাপলির গিরিপথে এক গ্রীক মহাপুরুষের বীরত্বের কথা শুনেছি, আর শুনলুম এই। শোনা কেন, যখন আপনি দেখেছেন, তখন সে আমারও দেখা-সেই অদ্ভুত বীরত্বকাহিনীর নায়ক অদ্ভুত দুর্গাদাস।

আও। আমার চোখে দেখবার প্রয়োজন কি, নিজেই একবার বীর দুর্গাদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর না।

দিলীর। কোন্ মুখ নিয়ে করব সম্রাট! আমারই কথায় সে তার প্রভুর পত্নী ও পুত্রকে কাবুল থেকে দিল্লীতে এনেছিল।

আও। সেটা তার নির্ব্বুদ্ধিতা। সে ভেবেছিল, সদ্যোজাত শিশুর উপর আমি কখন অত্যাচার করতে পারব না।

দিলীর। তাই যদি সে ভেবে থাকতো, তা হ'লে সে অন্যায় ভাবে নি।

আও। তুমি বলবে, মানুষে সে কাজ করতে পারে না। আমিও তাই বলছি। এক পারে পশু, আর পারে সে, যে মানুষের উপর।

দিলীর। জাঁহাপনা!

আও। বল দিলীর খাঁ!

দিলীর। যশোবন্ত সিংহকে হত্যা করিয়ে, তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করিয়ে এখনও কি তার উপর আপনার আক্রোশ গেল না!

আও। ভুল বুঝছ দিলীর খাঁ। আক্রোশ আমার কারও উপর নেই। ভালবাসা—যে কথাটার সাধারণ অর্থ মমতা-তাও কারও উপরে নেই। ভালবাসি একমাত্র ধর্ম্ম। ফকিরীনিতে গিয়ে সেই ধর্ম্মের জন্য আমি বাদশাহী নিয়েছি। ধর্ম্মের গায়ে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই অমন প্রজারঞ্জন পিতাকে সিংহাসন চ্যুত হ'তে হয়েছে। অমন লোকপ্রিয় দারাকে অকালে দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে। সুজা কোন্ দূর আবাকানে বর্ব্বর কাফেরের হাতে প্রাণ

দিয়েছ। এমন কি, আমার জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ, গোয়ালিয়রের দুর্গে তার যৌবন স্বাস্থ্য সমাধিস্থ ক'রেছে। আর ঐ বিশ্বাসঘাতক বিধর্ম্মী—দিলীর, সেই উদ্ধত রাজপুতের চিহ্ন রাখতে ধর্ম্ম আমাকে উপদেশ দেয় না।

দিলীর। কিন্তু সম্রাট, এই দুর্গাদাসকে দিল্লীতে আসতে আমিই সাহস দিয়েছিলুম।

আও। তা জানি দিলীর খাঁ।

দিলীর। সম্রাট! আমার প্রভু দারাসেকোর নিষ্ঠুর হত্যাকারীর চাকরী আমি কি সর্ত্তে নিয়েছিলুম, তা কি আপনার মনে আছে?

আও। খুব আছে। তোমার মনুষ্যত্বের হানি হয়, এমন কোনও কার্য্যে আমি তোমাকে বাধ্য করব না, তা তো আজও করি নি দিলীর খাঁ। বরং আমার পরম শত্রুর সেনাপতিকে আমি সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দিয়েছি।

দিলীর। আমার বিশ্বাস কায়মনোবাক্যে সম্রাটের সেবায় এতদিন আমি সে পদের মর্য্যাদাই রেখে এসেছি।

আও। তা রেখেছ দিলীর খাঁ!

দিলীর। কিন্তু এখন—

আও। নিঃসঙ্কোচে বল!

দিলীর। আমাকে রেহাই দিন।

আও। তুমি সেনাপতি হ'তে পারবে না?

দিলীর। আমার মনুষ্যত্বের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেইটুকু রক্ষা করুন।

আও। আর কোনও কথা বলবার পূর্ব্বে একবার কাজোয়ার রণক্ষেত্রের কথা মনে কর। তখন তুমি বন্দীভাবে আমার সঙ্গে ছিলে।

দিলীর। তা জানি সম্রাট।

আও। সম্মুখে লাখের উপর সৈন্য ও হাজারের উপর কামান নিয়ে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী সুজা। তার অর্দ্ধেকেরও কম আমার সৈন্য, অর্দ্ধেকেরও কম আমার কামান। শুধু যশোবন্তের সাহসেই আমি সে যুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু যেই যুদ্ধ বাঁধলো, অমনি তার সমস্ত রাজপুত নিয়ে যশোবন্ত রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল।

দিলীর। জানি সম্রাট! যশোবন্তের বিশ্বাস-ঘাতকতা।

আও। বিশ্বাসঘাতকতা কেমন ক'রে বলি দিলীর খাঁ। সে দিন কেন যে সে সেরূপ আচরণ ক'রেছিল, আজও পর্য্যন্ত আমি তা বুঝতে পারি নি। কিন্তু সেই একদিনের আচরণে সে আমার যা অনিষ্ট ক'রে গেছে, বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেও সে অনিষ্টের প্রতীকার হ'ল না। সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে উদ্দেশ্যহীন দাম্ভিকতায় আমাকে সে যে বিপদে ফেলছিল, তাতে তার বংশের চিহ্ন মুছে ফেললেও তার সে দিনের আচরণের সম্যক শাস্তি হয় না।

দিলীর। আপনার এ ক্রোধ অন্যায় নয়।

আও। দুরাত্মা যদি সে দিন আমাকে সামান্যমাত্র সাহায্য করতো, তা হ'লেও সুজাকে আমি ধরতে পারতুম। আমার সমস্ত ভাইদের মধ্যে সুজাই আমার একমাত্র প্রিয় ছিল। মূর্খ, দাম্ভিক, মাতাল, কিন্তু উদার সুজা। একবার তাকে ধরতে পারলে, মিষ্টব্যবহারে সহজেই তাকে

আপনার ক'রে নিতে পারতুম।

দিলীর। সম্রাট! এ গোলাম আপনার কার্য্যের তো কোনও সমালোচনা করছে না।

আও। তার পত্নী পিয়ারিবানু—নারীরত্ন। মোগলহারেমে তার মত মহিমময়ী রমণী আমি দেখি নি। আজও পর্য্যন্ত তার স্মরণে আমার চিরনীরস চক্ষুও সজল হয়। মনে কর দিলীর খাঁ, দেহের পবিত্রতা রক্ষা করতে আরাকানের সেই বর্ব্বর রাজার সম্মুখে তার ভীষণ আত্মহত্যা।

দিলীর। সম্রাট!

আও। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেক ভীষণ মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু দেয়ালে বারংবার মাথার আঘাতে নিজের অনুপম রূপরাশিকে ছারখার ক'রে মরা—এরূপ মৃত্যুর কথা—উঃ—

দিলীর। দোহাই জাঁহাপনা, বর্ণনায় ক্ষান্তি দিন।

আও। তার প্রিয়তমা কন্যা—আমার ভাবী পুত্রবধূ—হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী, তৈমূর-বংশের কোহিনুর—তার পিতৃঘাতী মাতৃঘাতী শয়তানের অন্তঃপুরে—উঃ! দিলীর খাঁ! সমস্ত মাড়োয়ারকে লোকশূন্য করবার সাহায্য না ক'রে, সেই দুরাত্মার বংশের জন্য তুমি ওকালতী করতে এসেছ!

দিলীর। (নতজানু) তথাপি মহিমান্বিত সম্রাট!—ভিক্ষা। এ প্রতিহিংসার কাজ থেকে গোলামকে রেহাই দিন। অন্য কোনও কাজ করবার থাকে, আদেশ দিন।

আও। ভাল, তোমাকে রেহাই দিলুম। এ কাজ আমিই করব। অন্য কাজ—তা করবার আছে। কিন্তু সে কথা শোনবার আগে এই চিঠিখানা পড়তে হবে। এখানে নয়, নির্জ্জনে। এ পত্রের মর্ম্ম আমি জেনেছি। আর জানবে তুমি তৃতীয় নয়। তিন দিন তোমাকে সময় দিলুম। পত্রের মর্ম্ম বুঝে যদি প্রয়োজন বোধ কর, আবার আমাকে প্রশ্ন ক'র। যাও বিলম্ব ক'র না। আমিও যাই—ক্লান্ত হয়েছি।

দিলীর খাঁর প্রস্থান।

আওরঙ্গজেবের অবনত মস্তকে পাদচারণ

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়পুর—প্রাসাদ। সময়—সূর্য্যাস্ত।

জয়সিংহ ও ভীমসিংহ

(তরাবারি হস্তে পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান। মধ্যে রাজসিংহ।)

রাজ। ভীমসিংহ! অসি কোষবদ্ধ কর।

ভীম। জয়সিংহকে আদেশ করুন পিতা। আমি শুধু আত্মরক্ষার জন্য তববারী কোষমুক্ত করেছি।

রাজ। তবু তোমাকেই আমি আদেশ করছি। (**ভীমসিংহ অসি কোষবদ্ধ করিলেন**) জয়সিংহ! অসি কোষবদ্ধ কর এবং এখনি এ গৃহ পরিত্যাগ কব। (**জয়সিংহ প্রস্থানোদ্যত।**

ভীম। জয়সিংহ! শুনে রাখ, এ আমার বিরোধ নয়। উদ্ধত কনিষ্ঠকে একটু শিক্ষাদান। আশা করি. এ বার থেকে তুমি নিজের পদমর্য্যাদা সম্যক্

হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

জয়। পিতা!

রাজ। আগে যাও—এখন আমি তোমার কোনও কথার উত্তর দেব না।

(জয়সিংহের প্রস্থান।

ছি ভীমসিংহ! পিতার সম্মুখে যে প্রতিজ্ঞা, দুই পদ অগ্রসর হ'তে না হ'তে তা' ভঙ্গ করলে! মেবারীর সত্যনিষ্ঠার গৌরব একেবারে হাজার হাত মাটীর নীচে ঢুকে গেল।

ভীম। বারংবার আমাকেই তিরস্কার ক'রছেন কেন পিতা?

রাজ। যদি জ্যেষ্ঠ ব'লেই তোমার বোধ হয়েছে, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠের আচরণ দেখানও তোমার কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। কিরূপ আচরণ?

রাজ। ধৈর্য্য-ধৈর্য্য ভীমসিংহ। কনিষ্ঠের বাচালতা তোমার উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। মুখের বাচালতা উপেক্ষা করা যায়— অসির বাচালতা কেমন ক'রে উপেক্ষা করি। আপনি কি ব'ল্‌তে চান পিতা, মহারাণা রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া এতই দুর্ভাগ্য যে, আততায়ী কনিষ্ঠের হাতে নীরবে প্রাণ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য ছিল।

রাজ। না ভীমসিংহ , তা ছিল না। সেরূপ অবস্থায় তার শিরচ্ছেদ করাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। পিতা!

রাজ। তা যখন পার নি, তখন, তোমার কর্ত্তব্যের এখনও বাকি আছে।

ভীম। মহারাণা!

রাজ। আমি পিতা এবং রাজা। আমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে পরমুহূর্ত্তেই যে তা ভঙ্গ করে, সে মেবারের সিংহাসনে বসতে কোনও মতে যোগ্য নয়। ভীমসিংহ! এখন বুঝছি, সে তোমার কাছে বধার্হ।

ভীম। আমি তাকে ক্ষমা করেছি পিতা।

রাজ। আমি এ অন্যায় ক্ষমার পোষকতা করতে পারি না। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে মেবারের সিংহাসনাধিকারে তোমার যদি বাসনা থাকে, তা হ'লেও ওই যুবককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্যলাভের পথে ওই যুবকই হবে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। জয়সিংহ বিনা মৃত্যুতে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিরস্ত হবে না। এই নাও, —আমার অস্ত্র। এও আমার পক্ষে তোমার রাজ্যে উত্তরাধিকারিত্বের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার। এই অস্ত্রে, যত শীঘ্র পার, তোমার ভ্রাতার শিরচ্ছেদ কর।

ভীম। একবার বলুন পিতা, আমি

রাজ। অগ্রে আমার আদেশ পালন কর—অস্ত্র গ্রহণ করা,—পরে ব'লছি। (ভীমসিংহের অসিগ্রহণ) ভীমসিংহ! তুমি জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ—কিন্তু তোমার নাম সম্বোধনে যতটুকু সময়, জয়সিংহ ভূমিষ্ঠ হ'বার এই সময়টুকু পূর্ব্বে তুমি পৃথিবী স্পর্শ করেছ। তথাপি তুমি জ্যেষ্ঠ। কিন্তু ভীমসিংহ, আঠারো বৎসরের সময়-স্তূপে সে সময়টুকু এমন ক'রে চাপা পড়েছে যে, তাকে খুঁজে বার করতে হ'লে

পারিশ্রমিক স্বরূপ আমাকেও বুঝি আমার সিংহাসন বিক্রয় করতে হয়।

ভীম। পিতা?

রাজ। ব'ল না— ও পবিত্র নামে এত আবেগে আমাকে সম্বোধন ক'র না। রাজা রামচন্দ্রের আদর্শে রাজ্য শাসন করবার সঙ্কল্প নিয়ে প্রথমেই, দশরথের স্ত্রৈণতায়, জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমাকে রাজ্যাধিকার হ'তে বঞ্চিত করেছি। উত্তরাধিকার স্বীকারের প্রথম নিদর্শন অমরধব তৃণবলয় তোমার বাহুমূলে না পরিয়ে ওই জয়সিংহের হাতে পরিয়ে দিয়েছি। পরিয়েছি সমস্ত সামন্ত-সম্মুখে। পাশা-পাশি রক্ষিত তোমরা দু'টি সদ্যোজাত শিশু। কিন্তু সে ছিল বলিষ্ঠ, তুমি কৃশ। জয়সিংহ যে আগে জন্মেছে, তোমাদের দু'জনকে দেখে, সে বিষয়ে কোনও সামন্তের সন্দেহ রইল না। তৃণবলয় পরাবার সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার এক মুহূর্ত্তের পূর্ব্বাগমন নিষ্ফল হ'য়ে গেল।

ভীম। সে তাগা কি আপনি না জেনে বেঁধে দিয়েছিলেন?

রাজ। আর সে কথা তুলছ কেন ভীমসিংহ? তোমার পিতা হয়েও এই ত তোমার সম্মুখে আমি অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছি। এখন যা তোমাকে বলছি, তাই কর। এই অসি দিয়ে জয়সিংহকে মেরে নিজের অধিকারের প্রতিষ্ঠা কর। **(ভীমসিংহ রাজসিংহের পদপ্রান্তে অসি রক্ষা করিল)** পারবে না? **(ভীমসিংহ মস্তক অবনত করিয়া দুই পদ পিছাইয়া গেল)**

রাজ। আবার ব'লছি ভীমসিংহ। যদি তোমার ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য রাজ্য ভবিষ্যতে পাবার ইচ্ছা থাকে, মেবারকে যদি এর পর ঘোর বিপদে নিক্ষিপ্ত দেখতে অভিলাষ না হয়, (অসি ভূমি হইতে তুলিয়া) এই উন্মুক্ত অসি নিয়ে এই মুহূর্ত্তেই তোমার ভ্রাতার প্রাণ বধ কর।

ভীম। পিতা! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। সমস্ত হিন্দু একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা জেনে সতৃষ্ণ নয়নে আপনার মুখের পানে চেয়ে আছে। আমার চিন্তায় আপনাকে ব্যাকুল রেখে তাদের নিরাশ করব না। আপনার পাদস্পর্শ করে এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আজ থেকে আমি সমস্ত স্বত্বের আশা পরিত্যাগ করলুম। প্রফুল্লমনে জয়সিংহকে আমার সমস্ত ন্যায্যাধিকার দান করলুম।

রাজ। ভবিষ্যৎ রাণা ভীমসিংহ!—

ভীম। আর নই। ভবিষ্যৎ এই পদরেণুতে মিশিয়ে দিয়েছি। এই রাত্রেই আমি এ রাজ্য পর্য্যন্ত ত্যাগ করব।

রাজ। বৎস! অভিমান ক'র না।

ভীম। আমার মনের প্রফুল্লতায় বিশ্বাস হ'ল না পিতা? আপনার অভিমান ব'লে বোধ হল? বেশ, তবে অভিমান। প্রথমতঃ, সূতিকাগৃহে মাতৃঘাতী নিয়তির উপর অভিমান, দ্বিতীয়তঃ না—না—হে পিতা, হে রামচন্দ্রের তুল্য গুণালঙ্কৃত অনাথ-শরণ মেবাররাজ! আপনার উপরে অভিমান করতে গেলে অগ্রে আমার দেহধারণের উপরেই অভিমান আসে। সে অভিমান দারুণ বজ্রের প্রহারের মত, শিলাবিদ্রাবী আগ্নেয় গিরিগহ্বরের উত্তাপের মত অস্ত্রবিহীন হয়েও কঠোর, অন্ধকারে

জন্মগ্রহণ ক'রেও শতসূর্য্যের প্রখরতায় প্রদীপ্ত। আর—আর তোর লক্ষ্য বস্তু কোথা আছে অভিমান? এ বিশাল ভুবনের কার উপর আর আমি অভিমান করতে পারি? কই মহারাজা আর কেউ নেই! হা রে বিষয় বাসনা! তোর এত প্ররোচনা যে, এই পৃথিবীতে স্বর্গের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব, জননীর সন্তান-স্নেহ—তাও কি না নারী তোর জন্য অনায়াসে সপত্নীপুত্রকে, বিক্রয় করে।

রাজ। ক্ষান্ত হও ভীমসিংহ! রাত্রি প্রভাতে সামন্ত, সরদার প্রজাসকলকে ড াকিয়ে তাদের সম্মুখে আমি তোমাবে সিংহাসন দান করতে প্রস্তুত হচ্ছি।

ভীম। সিংহাসন? আপনাকে নিক্ষেপ ক'রে, আপনার জীবদ্দশায় রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ নৃপতির সিংহাসন গ্রহণ করব আমি? **(প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)** পিতা! চললুম। যদি রাজসিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি, আজ থেকে তবে আর দোবারি গিরিপথের মধ্যে বিন্দুমাত্রও জলগ্রহণ করব না। **(প্রস্থান।**

রাজ। গরীব দাস-গরীব দাস! যাক্।— মিলিয়ে গেল! কিসের সঙ্কোচ অন্ধকার? তুমি লজ্জায় মুখ আনত করছ কেন? আর আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি না ব'লে? তাতে তোমার লজ্জা কেন? আমি ওকে কখন দেখতে পাই নি। ওর জন্মের পরমুহূর্ত্ত থেকে তোমার এই ঘনীভূত হয়ে আসার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও রূপ আমার চক্ষে প্রষ্ফুটিত হয় নি। সুতরাং সঙ্কোচ কেন অন্ধকার? পর্ব্বত-প্রাচীরের মত, মৃত্যুর যবনিকার মত চির দুর্ভেদ্য হৃদয় নিয়ে তুমি নিঃসঙ্কোচে এই অন্ধদৃষ্টিকে আবৃত কর।

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। গরীবদাসকে ডাকছিলেন কেন মহারাজ? সে ত এখানে নেই!

রাজ। ঠিক—ঠিক! সে এখানে নেই। এ যে রাত্রিকাল! সে ত এ সময় এখানে থাকে না!

গঙ্গা। আজ্ঞে না মহারাজ, তাকে যে আপনি কোথায় পাঠিয়েছেন।

রাজ। ওঃ! মনে ছিল না। তা হ'লে, প্রভাত না হ'লে তার সঙ্গে দেখা হবে না।

গঙ্গা। প্রভাতেই বা সে কেমন ক'রে আসবে।

রাজ। ঠিক্ ঠিক্—সালুম্বা সরদারকে আনতে তাকে পাঠিয়েছি। সত্যই ত , তা হ'লে প্রভাতেই বা সে কেমন ক'রে আসবে। কিন্তু কি জান গঙ্গাদাস, আমি আজিকাব রাত্রি-প্রভাতের কথা বলছি না। এক মাস পরে যদি সে ফিরে আসে, আমি সেই এক মাস দূরে প্রভাতের কথা বলছি । এক বৎসর পরে যদি সে ফিরে আসে, আমি সেই আরও দূরের কথা বলছি, যদি এক যুগ পরে আসে —না, না, না গঙ্গাদাস—মাস দিয়ে, বছর দিয়ে, যুগ দিয়ে সে প্রভাতের দূরতা মাপতে যাচ্ছি কি! সে কি এত কাছে? সে প্রভাতে অভ্যুদিত সূর্য্য এমন ক'রে কি রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে? ওই বীরের অভিমানরঞ্জিত মুখশ্রী দেখতে এখনও পর্য্যন্ত কি সে প্রলুব্ধ হয় না? অন্ততঃ এই উত্তপ্ত মরুসম চক্ষুতারকার উপরে

নৃত্যশীল মরীচিকার মত একটি বারের জন্যও কি তাকে ভাসিয়ে তোলে না?

গঙ্গা। কাকে মহারাণা?

রাজ। আমি ধরতে যাব, সে স'রে যাবে। আবার ধরতে যাব, আবার সে স'রে যাবে। যখন ধরব গঙ্গাদাস, তখন জগৎ দেখবে উত্তপ্ত বালুকা পাহাড় হ'য়ে আমাকে আমার নরকের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে। (প্রস্থান।

গঙ্গা। এ কি রকমটা হল! মবারাণার এরূপ ভাব ত আমি আর কখন দেখি নি। মহরাজ! মহারাজ!

চতুর্থ দৃশ্য

উদয়পুর—প্রাসাদ অন্তঃপুর।

বীরাবাই ও জয়সিংহ।

বীরা। ধিক্ তোমাকে জয়সিংহ।

জয়। তুমি আমাকে ধিক্কার দিচ্ছ?

বীরা। একবার—বার বার তোমাকে বলি—ধিক্! মহারাণার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে পিছন ফিরতে না ফিরতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে? তেমাকে গর্ভে ধরেছি ব'লে গর্ব্ব করবারও অধিকার আমার রইল না!

জয়। সেটা আর মনে করবার দরকার কি? মনে কর ভীমসিংহকেই তুমি গর্ভে ধারণ করেছ।

বীরা। হায়! তা যদি মনে করতে পারতুম'

জয়। আক্ষেপ কেন, তাই কর! আমাকে মনে কর তোমার সপত্নী-পুত্র! মা! এখন বুঝতে পারছি, তুমিও ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছ।

বীরা। কিসের ষড়যন্ত্র জয়সিংহ?

জয়। মেবারের সিংহাসনে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে। নইলে, কোথাও কিছু নেই, ছোট ভাই নিজেকে বড় ব'লে পরিচয় দেয় কেন? পিতা বিলক্ষণ জানেন, এরূপ ধৃষ্টতার কথা আমার সম্মুখে কইলেই ভীমসিংহ আমার কাছে শাস্তি পাবে, তাই কৌশলে প্রতিজ্ঞার ছল ক'রে, আমার হাত-পা বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন। মনে করেছিলেন, প্রতিজ্ঞা করলেই ভীমসিংহের কাছে আমার সমস্ত অপমান আমি নীরবে সহ্য করব। আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার করলে, আমি অনায়াসে তাঁর সম্মুখে রাজ্যের অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারতুম। কিন্তু মা, শুনে রাখ, আমি প্রতারণার কেউ নই। যদি বুঝি তুমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছ, তা হ'লে তোমাকেও 'মা' বলা পরিত্যাগ করতে ইতস্ততঃ করব না।

বীরা। অতি অল্প সময় তোমরা মহারাণার কাছ থেকে চ'লে এসেছ। এরই মধ্যে ভীমসিংহ তোমার কি অপমান করলে?

জয়। কি করলে, তোমার সেই প্রিয় সন্তান কাছে এলে তাকে জিজ্ঞাসা ক'র।

বীরা। আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না জয়সিংহ?

জয়। বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে কি আমি এতই পশু যে, পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করবার পরক্ষণেই বিনা উত্তেজনায় কনিষ্ঠ ভাইয়ের গায়ে অস্ত্র তুলতে উদ্যত হয়েছিলুম! এক বিছানায় শুতে গিয়ে আমার মাথায় তার পা

ঠেকে গেল। তখন মনে করেছিলুম, অসাবধানে ঠেকিয়েছে। এখন বুঝছি দুরাত্মা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠেকিয়েছে। অসাবধানতা মনে ক'রে আমি প্রথমে সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি নি। কিন্তু তার কথা শুনে আমি আর ধৈর্য্যধারণ করতে পারলুম না।

বীরা। কি বল্লে?

জয়। বললে-''ভাই! হঠাৎ তোমার মাতায় পা ঠেকে গেছে, কিছু মনে ক'র না। তবে আমি জ্যেষ্ঠ, এতে কল্যাণ হবে।''

বীরা। অমনি বুঝি তুমি অস্ত্র নিয়ে তাকে আক্রমণ করলে?

জয়। তবে কি ফুল বিল্বপত্র নিয়ে সেই চরণে অঞ্জলি দেব নাকি। আজই তার ধৃষ্টতার শেষ করতুম. পিতা সহসা উপস্থিত হয়ে সে শুভ কার্য্যে বাধা দিলেন।

বীরা। সে ঠিক বলেছে। (**জয়সিংহ তীব্র দৃষ্টিতে বীরার মুখপানে চাহিল**) তোমার কল্যাণই হবে জয়সিংহ!

জয়। মা!

বীরা। উত্তেজিত হ'য়ো না—

জয়। সে আমার জ্যেষ্ঠ?

বীরা। তোমার জ্যেষ্ঠ। যদিও অতি অল্প সময় পূর্ব্বে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তথাপি সে জ্যেষ্ঠ। সর্ব্ব প্রকারে তোমার নমস্য। জ্ঞানেই হ'ক, অন্যমনস্কতাতেই হ'ক, সে যদি তোমাতে পা ঠেকিয়ে থাকে, তা'তে তুমি নিজেকে ভাগ্যবান ভিন্ন কদাচ ভাগ্যহীন মনে ক'র না।

জয়। সত্য বলছ মা?

বীরা। এখনও তুমি এ কথাকে কি মিথ্যা বলতে সাহস কর?

জয়। আমি তার কনিষ্ঠ?

বীরা। তুমি তার কনিষ্ঠ।

জয়। জ্যেষ্ঠের ন্যায্য প্রাপ্য যে শ্রদ্ধা আঠারো বৎসর ধ'রে আমি তার কাছে দাবী ক'রে এসেছি, সেই শ্রদ্ধা সুদে আসলে অবনত মস্তকে তার চরণ-প্রান্তে আমাকে উপস্থিত করতে হবে?

বীবা। আমার কথা যদি মিথ্যা মনে না কর।

জয়। মিথ্যা বলতে আর সাহস করি না, কিন্তু সত্য বলতেও ভয় করছে। ভীমসিংহের প্রতি তোমার যে স্নেহ দেখেছি, তাইতেই ত তার প্রতি আমার এত ঈর্ষা। মা! জগতের এত বড় একটা অনুপম বস্তু মাতৃস্নেহ, সেটা তোমার কাছে কি না অভিনয়ের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল?

বীরা। আমি তাকে স্নেহ দিয়েছি, তোমাকে তৎপরিবর্ত্তে রাজ্য দিয়েছি জয়সিংহ।

জয়। রাজ্য—রাজ্য? মা! শত মেবারের সিংহাসন বিনিময় কর—আমার স্নেহ ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও মহারাণী, সেই মাতৃস্নেহ, যার একটু সূক্ষ্মধারায় দুনিয়ার সমস্ত সিংহাসনের মণিদীপ্তি নৃত্য করে, আকাশের জ্বলন্ত চন্দ্র তারকা অবগাহন ক'রে শান্তি পায়।

বীরা। এখন! এখন আর স্নেহ কোথায় পাব জয়সিংহ! অভিনয় দেখাতে গিয়ে, কোন্ অসাবধান মুহূর্ত্তে স্নেহের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে ওই সপত্নীপুত্রের মাথায় নিঃশেষে ঢেলে

দিয়েছি। জয়সিংহ! তুমি রাজ্য নাও। আজ আমি তাকে সত্য কথা না বললে, আর তার সুমুখে দাঁড়াতে পারব না। জয়সিংহ, জয়সিংহ! পালাও, পালাও। শীগগির পালাও।

জয়। কেন? **(নেপথ্যাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া)** পালাবো? আমি? পিতা—রাজা। তাঁর শাসনদণ্ডকে রাণাবংশধর হ'য়ে আমি পৃষ্ঠ দেখাব?

বীরা। দাঁড়া হতভাগ্য, দাঁড়া। মেবারীর প্রাণ উৎসর্গ করবার কত মাহেন্দ্রক্ষণ এর পর তোর সুমুখে উপস্থিত হবে, **(জয়সিংহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের পশ্চাতে আনয়ন)** দাঁড়া।

উন্মুক্ত অসি হস্তে রাজসিংহের প্রবেশ

রাজ। ধিক্ কাপুরুষ! মায়ের অঞ্চলতলে লুকিয়ে বাঁচতে চাও।

জয়। মা! ছেড়ে দাও।

বীরা। মহারাজ! অগ্রে আমাকে হত্যা করুন ।

রাজ। স'রে যাও রাণী, ওরূপ কুলাঙ্গার পুত্রের জীবন-রক্ষার ব্যাকুলতা দেখিয়ে নিজের গৌরব হানি ক'র না। তুমি মেবারী মহিলাকুলের প্রতিনিধি।

বীরা। কাটতে হয়—বিচার ক'রে কাটো রাজা।

রাজ। আমি নিজেই সাক্ষী। দুরাত্মা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে, পিছন ফিরতে তা ফিরতেই ভঙ্গ করলে! ওরূপ কুলঙ্গার কাপুরুষ সিংহাসনে বসবার পরদিনই মেবার মোগলেব করতলগত হবে। সরে যাও—আমি ওকে কাটবো।

জয়। স'রে যাও মা, স'রে যাও। আমি তোমার ভিক্ষা দেওয়া জীবনে বেঁচে থাকতে চাই না। কি আপদ, ছেড়ে দাও।

(বীরাকে পশ্চাৎ করিয়া ও রাজসিংহের সম্মুখে জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান।)

রাজ। পুত্রের মৃত্যু দেখতে সাহস থাকে দাঁড়াও। না থাকে, চ'লে যাও। গেলে না? বেশ! তোমার হৃদয়বলের প্রশংসা করি।

(অস্ত্র উত্তোলন। পশ্চাৎ হইতে গঙ্গাদাসের প্রবেশ ও জয়সিংহকে স্বীয় দেহে আবরণ)

রাজ। বড় বেয়াদবী কার্য্য করলে গঙ্গাদাস!

গঙ্গা। শক্তাবতেরা এ কার্য্যটা চিরকালই যে ক'রে আসছে রাণা। মহাত্মা প্রতাপসিংহের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে, আজও পর্য্যন্ত কোনও শক্তাবৎ কোনও রাণার খেয়ালের পোষকতা করতে পারলে না। কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র আদেশ, আজও পর্য্যন্ত তারাই কেন রাণার পবিত্রদেহের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে আসছে।

বীরা। মহারাজ! যদি রামচন্দ্রের আদর্শে রাজ্যশাসনই আপনার অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে আমাকে শাস্তি দেওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। কেন না, আমি সবার চেয়ে অপরাধী।

জয়। মিছে কথা মা! সবার চেয়ে অপরাধী ইনি। এই সকল স্ত্রৈণের শিরোমণি মেবারপতি রাজসিংহ। যিনি জীবিতা স্ত্রীর প্ররোচনায় স্ত্রীর পরলোকগতা পাটরাণীকে প্রতারণা

করেছেন। মহাবীরের অভিমান নিয়ে একটি সদ্যোজাত শিশুর কাছ থেকে তার রাজ ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিয়েছেন।

রাজ। ওঠ জয়সিংহ! তুমি ঠিক বলেছ। সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী আমি। যদি কাউকেও শাস্তি দিতে হয়, তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে আমাকেই শাস্তি দেওয়া আমার

বীরা। মহারাজ! এইবারে আমি গলবস্ত্রে করযোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, জয়সিংহকে তার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পাদমূলে মাথা রাখবার অধিকার প্রদান করুন।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠ?—আবার জ্যেষ্ঠ কে রাণী? এই ত রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়সিংহ।

বীরা। না গঙ্গাদাস।

গঙ্গা। মহারাণা!

রাজ। না গঙ্গাদাস!

বীরা। আদেশ করুন মহারাণা! জয়সিংহের হয়ে আমি বলছি, এ জীবনে আর কখন সে ভীমসিংহের সঙ্গে বিরোধ করবে না।

জয়। কেন—তুমি আমার হয়ে বলবে কেন? আমি বলছি—বলুন পিতা, কিরূপে প্রতিজ্ঞা করলে আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হয়। যদি এই অস্ত্র বুকে প্রবেশ করালে আপনার বিশ্বাস হয়, আমি এখনই তাও করতে প্রস্তুত আছি।

রাজ। (কম্পিত কণ্ঠে) জয়সিংহ!

বীরা। মহারাণা! নিঃসঙ্কোচে আদেশ করুন। যদি আমাকে আপনার অবিশ্বাস হয়, যদি মনে হয়, রাজজননী হবার লোভে ভবিষ্যতে ভীমসিংহের বিরুদ্ধে পুত্রকে আমি উত্তেজিত করব, পুত্রকে আত্মঘাতী হ'তে না দিয়ে, এখনি আপনার সম্মুখে পুত্রঘাতিনী হই।

রাজা। না রাণী, আমাকে অপুত্রক ক'র না।

বীরা। অপুত্রক? সে কি মহারাজ? কোথা ভীমসিংহ?

রাজ। জয়সিংহ! অসি নাও।

জয়। কোথায় আমার দাদা?

রাজ। রাণী! বালক আমার হাত থেকে অসি না নিতে চায়, তুমি নাও। সূতিকাগৃহে তোমার পুত্রের হাতে তৃণবলয় পরিয়ে তাকে ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকার অঙ্গীকার ক'রেছিলুম। আজ এই অসি তাকে দিয়ে আজ হ'তেই তাকে মেবারের রাণা ব'লে স্বীকার করছি। ভয় নেই রাণী, আমি তোমার পুত্রকে শঙ্কটে ফেলে চ'লে যাব না। মোগলসম্রাটের সঙ্গে সত্বরই আমাদের বিরোধ বাঁধবার সম্ভাবনা। যদি হয়, আমি রাণার সঙ্গে মেবার সৈন্যের সেনাপতিত্ব করব। নাও রাণী, আমি অতি আনন্দের সহিত তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করছি—মেবারের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে জেনে করছি। নাও রাণী, নাও। আমাকে সত্যে পতিত কর না।

জয়। বলুন পিতা, কোথায় আমার দাদা?

বীরা। বল স্বামিন্, কোথায় আমার পুত্র ভীমসিংহ?

রাজ। তুমি যে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে আছ গঙ্গাদাস। আমি ভীমসিংহের কনিষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সামন্তের সন্দেহ

দূর করেছি। কেবল তোমাদের দুই ভ্রাতার সন্দেহ দূর করতে পারি নি। রাণার রক্ষী হওয়া শক্তাবৎ কুলের চিরাধিকার। কই তুমি ত জিজ্ঞাসা করছ না— "কোথায় ভীমসিংহ?"

গঙ্গা। আপনি তাকে হত্যা করেছেন রাণা! **(গঙ্গাদাস প্রস্থানোদ্যত)**

রাজ। না—না গঙ্গাদাস ফেরো। আমি তাকে হত্যা করি নি। সে আমাকে হত্যা করেছে। হত্যা ক'রে পিতৃঘাতী উদয়পুর থেকে পালিয়েছে।

গঙ্গা। পালিয়ে থাকেন, আমি তাকে ধ'রে আন্‌বো রাণা!

রাজ। বেশ—বেশ। তবে শোন গঙ্গাদাস! সে যদি উদয়পুরে ফিরে আসে—আমি তার মুখ দর্শন করব না।

বীরা। দোহাই রাণা, এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনবেন না।

রাজ। কিন্তু যদি না আসে—যদি না আসে? গঙ্গাদাস! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, সে পিপাসার তাড়নায় উন্মত্ত হ'য়ে দোবারির গিরিপথ লক্ষ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে। গঙ্গাদাস! দোবারি ঘাটের এ পাশে কোনও প্রকারে তাকে এক বিন্দু জল খাওয়াতে পারো। একবিন্দূ—একবিন্দু? নিদাঘে চাতক যা পাবার জন্য আকাশ-পানে চেয়ে আর্ত্তনাদ করে। পিতৃপুরুষ যা পাবার জন্য উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় হাহারবে ঘুরে বেড়ায়-একবিন্দু?

(প্রস্থান।

গঙ্গা। মা! আমি যে বড় বিপদে পড়লুম। কি করব বুঝতে পারছি না।

বীরা। আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার আর কিছু করতে হবে না। তুমি রাজার অনুসরণ কর।

গঙ্গা। কুমারকে ফিরিয়ে আনতে যাব না!

বীরা। তুমি তাকে ফেরাতে পার্‌বে না। লাভের মধ্যে পথের মাঝে তার গতিরোধ ক'রে, তুমি তার মৃত্যুর কারণ হবে! যেতে চাও, এই বুঝে তার অনুসরণ কর।

গঙ্গা। তবে কি রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র বিনাপরাধে চির নির্ব্বাসিত!

বীরা। দেখি—দাঁড়াও ভেবেদেখি দোবারি? এখান থেকে কত দূরে সে গিরিসঙ্কট গঙ্গাদাস?

গঙ্গা। ভীমসিংহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী, এখন থেকে যদি ছুটতে আরম্ভ করে, কাল সন্ধ্যায় তার পাদমূলে উপস্থিত হতে পারে।

(গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

বীরা। দোবারি পার হ'তে?

জয়। সে দূরের কথা তোমার জানবার দরকার কি মা? আমি যাচ্ছি। **(জয়সিংহ প্রস্থানোদ্যত। বীরা ছুটিয়া চলিলেন ও তাহাকে ধরিলেন।)**

বীরা। ভবিষ্যৎ রাণা! তুমি কোথায় যাও!

জয়। ভবিষ্যৎ রাণা আমি নই রাণী। ভবিষৎ রাণা ভীমসিংহ।

বীরা। ঠিক?

জয়। আগে ভাইকে ধ'রে আনি, তারপর জিজ্ঞাসা ক'র।

বীরা। তবে শোন জয়সিংহ! রাজ-জননী হবার জন্য এতদিন বড়ই ব্যাকুল ছিলুম। আজ আমি দরিদ্রের জননী হবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। সে যদি রাজা হয়,

তবেই জানবে আমি তোমার মা। তুমি যদি রাজা হও, আমি মনে করব, সেই মাতৃহীন শিশুকেই আমি গর্ভে ধারণ করেছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গরীবদাসের গৃহ

গরীবদাস ও সুজাতা

দর্পণসম্মুখে গরীবদাসের বেশবিন্যাস

সুজাতার গীত।

ও সে এসে কেন চলে যায়,
জেনে আয় সখি জেনে আয় সখি জেনে আয়।
কি যেন কি কথা বলিবে ব'লে,
এসে সে দাঁড়ালো বকুল তলে,
চোখে চোখ দিয়ে ফিরায়ে সে নিলে
যেন কি গভীর নিরাশায়।

গরীব। সুজা! (করযোড় করিল)

সুজা। (সহসা গম্ভীর হইয়া) ও কি!

গবীব। আজ আমাকে ছেড়ে দাও!

সুজা। **(পথ ছাড়িয়া, হস্ত নির্দ্দেশে)** যাও।

গরীব। কিছু মনে ক'র না। আমাকে মেবারের এক শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীর অনুসরণে যেতে হবে যেতেই হবে। সে অনেকক্ষণ নগর ছেড়ে চ'লে গেছে। যারা আমাকে পাঠাচ্ছেন, তাঁদের বিশ্বাস, আমি ভিন্ন এখন আর কেউ তাকে ধরতে পার্‌বে না। আমিও যদি পারি নিজেকে বহু ভাগ্যবান্ মনে ক'রব। মনে ক'রব—

সুজা। সে ত ভীমসিংহ।

গরীব। এই ত তুমি জানো সুজা। সে রাজার উপর অভিমান করে গৃহত্যাগ করেছে। তাকে ধ'র্‌তে হবে।

সুজা। ধ'র্‌তেই হবে?

গরীব। ধ'র্‌তেই হবে। সুতরাং তুমি কিছু মনে ক'র না।

সুজা। তোমার কথায় আলাপে আদরের একান্ত অভাব দেখেও কখনও কিছু মনে করি নি। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তোমার সেই সমস্ত পূর্ব্ব অবজ্ঞার সমষ্টি নিয়ে আজ আমি মনে ক'র্‌লুম। মনে কর্‌লুম, যথার্থই তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর সর্ব্ব প্রকারেই তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য নয় জেনে তুমি আমার সঙ্গে একটা কথার বিনিময় ক'র্‌তেও ঘৃণা কর।

গরীব। তা যদি মনে কর, আমার দুর্ভাগ্য।

সুজা। যাও (**গরীব গমনোদ্যত**) তবে একটা কথা—

গরীব। বল।

সুজা। যেহেতু আমি তোমার স্ত্রী।

গরীব। বল— আমি শোনবার জন্য দাঁড়িয়েছি।

সুজা। ভীসসিংহকে ঠিক ভালবাস?

গরীব। তুমি মহাত্মা দয়ালসার কন্যা। সুতরাং আমার বিশ্বাস, সত্য কথা শুনে তুমি কখনও বিচলিত হবে না।

সুজা। বল না, আমার চেয়েও তুমি তাকে ভালবাস।

গরীব। তুমিও তাকে ভালবাস ব'লে, আমি তোমায় এত ভালবাসি।

নইলে, আমি শক্তাবৎ—আজন্ম সৈনিক। শয্যায় বিশ্রাম লওয়া দূরে থাক্, এ বয়স পর্য্যন্ত মাটীতেই আমি অল্প সময় পা দিয়েছি। অশ্বপৃষ্ঠে বসা, অশ্বপৃষ্ঠে আহার, অশ্বপৃষ্ঠেই আমার নিদ্রা। এই শক্তিতে আমার সমকক্ষ ব'লে মেবারে ভীমসিংহকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি। আমিও এ মেবারমধ্যে তার একমাত্র সখা।

সুজা। না শক্তাবৎ!

গরীব। কি সুজা, আমি কি মিছে কইলুম!

সুজা। বোধ হচ্ছে। আগে এ কথা বিশ্বাস ক'রেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি, তুমি তার শত্রু। পরম শত্রু। তাকে ধরবার নাম ক'রে হত্যা ক'র্‌তে চলেছো।

গরীব। এ কথা বলবে শুধু দেওয়াননন্দিনী অপূর্ব্ব বুদ্ধিমতী সুজাবাই।

সুজা। না প্রভু, সুজাবাই শুধু নির্জ্জনে নীরবে কাঁদবে। নির্জ্জনে কেন? সে তখন আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বে না। নীববে কেন—সে বুঝবে, যে এক মাতৃ হীনকে আর এক মাতৃহীনা সহোদরার প্রাণে ভালবাসতো, তারই স্বামী তাকে পথের মাঝে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তার এ করুণকণ্ঠ দেবতাকে শোনাবার তার উপায় থাকবে না।

গরীব। কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

সুজা। সুতরাং তুমি মূর্খ। সুতরাং তুমি যদি তার মিত্রও হও, তোমার মত মূর্খের মিত্রতার চেয়ে তুমি পণ্ডিত হ'লে তোমার শত্রুতাও তার পক্ষে শতগুণে ভাল হ'ত।

গরীব। হেঁয়ালি রেখে, খুলে বল, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

সুজা। তা হ'লে তুমি মূর্খ। রাজা আপনার কলঙ্ক ক্ষালন করবে, রাণী করবে। শেষে দেশবাসী জানবে, রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মিত্রতার অছিলায় হত্যা ক'রেছ তুমি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। প্রভু! ঘোড়া তৈয়ার।

সুজা। যা—ফিরে যা। সাজ খুলে দে। আর এক ঘন্টা পরে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে আয়।

ভৃত্য। প্রভু!

গরীব। রক্ষা কর সুজা, আমি এখনও কিছু বুঝতে পারিনি।

সুজা। ভীমসিংহের অনুসরণে তুমি যাচ্ছ জেনে, তোমাকে নিষেধ করতে পিতৃগৃহ থেকে আমি ছুটে আসছি। আমার ভাগ্য ভালো, তাই তোমাকে ধরেছি।

গরীব। **(ভৃত্যের প্রতি)** ঘোড়া ধ'রে অপেক্ষা কর্। **(ভৃত্যের প্রস্থান।**

সুজা। আমি আড়াল থেকে আমার বাবার সঙ্গে আমার ভাসুরের কথাবার্ত্তা শুনেছি। শুনে বুঝেছি, রাণার উপর কি একটা দারুণ অভিমানে সে উদয়পুর ত্যাগ করেছে।

গরীব। তা ঠিক্। সহরে যখন ফিরি, তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি তাকে ডেকেছিলুম। সে কথার উত্তর দিলে না। তীরবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে চ'লে গেল। সঙ্গে সালুম্বা

সরদার। আমি অনুসরণ করতে পারলুম না।

সুজা। তুমি সখা। তবু সে তোমার কথার উত্তর দেয় নি। সুতরাং বোঝ, তার কি প্রচণ্ড অভিমান! অভিমানের প্রথম উদ্যমে, স্থির জেনো, সে জীবন থাক্‌তে কোনও উদয়পুরীকে ধরা দেবে না।

গরীব। ঠিক বলেছ সুজা! আমাকে আবদ্ধ করার অর্থ এইবারে বুঝতে পেরেছি।

সুজা। কেউ পিছনে আসেনি জানতে পারলে, অতি ক্লান্ত অশ্বারোহী পথের এক স্থানে না একস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে তোমাকে পিছনে দেখে, তা হ'লে আর সে বিশ্রাম করবে না। ছুটবে—যে বেগে সে ছুটছিল, তার চেয়ে আরও অধিক বেগে ছুটবে। তার ফলে যদি তার জীবন যায়, সে মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে তুমি।

গরীব। তবে কি যাবো না?

সুজা। অবশ্য যাবে। তবে তার অভিমানের প্রথম প্রকোপ বিলীন হ'তে দাও। আজ না ধ'রেতে পার কাল ধ'র্‌বে। তাকে ধরবার জন্য তোমার যথেষ্ট সময় পড়ে আছে। আগে সে তৃষ্ণার্ত্তকে জল অন্বেষণ করতে দাও। অশ্ব বাঁচুক, অশ্বারোহীর জীবনরক্ষা হ'ক, তার পর তাকে ধ'র। ধ'রতে যদি সারাজীবন তোমকে তার অন্বেষণ করেতে হয়—ক'র। আমি নির্জ্জনে ব'সে কাঁদবো, তবু তোমার উপর অভিমান করব না।

জলপাত্র হস্তে রাজসিংহের প্রবেশ

রাজ। কিন্তু আমি যে অভিমান করব সুজাতা!

সুজা। এ কি! আমাদের এত ভাগ্য। তাঁর দরিদ্র কন্যার ঘরে রাণা!

রাজ। দেওয়ান-কন্যা! ভাগ্য কার, আগে আমার কথা শুনে উত্তর দাও। আমি অতি ভয়ে তোমার স্বামীর অন্বেষণে এসেছি। ঠিক এসে দেখি, বুদ্ধিমতী তুমি তাকে ধ'রে রেখেছ। না ধরলে, গরীবদাস, দোবারির পারে পৌঁছে, তোমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই হতভাগ্যের মৃত্যু দেখতে হ'ত। দোবারির এ পারে অগাধ জলরাশি। ঘাটের মধ্যে পাহাড়ভেদী ঝরণা। কিন্তু ও পারে? সুজাতা! কি শুষ্ক, কি কঠোর, কি উত্তপ্ত শিলাপ্রান্তর। আকাশ সেখানে কখন মেঘের অবগুণ্ঠন মুখে দেয় না। পাহাড় সেখানে কাঁদতে জানে না। বায়ু সেখানে অগ্নিকণায় নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে। নাও, এই জলপাত্র। সে অভিমানে দোবারির এ পাশে জলস্পর্শ করবে না প্রতিজ্ঞা ক'রে চ'লে গেছে।

গরীব। সুজা! এইবারে যাই?

সুজা। আর জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই!— রাণার হাত থেকে জল নাও। — এখনি যাত্রা কর।

রাজ। এই নাও। মনের আবেগে এই জল নিয়ে আমিই ছুটেছিলুম। কিন্তু সুজাতা! কিছুদূর গিয়েই আমার ভয় হ'ল। হতভাগ্য এইখান থেকেই পিপাসা নিয়ে ছুটেছে। যদি আমার সুমুখেই তার মৃত্যু হয়? চোখের উপরে নিরপরাধ পুত্রের মৃত্যু দেখতে আমার সাহস হ'ল না। আমার পরে একমাত্র গরীবদাসই

উপযুক্ত সময়ে তাকে ধরতে পারে, এই জেনে মা, আমি তোমার স্বামীর শরণাপন্ন হ'তে এসেছি।

গরীব। (নতজানু হইয়া) ও কথা বল্‌বেন না প্রভু! আমি আপনার চিরদাস।

সুজাতা। (নতজানু) ও কথা ব'লে রাণা আমার স্বামীর শক্তি লোপ করবেন না।

রাজ। তবে যাও—আর দাঁড়িয়ো না। **(গরীবদাসের প্রস্থান।**

নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দ

*(সুজা। **(সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিল)** দেখো অহঙ্কারী অশ্বারোহী! দেখো যেন তার নিস্পন্দ ওষ্ঠের কাছে এ জলপূর্ণ পাত্র তুলতে না হয়। শক্তাবতের বিপুল খ্যাতি, দোবারির পারে, মরুভূমির বক্ষের উপরে, যেন জলস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা ক'রে উদয়পুরে ফিরে আসে।

রাজ। ভয় নেই সুজাতা, সে মরবে না। তুমিই তাকে বাঁচিয়েছ। শক্তাবতের প্রভুভক্তি আর পুত্রের দুর্ভাগ্য দুয়ে মিলে সে মুমূর্ষুর প্রাণকে তার দেহের ভিতরে ধ'রে রাখবে। তুমি চ'লে এস।)*

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—পাঠাগার

আওরঙ্গজেব ও তয়বর খাঁ

ঔরং। তয়বর! উদয়পুরে জিজিয়া করের ইস্তাহার জারি করতে হবে! উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন।

তয়বর। কিরূপ লোক পাঠাতে জাঁহাপনার অভিরুচি?

ঔরং। রাণার মর্য্যাদার অনুরূপ।

তয়বর। ইস্তাহার কিরূপভাবে জারি করতে চান—

ঔরং। রাণার প্রাসাদ-দ্বারে।

তয়বর। জারি ক'রেই কি তাকে চ'লে আসতে হবে?

ঔরং। তাতে আমার দুর্নাম হবে না?

তয়বর। যেই যাক্, ইস্তাহার দিয়েই রাণার সঙ্গে তার সাক্ষাতের প্রয়োজন।

ঔরং। কাকে তুমি পাঠাতে পার?

তয়বর। হিন্দু না মুসলমান?

ঔরং। হিন্দুর মধ্যে কাকে যোগ্য মনে কর?

তয়বর। যোগ্য একমাত্র বিকানীরপতি শ্যামসিংহ!

ঔরং। আর মুসলমান?

তয়বর। হয় দিলীর খাঁ, নয় আমি। কেন না, সম্রাট কোন সাহজাদাকে পাঠাতে হায় ত সঙ্কোচ বোধ করতে পারেন।

ঔরং। কিছু না। তবে কোনও সাহজাদা ত দিল্লীতে নেই। আকবর বাংলার পথে, আজিম কাবুলে, মৌজাম দাক্ষিণাত্যে।

তয়বর। সাহজাদা কাম্‌বকস্?

ঔরং। সে কোথায় তুমি ত জান তয়বর খাঁ?

তয়বর। সর্ব্বজ্ঞ সম্রাট! আপনার দৃষ্টির সীমা আছে মনে করেছিলুম।

ঔরং। সীমা অবশ্য আছে তয়বর খাঁ। দিল্লীশ্বর যখন জগদীশ্বর নয়। তবে সে দৃষ্টির সীমার বাহিরে যাবার শক্তি যে তোমার আছে, তার নিদর্শন আমি

আজও পর্য্যন্ত তোমাতে দেখতে পাই নি। তুমি জান, বেগম উদিপুরী জানে, আর যে জানে, সে তার সঙ্গে গেছে। বেশ, এই ইস্তাহার নিয়ে তুমি উদয়পুর যাত্রা কর। দিলীর খাঁর দিল্লীতে থাকবার বিশেষ প্রায়োজন আছে। বিকানীরপতি বৃদ্ধ, আমার হিতৈষী রাজপুত। মেবারীর কাছে তাকে হাস্যাস্পদ কার আমি উচিত মনে করি না।

তয়বর। দিন জাঁহাপনা, ইস্তাহার।

ঔরং। (**ইস্তাহার দান**) দিয়ে যত শীঘ্র পার, ফিরে এসো। (**তয়বরের প্রস্থান**) এই জিজিয়া কর। এটা আমার একটা বিচিত্র রকমের খেয়াল। এ খেয়ালটা যে কেন এলো, তাহা এখনও আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, যোগী, সন্ন্যাসী—তাহাদের মাথার উপর কব! সে টাকা আদায় হয়ে যখন আমার রাজকোষে প্রবেশ করবে—ঘরের এক কোণে তার সমস্ত জড় করলেও তা মেজের সমতলত্ব দূর করতে পারবে না। অথচ আদেশ হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চলে গেছে। এ খেয়াল কেন হ'ল! হিন্দুরা আমাকে গাল দেবে—আমি শুনে হাসব। মুসলমান আমাব জয়-ঘোষণা করবে—আমি শুনে কাঁদবো। বুঝি, এই হাসি-কান্নার মাঝখান দিয়ে পথ প্রস্তুত ক'রে তার উপর দিয়ে চলবার আমার ইচ্ছা হয়েছে।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

চিঠি পড়লে দিলীর?

দিলীর। পড়লুম সম্রাট।

ঔরং। কি রকম পড়লে?

দিলীর। এমন সুযুক্তি-পূর্ণ পত্র আর কখনও পড়েছি কি না মনে হয় না।

ঔরং। পত্রের কোন্ অংশটা সকলের চেয়ে ভাল লাগলো?

দিলীর। পত্রের আদ্যোপান্তই সুন্দর।

ঔরং। তথাপি একটা স্থানের নাম কর, যেটা তোমার বেশ মনে লেগেছে।

দিলীর।যেখানে রাণা ব'লছেন-"ঈশ্বর একমাত্র মুসলমানের ন'ন। মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই তিনি সমচক্ষে দেখেন।"

ঔরং। আর কোনও স্থান?

দিলীর। যেখানে তিনি ব'লছেন-"সাহানসা আকবর জগদ্‌গুরু। হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, ইহুদী, খৃষ্টান—সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাকে ঈশ্বরের ন্যায়ই তিনি সমচক্ষে দেখতেন। সকলের ধর্ম্মকে তিনি সম্মান দেখাতেন। এই জন্য সকলে মিলে তাঁকে ঐ আখ্যা দান করেছে।"

ঔরং। আর?

দিলীর। জাঁহাপনা! তা হ'লে সমস্ত পত্র- খানাকেই ভাল বলতে হয়। এখন আপনি বলুন, আমি যা বললুম, তা আপনার মনোমত হ'ল কি না?

ঔরং। ভুল বললে কেমন ক'রে মনোমত হবে দিলীর খাঁ!

দিলীর। ঈশ্বর কি তবে একমাত্র মুসলমানের?

ঔরং। তা কেন বলব? তিনি সকলেরই ঈশ্বর! তবে তিনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন না। মুসলমানই তার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। তবে এ কথা

খাঁটি সত্য, —হিন্দুস্থানীর ভাষায় মোস্‌লেমের অর্থে যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, তা হ'লে মুসলমান হওয়াটা মোগল-পাঠানেরই একায়ত্ত নয়, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরেও অনেক প্রকৃত মুসলমান আছে—অনেক প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত। হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে, যে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত, সেই তার অতি প্রিয়।

দিলীর। এই যদি আপনার কথার প্রকৃত অর্থ হয়, তা হ'লে আমাদেরও ভিতর অনেকই ত ও পবিত্র উপাধি গ্রহণের যোগ্য নয়।

ঔরং। তাতে আর সন্দেহ নেই। অতি অল্প লোকেই ঈশ্বরকে চায়। একমাত্র ধন দৌলতই প্রায় সমস্ত লোক পাবার জন্য ছুটোছুটি করছে। অন্তরের অন্তরে বিলাসবাসনা ভ'রে তারা এব একবার মসজিদে গিয়ে, উচ্চকণ্ঠে কেবল ঈশ্বরের প্রকৃত নামকে উপহাস ক'রে আসে। তবে হিন্দুরা তাঁকে যত উপহাস করে, মুসলমান আজও পর্য্যন্ত তত উপহাস করতে শেখেনি। হিন্দুর তীর্থ ভণ্ডে পরিপূর্ণ। মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়।

দিলীর। তাই কি আপনি হিন্দুর মন্দির চূর্ণ ক'র্‌তে এত উৎসুক।

ঔরং। কি করব। আমি আমার প্রপিতামহ আকবরের মত সাম্রাজ্যের ব্যবসা করতে আসি নি। আমি এসেছি, প্রকৃত সম্রাট হ'তে। নিজের সাম্রাজ্য ভোগ অটুট রাখবার জন্য, লোকের কাছে সুযশ কেনবার জন্য, আমি ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দিতে পারি নি। যদি পারতুম, তা হ'লে আমি তাঁর চেয়ে বড় জগতের গুরু হ'তুম। দুষ্কৃতের ধ্বংস আমার সিংহাসন গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দিলীর। তা হ'লে শুধু গরীব হিন্দুর উপরেই আপনার কঠোর দৃষ্টি কেন? যদি জানেন, মুসলমানের ভিতরেও অনেক ভণ্ড আছে—

ঔরং। সেইটে পারি নি দিলীর খাঁ! তাদের পানে কঠোর দৃষ্টিতে চাইতে আমার সাহস নেই । তা যদি পারতুম, তা হ'লে দিল্লীশ্বর বাস্তবিকই জগদীশ্বর হ'ত। পারে নি ব'লে সে শুধু ঔরংজেব। তাই সে হিন্দুর চক্ষে দৈত্য আর মুসলমানের চক্ষে ঈশ্বরের দূত। এইবারে কথাটা বুঝলে দিলীর খাঁ?

দিলীর। তা হ'লে রাণার পত্র আপনার ভাল লাগে নি?

ঔরং। ভাল লাগে নি! অপূর্ব্ব পত্র, পাঠে তোমারই মত আমি মুগ্ধ হয়েছি।

দিলীর। সত্য কথা বলতে কি সম্রাট, এই পত্র পাঠ ক'রে সেই মহানুভব রাজাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে। (পত্রদান।

ঔরং। আমারও দেখতে ইচ্ছা হয়েছে দিলীর খাঁ! রাণা রাজসিংহ পত্রে আমাকে যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, আমার অধীন কোনও রাজপুত নরপতি আমাকে এইরূপ শ্রদ্ধা আজও পর্য্যন্ত দেখায় নি।

দিলীর। এ কথা খাঁটি সত্য।

ঔরং। তা হ'লে যথাসম্ভব সত্বর এক লক্ষ ফৌজ গোপনে আজমীরে সমবেত কর।

দিলীর। এইরকম ক'রে দেখতে হবে?

ঔরং। আবার কি! এই পত্রের মধ্যে কোন্ অংশটা সর্ব্বাপেক্ষা আমার ভাল লেগেছে জান? যেখানে রাণা বলেছে, "দরিদ্র, দুর্ব্বল, অত্যাচারের প্রতীকার করতে সম্পূর্ণ অশক্ত প্রজার উপর কর নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে, অনুগত অম্বররাজ রামসিংহের উপর প্রথম এই কর স্থাপন করুন। তা করতে যদি সম্রাটের চক্ষুলজ্জা হয়, তা হ'লে তার এই হিতৈষী বন্ধুর মাথার উপর সর্ব্বাগ্রে কর ধার্য্য করুন। কেন না, সেইটেই আপনার পক্ষে সহজ হবে। পিপীলিকা পতঙ্গের উপর উৎপীড়ন কখনও বীর ও মহত্তের পক্ষে শোভন হয় না।" এইটুকু প'ড়েই আমি সবিশেষ মুগ্ধ হয়েছি। অনেক দিন থেকেই তার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ অন্বেষণ করছিলুম; সুবিধা হয় নি। আজ হয়েছে। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়ালে কেন দিল্লীর খাঁ! সঙ্কোচ বোধ কর, অনেক যুদ্ধ করেছ—কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নাও। আমি আগেই রাণার প্রাসাদদ্বারে ইস্তাহার জারী করতে তয়বর খাঁকে পাঠিয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—উদিপুরী মহল

উদিপুরী

(গীত)

নয়নের কোলে একটি বিন্দু এই ঝরে এই ঝরে,
লুব্ধা বাতাস কোথা হ'তে এসে নিয়ে গেল তাকে হ'রে।
জগতের চোখে দিতে গো ফাঁকি,
রাখিল যে তাকে অঞ্চলে ঢাকি,
কোন্ ফাঁকে সে যে হল গো বাহির কি জানি কেমন ক'রে।
আয় রে অশ্রু ফিরে আয়,
কাঁদিবার বেলা চ'লে যায়,
আয় রে আমার চোখের জল আমারি চোখে ফিরে,
আর মুখে হাসি মাখিতে পারি না মরমে বেদনা পুরে।।

ঔরংজেবের প্রবেশ

ঔরং। সে কি বাইজী, আমি আসতে না আসতে গান বন্ধ করলে কেন?

উদি। কি জানি, বয়স্থা বাইজীর গান যদি জাঁহাপনার পছন্দ না হয়।

ঔরং। ও! অভিমান। কয়দিন আমি তোমার কাছে আসতে পারিনি ব'লে—অভিমান!

উদি। কিছু না। এ বিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়দিনই আমি সর্ব্বপেক্ষা সুখী ছিলুম, জাঁহাপনা!

ঔরং। সত্য না কি প্রিয়তমে?

উদি। চিরদিন অসুখী যে, তার সঙ্গে রহস্যের কল্পনা করাও পাপ।

ঔরং। তা হ'লে এখানে এসে তোমার সুখভোগে ত বাধা দিলুম!

উদি। অন্ততঃ আরও কিছুদিন আপনার না আসলে হ'ত ভাল। আমি দিন কতক নিজেকে নিয়ে থাকতুম, আপনিও দিন কতক নিজেকে সঙ্গী ক'রে হারানো সুখের একটু অনুসন্ধান সুখটাও উপভোগ করতে পারতেন।

ঔরং। যাই হ'ক, আজ এসে অন্ততঃ আমার একটা লাভ হ'ল।

উদি। কি সম্রাট্?

ঔরং। এসে বুঝলুম, কাশ্মীরী বেগম

শধু রূপ নয়।

উদি। কাশ্মীরী বেগম হ'লে শধু রূপই হ'ত। আপনার ক্ষীণদৃষ্টিতে আপনি যে ভুল দেখেছেন জাঁহাপনা! আমি যে উদিপুরী। আমাতে সে রহস্যময় জাতির রূপও আছে, গুণও আছে।

ঔরং। আচ্ছা—উদিপুরী। তা হ'লে আজ তোমার সঙ্গে সরলভাবে গোটা দুই আলাপ করতে ইচ্ছা করি।

উদি। আজন্মের কপটতা এক মুহূর্ত্তে কি ত্যাগ করতে পারবেন সম্রাট!

ঔরং। পরীক্ষা কর।

উদি। বেশ, বলুন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকেও সরলভাবে উত্তর দেবার অধিকার দিন।

ঔরং। সম্পূর্ণ অধিকার দিলুম বেগমসাহেব। তুমি নিঃসংকোচে উত্তর দাও।

উদি। বলুন।

ঔরং। বাহ্যরূপকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি জানো?

উদি। জানি। যেহেতু আপনি অতি কুৎসিত। ঈশ্বর আপনাকে দুনিয়ার বাদশাহী দিয়েছেন। কিন্তু রূপ থেকে একেবারে বঞ্চিত করেছেন।

ঔরং। সে জন্য নিত্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

উদি। ঐটুকু আপনার কপটতা।

ঔরং। না উদিপুরী, কপটতা নয়।

উদি। নয়? তবে সেটা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। আপনি যে কুৎসিত, তা আপনি বুঝতে পারেন না।

ঔরং। আমার রূপ আমার চক্ষে ত বড়ই সুন্দর ঠেকে।

উদি। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। বানর নিজের রূপকে কখনও কুৎসিত দেখে না। গর্দ্দভ নিজের স্বরকে কর্কশ মনে করে না। তা যদি করতো, তা হ'লে বিকট চীৎকারের পরক্ষণেই সে মূর্চ্ছিত হ'ত।

ঔরং। তাইত বেগম সাহেব, তুমি ত বিশ বৎসর ধ'রে আমাকে বড়ই ঠকিয়ে এসেছ। তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি ত আমাকে দেখতে দাও নি।

উদি। যেহেতু আপনি এই দীর্ঘকাল আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে আসছেন।

ঔরং। তুমি তা বুঝতে পেরেছ?

উদি। আগে বলুন, ঘৃণার চক্ষে দেখেছি।

ঔরং। কিন্তু তোমাকে যে আমি অগাধ ভালবাসা দেখিয়েছি।

উদি। আগে বলুন।

ঔরং। কিন্তু আদর করতে গিয়েই আমার মনে হ'ত, কাশ্মীরের এক অতি হীন স্থান থেকে তোমাকে কুড়িয়ে এনেছি। মনে মনে অনেকবার ব'লেছি, হায়! তুমি যদি আমার দৃষ্টিপথে না পড়তে!

উদি। পড়েছিলুম, তাতে ক্ষতি কি ছিল সম্রাট! এক নর্ত্তকীর পালিতাকে আপনি অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে চ'লে আস্‌তে পারতেন। তাকে হারেমে প্রবেশ করালেন কেন?

ঔরং। বাদশার অন্দরে যে রূপ নেই, সেই অনুপম সৌন্দর্য্য তুচ্ছমূল্যে যার তার উপভোগ্য হবে, এটা কল্পনাতেও সহ্য করতে পারলুম না। এই জন্যই ভূস্বর্গের উদ্যানের এক

আবর্জ্জনাময় অংশ থেকেও এই অনাঘ্রাত কুসুমটিকে তুলে এনেছিলুম।

উদি। যদি এনেই ছিলেন। ত অন্দরের এক পার্শ্বে অনাস্থায় তাকে ফেলে রাখেন নি কেন?

ঔরং। তা পারি নি এবং সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এক হৃদয়হীনার আশ্রিতা, পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে অনন্ত আশ্বাস দিয়ে ঘরে এনে তার সঙ্গে ঔরংজেব প্রতারণা করতে পারে নি।

উদি। তা ঠিক, আপনি আমাকে এখানে এনে বাদশার সাধারণ উপভোগ্যা বাঁদীর স্থান অনায়াসে দান করতে পারতেন। তা না ক'রে আপনার শাস্ত্রমত বিবাহে আমাকে সম্রাটমহিষীর মর্য্যাদা দিয়েছেন। আপনাকে লোক আর যা বলতে ইচ্ছা করে বলুক, কিন্তু আপনার অতি বড় শক্রও আপনাকে চরিত্রহীন বলতে পারে না।

ঔরং। আজ তোমার সঙ্গে সরলভাবে যখন কথা কইতে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তখন কথা গোপন করব না। শধু সে জন্য নয়। প্রধানা বেগমের দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যও তোমাকে তার মত মর্য্যাদা দিয়েছি। কিন্তু দিয়েই মনে হয়েছে, আমি ঠকেছি। তোমাকে বিবাহ ক'রে দেখলুম , তুমি তার চেয়েও দাম্ভিকা।

উদি। সেটা যে স্বাভাবিক জাঁহাপনা! আর আমি যে দাম্ভিকা হব, এটা ঔরংজেবের ন্যায় বুদ্ধিমানের পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল। কেন না, আপনার অন্যান্য বেগম বাদশার অন্দর কামনা করেছে। আর বাদশার অন্দর আমাকে কামনা করেছে। কাশ্মীরের সেই দেবতা-বিরচিত উদ্যানে, পরীর চক্ষু-রঞ্জিত জলের সেই অপূর্ব্ব আধার হ্রদের কথা আপনি স্মরণ করুন। যে দিন সে বিশাল জলাশয় আমাকে তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেখে অগণ্য হিল্লোলে আমার সম্বর্দ্ধনা করত দেবতা-প্রেরিত দূতের মত সারি সারি দেবদার। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে পত্রাবগুণ্ঠনে অসংখ্য পরীর জয়গান। সেইখানে আমাকে আপনার প্রথম দেখা। হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েও সে দিনে সে জলচারিণীর রূপ আপনি বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে চুরি ক'রে পান করেছিলেন। আমি সেই জলকেলিরতা মুক্ত আকাশের পাখী—লোভ দেখিয়ে আপনি আমাকে এই সোনার পিঞ্জরে আবদ্ধ করেছিলেন। এখানে এসে দেখি, আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে, এমন কোনও ঐশ্বর্য্য আপানাব নেই। এ বিশ বৎসরেও আমি নিজেকে এ বাদসাহী সুখে অভ্যস্ত করতে পরলুম না। পুত্র হ'ল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য; সে আপনার মুখসাদৃশ্য লাভ করতে পারলে না। চক্ষুতারকায় সে সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। তার বর্ণে কাশ্মীর পাহাড়ের সেই অরুণগর্ভ তুষারশ্রী জড়িয়ে গিয়েছে। তার মুখখানায় সমস্ত অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমের বিজড়িত রহস্য, তার হৃদয়ে অজস্র উচ্ছ্বসিত সেই সমস্ত কুসুম-গন্ধের প্রেরণা। তার রূপের অন্তরাল কাশ্মীরী প্রকৃতি নিত্য আমাকে শুনিয়ে বলে-"আর কেন সখী, ও

অসার ঐশ্বর্য্যের মাঝে, তুমি ফিরে এস। " ফিরতে পারি না সম্রাট, তাই আপনাকে ভুলে থাক্‌বার জন্য যে কার্য্য আপনার চোখে সবার চেয়ে ঘৃণ্য, তাই করি— একটু একটু সরাব খাই। (**সরাব পান**) এ কি নাথ, চ'লে যাচ্ছ যে!

ঔরং। তাই ত প্রিয়তমে!

উদি। অবশ্য এ মিষ্ট সম্বোধন বাদসা আলমগীর্ আজ সরল হৃদয়েই করেছেন!

ঔরং। নিশ্চয় সম্রাজ্ঞী নিশ্চয়!

উদি। চ'লে যাচ্ছেন যে, সরলভাবে আমার সঙ্গে কি আলাপ করতে এসেছিলেন না!

ঔরং ম, কিন্তু কি বলতে এসেছিলুম ভুলে গেছি।

উদি। এরূপ ভোলা আলমগীরের পক্ষে এই প্রথম।

ঔরং। আমি তোমাকে . মনে হচ্ছে যেন, শাস্তি দিতে এসেছিলুম।

উদি। তা হ'লে পরাজিত হ'লেন স্বীকার করুন।

ঔরং। চিরজয়ী আলমগীরের এই প্রথম পরাজয়।

উদি। কি জন্য শাস্তি দিতে এসেছেন, আমি বলছি।

(নেপথ্যে—জাঁহাপনা)

ঔরং। ভিতরে এস দিলীর খাঁ!

দিলীর খাঁর প্রবেশ

দিলীর। এরাদৎখাঁ প্রস্তুত।

ঔরং। ফৌজ?

দিলীর। আপনি যেরূপ আদেশ করেছিলেন —দু'হাজার।

ঔরং। (**সহসা**) আমাকে বন্দী কর দিলীর খাঁ।

দিলীর। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না যে জাঁহাপনা।

ঔরং। বন্দী ক'রে এই আলমগীর-বিজয়িনী সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছামত যে কোন দুর্গে আমাকে আবদ্ধ কর। আমি কি করতে এসেছিলুম, ভুলে গিয়েছি। আমার সঙ্কল্পচ্যুতি হয়েছে। আর আমার দ্বারা সাম্রাজ্য-শাসন চলবে না। (**প্রস্থান**।

উদি। সম্রাট কি জন্য এসেছিলেন জানেন সেনাপতি?

দিলীর। আপনাকে বন্দী করত।

উদি। শুধু আমাকে?

দিলীর। আপনি ও আপনার পুত্র উভয়কে ।

উদি। পুত্র কোথায় জানেন?

দিলীর। জানি—রূপনগরে। তাঁকেই বন্দী কর্‌তে এরাদৎখাঁ রূপনগরে চলেছে।

ঔরংজেবের পুনঃ প্রবেশ

ঔরং। মনে পড়েছে—মনে পড়েছে। তোমাকে আমি শাস্তি দিতে এসেছিলুম। শাস্তি কঠোর। তোমাকে ও তোমার পুত্রকে চিরদিনের জন্য গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করতুম। যেখানে আমার প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ শয়ন ক'রে আছে । কালে তোমরা মাতাপুত্রে তারই পার্শ্বে শয়ন করতে।

উদি। তা যদি করতে পারেন জাঁহাপনা, তা হ'লে সত্যসত্যই আপনার ভালবাসার একটা জাজ্বল্যমান নিদর্শন পাই।

ঔরং। সরলভাবে বলছ?

উদি। এত সরলভাবে আর কখন আপনার সঙ্গে কথা কই নি.।

দিলীর। বেগমসাহেব! আর সম্রাটকে উত্তেজিত করবেন না।

উদি। সম্রাটের পরিবর্ত্তে তবে তুমি শোন দিলীর খাঁ। ক্রুর তুর্কীর ঔরসে, তরলমতি কাশ্মীরী রমণীর গর্ভে কামবক্স্ জন্মেছে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, পিতা কিংবা মাতা কারও প্রকৃতিতে সে অধিকারী হয় নি। সরল, উদার, মধুর,—সম্রাট! সে আপনারই জ্যেষ্ঠ দারার মত কবি। তার দুর্ভাগ্য দিলীর খাঁ, আত্মরক্ষার একটাও অস্ত্র না দিয়ে ঈশ্বর তাকে দিল্লীর বাদশাহী জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছে। অকালমৃত্যু তার অনিবার্য্য। আমার প্রতি প্রচ্ছন্ন ঘৃণায়, মৌখিক স্নেহে সম্রাট সে হতভাগ্যকে সর্ব্বদা কাছে রেখেছেন। তার সকল ভাই কোন না কোন একটা প্রদেশের সুবেদার। কিন্তু বাইজীর পুত্র ব'লে সম্রাট তাকে সে গৌরবের পদ দান করেন নি। অথচ বাদশাহীর ঐশ্বর্য্যের নিত্য প্রলোভন তার সম্মুখে । পিতার চরিত্র ইতিহাসে সুপরিচিত। সে সাম্রাজ্যলোভ ত্যাগ করতে পারবে না। সুতরাং অকালমৃত্যু তার অনিবার্য্য। তা হ'লে উজ্জীর, পিতার পথানুসারী রাজ্যলোলুপ যে কোন নিষ্ঠুর ভ্রাতার হস্তে তার শোচনীয় মৃত্যু অপেক্ষা স্নেহময় পিতার হস্তে-গৌরবময় মৃত্যু কি তার ভাল নয়?

দিলীব। অতি অদ্ভুত কথা সম্রাজ্ঞি! আমিও আমার সম্মুখস্থ বংশমর্য্যাদা-হীনা কাশ্মীরীবেগমকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতুম। আজ তাঁর সম্মুখে এই আমি প্রথম শ্রদ্ধার সঙ্গে—

উদি। আগে আমাকে উদিপুরী বল উজ্জীর, তার পর মস্তক অবনত কর। আমি অত্যন্ত ঘৃণ্য জেনে—সম্রাট আমাকে ওই পদবী দিয়েছিলেন। কিন্তু এসে দেখলুম, বাদশার অন্তঃপুরে সমস্ত বেগমদের মধ্যে ওইটাই হ'চ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধান। এসে জানলুম, সম্রাট আকবরের সময় থেকে অম্বর, মাড়োয়ার, বিকানীর—সমস্ত রাজপুত-কন্যা মাথা হেঁট ক'রে দিল্লীর হারেমে প্রবেশ করেছে। এক-মাত্র উদয়পুরী আজও পর্য্যন্ত উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে আছে । সে মাথা অবনত করা দাম্ভিকশ্রেষ্ঠ আলমগীরেরও সাধ্যাতীত। তখনি আমি হর্ষের সঙ্গে ওই উপাধি গ্রহণ করলুম এবং এই কুৎসিতের অজ্ঞাতসারে তাকে হৃদয়ের সঙ্গে ভালবাসলুম। উপাধির সঙ্গে সঙ্গে কি এক স্বর্গীয় গর্ব্ব আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করেছিল। নইলে বিষ মিশ্রিত ক'রে এই চিরমুক্তা কাশ্মীরী পাখীকে সরাবের সঙ্গে স্বামীর ঘৃণার দৃষ্টি থেকে কোন্ অতীতকালে আমি সরিয়ে দিতুম!

দিলীর। সম্রাট!

ঔরং। বেশ—বেশ সরলতা প্রিয়তমে! তোমার তেজস্বিতাকে আমিও একটা সেলাম করি। আলমগীর ভণ্ড-জগতের উপর খড়্গহস্ত—কুটিলতা তার চক্ষুঃশূল। কিন্তু উদার সরলতার ন্যায় নমনীয়। তবে, তবে এতই যদি তোমার সরলতা—এতই যদি তোমার মেবারী অভিমান উদিপরী, তবে আমাকে গোপন ক'রে রূপনগরী সুন্দরীকে

দেখতে পুত্রকে পাঠিয়েছ কেন?

উদি। আগে বলুন, রামসিংহের মুখে তার রূপের কথা শুনে, আপনি তাকে বিবাহ করতে অভিলাষ করেছিলেন কি না?

ঔরং। (পিছাইয়া) দিলীর! আমার মুখে স্বীকারের ভাষা ভেসে উঠেছে কি?

দিলীর। (সহাস্যে) জ্বলন্ত অক্ষরে ভেসে উঠেছে জাঁহাপনা!

উদি। হে বৃদ্ধ! এ কথা আমার কাছে বলতে যদি কুণ্ঠা হয়, [illegible] বলছি, শ্রবণ কর। যখন [illegible], আপনি তাকে দিল্লীতে আনতে ইচ্ছা করেছেন এবং সে এলে যদি সে আমা অপেক্ষা সুন্দরী হয়, তা হ'লে আপনার এই চক্ষুঃশূলকে চিরদিনের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল করতে অভিলাষী হয়েছেন, তখন আমি আপনার পুত্রকে সেই কন্যা দেখতে পাঠিয়েছি। দেখতে পাঠিয়েছি— আমার পুত্রকে কবি ও দ্রষ্টা জেনে, দুই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি। এক—আমার পুত্র দেখবে, রূপনগরী আমার হ'তেও সুন্দরী কি না। দুই—রূপনগরীও দেখবে, আমার পুত্র অনুপম সুন্দর কি না! যদি পরস্পরকে দেখে পরস্পরে মুগ্ধ হয়, তা হ'লে আমি জাঁহাপনার উদ্দেশ্য ব্যথ করেছি জেনে নিশ্চিন্ত হব। এর পর — আমি ক্লান্ত হয়েছি—আর কি আমাকে বলতে হবে জাঁহাপনা?

ঔরং। আর এক কথা। যদি তোমার পুত্রকে দেখে রূপকুমাবী মুগ্ধ না হয়?

উদি। যা অসম্ভব, সে কথার আমি উত্তর দিতে পারি না।

দিলীর। নিশ্চয়—আপনি উত্তর দেবেন না। বিশ্রাম গ্রহণ করুন গে।

উদি। সম্রাট!

ঔরং। আমি কিন্তু অসম্ভব মনে করি না। আর যখন করি না, তখন তোমার ছেলে যদি সেখানে থেকে অপমানিত হয়ে আসে?

উদি। আগেই ত তার উত্তর দিয়ে রেখেছি— তাকে ও আমাকে আপনার ইচ্ছামত শাস্তি দেবেন।

ঔরং। তাও দেব—আর তোমার রূপকুমারীকেও গ্রহণ করবো।

উদি। (সশ্লেষে) বেশ সম্রাট! সে অসম্ভবের প্রতীক্ষায় আমি আজ থেকে একটু আগ্রহ সহকারে নিদ্রা যাই।

ঔরং। চ'লে এস দিলীর খাঁ, একটা ক্ষুদ্র ভূঁইয়ার কুমারীকে নিয়ে আসা যদি আলমগীরের পক্ষে অসম্ভব হয়, তা হ'লে আলমগীর্ মানে ভূ-বিজয়ী নয়—স্ত্রী পরাজিত। (**দিলীর ও ঔরংজেবের প্রস্থান।**)

চতুর্থ দৃশ্য

উদয়পুর—রাজ-অন্তঃপুর

বীরাবাই ও জয়সিংহ

বীরা। ভ্রাতার অনুসন্ধানে
বেরিয়ে এখনি যে ফিরে এলে
জয়সিংহ?

জয়। পিতার আদেশে ফিরে এলুম। যাবার মুখেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। তিনি বললেন, "বাদশার সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ বাঁধবার সম্ভাবনা,

তখন প্রভাতেই তুমি বুন্দী যাত্রা কব। হাররাজকুমারীকে বিবাহ ক'রে, সপ্তাহমধ্যে তুমি উদয়পুরে নিয়ে এস। কেন না, একবার যুদ্ধ বাঁধলে আমরা অনেক দিন কোনও মাঙ্গল্য কর্ম্মের অবসর পাবো না।"

বীরা। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহ কেমন ক'রে বৈধ হবে?

জয়। সে কথাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাতে তিনি যা উত্তর করলেন, তার প্রত্যুত্তর দিতে আমার আর বাক্য ছিল না।

বীরা। কি বললেন?

জয়। বললেন—"ভীমসিংহ যদি উদয়পুরে ফিরে আসে, তা হ'লে তুমিই আমার একমাত্র পুত্র। যদি না আসে, তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকারী। বংশের উত্তরাধিকার বজায় রাখতে অচিরেই তোমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য?"

বীরা। তবে তাকে ফিরিয়ে আনতে আমাকে অনুমতি দিলেন কেন?

জয়। বললেন—"আনতে পারলে অন্ততঃ তোমার কলঙ্কের মোচন হয়। প্রজারা অন্ততঃ জেনে সুখী হয়, তার নির্ব্বাসনে তোমার কোনও অপরাধ নেই!"

বীরা। সে হতভাগ্য এমন কি অপরাধ করলে যে, মহারাণার ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হয়ে গেল?

জয়। জিজ্ঞাসা করেছিলুম। উত্তর দেন নি।

বীরা। জয়সিংহ! তা হ'লে আমার প্রতিজ্ঞার কি হবে?

জয়। মা! তোমারও বড় বিষম অবস্থা।

বীরা। বিষম কি জয়সিংহ, আমার অবস্থা সেই নির্ব্বাসিত হতবাগ্যের চেয়েও ভীষণ। সমস্ত লোকাপবাদ অগ্রাহ্য ক'রে যদি আমি উদয়পুরে থাকতে পারি, তবেই আমার এ পুরীতে বাস সম্ভব। কিন্তু আমি রাঠোর কন্যা। আমি ত সে অপবাদ সহ্য ক'রে এখানে এক তিলার্দ্ধ সময়ও থাকতে পারবো না।

জয়। তা বুঝেছি।

বীরা। হয়, সেই চির-নির্ব্বাসিত হতভাগ্যের সঙ্গে বাস, নয় আত্মহত্যা, আমার তৃতীয় গতি আমি দেখতে পাচ্ছি না। রাত্রিপ্রভাতেই সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। নিদ্রিত নগরবাসী ঘুম ভেঙ্গে উঠে শুনবে ভীমসিংহই মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শুধু তারা শুনবে; আর তারা তাকে দেখতে পাবে না।

জয়। মা! তোমার অবস্থা দেখে আমি যে চোখের জল রাখতে পারছি না। অথচ বুঝে দেখ মা, প্রতীকারে আমি শক্তিহীন।

বীরা। জয়সিংহ! আমি দেখছি, প্রভাতের অরুণ আমাকে অঙ্গারবর্ণা প্রেতিনী করবার জন্য উদয়-অচলের অন্তরালে ব'সে এখন থেকেই আমার বুকের রক্ত দিয়ে তার ক্রুদ্ধ চক্ষু রঞ্জিত করছে। কি করি জয়সিংহ?

জয়। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না মা। তোমাকে যেটুকু বলতে পারি, সেইটি কেবল শুনে রাখ। পিতার

সময়ে ভাই যদি উদয়পুর প্রবেশ করতে না পায়, আমার সময়ে তাকে নিয়ে এস। যদি অদৃষ্টবশে আমাকেই সিংহাসন পেতে হয়ে, আমি রাণা ভীমসিংহের প্রতিনিধি হয়ে সে সিংহাসন গ্রহণ করব। যখনি সে ফিরবে, তখনি তার রাজদণ্ড তার হাতে তুলে দেব।

বীরা। যাও জয়সিংহ, প্রভাতে যদি তোমকে হার-রাজকুমারীকে আনতে বুন্দী যেতেই হয়, রাত্রির অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর। তোমার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। অন্ততঃ বুঝলুম, আত্মহত্যায় জীবনের হীন অবসান আমাকে করতে হবে না। তা হ'লে—

জয়। এখনি কি যাত্রা করবে?

বীরা। আর সময় কৈ জয়সিংহ! কা'ল যদি আমাকে যেতে হয়, তা হ'লে নগরবাসী বলবে,— "আমাদের দৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে চোর রাণী পালিয়ে গেল!"

জয়। মা! আর তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছি না। **(অভিবাদন)** বড়ই আক্ষেপ, সঙ্গে যেতে পারলুম না। **(যাইতে যাইতে)** পারলুম না। **(যাইতে যাইতে ফিরিয়া)** মা! মা! বৃদ্ধ দেওয়ান বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে!

বীরা। বুঝি কেন—এত রাত্রে রাজগৃহে— আমার মহলে—বুঝি কেন, নিশ্চয় দেওয়ান আমারই কাছে আসছে। সন্তান-মোহে আমি সকলকেই প্রতারিত করেছিলুম। জয়সিংহ! অনেকেই আমার কথায় সন্দেহ করেছিল, কেবল ওই বৃদ্ধ করে নি। আমাকে বালো ওই মহাত্মাই রাণার গৃহে আশ্রয় দিয়েছে। আজকের সত্যপ্রকাশে ওঁর উন্নত মস্তক রাণার চেয়েও হেঁট হয়েছে। তাই আসছে। সংবাদ পেয়েই ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসছে। রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করতে পারে নি। যাও, তুমি আর দাঁড়িও না। এই দিক দিয়ে চ'লে যাও। আমার সঙ্গে ওঁর কথাবার্ত্তা তোমার শ্রুতিসুখকর হবে না। অথচ জয়সিংহ তাঁর মুখ হ'তে নির্গত অতি তীব্র বাক্যই বৃদ্ধের নিকটে আমার ন্যায্য প্রাপ্য—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাকে লজ্জিত হ'তে হবে। **(কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে)** যাও জয়সিংহ, সে লজ্জা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

(জয়সিংহের প্রস্থান।

গঙ্গাদাস ও দয়ালসার প্রবেশ

গঙ্গা। এই যে রাণীমা, এইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন।

দয়াল। মা! গঙ্গাদাসের মুখে যা শুনলুম, তা ঠিক?

বীরা। গঙ্গাদাসের মুখে আপনার শোনবার প্রয়োজন কি? আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।

দয়াল। ভীমসিংহ?

বীরা। রাণার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

দয়াল। দরবারে যখন এ কথা তুলব?

বীরা। আমাকে দরবারে সাক্ষী মানবেন। আমি সমস্ত সামন্ত-সর্দ্দারের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব!

দয়াল। তাকে যুবরাজ করলে, তোমার দিক থেকে এর পর আর কোনও আপত্তি উঠবে না।

বীরা। দয়াল সা! মন্ত্রিত্বের জটিল

চিন্তার কাছে তুমি সমস্ত মাথাটাকে বিক্রয় ক'রে ফেলেছ।' সুতরাং আমার উত্তর তোমার মনোমত হবে না, প্রবীণ দেওয়ান! মাথার দিক দিয়ে চেও না। যদি পা'র, একবার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ভীমসিংহকে রাজ্যাধিকারী করতে হয় ত এখনও আমি ইতস্ততঃ করতে পারি। এমন কি, বাধা দিতে পারি। কিন্তু যাকে শৈশবে বুকে তুলে স্তন্যদান করেছি, আঠারো বৎসর মাতৃস্নেহে পালন করেছি, দয়াল সা, তার অদর্শন-ক্লেশ আমি মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করতে পারছি না। আর কিছু তোমার বলবার আছে?

দয়াল। কিছু না মা! কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলুম। আজ তোমাকে অজস্র তিরস্কার করতে এসে,—এই বৃদ্ধবয়সে চোখের জল নিয়ে ফিরে চললুম।

(দয়াল ও গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

বীরা। ধীরে দরিদ্রা ধীরে! দরিদ্রা ছিলি! সে দারিদ্র্যে তুই সুখ পাস্‌নি ব'লে বিধাতা তোকে রাণী করেছিল। রাণী হয়েও সুখ পাস্‌নি। শেষে রাজ-জননী হবার লোভে, মৃত সপত্নীর শিশু-সন্তানের রাজ-ঐশ্বর্য্য চুরি করেছিলি! মনে করেছিলি, তার স্পর্শ বুঝি মলয়কণার চেয়েও কোমল। তার গান বুঝি শরতের কৌমুদী-নির্ঝরের চেয়েও মধুর, তার হাসি বুঝি গগন-প্রান্তের বিজলীর চেয়েও সলজ্জ। সুতরাং ব্যস্ত কেন দরিদ্রা—ধীরে। চঞ্চলপদ! বিস্মৃত মাধুর্য্য পুনঃ সম্ভোগের জন্য এত ব্যাকুল কেন? তুই বলবি , দরিদ্রা সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনে তোকে অস্ফুট মা মা রবে আকর্ষণ করছে। তবু ধীরে দরিদ্রা! যখন কেঁদে কেঁদে শিশু হতাশ হয়ে বুঝবে, এ জগতে তার মা নেই, তখন তাকে উষ্ণ বক্ষের উপর তুলে ধ'রে তার পিপাসু অধরোষ্ঠকে বুঝিয়ে দিবি—"এই যে আমি তোর মা।" **(প্রস্থান।**

পঞ্চম দৃশ্য

দোবারি ঘাট

শিলাতলে পৃষ্ঠ দিয়া অর্দ্ধল শায়িতভাবে ভীমসিংহ

(ভীম। উপরে যুবকযুবতীর নৃত্যগীতমুখর ভীলপল্লী। নীচে, মৃত্যুর ন্যায় নীরব, শুষ্ক কঠোর শিলাক্ষেত্র। আমাকে মরণমদিরা পান করাবার জন্য ক্ষুদ্র শৈলবালা যেন এক একটা পিয়ালা হাতে ক'রে আমারে সংবর্দ্ধনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমার অনুমতির প্রতীক্ষা। তা হ'লেই বুঝি নিশ্চল কুমারীগুলো সচল হয়) দোবারি পার হয়েছি। *(ও পারে বড় বড় জলাশয় আমার বিদ্যুদ্‌গামী অশ্বের দিকে স্নেহপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ছুটে এসেছে। আমি সে স্নেহ পশ্চাতে ফেলে সেই বিদ্যুদ্‌বেগেই ছুটেছি। গিরিপথমধ্যে কত ঝরণা করুণ সঙ্গীতে আমার অশ্বপদতলে আছাড় খেয়ে পড়েছে। ধন্য খোরসান! পায়ের শীতলতায় লুব্ধ হয়ে আমারই মত তৃষ্ণার্ত্ত সে একটি-বার দেখবার জন্যও মুখ নীচু করলে না। পিপাসার্ত্ত প্রভুকে দোবারির পারে এনে তবে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে শুয়েছে। আমিও শুতে বসেছি)* যদি মরি, এখন আমার

আক্ষেপ নেই। যদি কেউ করুণা ক'রে এই মৃতের মুখে জল দেয়, নিস্পন্দ ওষ্ঠ নিশ্চয় দোবারির ও পারের জলস্পর্শ করবে না। কিন্তু মরতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাণার উত্তরাধিকারী জগদ্‌বাসীর অলক্ষ্যে এমন ক'রে অক্ষত দেহে, একটু জলের অভাবে মরতে পারে না। আমি জয়সিংহকে সব দিয়ে এসেছি, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠত্বের অভিমানটি দিয়ে আসি নি। জন্মের সঙ্গে হারানো পরিচয় কপট স্নেহের আবর্জ্জনার ভিতর থেকে হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছি। তা বক্ষের ভিতর লুকিয়ে এনেছি। তার বিনিময়ে রাজ্য। সে অভিমান এ নীরস প্রান্তরে সমাধিস্থ করতে পারি না। এ প্রান্তরের সীমা আছে। রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র এই অভিমানেব ভিতরে যে ইচ্ছা-মৃত্যুর শক্তি, তার সীমা এইমত সহস্র প্রান্তরের পারে। ওঠ ভীমসিংহ! এখানে তোমার মৃত্যুর দরিদ্রতা কোনও মেবারীর চক্ষু থেকে এক বিন্দু অশ্রুও আকর্ষণ করতে পারবে না। **(দাঁড়াইয়া)** চারিদিকে অন্ধকার! হোক্, পরাজিত দোবারি শৃঙ্গে শৃঙ্গে দীপ ধ'রে তার বিজয়ী প্রভুর গন্তব্য পথ আলোকিত করুক্। শরীর অবসন্ন—হোক্—আমার সত্য হোক্ আমার যষ্টি। আমি তাকে পালন ক'রেছি, সে বাহুবেষ্টনে আমাকে ধারণ ক'রে প্রতি পদস্খলনে—পতন থেকে আমাকে রক্ষা করুক।

(ভীমসিংহ কম্পিত দেহে দুইপদ অগ্রসর হইলেন। এমন সময় দূর হইতে শব্দ উঠিল) "হো সফেদ্ ঘোড়াকা আসোয়ার!" **(ভীমসিংহ পশ্চাতে চাহিলেন ও হস্ত উত্তোলন করিলেন। জলপূর্ণ পাত্র হস্তে গরীবদাস প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভীমসিংহ পাত্র গ্রহণের অভিলাষে হস্ত প্রসারণ করিলেন।)**

গরীব। আগে ব'স। এ জল তোমার জন্যই এনেছি। কোন কথা বলবার প্রয়োজন নেই, জল নাও। **(প্রথমে ভীমসিংহ, পরে গরীবদাস উপবিষ্ট হইলেন। ভীমসিংহ পাত্র গ্রহণ করিলেন। পান করিতে গিয়া সহসা নিবৃত্ত হইলেন।)**

গরীব। কি হ'ল? জল খেতে গিয়ে, নিবৃত্ত হ'লে কেন?

ভীম। এখানে এ জল কোথায় পেলে?

গরীব। জল খাও, তার পর প্রশ্ন কর।

ভীম। আগে বল। আমি চারি দিক অন্বেষণ করেছিলুম? কোথাও জলকণা দেখতে পাই নি।

গরীব। এখানে কোথায় পাব! সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

(ভীমসিংহ পাত্র প্রত্যর্পণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন)

গরীব। আমার আনা জল নয়, আমার আসবার পূর্ব্বক্ষণে মহারাণা আমাকে এই জলপূর্ণ পাত্র দিয়েছেন। **(ভীমসিংহ পাত্র মস্তকস্পৃষ্ট করিলেন)** খাবে না? কি ক'রে এনেছি জান?

ভীম। বুঝেছি। এই মুক্ত পাত্র জলে পূর্ণ। আসোয়ার! তুমি ধন্য।

গরীব। আমি শুষ্ক ধন্যবাদ চাই না। জীবন রক্ষা কর। আর জীবনে যে কার্য্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব, সে কার্য্য

নিষ্ফল ক'র না। তবু খাবে না? মরবে?

ভীম। মরতে ইচ্ছা নেই। তবে এখন মরতে আপত্তি নেই। তুমি আমার সত্যপালনের সাক্ষী। পিতাকে ব'ল। আর ব'ল, সত্য সত্যই এই জল যদি তিনি আমার পানের উদ্দেশ্যেই পাঠিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমার পরলোকগতা জননীর উপর এ তাঁর চরম শত্রুতা।

গরীব। তা হ'লে আমি মরি কেন?

ভীম। না—না—আমারই মত পিপাসার্ত্ত আসোয়ার! এই জলে তোমার জীবন রক্ষা কর! জেনে রাখ, দোবারির ও পারে আমার মৃত্যু হয়েছে। তবে রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র এখনও জীবিত আছে। যদি সে বাঁচে, এক দিন সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার এ উদার মহত্ত্বকে যে কোন নির্জ্জনে এক দিন সে কৃতজ্ঞতার বাহুপাশ দিয়ে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু যদি সে মরে—সাবধান মেবারী—তার মৃত অধরোষ্ঠকে যেন দোবারির ওপারের জলধারায় স্নান করিয়ো না। তুমি এই জল খাও। আমি দেখি, মেবারের গৌরব-গৃহের একটা স্তম্ভ ভাঙতে ভাঙতে দেবতার কৃপায় রক্ষা পেয়েছে।

গরীব। তুমি কি আর মেবারে ফিরবে না?

ভীম। ফিরবো ব'লে কি তোমার বোধ হচ্ছে?

গরীব। তোমার ভবিষ্যতের অধিকার?

ভীম। সে সমস্ত আমি আমার কনিষ্ঠ জয়সিংহকে দিয়ে এসেছি।

গরীব। ধিক্ কাপুরুষ! তোমার জীবনের তা হ'লে কোনও মূল্য নেই। কিন্তু আমার জীবনের কিছু মূল্য আছে। **(জলপান ও পাত্র নিক্ষেপ)।** **প্রস্থান।**

ভীম। মেবারীর পক্ষে এর চেয়ে আর তীব্র গালি হ'তে পারে না। যাও গরীবদাস—বাঁচবার যখন আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না, তখন তোমার কথার জবাব দিতে পারলুম না **(নেপথ্যে—অশ্বপদ শব্দ)** যাও—তবে আক্ষেপ রইল শক্তা-বৎ! **(শয়ন)**

অন্য দিক দিয়া বীরাবাইএর প্রবেশ

বীরা। ধিক্ তোমাকে ভীমসিংহ!

ভীম। **(উপবেশন)** কে তুমি! না—না তুমি কেন?

বীরা। ক্ষুদ্র শক্তাবৎ তোমাকে কাপুরুষ ব'লে চলে গেল, আর তুমি রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র হ'য়ে নিজেকে কর্ম্মদোষে এত শক্তিহীন ক'রে ফেলেছ যে, তার মাথাটা মাটীতে লুটিয়ে দিতে একবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও পারলে না!

ভীম। অসম্ভব—অসম্ভব!

বীরা। না। রাজপুতের পক্ষে যা সম্ভব, রাজপুতনীর পক্ষে অসম্ভব নয়।

ভীম। তুমি কি ঠিক অসেছ মা? না মৃত্যু আসছে? তাই আসবার পূর্ব্বে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমার একখানা কথাভরা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে?

বীরা। মৃত্যু যদি আসে—এই অকারণে, অকালে—আসবে শুধু তোমার অপরাধে। যে অপরাধের দেবতার কাছেও মার্জ্জনা নেই। যে অপরাধ লিখিত থাকবে মেবার পাহাড়ের শিখরশিলায়। লিখিত থাকবে—

চিরদিনের জন্য, শেল-চিহ্নের ন্যায়। হ'তে পারি আমি তোমার বিমাতা, স্বীকার করছি আমি কপটচারিণী—পুত্র স্বার্থান্ধ রমণী। কিন্তু এটা সত্য, সূতিকাগারে আমি তোমাকে বিষমিশ্রিত স্তন্য পান করাই নি। অন্ততঃ নিজের কাপুরুষ নাম দূর ক'রে আমার সে স্তন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো রাণাপুত্রের কর্ত্তব্য ছিল!

ভীমা। মা! যদি পার, বাঁচিয়ে আমাকে তিরস্কার কর।

বীরা। এই নাও—দোবারির ওপারে নয়—এ পারে। জল নয়—দুগ্ধ। বিষ নয়—শৈশবে যা পান ক'রে আজ তুমি বলশালী যুবা, এ তোমার সেই বিমাতার নির্ম্মল স্নেহ-রসের প্রতিনিধি। **(স্তন্যদান)**

ভীম। **(পান)** আঃ! বাঁচলুম। মা! আর একটা যদি রাজ্য থাকতো, তোমার পুত্রকে দিয়ে আসতুম।

বীবা। এ কথার উত্তর দেবার আগে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—উত্তর দাও ভীমসিংহ!

ভীম। **(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিলাতলে পুনরায় অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থিতি)** উত্তর আর কেন রাণা-মহিষী! তোমার স্তন্য বহুদিন পান করেছি—অমৃততুল্য—জয়সিংহের নিজস্ব কেড়ে খেয়েছি। মা! না কই মা?

বীরা। ভীমসিংহ!

ভীম। কে মা?—তুমি—তুমি। একমাত্র তুমি। তুমি ছাড়া কি আমার মা ছিল?

বীরা। একবার গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'লে আর ত সহজে তুলতে পারব না। ভীমসিংহ!

ভীম। তারা ব'লে ছিল। এমন আমি বলি—না। তারা আমাকে রহস্য ক'রেছিল।

বীরা। ভীমসিংহ! এ ঘুমা'বার স্থান নয়। ওঠ। অন্যত্র তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করি।

ভীম। কি মা, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

বীরা। তোমাকে সুস্থ না দেখে যেতে পারছি না।

ভীমি। আমি ত সুস্থ হয়েছি। আমাকে একটু অবসন্ন দেখে সন্দেহ করছ? এই আমি জেগেছি—এই বসেছি। যাও মা, দয়াময়ী, এইবারে রাজধানীতে ফিরে যাও।

বীরা। অর তুমি?

ভীম। আমার ত আর ফেরবার উপায় নেই মা!

বীরা। কেন?

ভীম। আমি এমন প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এ দিকে মুখ পর্য্যন্ত ফেরাতে আমার ভয় হচ্ছে। মা! আমি চিরদিনের জন্য মেবার থেকে আমাকে নির্ব্বাসিত করেছি।

বীরা। এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা?

ভীম। মেবারের জল পর্য্যন্ত মুখে দেবার অধিকার রাখি নি।

বীরা। শত্রু যদি মেবার আক্রমণ করে?

ভীম। তোমার পবিত্র স্তন্যকে অশ্রদ্ধা ক'র না মা! যেখানেই থাকি, আমি মেবারী। বর্ত্তমানে রাণা

রাজসিংহের, যদি বাঁচি, ভবিষ্যতে রাণা জয়জয়সিংহের প্রজা আমি।

বীরা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, আমিও যে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছি ভীমসিংহ!

ভীম। কি করেছ বল?

বীরা। তুমি যদি রাণা হও, আমি জয়সিংহের মা। আর সে যদি রাণা হয়, আমি মনে করব তোমাকেই আমি গর্ভে ধারণ করেছি।

ভীম। কি বলছ! (দাঁড়াইলেন)

বীরা। বুঝতে পারছ না?

ভীম। ফিরে যাও—ফিরে যাও। মেবার পরিত্যাগ করেছি—সজ্ঞানে! আমি পাগল নই।

বীরা। আমিও নই। দাঁড়াও দাম্ভিক মেবারী! তোমার প্রতিজ্ঞারই কি কেবল অর্থ আছে? আমার নেই?

ভীম। তুমিও কি আর মেবারে ফিরবে না?

বীরা। আমি ফিরবো না কেন? কিন্তু যখন ফিরবো, তখন দেখবো সারি সারি মেবার-পুরাঙ্গনা তোমার বীরত্ব-কাহিনী অঞ্চলে পূরে, লাজের মত পথে ছড়াতে ছড়াতে, আমাকে আগিয়ে নিতে পুরদ্বারে উপস্থিত হয়েছে।

ভীম। (পদতলে মস্তক রাখিয়া) মা! এ মমতার সঙ্গীতে এ বিশ্ব পথের পথিককে চলচ্ছক্তিহীন ক'র না। আমি আজ ধন্য! ভাগ্যে মেবারের তুচ্ছ সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করেছিলুম, তাই এই পথের মাঝে আমার মাকে কুড়িয়ে পেলুম। আমার জন্ম থেকে হারানো মা—শৈশব থেকে যাকে পাবার জন্য হাত বাড়িয়েছি। ঐশ্বর্য্যে যাকে পাই নি. প্রাসাদে যাকে পাই নি! যখন ভিখারীর অঞ্জলি নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখি, দেবতাকেও গোপন ক'রে আমার অঞ্জলির ভিতরে কোন স্বর্গরাজ্য থেকে আমার সেই মা এসেছে। দেবতা যদি জানতো, আজ নন্দন-তরু শূন্য ক'রে পুষ্পরাশি এই প্রান্তরে স্তূপীকৃত করতো! যাও মা, এইবারে ঘরে যাও। এখন থেকে যেখানে আমি থাকবো, সেইখানেই মনে করবো, মা আমার সঙ্গে আছে।

বীরা। না পুত্র! তোমাকে উপার্জ্জন করতে বিদেশে পাঠাচ্ছি। সুতরাং পথে আর তোমার বিঘ্ন হবে না। তবে কি জান ভীমসিংহ, ঐশ্বর্য্যের মোহে যে দিন আমি তোমাকে প্রতারণা করেছি, সেই দিন থেকে, এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একটি দিনের জন্যও সুখী হইনি। আজ এই সুখের প্রারম্ভ! প্রারম্ভেই আঠারো বৎসরের হারানো সুখের উচ্ছ্বাস। তাই আমার অনুরোধ, অন্ততঃ দু'টো দিনও তোমার মাকে তোমার সেবা পেতে দাও।

ভীম। তবে চল মা যে কোন পর্ণকুটীরে। মাতাপুত্রে সেখানে একসঙ্গে ব'সে জয়সিংহের মাতৃবিয়োগে অশ্রুবর্ষণ করি।

বীরা। সর্দ্দার!

ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ

বীরা। সর্দ্দার! নিকটে কোনও সহর আছে?

ভী,স। রইছে ত রাণী! হিঁয়াসে দশ কোশ তফাৎ—রূপনগর।

বীরা। আমাদের সেইখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর্।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদয়পুর—প্রাসাদ—মন্ত্রণাকক্ষ

গঙ্গাদাস ও রাজসিংহ

গঙ্গা। মহারাণা!

রাজ। চুপ! আমাকে এখন মহারাণা ব'ল না। সামান্য সৈনিক মনে ক'রে কথা কও। দিল্লী থেকে এক ওমরাও আসছেন—বোধ হয় সম্রাটের উত্তর নিয়ে। কিন্তু বিস্মিত হচ্ছি, একখানা সামান্য উত্তর-পত্র নিয়ে—দিল্লীদরবারের বিশিষ্ট ওমারাও!

গঙ্গা। তিনি কোথায়?

রাজ। আসছেন। বরাবর দিল্লী থেকে অশ্বারোহণে এসে তিনি ক্লান্ত। তাই রাজসমুদ্রতীরে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি আমারই মত প্রবীন। দিল্লীতে যখন ছিলুম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় এই দেহের উপর এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দিয়েছে যে, তিনি আমাকে দেখে চিনতে পারেন নি। তিনি এলে তাঁর সেবার ভার তুমি গ্রহণ কর। সাজাহানমহলে তাঁকে স্থান দিও। জেনো তিনি আমার এক জন সদাশয় বন্ধু। যাও—অগ্রসর হয়ে তাঁকে তুমি নিয়ে এস।

গঙ্গা। মন্ত্রী আপনার কাছে অনুযোগ করতে এসেছিলেন।

রাজা। সে কথা শোনবার সময় আছে গঙ্গাদাস। এখন—শীঘ্র যাও। যাও। অতিথির পদবীর উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে আমার মুখ রক্ষা কর। কি উদ্দেশ্যে এসেছেন, না জানলে এখন আমি তাঁর কাছে আত্ম প্রাকাশ করতে পারি না।

(গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

রাজ। তয়বর খাঁ আমাকে চিনতে পারলে না। কিন্তু আমি ত তাকে দেখামাত্র চিনতে পারলুম। যৌবনের সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ—সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা—এখনও পর্য্যন্ত ঠিক সেই রকমটিই আছে। কিন্তু আমার কি এতই পরিবর্ত্তন হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, হয়েছে এই সাত দিনে। এই দুরন্ত সপ্তাহের পীড়নে বুঝি ত্রিশ বৎসরের সময়-প্রবাহ আমার দেহের উপর দিয়ে চ'লে গিয়েছে! নইলে তয়বর খাঁ আমাকে চিনতে পারলে না কেন? কিন্তু কর্ত্তব্যবোধশূন্য যুবকটা করলে কি! সে কি হতভাগ্য পুত্রের সন্ধান পেলে না! না-ই যদি পেয়ে তাকে ত ফিরে আস্তে মূর্খ এত বিলম্ব করলে কেন?

গরীবদাসের প্রবেশ

রাজ। কে ও?

গরীব। আপনার ভৃত্য গরীবদাস।

রাজ। এত বিলম্ব করলে কেন গরীবদাস? কাছে এস। ভয় নেই, তোমাকে আমি তিরস্কার করব না। উল্লাসভরা মুখ নিয়ে তুমি ফিরে আসছ দেখবার জন্য আমি এই কয়দিন ব্যাকুল নেত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, তোমার শ্বশুর আমাকে পাগল স্থির করছে; তোমার ভাই আমাকে দেখে হতাশ হয়েছে। আমি তা গ্রাহ্য করি নি।

গরীব। আপনার পুত্র বেঁচেছে রাণা!

রাজ। বাঁচাতে পেরেছ শক্তাবৎ?

গরীব। আমি পারি নি।

রাজ। তুমি পার নি! তবে কে তাকে বাঁচাল?

গরী। রাণী।

রাজ। মিথ্যা কথা! রাণী তোমার অনেক পরে এখান থেকে যাত্রা করেছেন। তা হ'লে দুরাত্মা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারে নি। পিপাসায় আতুর হয়ে দোবারির এ পারে জলপান করেছে। সত্য ক'রে বল, সে বেঁচে আছে কি না। যদি বাঁচে, পৃথিবীর যেখানেই সে লুকিয়ে থাক্, আমি সে জারজকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে আসব।

গরীব। সে জারজ নয় রাণা। সে মেবারপতির আত্মজ, মেবারীশ্রেষ্ঠ ভীমসিংহ।

রাজ। তা হ'লে বল শক্তাবৎ, সে মরেছে! তোমার হাতে জলপাত্র তার জীবিত ওষ্ঠের কাছে পৌঁছতে পারে নি!—বল—বল—

গরীব। পেরেছিল রাণা। দোবারির পারে গিয়ে দেখি, সে পিপাসায় মুমূর্ষু। আমার হাতে জলপাত্র দেখে সে পাগলের মত হাত বাড়িয়েছিল। আমি সেই পাত্র তার হাতে দিয়েছিলুম। পাত্র মুখের কাছে ধ'রে হঠাৎ সে পান করতে নিবৃত্ত হ'ল। জিজ্ঞাসা করলে, জল আমি কোথা থেকে এনেছি। যেই শুনলে, আপনার প্রদত্ত জল, অমনি ললাটে স্পর্শমাত্র ক'রে সে পাত্র আমাকে ফিরিয়ে দিলে। আমি যখন সেই জলপানে তাকে আবার অনুরোধ করলুম, তখন সে বললে "পিতাকে ব'ল, আমার পরলোকগতা জননীর উপর এ তাঁর চরম অত্যাচার।"

রাজ। তার পর?

গরীব। তার পর যখন বুঝলুম, কিছুতেই সে পান করবে না, তখন কি করি, নিজের প্রাণ বাঁচাতে সেই জল নিজে পান ক'রে পাত্র নিক্ষেপ ক'রে চ'লে এসেছি।

রাজ। উত্তম করেছ শক্তাবৎ। তা হ'লে ফিরে গিয়ে দেখে এস—সে সেইখানেই ম'রে আছে।

গরীব। না রাণা, সে বেঁচেছে।

রাজ। কে বাঁচালে?

গরীব। এই যে বললুম রাণী। তাকে মুমূর্ষু ফেলে চ'লে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম, রাণাপুত্রের শোচনীয় মৃত্যুটা আর দাঁড়িয়ে দেখবো না। কিন্তু সঙ্কল্প রাখতে পারি নি। কিছু দূর গিয়ে দোবারির মুখে ঘোড়ায় চড়তে তার দিকে ফিরে দেখি, পাতার পাত্র হাতে ক'রে আপনার পুত্রের পার্শ্বে রাণী।

রাজ। অসম্ভব—অসম্ভব। তৃতীয়বার এই মিথ্যা কথা কইলে, এখনি তোমার শিরশ্ছেদ করবো। **(অস্ত্র বহিষ্করণ)**

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা। তৃতীয়বার বল শক্তাবৎ, তৃতীয়বার বল—রাণী। তা হ'লেই মিত্রদ্রোহীর উপযুক্ত পুরস্কার হয়।

রাজ। রাণী—সুজাতা?

সুজাতা। নিশ্চয় রাণী। ভীমসিংহ বেঁচেছে—পুত্রদ্রোহী পিতার জলে নয়, মায়ের স্নেহ-রসে। এই পত্র-পাত্র তার

সাক্ষী। নাও রাজা উপহার। ভাণ্ডারে রক্ষা কর। রাণার রত্নভাণ্ডারে এই বস্তুই হবে শ্রেষ্ঠ রত্ন।

রাজ। কেমন ক'রে রাণী তোমার স্বামীর আগে সেখানে উপস্থিত হ'ল?

গরীব। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার জানবার চেষ্টাতেই আমার ফিরতে এত বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু বৃথা। জানতে পারি নি রাণা।

সুজাতা। কেমন ক'রে? আসুন আমার সঙ্গে, আমিই জানিয়ে দেবো রাণা। আপনি না আসতে চান, আমার মূর্খ স্বামীকে আদেশ করুন। তার বড় অহঙ্কার দোবারির পথ-ঘাট সে যেমন জানে, এমন আর কেউ জানে না।

রাজ। জেনে এসো শক্তাবৎ। নতুবা তোমার শাস্তি প্রাপ্য রইল জেনে রেখো। যদি জানতে পার, এসে ব'ল। যদি মেবারের আধিপত্য পুরস্কার চাও, তাই তোমাদের স্বামি-স্ত্রীকে দান করবো।

সুজাতা। আর আমি যে পুরস্কার বহন ক'রে আনলুম রাণা?

রাজ। ওর মূল্য এখনও আমি বুঝতে পারি নি। যখন বুঝবো, তখন চেয়ে নেবো। মেবারের রত্ন-ভাণ্ডারেই ওই পাত্রের স্থান হবে। **(সুজাতা ও গরীবদাসের প্রস্থান।**

কর্ম্মচারীর প্রবেশ

কর্ম্ম। মহারাণা! দিল্লী থেকে এক পেয়াদা এসে দেউড়ির দেয়ালে ইস্তাহার মেরে দিয়েছেন। পেয়াদার আমীরের পোষাক। সেই জন্য দেওয়ানজী আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, তাঁর কি রকম খাতির করবেন।

রাজ। চল, দেওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ঠিক করছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদয়পুর—সাজাহান মহল

তয়বর খাঁ ও বন্দিনীগণ

বন্দিনীগণের গীত

দীর্ঘ বরষ পরে যদি ফিরে এলে ঘরে
ওগো বঁধু এই অবেলায়,
না বসিতে যাই যাই ব'ল না ব'ল না হে
ছেড়ে আজ দিবে কে তোমায়।
দিবস করেছি রাতি, রাতিকে দিবস গো-
এত কাল দিন গুণে গুণে,
আকাশ হইতে বুকে বাজ যেন ঝরে গো-
তোমার যাবার কথা শুনে।
সুমুখ আঁধার রেতে একাত্ত চ'লে যেতে-
হে নিঠুর মন যদি চায়,
বল কে সে-কোথা পিয়া এ ঘর
তোমাকে দিয়া-
আমি ঝাঁপ দিই দরিয়ায়।

তয়। তোমাদের নৃত্যগীতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা কিছু বক্‌সিস্ নাও।

১ম, ব। না জনাব, আমরা নেবো না।

তয়। কেন নেবে না? আমি সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছি।

১ম, ব। না জনাব, আমরা নেবো না।

তয়। কেন নেবে না? তোমরা এর পূর্ব্বে আর কখন কোনও আমীর-ওমরাওয়ের কাছে বক্‌সিস্ নাও নি?

১ম, ব। নিয়েছি জনাব।

তয়। তবে আমার কাছ থেকে

নিতে তোমাদের আপত্তি কেন?

১ম, ব। বললে যে আপনার মনে কষ্ট হবে!

তয়। না, কষ্ট কেন হবে,-তোমরা নিঃসঙ্কোচে বল।

১ম, ব। আমীর-ওমরাওয়ের কাছে পুরস্কার নিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। পেয়াদার কাছে দিতে আপত্তি আছে। সে নিজেই বকসিসের জন্য হাত পেতে ব'সে থাকে। জোঁকের গায়ে কি জোঁক ব'সে জনাবলি?

তয়। খুব সুন্দর কথা বলেছ বালিকা।

উপঢৌকন-পাত্রহস্তে ভৃত্য ও দয়াল সার প্রবেশ

দয়াল। যা এইবারে তোদের খোলসা।

(বন্দিনীগণের প্রস্থান।

জনাবলি। এইটে গ্রহণ করুন।

তয়। আমার ইস্তাহার জারির বক্সিস্ এনেছ না কি রাজপুত?

দয়াল। না জনাব, পাথেয়। যে ব্যক্তি পরোযানা ইস্তাহার বহন ক'রে আনে, তার পাথেয় প্রজারাই দেয়।

তয়। **(হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া)** এই আমার লওয়া হ'ল জনাব। **(দয়াল সার ইঙ্গিতে ভৃত্যের প্রস্থান।**
রাণা কি এই ভাবেই আমাকে গ্রহণ করলেন?

দয়াল। আর কি ভাবে তাঁর গ্রহণ করা আপনি প্রত্যাশা করেন?

তয়। **(উঠিয়া)** সেটা তাঁব সঙ্গে দেখা হ'লে বলতে পারতুম।

দয়াল। তাঁর সঙ্গে দেখার যোগ্য পরিচয় নিয়ে আসুন।

তয়। শীঘ্রই পরিচয় নিয়ে ফিরে আসছি জনাবলি।

দয়াল। তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তদুপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে রাণার কোনও আপত্তি থাকবে না!

তয়। যাও বৃদ্ধ, আপনাদের আদব-আপ্যায়ন চিরদিন এই দীন পত্রবাহকের স্মরণীয় থাকবে।

৷য় দৃশ্য

উদয়পুর—পথ

তয়বর খাঁ

তয়। এ অপমান আমার কে করলে? রাণা না সম্রাট? হিসেব ক'রে বুঝতে গেলে রাণার ত বাস্তবিকই কোন দোষ দেখতে পাই না। তথাপি অপমান—বিষম অপমান! যদি বুঝি সম্রাট, তুমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে এইরূপ অপমানিত করিয়েছ, তা হলে আমি হ'ব তোমার চিরশত্রু। যদি সরল বিশ্বাসে রাণার মর্য্যাদা রাখতেই আমাকে ক্ষুদ্র পত্রবাহক নিযুক্ত ক'রে থাকো, তা হ'লে মেবারের ধ্বংস আমার প্রতিজ্ঞা।

রাজ। **(নেপথ্যে)** তয়বর খাঁ!

তয়। কে ও! উদয়পুর-প্রবেশ-মুখে প্রথমেই এই লোকটার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমার অপমানের এখনও শেষ হয় নি। বাকি যেটুকু প্রাপ্য ছিল, সেইটুকু আমাকে এখানে দিতে এসেছে। সামান্য রাজপুত যেন ইয়ারের মত নাম ধ'রে আমার সংবর্দ্ধনা ক'রলে!

রাজসিংহের প্রবেশ

তুমি কি চাও?

রাজ। লহমার জন্য তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। (**ক্রোধের দৃষ্টিতে চাহিলেন**)-আমাকে এখনও চিনতে পারলে না তয়বর খাঁ?

তয়। কে-কে-কে আপনি? রাণা রাজসিংহ?

রাজ। রাণা নই বন্ধু! রাণা হ'লে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতুম না। শুধু রাজসিংহ। যৌবনের সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে, এসো ভাই, উভয়ে একবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করি।

তয়। তাই ত—তাই ত রাণা!

রাজ। আবার রাণা? তা হ'লে এইখান থেকেই ফিরে যাই তয়বর খাঁ!

তয়! তুমি এত মহৎ!

রাজ। সখাকে অভিবাদন করা যদি মহত্ত্ব হয়, তা হ'লে আমাদের আলিঙ্গনের ব্যবধানমধ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠুক। আমাদের ডভয়বে সে ভস্মীভূত করুক।

তয় তবে এমনটা করলে কেন সখা?

রাজ। কি করলুম?

তয়। যখন দেখা করতে চাইলুম, দেখা দিলে না কেন?

রাজ। এই ত বললুম। রাণা হয়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসি নি।

তয়। বুঝেছি। কিন্তু আমাকে তুচ্ছ পত্রবাহক নিযুক্ত ক'রে সম্রাট ত মেবারপতির যোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন।

রাজ। তা করেছেন, কিন্তু তোমার প্রতি বড় অসদ্ব্যবহার করেছেন।

তয়। যদি কোনও শাজাদা দিল্লীতে থাকতেন, সম্রাট তাঁকে দিয়েই এই ইস্তাহার পাঠাতেন।

রাজ। তাতে ত দোষ হ'ত না তয়বর খাঁ! বাদশার পুত্র শুধু নাম। তা দরবারে তাদের অন্য কোনও স্বতন্ত্র পদবী নেই। কিন্তু তুমি এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। এ পত্র বহন ক'রে আনায় তোমার মর্য্যাদার বড়ই লাঘব হয়েছে।

তয়। এখন বুঝলুম, হয়েছে।

রাজ। যদি সরলভাবে বাদশা তোমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে থাকেন, তা হ'লে তাঁর কার্য্য আমি তত দোষাবহ মনে করি না। কিন্তু সে কথা আমার মনে হয় না।

তয়। তোমার কি মনে হয়?

রাজ। তুমি নিশ্চয় কোন একটা ভুল করেছ। কুটিল তাতারী তাই এই অপমানের কার্য্যে তোমার শাস্তি দিয়েছে। (**তয়বর রাজসিংহের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল**) কি মোগল সেনাপতি! আমার অনুমানটা কি সত্য?

তয়। আপনি আমাকে সখা ব'লে সম্বোধন করলেন কেন মাহারাণা। উভয়ে কোন্ যুগারম্ভে হয় ত সখা ছিলুম। তার পর অসম্ভব যুগ পরিবর্ত্তন। আপনি এক স্বাধীন রাজ্যের রাজা—সুতরাং মহান। আমি এক অকৃতজ্ঞ নরপতির গোলাম—সুতরাং হীন! আপনার বুদ্ধি অবস্থা-মাহাত্ম্যে উদারতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমার বুদ্ধি নীচ গোলামীতে অসম্ভব সঙ্কুচিত! যথার্থই একটা ভুল করেছি রাণা। কুটি

ল প্রভু মুখে সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে তার শাস্তি দিয়েছে। যদি অনুগ্রহ ক'রে পূর্ব্বভাব স্মরণে সখা ব'লে আমাকে এতই অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে এই নগরের সীমা পর্য্যন্ত আসুন। আমি সে ভুলের কথা বলতে বলতে যাই। কেন না, আমি আর বিলম্ব করতে পারব না। এখনি এই অবস্থায় আমাকে রূপনগর যেতে হবে।

রাজ। চলুন সেনাপতি!

তয়। ধন্য আপনার রাজবুদ্ধি! ভুলের শাস্তি নিষ্ঠুর সম্রাট আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বেইমান নই ব'লে শাস্তির পরিবর্ত্তে ঈশ্বর আমাকে আপনার এই অমূল্য হৃদয়ের স্পর্শ পুরস্কার দিয়েছেন। আমার দারুণ মনঃক্ষোভে এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আসুন মহিমান্বিত মহারাণা রাজসিংহ!

রাজ। চলুন সেনাপতি।

—

চতুর্থ দৃশ্য

রূপনগর—বিশ্রামাগার

কামবক্স্ ও রামসিংহ

কাম। এ কোথায় আন্‌লে রাজা? কি জংলি এরা! এতক্ষণ এসেছি, তবু খাতির করতে কেউ নেই।

রাম। আমি ত আর এদের দেখাতে নিয়ে আসি নি।

কাম। তা বটে! তুমি সুন্দরী দেখাতে নিয়ে এসেছ।

রাম। আর আপনি এখনে শাজাদা হয়েও আসেন নি।

কাম। তা বটে!

রাম। আপনি এসছেন শাজাদা কামবক্সের বন্ধু দেদারবক্স্।

কাম। ওঃ! সেটা মনে ছিল না।

রাম। আপনি যে শাজাদা, তা কি এদের জানাতে চান?

কাম। কিছুতেই না।

রাম। এরা যদি ঘূণাক্ষরে জানতে পারে, আপনি শাজাদা—

কাম। তা হ'লে এরা একজাই খাতির করতে থাকবে ।

রাম। তাও করবে, আর কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে বাদশার কানে উঠবে।

কাম। উঃ! ঠিক বলেছ—খাতির চাই না।

রাম। বাদশা যদি জানতে পারে, আমি আপনাকে একটা তুচ্ছ সামন্তের বাড়ীতে এনেছি—

কাম। অমনি তোমার নাসিকা কর্ণ স্থানচ্যুত হবে।

রাম। তা হ'তে পারে। কিন্তু আপনারও নাসিকা কর্ণের নিকটে গলদেশ ব'লে যে একটা স্থান আছে—

কাম। সেটা অসি সংলগ্ন হ'তে পারে।

রাম। পারে কেন- হবেই শাজাদা। বাদশা ঔরংজেব বিচারের সময় পুত্র ও প্রজাতে ভেদ দেখেন না।

কাম। কাজ নেই বামসিংহ খাতিরে। তুমি শুধু সুন্দরীকে দেখিয়ে দাও।

রাম। ব্যস্ত হবেন না।

কাম। কিছু না। আমি এই পাথরেব মত নিশ্চল হয়ে বসলুম।

*(রাম। শুধু আপনা'র মায়ের

সাহসে আপনাকে নিয়ে এসেছি। বেগমসাহেবের একান্ত ইচ্ছা, আপনার যিনি স্ত্রী হবেন,বাদশার হারেমে তাঁর সমকক্ষ রূপসী কেউ না থাকে।

কাম। মা সেখানে সবার চেয়ে রূপসী কি না!

রাম। তাঁর পুত্রবধূর রূপ অন্ততঃ তাঁর মত হওয়া ত চাই।

কাম। উঁহু! রূপনগরী তার চেয়ে বেশী রূপসী!

রাম। কি ক'রে বুঝলেন শাজাদা?

কাম। প্রথমতঃ এই জংলা দেশ দেখে।

রাম। জংলা দেশ দেখে?

কাম। নিশ্চয়। তুমি যখন আমাকে আজমীরের সেই বেহেস্তের মত বাগিচা থেকে আগ্রহ ক'রে টেনে এনেছিলে, তখন ভেবেছিলুম, নিশ্চয় ভারী সুন্দরী হবে এই রূপনগরী!

রাম। হেঃ হেঃ! শাজাদা! আপনার বুদ্ধিটেও একটা ভাববার বিষয়।

কাম। তার পর এই জংলা দেশ দেখে একেবারেই বুঝে ফেললুম, সে সুন্দরী বটে।

রাম। এ কথাটা বোঝা যে আমার বুদ্ধির বাইরে চ'লে গেল!

কাম। তুমি ভুঁড়ে রাজা—ঘেসো বুদ্ধি।

রাম। হেঃ—হেঃ—হেঃ—হেঃ!

কাম। বুঝতে পারলে না? সুর যতই জংলা হয়, ততই বেশী মিষ্টি।

রাম। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ: শাজাদা। আপনার বুদ্ধির তুলনা নেই।

কাম। তার ওপর এই খাতির করা দেখে একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছি, রূপনগরী শিরীর মত কোন একটা পরীজাতীয়া সুন্দরী। যার ঘরে এত রূপ, সে দুনিয়ার বাদশাকেও খাতির করবে না।

রাম। এখন বেশ বুঝতে পারছি, ভবিষ্যতে আপনিই তক্ততাউসে বসছেন।

কাম। তা তো বসছি, কিন্তু তাতে মনের মত একটি বেগম বসাতে না পারলে, সিংহাসনে ব'সেও যে সুখ হবে না।

রাম। বেগমসাহেব সেই জন্যই ত আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আমাকে হুকুম করেছিলেন।

কাম। কিন্তু বেগম যে ধরা দিতে চাচ্ছে না, তার এখন করছ কি?

রাম। মনের মত বেগম কি সহজে ধরা দেয়, তাকে ধরতে হ'লে আগে নিজেকে ধরা দিতে হয়।)* **(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি।**

কাম। রাজা! রাজা! এরা ত একেবারে জংলী নয়, খাতির আসে যে!

রাম। আসবে না ত কি! আপনি যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

কাম। **(নেপথ্যে চাহিয়া)** রামসিংহ! মনের মত বেগম পেয়েছি!

রাম। কই—কই? কোথায়?

কাম। বেগম পেয়েছি রামসিং! রূপনগরীর কি রূপ!

রাম! কি বিপদ! কোথায় রূপনগরী?

কাম। কি রাজা, ধরা দেব না কি?

রাম। ছিঃ শাজাদা!

কাম। আরে ভুঁড়ে রাজা,

দেদারবক্‌স বল— দেদারবক্‌স্‌ বল।

রাম। তা দেদারবক্‌স্‌ই তুমি বটে! তুমি এই বুনো মাড়োয়ারীদের কাছে আমার মাথাটা হেঁট করাবে দেখছি।

কাম। না রাজা, না।

রাম। আর না। আসছে, ওরা যে নর্ত্তকী!

কাম। সমস্ত বুদ্ধিটে পেটে পুরে কেবল পেটটাকে অসম্ভব ফুলিয়ে ফেলেছ। ওরা নর্ত্তকী, তা কি আমি বুঝি নি।

রাম। কই, রূপনগরীকে ত আমি দেখতে পাচ্ছি না।

কাম। তুমি কেবল ভোজ্যবস্তু দেখতেই জন্মগ্রহন করেছ। রূপ কেমন ক'রে দেখতে হয়, তুমি জান রাজা?

*(রাম। খুব জানি দেদারবক্‌স্‌!

কাম। উঁহু—বোধ হচ্ছে না। তুমি বলবে, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত ক'রে, ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকিয়ে, চোখের প্রান্তভাগ দিয়ে শ্যেনপক্ষীর মত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়। তাতে রূপ বেঁধা হয়, দেখা হয় না।

রাম। তা কেন? বিস্ফারিত চক্ষে, তারা দুটোকে নিশ্চল ক'রে—যেমন আপনি ওইগুলোর পানে চেয়ে আছেন।

কাম। উঁহু! তাতে কেবল রূপ খাওয়া হয়, দেখা হয় না।

রাম। রূপ দেখতে হয় কেমন ক'রে?

কাম। রূপ দেখতে হ'লে, তারা দু'টোকে এই রকম করে একবার কপালের কাছে টেনে তুলতে হয়। তার পর একেবারে মুদ্রিত ক'রে গুম হয়ে ব'সে যেতে হয়।

রাম। সে ত কবরে যাবার পূর্ব্বক্ষণে!)*

কাম। বা!বা! এক, দুই, তিন—ওই নর্ত্তকীদের রূপের ভিতর দিয়ে আমি রূপনগরীর রূপ দেখতে পাচ্ছি রামসিংহ। দেখছি যেন চাঁদিনীমাখা দরিয়ার উথলে-ওঠা তরঙ্গ। তাতে ওই রূপালি মাছের টুকরো টুকরো চাঁদগুলো ডুবছে, ভাসছে, সাঁতার কাটছে।

রাম। রাজকুমারীকে না দেখেই যদি এই রকম ক'রে কবিতার স্রোত ছুটতে থাকে, দেখলে কি হবে বন্ধু!

কাম। দেখলে একেবারে চুপ।

রাম। তা হ'লে এখন থেকেই চুপের আরম্ভ হ'ক।

এক এক করিয়া নর্ত্তকীত্রয়ের প্রবেশ

কাম। এক, দুই, তিন—

রাম। দেখছি দেদারবক্‌স্‌, তুমি গোল বাধালে!

কাম। মুদারা, উদারা, তারা!

অপর নর্ত্তকীত্রয়ের প্রবেশ

রাম। কর কি বন্ধু, ওরা যে শুনতে পাবে?

কাম। বাঃ—বাঃ তার উপরে আবার সা রে গা মা পা ধা নি।—উঃ! এর উপরেও চড়া সুরে রূপকুমারী!

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

রাম। কি রে! এসে থমকে দাঁড়ালি যে?

১ম, ন। তোমাকে দেখে গো!

কাম। বক্‌সিস্‌ দাও রাজা! ঠিক জবাব দিয়েছে।

রাম। তোদের কে এখানে পাঠালে?

শ্যামসিংহ ও দেওয়ানের প্রবেশ

তোমরা ত বড় অসভ্য। এতক্ষণ পরে খোঁজ নিতে এলে!

কাম। আরে! কেয়া তাজ্জব-বিকানীর?

শ্যাম। আমরা অসভ্য বটে, কিন্তু আমাদের যা কিছু ত্রুটি, তা আপানার সভ্যতার দোষেই হয়েছে অম্বরপতি! রূপনগর আপনার অম্বরের মত বিশাল নয় ব'লে, আমার ভাগিনেয়ীকে দেখাতে শাজাদাকে এখানে ছদ্মবেশে সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন। ওমরাও জেনে, আপনাদের অভ্যর্থনার একরূপ ব্যবস্থা করেছিলুম; কিন্তু যখন জানতে পারলুম, আমাদের সৌভাগ্যবশে আমার রাজপুত্র এদের গৃহে পদার্পণ করতে এসছেন, তখনি আমাদের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে।

দেও। হুজুরালি! তাই আমাদের আসতে বিলম্ব। কসুর মাপ করুন।

কাম। আর মুখ চোকাচ্ছ কেন রাজা, ধরা প'ড়ে গেছ! এইবার চল। এদের তুমি অসভ্য বলছিলে না?

রাম সে আমি না, আপনি শাজাদা।

কাম ঐ আমার বলা হ'লেই তোমার হ'ল। যেহেতু, মোসাহেব

হে বৃদ্ধ, এ কারো দোষ নয়। যদি কারো কিছু দোষ হয়ে তাকে ত আপনার ভাগিনেয়ীর। এতটুকু ছোট জঙ্গুলে দেশের ভিতর তার এত সুন্দরী হওয়া অতি অন্যায় হয়েছে।

শ্যাম। কথা শুনে মুগ্ধ হলুম শাজাদা!

কাম। তা তো হ'লে, এখন তোমাদের কন্যাকে দেখে আমি মুগ্ধ হ'লে হয়।

শ্যাম। সেটা কন্যার ভাগ্য, রূপনগরের ভাগ্য। এইবারে গোলামদের গৃহে আসতে আজ্ঞা হোক হুজুরালি।

কাম। ওঠ রামসিংহ!

শ্যাম। আপনাকে একা যেতে হবে শাজাদা! এ শোভাযাত্রায় আপনার সঙ্গে যাওয়ার রামসিংহের অধিকার নেই।

কাম। কেন নেই?

শ্যাম। আপনি সম্রাটের পুত্র, আপনার সঙ্গে সমান মর্য্যাদা আমরা অম্বরপতিকে দিতে পারি না।

কাম। তা হ'ক আমি ওঁকে মর্য্যাদার সঙ্গে, সঙ্গে ক'রে এনেছি।

শ্যাম। তা হ'লেও পারি না।

কাম। কেন পারবে না রাজা?

শ্যাম। বললে কি আপনি বুঝতে পারবেন শাজাদা?

কাম। বুঝিয়ে বললে পারবো না কেন?

রাম। আর বুঝতে হবে না। আপনিই যান শাজাদা।

দেও। আপনি অগ্রসর হ'ন। আমি ওঁকে নিয়ে যাবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করছি।

রাম। আমার যাবার প্রয়োজন কি? ওঁকে আপনারা কন্যা দেখিয়ে দিন, তা হ'লেই হবে। তবে বিলম্ব করবেন না। কেন না, আজই আমাদের দিল্লী রওনা হ'তে হবে।

কাম। বল রাজা, কেন পারবে না।

শ্যাম। এ সামাজিক কথা শাজাদা। এরা রাঠোর, আর আপনার সঙ্গী কছোয়া

রাজপুত। যদিও এরা ওঁর চেয়ে দরিদ্র, সমাজে কিন্তু ওঁর চেয়ে এদের স্থান অনেক উচ্চে। এটা বললেই বুঝতে পারবেন— এই ক্ষুদ্র ভুঁইয়াকে ভগিনী দান ক'রে বিকানীর ধন্য হয়েছে। বিশেষতঃ উনি আপনার পিতার শ্যালক-পুত্র। সম্রাটের পুত্র আর তাঁর শ্যালক-পুত্র এক মর্য্যাদা পেতে পারে না।

কাম। ও। ও দিকে রাঠোর, এ দিকে কছোয়া এবং শ্যালকপুত্র—তা হ'লে আর কি করব, আমি চলি, তুমি পেছিয়ে এস রামসিংহ।

নর্ত্তকীগণের গীত

অতিথি এসেছে দ্বারে ছিল সে নদীর পার,
তারে জানি জানি যেন জানি গো,
চেনা চেনা যেন মুখটি তার।
ও পারে ছিল সে রাজা, এ পারে ভিখারী বেশ,
ছিল যেন তার মাথায় তাজ, এ পারে রুক্ষ কেশ।
তার চাহনি কাঁদুনী মাখা,
দেখিয়া এ হিয়া হ'ল যে ভার—
এস হে অতিথি ঘরে এস,
দিব হে তোমায় উপহার।।

(কামবক্স্ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে নহবতাদি বাদ্যধ্বনি)

শ্যাম। এইবার আমার সঙ্গে আসুন অম্বরপতি।

রাম। **(সক্রোধে)** মূর্খ রাজা। এ প্রলাপগুলো শাজাদার সাক্ষাতে না বললে কি হ'ত না।

শ্যাম। অপমান বোধ হয়েছে রামসিংহ?

রাম। রাজা মানসিংহের অপমান ক'রে রাণা প্রাতাপের কি দুর্দ্দশা হয়েছিল জান?

শ্যাম। তার মর্য্যাদাবোধ ছিল। ঘট্‌কি কছোয়া। তোমার কি মান-অপমান জ্ঞান আছে? আমার ভাগনীকে নিজে লাভ করতে না পেরে, প্রতিশোধ নিতে তুর্কীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছ। কেন না, বুঝেছ, এটা চিতোর নয়, ক্ষুদ্র ভুঁইয়া— সম্রাটপুত্রের আবেদন অগ্রাহ্য করতে সাহস করবে না। তাই এদের পবিত্র কুল নষ্ট ক'রে একটু আনন্দ উপভোগ করতে এসেছ।

রাম। বৃদ্ধ তুমি, নইলে মাথাটা তোমার কাঁধ থেকে আলাদা ক'রে এ প্রশ্নের উত্তর দিতুম।

শ্যাম। আমাকে বৃদ্ধ মনে করছ কেন? এ কবন্ধীতে এখনও যে জোর অবশিষ্ট আছে, তাতে তোমার মত দু'দশটা কছোয়াকে অক্লেশে কবন্ধ ক'রে দিতে পারি।

রাম। **(সভয়ে)** দেখ দেওয়ান! ব্যাপার কিছু গুরুতর হয়ে পড়ছে।

দেও। করেন কি রাজা, অম্বরপতি আজ আমাদের অতিথি।

শ্যাম। তবে যাও, শাজাদা অনেকদূর চ'লে গেছে। এইবারে এই উদর সর্ব্বস্বকে সঙ্গে নিয়ে যাও। **(প্রস্থান।**

রাম। আমি আর যাব না—তুমি যাও। আজ যদি শাজাদাকে সঙ্গে না আনতুম, তা হ'লে এ ভুঁইয়ার গ্রামকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে চ'লে যেতুম।

দেও। না রাজা, ক্রোধ করবেন না। বৃদ্ধ বিকানীর মাথা ঠিক রাখতে

পাচ্ছেন না।

রাম। অমি তোমাদের কি উপকার করেছি, তা জানো?

দেও। আপনি চলুন—

রাম। ওই ছেলেই ভবিষ্যতে বাদশা হবে-তা জানো?

দেও। চলুন—রাজা, চলুন।

রাম। এর পরে বিক্রম সোলাঙ্কী হবে বাদশার শালা। দেখতে দেখতে হয়ে যাবে একটা সুবেদার। আজকে আমাকে দেখে এদের রাগ হচ্ছে। কা'ল আর আমাকে দেখে চিনতেও পারবে না।

দেও। রাজা আপনার গুণের মর্ম্ম বুঝতে পারেন নি—আপনি চলুন।

রাম। আমাকে দেখে দন্তবিকাশ! ক্রোধটা হ'তে হ'তে হঠাৎ থেমে গেল। নইলে এখনি রক্তগঙ্গা হয়ে যেতো, তা জানো!

দেও। আপনার ধৈর্য্য দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।

রাম। আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। তুমি আশ্চর্য্য হবে—তা আর বেশী কথা কি? এখন বুঝেছি, এই ধৈর্য্যই আমার একমাত্র অবলম্বন। তবে শোন, আমার ভাই সিংহাসন-লোভে অধীর হয়ে পিতাকে হত্যা করলে। কিন্তু ধৈর্য্য আমাকেই সিংহাসনে বসালে। আমি রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চাইলুম। বৃদ্ধ আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে। আমি অমনি ধৈর্য্য ধারণ করলাম! ফলে শাজাদা তাকে বিবাহ কবতে এলো। দেওয়ান, আবার ওই বুড়ো যদি ওই রকম পাগলামী করে, তা হ'লে আবার আমি ধৈর্য্য ধারণ কবব। তখন কি হবে, তা জানো? বাদশা আলমগীর্ নিজে ঐ কন্যার পারিগ্রহণ করতে এখানে উপস্থিত হবেন।

দেও। না-না। খুব জেনেছি রাজা, অনর্থক আর বিপদ বাড়াবেন না। আমরা সকলেই সম্রাটপুত্রকে রাজকন্যা দানের মত করেছি। আমি হাত যোড় করছি-আপনি আসুন।

রাম। তুমি বার বার যখন বলছ, তখন চল, আমি যাচ্ছি। কিন্তু এর পরে যদি বুড়ো বিকানীর ঐরূপ আচরণ করে, তখন কিন্তু আমার আর ধৈর্য্য থাকবে না। তখন হয় ত আমি নিজেই আবার ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করতে এই বীরবাহু প্রসারণ করবো। (বাহু বিস্তার)

দেও। আর কেউ কিছু বলবে না—ধৈর্য্য—রাজা, ধৈর্য্য।

রাম। বেশ—ধৈর্য্য, চল-ধৈর্য্য—ধৈর্য্য।

পঞ্চম দৃশ্য

রূপনগর—পথ

বীরাবাই ও ভীমসিংহ

বীরা। কিছু জানতে পারলে ভীমসিংহ?

ভীম। সহরের দু'চার জনকে জিজ্ঞাসা করলুম, কেউ বলতে পারলে না।

বীরা। কাদের পল্‌টন, তা বুঝতে পারলে?

ভীম। দেখে ত রাজপুত ব'লে বোধ হ'ল না।

বীরা। সংখ্যায় কত বুঝলে?

ভীম। দু' হাজারের ত কম নয়। নগরের অল্পদূরেই তারা সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এ দিকে দেখছি, রাজার বাড়ীতে কিসের উল্লাস হচ্ছে।

বীরা। এই রকমই হয়! এই রকম মূর্খের নিশ্চিন্ততাতেই হিন্দুস্থানের একটি হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হয়েছে। এইরূপ নিশ্চিন্ততাতেই দিল্লীর বীর শ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েও মহম্মদ ঘোরীর হাতে প্রাণ দিয়েছে। এইরূপ নিশ্চিন্ততার জন্যই তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাবীর সংগ্রামসিংহ হিন্দুস্থানে মোগলের আগমনের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে। ফতেপুরে বাবরের কাছে তার পরাভবের আমি অন্য কোনও কারণ নির্দ্দেশ করতে পারি না। ভীমসিংহ! রূপনগরীর মত তুমিও নিশ্চিন্ত থেকো না। তোমার গৌরব দেখাবার সময় উপস্থিত।

ভীম। আর একবার ব্যাপারটা কি জানবো না?

বীরা। জানতে জানতে ওরা যদি রূপনগর আক্রমণ করে? ভুল হয়? ওরা যখন ফিরবে, তখন তোমারও ভীলসৈন্য নগরপ্রান্ত থেকে নিঃশব্দে ফিরে যাবে। ভুলে যেও না, যদি এর পর রূপনগরী-রমণীর উপরে কোনও অত্যাচার হয়, তাদের ভিতরে আমিও আছি।

ভীম। (প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া) ফিরে এসে কোথায় তোমাকে দেখতে পাব?

বীরা। ঐ সম্মুখের শিবমন্দির। আমি সংবাদ নিয়েছি, ওখানকার পূজক যে, সে আমাদের পুরোহিতের জামাতা। সুতরাং ওখানে আশ্রয় নিতে আমার কোনও শঙ্কা নাই।

ভীম। মা, আশীর্ব্বাদ কর। (অভিবাদন)

বীরা। এস। ঘোড়া যদি তোমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়, তা হ'লে তার পিঠে চেপে তুমি অশ্বারোহীর রাজা হয়ে ফিরে এস।

(ভীমসিংহের প্রস্থান।

হায়! আগে কে জেনেছিল, আমার সকল আনন্দ আমাকে ঐশ্বর্য্যের মদিরায় ঘুম পাড়িয়ে এইরূপ পথের ধূলায় লুকিয়েছিল।

নাগরিকাদ্বয়ের প্রবেশ

১ম, না। ঐ ওরা বললে শুনলি নি? কামবক্স্ মানে কন্দর্পের দান।

২য়, না! কন্দর্পের দানই বটে! কি রূপ!

১ম, না। ওর মা-ও শুনেছি না কি বড় রূপসী।

২য়, না। তা আর হবে না গা! দুনিয়ার বাদশা, তার বেগম।

৩য় নাগরিকার প্রবেশ

৩য়, না। আচ্ছা ভাই, কোথাও কিছু নেই, বাদশার ছেলে হঠাৎ রাজার বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল কেন?

১ম, না। কেন বুঝতে পারলি নি?

৩য়, না। না। এইমাত্র বুঝলুম, তাঁর আসার জন্য রাজবাড়ীতে একটা মোচ্ছব হচ্ছে।

২য়, না। রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসেছে।

৩য়, না। ও মা, সে কি গো, সে যে তুর্কী! রাজপুতানীর সঙ্গে তার কেমন ক'রে বিয়ে হবে?

১ম, না। তুই কি ন্যাকা হ'লি না কি। ও সব দোষ কেবল আমাদের গরীবের বেলায়। রাজা-রাজড়াদের ওতে বাধে না।

২য়, না। কোন্ রাজাদের মেয়ে বাদশার ঘরে না পড়েছে। বাকী আছে কেবল মেবার।

১ম, না। তারও আর বেশী দেরী নেই, এখনি কোন্ দিন শুনবি পড়েছে।

বীরা। কি বললি পাপিষ্ঠা! দ্বিতীয়বার বললে তোর জিব কেটে দেব।

১ম, না। ও মা! বুঝতে পারি নি মা! হাতজোড় করছি, ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি মেবারী রাজপুতনী এখানে আছ, তা জানতুম না।

বীরা। খবরদার! এ হীন কথা কখন মনেও আনিস্ নি। কাশী যেমন শিবের ত্রিশূলের উপর, মেবারও তেমনি রাণী পদ্মিনী আর তার হাজার হাজার সতী সঙ্গিনীদের চির-জ্বলন্ত চিতানলের শিখায় ব'সে আছে। ক্ষুদ্র রূপনগরী! তুই তার উচ্চতার সীমা বুঝবি কি!

১ম, না। মা! অপরাধ করেছি। জিব কেটে দাও।

বীরা। যা—পাপমুক্ত হ'লি। চ'লে যা।

১ম। না। (প্রস্থান করিতে করিতে) এমন ত দেখি নি।

সকলে। তাই ত গো, এ কি জ্বলন্ত মূর্ত্তি!

(সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রূপনগর—শিব-মন্দির

রূপকুমারী

রূপ। *(ধিক্ ধিক্! যে কেবল লালসার দাস, তার ঘরে গিয়ে দাসী হওয়া! তার চেয়ে মৃত্যু কত সুখের। সহজ উপভোগ্য বস্তু জেনে বিধর্ম্মী যখন তখন এই অধরে তার পিপাসু ওষ্ঠ স্পর্শ করাতে আসবে! তার চেয়ে মৃত্যুর চুম্বন কত মধুর! উমানাথ! কথায় তোমাকে তিরস্কার করি, সে সময় নেই; তোমার রহস্যের ভিতরে আশ্বাস কথা শুনি, সে কান নেই; তোমার এই পাথরের দেহের ভিতরে প্রাণ খুঁজে বা'র করি, সে চক্ষু নেই। তখন মিছামিছি কতকগুলো ফুলের আঘাতে তোমাকে আর ব্যাকুল করব না।)* উমানাথ, এই এনেছি, **(বিষপাত্র ধারণ)** দেবতার আবেদনে এক দিন তুমি যা আকণ্ঠ পান করেছিলে, সে সময় তুমি সব খেতে পার নি, এই রূপনগরী প্রসাদ পাবে ব'লে সে হলাহলের এইটুকু অবশিষ্ট ছিল। তোমার মত পতি পাব ব'লে,—শৈশব থেকে তোমার অর্চ্চনা ক'রে আসছি। তার যা ফল, তার তীব্রতা এর চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে এ আমি তোমার সুমুখে পান করতে পারি।

(বিষপাত্র মুখের কাছে তুলিলেন; পশ্চাৎ হইতে বীরাবাই আসিয়া হাত ধরিয়া ফেলিলেন)

বীরা। করছ কি?

রূপ। কে তুমি?

বীরা। আগে পাত্র ছাড়, তার পর বলছি।

রূপ। এ পাত্র ছাড়বো ব'লে ত আমি মুখের কাছে তুলি নি। হাত ছাড়।

বীরা। আমিও ছাড়বো ব'লে ত তোমার হাত ধরি নি। শেষ না দেখে, এ শেষ উপায় অবলম্বন করছ কেন? এইমাত্র শুনলুম, শিবের মত পতি-লাভে শৈশব থেকে এই ঠাকুরের অর্চ্চনা ক'রে আসছ। রাজপুতানী! এত শীঘ্র ফলের উপর সন্দেহ ক'রে নিজের পূজাকে অশ্রদ্ধা করছ কেন? আমি ত দেখছি, তোমার অদৃষ্টে শিবেরই তুল্য বর আছে।

রূপ। রহস্য ক'র না—রহস্য না।

বীরা। বেশ, কথা রহস্য ব'লে বোধ হয়, এই আমি তোমারই নিকটে একে রেখে দিচ্ছি? এর পরে পান কর। যে খাঁটি রাজপুতানী, মর্য্যাদা ত তার চরণ-রেণুতে প্রতিপদক্ষেপে সৃষ্ট হয়। তার আবার মর্য্যাদানাশের ভয়! ছি বালা! তোমার রূপ দেখে ঈর্ষ্যান্বিতা হয়েছি, কথা শুনে ভালবেসেছি—কার্য্য দেখিয়ে আমাকে হতাশ ক'র না। মরবারই যদি প্রয়োজন হয়, তার ঢের সময় আছে। কথায় বিশ্বাস না হয়, এই দেখ, মরণ আমার আঁচলে বাঁধা। (**বিষ-কৌটা প্রদর্শন**) আঁচল থেকে মুখে উঠতে তার বিলম্ব হয়, এই দেখ হৃৎপিণ্ডকে আগুলিয়া মরণ প্রহরী। (**ছুরিকা প্রদর্শন**)

রূপ। আমাকে রক্ষা কর। (**নতজানু**)

বীরা। তুমি আগে আমাকে রক্ষা কর। তুর্কীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা শুনে, এ নগরে জলস্পর্শ করব না সঙ্কল্প করেছিলুম। আমি বড় পিপাসার্ত্ত, আমাকে একটু জল দাও।

রূপ। দাঁড়াও, এখনি আনছি।

(**রূপকুমারীর প্রস্থান।**

বীরা। উমানাথ! এই অবকাশে তোমাকে একটা প্রণাম ক'রে নিই। আমাকে দিয়ে কুমারীর প্রাণরক্ষা করালে। এইবারে তার মানরক্ষা কর। নষ্ট-মর্য্যাদায় নারীর প্রাণের কোনও মূল্য নেই।

(**জল-পাত্র লইয়া রূপকুমারীর প্রবেশ**)

রূপ। তাই ত গা। তোমাকে—তোমাকে—

বীরা। কি সম্পর্কে ডাকবে বুঝতে পারছ না? ভয় কি! এখনি সম্পর্ক ঠিক ক'রে নিচ্ছি। (**জলপানান্তে পাত্রদান**) তোমার বয়স কত?

রূপ। উনিশ বৎসর।

বীরা। আ আমার পোড়া কপাল! স্বর্গে গিয়েও যে সতীন উষ্ণনিশ্বাসের জ্বালায় অস্থির ক'রে আমাকে গৃহ ছাড়িয়েছে, পথের মাঝে সেই সতীন নব কলেবর ধ'রে আমারই কাঁধে ভর করলে! নাও, এইবারে মন প্রস্তুত কর। সাবধান! পদস্খলিত হয়ো না। তুর্কী বিলাস-পরবশ হ'য়ে তোমাকে স্পর্শ করতে এসে আভূমি প্রণত হয়ে যেন তোমাকে কুর্নীশ করে! নারীর সতীত্ব রাখতে মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, দেশ-কারও মুখের প্রতি লক্ষ্য ক'র না। যদি পার, তা হ'লে তোমার স্বামীর নাম এই উমানাথের সম্মুখে উচ্চারণ করি।

রূপ। এই উমানাথের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা। তুমি যে নাম করবে, তাকেই জানবো আমার স্বামী।

বীরা। তা হ'লে এটাকে আবার আঁচলে বাঁধ। **(বিষপাত্র অঞ্চলে বন্ধন)** ভগিনি! তোমার স্বামী নরশ্রেষ্ঠ মহারাণা রাজসিংহ।

রূপ। **(প্রণাম করিতে করিতে)** দেবি! স্বামীর নাম এই ইষ্টমন্ত্রের মত আমার নিশ্বাসের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, মনের সঙ্গে গেঁথে নিলুম।

বীরা। এইবারে—যত শীঘ্র পার—কেন না, আমার মনে হচ্ছে, তারা তোমাকে খুঁজছে, অনুসন্ধানে হয় ত তারা এখনি এখানে এসে উপস্থিত হবে—যত শীঘ্র পার, রাণার নামে একখানি পত্র লিখে আমাকে এনে দাও।

রূপ। এইখানেই লেখবার উপকরণ আছে, আমি এখনি লিখে আনছি।

(প্রস্থান।

বীরা। আমি একটু উমানাথের চরণতলে ব'সে বিশ্রাম গ্রহণ করি। আমিও নারী— আমাকে অবসন্ন করতে নারী-সুলভ আতঙ্ক অতি উদ্বেগে কখন কখন বক্ষের মধ্যে স্পন্দিত হয়।

(বীরাবাইএর গীত)

গিরিশ মহেশ এহ গৌরীপতি,
অভয় চরণে করি নতি হে,
হে শশাঙ্কমৌলি অজ্ঞাত পথে চলি—
জানি না কোথায় মম গতি হে।
অন্তর্যামী তুমি আর কি জানাব আমি,
পথে যেতে যদি কাঁপে মতি হে—
অন্ধ নয়ন মোর করে যেন উজ্জ্বল,
ঢালি ত্রিনয়ন-বিগলিত জ্যোতি হে।

রূপকুমারীর প্রবেশ

রূপ। দিদি! **(পত্রদান)**

বীরা। এনেছ?

রূপ। এনেছি। এই নাও, পাঠ কর। মনের আবেগে কি লিখতে কি লিখেছি। বুক কেঁপেছে— হাত কেঁপেছে—চক্ষু জলে ভরেছে—চিত্ত স্থির রাখতে পারি নি।

বীরা। **(পাঠান্তে)** এইতেই যে একখানা কাব্য লিখে ফেলেছ ভগিনি। এইবারে হাসিমুখে তুর্কী বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

সপ্তম দৃশ্য

রূপনগর—রাজবাটী

কামবক্স্

(কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে)

কাম। কি সুন্দর উদার বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী! এই হচ্ছে রূপকুমারীর সহোদর বিক্রমসিংহ! সুন্দর, সরল, অল্পভাষী, অথচ গর্ব্বিত ক্ষুদ্র ভুঁইয়া আমাকে বাদশাপুত্রের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়েও বেশ একটু গর্ব্বভরা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে চ'লে গেল! এইবারে তার ভগিনী। দেখতে তাকে ইচ্ছাও হচ্ছে, আবার নাও হচ্ছে। এক একটা নর্ত্তকী থেকে আরম্ভ ক'রে এই বন্যপ্রদেশবাসিনীগুলোর রূপ যেন এক একটা ধাপে পা দিয়ে একটা আকাশস্পর্শী অট্টালিকার ছাদে ওঠবার ভাব দেখাচ্ছে। রূপকুমারীকে না দেখলে মনে হচ্ছে, যেন দৃষ্টির ভাগ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! দেখতেই হবে। বিশেষতঃ যখন মা'র আদেশ। মা যে কেন আদেশ ক'রেছেন, তা বুঝেছি। দিল্লীর অন্তঃপুরের সেই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের

অত্যাচার পিতার একান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি বহুদিন ধ'রে সেই জন্য এমন রূপের সন্ধান করছেন, যার সম্মুখে মায়ের সৌন্দর্য্য লজ্জিত, পরাস্ত, লাঞ্ছনা বিনত হয়। ভাবে বুঝেছি, রূপকুমারীর সেই রূপ। সে রূপ দেখতেই হবে। শুধু দেখতে হবে? কিন্তু পাবার কথা মনে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা আশঙ্কা। সঙ্গে বলি কেন—মনে উঠবার আগেই রক্তবর্ণ পাগড়ীর মত সেটা যেন আমার ইচ্ছার মাথায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। আমি এত চেষ্টা করছি, তবু ইচ্ছা থেকে এ আশঙ্কাটাকে কোনও মতে পৃথক্ করতে পারছি না। এমন রাজভক্ত, এমন আতিথেয়, এমন সদালাপী, মধুরপ্রকৃতি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, যেন অতি যত্নে তারা মৌখিক আনন্দের আচ্ছাদনে একটা কি তীব্র বিষাদ লুকিয়ে রেখেছে। এই নিস্তব্ধ বিষণ্ণতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে সেই কুমারী। দেখতে হ'লে বিষাদের পর্‌কলায় চক্ষু আবৃত করতে হয়, পেতে হ'লে বিষণ্ণতায় হৃদয়টাকে চিরজীবনেরই মত বুঝি জড়িয়ে ফেলতে হয়।

বিক্রমসিংহের প্রবেশ

এখনি যে ফিরে এলে বিক্রমসিংহ?

বিক্রম। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি শাজাদা। যেতে যেতে সেইটে মনে প'ড়ে গেল, তাই বলতে এসেছি।

কাম। বল।

বিক্রম। আমার ভগিনীকে এখানে যখন নিয়ে আসবো, তখন আপনি ভিন্ন আপনাদের আর কেউ এখানে থাকতে পারেন না।

কাম। ভাবে বোধ হচ্ছে, আমারও এখানে আসাতে তোমরা কেউ সুখী নও? মাথা নীচু করলে কেন? কথায় উত্তর দাও।

বিক্রম। রাজার পুত্র-দেবতা। যদি ভক্তি পুষ্পের অঞ্জলি নিতে এখানে এইরূপ অতর্কিতভাবে আসতেন, আমরা কৃতকৃতার্থ হয়েছি মনে করতুম শাজাদা।

কাম। তবে আমাকে ভগিনী দিতে আসছ কেন?

বিক্রম। আমরা দিচ্ছি কই শাজাদা, আপনি নিতে এসেছেন।

কাম। বাধা দেবার ক্ষমতা নেই?

বিক্রম। আমরা অতি ক্ষুদ্র।

কাম। তবে সমস্ত নাগরিক এত উল্লাস দেখাচ্ছে কেন?

বিক্রম। যখন ভগিনীকে নিয়ে এ স্থান ত্যাগ করবেন, তখন তারা কাঁদবে, এখন চক্ষুজলের উপর কৃত্রিম উল্লাসের আবরণ দিয়ে লুব্ধ বাতাসকে তারা প্রতারিত করছে।

কাম। তোমার ভগিনীকে ত এখনও দেখি নি। তবে আগে হ'তে এত ভয় পাচ্ছ কেন?

বিক্রম। মনে করেছেন, আমার ভগিনীর রূপ যদি আপনার পছন্দ না হয়?

কাম। পছন্দ যে হবে, এমন নিশ্চয়তা কি?

বিক্রম। কই শাজাদা, আপনার চক্ষু ত পাথরের নয়! খঞ্জনের নৃত্য হ'তেও চঞ্চল পলক! আমি দেখছি, তার অন্তরালে চোখের তারা শ্রেষ্ঠ রূপ দেখবার পিপাসায় ছট্‌ফট্ করছে।

কাম। যাও বিক্রমসিংহ, ভগিনীকে নিয়ে এস। আর বিলম্ব ক'র না।

বিক্রম। না শাজাদা, বিলম্ব করতে আমাদেরই এখন ভালো লাগছে না। বেলা থাকতে আপনাকে দেখিয়ে দি। বেলা-শেষে আপনি তাকে রূপনগর থেকে নিয়ে যান। সন্ধ্যার অন্ধকার বিস্মৃতির অঞ্চল দিয়ে রূপনগরের এ বিষাদকাহিনী আবৃত করুক।

কাম। বিক্রমসিংহ!

বিক্রম। হুকুম জনাবালি!

কাম। আমাকে কেমন দেখছ?

বিক্রম। যদি আপনাকে না দেখে আপনার চিত্র দেখতুম, তা হ'লে আমাদের গৃহের দেওয়ালে যেখানে দেবতাদের চিত্রপট আছে, তাদের পাশে এক স্থানে তাকে ঝুলিয়ে রাখতুম। হায়! আপনি এত সুন্দর!

কাম। যাও, তোমার ভগিনীকে নিয়ে এস। শুধু তাই নয়, রামসিংহ এখানে উপস্থিত থাকবে বিক্রমসিংহ এবং তোমাকেই তাকে এখানে আসবার কথা ব'লে আসতে হবে।

বিক্রম। (**চলিতে চলিতে**) দুর্ব্বল—দুর্ব্বল—একান্ত দুর্ব্বল। যত পারো কর অত্যাচার তাতারী। (**প্রস্থান।**

কাম। অত্যাচার? না দুর্ব্বল রূপনগরী রাজপুত। তাতারী নিজের উপর আজ অত্যাচার করছে, তার শতাংশ অত্যাচারও সে তোমাদের উপর করতে পারছে না। ছদ্মবেশের ভিতরে তার সমস্ত মর্য্যাদা লুকিয়ে একটা ভিক্ষুকের মত সে আজ রূপনগরে প্রবেশ করেছিল। অনাতিথেয় রাজপুত! তুমি তাকে ভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ। ক্ষোভে লজ্জায় সে এখন সেই মর্য্যাদা তোমাদের এই জঙ্গলের ভিতর সমাধিস্থ করতে ব্যাকুল হয়েছে।

তয়বর খাঁর প্রবেশ

আসুন তয়বর খাঁ। এতক্ষণ ধ'রে এক জন মনোমত সঙ্গীর বড়ই অভাব অনুভব করছিলুম।

তয়। আমার আর আসতে হবে না শাজাদা! আপনি এখনি এ সব পরিত্যাগ ক'রে আমার অনুসরণ করুন।

কাম। রাজকুমারীকে না দেখে?

তয়। আর তাকে দেখবার অবকাশ থাকবে না।

কাম। খুব থাকবে। আপনি আমার কাছে থাকুন।

তয়। আমি মিছে কই নি সম্রাট্-পুত্র!

কাম। সম্রাট্ আলমগীরের এক জন বীর সেনাপতি রহস্যের ছলেও মিথ্যা কইতে পারে না-এটা আপনার জানা আছে।

তয়। সম্রাটের অভিসন্ধি আমি বুঝতে পারছি না। তিনি এরাদৎ খাঁকে দু'হাজার ফৌজের সঙ্গে রূপনগরে পাঠিয়েছেন।

কাম। সে অভিসন্ধি আমি জানি। তবু আমি রূপনগরওয়ালীকে না দেখে যাব না।

তয়। কিন্তু এটা জানি, এরাদৎ খাঁ এখানে আপনাকে দেখতে পেলেই বন্দী করবে। সে সম্রাটের পরোয়ানা নিয়ে আসছে।

কাম। তবু আমি রূপনগরওয়ালীকে

না দেখে যাবো না।

তয়। এই অসভ্যদের দেশে বন্দী হয়ে বাদশাপুত্রের মহৎ সম্ভ্রম নষ্ট করবেন?

কাম। নষ্ট হয় ত কি করব তয়বর খাঁ?

তয়। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন তা কি হ'তে দিতে পারি?

কাম। অমি যদি না যাই, আপনি কি করতে পারে তয়বর খাঁ?

তয়। আপনাকে জোর ক'রে নিয়ে যেতে পারি।

কাম। আমি যুবা—আপনার মত বৃদ্ধের পক্ষে তা অসম্ভব।

তয়। ফুলের মত কোমল, নারীর মত দুর্ব্বল, তুষারের মত লঘু শাজাদা কামবক্‌স্‌কে তুলে নিয়ে যাবো—এমন কার্য্যে অশক্ত হবার বার্দ্ধক্য এখনও আমার আসে নি। আসুন, আমি সম্রাটের আদেশ লঙঘন ক'রেও আপনাকে রক্ষা করতে এসেছি। সে হুকুম অমান্য করার ফল সম্বন্ধে চিন্তা করবারও অবকাশ পাই নি।

কাম। আপনি আমাব চিন্তা ত্যাগ ক'রে এখনি চ'লে যান।

তয়। যাবেন না?

কাম। আমি রূপনগরওয়ালীকে না দেখে যাবো না। মায়ের এই আদেশ তয়বর খাঁ। আমি দেখবো, সে মায়ের চেয়ে সুন্দরী কি না। কেন না, পিতার অভিসন্ধি তাকে দিল্লীর হারেমে স্থান দিয়ে মায়ের গর্ব্ব খর্ব্ব করবেন।

তয়। না শাজাদা, উপযুক্ত সময়ে যখন এসেছি, তখন আমার আশা নিষ্ফল হ'তে দেবো না। অমি আপনাকে ধ'রে নিয়ে যাবো। তার পর আপনাকে নিরাপদ করবার অন্য ব্যবস্থা করবো।

কাম। (হস্ত প্রসারিত করিয়া) ধরুন।

তয়। (হস্ত ধরিয়া) চলুন। এরাদৎ খাঁ কোনও মতে এখানে যেন আপনাকে না দেখে। জোর করবেন না, হাতে আপনার আঘাত লাগবে।

কাম। টানুন। ও শক্তির কার্য্য নয়— আরও—আরও শক্তি—দেহে যত শক্তি আছে—প্রয়োগ করুন। কার্পণ্য করবেন না।

(তয়বর কামবক্‌স্‌কে সবলে আকর্ষণ করিলেন ও তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে অশক্ত হইয়া তাহার মুখপানে সবিস্ময়ে চাহিলেন এবং বলিলেন)-

"শাজাদা কামবক্‌স্‌!"

কাম। আমি রূপনগরওয়ালীকে না দেখে কিছুতেই যাবো না। মায়ের হুকুম। আসুক এরাদৎ। আসুক তার দু'হাজার ফৌজ। আসুক তার সঙ্গে সঙ্গে পিতার ক্রোধের অসংখ্য নিদর্শন, **(অবনত মস্তকে তয়বর খাঁ চলিলেন)** আর যেতে যেতে শুনুন, এ বল আমার নয়—যে বল আপনার ন্যায় প্রভূত বলশালীকে অবহেলে পরাস্ত করে। এ বল এই কোমল দেহে সেই মাতৃশক্তির প্রেরণা। যত প্রকার বিভীষিকা হ'তে পারে, আগে সে সমস্তের ছবি আমার চোখের উপর ধ'রে তবে মা আমাকে রূপনগরে পাঠিয়েছেন। আরও শুনুন। **(তয়বর চলিতে চলিতে মুখ না ফিরাইয়াই দাঁড়াইলেন)** দেহের বলই বল নয়।

মনের বলও বল নয়—কেন না, অনেক উচ্চে উঠেও পক্ষপুট নিরুদ্ধ বাজের মত কখন কখন সে মাটীর উপর প'ড়ে যায়। একমাত্র বল এই মাতৃ-শক্তির প্রেরণা। এ যাকে তুলে ধরেছে, দেহের বল তাকে ফেলতে পারে না। এ যাকে চালিয়েছে, নিজের ইচ্ছাতেও সে তার গতিশক্তি নিরুদ্ধ করতে পারে না।

(তয়বরের প্রস্থান।

বিক্রমসিংহ ও সহচরীবেষ্টিতা রূপকুমারীর প্রবেশ

(রূপকুমারীর অবনতমস্তকে স্থিতি)

বিক্রম। শাজাদা!

কাম। এসেছ বিক্রমসিংহ? **(রূপকুমারীর দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ)** ইনিই তোমার ভগিনী?

বিক্রম। হাঁ শাজাদা!

কাম। সঙ্গে?

বিক্রম। সহচরী।

কাম। সহচরীরাই বাদশার হারেমে প্রবেশযোগ্যা সুন্দরী।

বিক্রম। ভগিনী যদি বাদশার হারেমে প্রবেশ করে।—ওরাও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করবে শাজাদা।

কাম। রামসিংহ?

বিক্রম। তাঁর কাছে গিয়েছিলুম। দেখলুম, তিনি এক ওমবাওএর সঙ্গে গোপনে কি কথা কইছেন। আপনার কথা তাঁকে বলেছি। তবে তাঁর ইচ্ছামত উত্তর দেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নি।

কাম। বিক্রমসিংহ ! এই বালিকাদের কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে যেতে আদেশ কর। কেন না, আমি এমন দু'একটা কথা কইব, যা তুমি ও রাজকুমারী ব্যতীত অন্যের শ্রোতব্য নয়। **(সহচরীগণের প্রস্থান।**

ভগিনি! **(বিক্রমসিংহ সবিস্ময়ে কামবক্সের মুখের দিকে সহসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন)** তোমার ওই ভাইয়ের সঙ্গেও কি মুখ তুলে কখন কথা কও নাই? **(রূপকুমারী মুখ তুলিল)** হ্যাঁ, বুঝেছি, মুখ তুলেছ। কিন্তু কখন কি তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর নাই?

রূপ। কি জিজ্ঞাসা করবেন করুন শাজাদা—উত্তর দিচ্ছি।

কাম। শাজাদা! তাতারীকে ভাই বলতেও কুণ্ঠিত হও না কি রাজপুত-কুমারি?

রূপ। কুণ্ঠা? মুখে যে বাক্য আসছে না। অমন কোন ভাষা পাচ্ছি না—যা দিয়ে আমার এই তাতারী ভাইয়ের সংবর্দ্ধনা করি।

বিক্রম। এত মহৎ আপনি! তাতারীর ছদ্মবেশে এত বড় দেবত্ব আপনি লুকিয়ে রেখেছেন!

কাম। বিক্রমসিংহ! শ্রেষ্ঠ রূপ দেখতে এসেছিলুম—ওই বানর অম্বরপতির কথায়। দেখলুম, বানরটা আমাকে মিথ্যা বলে নি, ভাই, আমার ভগিনীর রূপের তুলনা নাই।

রামসিংহের প্রবেশ

এস অম্বরপতি রামসিংহ! তোমাকে ছি! তুমি বাদশার হারেমে প্রবেশের একেবারে অযোগ্যা এই কুমারীকে দেখাতে আমাকে এত দূরে নিয়ে এসেছ!

রাম। কই, কই? **(রূপকুমারীর দিকে**

তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া) আহা হা—হা—হা—! (রূপকুমারী মুখে আবরণ দিল)

কাম। এই মুখ—যে মুখে বাদশাহী বেগমের চির-অশান্ত মলিন আকাঙক্ষায় লোক-ভুলানো মিথ্যা উল্লাসের আবরণ নেই!

রাম। আ-হা-হা-হা-!!

কাম। এই চোখ-যে চোখে বিভ্রান্ত-বিলাসের বিদ্যুদ্দীপ্তি নৃত্য করে না।

রাম। আ-হা-হা-হা!!!

কাম। তবু আ হা হা! মূর্খ রাজপুত! এই মুহূর্ত্তে তুমি এ স্থান ত্যাগ কর।

রাম। তুমি কর শাজাদা—নইলে-আ হা হা হা।

কাম। আমি ত্যাগ করব? মূর্খ, চোর, নরাধম, পশু-নিজে পবিত্রা কুমারীকে লাভ করতে পার নি ব'লে তার উপর—তোমার এই স্বজাতীয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে বিধর্ম্মীর হাতে তাকে নিক্ষেপ করবার ষড়যন্ত্র করেছ? সাবধান রাজপুত! ফের যদি লালসার দৃষ্টি এ দিকে নিক্ষেপ কর, তা হ'লে মুষ্ট্যাঘাতে তোমার মাথা চূর্ণ ক'রে দেব।

রাম। সাবধান শাজাদা কামবক্স্! আপনার নিজের এখানে কি অবস্থা, আপনি বুঝতে পারছেন না!—আ হা হা হা!

কাম। খুব বুঝেছি-এবং তোমাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিচ্ছি। ফের—চল—(ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া চলিল)

রাম। আর আমার ধৈর্য্য থাকবে না শাজাদা!—

কাম। চল—চল।

রাম। আচ্ছা—চল। (উভয়ের প্রস্থান।

বিক্রম। এ কি দেখলুম ভগ্নি!

রূপ। একটা স্বপ্নের খেলা দাদা! বিস্মৃতি থেকে তার উদ্ভব, চিরস্মৃতিতে তার বিলয়।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদয়পুর—প্রাসাদ—মন্ত্রণাগার

রাজসিংহ ও দয়াল সা

*(দয়াল। আবার পত্র রাণা?

রাজ। বাদশার উপর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নীতি ভুলে যাবেন না। আপনি আমার পিতামহ রাণা কর্ণকেও পরামর্শ দিয়েছেন। ইস্তাহার নিয়ে কে এসেছিলেন জানেন?

দয়াল। না রাণা, আর জানবার ইচ্ছাও করি নি।

রাজ। তিনি মোগলসম্রাটের সেনাপতি।

দয়াল। তয়বর খাঁ?

রাজ। তিনিই। সম্রাট নীতিজ্ঞ। যদি তিনি কোনও নিম্নপদস্থ ওমরাওয়ের হাতে এই ইস্তাহার পাঠাতেন, তা হ'লে রাজসিংহের আজ ভিন্ন মূর্ত্তি দেখতেন।

দয়াল। আমারই ভুল হয়েছে রাণা! কি রকম পত্র লিখব?

রাজ। জিজিয়া কর নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ-পত্র। আর ঘোষণা পাঠান, সমস্ত মেবারী মেবারে ফিরে আসুক।

(দয়ালসার প্রস্থান।

ঘোষণামাত্র যে যেখানে মেবারী থাকবে, ছুটে আসবে। রাণীও শুনলে না এসে

থাকতে পারবে না। আসতে পারবে না কেবলমাত্র ভীমসিংহ-রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র ভবিষ্যতে রাণা হবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ মেবারী। আমারই অপরাধে সে আসতে পারবে না। লোকে তাকে খুঁজবে। সে কথার আমি উত্তর দিতে পারব না।)*

দয়াল সার পুনঃ প্রবেশ

আবার ফিরিলেন যে দেওয়ান?

দয়াল। রূপনগর থেকে এক ব্রাহ্মণ— আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

রাজ। চিত্তের এই বিষম চাঞ্চল্যের সময়?

দয়াল। বল্লেন—একান্ত প্রয়োজন। তিনি অন্য সকলের নিষেধ উপেক্ষা ক'রে একেবারে দ্বারদেশে। পরিচয়ে জান্‌লুম, তিনি আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের জামাতা।

রাজ। নিয়ে আসুন।

দয়াল। **(দ্বারসমীপে যাইয়া)** এস ব্রাহ্মণ!

দীপচাঁদের প্রবেশ

আমি আসি রাণা।

দীপ। আপনিই কি দেওয়ান দয়াল সা?

রাজ। উনিই।

দীপ। আপনাকেও থাকতে হবে।

দয়াল। বিষয়টা কি?

দীপ। বিষয় এই পত্র। **(রাজসিংহের হস্তে পত্রদান)**

রাজ। **(মনে মনে পত্র পড়িয়া)** দেওয়ান, ব্রাহ্মণের বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন।

দীপ। আগে পত্রের উত্তর দিয়ে নিশ্চিন্ত করুন রাণা।

রাজ। সহসা আমি এর উত্তর দিতে পারি না।

দীপ। চিন্তা করবার এতে কি আছে?

রাজ। যথেষ্ট আছে।

দীপ। রাণার কি সাহস হচ্ছে না?

রাজ। না।

দীপ। আপনিই রাণা রাজসিংহ?

রাজ। ক্রুদ্ধ হবেন না ব্রাহ্মণ, দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে অপরাহ্ণে আমি আপনাকে উত্তর দেব। আপনি দেখছি ক্লান্ত-বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

দীপ। বিশ্রাম নেবার সময় কই?

রাজ। আপনি কি এই অবস্থাতেই আমাকে প্রস্তুত হ'তে বলেন?

দীপ। আমি ত আপনাকে কিছু বলি নি রাণা। পত্র আপনাকে কি বলছে, আমি ত শুনতে পাচ্ছি না।

রাজ। পত্র আমাকে যা করতে বলেছে, তা করতে আমার সাহস হচ্ছে না।

দীপ। দেওয়ান! ইনিই কি মহারাণা রাজসিংহ?

দয়াল। আপনার পত্র কি, তাও জানি না; আপনাদের প্রশ্নোত্তর কি, তাও বুঝতে পারছি না; আমি কি উত্তর দেবো!

রাজ। আপনিও পড়ুন। **(দয়াল সার হস্তে পত্র দান)** সে কি, কাঁদতে আরম্ভ করলে কেন ঠাকুর।

দীপ। আমার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এর পর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, তাই ভেবে

ব্যাকুল হয়েছি। রূপনগরের বাস আমার উঠে গেল। শ্বশুরের আশ্রয়ে এসে থাকবো মনে করেছিলুম—

রাজ। আমার কথা শুনে তা করতেও তোমার সাহস হচ্ছে না?

দীপ। সাহস? অতি হর্ষে এসেছিলুম। এখন অতি বিষাদ নিয়ে ফিরবো। আর রূপনগরে পৌছতে শক্তি থাকবে কি না, তাই ভাবছি। (উপবেশন)

রাজ। ওঠ ব্রাহ্মণ—তোমাদের রাজকুমারীকে উদ্ধার ক'রে দেবো।

দীপ। রাণা! রাণা! এমন ক'রে ব্রাহ্মণকে উৎপীড়িত করেছেন যে, আশীর্ব্বাদের যোগ্য ভাষা মুখ দিয়ে বার করতে পারছি না। মহারাণা! হিন্দুপতি! তুমি অমর হও।

রাজ। এ পত্র প'ড়ে সেটা হবার ইচ্ছে হচ্ছে বটে; কিন্তু তা হওয়া যায় কই? এখন থেকেই দেহে জরার অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ, রাজকুমারীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে আমার সাহস হচ্ছে না।

দীপ। মহান্ রাণা! মূর্খ ব্রাহ্মণ আমি। তার উপরে ভয়ে উদ্বেগে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি মনে করেছিলুম, তাতারীর হাত থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে আপনার সাহস হচ্ছে না। তাই আপনার উপরে কটূক্তি-প্রয়োগ করেছি। আমি আপনার পুরোহিতের জামাতা। আমাকে স্নেহের পাত্র জেনে ক্ষমা করুন।

রাজ। মেবারের রাণা নাম যদি সার্থক রাখতে হয়, তা হ'লে রাজকুমারীর রক্ষা আমার জীবন-সঙ্কল্প। কিন্তু তার উদ্ধার ক'রে উৎকোচ-স্বরূপ এ বয়সে এক বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা আমি কিছুতেই মনুষ্যত্ব মনে করতে পারি না।

দয়াল। কেন পারবেন না? বীর্য্যশুল্কে নারীগ্রহণ, এ ত একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই কার্য্য রাণা। শিবের তুল্য স্বামী প্রার্থনা ক'রে রাজকুমারী উমানাথের পূজা করেছেন। কুমারী অবশ্যই জানেন, শিবের মত বর কোনও কালে তরলমতি যুবা হয় না। মহাত্মা রাজসিংহেরই মত তাঁর বয়স। অসামান্য পুরুষকারই তাঁর যৌবন, সদাপ্রদীপ্ত ক্ষাত্রতেজই তাঁর রূপ। নিশ্চিন্ত হও ব্রাহ্মণ। দেবদূতের মত অকস্মাৎ এখানে আবির্ভূত হয়ে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করেছ। এক অতি অপ্রীতিকর পত্র লেখা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ। সংযুক্তার স্বয়ম্বরে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের পর আজও পর্য্যন্ত আর কোনও ক্ষত্রিয়-রাজা বীর্য্যশুল্কে কন্যা গ্রহণ করেন নি। রাণা রাজসিংহ! মোগলসম্রাটের হাত থেকে এই কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষত্রিয়ের সেই গৌরবময় প্রথাকে লোকের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করুন।

রাজ। মোগল-সম্রাট যে হ'ল না দেওয়ান। লজ্জা হচ্ছে—আমাকে একটা ক্ষুদ্র বালকের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে হবে। সম্রাট এ কুমারীকে গ্রহণ করতে চাইলে, তার উদ্ধারে গৌরব অনুভব করতুম। শাজাদা কামবক্স শুনেছি বালক।

কামবক্সের প্রবেশ

কাম। সে বালক আমি—আমি

মহারাণা রাজসিংহ। আমি প্রতিদ্বন্দ্বী নই— প্রতিদ্বন্দ্বী আমার নিষ্ঠুর পিতা মোগল-সম্রাট ঔরংজেব।

রাজ। আপনিই শাজাদা কামবক্স্?

দয়াল। ইনিই ত বটেন রাণা।

রাজ। আপনাকে কে এখানে প্রবেশ করালে?

কাম। এই কবচ। এই দেখিয়ে, যাকে রাণার কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সেই সসম্ভ্রমে আমাকে পথ দেখিয়ে দিলে। **(রাজসিংহের হস্তে কবচ দান)** আরাবল্লীর গিরিপথে—যিনি আমাকে এই কবচ দিয়েছেন—তাই ত রাণা, আপনারই মুখের মত তাঁর মুখ।

রাজ। দেওয়ান। সংবর্দ্ধনা করুন, সংবর্দ্ধনা করুন।

কাম। পরে-দিল্লী থেকে যদি আর কখন মেবারে ফিরে আসা আমার সম্ভব হয়—তখন। আগে সে কুমারীর উদ্ধার করুন। আমার মায়ের অনুরোধ। ঘৃণিতজ্ঞানে বাদশা তাঁকে উদিপুরী নাম দিয়েছিলেন। সেই নাম পবিত্র জ্ঞানে, তারই দোহাই দিয়ে মা আপানাকে অনুরোধ করেছেন। কোনও মতে যেন কুমারী দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করে। **(প্রস্থানোদ্যত)**

রাজ। শাজাদা, বিনীত অনুরোধ ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম—

কাম। না—না—না, যদি কখন ফিরতে পারি, তখন। আগ্রহ করবেন না—আমার বিনীত অনুরোধ,—যেতে বাধা দেবেন না।

রাজ। আমার আত্মীয়া আপনার মাতাকে আমার সম্ভ্রম জানিয়ে বলবেন—মেবার পণ —আমি কুমারীকে দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেব না।

কাম। সেলাম রাণা রাজসিংহ। সেলাম আপনার মেবার—এই মেবারের কৃপায় আমাকে তারা বন্দী করতে পারে নি।

রাজ। ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা। জয়সিংহ!

জয়সিংহের প্রবেশ

দ্বার রক্ষা করছিলে তুমি?

জয়। হাঁ পিতা।

রাজ। এ কবচ দেখেছ?

জয়। নতুবা উনি এখানে কেমন ক'রে প্রবেশ করলেন?

রাজ। জ্যেষ্ঠের কার্য্য সম্পূর্ণ কর। এই আগন্তুক যুবকের সঙ্গী হয়ে—কোথায় আপনাকে রেখে আসতে হবে শাজাদা?

কাম। না—না—এর চেয়ে অনুগ্রহ আর আমি চাই না।

রাজ। শীঘ্র বলুন—আমি আর সময়ের অপব্যয় করতে পারবো না। দিল্লী?

কাম। সেখানে আপনার পুত্রকে পাঠাতে আপনি সাহস করেন?

রাজ। যাও জয়সিংহ। সম্রাটপুত্রকে দিল্লী পর্য্যন্ত রেখে এস।

জয়সিংহ ও কামবক্স প্রস্থানোদ্যত

দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত—না—না, ওঁর মায়ের কাছ পর্য্যন্ত।

---

* দ্বিতীয় দৃশ্য

এলাহাবাদ—কেল্লা

আকবর ও মোসাহেবগণ

(মদ্যপান করিতে করিতে)

আক। তা হ'লে বাঙ্গালায় যাওয়া যাক্, কি বল?

১ম, মো। বাঙ্গালাতে যেতেই হবে।

২য়, মো। না গেলে আর চলছে না, শাজাদা।

আক। তবে শুনেছি, দেশটা বড় জংলী।

১ম, মো। আর ভারি মোশা।

২য়, মো। সেগুলো রাতে বড় ভ্যান্ ভ্যান্ করে।

আক। কিন্তু ভাই আজিম বাঙ্গালার বড় সুখ্যাতি করে।

১ম, মো। যেহেতু মোশার আওয়াজ বাইজীর বারোঁয়ার চেয়ে মিষ্টি।

আক। তবে লোকগুলো বড় চেঁচায়।

১ম, মো। এই মাটী করেছে। তবে ত নেশা চটে যায়!

আক। কিন্তু জাতটা শুনেছি আগাগোড়াই কবি।

২য়, মো। তা হ'লে বাঙ্গালার মাটীতে রস আছে!

১ম, মো। শুনেছি, বাঙ্গালার তোপসে মাছটি পর্য্যন্ত কবি। থাকে অগম জলে। কিন্তু যেমনি তাকে তুললে, অমনি সূর্য্যের দিকে চাইলে,হাঁ করলে, আর চোখ বুজলে। তার পর ভেজে খাও—একখানি কাঁটা।

২য়, মো। ওঃ! কবিত্ব! চাটের রাজা।

আক। তামাসা নয়—সত্যই সত্যই বাঙ্গালার মাটী বড় সরস।

১ম, মো। যে বীজটি পুঁতবে, অমনি দেখতে দেখতে সেটি গাছ হবে। বেড়াল পুতলে বাঘ হয়; ছেলে পুতলে জ্যাঠা হয়।

আক। আর বাতাস বড় ফুরফুরে।

১ম, মো। নেশা একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

আক। আবার একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার! নদী সেখানে উজান বয়!

৩য়, মো। এটা আমাদের দেখতে হবে! শুধু দেখতে হবে কেন—হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভাসতে হবে।

২য়, মো। যেহেতু শাজাদার বয়সটাতে কিছু উজান বহাবার প্রয়োজন হয়েছে।

১ম। মো। কেন না, বাদশার মরণপ্রত্যাশা করতে করতে আমাদের শাজাদা মৃতপ্রায়।

আক। যা বলেছ—বুড়োটা অসম্ভব বয়স নিয়ে এসেছে।

১ম, মো। মরতে চায় না।

২য়, মো। বাদশা হওয়া দেখতে দিলে না।

আক। যা বলেছ—মেজাজ আর ঠিক রাখা যায় না। রোজ সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে করতুম, আজ হয় ত শুনবো, বুড়োর অন্ততঃ একটা শিরঃপীড়া হয়েছে। উঠে দেখি, উদিপুরী বেগমের বারান্দায় পায়চারি করছে।

১ম, মো। ওই বারান্দাটা ভেঙ্গে না দিলে বুড়ো বাদশা মরবে না।

আক। এখন বাঙ্গালায় পৌঁছেই যদি শুনি বাদশা মরেছে?

১ম, মো। অমনি আমরা সকলে শোককবিতা লিখতে ব'সে যাব।

আক। তা তো যাবে—কিন্তু ময়ূর-সিংহাসন?

১ম, মো। কবিতা-স্রোতে ভাসিয়ে দেবো। কল্পনার রাজা হওয়া খুব মজা- যদি বউ না রাগ করে।

২য়, মো। না শাজাদা, বাঙ্গালায় যাওয়াটা আমাদের কারও পছন্দ হচ্ছে না।

১ম, মো। কিন্তু নদী সেখানে উজান বয়।

২য়, মো। তা ব'ক্—লোকগুলো বড় চেঁচায়। তাদের চীৎকারে বাদশার মরণ-কথা হয় ত শুনতেই পাওয়া যাবে না।

আক। চুপ করলেও যে বিপদ্। ভাই আজিম বলে—"তাদের চেঁচানো বরং ভালো। কিন্তু চুপ করলেই গণ্ডগোল! যেই চুপ করেছে, অমনি জানবে, সব কবিতা লিখতে ব'সে গেছে।"

২য়, মো। তাতে বিপদটা কি শাজাদা?

আক। সেই কবিতা শুনতে হবে। যদি বল, সময় নেই—শুনবে না। যদি বল, অসুখ করেছে, শুনবে না। বলবে—দেহ থাকবে দু'দিন, কিন্তু কবিতা থাকবে অনন্ত কাল।

২য়, মো। যদি বলা যায়, বাবা মরেছে?

১ম, মো। তা হ'লে আবার কবিতা লিখবে। লিখেই আবার শোনাতে আসবে।

আক। তাতে কি নিস্তার আছে?

২য়, মো। আবার কি শাজাদা।

১ম, মো। এ যে দেখছি, এলাহাবাদেই বিপদ উজান বয়ে আসছে।

আক। সেই কবিতা নিয়ে আবার দু'টো দল হয়। এক দল বলে-"কি চমৎকার করুণ শোক!" আর এক দল বলে—"এ শোক রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য!" এক দল বলে—"বাহবা!" আর এক দল বলে—"ছ্যা ছ্যা!" শেষে ওই বাহবা আর ছ্যা-ছ্যা লড়াই বাধে।

২য়, মো। কি? খুনোখুনি?

আক। না—ওইটি কেবল বাদ। মারামারি, হাতাহাতি, লাঠালাঠি মায় খুনোখুনি—সব কবিতায়।

১ম, মো। সে কবিতাও আবার শুনতে হয়?

আক। আলবৎ—দম বন্ধ ক'রে।

২য়, মো। শাজাদা। কোথাও লড়াই হচ্ছে কি না, খবর নিন্। সেইখানে যাওয়া যাক। ও কবিতার রাজ্যে যেতে ভরসা হচ্ছে না।

আক। তা হ'লে বাঙ্গালায় যাবো না—কি বল?

২য়, মো। গেলেই গোঁফদাড়ী ঝ'রে যাবে। শাজাদা। আবার দিল্লীর দিকে মুখ করুন।

১ম, মো। কিন্তু নদী উজান বয়—তবে দিল্লী পর্য্যন্ত বয় কি না, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

আক। তাই ত। তা হ'লে কি করা যায়? বাদশার হুকুম বাঙ্গালাতে যেতেই

হবে। কিন্তু ওদিকে আজিম কবিতার ভয়ে কাবুল পালিয়েছে।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

১ম, মো। ঠিক সময়ে এসেছো সুন্দরীকুল! আমরা বাঙ্গালার নামে ব্যাকুল হয়েছি। শুনিয়ে দাও একটি শোক-সঙ্গীত—সেটি যেন বাঙ্গালা থেকে ভেসে আসছে। আর আমরা যেন তাই শুনতে শুনতে যমুনার উজান স্রোতে দিল্লীতে ফিরে চলেছি। যমুনা ফুরুলো। ওই দেখ সম্মুখে গঙ্গা। একবার বজরা যদি গঙ্গায় পড়ে, তা হ'লে আর দিল্লী খুঁজে পাব না।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

চুপি চুপি বলি সখি শোন্ পেতে কান,
কোন্ দেশে আমি আজ করিব প্রয়াণ।
ভাষা-ভরা লতা সেথা, ফুলে ভরা গান,
নদী-জলে ভেসে চলে মান অভিমান-
সাগরে মিলিতে যায়, যেতে যেতে ফিরে চায়—
কল্লোলে গীতি ভ'রে বহে সে উজান।
তোরা কে যাবি কে যাবি গো আমার সাথে?
সে দেশ দেখিতে আমি চলেছি পথে,
হৃদয়-আকাশ-পটে—আঁকা সেই নদী-তটে-
আয় আয় ব'সে করি গান।
ভেসে যাক—মিশে যাক্-দান-প্রতিদান।।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। হুজুর! উজীর সাহেব!

আক। উজীর সাহেব! উজীর সাহেব কি রে?

সকলে। চোপ—চোপ—উজীর সাহেব এখানে কি?

১ম, মো। শাহজাদা! যমুনা বুঝি উজান বয়!

আক। উজীর সাহেব কি? দেখতে ভুলেছিস্?

দৌবা। গোলাম দেখতে ভুল করে নি হুজুরালি।

২য়, মো। ফের দেখে আয়। নিশ্চয় ভুলেছিস্।

১ম, মো। বামে গঙ্গা-দক্ষিণে যমুনা; মাঝে সব সুন্দরী। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দুই দরিয়ার তরঙ্গের যুদ্ধের উপর ভেসে উঠেছিল কি মধুর গান! এমন সময় রসভঙ্গ! সেই কঠোর কটূক্তির ফোয়ারা— উজীর দিলীর খাঁ!

আক। সত্যই ত! এ কেয়া তাজ্জব! যাও সুন্দরীকুল—তোমরা একটু স'রে যাও— **(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।**

১ম, মো। সঙ্গীত বেশ ভেসে ভেসে আসছিল। মাঝদহে প'ড়ে বুঝি ডুবে গেল। শাহজাদা! রাগ ক'রে যমুনা বুঝি উজান বয়!

আক। যা—উজীর সাহেবকে এগিয়ে নিয়ে আয়।—ভাই সব হুঁসিয়ার! পেয়ালা সরাও—

২য়, মো। এই—পেয়ালা সব লে যাও।

(ভৃত্যের প্রবেশ ও দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

(সকলের সসম্ভ্রমে উত্থান)

দিলীর। ছি শাহজাদা। ছি। তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখবো আমি প্রত্যাশা করি নি!

আক। আপনাকেও যে এখানে এমন সময় দেখবো, এ আমি স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নি।

দিলীর। তা ঠিক। যে কার্য্য সামান্য

সৈনিক দিয়ে নিষ্পন্ন হ'ত, সে কার্য্য আমি নিজে করতে এসেছি। কিন্তু যে আশায় এসেছিলুম, তোমাকে দেখে আমার সে আশা নির্ম্মূল হ'য়ে গেল শাজাদা!

১ম, মো। শাজাদা, কবিতা-কঁবিতা!

দিলীর। এই কতকগুলো অপদার্থের সঙ্গে মিশে অল্পদিনের ভিতর তোমার এত অধঃপতন হয়েছে, তা বুঝতে পারি নি!

১ম, মো। শুধু কবিতা নয়—আবার শোক-কবিতা! শাজাদার পতনোপলক্ষে কবিতা! সময়-মধ্যরাত্রি। স্থান—গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম।

দিলীর। খবরদার কাসিম খাঁ!

১ম, মো। খবরদার কাসিম খাঁ! শোক-সঙ্গীত বটে, কিন্তু বাঙ্গালা থেকে ভেসে আসে নি। এ দিল্লী থেকে লাড্ডুর মত ঘোড়ায় চেপে এসেছে! খবরদার কাসিম খাঁ!

দিলীর। ফের যদি এরূপ মাতলামী কর, তা হ'লে সত্য বলছি, তোমাকে আমি এই তলোয়ার দিয়ে চুপ করিয়ে দেব!

১ম, মো। তাই দিন উজীর সাহেব! আপনার কবিতার চেয়ে আপনার তলোয়ারের চোট অনেক মিষ্টি।

আক। চুপ কর কাসিম খাঁ!

১ম, মো। শাজাদা বললেন—তবে চুপ।

২য়, মো। আমরা চুপ হয়েই আছি!

সকলে। চুপে চুপে কাঁপছি!

আক। আপনাকে এখানে দেখে এতই বিস্মিত হয়েছি যে, আমার বাক্যস্ফূরণ হচ্ছিল না।

দিলীর। অনেক কথা বলব বলেই ত এসেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমারও বাক্যস্ফুরণ হচ্ছে না।

১ম, মো। ও বাবা! অস্ফুরণেই এত কবিতা, স্ফুরণে তা হ'লে—না, না চুপ, কাসিম খাঁ চুপ।

দিলীর। সম্রাট আকবরের ন্যায় তোমাতে অনেক গুণগ্রাম ছিল দেখে আমি তোমাকে সম্রাট হবার উপযোগী শিক্ষা দিয়েছিলুম। তোমাকে ভালবেসে জামাতা করেছিলুম।

আক। উজীর সাহেব! বড় অনিচ্ছায় আমি বাঙ্গালাতে যাচ্ছি। লাহোর, অযোধ্যা, কাশ্মীর, মালোয়া—দিল্লীর নিকটে এত দেশ থাকতে পিতা আমাকে বাঙ্গালায় পাঠাচ্ছেন। ভাই আজিম বাঙ্গালায় ছিল, তাকে তিনি কাছে নিয়ে এলেন; আমি কাছে ছিলুম, দূরে চললুম, এত দূর যে, পিতার যদি—

দিলীর। বুঝেছি—আর বলতে হবে না। তোমার মেজাজের এখন ঠিক নেই।

আক। কারণ কিছু বুঝতে না পেরে মেজাজ এত খাবাপ হয়ে গেছে যে—

১ম, মো। মেজাজ ঠিক রাখতে উজীর সাহেব! একটু একটু—দোহাই উজীর সাহেব! শুনে আপনি কবিতা প্রয়োগ করবেন না। বাঙ্গালায় গিয়েই কবিতা শুনতে হবে, সেই ভয়ে—একটু—একটু—

দিলীর। শাজাদা! আর তোমাকে বাঙ্গালায় যেতে হবে না।

আক। হবে না?

১ম, মো। বস্—এবারে আর করুণ নয়-রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য।

দিলীর। সম্রাটকে অনুরোধ ক'রে তোমাকে বাঙ্গালায় পাঠাবার হুকুম রদ করিয়েছি ও তোমার পরিবর্ত্তে সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছেন। অমি তোমাকে ফেরাতে এসেছি। অবশ্য ফেরাবার বিশেষ কারণ না হ'লে নিজে আসতুম না।

আক। সেটা অবশ্য বুঝেছি উজীর সাহেব।

দিলীর। শাজাদা আকবর। তোমার যোগ্যতা দেখাবার সময় এসেছে।

আক। আমি মহাবীর দিলীর খাঁর শিষ্য। যোগ্যতা দেখবার প্রয়োজন হ'লে দেখাবো।

১ম, মো। আমরা মাতালও হ'তে পারি, আবার মক্কায়ও যেতে পাবি। যখন মাতাল হব, তখন মক্কায় যাব না।

২য়, মো। আবার যখন মক্কা যাব, তখন মাতাল হব না।

দিলীর। হতভাগ্যেরা যদি মাতলামী কর, তা হ'লে তোমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেব। যদি ভালো হয়ে শুনতে চাও ত শোন। তোমাদেরও গৌরব দেখাবার অবসর।

১ম, মো। উজীর সাহেব! মাফ করুন— এইবারে ঠিক শুনবো।

দিলীর। সম্রাট রাজপুতের সঙ্গে যুদ্ধের এক বিরাট আয়োজন করেছেন।

আক। সমস্ত রাজপুত?

দিলীর। আপাততঃ মেবারী। কিন্তু অনুমান হচ্ছে, সমস্ত রাজপুত জাতির সঙ্গে এবারে যুদ্ধ বাধবে। সেই যুদ্ধে তুমি হবে সেনাপতি। শা আজিম কাবুল থেকে ফিরে আসছে। বোধ হয়, শা আলমকেও দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী আসতে হবে। যুদ্ধের এত বড় বিরাট আয়োজন বাদশা আর কখন করেন নি। সে বিরাট সৈন্যর সেনাপতিত্ব তোমাকে দিতে আমি বাদশাকে স্বীকৃত করিয়েছি।

আক। আপনার এ অনুগ্রহ কদাচ বিস্মৃত হব না উজীর সাহেব।

দিলীর। এক অংশের সেনাপতি হবে আজিম। এক অংশের ভার সম্রাট নিজে গ্রহণ করবেন। আমি এক অংশ নিয়ে তোমার সাহায্যের জন্য থাকবো। শুধু তাই নয়, বীরশ্রেষ্ঠ তয়বর খাঁকেও তোমার সঙ্গে দেব। এ অবস্থাতেও যদি পুরুষকার দেখাতে না পার , তা হ'লে ভবিষ্যতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর কোনও আশা ক'র না।

আক। ঠিক দেখাবো—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে কি না রাজপুত জাতির সঙ্গে অনর্থক বিবাদে তাদের চিরশত্রু করা আমার কেমন ভাল লাগে না।

দিলীর। তোমার আমার অনিচ্ছার উপর এ যুদ্ধ নির্ভর করছে না। এ যুদ্ধের প্রধান কারণ জিজিয়া কর। যদি মেবারী ও রাঠোর একত্র হয়, তা হ'লে এ যুদ্ধটা সহজ ব্যাপার হবে না মনে রেখো।

আক। ভাই সব, বাঙ্গালাকে সেলাম ক'রে- এইখান থেকে দিল্লীর দিকে মুখ

ফেরাও।

দিলীর। তোমরা শাজাদাকে নিয়ে আগে যাও। কন্যাকে দিল্লী পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আমি তোমাদের অনুগমন করছি।)*

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—উদিপুরী-মহল।
সোফায় উপবিষ্টা—উদিপুরী ও ঔরংজেব।

উদি। কি জাহাপনা, আপনার রূপকুমারী আজও যে এলো না।

ঔরং। তুমি কি তার আসবার প্রত্যাশায় সজ্জিত হয়ে রয়েছ না কি?

উদি। থাকবো না? মনে করেছিলুম, সে এলে এই ভাঙ্গা অট্টালিকা (**সম্রাটকে দেখাইয়া**) তা'কে উপহার দিয়ে আমি বিশ্রাম নেব।

ঔরং। ব্যস্ত হয়ো না প্রিয়তমে, সে আসছে। সংবাদ এসেছে, এরাদৎ তাকে নিয়ে রূপনগর পরিত্যাগ করেছে। তাদের দিল্লী পৌঁছতে অন্ততঃ এক মাস সময় লাগবে।

উদি। সে সংবাদ আমিও পেয়েছি।

ঔরং। তুমি পেয়েছ!

উদি। কেন নাথ, পেতে দোষ কি? এ প্রেম-যুদ্ধে আমিই ত আপনার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঔরং। তুমি! (হাস্য)

উদি। অবিশ্বাস করবার কারণ? হিন্দুস্থানের রাজারা আপনার শাসনতলে মাথা অবনত ক'রে প'ড়ে আছে ব'লে আপনাকে মনে করেছেন অজেয়?

ঔরং। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, জরা-মৃত্যুর উপর যখন আধিপত্য করতে পারি নি, তখন অজেয় মনে করব কেন?

উদি। জরা-মৃত্যুর অধীন ক'রে ঈশ্বরই ত আপনাকে প্রেরণ করেছেন। তা নয় সম্রাট, আপনি স্ত্রী-বুদ্ধির কাছে জেয়।

ঔরং। তা নয় কাশ্মীরী বেগম!

উদি। আবার কাশ্মীরী?

ঔরং। যখন বুঝবো, তুমি আমকে যথার্থই পরাভূত করেছ, তখন উদিপুরী সম্বোধনে তোমাকে আবার আমি সেলাম করবো।

উদি। তবে শুনুন সম্রাট। এই কাশ্মীরী আর উদিপুরী দুটো ভাব এ কয়দিন ধ'রে আমার ভিতরে বড়ই দ্বন্দ্ব করছে। ঝগড়া করছে তারা, কে আমাকে এইবারে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করবে। তবে এ প্রেম-রণে জাঁহাপনাকে পরাভব করতে উভয়েরই এক মত। কাশ্মীরী তার স্বভাবগত ঈর্ষ্যাবশে আর একটা সুন্দরীকে জাঁহাপনার ভালবাসা দখল করতে দিতে পারে না-জীবিত থাকতে পারে না। আর উদিপুরী তার স্বভাবজাত করুণাবশে একটি অতি কোমল লতিকাকে এক জ্বালাময় কাষ্ঠের আলিঙ্গনে অনর্থক অঙ্গার হ'তে দিতে পারে না।

ঔরং। তা হ'লে সে এলে তাকে বিনাশ করবে না কি প্রিয়তমে?

উদি। যদি সে আসে। কাশ্মীরী বলছে— যে কোন উপায়ে পাবি. তাকে বিনাশ করবো। উদিপুরী বলছে—

দিবারাত্রি তার সখী হয়ে নিজ হৃদয়ের এই দীর্ঘযুগ সঞ্চিত জ্বালার ইতিহাস-কথায় তার নব জাগরিত জ্বালাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।

ঔরং। 'যদি সে আসে' মানে কি?

উদি। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা জাঁহাপনা, কাশ্মীরী তাকে এখানে আনতে চায়, দেখতে চায়, কি রকম সে রূপনগরীর রূপ। কিন্তু উদিপুরী বলে, সত্য সত্যই ওই নামে যদি আমার অহঙ্কার থাকে, আমি রূপনগরীকে কোনও মতে দিল্লীতে আসতে দেবো না।

ঔরং। কিন্তু সে আসছে।

উদি। কোথায় আসছে জাঁহাপনা?

ঔরং। যেখানে ব'সে তুমি হিন্দুস্থানের বাদশাকে পাগলের প্রলাপ শোনাচ্ছ।

উদি। না জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে এখানে আসছে না।

ঔরং। তোমার প্রতি সে দিন আমার অকস্মাৎ শ্রদ্ধা হয়েছিল, সে শ্রদ্ধাটা আজ দেখছি তুমি আর থাকতে দিলে না।

উদি। আপনার সমস্ত শক্তি তাকে এখানে আনতে পারবে না।

ঔরং। তোমায় ক্ষিপ্তা মনে ক'রে এখনি তোমাকে বন্দিনী করতে হবে।

উদি। আমি ক্ষিপ্তা হ'তে পারি, যেহেতু একান্ত বলহীন নারী হ'য়ে হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী এক যথেচ্ছাচার রাজার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা-করছি। কিন্তু আমি জাঁহাপনার মত জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় ক্ষিপ্ত নই। যে রোগী শুধু আতঙ্কের বশীভূত হয়ে সম্মুখে যাকে দেখতে পায়, তাকেই দংশন করে, শেষে যখন সে দংশন করবার অন্য বস্তু না পায়, তখন নিজের দেহ দন্তে ক্ষত-বিক্ষত করে। করে, এই বিষম জলাতঙ্ক থেকে নিস্তার পাবার জন্য! কিন্তু এ রোগ এমনি একগুঁয়ে জাঁহাপনা, যে, রোগীর দেহ যায়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আতঙ্ক যায় না।

(ঔরংজেব চমকিতবৎ উদিপুরীর মুখের পানে চাহিলেন)

উদি। এ মুখের পানে এখন কি দেখছেন জাঁহাপনা। যদি নিদ্রাবশে কখন এ মুখ দেখবার আপনার শক্তি থাকতো, তা হ'লে দেখতেন, রাত্রিকালে আপনার পদপ্রান্তে বর্ষণ করবার জন্য সমস্ত দিন ধ'রে এই চক্ষু দুটির ভিতরে আমি কত অশ্রু সঞ্চিত রাখি।

ঔরং। তা হ'লে দেখছি, উদিপুরী কাঁদবারও কৌশল জানে!

উদি। জানে বই কি। তবে এটা স্বার্থসুখের জন্য নয়, সম্রাটের জন্য। নিজের জন্য রোদন উদিপুরী অনেক কাল ত্যাগ করেছে। এ প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে সে পূর্ব্বে নিজেকে সবার চেয়ে দুঃখী মনে করত। কিন্তু প্রবেশ করবার কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলে যে, সম্রাট তার চেয়েও দুঃখী।

ঔরং। তুমি কার সুমুখে এ সব কথা বলছ, তা জানো?

উদি। উদিপুরীর কৃপাপাত্র, দুনিয়ার মালিক, প্রবল-শক্তিধর—ঔরংজেবের সুমুখে।

ঔরং। ওরে!

খোজা প্রহরীর প্রবেশ

রোহিলাখাঁকে তলব দে।

প্রহরী। তাঁকে যে প্রাতঃকালে ফৌজ নিয়ে কোথায় যেতে আদেশ করেছেন জাঁহাপনা?

ঔরং। ঠিক্। তা হ'লে কে মন্‌সবদার নিকটে আছে, তলব দে।

প্রহরী। সেনাপতি তয়বর খাঁ জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

ঔরং। নিয়ে আয়।

উদি। ক্ষণেক অপেক্ষা কর্।

ঔরং। না, অপেক্ষা করবে না। এখনি যা। **(প্রহরীর প্রস্থান।**

উদি। তা হ'লে দাসীকে একান্তই বন্দী করবেন?

ঔরং। আবার দাসী ব'লে সুর নরম কর কেন? এই না বল্‌লে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তোমাকে এখনি বন্দিনী ক'রে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করব।

উদি। সম্মুখে যে রাত্রি জাঁহাপনা!

ঔরং। চির-নিঃশঙ্ক আলমগীরের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি, সম্মুখে রাত্রি দেখে ভয় পাচ্ছ কেন?

উদি। রাত্রি, আবার অমাবস্যা।

ঔরং। কাশ্মীরী বাইকে গোয়ালিয়র পাঠাবার এই উপযুক্ত সময়।

উদি। তার পর?

ঔরং। তার পর সেইখানেই তোমার জীবনের শেষ অভিনয়। অভিনয়ান্তে সমাধি।

উদি। সে ত অনেকদিন পরে। কিন্তু আজ রাত্রিকালে যারা আপনাকে একাকী পেয়ে উল্লাস করবে, তাদের নিরস্ত কে করবে জাঁহাপনা?

ঔরং। **(ভয়-চমৎকৃতের ভাবে)** কারা?

উদি। যে সব দেবদূত আপনাকে আত্মহত্যা করাবার জন্য এই রকম অমাবস্যার রাত্রিতে ঘুমন্ত আপনার হাতে ছোরা তুলে দেয়!

তয়বরের প্রবেশ

ঔরং। তয়বর খাঁ! ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অপেক্ষা কর। **(তয়বয়ের প্রস্থান।**

উদি। আপনার সে বজ্রমুষ্টি থেকে অস্ত্র কে কেড়ে নেবে জাঁহাপনা? ঘুমন্ত শয্যা থেকে উঠে সে সকল দেবদূতের তাড়নায় যখন আপনি বারান্দা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়তে যান, তখন আপনাকে ধ'রে শয্যায় আবার কে শয়ান করাবে হতভাগ্য সম্রাট?

ঔরং। এ কি সত্য বলছ?

উদি। আপনার অবহেলা লাঞ্ছনা স'য়ে আর কোন্ রমণী বিনিদ্র হয়ে সারারাত আপনার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ঔরং। এ কি সত্য—সত্য—সত্য বলছ প্রিয়তমে?

উদি। আবার প্রিয়তমে কেন—তয়বর খাঁকে এইবারে ডাকো সম্রাট! হতভাগ্য ঔরংজেবের আত্মহত্যার কথা আমার কানে যাতে না পৌঁছতে পারে, আমি এত দূরে চ'লে যাই। তয়বর খাঁ! **(উঠিলেন)**

তয়বর খাঁর পুনঃ প্রবেশ

ঔরং। আরও ক্ষণেক অপেক্ষা

কর। আমি না ডাকলে এসো না।

তয়। আমি বরাবর উদয়পুর থেকে আসছি। বড় ক্লান্ত। একটা কথা শোনাতে পারলে আমি বিশ্রাম নিতে পারি।

ঔরং। শুনবো, শুনবো সেনাপতি! ক্ষণেক অপেক্ষা—আমার অনুরোধ।

(হাতযোড় করিলেন)

(সসম্ভ্রমে তয়বরের প্রস্থান।

এ ত বিস্ময়কর কথা! আমি ত এর কিছুই জানি না।

উদি। স্বপ্ন-কথা কিছুই কি আপনার মনে থাকে না? **(বসিলেন)**

ঔরং। এক এক দিন মনে হয়, রাত্রিতে একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কি দেখেছি, তা আমার মনে হয় না।

উদি। তবে এখনও আপনার পূণ্য আছে। তাই সে স্বপ্ন-স্মৃতি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়। সূক্ষ্ম জলের রেখার মত তার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তারই আতঙ্কে আপনি কি করবেন, কিছু ঠিক করতে না পেরে সমস্ত ভিন্ন-ধর্ম্মীদের উপর অত্যাচার করেন। মনে করেন—তারা কাফের। তাদের উৎপীড়ন করতে পারলেই—আপনি এই আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাবেন।

(ঔরংজেব দুই হস্ত দিয়া মুখ আবৃত করিলেন)

উদি। কি সম্রাট! আপনি অজ্ঞেয়?

ঔর। তোমার এ আরব্য উপন্যাসের কথা বিশ্বাস করতে পারি না।

ঔরং। সাক্ষী কে?

উদি। একা জেগে থাকি, সাক্ষী কোথায় পাব সম্রাট?

ঔরং। তুমি একা জেগে থাক, আর আমার এতগুলো দেহরক্ষী—সব প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোয়?

উদি। তাদের কোনও অপরাধ নেই। সে সময় সে ঘরে ঘুমের প্রচণ্ড আক্রমণ কেউ রোধ করতে পারে না জাঁহাপনা।

ওরং। **(ব্যঙ্গের স্বরে)** কেউ পারে না, পার কেবল তুমি!

উদি। আমিও কি সহজে পারি! রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রম করবার জন্য প্রাণপণে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করি। যখন তাকে পরাস্ত করতে একান্ত অপারগ হই, তখন স্মরণ করি, এই উদিপুরী নাম। বৃদ্ধ রাজা শ্যামসিংহের কাছে এই উদয়পুরের ইতিহাস শুনেছি। শুনেছি, যাকে আপনি আদর্শ ক'রে তারই অনুকরণে খেয়ালের বশে রাজ্য শাসন করেছেন,-শুনেছি, সেই দুরাত্মা আলাউদ্দীনের চিতোরের উপর অত্যাচার। যখন কিছুতেই ঘুমের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় না পাই, তখন নিজ নামের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অত্যাচারিতাদের চির-জ্বলন্ত চিতানলকে সেলাম করি। সম্রাট! অমনি দেখতে দেখতে কোথা হ'তে এক প্রচণ্ড বহ্নিশিখা এসে আমার ঘুমকে পুড়িয়ে দেয়।

ঔরং। ওরে!

প্রহরীর প্রবেশ

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। সত্য উত্তর দিবি—নির্ভয়ে। প্রহরীর কাজ করতে করতে কখনও কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়েছিস?

উদি। জাঁহাপনা অভয় দিয়েছেন—বল্।

প্রহরী। পড়ি জাঁহাপনা! প্রাণপণে ঘুমের সঙ্গে লড়াই করি—পারি না। বিশেষতঃ এই অমাবস্যার রাত্রি। দেখে ভয় হচ্ছে জাঁহাপনা। দাঁড়িয়ে থেকে নিস্তার নেই—পায়চারী ক'রেও নিস্তার নেই।

ঔরং। যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন কি দেখিস্?

প্রহরী। কখন হাসছেন, কখন কাঁদছেন।

ঔরং। যা—তয়বর খাঁকে ডেকে দে?

(প্রহরীর প্রস্থান।

প্রিয়তমে!

উদি। নাথ!

ঔরং। এ কথা আমাকে আগে বল নি কেন?

উদি। আমার কথাকে কি অবিশ্বাস হচ্ছে?

ঔরং। এক বর্ণও না। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় আমি দেবদূতের আরক্তিম চক্ষু দেখতে পাই। কিন্তু তাদের ক্রোধ দেখে আমি হাসি। তারা লজ্জিত হয়ে চ'লে যায়।

উদি। এখনও আপনার পুণ্য আছে।

ঔরং। পুণ্য ত আছেই এবং চিরদিন থাকবে। আমার সাহসও আছে এবং চিরদিনই থাকবে। সে সাহস দেবতারও দুষ্প্রাপ্য। সে সাহসের মালিক দুনিয়ায় একমাত্র আমি। তুমি সেই আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত বললে! তাইতেই তোমার উপর আমার ক্রোধ হ'ল!

উদি। সেটা সত্য। পৃথিবীতে এমন কোন প্রবল জীব নেই যে, জাগ্রত আপনাকে ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু এমন কোন দুর্ব্বল জীবও নেই যে, নিদ্রিত আপনাকে ভয় দেখাতে পারে না। এক এক দিন এক একটা মশার গানেও আপনি শিউরে উঠেন জাঁহাপনা!

ঔরং। এ কথা আগে বল নি কেন?

উদি। এখনই ব'লে কি ভালো করলুম প্রভু! বারংবার বন্দিনী করবো ব'লে ভয় দেখাচ্ছেন! সেই জন্য ক্রোধে আমিও এ কথা ব'লে ফেলেছি। কিন্তু এখন দেখছি, ব'লে ভালো করি নি।

ঔরং। কেন প্রিয়তমে?

উদি। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে কোনও দিন সহসা আপনার স্বপ্নস্মৃতি জেগে উঠে। উঠলেই আপনার জাগ্রত চৈতন্যকে তারা আক্রমণ করবে। তখন কোনও দিন হয় ত আপনার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। (ঔরংজেব দাঁড়াইয়া প্রখর দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন) জাঁহাপনা! নাথ!—বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমগীর্!

ঔরং। (মস্তক অবনত করিয়া) হু!—কি বলছিলে প্রিয়তমে?

উদি। (নতজানু) নাথ! পুণ্য থাকতে থাকতে এখনও ফিরে আসুন। দোহাই— বাঁদীর অনুরোধ।

ঔরং। (বসিয়া) পুণ্য চিরদিনই ত আছে—চিরদিন থাকবে।

উদি। আর থাকে না। মহাত্মা

আলমগীর জীবনে যা কখন করেন নি, আজ তাই করতে অগ্রসর হয়েছেন। নারীর উপর অত্যাচার—এতে দেবতারও পুণ্যক্ষয় হয়।

ঔরং। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরবরক্ষার জন্য আমি সব করতে পারি।

উদি। পারেন না—পারেন না জাঁহাপনা! পারেন না, সেটা আমি জানতে পেরেছি। সুতরাং আর আপনাকে অসৎকার্য্য করতে দেবো না। বাধা দিতে এখন আমি নিজেই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রহরীর প্রবেশ

ঔরং। এরে উল্লুক! তয়বর খাঁ—তয়বর খাঁ।

প্রহরী। জাঁহাপনা! তিনি সোফায় এমন ঘুমিয়ে পড়েছেন যে, বান্দা কোনমতেই তাঁকে তুলতে পারছে না। **(ঔরংজেব তীব্র দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন)**

উদি। এই বান্দা, চ'লে যা।

(প্রহরীর প্রস্থান।

জাঁহাপনা!

ঔরং। **(দাঁড়াইয়া)** আবার!

উদি। নাথ!

ঔরং। **(তরবারিতে হস্ত দিয়া)** হুঁসিয়ার।

উদি। **(দুই হাতে ধরিয়া)** বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলম্‌গীর!

ঔরং। **(মুখ নত করিয়া)** হুঁ! (শান্তভাবে) তয়বর এলো না?

তয়বরের প্রবেশ

তয়। এসেছি জাঁহাপনা! অতি ক্লান্তির জন্য নিদ্রার বেগরোধ করতে পারি নি।

ঔরং। **(সংযতভাবে)** কি বলতে এসেছিলে?

তয়। ইস্তাহার জারি করেছি।

ঔরং। **(বসিয়া)** তারা জেনেছে?

তয়। সকলে,—রাণা পর্য্যন্ত।

ঔরং। জেনে তারা তোমার কি রকম খাতির করলে?

তয়। যেরূপ খাতির আপনার মহান্ পিতা একবার মেবারে গিয়ে লাভ করেছিলেন। আমাকে শাজাহান-মহলেই তারা স্থান দিয়েছিল। রাণা স্বয়ং দেখা দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত করেছেন।

ঔরং। তা হ'লে তারা ভয় পেয়েছে?

উদি। কিছু না—মেবারী ভয় কাকে বলে জানে না।

তয়। এ কথা সত্য।

ঔরং। তা হ'লে তোমাকে বে-অকুফ্ মনে ক'রে তারা তামাসা করেছে।

তয়। তা হ'তে পারে জাঁহাপনা!

উদি। বে-অকুফ্ মনে ক'রে এমন গৌরবকর তামাসা! না সম্রাট, এটা মেবারীর মহত্ত্ব।

ঔরং। উত্তম। তয়বর খাঁ! তুমি কি রাত্রির মত বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা কর?

তয়। আর কি কোন আদেশ আছে?

ঔরং। তিন দিন দিবারাত্রি যুদ্ধের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আধ ঘন্টা সময়ের জন্য অশ্ব-পৃষ্ঠে বিশ্রাম, মোগল সেনাপতি কখন কখন যথেষ্ট মনে করে।

উদি। কিছু বলবার থাকে, বলুন সম্রাট। তয়বর খাঁও এক জন মোগল সেনাপতি।

ঔরং। সেনাপতি!

তয়। আদেশ করুন জাঁহাপনা!

ঔরং। **(উদিপুরীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া)** দু'হাজার মাত্র ফৌজ নিয়ে এরাদৎ রূপকুমারীকে আনতে গেছে।

তয়। এক জন ভূমিয়া নন্দিনীর পক্ষে ওই ফৌজই যথেষ্ট জাহাপনা। যোধপুরী, জয়পুরী বেগম আনতে ওর বেশী ফৌজ কখন দিল্লী থেকে রওনা হয় নি।

ঔরং। তা সত্য। কিন্তু আমার ইচ্ছা, আরও তিন হাজার সৈন্য তুমি রূপনগর-অভিমুখে প্রেরণ কর—এক জন বুদ্ধিমান্ মন্‌সবদারের সঙ্গে।

তয়। পাঠাতে চললুম।

উদি। আর লাহোরী খাঁ পাঁচ হাজার ফৌজ নিয়ে মরুদেশের রাণীকে আগিয়ে আনতে গেছে। তারা তাকে আনতে পারবে না, সুতরাং আরও পাঁচ হাজার তার সাহায্যার্থে প্রেরণ কর।

ঔরং। **(অগ্রসর হইয়া)** এ কথা তোমাকে কে বললে?

উদি। তয়বর খাঁ।

(তয়বর খাঁর প্রস্থান।

নাম করলে আপনি তাকে কি শাস্তি দেবেন?

ঔরং। নিশ্চয়। আর তোমারই সুমুখে দেব।

উদি। আপনি নিজে।

ঔরং। অ্যাঁ! ওই নিদ্রাবস্থায়!

উদি। হাঁ জাঁহাপনা।

ঔরং। এইবারে তোমাকে অবিশ্বাস হ'ল। আর আমাকে এতক্ষণ প্রতারিত করেছ ব'লে তোমাকে হেয় জ্ঞান হ'ল।

উদি। অবিশ্বাস কিছু নেই। আপনার মনের কথা আজও পর্য্যন্ত যা মানুষের কর্ণে উঠেনি, তা আমি জানি।

ঔরং। একটা বল।

উদি। আপনি রূপকুমারীকে যে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, এ ত কেউ জানতো না।

ঔরং। না।

উদি। আপনি কাম্‌বক্‌সকে বিজাপুরের সুবেদারী দেবেন, এটা কেউ জানে?

ঔরং। বিচিত্র!

উদি। আর একটা কথা বলব সম্রাট!

ঔরং। বল, কিন্তু শুনতে ভয় হচ্ছে।

উদি। জাগ্রত অবস্থায় আলমগীরের ভয়!

ঔরং। **(দৃঢ়ভাবে)** বল, আমি আলমগীর।

উদি। আকবরকে সম্রাট করতে চান, এটা কেউ জানে?

ঔরং। **(সাশ্চর্য্যে উদিপুরীর হাত ধরিলেন)** তুমি কে?

উদি। আমি আপনার বাঁদী। কিন্তু আপনি কে? আমি দেখছি, আপনার ভিতর দু'টো মানুষ আছে। একটা নকল আলম্‌গীর্, একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমায়, তখন আসলটা জেগে উঠে। আবার নকলটা যখন জাগে, তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়। বাইরে তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে

না।

ঔরং। না কেন, তা হ'লে নকলটাকে তোমারই সুমুখে শেষ করি? (অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা)

উদি। (অস্ত্র ধরিয়া) জাঁহাপনা! এইবারে দেখছি, দেবদূত আপনার জাগ্রত চৈতন্য আক্রমণ করলে।

ঔরং। (শয়ন করিলেন) যাও. আমার মরা হয়েছে। তুমি আমার জীবিতেশ্বরী।

চতুর্থ দৃশ্য

আরাবল্লী

সুজাতা ও গরীবদাস

সজাতা। চিনে নিয়েছ?

গরীব। নিয়েছি।

সুজাতা। ভালো ক'রে?

গরীব। পাঁচবার যাতায়াত করেছি। কি সুগম, কিন্তু কি লুকানো পথ!

সুজাতা। এখনও বল, যদি কোনও স্থানে ভুল হয়, সর্দ্দারকে ডেকে দিই।

গরীব। আবার ভুল। শেষবারে চোখ বুজে চলাচল করেছি।

সুজাতা। রাণীকে ধন্যবাদ দাও।

গরীব। ধন্যবাদ কেন সুজাতা, রাণীর উদ্দেশে আমি এই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছি।

সুজাতা। ও ত আমাকে প্রণাম করলে!

গরীব। তোমাকেও—তোমাকেও সুজতা! তোমা আমি—

সুজাতা। (হস্ত ধরিয়া) থাক্, বাড়াবাড়ি ক'র না। আমার কান্না পাচ্ছে।

গরীব। আমারও কান্না পাচ্ছে। কি মহিমময়ী রাণী!

সুজাতা। থামো। আমার সুমুখে তাঁর সুখ্যাতি ক'র না! আমি তা হ'লে ডুক্‌রে কেঁদে উঠবো। তা হ'লে ভীলগুলো এখনি 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' ক'রে ছুটে আসবে। কি হয়েছে, আমি বলতে পারবো না। তারা হয় ত মনে করবে, তুমি আমাকে মেরেছ। ভীমসিংহকে দেখেছ?

গরীব। দেখেছি, পাহাড়ের অন্তরাল থেকে এক মুসলমান ওমরাওকে উদয়পুরের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখা করতে পারলুম না।

সুজাতা। যাক্, কান্না থেমে গেল—হাসি এলো।

গরীব। সুজাতা! ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানে বড়ই গর্হিত কার্য্য করেছি!

সুজাতা। কিছু গর্হিত কর নি। ঠিক করেছ। দেবতা সেই সময়ে অলক্ষ্যে তোমাকে আদেশ করেছিল। মায়ের মহিমা দেখতে বুঝি তাদের বড় ইচ্ছা হয়েছিল। তুমি ভীমসিংহের জীবন রক্ষা করলে, মা আজ এত গর্ব্বভরে পথে বিচরণ করতে পারতেন না। সে গর্ব্বের সম্মুখে রাণার মস্তকও নত হয়েছে। রাণা বুঝেছেন, তিনি যেখানে মেবারের রাজধানী, সেখানে নাই। রাজধানী এখন রাণীর চরণরেণুর সঙ্গে সঙ্গে অনুগত ভৃত্যের মত বিচরণ করছে।

গরীব। তোমার কথায় আশ্বস্ত হলুম প্রিয়তমে!

সুজাতা। আর তোমার কথায় আবার আমার চক্ষু সজল হ'ল প্রিয়তম। তুমি ভীমসিংহের প্রাণরক্ষা করলে, মেবারীর অগোচর এই রন্ধ্র-পথ চিরকালের চেষ্টাতেও জানতে পারতে না।

গরীব। ঠিক বলেছ।

সুজাতা। যদি রাজার কখন কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে, তাই ভীলেরা আত্মরক্ষার জন্য এ পথের সন্ধান আজও পর্য্যন্ত কোনও রাণাকে ব'লে দেয় নি। মেবারী পুরুষের মধ্যে একমাত্র তুমিই কেবল এই পথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ। শুধু রাণীর কৃপায়। রাণী পুত্রকে পর্য্যন্ত এ পথের কথা ব'লে দিলে না।

গরীব। আবার উদ্দেশ্যে সে করুণাময়ীকে আমি প্রণাম করি।

সুজাতা। কিন্তু করুণাময়ী এলো—চ'লে গেল। তোমার মুখ দর্শন করলে না।

গরীব। কোথায় তিনি বল, আমি এখনি গিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি।

সুজাতা। তবে রাণীর ক্রোধ—দেবতার ক্রোধ—বরের তুল্য। রাণী আমাকে বললেন, "শোন্ সুজাতা—শোন্ মা, আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই গিরিপথ যেন এক দিন তোর স্বামীর প্রশস্ত গৌরব-পথের সঙ্গে মিলিত হয়!"

গরীব। কোথায় তিনি বল সুজাতা!

সুজাতা। না, তা বলব না। যে দিন গর্ব্বোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তাঁর সুমুখে উপস্থিত হ'তে পারবে, সেই দিন—সেই দিন। আজ একটু কাঁদি। মূর্খ নাথ! তোমার সঙ্গ নিতে মায়ের সঙ্গ হারিয়ে ফেল্লুম। সুতরাং ঘরে চল—শোক, দুঃখ, আনন্দ, অবসাদ, এমন কি, মায়ের উপর বিকট রাগ আর তোমার উপর প্রকট ভালবাসা—সব একসঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমার এই কঠোর কণ্ঠ আশ্রয় করেছে। সুতরাং নিরুপায়ে—

(গীত)

কি যে করিব কি যে বলিব কি যে
গাহিব গান,
কি যে শুনিব কি যে শুনাব কি যে
করিব দান।
এসো না এসো না—যাও যাও প্রিয়,
যেয়ো না যেয়ো না এসো,
দাঁড়িয়ে থাক হে যত পার দূরে—
না না কাছে এসে ব'সো;
এ কি ভালবাসা আকুল পিয়াসা—
অথবা দারুণ অভিমান!
বুঝিতে না পারি আজি এ রজনী
আঁখি-জলে করি অবসান।

গরীব। তা হ'লে চল, এ পথটা আর একবার দেখে নিয়ে পথের অন্য প্রান্ত দিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাই।

সুজাতা। চল—মেবারে ফিরতে সমস্ত মেবারীর ডাক পড়েছে।

(উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আরাবল্লী

ভীমসিংহ ও ভীল সর্দ্দার

*(ভী, স। যা করতে বলবি রাজা, তাই করবো।

ভীম। আজকের দিনমানটাও চুপ

ক'রে থাক্। আজও দেখি, রাণা আসেন কি না। আজ যদি দিনমানের ভিতর তাঁকে আসতে না দেখি, তা হ'লে রাত্রিতেই আক্রমণ করবো।

ভী, স। ঘাট পার হ'লে বড় মুস্কিল হবে রাজা।

ভীম। ঘাট পেরুতে দেবো না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্। আজ দিনমানের মত অপেক্ষা। এর পর আর বাবার আসার অপেক্ষা করব না। তুই একবার কেবল আমার মাকে খবর দে।

(ভীল সর্দ্দারের প্রস্থান।

হায় মেবার! তুমি আর আমাকে আকর্ষণ ক'র না। তোমার প্রান্তরের শ্যামলতার আবরণে অসংখ্য বীরত্ব-কাহিনী শুভ্রোজ্জ্বল তারকা-খণ্ডের মত ছড়িয়ে রয়েছে। তার এক একটা থেকে থেকে প্রদীপ্ত হয়ে আমাকে তোমার কোলে ফিরে যাবার লোভ দেখাচ্ছে। ওই দেবী পদ্মিনীর চিরপ্রজ্বলিত কীর্ত্তি-নিকেতন, ওই রক্তাক্তকলেবর বালক বাদলের রণরঙ্গের নৃত্য-ভূমি। ওই মহাত্মা প্রতাপের দেবাশ্ব চৈতকের সমাধি। ওই—ওই—ওই— অসংখ্য—সৌন্দর্য্যের স্তরে স্তরে আচ্ছাদিত মেবারীর কীর্ত্তি কাহিনী।)* না মেবার! আমাকে আর আকর্ষণ ক'র না। আমার হৃদয়ে এসো মেবার—ওই সমস্ত দেবতার মহত্ত্ব নিয়ে তুমি আমার হৃদয়সিংহাসন অধিকার কর। আমি ত আর তোমার কোলে বসতে পাবো না। মেবারীকে ঘরে ফেরবার ডাক পড়েছে। যে যেখানে মেবারী, সেই আহ্বান শুনবে। অমনি সে তোমার কোলে ফিরে আসবে। সুজাতা শুনেছে—চ'লে গেছে। মা শুনেছে— আর আমার কাছে থাকতে পারছে না। কেবল আমি—কেবল আমি—আমার নূতন মা, সে ও বোধ হয় তোমার কোলে আশ্রয় পাবে! পাব না কেবল আমি।

বীরাবাই এর প্রবেশ

বীরা। বোধ হয় কেন ভীমসিংহ? তোমার নূতন মাও নিশ্চয় মেবারের কোলে আশ্রয় পাবে। পাবে না কেবল তুমি। তোমার পিতার মহত্ত্বের উপর সন্দেহ ক'রেই তোমার এই দুর্দ্দশা। তোমার এ দুর্দ্দশায় দুঃখ প্রকাশ করতেও আমার অধিকার নেই।

ভীম। কই মা, পিতার আসবার আজও ত কোনও নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি না।

বীরা। কি করতে চাও?

ভীম। আর ত আমি অপেক্ষা করতে পারি না। সর্দ্দার বললে, আজ যদি আক্রমণ করা না হয়, তা হ'লে মায়ের উদ্ধার কঠিন হবে।

বীরা। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, আমি ঠিক উত্তর দিতে পারবো না। তোমার পিতা যদি তাকে আশ্রয় না দেন, তা হ'লে তোমার উদ্ধারের মূল্য কি? ভীমসিংহ! আমি এইবারে ফিরে যাই। সমস্ত মেবারীর উপর ডাব পড়েছে। পথে আসতে আসতে দেখলুম, দলে দলে মেবারী ঘরে ফিরে চলেছে। আমারও ফেরবার এই শুভ সুযোগ। এ আহ্বানে রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে

পর্ণকুটীরবাসী প্রজা পর্য্যন্ত সকলের এক নাম—মেবারী। সকলেই সমান—মেবারী। সকলেরই, যার যে অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী কর্ত্তব্য আছে। সুতরাং আর আমি থাকতে পারি না। থাকলে আর কোনও কালে মেবারে প্রবেশ করতে পারব না।

ভীম। আর কিছু বলবার নেই মা, তুমি যাও। (**প্রণাম**)

বীরা। (**চক্ষে অঞ্চলদান**) ইচ্ছা ছিল বৎস, তোমার একটা গৌরব-কাহিনী অঞ্চলে বেঁধে পুরদ্বারে প্রবেশ করব।

ভীম। তা যদি বল মা, তা হ'লে এখনি আমি মোগল-সৈন্যকে আক্রমণ করব। পিতারও অপেক্ষা করব না। তোমারও নিষেধ মানব না।

(**নেপথ্যে—দূরে তোপধ্বনি**)

বীরা। নিদর্শন ওই! দূরের পাহাড় গম্ভীর হুঙ্কারে রাণার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়ে দিলে।

ভীম। ঠিক্—ঠিক্! ওই আরাবল্লীর ধূসর শিরে রক্তপতাকা।

ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ

ভী, স। এ রাজা! বড় রাজা যে আইছে রে!

ভীম। মা! মেবাররাণি! এইবারে আমি তোমার পথে পরিত্যক্ত সন্তান!

বীরা। করুণা আকর্ষণ ক'র না ভীমসিংহ!

ভীম। যাবার সময় একটা উপদেশ দিয়ে যাও।

বীরা। আপনাকে সর্ব্বদাই একা মনে করবে। নিজেই নিজের সহচর, নিজেই নিজের সেবক, নিজেই নিজের প্রভু। তখন দেখবে, এক সহচর তোমার সঙ্গী হয়েছে, এক প্রভু সেবক হয়েছে, এক সেবক তোমার প্রভুত্ব নিয়ে তোমার ভার গ্রহণ করেছে। তখন যেখানে বসবে, সেই স্থানই হবে তোমার সিংহাসন; যেখানে বিচরণ করবে, সেই হবে তোমার রাজধানীর রাজপথ! আর বলতে পারলুম না বৎস! (**গমনোদ্যোগ**)

ভীম। তবে একবার দাঁড়াও মা! রূপনগর-কুমারীর উদ্ধারের যশ রাণাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে দেব না। আর, চোরের মত তুমি নগর পরিত্যাগ করেছ! আবার চোরের মত যে তুমি সেই নগরে ফিরে যাবে,—যদি যথার্থই তুমি ভীমসিংহের মা হও, —প্রাণ থাকতে তা আমি হ'তে পারব না।

বীরা। আমি ভীমসিংহের মা।

ভীম। তা হ'লে শোন—একমাত্র মাকে পেয়ে আমি পথে সংসার রচনা করেছিলুম। সে মাও চ'লে যায়! এইবারে আমি সত্যই একা। আমিই এখন নিজের প্রভু। তা হ'লে বল মা, কি ভাবে নগরে প্রবেশ কবলে তোমার সন্তানের গৌরব রক্ষা হয়!

বীরা। তবে আমাকে রাজকুমারীর শিবিরে উপস্থিত কর।

ভীম। সর্দ্দার!

ভী, স। তুই হুকুম করলেই ছুটি রাজ্জা!

ভীম। হুঁসিয়ার। পথের মাঝে রাণা যেন আমার মাকে দেখতে না পায়। চল মা, এই আমার প্রতি যথেষ্ট করুণা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

আরাবল্লী—এরাদৎ খাঁর শিবির

এরাদৎ ও সেফি খাঁ

এরা। এ স্থানটা কার অধিকারে?

সেফি। মাড়োয়ার।

এরা। মেবারের সীমা কি পার হয়েছি?

সেফি। অনেকক্ষণ। এই ঘাট পার হ'লেই আজমীর।

এরা। মাড়োয়ার আমাদের প্রজা?

সেফি। নিশ্চয়। মেবারও প্রজা।

এরা। এই ঘাট পার হ'তে কত সময় লাগতে পারে?

সেফি। আমবা হ'লে বড় জোর তিন ঘন্টা। কিন্তু সঙ্গে রাজকুমারী, সুতরাং সময়টা আপনিই অনুমান করুন।

এরা। এখন থেকে রওনা হ'লে, দ্বিপ্রহরের মধ্যে ওপারে পৌছতে পারব না?

সেফি। যথেষ্ট সময় জনাব!

এরা। সকলকে সত্বর উপাসনা সেরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে ব'লে এস। রাজকুমারীর শিবির রক্ষা করছে কে?

সেফি। এনায়েৎ খাঁ।

এরা। তাকেও প্রস্তুত হ'তে বল।

(সেফি খাঁর প্রস্থান।

যদিচ ভয় করবার কোথাও কিছুই নেই, তবু আজমীরের এলাকায় পড়তে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত হই। শাজাদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে পুরো নিশ্চিন্ত হতুম। সেটা আর হ'ল না। তার জন্য অনর্থক কতকটা বিলম্ব হয়ে গেল। আজ আমার আজমীরে পৌছান কর্ত্তব্য ছিল। তবে নির্ভয়। যদিচ ভয়ের আশঙ্কা কোথাও কিছু থাকতো, তা এক মেবারে। সে সীমা উত্তীর্ণ হয়েছি। মাড়োয়ার প্রজা। এ কি। অম্বরপতি? আসুন, আসুন।

রামসিংহের প্রবেশ

রাম। করেছেন কি মনসবদার! আজও পথে পা ঘষছেন!

এরা। শাজাদার জন্যই এত বিলম্ব হয়ে গেল।

রাম। তা বুঝেছি। কিন্তু বাদশার আর বিলম্ব সইছে না। আমি আজমীরে পৌছেই সম্রাটের এক পরোয়ানা পেলুম। আপনি আজমীরে উপস্থিত হওয়ামাত্র, সে সংবাদ আমাকেই দিল্লীতে নিয়ে যেতে হবে। দু'দিন আজমীরে আপনার অপেক্ষা করলুম। কিন্তু কোথায় আপনি? তাই অন্ধকারেই আমাকে ঘাট পার হয়ে আপনাকে ধরতে হ'ল।

এরা। আমি ত আর নিজের ইচ্ছায় চলতে পারছি না। সঙ্গে জেনানা।

রাম। তা তো আমরা বুঝি, কিন্তু সম্রাট বোঝেন কই! যাক্, এখনি আমাকে ফিরতে হবে। শাজাদা কোথায়? তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে আমার প্রতি আদেশ হয়েছে। এই আদেশ পত্র।

এরা। পত্র দেখতে হবে না। রাজা রামসিংহের কথাই যথেষ্ট। তবে শাজাদা সঙ্গে নেই।

রাম। সঙ্গে নেই ত তিনি কোথায়?

এরা। তাঁকে ধরতে পারি নি।

রাম। সে কি!

এরা। পারি নি বলাটা ভুল হয়, তাঁকে ধরতে পারতুম, কিন্তু ধরলুম না।

রাম। (হাস্য)

এরা। হাসলেন যে রাজা?

রাম। কাঁদতে পারতুম, কিন্তু কাঁদলুম না। আমি তাঁকে ধরতে পারব না জেনে, আপনি না তাঁকে ধরতে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন।

এরা। ছুটিয়েছিলুম; কিন্তু ধ'রে ফেলি, এমন সময়ে শাজাদা এক গিরিপথের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শুনলুম, তার নাম দোবারি—মেবার-প্রবেশের ঘাট।

রাম। আর অমনি ঘোড়ার পিঠেই মূর্চ্ছা গেলেন?

রো। না মূর্খ রাজা!

রাম। ওঃ! তোমার কি প্রখর বুদ্ধি মন্‌সবদার! আমাকে মূর্খ ঠাওরাতে তোমার চুল পেকে গেল! অন্যান্য ওমরাওরা প্রথম দিন দেখেই আমাকে মূর্খ ঠাউরেছিল।

এরা। ক্ষমা করুন রাজা, কথাটা কটু হয়ে গেছে। বহুকালের বন্ধুত্বের আবদারে বলেছি। পাছে শাজাদা মেবারে প্রবেশ করেন, সেই ভয়ে আর আমি তাঁর অনুসরণ করলুম না।

রাম। যদি তিনি মেবারে প্রবেশ করেন?

এরা। তা হ'লে তাঁর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। আর সম্রাটের কিছু লজ্জার কথা।

রাম। যদি তিনি রাণার শরণাপন্ন হ'ন?

এরা। তা হ'লে আরও একটু বেশী লজ্জার কথা!

রাম। আর কিছু নয়?

এরা। আবার কি? আপনি কি মনে করেছেন, রাণা সম্রাটের সঙ্গে লড়াই করবে?

রাম। সে ত পরে। এখন?

এরা। এখন কি? আমাদের আক্রমণ করবে?

রাম। যদি করে?

এরা। আসুক না। রাণা বস্তুটা কি, তা হ'লে একবার দেখে নিই।

রাম। না খাঁসাহেব! সে দেখার বড় সুবিধে হবে না। তল্পী উঠাও। নইলে ছিনিয়ে নেবে।

এরা। বল কি!

এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ

এনায়েৎ। রাণা রাজসিংহ আপনার কাছে এক দূত পাঠিয়েছে—পত্র দিয়ে।

রাম। গোল বাঁধালে!

এরা। আপনি থামুন রাজা!—

রাম। এখন বুঝতে পেরেছি। (শিবঃ- সঞ্চালন)

এরা। কি বুঝেছেন?

রাম। রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্য সম্রাট আরও তিন হাজার ফৌজ পাঠিয়েছেন।

এরা। আপনার ভয় হয়ে থাকে, আপনি চ'লে যান।

রাম। তা তো যাবই। এখন কোন্ দিকে যাবো, সেটা এই বেলা ভেবে নিই। যেহেতু, সমস্ত তুর্কী। আমি মাত্র রাজপুত! সমস্ত মেবাবীর রোষদৃষ্টি প্রথমতঃ আমারি উপরে পড়বে।

এনা। সে লোকটাকে কি বলব?

এরা। ফৌজ সব প্রস্তুত হয়েছে?

এনা। না হয়ে থাকে, তাদের হ'তে আর বিলম্ব নেই। বিলম্ব দেখছি রাজকুমারীর!

এরা। কেন?

এনা। তিনি ব'লে পাঠালেন, "ঈশ্বর-পূজায় বসেছি। পূজা শেষ না ক'রে উঠতে পারবো না।"

এরা। হিন্দু-সে পুতুল-পূজা করে। সে আবার ঈশ্বর-পূজা করছে কি?

এনা। শুনলুম, মাটীর একটা ডেলা পাকিয়ে তার মাথায় কতকগুলো বেলের পাতা চাপাচ্ছেন।

এরা। ভ্যালা আপদ! আর একবার ব'লে পাঠাও।

এনা। যদি না শোনেন?

রাম। এক চাপড় মেরে ঈশ্বরের মাথাটা চ্যাপ্টা ক'রে দিয়ে এস।

এনা। কি হুকুম মন্‌সবদার?

এরা। কথা না শোনেন, রাজা যা বললেন, তাই করতে হবে!

এনা। আমি নিজে যাব?

এরা। রাজা! আপনি রাজকুমারীকে দেখেছেন?

রাম। দেখিছি বই কি-আহা হা হা হা! খুব দেখেছি মন্‌সবদার!

এরা। তা হ'লে আপনি গিয়ে তাকে বুঝিয়ে ব'লে আসুন; আমাদের সেখানে যাবার আদেশ নেই।

রাম। আমি?—কস্মিন্‌কালেও সেখানে আর নয়।

এরা। তবে আপনি পথ দেখুন।

রাম। নিশ্চয়—সেটাতে কারও পরামর্শের অপেক্ষা রাখি না।

এরা। লোকটাকে পাঠিয়ে দাও।

(এনায়েৎ খাঁর প্রস্থান।

রাম। একটু অপেক্ষা খাঁ সাহেব! আমি আগে শ্বশুরবাড়ীর দিকে মুখ করি।

এরা। মির্জ্জা রাজা জয়সিংহের পুত্র হয়ে এত ভয়!

রাম। মেবারীর অস্ত্রে ভয় নয় খাঁ সাহেব, তার দৃষ্টিকে ভয়। আপনি আমাকে মূর্খ ব'লে আমার গুণগান করেছিলেন। আমাকে গাড়োল, গাধা, উল্লুক বলা আপনার উচিত ছিল। মেবারীরা যদি সত্য সত্যই আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবে। আর আমাকে শুধু দৃষ্টি দিয়ে বিঁধবে। অস্ত্র অপবিত্র হবে জেনে, তারা তা আমার গায়ে ঠেকাবে না।

এরা। যান রাজা, আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি!

রাম। আর আপনার?

এরা। তুচ্ছ মেবারী।

রাম। আমি এখান থেকে যাবো নাগোর। সেখান থেকে যাবো নিজ রাজধানী জয়পুর। সেখান থেকে দিল্লী যাবো। বাদশাকে কি বলব?

এরা। তার আগে আমি দিল্লী পৌছব।

(রামসিংহের প্রস্থান।

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। আপনিই এরাদৎ খাঁ?

এরা। হাঁ। তোমার বক্তব্য কি?

(গঙ্গাদাসের পত্রদান, এরাদতের পাঠ)

রাণার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন?

গঙ্গা। পত্রে কি লেখা, আমি ত জানি না জনাব।

এরা। রাজকুমারীকে দিতে আদেশ করেছেন!—পত্রপাঠ—তোমার সঙ্গে।

গঙ্গা। আদেশ ক'রে থাকেন—দিন!

এরা। আমি কি তার গোলাম?

গঙ্গা। তবে কি বলব, ব'লে দিন।

এরা। তাঁকে এখানে আসতে বল।

গঙ্গা। বেশ!

এরা। বলবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিতোরের দুর্দ্দশার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিও। রাণা প্রতাপের দুর্দ্দশার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিও।

গঙ্গা। যখন দিতে বলছেন, দেবো।

(প্রস্থান।

জনৈক সেনানীর প্রবেশ

এরা। ফৌজ কিভাবে সাজিয়েছ?

সেনানী। পিছনে অর্দ্ধেক, সুমুখে অর্দ্ধেক। মাঝখানে রাজকুমারীর শিবির।

এরা। সে শিবির যোধপুরের দিকে পেছিয়ে দাও। সমস্ত ফৌজ সম্মুখে নিয়ে এস।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। হুজুরালি! কতকগুলো ভীল পিছনের মোহড়া আগলেছে!

সেফি খাঁর প্রবেশ

এরা। সেফি খাঁ, ওই রাজপুতটাকে কিছুক্ষণের জন্য আটক কর। তবে দূত—নিরস্ত্র, কৌশলে ধ'রে রাখবে।

সেফি। যদি বলপ্রয়োগ করে?

এরা। বলপ্রয়োগে ধ'রে রাখবে।—খবব নাও। (**সেনানী ও সেফি খাঁর প্রস্থান।**

রেসেলদার এনায়েৎ খাঁকে তলব দে—জলদি। **(প্রহরীর প্রস্থান।**

দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ

২য়; প্র। জনাবালি! পাহাড়ের মাথায় রাজপুত!

এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ

এনা। রাজকুমারী কিছুতেই উঠতে চাচ্ছেন না। বলেন, "পূজা শেষ না ক'রে আমি উঠবো না।"

এরা। চুলের মুঠি ধরে তুলে ফেল।

এনা। তার পর?

এরা। জবাব-দিহি আমার। ভিতরে যড়যন্ত্র, তার মতলব ভালো নয়। যাও— সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু যোধপুরের পথে নিয়ে যাও।

এনা। কিছু বিপদের কি সম্ভাবনা হয়েছে?

এরা। বলবার সময় নেই—নিয়ে যাও। অন্ততঃ এক ক্রোশ দূরে শিবির-স্থাপন কর। শিবির রক্ষা করতে হবে তোমাকে। **(এনায়েৎ খাঁর প্রস্থান।**

চল দেখিয়ে দিবি কোথায় রাজপুত। (নেপথ্যে রণ-কোলাহল) সত্যই ত আক্রমণ করলে। হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ার!

(উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে। সেফি খাঁ!

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার মন্‌সবদার! আমি- এনায়েৎ বন্দী।

গঙ্গাদাসের প্রবেশ, পশ্চাতে সেফি খাঁ

গঙ্গা। নরাধম তুর্কী! আমি নিরস্ত্র।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ভীমসিংহের প্রবেশ-সেফি খাঁকে আঘাত

সেফি। হুঁসিয়ার মন্‌সবদার! আমি জখম!-আমি জখম! **(পলায়ন)**

গঙ্গা। তাই ত! কে আমাকে

বাঁচালে? তুমি—তুমি—আপনি আমার কল্পনার প্রভু—ভবিষ্যৎ রাণা!

ভীম। শক্তাবৎ! এই লুণ্ঠিত অস্ত্র গ্রহণ কর। আর ওই বৃদ্ধ যদি সেনাপতি হয়, এখনি গিয়ে ওর গতিরোধ কর।

সপ্তম দৃশ্য

রূপকুমারীর শিবির-সম্মুখ

নেপথ্যে রণকোলাহল ও বন্দুকাদির শব্দ

রাজসিংহ, দয়ালসা ও রাজপুত সর্দ্দারগণ

রাজ। বিনা রক্তপাতে কার্য্য সিদ্ধ করব মনে করেছিলুম। সেটা আর হ'ল না দেওয়ান!

দয়াল। তবে যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলুম, তা আর হ'ল না। বড় শীঘ্র কার্য্য নিষ্পন্ন হয়ে গেল!

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। প্রান্তর তুর্কীশূন্য।

রাজ। পশ্চাতে কে আক্রমণ করেছিল গঙ্গাদাস?

গঙ্গা। বলব না রাণা!

রাজ। উত্তম। কিন্তু শুনলুম, আরও বহুসংখ্যক তুর্কী রাজকুমারীকে নিতে আসছিল। রন্ধ্রপথে তাদের গতিরোধ করলে কে?

গঙ্গা। আমি জানি না।

রাজ। তোমরা কেউ জানো?

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা। একমাত্র আমি জানি রাণা-বলবো না।

রাজ। এসেছ-ভালোই হয়েছে। এই রাজকুমারীর শিবির-দ্বার—উন্মোচন কর।

পটপরিবর্ত্তন

(পূজা-পুষ্পহস্তে রূপকুমারী।)

রাজ। লুণ্ঠনযোগ্য রত্ন বটে! রাজকুমারি! চ'লে এস।

রূপ-কু। কে আপনি? **(উঠিলেন)**

বীরাবাই এর প্রবেশ

বীরা। আমার স্বামী—তোমার স্বামী— মেবারের স্বামী! রাণা। বিস্মিত হবেন না! সংযুক্তার স্বয়ংবরের পর বীর্য্যশুল্কে নারীগ্রহণ করতে আজও পর্য্যন্ত আর কোনও ক্ষত্রিয় রাজার সাহসে কুলায় নাই। এরূপভাবে পতিগৃহে গমন আর কোনও রমণীর ভাগ্যে ঘটে নাই। তাই অতি লোভে, এই অপূর্ব্ব স্বয়ংবর-সভার সাক্ষী হ'তে এসেছি।

(বীরাবাই রূপকুমারীকে রাজসিংহের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। রূপকুমারী কর্ত্তৃক রাজসিংহের কণ্ঠে মাল্যদান।)

সর্দ্দারগণ। জয় মহারাণা রাজসিংহের জয়!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—পাঠাগার

আওরঙ্গজেব

(পত্রপাঠ করিতে করিতে পরিক্রমণ)

আও। "আপনার দৃষ্টির সমক্ষেই আপনার প্রজা সকল উৎপীড়িত হচ্ছে।" তা হ'লে স্বীকার করলে রাজসিংহ, আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও আছে! কিন্তু আরাবল্লীর বেড়ার ভিতরে চিরবদ্ধ-দৃষ্টি তুমি বুঝতে পারলে না, এ দৃষ্টির প্রসার

কতদূর বুঝতে পারলে না, এ দৃষ্টির তীক্ষ্নতা বিন্ধ্যাচল ভেদ ক'রে দক্ষিণ মহাসাগরের তীরে, বালুকা-প্রান্তরের উপরে, কন্যাকুমারীর নৃত্যাঙ্কিত পদচিহ্নকে পর্য্যন্ত বিদ্ধ করেছে। **(পত্র পাঠ)** "আপনার পূর্ব্বপুরুষ উচ্চ হৃদয়ভাব নিয়ে কেবল দেশের কল্যাণ-কামনা ক'রে এসেছেন।" আর আমি নীচ অন্তঃকরণ নিয়ে—চিঠিতে লেখা না থাকলে তোমার হয়ে কথাটা এইখানে বসিয়ে নিলুম রাজসিংহ!

দ্বাররক্ষীর প্রবেশ

*(কি হে!

দ্বা, র। জাঁহাপনা! উজীর সাহেব জানতে পাঠিয়েছেন—

আও। তোমার চিঠির অক্ষরের পার্শ্ব দিয়ে তোমার মনের কথা বেশ পড়তে পারছি—আর আমি নীচ অন্তঃকরণ নিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি—কি বলছিলে?

দ্বা, র। উজীর সাহেব!

আও। বেশ উপদেষ্টা, বেশ—অথচ এই হিন্দুস্থানেই আমি আমার পুত্র-পৌত্রাদিকে রেখে দুনিয়া ছেড়ে চ'লে যাব। উজীর কি বলছিলে?

দ্বা, র। জানতে পাঠিয়েছেন, এ সময় জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে কি না?

(রামসিংহ এই সময়ে দ্বারমুখে উপস্থিত হইয়া সভয়চকিতের ন্যায় প্রস্থান করিল)

আও। কে ঘরে প্রবেশ করছিল, দেখে এস ত। **(দ্বাররক্ষীর প্রস্থান।**

"দেশের পোনেরো আনা লোক এক বেলাও পেট ভ'রে আহার পাচ্ছে না।' সেটা আমিও জানি রাজসিংহ! কিন্তু তা ছাড়া আরও জানি, যেটা তুমি জান না। এদেশের অন্ন দুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত চ'লে যাচ্ছে। সেখানে লোকে পাঁচ বেলা আহার ক'রেও তা শেষ করতে পারছে না। আহার-শেষে কুকুর-বিড়ালের মুখের কাছে তা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে—

দ্বাররক্ষীর পুনঃ প্রবেশ

কে এসেছিল?

দ্বা, র। কাউকেও ত দেখতে পেলুম না জাঁহাপনা!

আও। ফের দেখে এসো।

দ্বা, র। কেবল উজীর সাহেবের সহকারী বাইরের ফটকে দাঁড়িয়ে আছেন।

আও। **(সক্রোধে)** না মূর্খ, এ তৃতীয় ব্যক্তি। **(দ্বাররক্ষী প্রস্থানোদ্যত)** থাক্— উজীরকে আসতে ব'লে দাও। ঘুমুতে ঘুমুতে কি পাহারাদারী করছ?

(দ্বাররক্ষীর প্রস্থান।

আরও আছে দাম্ভিক মেবারী—সে বস্তু শুধু মানুষের উদর পূরণ ক'রেই শেষ হয়ে যায় না- এই পোনেরো আনা লোকের জীবন-রসে এত সরাব প্রস্তুত হয় যে, তোমার ক্ষুদ্র মেবার ডুবিয়ে দিতে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। "যে জাতি এমন দুর্দ্দশাপন্ন, তাদের করভারে নিপীড়িত করতে যে রাজা কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন না, তাঁর মর্য্যাদা কেমন ক'রে রক্ষিত হবে?" **(পত্র নিক্ষেপ করিয়া)** যাও রাজসিংহ, তুমিও আমাকে চিনতে পারলে না। কূপমণ্ডুক তুমি মহাসাগরের আলোচনা করতে এসেছো। আরাবল্লীব সঙ্কীর্ণ

গণ্ডীর বাইরে এসে, এ বিশাল হিন্দুস্থানের একটা ক্ষুদ্রাংশ দেখেও যদি তুমি আমাকে এই উপদেশপত্র পাঠাতে, তা হ'লে তোমাকে আমি বিজ্ঞ বলতে পারতুম। রাজার মূর্ত্তিতে যদি তোমার বাহিরে আসতে সাহস থাকে, বেরিয়ে এস। না থাকে, যোগি সন্ন্যাসীর ভণ্ডামীর আবার পর। তোমাদের যে কোনও দেবায়তনে প্রবেশ কর। নরকের ভয় তুচ্ছ ক'রে , যদি উন্মুক্ত চক্ষে সত্য দেখতে তোমার সাহস থাকে, মন্দিরমধ্যে ওই পুতুলের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর। যদি দৃষ্টিশক্তিহীন না হও, তখন বুঝবে, যোগী, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ, বৈরাগীর মাথার উপর কেন আমি জিজিয়া-কর স্থাপন করেছি। মূর্ত্তির সম্মুখে, তীর্থযাত্রীর উপরে নরকের ভয় দেখিয়ে করসংগ্রহের অত্যাচার—আর সেই জড়মূর্ত্তির পশ্চাতে, নরকের অন্ধকার-ভরা অন্তরালে কুক্ষিগত বীভৎসতা, যদি তুমি দেখতে পারতে রাজসিংহ-সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-বৈরাগীর লীলাকাহিনী কি কুৎসিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, যদি তুমি পড়তে পারতে রাজসিংহ, তা হ'লে এই চিঠি লেখার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে, এই তীর্থমন্দির গুলোকে অগ্নিসাৎ করতে তুমি আমার সাহায্যে ছুটে আসতে—দেখতে, এই দুর্ভিক্ষের মাথা চূর্ণ করবার দণ্ড তোমাদেরই ধর্ম্মান্ধতা স্কন্ধে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার এ পত্রের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়)* কে ও?

আকবরের প্রবেশ

আক। পিতা, আমি আকবর।

আও। আকবর? আকবর? সত্যই তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র আকবর?

আক। কেন পিতা, আমার এ আসায় আপনার বিস্মিত হবার কি আছে?

আও। আছে—আছে—বৎস, আছে।

আক। জাঁহাপনার আদেশে আমি দিল্লীতে ফিরে এসেছি।

আও। তবু আছে—আজিমকে আমি তোমার এক মাস আগে খবর দিয়েছি। মৌজামকে দিয়েছি। —তারও আগে। আজিম আজও আসতে পারলে না, মৌজাম বুঝি এলো না, কিন্তু তুমি এলে।

আক। আমার আসা কি আপনার ক্ষোভের কারণ হ'ল পিতা?

আও। **(চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ)** দেখ দেখি দোরেব পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি, না? **(আকবরের প্রস্থান।**

তাই ত, আমার হিসাবনিকাশ কি ভুল হ'তে আরম্ভ হয়েছে? আকবর সকলের আগে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে।

আকবরের পুনঃ প্রবেশ

কেউ আছে?

আক। একমাত্র আপনার দ্বাররক্ষী।

আও। আকবর! আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে,—দিল্লীতে কখন এসেছ প্রিয়তম?

আক। ঘর্ম্মক্ত দেহ—এখনও বিশ্রাম নিতে পারি নি পিতা।

আও। আরও সন্তুষ্ট—সঙ্কল্প

করেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে যে প্রথমে দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে, তাকেই আমি এ যুদ্ধের সেনাপতি করব।

আক। যুদ্ধ? কার সঙ্গে পিতা?

আও। যুদ্ধ। কার সঙ্গে, সম্ভবতঃ রাত্রিপ্রভাতেই জানতে পারবে। যুদ্ধ—এরূপ যুদ্ধের আয়োজন আমি আজও পর্য্যন্ত করি নি। করছি বৃদ্ধকালে—মক্কাসরিফে যাবার পূর্ব্বক্ষণে—(**উর্দ্ধদৃষ্টি**) তুমি পাগল, তুমি পাগল, তুমি পাগল—(**অপ্রকৃতিস্থ ভাব**)

আক। (**সবিস্ময়ে**) আমি?

আও। না প্রিয়তম, তুমি কেন—পাগল আমি-একটা প্রাণহীনের উপহাসে উত্তেজিত হচ্ছি।—সে আমার মক্কা যাবার কথা শুনে হাসছে। তুমি কার্য্যকুশলতা দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছ। কত দূর থেকে ফিরে এলে প্রিয়তম? আমি কল্পনায় দেখছিলুম, তুমি বাঙ্গালার শাসনদণ্ড হাতে ক'রে গৌড়ের গদীতে ব'সে আছ।

আক। বাঙ্গালায় পা দিতে দিতে ফিরে এসেছি।

আও। বেশ, বেশ—তবু বেশ। যাও, আজ রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর।

আক। দিগ্‌বিজয়ী বীর দিলীর খাঁ জীবিত থাকতে, দুর্দ্ধর্ষ তয়বর খাঁ বর্ত্তমান থাকতে, আমাকে আপনি সেনাপতি করবেন?

আও। সেনাপতি হ'তে কি ভয় কর আকবর?

আক। এ কি ভয়ের কথা হ'ল পিতা—আনন্দ। সে আমার অন্তরের সমস্ত রন্ধ্র গুলো একসঙ্গে আক্রমণ করেছে— সে আক্রমণের এত তীব্রতা যে, আমার মন—তাকে সন্দেহ করছে পিতা।

আও। আলমগীরের বাক্য—আকবর!

আক। ধন্য হলুম পিতা। (**প্রস্থানোদ্যত**)

আও। যদি তাকে পরাস্ত করতে পার, ভবিষ্যতে ময়ূর-সিংহাসন তোমার— (**আকবর অভিবাদনপূর্ব্বক কিছুদূর অগ্রসর হইল**)

যদি তাকে জীবন্ত বন্দী ক'রে আমার পায়ে নিক্ষেপ করতে পার, তা হ'লে আমার জীবদ্দশায়—(**উর্দ্ধদৃষ্টি**) হুঁ—কি বলছিলুম?

উদিপুবীর প্রবেশ

উদি। তোমার জীবদ্দশায়—অর্থাৎ—বুঝতে পারলে না আকবর? যদি তাকে বন্দী করতে পার, এই মহাপুরুষ যেমন তার পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে তাঁর জীবদ্দশাতেই সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তুমিও তেমনি করবে।— তা কারাগারেই নিক্ষেপ কর, কিংবা সেই ধার্ম্মিক শিরোমণি জ্যেষ্ঠ দারার এই মহাত্মার হাতে প'ড়ে যে অবস্থা হয়েছিল—

আও। আকবর! (**চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত**)

আক। (**চলিতে চলিতে**) পিতা না থাকলে —(**তরবারি স্পর্শ**)

উদি। আমাকে কেটে ফেলতে

আলমগীর্ পুত্র? আমাকে কাটো, ক্ষতি নেই— **(আকবরের প্রস্থান।** কেবল ওইটি ক'র না আকবর! পিতার সমস্ত গুণরাশি দিয়ে ওই পবিত্র আকবর নামের উপ'র যত পার আবরণ দিও, কেবল, দোহাই, ওইটি ক'র না—সোনার থালায় এই বৃদ্ধের মুণ্ড রেখে তাতে তরবারি স্পর্শ করিয়ে, তার নিমীলিত চক্ষুপলকে দুই ফোঁটা অশ্রুনামের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ ক'র না।

আও। ছেলের সুমুখে আমাকে অপদস্থ করলে?

উদি। কি করব নাথ, আমি নারী। আর সম্রাট আলমগীরের বাক্য যখন মিথ্যা হ'তে পারে না—আমি উদিপুরী। অতি দূরে থাকলেও, কখন তাদের চোখে না দেখলেও, আমি সেই মেবারী ললনাকুলের মধ্যে এক জন। স্বামী আমার সর্ব্বস্ব—আমার উপাসনার দেবতা। আমি ত তার আত্মহত্যা চোখে দেখতে পারব না। পুত্রকে ডাকো সম্রাট, সে তোমার সম্মুখেই আমাকে হত্যা করুক।

আও। আত্মহত্যা কেমন ক'রে বুঝলে প্রিয়তমে?

উদি। মৌজ্জাম, আজিম বর্ত্তমানে আপনার ওই পুত্রকে সেনাপতি করলেন কেন?

আও। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে যে দিল্লীতে এসে আমাকে অভিবাদন করবে, সেই এ যুদ্ধের সেনাপতি হবে।

উদি। যদি আমার পুত্র এসে অভিবাদন করতো?

আও। তাকেই আমি সেনাপতি করতুম। আলমগীরের বাক্য মিথ্যা হ'ত না প্রিয়তমে!

উদি। তা এ মনের সঙ্কল্প বাঁদীকে শোনাতে এত ব্যাকুল হয়েছিলেন কেন?

আও। **(বিস্মিতভাবে উদিপুরীর মুখের পানে চাহিলেন)** তুমিই বল!

উদি। যদি ঠিক বলি, মনের কথা গোপন করবেন না?

আও। **(ঈষৎ ক্রোধের সহিত)** কি বলতে চাও, জল্‌দি বল। এটা তোমার বিলাস-কুঞ্জ নয়—দিল্লীশ্বরের মন্ত্রণাগার। তোমার সঙ্গে অসার তর্কে আমি মূল্যবান্ সময় নষ্ট করতে পারি না।

উদি। সে সময় ত নিজেই সংক্ষেপ ক'রে আনছেন জাঁহাপনা!

আও। কি ক'রে?

উদি। যখন আপনি ওই অসার পুত্রকে একটা বিরাট যুদ্ধের সেনাপতি করেছেন। আপনার সেই মহান্ প্রপিতামহের পবিত্র আকবর নাম সর্ব্বপ্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত হবে জেনে, সকলের চেয়ে ওই পুত্রকেই আপনি অধিক স্নেহ করেন। সে হ'ল আজ বিশাল মোগল-সৈন্যের সেনাপতি।

আও। আমার সময় সংক্ষেপ তুমিই ক'রে আনলে দেখছি।

উদি। না—না—না প্রিয়তম—নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ক'র না। তোমার জন্য আমি নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করতে ভয় পাই। হায়! যৌবনের সেই অনন্ত শক্তিধর আলমগীর—এখন তুমি

এত দুর্ব্বল—এত পর-নির্ভর।

আও। এই সব কথা শোনাবার জন্য কি তুমি এখানে এসেছ?

উদি। না—নিমন্ত্রণ করবার জন্য।

আও। কিসের নিমন্ত্রণ গো!

উদি। আমার বিজয়োৎসবের গো!

আও। কোন্ রাজ্য এই কয় ঘন্টার মধ্যে জয় ক'রে ফেললে?

উদি। ছি প্রিয়তম, তুমি স্ত্রীজাতির চেয়েও কৌতূহলী! সেখানে গিয়ে জানবার অপেক্ষা করতে পারছ না?

অআও। কবে যেতে হবে?

উদি। এখনও ত আমি সম্রাটকে আদেশ করবার অধিকারী হই নি!

আও। বেশ প্রিয়তমে, ঘরে গিয়ে আমার যাবার জন্য প্রস্তুত থাক।

(উদিপুরী কিছু দূর অগ্রসর হইয়া অধরে অঙ্গুলী দিয়া দাঁড়াইলেন)

আবার দাঁড়ালে কেন প্রিয়তমে?

উদি। সম্রাট আলম্‌গীর্!

আও। আরও বলবার কিছু আছে?

উদি। বলতে এসেছিলুম—

আও। বলতে ভয় হচ্ছে? নিঃসঙ্কোচে বল? তবু সঙ্কোচ? পুত্রের জন্য কিছু বলতে এসেছ? ভয় পাচ্ছ কেন প্রিয়তমে?

উদি। মনের সঙ্কল্প বাঁদীর কাছে প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়েছিলেন কেন?

আও। তুমি কি অনুমান করেছ, বল।

উদি। আপনি জানতেন---স্থির জানতেন—সে আর দিল্লীতে ফিরে আসবে না। সেই জন্য আমাকে বিদ্রূপ করতে ওই কথা বলেছিলেন।

আও। তোমার অনুমান সত্য। আমি তাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছি। তোমার পুত্রের জন্য আমার চির-উন্নত মস্তক অবনত হয়েছে। আর সে অপমান তোমা হ'তে হয়েছে, তাই তোমাকে বিদ্রূপ করেছিলুম।

উদি। মহিমান্বিত সম্রাট আলম্‌গীর! সেলাম।

আও। কি বলতে ইচ্ছা করেছিলে—বললে না?

উদি। আর বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

আও। সে ক্ষমার অযোগ্য—তবু তোমার অনুরোধে আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি।

উদি। আমিও মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞী উদিপুরী! অবশ্য আপনার কাছে এ আত্ম-প্রশংসায় আমার মর্ম্মভেদ হয়ে যাচ্ছে। তবু আবার বলি, আমি মহিমান্বিত সম্রাটের মহিমান্বিতা প্রতিদ্বন্দ্বী। **(প্রস্থানোদ্যতা।**

আও। তা হ'লে তাকে ক্ষমা করব না?

উদি। এরূপ প্রশ্ন আলমগীরের যোগ্য নয়। আমি যে তার মা জাঁহাপনা?

আও। ভিক্ষা চাইতে হবে, নতুবা তাকে মুক্ত করব না।

উদি। এই কি জাঁহাপনার প্রতিজ্ঞা?

আও। প্রতিজ্ঞা করলে, ভিক্ষাতেও কিছু হ'ত না প্রিয়তমে!—যে দুর্গে সে আবদ্ধ হবে—হবে কি, এত দিনে নিশ্চয় হয়েছে— তোমার মত বুদ্ধিমতীর

সারাজীবনের চেষ্টাতেও তার সন্ধান হবে না। **(উদিপুরী চলিলেন)** বেশ যাও—পুত্রের ভীষণ মৃত্যুর কাহিনী যথাসময়ে তোমার কর্ণগোচর হবে।

উদি। **(মুখ না ফিরাইয়া)** ধিক্ সম্রাট, তোমাকে ধিক্।

আও। এখনও বল, এতক্ষণ সে বিদ্‌র-দুর্গে— অন্ধকারে—অনাহারে—বিরাট শূন্যের মত নিরাশার প্রাচীরে—

উদি। **(মুখ ফিরাইয়া সক্রোধে)** না।

আও। **(সবিস্ময়ে)** না?

উদি। **(সজোরে)** না।

আও। সে ফিরে এসেছে?

উদি। নিশ্চয়। শুধু এসেছে, তোমার ওই অপদার্থ পুত্রের এত আগে এসেছে যে, আমি জোর ক'রে তাকে ধ'রে না রাখলে সেই আজ বিশাল মোগল সৈন্যের সেনাপতি হ'ত। সে জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। আমি তাকে আস্‌তে দিলুম না। তোমার কৃপায় আজও পর্য্যন্ত সে যুদ্ধক্ষেত্র দেখেনি। কিন্তু হায়, যে ভয়ে তাকে আমি আসতে দিলুম না—সাম্রাজ্যের ধ্বংস—হতভাগ্য আলমগীর, মতিভ্রমে তুমিই তা নিষ্পন্ন ক'রে দিলে! **(প্রস্থানোদ্যত)**

আও। দুনিয়ার মধ্যে পুত্রকে গোপন করবার এমন কোনও স্থান সন্ধান কর, যেখানে আলম্‌গীরের দৃষ্টি পৌঁছিতে না পেরে পলকের আবরণে ফিরে আসে।

উদি। এর উত্তর এখানে দিলুম না জাঁহাপনা। **(প্রস্থান।**

আও। মহিমান্বিতাই বটে তুমি প্রিয়তমে। তোমার এই অন্তরবাহিরের অপূর্ব্ব রূপ এত দিন পরে—এই নির্ম্মম বার্দ্ধক্যে—মোগলের অন্তঃপুরে মেবাররাজকুমারীকে প্রবেশ করাবার সাধ মিটিয়ে দিয়েছে। দিলীর—দিলীর!

দিলীরের প্রবেশ

এখনি এরাদৎ খাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে আমার কাছে নিয়ে এস।

দিলীর। সে কোথায় জাঁহাপনা?

আও। যেখানেই থাক্, সেইখান থেকেই তাকে বেঁধে নিয়ে এস।

দিলীর। সে পরপারে সম্রাট।

আও। পরপারে! তুমি আমাকে কি শোনাবার জন্য তবে এত ব্যস্ত হয়েছিলে?

দিলীর। মহারাণা রাজসিংহের উত্তর।

আও। রাণা উত্তর পাঠিয়েছে?

দিলীর। দাও, প'ড়ে দেখি।

দিলীর। পত্রে নয়—অস্ত্রে জাঁহাপনা।

আও। **(ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি)** দিলীর, দিলীর! দারার কাঁধে কি মুণ্ড ছিল?

দিলীর। না জাঁহাপনা।

আও। স্মরণ কর—স্মরণ কর—স্মরণ ক'রে উত্তর দাও।

দিলীর। খুব স্মরণ আছে সম্রাট। থালার উপরে রক্ষিত তাঁর মুণ্ডের উপর আপনার অসিস্পর্শ আমি এখনও জাজ্বল্যমান দেখতে পাচ্ছি।

আও। হুঁ! পত্র দাও।

দিলীর। পত্র নয় জাঁহাপনা—অস্ত্রের উত্তর। রাণা রূপকুমারীকে পথের মাঝে লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে। এরাদৎ খাঁ জীবিত নাই —অর্দ্ধেক সৈন্য হত।

আও। বিজয়োৎসব—বিজয়োৎসব!

দিলীর খাঁ। মেবার ধ্বংস করতে হ'লে কত সৈন্যের প্রয়োজন?

দলীর। শুধু মেবার নয় জাঁহাপনা — মাড়োয়ার আছে।

আও। মাড়োয়ার আছে, আরও আছে— মনে কর, সমস্ত রাজপুত জাতি আছে—কত সৈন্যের প্রয়োজন দিলীর খাঁ?

দিলীর। তিন লক্ষ হ'লে সাহস করতে পারি-সঙ্গে উপযুক্ত কামান।

আও। সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে চেপে পড়—আমার মান রক্ষা কর। মক্কা যাবার পূর্ব্বে আমি একবার দেখে যাই, সমস্ত হিন্দুস্থান আমার পদানত হয়েছে। (ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি) যাও— তুমি কাফের—তুমি কাফের—তুমি কাফের। (অপ্রকৃতিস্থ-ভাব)

দিলীর। (সক্রোধে)কে? আমি জাহাপনা? (তরবারি স্পর্শ)

আও। (প্রকৃতিস্থভাবে) না ভাই— তুমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আমি আমার অন্তরের সংশয়টাকে গালি দিচ্ছি। (ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি) দিলীর—দিলীর। দারার ছিন্ন মুণ্ডে হাসি মাখানো ছিল?

দিলীর। ছিল বই কি সম্রাট। তবে সে হাসি কেবল দেবতারা দেখেছে, মানুষে দেখতে পায় নি।

আও। তুমি দেখেছ?

দিলীর। সম্রাট! আমি এখন থেকেই রাণার সঙ্গে যুদ্ধ করছি।

আও। কর—কর দিলীর, আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর। কিন্তু—

দিলীর। বলুন—গোলামকে সঙ্কোচ কেন প্রভু?

আও। মর্য্যাদা। আমার আগেই নষ্ট হয়েছে দিলীর খাঁ।

দিলীর। কেমন ক'রে সম্রাট?

আও। আমার এ পরাজয়বার্ত্তা আমার আগে উদিপুরী বেগম জানলে কেমন ক'রে?

দিলীর। না জাঁহাপনা।

আও। না?

দিলীর। দিল্লীতে দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে আপনি জেনেছেন। আর যারা জানে, তাদের দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিয়েছি —তারা নিজেদের পরাজয়-কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

আও। কিন্তু বেগম আমাকে বিজয়োৎসবের নিমন্ত্রণ ক'রে গেল।

দিলীর। আমিও নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তার অন্য কোনও অর্থ থাকতে পারে, যা আমি জানি না।

আও। নিশ্চিন্ত।

দিলীর। এমন গোপনে রেখেছি যে, আপনার জীবনেতিহাসে এ কথা স্থান পাবে না।

আও। বিজয়োৎসব বিজয়োৎসব বিজয়োৎসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—রংমহল

উদিপুরী

উদি। (পত্রপাঠ) "মহামান্যা। আপনি আমাকে আপনার এক জন দীন"— (ওষ্ঠে অঙ্গুলী দিয়া) চুপ,বুদ্ধিহীনে চুপ। করছিস্ কি? দেয়াল কান পেতে— দেয়ালে দেয়ালে ছবি তীব্রদৃষ্টির শলাকা নিয়ে ঘরের বাতাস পর্য্যন্ত—চোরের

নীরবতায়, অথচ ক্ষুধার অনন্ত ঝঙ্কার-ভরা জ্বালায়! দেয়াল শুন্‌বে, ছবি বিঁধবে, বাতাস গ্রাস করবে! চুপ বুদ্ধিহীনে—চুপ!—সাকী! সরাব।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। করছেন কি আজ বেগম সাহেব!

উদি। চোপ—সরাব। (**বাঁদীর প্রস্থান।** করছেন কি বেগম সাহেব—তুই তুচ্ছ বাঁদী, তোকে বলব কি? বললে কি তুই বুঝবি?

বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ ও পানপাত্র দান

বাঁদী। সত্যি বলছি হুজুরাইন, আপনার আজিকার আচরণ আমি এক বিন্দুও বুঝতে পারছি না।

উদি। আমিই পারছি না—(**পানপাত্র মুখে তুলিয়া, পত্রে দৃষ্টি দিয়া**) কেউ পারছে না—তা তুই?—দেয়ালে দেয়ালে ছবি, তোড়ায় তোড়ায় ফুল, আতরে আতরে গন্ধ, বাতাসে বাতাসে তরঙ্গ—কেউ বুঝতে পারছে না—তা তুই!

বাঁদী। কখনও আপনাকে—

উদি। এমন ক'রে সবাব খেতে দেখিস্‌ নি? (**পাত্রদান**)

বাঁদী। ও চিঠিতে কি আছে যে, একশোবার পড়েও তা শেষ করতে পারছেন না?

উদি। আমি তোমায় বলি, আর দিল্লী উল্লাসে হুঙ্কার ক'রে উঠুক। আমি তোমায় বলি, আর আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত—শৈশবের খেলনা, কৈশোরের ওড়না, চোখের বিলাস, কানের সম্পদ কাশ্মীর—কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যাক—যাঃ!

বাঁদী। দোহাই হুজুরাইন, আর সরাব পান করবেন না।

উদি। আচ্ছা যা— (**বাঁদীর প্রস্থান।** আজ কি আমি বিষাদকে হাসাতে সরাব খাচ্ছি রে? খাচ্ছি—উল্লাসকে কাঁদাতে। —নইলে সে এখনি আমাকে মেরে ফেলতো! বুকের ভিতরে পশে, তুলেছে সে এমন পাষাণ-চূর্ণ-করা বিদ্রোহ। (**পত্র পাঠ**) "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—মেবার পণ—সে কুমারীকে দিল্লীতে নিয়ে যেতে দেবো না—যদি যায়, আপনি জানবেন, মূলচ্যুত আরাবল্লী মেবারকে পৃথিবীগর্ভে সমাধিস্থ করেছে।" না মহীয়ান্‌ না—তোমার আরাবল্লী—চির-অচল, চিরঅকম্প আকাশের মহত্ত্বের মুকুট-পরা শৈলরাজ ভাঙবে কেন? তার মাথার উপরে তারার ফোয়ারা, পদতলে অগণ্য তৃষিতের তৃপ্তিধারা, শিরোদেশ থেকে তলদেশ—যার অঙ্গে যুগ-যুগান্তের বীরত্ব-কাহিনী তড়িতোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা, সে আরাবল্লী ভাঙবে কেন? তাকে আঘাতের কল্পনায় শত সাম্রাজ্য চূর্ণ হবে মহীয়ান্‌! (**পত্র বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া**) নয় কি আমার এ বিজয়োৎসব? কাশ্মীরীবাই সম্রাটমহিষী হয়েছিল—আসবার সঙ্গে সঙ্গে হ'ল কি না সে সকল বেগমের শিরোমণি; কিন্তু উৎসব করতে গিয়ে চোখের কোণ দিয়ে কতকগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—উঃ! কি বেগেই না তারা ছুটলো—আমার উৎসবের সমস্ত আয়োজন পুড়িয়ে দিলে। আর আজ চুপ—চুপ—ধৈর্য্য ধর বিজয়িনি! উৎসব-মুখে অশ্রুস্রোতে ভেসে

যাস্ নি। —সাকী!—আমাকে সরাব দিলি নি?

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। এই যে দিলুম বেগম সাহেব!

উদি। সত্যি?

বাঁদী। পিয়ালা এখনও বিশ্রাম নেয় নি হুজুরাইন! **(পাত্র প্রদর্শন)**

উদি। বুঝেছি—যা। সরাব সঙ্গোপনে আমার রসনা স্পর্শ করেছে এইবারে। সে বুঝেছে, আর এ জীবনে সে আমাকে নেশা দিতে পারবে না—যা।

বাঁদী। তা হ'লে আর সরাব খাবেন না?

উদি। আর মানে কি রে? মনে করেছিস্ —আজ? শুনলি না, সে আমাকে নেশা দিতে পারলে না। সে আমার অধর ছুঁয়ে নিজেই নেশায় বুদ হয়ে গেল। পেটে পড়তে না পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো! সাকী! আর সে জাগবে না। যদি জাগে, তখন বুঝবি, তোর হুজুরাইনের হৃৎপিণ্ড নিথর হয়ে গেছে।

বাঁদী। শুনে আনন্দ যে আমি ধ'রে রাখতে পারছি না বেগম সাহেব!

উদি। আমিও পারছি না। যা। না—না—দাঁড়া—ক্ষণেক দাঁড়া—কে ও?

তয়বর খাঁর প্রবেশ

যা বাঁদী—যা। **(বাঁদীর প্রস্থান।** এ কি সেনাপতি? উৎসবের নিমন্ত্রণ করলুম— তবে এমন চোরের মত এখানে প্রবেশ কবলে কেন?

তয়। পুত্র কোথা বেগম সাহেব?

উদি। ঘুমুচ্ছে।

তয়। শীঘ্র তাকে তুলে দিন—

উদি। না তুলে দিলে কি তার বিপদ হবে?

তয়। হবে কি-হয়েছে।

উদি। আহা! বাছা আমার অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তয়। তুলে দিন-তুলে দিন। নইলে এই সুনিদ্রাই হবে তার চিরনিদ্রা। তাকে বন্দী করবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে। পলকের মত সময়ের ফাঁক, আমি তার ভিতর দিয়ে তাকে রক্ষা করতে এসেছি।

উদি। **(অবনত মস্তকে পাদচারণ)**

তয়। ও কি করছেন বেগম সাহেব! কথার গুরুত্ব কি আপনার বোধে এলো না?

উদি। এসেছে সেনাপতি। কিন্তু তয়বর খাঁ, তোমাকে দিয়ে তার উদ্ধার আমার ভালো লাগছে না কেন?

তয়। দেখছি বেগমসেহেব, আপনার মাথা ঠিক নেই।

উদি। বোধ হয়। সেনাপতি! মাথাটাই বুঝি ঠিক নেই। —এত উল্লাস ক্ষুদ্র নারী বুঝি আয়ত্ত করতে পারছে না।

তয়। দুর্ভাগ্য!

উদি। কার সেনাপতি?

তয়। আর কার—এখন দেখছি আমার। আমার অগাধ স্নেহ আপনার পুত্রকে দিয়ে, আমার সকল সৌভাগ্য নষ্ট করেছি।

উদি। তয়বর খাঁ! **(চক্ষু দেখাইয়া)** এ মরুভূমিতে এর পূর্ব্বে আর কখন কি

জল দেখেছিলে?

তয়। বেগম সাহেব!

উদি। আজ এটা গ'লে গেছে—মরুভূমি বুঝি সাগর হ'ল! পুত্রকে রূপনগরে পাঠিয়েছিলুম, আর সে ফিরবে না জেনে। সে ফিরে এলো—শুধু এলো না তয়বর খাঁ — সে এমন উপহার সঙ্গে নিয়ে এলো যে, দেখামাত্র এই দুটো নীল পাথর ভেদ ক'রে জলের ফোয়ারা ছুটে গেল।

তয়। (করজোড়ে) হুজুরাইন্!

উদি। ও কি— ও কি প্রবীণ—পিতৃতুল্য সেনাপতি!

তয়। মা! চোখে যে জল আছে, এ কঠোর বৃদ্ধও এর পূর্ব্বে আর কখনও জানতো না। এ পরীর রাজ্যে প্রবেশ করলুম—আত্মহারা,—চোখের জল ফেললুম, কিন্তু এখনও অন্ধত্ব ঘুচলো না আমার!

উদি। ঘুচেছে সেনাপতি, জীবনে প্রথম দেখার চোখ পলকের অনেক দূরে লুকিয়ে থাকে—আবরণ করতে পারে না। অশ্রু তাকে উজ্জ্বল করে।

তয়। বুঝেছি মা, আর আমাকে কিছু বলতে হবে না। (প্রস্থানোদ্যত)

উদি। অপেক্ষা—অপেক্ষা—লহমার জন্য। তুমি ত আর একবার আমার পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে—

তয়। হয়েছিলুম—

উদি।। তার পর—

তয়। আমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল।

উদি। দেখতে পাও নি?

তয়। দেখেছিলুম—ধ'রে তাকে আনতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলুম, তোমার পুত্রকে স্থানচ্যুত করতে পারি নি।

উদি। মা ব'লে কি রহস্য করতে এলে তয়বর খাঁ? রস্তমের তুল্য শক্তিশালী তুমি—

তয়। সে আকর্ষণে পাহাড়ের মাথাও বুঝি নত হ'ত। কিন্তু তোমার পুত্র টললো না!

উদি। এ যে বিচিত্র কথা!

তয়। আগে আমারও বিচিত্র মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না—তার মাকে দেখে। মা! এখন যেন বুঝতে পারছি—যখন অপারগ হয়ে ফিরি, সেই রূপনগরের সুসজ্জিত ঘরখানাকে কাঁপিয়ে তোমার পুত্র বলেছিল—"দেহের বলই বল নয়—মনের বলও বল নয়, বল-এই ক্ষুদ্রদেহে মাতৃশক্তির প্রেরণা। মা যাকে ধ'রে আছে, তাকে কেউ স্থানচ্যুত করতে পারে না।"

উদি। এ জেনেও আবার তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছ!

তয়। ধৃষ্টতা—মা! বুদ্ধিহীনের ধৃষ্টতা। (তয়বরের প্রস্থান।

উদি। হাঁ রে ছেলে, তোরই কি কেবল মা আছে—আমার নেই? মা—মা! শৈশবে তোমাকে চিনি নি—কৈশোরে তোমাকে দেখি নি—যৌবনে তোমাকে স্মরণেও আনি নি—এখন চোখ বুজে তোমার রূপের আভাস।

সর্ব্বশক্তিময়ি, সুস্পষ্ট হও মা—হৃদয়ে এস—বাক্যে এস—চলাচলে এস—ভ্রূভঙ্গে এস।

(নেপথ্যে বাহকের কণ্ঠশব্দ)

এস স্বামিন্, এস দুনিয়াজয়ী আলমগীর্! মিলনবিরহের এমন সন্ধিক্ষণ—তুমি না দেখলে দেখবে কে?

আওরঙ্গজেব ও আকবরের প্রবেশ

আও। আকবর, তুমি পার্শ্বের কক্ষে অবস্থান কর। **(আকবরের প্রস্থান।**

উদি। আসুন মহামহিমান্বিত সম্রাট! বাঁদীর সৌভাগ্য পূর্ণ হ'ক।

আও। বা! বা! আমার আসবার আগেই তুমি নিজেই যে সৌভাগ্য উথলে দিয়েছ— প্রিয়তমে!

উদি। দুনিয়াজয়ী! সমালোচনা করবেন না—কেবলমাত্র আমার বাহিরটা দেখে। ভিতরেব অতি নগণ্য অংশ বাহিরটাতে ছটকে এসেছে জাঁহাপনা!

আও। তোমার বিজয়োৎসবের আমিই একমাত্র অতিথি না কি প্রিয়তমে?

উদি। না সম্রাট, আপনি প্রাধান।

আও। আর যারা, তারা কি এই খানেই আসবে?

উদি। সম্রাটের আদেশ হয়, আসবে।

আও। তোমার বিজয়োৎসবের অর্থ আমি এখনও বুঝতে পারি নি। মিথ্যা বলব কেন, আমি এসে যেন কিছু লজ্জিত বোধ করছি।

উদি। বাঁদীর গৃহে প্রভু এসেছেন, এতে লজ্জা কি?

আও। প্রভু যদি একা আসতো। তারাও ত উৎসব জেনে আস্‌বে?

উদি। আসবে কি এসেছে।

আও। এরাদৎ তোমার পুত্রকে বন্দী করতে পারে নি, তাই কি এই উৎসব?

উদি। না জাঁহাপনা।

আও। সে মুক্তি পেয়েছে, এটা তুমি মনে ক'র না।

উদি। এমন অন্যায় মনে করব কেন? সে যে আর দিল্লীতে ফিরে আসবে না, এ কথা আমি তাকে জানিয়ে রূপনগরে পাঠিয়েছিলুম।

আও। ভাল, কেবলমাত্র দিলীর খাঁকে নিয়ে এস। **(উদিপুরী প্রস্থানোদ্যতা)** তাই ত, দিলীরও শেষকালে আমার সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করলে। এরাদতের পরাজয়বার্ত্তা নিশ্চয় এ নারী তার কাছে জেনেছে। আর একবার ফেরো ত প্রিয়তমে!— রূপকুমারী দিল্লীতে এলে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করব?

উদি। সে কি দিল্লীতে আসবে?

আও। ও! এইবারে তোমার 'বিজয়োৎসব' বুঝে নিয়েছি। তোমার মাথার খেয়াল তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে আসবে না। সুতরাং আমি স্ত্রী পরাজিত। কেমন, এই ত তোমার বিজয়োল্লাস বেগম সাহেব?

উদি। না জাঁহাপনা।

আও। তাও না?

উদি। তার কথা আমার মনেও ছিল না।

আও। **(ব্যঙ্গস্বরে)** মনেও ছিল না?

উদি। মিথ্যা কইনি জাঁহাপনা!

আমার এ বিজয়োল্লাস কাশ্মীরকুসুমের আকর্ষণ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে দিয়েছে।

আও। তোমার ছেলে তার সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতিয়েছে, তাতে আমার ত নয়ই, কোনও শাজাদারও তাকে বিবাহ করা চলবে না।

উদি। ভাল, যদি তাকে আনতে পারেন— আমার কন্যা সে— আমাকে ভিক্ষা দেবেন।

আও। 'যদি' মানে কি?

উদি। আমার সে শুভ-অভিলাষ যে পূর্ণ হবে না জাঁহাপনা।

আও। হবে না?

উদি। সে যে হ'তে পারে না সম্রাট।

আও। তা হ'লে সঙ্কোচ কেন, মুক্তকণ্ঠে বল, আমি স্ত্রী-পরাজিত।

উদি। আর, স্বপ্নেও সে কথা বলতে পারব না।

দিলীর। (**নেপথ্যে**) আমি কি যেতে পারি জাঁহাপনা!

আও। এস উজীর!

দিলীরের প্রবেশ

বিশেষ কোন প্রয়োজন?

দিলীর। আমি ত আর বৃথা সময় নষ্ট করতে পারি না সম্রাট। তাই গৃহকর্ত্রীর বিদায় নিতে এসেছি।

আও। দিলীর! সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ-পদারূঢ় যে, সে যদি তার প্রভুর সঙ্গে প্রতারণা করে, তার কিরূপ শাস্তি?

দিলীর। জীবন্ত তার দেহের ছাল তুলে ফেলাই উপযুক্ত শাস্তি জাঁহাপনা!

আও। সে আসবে না, তোমায় কে বললে বেগম সাহেব?

উদি। যেই বলুক, এ মহাত্মা নন জাঁহাপনা?

আও। ও! তা হ'লে অনুমান?

উদি। আগে অনুমান ছিল। এখন বলছি সত্য—সত্য—সে আসবে না। আসতে পারে না।

আও। রাত্রি অনেক হয়েছে—যাও—নিদ্রায় মত্তচক্ষুকে বিশ্রাম দাও।

উদি। বিশ্রাম তুমি দাও সম্রাট, তোমার প্রতারক চক্ষুকে। জেগে সরল দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়া দেখা অভ্যাস কর। **(রাজসিংহের লিখিত পত্র নিক্ষেপ। দিলীর ব্যস্ততার সহিত পত্র তুলিয়া আওরঙ্গজেবের হস্তে দিলেন। আওরঙ্গজেব পত্র পাঠান্তে তাহা শতধা ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন)**

দিলীর। এর পর যদি আমাকে অপরাধী করেন জাঁহাপনা, তা হ'লে যে প্রভুর তৃপ্তিসাধনের জন্য জীবনে সহস্র অকার্য্য করেছি, আজ তার চরম ক'রে দুনিয়া থেকে স'রে যাব।

আও। আকবর!

আকবরের প্রবেশ

দিলীর। থাকতে ইচ্ছা কর?

(দিলীর উদিপুরীর মুখের পানে চাহিল)

উদি। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা—আমার অনুরোধ।

আও। আকবর। এই জালিয়াৎনীকে বন্দী কর।

উদি। মহাত্মা উজীর। এইবার বলুন—সত্য বলুন—সে আসবে?

দিলীর। না হুজুরাইন্, সে আসবে না।

উদি। দূরে দাঁড়াও আকবর। আমি নারী, তোমার ও শৃগাল চক্ষুর অন্তরালে

যেতে আমার ক্ষমতা নেই। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

কামবক্‌সের বেগে প্রবেশ

কাম। দাঁড়া হতভাগ্য, দাঁড়া। ও হীনকে ওরূপ মিষ্টভাবে বলছ কেন মা—যে তার মায়ের পবিত্র অঙ্গে হাত তুলতে এসে হীনতায় পশুকেও পরাস্ত করেছে।

আক। পিতা!

কাম। দুর্বৃত্ত কি গায়ে হাত দিয়েছে?

উদি। না বৎস, সে দুর্ভাগ্য এখনও ওর হয় নি।

আও। গায়ে হাত দিলে কি কর্‌তে কামবক্‌স?

কাম। এ কথার আর উত্তর দেবো না পিতা, যেহেতু, আমার ওই নির্ব্বোধ ভাইয়ের দেখছি এখনও পুণ্য আছে।

*(আও। কামবক্‌স্' তুমি বিদ্রোহী— তোমার মায়ের সঙ্গে তোমাকেও আমি বন্দী করব।

আক। এখনি—যদি আদেশ না করেন পিতা, তা হ'লে বুঝবো, আপনি আমাকে যে অধিকার দিয়েছেন, তা মূল্যহীন।

কাম। আমি যে বন্দী হবার নয় পিতা!

আও। মানে কি?

কাম। আমি চিরমুক্ত—অস্ত্র আমাকে কাটতে পারবে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করতে পারবে না।

আও। ও! তুমি দারা?

কাম। না সম্রাট, আমি সে মহাপুরুষের গোলামের গোলাম।

আও। কাফের—কাফের।)*

আকবর! বীরের গর্ব্ব যদি বিন্দুমাত্রও তোমাতে থাকে, এখনি দুরাত্মাকে বন্দী কর।

(আকবর বংশীধ্বনি করিলেন)

সশস্ত্র সিপাহীগণের প্রবেশ

উদি। আপনার পুত্রকে বন্দী করবার আগে সম্রাট, আপনার দুর্দ্দান্ত বার্দ্ধক্যকে বন্দী করুন।

আও। শৃঙ্খলাবদ্ধ কর—শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

আক। ধর—ধর—সঙ্কোচ ক'র না—ধর ধর।

জয়সিংহের বেগে প্রবেশ

জয়। অপেক্ষা—এত শীঘ্র নয় শাজাদা আকবর! তোমার এই নিরস্ত্র ভাইয়ের পশ্চাতে তার এমন এক দেহরক্ষী ভাই আছে যে, তার শেষ নিশ্বাসের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আজ তার মহান্ পিতাকেও তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবে না। **(সকলের সাশ্চর্য্যে নিরীক্ষণ)**

আক। কে তুমি?

জয়। তুমি আমার পরিচয় জানবার যোগ্য নও সম্রাটপুত্র!

আও। কে তুমি বৎস?

জয়। দিল্লীশ্বর! অগ্রে আপনার এই শক্তিমান্ পুত্র আর তার সহচরদের স্থানত্যাগে আদেশ করুন। **(অভিবাদন)**

আও। **(আকবরকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন)**

আক। বিশ্বাস করবেন না পিতা—ও আততায়ী—ষড়যন্ত্র।

উদি। মায়ের অপমান করলে,

তোমার পিতারও মর্য্যাদা যথেষ্ট রাখলে—আমার পার্শ্বে এই যে সশস্ত্র বৃদ্ধ বীর দাঁড়িয়ে আছেন, এর মানটা আর মাটীতে লুটিয়ে দিও না সম্রাট-পুত্র! এ দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীর। নিশ্চিন্ত চ'লে যাও—শাজাদা! নইলে সম্রাটের ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমাকেই বাধ্য হ'তে হবে।

(আকবর ও সিপাহীগণের প্রস্থান।

আও। যুবক! তোমার অসমসাহসিকতায় আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি! কে তুমি?

জয়। আমি রাণার পুত্র। **(সকলে চমৎকৃত ভাব)**

দিলীর। শুধু পুত্র?

জয়। পুত্র এবং উত্তরাধিকারী।

আও। নিদর্শন?

জয়! সম্রাটের কি জানা আছে?

অাও। আছে বৎস! অমরধব তৃণবলয়। **(জয়সিংহ আস্তেন ছিঁড়িয়া দেখাইলেন)** তবে আর শেষটা বলতে তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? এইবারে বল তুমি জ্যেষ্ঠ। বল—বল-তুমি জ্যেষ্ঠ—

ভীমসিংহের প্রবেশ

ভীম। না সম্রাট, জ্যেষ্ঠ আমি। জয়সিংহ! **(সকলে বিস্মতভাবে ভীমসিংহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল)**

জয়। এ কি—এ কি! দাদা। দাদা—**(নতজানু)** মহানুভব সম্রাট সাক্ষী—আমি বলি নি—আমি বলি নি। তুমি জ্যেষ্ঠ—তুমি জ্যেষ্ঠ! সম্রাট! আপনি এই হাত থেকে তৃণবলয় খুলে নিয়ে পিতার জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাধিকার প্রদান করুন।

ভীম। **(জয়সিংহকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া)** না ভাই, তুমিই রাজ্য গ্রহণ কর। সম্রাট! এ রাজ্য পেয়েছে—আমি সে রাজ্যের বিনিময়ে মা পেয়েছি। দুনিয়ার সাম্রাজ্য এক দিকে—আর আমার—আমার সে নন্দরাণী মা এক দিকে। দুনিয়া আমার মাকে সেলাম ক'রে চ'লে যাক্—দুনিয়ার বিনিময়েও আমার সে মা দেব না।

আও। তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে ভীমসিংহ?

ভীম। আরাবল্লী পাহাড়ে আমি ইচ্ছামত বিচরণ করছিলুম, এমন সময় দেখি, ঘাটের পথ দিয়ে সম্রাট-পুত্রের সঙ্গে রাণাপুত্র। বিস্ময়ে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। আজমীর ফটকের ধারে এক মহানুভব ফকীর—এ কি সম্রাট ফকীর—ফকীর সম্রাট আলমগীর্!

আও। (সহাস্যে) ফকীরের আবরণকে রহস্য করেছিলুম প্রিয়তম। যথার্থই আজ তোমার বিজয়োৎসব প্রিয়তমে! বাবর থেকে আরম্ভ ক'রে, আজও পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের যে সৌভাগ্য হয়নি, তোমার পুত্র সে ভাগ্য অর্জ্জন করেছে। রাণার পুত্র তার দেহরক্ষী। এস প্রিয়—তোমাদের উভয়কে একসঙ্গে তিরস্কার করি। **(কামবক্স্ ও জয়সিংহের উষ্ণীষ বিনিময় করিয়া দিলেন। ভীমসিংহের প্রতি)** তোমাকে আর কি দেব বৎস! **(মুকুটে হস্তক্ষেপ)**

ভীম। সম্রাট—সম্রাট! ক্ষমা।

আও। কেন? তোমার সে দুনিয়ার

অধীশ্বরী মাকে দেখাবে।

ভীম। (করযোড়ে) মহানুভব দিল্লীশ্বর! তরুতল আমার আশ্রয়।

আও। বেশ। আত্মরক্ষার প্রয়োজন— এই অস্ত্র নাও। (অস্ত্রদানোদ্যোগ)

ভীম। যদি দুর্ভাগ্যবশে এই অস্ত্র আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন করি?

আও। ক্ষুদ্র বালক! আমি আলমগীর্। (ভীমসিংহের অস্ত্র গ্রহণ)

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—উদ্যানপথ

রামসিংহ

রাম। *(যে সে আমাকে বলে মূর্খ। সত্যই ত আমি মূর্খ। কিন্তু মূর্খ হবার যে কি সুখ, এ হতভাগ্য পণ্ডিতগুলোকেউ জানে না। মনের নেশায় রূপনগর গেলুম, চোখের নেশায় পাগল হলুম—কিন্তু এখন প্রাণের নেশায় মস্‌গুল হয়ে গেছি! পণ্ডিত হ'লে কি হ'তে পারতুম? রাজসিংহ, বা—দূর থেকে তোমাকে দেখলুম—আর তুমি যাকে নিয়ে গেলে— অ হ হ হ —কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে কত নাচলুম, তুমি ত দেখতে পেলে না রাণা! পণ্ডিত হ'লে কি নাচতে পরতুম। যত বেটা মূর্খ পণ্ডিত পৃথিবীটাকে আগুনের মত তাতিয়ে দিয়েছে। মূর্খগুলো যে একটু ঠাণ্ডা পায়ে দাঁড়াবে তার উপায় রাখে নি,-কি আপদ্, শাজাদা আকবর আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম ক'রে গেল, তা কতক্ষণ এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? তপ্ত দিল্লীর মাটীতে পা দুটো যে পুড়ে ছাই হবার যোগাড় হ'ল। ও কে—শ্যামসিংহ? পথের মাঝে ভাগনীর কি অবস্থা হয়েছে বুড়োবেটা জানে না—তাই মুখখানায় এখনও কি একটা, কি একটা-কি যেন একটা বিষম কি মাখানো রয়েছে।)*আসুন—আসুন বিকানীরপতি!

শ্যামসিংহের প্রবেশ

শ্যাম। এইবারে তোমাকে পেয়েছি।

রাম। (হাস্য) পাওয়া হয়েছে সে কি আজ! লোকে বলে, আমাকে ভূতে পেয়েছে—আমি বলি, না না, পেয়েছেন যিনি,—তিনি বিকানীরপতি শ্যামসিংহ।

শ্যাম। নে নির্লজ্জ কাপুরুষ, অস্ত্র ধর্-

রাম। (অস্ত্র বাহির করিবার অভিনয়) আপনার সঙ্গে লড়াই—কোন্ হাতে অস্ত্র ধরব বৃদ্ধ—যেহেতু, দক্ষিণ হাতে অস্ত্র ধরতে আমাকে একটু সলজ্জ হ'তে হচ্ছে।

আকবরের প্রবেশ

আক। ব্যাপার কি—ব্যাপার কি বিকানীরপতি?

শ্যাম। আগে এ মূর্খটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দি—তার পর ব্যাপার বলছি শাজাদা!

রাম। আগে ব্যাপারটা ব'লে এ মূর্খটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিন, কেন না, এ বিশাল বপুকে এক বিঘত সরাতেই আপনাকে অন্ততঃ তিনবার খাবি খেতে হবে।

আক। অপেক্ষা করুন। মহা-মহিমান্বিত সম্রাট আলম্‌গীরের আদেশ আপনি কি শোনেন নি?

শ্যাম। না তো শাজাদা!

আক। এই দেখুন—(ফারমান প্রদান)

শ্যাম। (পাঠান্তে) আপনি আপনি—(বার বার সেলামকরণ) আপনিই এখন এই বিশাল মোগল—সৈন্যের অধিনায়ক।

আক। আপনি সম্রাটের এক জন বিশিষ্ট মনসবদার। আপনি কালবিলম্ব না ক'রে আপনার সমস্ত পলটন নিয়ে আজমীরে আমার অপেক্ষা করুন।

শ্যাম। কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এ কথা এ অধীনকে বললে কি কিছু ক্ষতি হবে?

আম। ঠিক যুদ্ধ নয়—কর আদায়। মহামান্য পিতা রাণা রাজসিংহের মাথার উপর জিজিয়াকর ধার্য্য করেছেন।

শ্যাম। করেছেন?

আক। করেছেন, এবং আমার উপরেই সেই কর আদায়ের ভার দিয়েছেন।

শ্যাম। বা! মহিমান্বিত সম্রাট—বা! ধন্য আপনার বিবেক বুদ্ধি!

আপ। আপনাকে ও ভাই রামসিংহকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শ্যাম। হবে কেন সম্রাটপুত্র, এইখান থেকেই আমরা চলতে আরম্ভ করলুম।

আক। আপনাদের বিবাদ?

শ্যাম। এইখান থেকেই মিটে গেল—কি রামসিংহ?

রাম। হাতে দু'টো বিস্তার করুন বিকানীরপতি। (উভয়ের আলিঙ্গন) আ! বিকানীর! আপনার বুকে কি ভয়ানক জ্বালাময়ী ভক্তি!

আক। বস্—এইবারে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি?

শ্যাম। নিশ্চিন্ত-নিশ্চিন্ত চ'লে যান শাজাদা! শাজাদা আকবরের জয় হ'ক।

(আকবরের প্রস্থান।

রাম। আনন্দ—কি আনন্দ, আমাদের বিকানীরপতি!

শ্যাম। নিশ্চয় আনন্দ—রাণার এতটা দাম্ভিকতা দেখানো কি ভাল হয়েছে?

রাম। শাজাদার আদেশে যখন রাণার মুণ্ডটা আমরা কচাৎ ক'রে কেটে ফেলবো, তখন আরও কি আনন্দটাই না হবে।

শ্যাম। কিছু কর দিলেই ত সব মিটে যেত— তাতে রাণার মর্য্যাদার কি এমন লাঘব হ'ত!

রাম। শুধু কি তাই—দাম্ভিক রাণা যে দুষ্কার্য্য করেছে--

শ্যাম। আবার কি—

রাম। তাতে তার মুণ্ডমালা কেটে ফেললেও আমার রাগ যাবে না।

শ্যাম। রাণা আর কি করেছেন রামসিংহ?

রাম। আপনি রাণার বিরুদ্ধে এইখান থেকেই অস্ত্র উত্তোলন করুন।

শ্যাম। আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

রাম। সে কি একটা ছোটখাটো 'কি'-যে, বললেই বুঝবেন। শুনুন। (শ্যামসিংহের কর্ণে কথন) রাণা পথের মাঝে আপনার ভাগনীকে লুটে নিয়ে গেছে।

শ্যাম। বল কি রামসিংহ!

রাম। চুপ—চুপ—দিল্লীর কেউ জানে না—জানবে তখন, যখন আপনি সেই পাপিষ্ঠ রাণাকে বধ ক'রে তার অন্তঃপুর থেকে আপনার ভাগনীর চুলের মুটী ধ'রে তাকে আবার দিল্লীর হারেমে প্রবেশ করাবেন।

শ্যাম। এই এমন মহাপুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র ধরতে হবে?

রাম। ধরতে হবে কি—ধরেছি। (শ্যামসিংহ মস্তকে হাত দিয়ে দাঁড়াইলেন)

শ্যাম। এর নামই কি দাসত্ব রামসিংহে?

রাম। না রাজা না—এর নাম ভক্তি। আলম্‌গীর যেমনি বলবে; 'শ্যামসিংহ, রামসিংহের মাথাটা কেটে ফেল'—অমনি আপনি আমার মাথাটা কেটে ফেলবেন। আবার আলমগীর্ যেমনি বলবে, 'রামসিংহ, শ্যামসিংহের মাথাটা কেটে ফেল।' আমি অমনি দ্বিধা না ক'রে আপনার মাথাটা কচ্ ক'রে কেটে ফেলব। তার পর যেমনি আলমগীর বলবে, 'শ্যামসিংহ, রামসিংহ এইবারে তোমরা দুজনে সেই দুর্ব্বৃত্ত রাজসিংহকে কেটে ফেল।' তখনি আমরা দু'টো কবন্ধ এমনি ক'রে জড়াজড়ি ক'রে উল্লাসে নৃত্য করতে করতে সেই দুর্ব্বৃত্তে মাথাটা ছ্যাড়াং ক'রে কেটে ফেলবো।

শ্যাম। হা দুর্ভাগ্য, অথচ আমাদের যেতে হবে।

রাম। ধিক্ রাজা, এখনও হবে! (হাত ধরিয়া) এস—আর বল চ'লেছি—চলেছি —চলেছি। (উভয়ের প্রস্থান।

শ্যামসিংহকে লইয়া দিলীরের প্রবেশ

দিলীর। রাজা। আপনার যদি কোন সঙ্কোচ বোধ হয়, আপনি এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন, তাতে আপনি সম্রাটের বিরাগভাজন হবেন না নিশ্চয়।

শ্যাম। সাধারণ যুদ্ধ মনে ক'রে জনাবালি আমি উল্লাসের সহিত যোগ দিতে এসেছি, কিন্তু যখন শুনলুম, আমার ভাগিনেয়ীকে উদ্ধারের জন্যই রাণার বিরুদ্ধে এ বিরাট যুদ্ধের আয়োজন, তখন—জনাবালি—আমার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন।

দিলীর। কোন ভয় নেই রাজা, এ যুদ্ধ—যুদ্ধ নয়, দুই মহাশক্তির পরস্পরের সহিত চিরদিনের জন্য সম্মিলনের আয়োজন। সে মিলন কখন্ কি অবস্থায় হবে, আমি এখনও বল্‌তে পারছি না বিকানীরপতি! কিন্তু স্থির জানি, হবে! স্থির জানতুম, হবে; হ'তেই হবে। তাই জেনে আমি আমার প্রভু দারা সেকোর হত্যাকারীর নকরী গ্রহণ

শ্যাম। এর উপর আমি আর কোন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি না।

দিলীর। আমি পাগলের মত বলছি না রাজা, আমি দেখেছি। সম্রাট হিন্দুর বিশ্বেশ্বরের মন্দির চূর্ণ ক'রে সে স্থান অনায়াসে আবর্জ্জনার স্তূপ ক'রে রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। মন্দির ভেঙ্গে মস্‌জিদ স্থাপন করেছেন। যেখানে পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরের আরতি হ'ত, সেখানে একেশ্বরেরই স্তব হচ্ছে।

শ্যাম। উজীর সাহেব, আমাকে

আলম্‌গীরেরই সৈনিক ব'লে জান্‌বন।

চতুর্থ দৃশ্য

আরাবল্লী—উপত্যকা

দয়াল সা ও সর্দ্দারগণ

দয়াল। সর্দ্দারগণ! আপনারা সকলে যে যার স্থান নির্দ্দেশ ক'রে বসুন।

ঝালা। আ! কত যুগ পরে!

সকলে। কত যুগ পরে!

গঙ্গা। সেই রাণা প্রতাপ—আর এই রাণা রাজসিংহ! এই তৃণাসনে দরবার—মেবারীর স্মৃতিতে মাত্র যা লেখা ছিল,—আজ তা আবার পরিণত হ'ল বাস্তবে।

দয়াল। কেবল একটি বস্তু আর মিলবে না ঝালা সর্দ্দার! সেটি মেবারবাসীর স্মৃতিতেই বুঝি রয়ে গেল। সেই দেওয়ান-শ্রেষ্ঠ ভাম-সা। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত, স্থানচ্যুত, হতাশ প্রতাপসিংহের সম্মুখে যে দাঁড়িয়েছিল। তার বিশাল বক্ষ ছিল উন্মুক্ত। পূর্ণ প্রসারিত ছিল তার অঞ্জলি-বদ্ধ বাহু। আর সেই অঞ্জলিতে তার পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত সর্ব্বস্ব—

গঙ্গা। বিশকোটি টাকা।

দয়াল। ঝালা সর্দ্দার! সব মিলবে—মিলবে না কেবল সেই মহাপুরুষ—রাজপুত জাতির নিরাশ হবার পূর্ব্বক্ষণে, যিনি সেই সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে তাদের পূর্ণমর্য্যাদা কিনে এনেছিলেন।

ঝালা। না দেওয়ানজী, আমি আপনাতে তাঁকেই দেখছি!

সকলে। আমরাও দেখছি দেওয়ানজী!

গঙ্গা। রাণা প্রতাপ এখন রাজসিংহ,— প্রতাপের দেওয়ান যিনি ভাম-সা, তিনিই এখন রাজসিংহের দেওয়ান চন্দাবৎ দয়াল সা।

দয়াল। পাগলের মত ব'ল না গঙ্গাদাস।

গঙ্গা। সে আমাকে বলতে হয় নি দেওয়ানজী! বলেছে যে, সে সেই মহানুভব ঝালারই বংশধর। যিনি আপনাকে প্রতাপ ব'লে প্রতাপের রক্ষায় হল্‌দীঘাটে প্রাণ দিয়েছিলেন।

দয়াল। তবে যা আছে, তা ছিল, আছে থাকবে। ধর্ম্মের গ্লানির সময় যদি অবতার পুরুষকে আসতে হয়, জাতির গ্লানির সময় মহাত্মাও ফিরে আসেন। সত্য হয় তার অস্ত্র, ত্যাগ হয় তার বর্ম্ম।

গরীবদাসের প্রবেশ

দয়াল। খবর কি?

গরীব। খবর—আকবরের সময় এক লক্ষ— এবারে তিন লক্ষ। আর তারা এলো ব'লে। আরাবল্লীর চূড়ায় উঠলে এখনই বোধ হয় তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

দয়াল। রাণা?

রাজসিংহের প্রবেশ। সকলের সম্ভ্রম প্রদর্শন

রাজ। এসেছি দেওয়ান।—সমস্ত কথা শুনেছ সর্দ্দারগণ?

ঝালা। শুনেছি মহারাণা!

রাজ। জিজিয়া কর দেবে?

সকলে। জীবন থাকতে নয় রাণা।

রাজ। জীবন মানে কি

সর্দ্দারগণ—তোমাদের জীবন, না জাতির জীবন?

ঝালা। কি করতে হবে, আদেশ করুন মহারাণা!

রাজ। দেশ, ধর্ম্ম, জাতি—আর যার চিরন্তনী পবিত্রতার উপর জাতির অস্তিত্ব- সেই নারী— সমস্তই আজ বিপন্ন। মহাত্মা প্রতাপের সময় শুধু দেশ বিপন্ন হয়েছিল, আমার বেলায় সব।

দয়াল। এবারে করতে হবে আত্মরক্ষা।

ঝালা। করব দেওয়ান!

রাজ। আত্মরক্ষার কি উপায় স্থির করেছ? **(সকলে অসি কোষমুক্ত করিল)** না সর্দ্দারগণ, ওইটাই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নয়।

ঝালা। তবে কি মহারাণা?

রাজ। সম্রাটের সৈন্য তিন লক্ষ। যার তুলনায় আমাদের সৈন্য নগণ্য।

গরীব। তার উপর তার কত কামান কত নূতন রকমের আবিষ্কৃত অস্ত্র।

দয়াল। শুধু অসির সাহায্যে সম্রাটের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা অসম্ভব।

রাজ। তাই বলছি সর্দ্দারগণ, রাণা প্রতাপের সময় যেমন, এ সময়েও তেমন, চাই আমাদের আত্মবল। সেই আত্মবলের একমাত্র উপায় অন্তর-বাইরে শুদ্ধি। যে দোষের জন্য বীর রাণা অমরসিংহ সতেরো বার যুদ্ধে জয়ী হয়েও জাহাঙ্গীরের কাছে পরাভব স্বীকার করেছিলেন, সে দোষটি কি তোমরা জানো?

ঝালা। আপনিই বলুন রাণা!

রাজ। জীবনের শেষভাগে, বিজয়ী বীর আপনাকে নিরাপদ জেনে বিলাসী হয়ে পড়েছিলেন। রাণার আচরণের অনুকরণে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সর্দ্দারও বিলাসী হয়েছিল। মেবার-পতনের কারণ এইবারে বুঝতে পারলে ঝালা?

ঝালা। পেরেছি রাণা।

রাজ। বুঝতে পারলে সালুম্বা, তোমরাও বুঝতে পারলে আমার সম্পদ-বিপদের সহচর?

সকলে। বুঝেছি রাণা।

রাজ। এখনো আমাদের অনেকের মধ্যে সেই দোষ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। যদি তোমাদের জিজিয়া কর দেবার ইচ্ছা না থাকে, দেখতে যদি সাধ না থাকে চিতোর-বালকদের সহজানন্দের বিলোপ—চিতোর-নারীর সেই দুঃখাবহ অবস্থার পুনরাবর্ত্তন—তা হ'লে এই বিলাসিতাকে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ কর।

সকলে। করলুম রাণা!

রাজ। বেশ—আর এক কথা। মেবারের স্বাধীনতার সঙ্কটকাল উপস্থিত হ'লে, নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে প্রত্যেক মেবারীকে এক একবার আরাবল্লীর বনাচ্ছন্ন গুহার ভিতরে আশ্রয় নিতে হয়।

সকলে। নেবো রাণা!

রাজ। প্রতিজ্ঞা?

সকলে। প্রতিজ্ঞা।

রাজ। যাও, তবে তোমরা প্রস্তুত হও। মহাত্মা প্রতাপের সেই আরাবল্লীর পবিত্র শিলাসন হ'ক আমাদের গৌরবময় মেবারজীবনের সাধনা-পীঠ।

সর্দ্দারগণ। অরাবল্লী—আরাবল্লী।

রাজ। সাধনায় যদি দেহপাত হয় হোক, তাহা ওই পবিত্র পীঠের সম্মুখে। যদি জয় হয়, সেই পীঠই করুক, তীর্থযাত্রীর মুখে জগতে আমাদের জয়বার্ত্তার ঘোষণা।

সকলে। চল সকলে—আরাবল্লী—আরাবল্লী।

পঞ্চম দৃশ্য

আরাবল্লী—উপত্যকা

***(নেপথ্যে মেবারী পুরুষ ও স্ত্রীগণের কোলাহল)**

চারণগণ নেপথ্যে

(গীত)

উপরে চাহিয়া দেবতা-সঙ্ঘ নিম্নে চাহিয়া নর।

এস বীর ফিরে আপনার ঘরে ওই যে তোমারি ঘর।।

পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ

সকলে। আরাবল্লী—আরাবল্লী।

১ম, পু। ভগবান্ একলিঙ্গের জয়।

২য়, পু। মাতাজীর জয়।

১ম, পু। চল সকলে। ওই আরাবল্লীর বিশাল বাহু। ওই বাহু দিয়ে যত্নে ধরা আরাবল্লীর হৃদয়—বিপন্ন মেবারীর একমাত্র আশ্রয়।

সকলে। আরাবল্লী—আরাবল্লী।

চারণ-বালকগণের প্রবেশ

(গীত)

উপরে চাহিয়া দেবতা-সঙ্ঘ নিম্নে চাহিয়া নর।

এস বীর ফিরে আপানার ঘরে ওই যে তোমারি ঘর।। **(প্রস্থান।**

(নেপথ্যে—কোলাহল)

অন্ধ, খঞ্জ, আতুর প্রভৃতি নরনারীর প্রবেশ ও প্রস্থান।

জনৈক বালকের প্রবেশ ও চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ

খঞ্জ রমণীর প্রবেশ

রমণী। তুই এ দিকে কোথায় চলেছিস্ রে হতভাগা? তোর বারো বৎসর হয়েছে বারো বৎসরের বাদল বীরত্বে এক দিন রাজোয়ারা নাচিয়ে দিয়েছিল—ফিরে যা।

বালক। তোকে দেখতেই ত এ দিকে এসেছি, একটা প্রণাম ক'রে যাব না— আ মর্। **(প্রণাম)**

রমণী। যাও বাপ্—বাদলের গৌরব তোমার লাভ হ'ক। **(বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।**

চারণীগণের প্রবেশ

(গীত)

শুনিনি, শোননি, শোনেনি রে কেহ এমন বিজয় গান।

দেখিনি, দেখনি, দেখেনি রে কেহ জাগিতে এমন প্রাণ।।

মরা যে জেগেছে, পাষাণ কেঁদেছে, তুষার উঠেছে জ্ব'লে।

এক সুরে কয় মেবারের জয় একভাবে পড়ে চ'লে।।

খঞ্জ ছুটেছে উঠিতে পাহাড়ে, অন্ধ মেলেছে আঁখি।

ভাই ভায়ে আজ বুকে টেনে নিয়ে হস্তে বেঁধেছে রাখী।।

আবাল-বৃদ্ধ মায়ের সেবক—মায়ের সেবিকা নারী।

বিজয় বিশান তুলিয়া আকাশে চলিয়াছে সারি সারি।।

ভাষা নাহি জানে কথায় বাঁধিতে এ নব
জাগার-গান।
দেখিনি দেখনি দেখেনি রে কেহ এমন
প্রাণের টান।। (প্রস্থান।

গরীবদাসের প্রবেশ

গরীব। যাক্, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর,—তারা এই বারে নিরাপদ। আর যারা অবশিষ্ট, তারা অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষা করুক। ধিক্ ভীমসিংহ!—অন্ধ হাত দিয়ে, খঞ্জ চক্ষু দিয়ে, আতুর তার শক্তির যে কণাটুকু অবশিষ্ট, তাই দিয়ে দেশ মাতৃকার সেবা করতে এলো, আর শ্রেষ্ঠ মেবারী—তুমিই কেবল আসতে পারলে না! তুমি বর্ত্তমানে, রাণা আমাকে করলেন কি না এ যুদ্ধের সেনাপতি! মেবারের আহ্বান— সেই কুমারিকা থেকে শুনতে পেয়ে মেবারী ছুটে এলো, দেশের প্রান্তে বসেও মেবারী-প্রধান তুমিই কেবল আসতে পারলে না। তোমার মহত্ত্ব স্মরণ ক'রে তোমাকে একবার অভিবাদন করি—আর তোমার কাপুরুষতা স্মরণ ক'রে একবার—না, বার বার তোমাকে বলি—ধিক্ শ্রেষ্ঠ মেবারী— তোমায় ধিক্!

রাজসিংহের প্রবেশ

রাজ। সেনাপতি!

গরীব। আদেশ মহারাণা।

রাজ। না গরীবদাস, আদেশ তোমার। তিন লক্ষ মোগল সৈন্যের গতিরোধ করতে চলেছ—চলেছ মেবার-রাজের আদেশে—সমস্ত সামন্ত সে আদেশের সাক্ষী। মর্ম্ম যদি তাব বুঝতে না পেরেছিলে কাপুরুষ, তবে অধিকার নিয়েছিলে কেন?

গরীব। কি বলতে এসেছেন, বলুন।

রাজ। জানতে এসেছি, তোমার ব্যূহ- রচনার কৌশল, আমাকে কোথায় থাকতে হবে?

গরীব। আমি দোবারিতে, নাইনি ঘাটে আপনি দৈসুরীতে জয়সিংহ।

রাজ। জয়সিংহ আসে নি।

গরীব। জয়সিংহও আসেনি?

রাজ। কই, এখনও ত এলো না। অথচ দু'দিন পূর্ব্বে তার এখানে আসা উচিত ছিল। সেনাপতি! কি রাজাজ্ঞার প্রচার হয়েছে জানো?

গরীব। জানি রাণা, এই রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে যে মেবারী এখানে না উপস্থিত হবে, তার প্রাণদণ্ড।

রাজ। যদি জয়সিংহ না উপস্থিত হ'তে পারে?

গরীব। তার প্রাণদণ্ড।

রাজ। পারবে দিতে জয়সিংহবে সেই দণ্ড?

গরীব। নরসিংহ রাজসিহের আদেশ— আমি তাঁরই আজ্ঞাবহ সেনাপতি।

রাজ। অমি বলছি গরীবদাস, তুমি এ যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারবে। (প্রস্থান।

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

*(গঙ্গা। সেনাপতি!

গরীব। এই যে তোমাকে পেয়েছি। দাদা! দৈসুরীঘাট রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

গঙ্গা। না।

গরীব। না?

গঙ্গা। আর কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে ভার দাও। আমি এই রাত্রেই মেবার পরিত্যাগ করব। ভবিষ্যৎ রাণার দেহরক্ষা আমার সঙ্কল্প।

গরীব। রাণার আদেশ তোমার জানা আছে?

গঙ্গা। আছে—মেবার-পরিত্যাগীর প্রাণদণ্ড। যুদ্ধাবসানে যদি জীবিত থাকি, আমি ফিরে এসে মাথা দেব গরীবদাস। যদি। মরি, রণস্থলের যে কোন স্থান থেকে আমার দেহের অনুসন্ধান ক'রে আমার শিরশ্ছেদ ক'র।

গরীব। যাও, শক্তাবৎ। আর পিছন ফিরে চেও না। তোমার মুখ দেখা ছাড়া আমার অপর কর্ত্তব্য আছে।

(গঙ্গাদাসের প্রস্থান।)*

এই—ঠিক— ঠিক পারবো—মহাত্মা রাণা রাজসিংহ, তোমার মর্য্যাদা নিশ্চয় রক্ষা করবো। এক দিকে তিন লক্ষ— অন্য দিকে নগণ্য—সংখ্যা মুখে আনতে লজ্জা করে, তবু রাণা, জয় তোমাকে এনে দেবো।

সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা। এই ত শক্তাবতের যোগ্য কথা।

গরীব। তুমি। খঞ্জ পর্য্যন্ত এতক্ষণে পাহাড়ে উঠেছে।

সুজাতা। দেখেছি শক্তাবৎ—দেখে সেনাপতিকে দেখা দিতে এসেছি, দেখতে আসি নি। আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে দিতে এসেছি, নিতে আসিনি।

গরীব। মাতাজী আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সুজাতা। না—ধর্ম্মে পতিত যে, মা তাকে আশীর্ব্বাদ দেন না। তুমি ভীমসিংহের নিন্দা করেছ, রাণীর নিন্দা করেছ— এই একটু আগে আমার ভাসুরের, তোমার মহামতি জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিন্দা করেছ। ধর্ম্মে পতিত হয়েছ। তাঁরা অপরাধ ক'রে থাকেন,— নিন্দা করবার তুমি কে? সাবধান শক্তাবৎ, জয়লক্ষ্মী তোমাকে বরণ করতে এসে মলিনমুখে যেন দ্বারদেশ থেকে ফিরে না যায়।

(দূরে কামান—শব্দ)

গরীব। অপরাধ—অপরাধ—ওই তারা আসছে—আর দাঁড়াতে পারি না। যদি তোমার আশীর্ব্বাদে পাপমুক্ত হই— কর আশীর্ব্বাদ সুজাতা।

সুজাতা। **(পত্র-পাত্র বাহির করিয়া)** এই নাও—যে যশোদামায়ীর স্নেহরসে দ্বাপরে পুরুষোত্তম পুষ্ট হয়েছিলেন— সে দিন যা রসনায় স্পর্শ ক'রে মৃত ভীমসিংহ ভীমের বল মৃত্যুর ঘর থেকে লুটে এনেছে—এই নাও সেনাপতি, মেবারেশ্বরীর সেই মানুষকে অমর করা সুধাপাত্র। এই নাও উষ্ণীষে বাঁধ। বেঁধে, সেই সর্ব্বমেবারীর মাকে প্রণাম করতে করতে চ'লে যাও।

গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ।।

(প্রস্থান।

গরীব। (মেবারেশ্বরী—**(প্রণামকরণ)**

জয়সিংহের সবেগে প্রবেশ

জয়। সেনাপতি! সেনাপতি! আমি এসেছি।

গরীব। দৈসুরী—দৈসুরী—দৈসুরী।

জয়। চলেছি। সেনাপতি—চলেছি।

(জয়সিংহের বেগে প্রস্থান। গরীবদাস গমনোদ্যত।

রাজসিংহের প্রবেশ

রাজ। গরীবদাস! গরীবদাস! দ্বিপ্রহর হ'তে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব, কিন্তু রাণী ত এলো না। ব'লে যাও—রাণার যে আদেশ—সর্দ্দারদের মধ্যে এখানে একমাত্র তুমি সাক্ষী বর্ত্তমান—ব'লে যাও গরীবদাস, সে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুধু কি পুরুষের পক্ষে?

বীরাবাইয়ের প্রবেশ

বীরা। না মহারাণা।

(গরীবদাসের প্রস্থান।

রাজ। হু!—মেবারেশ্বরি। একটু দূরে থাক—একটু পেছিয়ে যাও—একটু একটু—কাছে এলে তোমাকে দেখতে পাব না—এখনি আমাকে নাইনি ঘাট ছুটতে হবে—পথ ঠিক করতে পারব না।

বীরা। অপত্যনির্ব্বিশেষে যাঁর প্রজাপালন, তাঁর রাণীর পক্ষে আদেশ পৃথক নয়। তবে রাণা, আমি এসেছি।

রাজ। যাও আরাবল্লী গৃহে—গৃহকর্ত্রি!

বীরা। চললুম রাণা।

রাজ। হাঁ—যাও। সমস্ত মেবার পুরা ঙ্গনা তোমাকে না দেখে, আমার নিন্দায় প্রতি শৈলরন্ধ্র পূর্ণ করছে।—যাও—**(বীরা চলিলেন)** তবে—**(বীরা ফিরিলেন)** না—যাও **(বীরা চলিলেন)** যাচ্ছ?

বীরা। আমার পুত্র সম্বন্ধে কিছু কি করতে চান রাণা?

(দূরে দ্বিপ্রহরের ঘন্টাধ্বনি)

রাজ। না—না—তোমার ওষ্ঠ নিস্পন্দ হ'ক—আমার কর্ণ বধির হ'ক। ভীমসিংহ!

ভীমসিংহের প্রবেশ

বীরা। মেবারপতির চক্ষু প্রস্ফুটিত হ'ক। ভীমসিংহ!

(ভীমসিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া—রাজসিংহকে প্রণাম করিল. রাজসিংহ ভীমসিংহকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মেবার-সীমান্ত—শিবির-সম্মুখ

আকবর ও রামসিংহ

রাম। উদয়পুর পর্য্যন্ত খবর নিয়ে এসেছি—শাজাদা!

আক। মেবারী সেখানে নেই?

রাম। মেবারী কেন, একটি প্রাণীও নেই।

আক। তা হ'লে শুধু ঘাট ছেড়ে নয়—

রাম। ঘর ছেড়ে মেবারী পালিয়েছে।

আক। দোবারীতে একটি মেবারী নেই, দৈসুরীতে নেই, উদয়পুরেও নেই,- মেবারী গেল কোথা রামসিংহ?

রাম। কোথায় গেল, বুঝতে পারলেন না শাজাদা? প্রথম আকবরের নামে প্রতাপসিংহ যেখানে পালিয়েছিল, দ্বিতীয় আকবরের নামে রাজসিংহও ঠিক সেই স্থানটিতে পালিয়েছে। তার নাম পাহাড়। তার গায়ে বড় বড় গর্ত্ত—তাদের নাম গুহা। পায়ের তলায় তার বড় বড় শাল— তার নাম জঙ্গল।

আক। তা হ'লে উদয়পুর দখলের এমন সুযোগ আর ত আমি ছাড়তে পারি না রামসিংহ।

রাম। মনের ভিতরে সেই জিনিসটা যদি ছাড়তে না চান,—যেটার মূল্য হাজার মেবারের তুল্য—তা হ'লে এখনি।

আক। কি বল। এখনি?

রাম। আর বলাবলি নেই শাজাদা, এক এক কথায় এক একটা বছর চ'লে যাচ্ছে।

অআক। পিতা আজমীর থেকে বেরিয়েই অসুস্থ হযে পড়েছেন—পথেই তাঁকে তাঁবু ফেলতে হয়েছে।

রাম। এই সুযোগ—

আক। দিলীর খাঁকেও পিতার জন্য আটক পড়তে হয়েছে।

রাম। সুযোগের ওপর সুযোগ।

আক। ভাই আজিম আসতে আসতে, আমার সেনাপতি হবার কথা শুনে, পথ থেকে ফিরে গেছে। মৌজাম মার্হাট্টাদের সঙ্গে লড়ায়েরই অছিলা ক'রে এলো না।

রাম। সুযোগের ওপর সুযোগ, তাতে একটা বিরাট মজাযোগ, ছাড়বেন না শাজাদা, কিছুতেই এই মজাযোগ ছাড়বেন না।

জনৈক চরের প্রবেশ

আক। খবর আচ্ছা?

চর। আচ্ছা! জনাবালি—সমস্ত মেবারী নাইনির পাহাড়ে পালিয়েছে। ঘাট আগলে সমস্ত মেবারী পল্টন নিয়ে স্বয়ং রাণা।

আক। যাও—শুনে সন্তুষ্ট হলুম।

(**চরের প্রস্থান।**

রামসিংহ—ভাই, তোমার কথা এখন দেখছি বহুমূল্য।

রাম। বুদ্ধিমানের কাছে তাই—বোকার কাছে অ-মূল্য।

দেহরক্ষীর প্রবেশ

দে, র। হুজুবালি, তয়বর খাঁ।

আক। আদাব দাও।

(**দেহরক্ষীর প্রস্থান**

এ বৃদ্ধকে নিয়ে কি করি রামসিংহ! ও সঙ্গে থাকলে ইচ্ছামত ত চলাফেরা করতে পারব না। দিলীর খাঁকে সরিয়েছি। লড়াই ছ'কে নিয়েই সে বৃদ্ধকে খালাস দিয়েচি। এ বৃদ্ধকে সরাই কেমন ক'রে!

রাম। এ ত মজাযোগের যোগাযোগ! এই যে একটু আগে চর এসে বুড়োকে তাড়াবার উপায় ব'লে গেল।

আক। ঠিক বলেছ রামসিংহ। তোমাকে আমি আগে ভাঁড় মনে করতুম। এখন বুঝলুম, তুমি অতি বুদ্ধিমান্।

রাম। তখন যে আমি মোগলসভার রামসিং। আর এখানে যে আমি রণক্ষেত্রের রামসিংহ। রণক্ষেত্রে এলেই রাজপুতের আসল বুদ্ধি খুলে যায়।

আক। নাইনি—নাইনি।

রাম। এই—নাইনি নাইনি। যতই বৃদ্ধ হাঁ-না, তা-না করবে, ততই আপনি করবেন নাইনি নাইনি। (**আকবর বাহিরের দিকে চাহিল, তার পর রামসিংহের স্কন্ধ স্পর্শে ইঙ্গিত করিয়া বলিল**—চুপ।)

তয়বরের প্রবেশ

আক। আসুন তয়বর খাঁ, বড়ই দুঃখ, পিতা আজও এখানে পৌঁছতে পারলেন না।

তয়। তা আমি জেনিছি। দুঃখের কথা বটে, কেন না, দিলীর খাঁকেও সেই জন্য সেখানে আবদ্ধ হ'তে হয়েছে।

আক। কিন্তু আমি ত আর তাঁদের আসার অপেক্ষা করতে পারি না।

তয়। পারেন না?

আক। এক লহমাও না—যদি আমার সেনাপতিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হয়। আমি এখান থেকেই মেবার আক্রমণের ব্যবস্থা করছি।

তয়। আমি অনুরোধ করি, আপনি অন্ততঃ দিলীর খাঁর আসার অপেক্ষা করুন। কেন না, আমি স্থির জানি, তিনি বরাবর সম্রাটের কাছে থাকতে পারবেন না।

আক। আপনি পাকা সেনাপতি থাকতে তবে আমাকে আর সেনাপতি করবার রহস্য কেন?

রাম। আপনি যখন এসেছেন, তখন আপনিই এ যুদ্ধের ভার নিন—শাজাদার কলঙ্কমোচন হ'ক।

তয়। না শাজাদা, আপনিই এ যুদ্ধের সেনাপতি। কি জন্য আমাকে তলব করেছেন, বলুন।

আক। আমার অনুরোধ—

*(তয়। আদেশ বলতে কুণ্ঠিত হবেন না।

মনসবদারগণের প্রবেশ

আক। মনসবদারগণ! এখনি আপনারা যে যার ফৌজ নিয়ে দোবারীর মুখে একত্র হন। আর,আজমীর-সুবেদার! ভাই আজিমকে আর সমস্ত ফৌজ নিয়ে দৈসুরীর মুখে উপস্থিত থাকতে আদেশ দিয়েছিলুম—আজিম এখনও এলো না—আপনারই উপর সেই ঘাট আক্রমণের ভার।

সুবে। এর পর যদি শাজাদা উপস্থিত হন?

আক। হন, আপনার সহকারী হয়ে তাঁকে ঘাটে প্রবেশ করতে হবে।

(মনসবদারগণের প্রস্থান।

আক। আমার অনুরোধ—)*

তয়। অনুরোধ আমি রাখতে পারব না সেনাপতি, —যখন আপনি কি করছেন, আমি বুঝতে পারছি না—আদেশ বলুন।

রাম। (**অনুচ্চস্বরে**) বৃদ্ধ সেনাপতি নিজে যখন বলতে বলছেন, তখন বলুন না—আদেশ।

আক। বেশ আদেশ—আপনাকে নাইনিব ভিতর দিয়ে মেবারে প্রবেশ করতে হবে?

তয়। এখনি কি যাত্রা করব?

আক। আমরা চলেছি।

রাম। ও! আপনার ভাগ্যে কি সুগম পথটাই প'ড়ে গেল।

তয়। তা আমি জানি রামসিংহ। এ আদেশ সত্য সত্যই এ বৃদ্ধের প্রতি সেনাপতির অনুগ্রহ। তোমরা যে সব পথ দিয়ে উদয়পুরে প্রবেশ করবে—

রাম। ও! তয়বর খাঁ, সে সব পথ কি দুর্গম!

আক। তয়বর খাঁ! আপনার অপেক্ষা করবার আর কিছু প্রয়োজন অছে?

তয়। আর একটা কথা---উত্তর পেলেই বিদায় হই। আপনারা ত অতি সহজেই উদয়পুরে প্রবেশ করবেন---

আক। কেমন ক'রে বুঝলেন?

তয়। আমি তত সহজে সেখানে পৌছতে পারব না। পথ সকলের চেয়ে দুর্গম—রক্ষক মেবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী।

আক। আপনি জেনে বলেছেন?

তয়। বহুকাল ধ'রে বিশাল মোগলসৈন্যের অধিনায়কের কাজ করেছি, প্রকৃতিবশে আমাকে সব জানতে হয়েছে শাজাদা আকবর!

আক। বেশ, তাই যদি আপনার মনে হয়, আমরা আপনার প্রতীক্ষায় উদয়পুরে বিজয়োৎসব স্থগিত রাখব।

তয়। আপনাকে ধন্যবাদ। **(চলিতে চলিতে ফিরিয়া)** কিন্তু—

আক। 'কিন্তু' ব'লে চুপ করলেন কেন তয়বর খাঁ?

তয়। না, থাক—সেনাপতির আদেশ পালনই আমার কার্য্য—তার ভবিষ্যৎ ভাবা আমার কার্য্য নয়।

(প্রস্থান।

আক।'কিন্তু' কি বুঝতে পারলে রামসিংহ?

রাম। বিলক্ষণ বুঝেছি। ওর ভিতর থেকে হাজার মানে উঁকি মারছে অর্থাৎ—যদি আপনি সহজে উদয়পুরে পৌছতে না পরেন—

আক। **(হাস্য)**

রাম। কিংবা পৌছে বিপদে পড়েন—

আক। **(হাস্য)**

রাম। কিংবা ঈশ্বর না করুন, আপনি যদি মেবারীদের হাতে বন্দী হন—আরও ঈশ্বর না করুন—আপনি আরও যদি একটু কিছু হন।

আক। **(হাস্য)** অর্থাৎ মরে যাই। চল রামসিংহ—ও বৃদ্ধ পাগলের 'কিন্তু'র ভাবনায় আর সময় নষ্ট করা চলে না। পথ নিষ্কটক চল দোবারী—দোবারী।

*(**কামবক্সের প্রবেশ**

কাম। সেনাপতি। এ যুদ্ধে আমাকে কোনও একটা কার্য্যের ভার দিলে না?

আক। ও। তোমার কথা একবারে মনেই ছিল না। যাও বীর, তুমি তোমার মায়ের শিবির রক্ষা কর।

কাম। যোগ্য ভার পেয়েছি—সন্তুষ্ট হয়েছি আকবর। **(প্রস্থান।**

রাম। **(হাস্য)** আপনার কি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব!

আক। সেনপতি হ'তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে ওই গুণটাই আয়ত্ত করা চাই রামসিংহ—নাও চল।

রাম। দোবারী—সেখান থেকে উদয়পুর— তার পর উদয়পুরের ভিতর দিয়ে দিল্লী—সঙ্গে লোহার খাঁচায় পোরা রাজসিংহ—

আক। যাও ভাই রামসিংহ, সম্রাট অসুস্থ—চিন্তিত। তাঁকে গিয়ে বল, আমি উদয়পুর দখল করেছি।

সপ্তম দৃশ্য

আরাবল্লী পথ

দূরে মোগল সৈন্যগণের প্রবেশ ও প্রস্থান। ধীরে ধীরে গরীবদাসের প্রবেশ

গরীব। ব্যস! আর কি। একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আর তাদের সেনাপতি শাজাদা আকবর মেবারের কুক্ষিগত হ'ল।

জয়সিংহের প্রবেশ

রাণাপুত্র, দৈসুরী থেকে তুমি কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছিলে?

জয়। তিন ঘন্টা আগে।

গরীব। তোমাকে যদি এক দণ্ডের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হবার উপায় ক'রে দিই।

জয়। বল কি?

গরীব। যদি দিই।

জয়। যদি দাও, যা করতে বল্‌বে তাই করি।

গরীব। করতে হবে ওই পঞ্চাশ হাজার বিধ্বস্ত! এখান থেকে গিয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য নিশ্চয় ওরা উদয়সাগরের তীরে শিবিরস্থাপন করবে। করতে হবে-- সেই বিশ্রাম ওদের চিরবিশ্রাম!

জয়। পথ দেখাও সেনাপতি!

গরীব। বুঝে দেখ রাণাপুত্র, যে পথ একমাত্র তোমার জ্যেষ্ঠকে দেখাবার জন্য সাধন-পথের মত রাণার কাছ থেকেও :গাপন দেখেছি, সেই পথ তোমাকে দেখাব।

জয়। অত ভয় পাচ্ছ কেন? যদি আপরগ হই, মেবার সিংহাসনে কাপুরুষ জয়সিংহকে বসতে কোনও মেবারী দেখতে পাবে না গরীবদাস।

গরীবদাসের বংশীধ্বনি করণ, ও জনৈক ভীলের প্রবেশ

গরীম। তোদের হবু রাজকে সঙ্গে নিয়ে যা!

জয়। দৈসুরী—দৈসুরী—

(ভীলের সহিত জয়সিংহের প্রস্থান।

গরীব। হতভাগ্য ভীমসিংহ!

ভীমসিংহ ও গঙ্গাদাসের প্রবেশ

ভীম। চুপ সেনাপতি! আমার তুল্য ভাগ্যবান্ এ মেবারে কেউ নেই! বিশ্বাস না হয়, তোমার এই মহান্ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা কর।

গঙ্গা। আমার প্রভুর ভাগ্য নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমরা দেখতে এসেছি, এখান থেকে মোগলের সেনানিবেশ। যদি পার, সাহায্য কর। তার পর আর তোমার সাহায্যভিক্ষার প্রয়োজন হবে না।

ভীম। ভাগ্যহীন মনে ক'রে কি দাঁড়িয়ে রইলে গরীবদাস?

গরীব। না—না—বিস্ময়ে! ভাগ্যবান্! তবে শোন, গরীবদাস চিরকালই জানে, ভীমসিংহ এ যুদ্ধের সেনাপতি। আর সে ছিল, আছে, থাকবে— সেই মহাবীরের চিরানুগত সহকারী। এইবারে দেখ, মোগলের সেনা-নিবেশ!

(দূরবীক্ষণ হস্তে দিয়া ও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উভয়কে লইয়া)

ও দিকে নাইনির মুখে তয়বর, ফৌজ অনুমান করতে পারছ?

ভীম। পঞ্চাশ হাজারের কম নয়।

গরীব। ওই জয়পুরশিবির,—ওই দূরে বিকানীর,—ওই দৈসুরীর মুখে আজমীর— আর আর —

গঙ্গা। আর প্রয়োজন নেই গরীবদাস, আমরা যা খুঁজছি, দেখতে পেয়েছি—ওই —ওই—

ভীম। গরীবদাস! আমাদের আসার প্রয়োজন সিদ্ধ! আমরা সম্রাটের তাঁবুর সন্ধান করছিলুম।

গরীব। খবর পেয়েছি, আসতে আসতে সম্রাট অসুস্থ হয়েছেন— এই জন্য তাঁর সেনানিবেশ একটু দূরে। দেখে রাখ— দোবারীর বাহিরের সেই স্থান— যেখানে তুমি মরণ থেকে ফিরে এসেছ! আর মনে রাখ, এই করুণা-পাত্র যা থেকে বিগলিত করুণা তোমাকে আমাকে—সমস্ত মেবারীকে ধন্য করেছে —মাথায় স্পর্শ কর—চ'লে যাও! কেন জানতে পারি কি?

ভীম! অবশ্য জানবে সেনাপতি। সেখানেই থাকি, আমরা সেনাপতির অধীনে কার্য্য করছি।

গঙ্গা। আমরা বিকানীরের পাঁচশো উট লুটে নিয়েছি। তাই দিয়ে আমরা মোগলের দুর্দ্দশার চরম ক'বে দেব।

গরীব। অবশ্য রাজপুতের কোনও অসম্ভব কর্ম্ম অসাধ্য নেই! তবু কথাটা যেন পরিহাস বোধ হচ্ছে!

ভীম। অবশ্য, কোথা থেকে কি হবে , বলতে পারি, না। তবে আমরা সেই অসাধ্য- সাধনেরই প্রত্যাশা করছি গরীবদাস! আমরা এমন এক স্থান পেয়েছি, যেখান থেকে ওই পাঁচশো উটের পিঠে মশাল জ্বেলে যদি আমরা সেগুলোকে কোনও রকমে সম্রাটের সমস্ত শিবিরের দিকে ছুটিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে ওই অসংখ্য শিবির দেখতে দেখতে অগ্নিসাগরে পরিণত হয়ে যাবে। গরীবদাস! সমস্ত দিক দেখে আমরা কেবল সম্রাটের ছাউনী খুঁজতে এসেছিলুম। খুঁজে পেয়েছি! সেই অগ্নির তাড়না থেকে সম্রাট মেবারের সৌভাগ্যে একবার দোবারী প্রবেশ করেন, স্থির জেনো, সহজে আর তাঁকে বাইরে আসতে দেবো না! পিছনে আছে আমার—মাড়োয়ার!

গরীব। এ অদ্ভুত কথা শোনালেন রাণাপুত্র! যদি সত্য সত্যই—

গঙ্গা। আবার যদি কেন মেবার সেনাপতি! আমার প্রভুর কথায় আবার সংশয় করছ কেন?

ভীম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—এক কথায় পাহাড় দিয়ে আমরা মোগল সৈন্যের সাহায্যের পথরোধ করবার ব্যবস্থা করছি!

গরীব। অভিবাদন করি রাণাপুত্র— অভিবাদন করি বার বার—ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে—তবু আপনার এরূপ সাহায্যের কথা, আমার মনে স্বপ্নে কখন উদয় হয় নি।

গঙ্গা। আর বিলম্ব নয় প্রভু?

ভীম। না গরীবদাস! এই অন্ধকার-ভরা রাত্রির সুযোগ!

গরীব। আসুন ত্যাগিশ্রেষ্ঠ মেবারীশ্রেষ্ঠ, ঘাটের ভিতর মুখের ভার আমার!

(সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

মেবার সীমান্ত—আওরঙ্গজেবের শিবির
দিলীর খাঁ ও মন্‌সবদার

দিলীর। হুঁসিয়ার! কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করবেন না।

মন্। না জনাবালি, বুকের ভিতর এ কথা পুরে অতি গোপনে এসে—এ কথা শুধু আপনার কাছেই প্রকাশ করেছি।

দিলীর। বিশেষতঃ রাজপুত—

মন্। কেউ জানবে না জনাবালি!

দিলীর। আর আমার সমস্ত পলটন দৈসুরীর মুখে সমবেত করুন। কালবিলম্ব করবেন না।

মন্। তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি! তয়বর খাঁ অতি দুর্গম ঘাটে প্রবেশ করেছেন। উদয়পুরে তিনিও প্রবেশ করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

মন্। তা হ'লে শাজাদা আকবরের কি হবে?

দিলীর। কি হবে, এখন বলা অসম্ভব! তবে তার গায়ে যদি নখের আঁচড় লাগে মন্‌সবদার—থাক, এখন সে গর্ব্ব করবার সময় নয়— দৈসুরী—দৈসুরী!

(মন্‌সবদারের প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া শ্যামসিংহের প্রবেশ

শ্যাম। উজীরসাহেব! সর্ব্বনাশ হয়েছে। শাজাদা আকবরের—

দিলীর। মন্‌সবদার!

মন্‌সবদারে প্রবেশ

দাঁড়ান, এইবারে বলুন বিকানীর পতি—আর আস্তে কথা বলুন; চীৎকারে সম্রাটের বিশ্রামে ব্যাঘাত দেবেন না।

শ্যাম। শাজাদা আকবরের সাহায্যে দু'হাজার উট পাঠিয়েছিলুম, তা থেকে পাঁচশো উট রাণার পুত্র ভীমসিংহ পথ থেকে লুটে নিয়েছে।

দিলীর। যান মন্‌সবদার। যা আদেশ দিয়েছি, তা সুসম্পন্ন করুন।

(মন্‌সবদারের প্রস্থান।

ছি বিকানীরপতি, এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটা এত বড় ক'রে আপনি শোনাতে এসেছেন।

শ্যাম। তাই তো উজীরসাহেব, এটা তো তুচ্ছ কথাই বটে!

দিলীর। সম্রাটের তিন লক্ষ সৈন্য—আপনার সমস্ত উট বিকানীরে পাঠিয়ে দিন।

শ্যাম। বুঝতে পারি নি জনাবালি—কেন যে লুটলে, বুঝতে না পেরে আমি ভয় পেয়ে গেছি!

দিলীর। সে রাণার ত্যাজ্যপুত্র—ভিখারী! ঐ উট বেচে সে জীবিকানির্ব্বাহ করবে।

শ্যাম। ঠিক ঠিক। ত্যাজ্যপুত্র—ভিখারী— জীবিকানির্ব্বাহ! (প্রস্থান।

আওরঙ্গজেবের প্রবেশ

আও। কে কথা কইলে দিলীর?

দিলীর। এ কি সম্রাট, শরীর আপনার অসুস্থ, শয্যাত্যাগ ক'রে এখানে এলেন কেন?

আও। দেহ অসুস্থ—কে চীৎকার ক'রে কি বলছিল দিলীর?

দিলীর। দোহাই জাঁহাপনা, এখনও অনেক রাত্রি, বিশ্রাম গ্রহণ করুন! সে

কথা আপনার শোনবার অযোগ্য!

আও। বলতে আপত্তি কি?

দিলীর। বিকানীরপতি এসে বলছিলেন, রাজপুত্র ভীমসিংহ তাঁর পাঁচশো উট চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

আও। তুমি তাকে কি বল্‌লে?

দিলীর। ভিখারী সে, সেই উট বেচে সে জীবিকানির্ব্বাহ করবে!

আও। কিন্তু দিলীর! তুমি ত দেখেছ, আমার নিজের হাতে রচা টুপি, আর তাতে বসানো মণিশ্রেষ্ঠ কোহিনুর—ভিখারী সে নিলে না!

দিলীর। এতে ভয় করবার কি আছে সম্রাট?

আও। ভয়? কবে, কোন্ ভীষণ অবস্থায় কাকে ভয় করেছি দিলীর খাঁ?

দিলীর। দেহ আপনার দুর্ব্বল ব'লেই বলছি জাঁহাপনা।

আও। তের বৎসরের বালক, একটা গলির মত পথ, সুমুখে হাজার লোকের প্রাণ-লওয়া এক প্রকাণ্ড মত্ত মাতঙ্গ, যে যেখানে রক্ষী ছিল, বীর ছিল, আমাকে স্থানচ্যুত করতে অক্ষম হয়ে পালিয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে সেই মত্ত হস্তীকে আদেশ করলুম। সে সেলাম ক'রে আমাকে মাথায় তুলে দরবারে রেখে এল!

দিলীর। আপনার তুল্য নির্ভীক পুরুষ এ জগতে আর আছে কি না জানি না!

আও। সেই ক্ষুদ্র বালকের দেহে কতটুকু বল ছিল, দিলীর খাঁ?

দিলীর। অপরাধ করেছি খোদাবন্দ।

আও। অপরাধ নয় ভাই! ভুল, (হাস্য) ভুল ভুল; এই ভুলের ভিতর দিয়ে এত বড় দীর্ঘ জীবনটাকে কেমন ক'রে চালিয়ে এলুম দিলীর? আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! মানুষ আপনাকে এমন ক'রে ভুলে থাকতে পারে! আশ্চর্য্য! অথচ এক মানুষকে আর এক মানুষ বলে স্বার্থপর! দিলীর খাঁ! কি আশ্চর্য্য! এই দুর্ব্বল দেহই শেষকালে কি না আমার গুরু হ'ল!

দিলীর। জাহাপনা, আমি যে বুঝতে পারছি না!

আও। অপরিচিতের মত এসেছি, আবার অপরিচিতের মত দুনিয়া থেকে চ'লে যাচ্ছি। কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলেছি— ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম! দিলীর! দেখি, আত্মা আমার দেহ থেকে বেরিয়ে গেল! উঠতে লাগলো—উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধে—আরও উর্দ্ধে—দুনিয়ার লোক তার পানে চেয়ে রইল,—আমিও চেয়ে রইলুম! তারা ডাকলে 'সম্রাট'! উত্তর এলো না। 'আওরঙ্গজেব!' (মাথা নাড়িলেন) 'আলমগীর্!' (মাথা নাড়িলেন) উত্তর এলো না! 'মানব!' একবার যেন চেয়ে দেখলে। 'অতিমানব!' দিলীর! দেখতে দেখতে সেই মুখ প্রফুল্ল হ'ল। তার পর কে যেন—কে যেন কোথা হ'তে ডাকলে 'মুসলমান!' আত্মার মুখ হ'তে বাণী নির্গত হ'ল, 'ওই আমি।' তার পর! কি এক পাহাড়ের বুক-চেরা ঘর—বিশাল গুহা—তার ভিতরে পিপাসার্ত্ত আলমগীর্! জল জল—আত্মার

পিপাসা—চাই জল। চারিদিক থেকে দুনিয়ার লোক পিয়ালা জলে ভরে ছুটে এলো—হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, ক্রিশ্চান! কিন্তু দিলীর, কারও জল আমি মুখে তুলতে পারলুম না! বুঝি আত্মা চেয়েছিল সত্যের ঝরণা থেকে ঝরা জল! কেউ দিতে পারলে না—হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, ক্রিশ্চান। তুমি শেষে জল নিয়ে এলে, তোমারও জল পান করতে কেন পারলুম না দিলীর খাঁ!

দিলীর। (নতজানু) হজরৎ! এ হতভাগ্য আপনাকে প্রতারণা করেছে!

আও। কি করেছ?

দিলীর। কৌশল ক'রে আকবরকে সকল শাজাদার আগে আপনার কাছে উপস্থিত করিয়েছি!

আও। তুমি তাকে এনেছ?

দিলীর। নইলে কস্মিনকালেও, অত শীঘ্র সে দিল্লীতে উপস্থিত হ'তে পারে না।

আও। কোথা থেকে তাকে এনেছ?

দিলীর। এলাহাবাদ থেকে।

আও। কিন্তু সে আমাকে বললে, বাঙ্গালা থেকে ফিরে আসছি।

দিলীর। তার ফলে—আপনাকে বলব না মনে করেছিলুম সম্রাট!

আও। বল।

দিলীর। মেবারীর হাতে সে বন্দী।

আও। বন্দী?

দিলীর। ঠিক খবর জান্‌তে এখনি আমাকে মেবারে প্রবেশ কর্‌তে হবে!

আও। তারপর।

দিলীর। তাঁকে এমন দুর্গম, পথ দিয়ে উদয়পুরে যেতে আদেশ করেছে, বোধ হয়, জীবিত সেখানে তিনি উপস্থিত হ'তে পারবেন না।। ব'লে গেছেন—'যদি ফিরি, বিদ্রোহী হব!"

আও। দিলীর! আমি দোবারী-মুখে প্রবেশ করব!

দিলীর। জাঁহাপনা! এই দুর্ব্বল দেহে—

আও। বেগম সাহেব!

উদিপুরীর প্রবেশ

ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা আছে?

উদি। ইচ্ছার পূরণ কেমন ক'রে হবে সম্রাট? আপনি ত বন্দী হবেন না!

আও। তোমার কথার অর্থ বুঝেছি প্রিয়তমে! জীবিত রাজসিংহকে আমি বন্দী করতে পারবো না।

উদি। কিছুতেই না! যদি উদিপুরী অভিমান আমার সত্য হয়!

আও। শুনে সুখী হলুম। দিলীর খাঁ, দোবারী—দোবারী! তুমি আগে আমার দোবারী প্রবেশের ব্যবস্থা কর!

নবম দৃশ্য

উদিপুরীর শিবির

কামবক্‌স্

কাম। * (চোখ মুছিতে মুছিতে) আলো —আলো—আরও আলো! এ কিসের আলো মা! চোখ বুঝলে—যা আরো সমুজ্জ্বল হয়? কিন্তু ওই সমুজ্জ্বল আলোর পথরোধ করতে অপূর্ব্ব রূপ নিয়ে অসংখ্য ওবা কারা? এক একটি

যেন সহস্র রূপকুমারী! কিন্তু ওদের ভিতর একটিকেও তোমার মত ত সুন্দরী দেখছি না! যা রূপ, চ'লে যা! রূপ মিলালো! কিন্তু ওর ভিতর থেকে ভেসে উঠলো—কি অপূর্ব্ব শ্রবণ বিমোহন মিলন-সঙ্গীত!)* তাই ত, এ করেছিলুম কি! মায়ের শিবির রক্ষায় নিযুক্ত হয়ে এমন গভীর ঘুমে চোখের পলক জড়িয়ে ফেলেছিলুম।

আলুথালুবেশে উদিপুরীর প্রবেশ

উদি। কামবক্‌স! কামবক্‌স!

কাম। কি হয়েছে মা?

উদি। আমি বড় বিপন্ন।

কাম। পিতার কি কোন—

উদি। না—না, তিনি সম্পূর্ণ—সুস্থ —নিদ্রিত! এমন সুনিদ্রা তাঁর, এ বিশ বৎসরের মধ্যে আমি দেখি নি!

কাম। তবে?

উদি। (**ভিতর হইতে রূপকুমারীকে আনিয়া**) বিপদ এই দেখ—

কাম। বুঝেছি!

রূপ। ভাই, আদাব!

কাম। আদাব—ভগিনি আদাব।

রূপ। বিস্মিত হ'চ্ছ ভাই দেখে?

কাম। না ভগিনী, তুমি রাজপুতনী!

রূপ। আমার সম্রাজ্ঞী-মাকে দেখতে এসেছি—এসেছি স্বামীর আদেশে—

কাম। এসে আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছ রাণামহিষি!

রূপ। দেখতে এসেছি, আমার সে কেমন মা। যে তোমার মত ভাইকে গর্ভে ধারণ করেছে!

উদি। কামবক্‌স! এইবারে তোমার ভগিনীর মর্যাদা রক্ষা কর-তাকে মেবার-সীমান্তে রেখে এস!

কাম। তা তো আমি পারব না মা!

উদি। মাথায় বাজ হেনো না কামবক্‌স! তোমার এ ভগিনীর মর্য্যাদা জানবে—এখন আমার মর্যাদা হ'তে সহস্রগুণে অধিক। পাগলিনী এসেছে!—এ আসা কল্পনায় আনতে পারি নি। তাকে সসম্মানে আবার কল্পনার বাইরে রেখে এস!

কাম। আমি পিতৃদ্রোহী হ'তে পারব না মা!

রূপ। ভয় করছ কেন মা, মানরক্ষার উপায় তোমার কন্যার সঙ্গে আছে! (ছুরিকা প্রদর্শন)

কাম। উপায় হয়েছে—উপায় হয়েছে। একবার ভিতরে যাও।

(**উদিপুরী ও রূপকুমারীর অন্তরালে গমন।**)

রামসিংহের প্রবেশ

কাম। প্রিয় বন্ধু রামসিংহ! (**রাম মুখ ফিরাইল**) ভাই, বন্ধুর একটা অনুরোধ রাখবে?

রাম। অনুরোধ? বন্ধু! সেই রূপনগরের কথা স্মরণ কর!

কাম। সর্ব্বদাই সে দিনের কথা স্মরণ করি ভাই! তুমি আমাকে অম্বর দুর্গে আবদ্ধ করতে পারনি ব'লে, আমি তোমার চেয়েও দুঃখিত

রাম। রহস্য কেন? সে দুঃখ শীঘ্রই মিটিয়ে দিচ্ছি শাজাদা কামবক্‌স! (**প্রস্থানোদ্যত**) শুনেছ কি শাজাদা আকবর

উদয়পুর দখল করেছে!

কাম। ভাই আমার পৃথিবী জয় করুক! তুমি আমাকে রক্ষা কর!

রাম। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না—বুঝতে চাইও না। শুনে রাখুন শাজাদা, ক্ষুদ্র ভূঁইয়ার সম্মুখে আমার সে অপমান আমি এ জীবনে ভুলতে পারবো না।

কাম। যদি খাঁটি রাজপুত হও—তা হ'লে তোমাকে তা ভুলতে নিষেধ করি রামসিংহ!

রাম। রাজপুত আমি!

কাম। তা হ'লে দাঁড়াও রাজপুত, মুহূর্ত্তের জন্য! মা! নিয়ে এস—সঙ্কোচ কর না—সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে এক জন রাজপুত!

উদিপুরী ও রূপকুমারীর প্রবেশ

(দেখিয়া রামসিংহ বিস্মিত নেত্রে দাঁড়াইল) এই নাও রাজপুত, রাণা-মহিষীকে নিরাপদে মেবারসীমান্তে পৌঁছবার ভার আমি তোমাকে দিলুম।

রাম। শাজাদা কামবক্‌স!

কাম। ভার নিয়ে, বিপন্না আমার মাকে আর বিপন্ন আমাকে রক্ষা কর!

রাম। হাঁ মা সম্রাট-মহিষি! যদি আমি তোমার পুত্রের উপর সমস্ত ক্রোধ এই দণ্ডে ভুলে যাই—তা হ'লে কি আমি রাজপুত থাকবো না?

উদি। তুমি রাজপুত-শ্রেষ্ঠ হবে রামসিংহ!

রাম। শাজাদা কামবক্‌স! হ'ক্ আকবর বিশ্বজয়ী, আজ থেকে একমাত্র তুমিই আমার সম্রাট! এস মা রাণা-মহিষি, সন্তান হ'তে পারে অধম, কিন্তু—তার বাহুযুগল অধম নয়! এস মা সঙ্গে এস! **(উদিপুরী ও কামবক্‌সকে অভিবাদনান্তে রূপকুমারী রামসিংহের সহিত প্রস্থান করিল)**

দিলীরের প্রবেশ

দিলীর। এই যে—এই যে সম্রাজ্ঞী, এখনি আপনাকে অন্যত্র যেতে হবে।

উদি। এই অবস্থায়?

দিলীর। এই অবস্থায় (নেপথ্যে কোলাহল) ওই আগুন আপনার তাঁবু গ্রাস করতে আসছে। শাজাদা কামবক্‌স, শীঘ্র মাকে নিয়ে সম্রাটের অনুসরণ কর।

উদি। কি জন্য যাব, একবার শুনতে পাব না উজীর? **(নেপথ্যে কোলাহল)**

দিলীর। বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে বেগম সাহেব। একটা মেবারী বালক উটের পিঠে জ্বলন্ত মশাল জ্বেলে এমন গোপনে আমাদের সেনানিবেশের দিকে ছুটিয়ে দিয়েছে যে, কেউ আমরা বুঝতে পারি নি! দেখতে দেখতে—ব্যাপার বুঝতে না বুঝতে—আমাদের তাঁবু ধ'রে গেছে। বাতাস তার উপর শত্রুতা করছে। চারিদিকে আগুনের ভেল্‌কী। নেপথ্যে কোলাহল) আগুন এগিয়ে আসছে। আর আমি দাঁড়াতে পারি না।

কাম। চলুন উজীর, মাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

দিলীর। আর আমি আসতে পারব না।

উদি। চলুন উজীর!

(দিলীরের প্রস্থান।

অগ্নি দিয়ে অগ্নির নির্ব্বাণ। এ

আগুনের স্ফুলিঙ্গ কোথায় প্রথমে বেরিয়েছিল। জান কি কামবক্স?

কাম। রূপনগরে—ওই যে সে জ্বলজ্বলে শিখার মূর্ত্তিতে চ'লে গেল মা!

দশম দৃশ্য

আরাবল্লী—দৃশ্যান্তর

ভীমসিংহ

ভীম। ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু করা সম্ভব, হে ঈশ্বর, তার সহস্রগুণ কার্য্য আমাকে দিয়ে করিয়েছ, চোখে দেখেও যা মানুষে বিশ্বাস কবতে পারবে না! মা, মা! এ বুঝি তোমারই করুণাধারায় উজ্জীবিত শক্তি! পাঁচশো প্রকাণ্ড মোগলবাহিনী দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো—তদের প্রায় সমস্ত তাঁবু—সমস্ত রসদ পুড়ে গেল— আর তাদের রাজাকে প্রাণরক্ষার জন্য দোবারী ঘাটের ভিতরেই আশ্রয় নিতে হ'ল। এ ভেলকির খেলা ভাবতেও আমার সামর্থ্য নেই। যাক্, আবার আমি একা।

গঙ্গাদাসের প্রবেশ

গঙ্গা। ঠিক খবর জেনে এসেছি প্রভু, সম্রাট দোবারীর ভিতরে আবদ্ধ। তাঁকে উদ্ধার করতে সাতবার মোগল-সৈন্য মোরিয়া হয়ে ঘাটের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, সাতবারই অপারগ হয়ে ফিরে এসেছে। সম্রাট মহিষীও শুনলুম মেবারীর হাতে পড়েছেন।

ভীম। আমাদের আর কিছু আছে।

গঙ্গা। যা আছে তা আঙুলে গোণা যায়।

ভীম। ভাই, এইবার আমাকে বিদায় দাও।

গঙ্গা। ভৃত্য কি অপরাধ করলে প্রভু!

ভীম। তুমি সেই সব সহচর নিয়ে অন্য যে কোনও স্থানে মহারাণার কার্য্য কর। আমি ওই দোবারীর মুখে দাঁড়াব।

গঙ্গা। আমরাও কি দাঁড়াতে জানি না রাণাপুত্র!

ভীম। ক্রোধ ক'র না ভাই! ওখানে দাঁড়ানো মানে আত্মহত্যা। সাতবার মোগল ফিরেছে—চিরকালের মত ফেরে নি গঙ্গাদাস! আবার মোগল আসবে। এবারে যার সঙ্গে আসবে, সম্রাটের কাছে উপস্থিত না হয়ে ফিরবে না।

গঙ্গা। সে খবরও পেয়েছি—দৈসুরীর মুখ থেকে ফৌজ সংগ্রহ ক'রে স্বয়ং দিলীর খাঁ এই দিকে ছুটে আসছেন।

ভীম। আমি এই সম্রাটদত্ত তলোয়ার নিয়ে তার গতিরোধের রহস্য করতে ওইখানে দাঁড়াব। গঙ্গাদাস! ওইখানেই আমার মা আমাকে মরণের রাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আর যখন মেবারে ফিরতে পারব না, তখন ওই শ্রেষ্ঠ তীর্থে, যেখানে আমার মায়ের পদরেণু প'ড়ে আছে—সেইখানে মাথা রেখে ঘুমুতে আমার সাধ হয়েছে।

গঙ্গা। আমিও ওই তীর্থে ঘুমুতে চাই প্রভু। কনিষ্ঠের হাতে আমার মাথাটা দিয়ে তার সমস্ত জীবনটা অশান্তিময় করতে চাই না।

ভীম। তবে আর কথায় সময় নষ্ট কেন, প্রস্তুত হও শক্তাবৎ!

(গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

হে ঈশ্বর, এ যুদ্ধের পরিণাম দেখব, সে আশা আমার নেই। আমার শেষ প্রার্থনা প্রভু, আমার মহান্ পিতা, আর সেই মহানুভব সম্রাট—উভয়েরই মান রক্ষা কর। (প্রস্থান।

রাজসিংহ ও দয়ালসার প্রবেশ

দয়াল। কি অদ্ভুত লীলা দেখালে আমার প্রভু!

রাজ। ভুল করবেন না দেওয়ান! অসম্ভবের সম্ভব—এ দেবতার লীলা। লীলা—মেবারী জাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবার জন্য। নইলে, শুনলেন না, একটা বালক একটা হাস্যাস্পদ কৌশলে সমস্ত মোগল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলে!

দয়াল। সম্রাজ্ঞীকে রাণীমার হাতে সমর্পণ করেছি।

রাজ। এইবারে শাজাদা আকবরের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করুন। এক দিন সম্রাট দোবারীর গুহায় আবদ্ধ—সঙ্গে কে আছে, কি আছে জানি না। আমিও আর থাকব কি না থাকব, বলতে পারছি না। পুরুষসিংহ তয়বরকে নাইনীর পথে শয়ন করাতে আমার দেহের এমন একটা স্থান নেই—যেখানে ছিদ্র হয় নি। দেওয়ান! এখনি আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

দয়াল। একটু শুশ্রূষার অপেক্ষা কর রাজা!

রাজ। না দেওয়ান, অনুরোধ করবেন না। আমরা জয় করেছি মনে করবেন না।

দয়াল। এমন মনে করব কেন রাজা, এখনও যা মোগল অবশিষ্ট আছে, এই হতাবশিষ্ট মেবারীগুলোকে শেষ ক'রে উদয়পুরে প্রবেশ তাদের অসম্ভব নয়।

রাজ। আর তারা যে আসবে না, এটা একেবারেই মনে করবেন না। দিলীর খাঁ এখনও বেঁচে। সম্মিলনের এমন শুভ সুযোগ আর আসবে না।

দয়াল। বেশ রাণা, সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। (দয়ালসার প্রস্থান।

বীরাবাইয়ের প্রবেশ

বীরা। মহারাণা সম্রাজ্ঞী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করব?

রাজ। এ কি রাণি! গৃহকর্ত্রী তুমি, কি করবে জিজ্ঞাসা করতে আমার কাছে এলে? আমি তাকে ভগবান্ একলিঙ্গের নাম নিয়ে ধর্ম্মভগ্নী ব'লে গ্রহণ করেছি!

বীরা। আমিও তাকে সেই আদরেই গ্রহণ করেছি। রাণা, তার সহচরীদের, তার সঙ্গিনীদেরও আমার ক্ষমতার যোগ্য সংবর্দ্ধনা করেছি, কিন্তু সম্রাজ্ঞী—সম্রাটকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

রাজ। তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।

বীরা। আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলুম।

রাজ। তার পর?

বীরা। যাচ্ছিলুম!—

রাজ। কি হয়েছে, প্রকাশ ক'রে বল রাণি, এখন আর আমার দাঁড়াবার পর্য্যন্ত সময় নেই!

বীরা। ঘাটের পথে—

রাজ। ঘাটের পথে কি—শীঘ্র বল—শীঘ্র বল!

বীরা। সর্ব্বাঙ্গে আহত, ভূপতিত, তৃষ্ণার্ত্ত ভীমসিংহ!

রাজ। তুমি দেখে ফিরে এলে?

বীরা। চারিদকেই মেবারীর চক্ষু, ব'লে উঠবে, 'সপত্নী-পুত্রের মৃত্যু দেখতে তার বিমাতা এসে উপস্থিত হয়েছে।' রাণা, দুর্ভাগ্য আমার— আমি ভীমসিংহের বিমাতা!

রাজ। বুঝেছি! যাও রাণি—আমি যাচ্ছি!

একাদশ দৃশ্য

আরাবল্লী—গুহাভ্যন্তর

আওরঙ্গজেব

(নেপথ্যে—কামান-ধ্বনি)

আও। পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেযে ওই কামানের ধ্বনি ম'রে গেল। ওই শব্দের একটাও যদি এক বিন্দু জল আমার জন্য বহন ক'রে আনতে পারত! দাঁড়াও মৃত্যু দূরে—আমি আলমগীর্। পরাজিত অবস্থায় আলমগীর্ কখন মরতে পারে না। আমি দুনিয়া জয় করেছি । এ গুহা যে দুনিয়ার মধ্যে ছিল, সেটা জানতুম না। তাই এই গুহা জয় করতে এসেছি। গুহা আমাকে পিপাসা দিয়ে আক্রমণ করেছে। মনে করেছে, পিপাসায় পাগল হয়ে আমি কাফেরের জল গ্রহণ করবো। আর যেমন করব, অমনি এ গুহা রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমার পরাজয়ের গান গাইতে আরম্ভ করবে। না—না—আমি আলমগীর্। আমি কাফেরেরও জল পান করব না, জলাভাবেও মরব না—কে ও?

(উদিপুরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আহত ভীমসিংহের জলপাত্র হস্তে প্রবেশ ও পশ্চাতে দিলীর খাঁ)

দিলীর। সম্রাট আলমবীর!

আও। দিলীর। এসেছ?

দিলীর। এসেছি প্রভু—কিছুতেই আসতে পারি না দেখে সম্মুখের এই ভীষণ বাধা চূর্ণ ক'রে সঙ্গে এসেছি!

উদি। ভীমসিংহ! যদি এ জলে নিজের জীবনরক্ষার অভিলাষ না থাকে, সম্মুখে পিপাসার্ত্ত আলমগীর্।

ভীম। মহিমান্বিত সম্রাট!-**(হস্তপ্রসারণ)**

দিলীর। যখন শুনলুম, আমার প্রভু দারুণ পিপাসার্ত্ত—পাগলের মত নিজেই এই জল সংগ্রহ ক'রে আনছিলুম । পথে আসতে আপনার সেই পূর্ব্বকথা স্মরণ হ'ল। তখন এই পিপাসার্ত্তকে—আমারই অস্ত্রে আহত—এই তৃষ্ণার্ত্তকে—এই জল দিলুম। সম্রাট! এ যুবকও আমার জল গ্রহণ করলে না।

আও। কি পরিচয় নিয়ে তুমি আমাকে উপহার দিতে এসেছ ভীমসিংহ?

ভীট। আমি ভিখারী। আপনার দত্ত অস্ত্র সাহায্যেই আমি আপনাকে এখানে এনেছি। আমার কৃতজ্ঞতার উপহার।

আও। তুমি কি পিপাসার্ত্ত নও?

ভীম। আগে জল গ্রহণ করুন—পরে বলছি।

আও। আগে বল—

ভীম। আপনার পিপাসা কিরূপ তীব্র, তা জানি না—কিন্তু আমার—উঃ—

আও। ভীমসিংহ! তুমি এই জল

পান কর—আমি দেখি।

ভীম। সত্য করেছিলুম, যদি রাণা রাজসিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি, তা হ'লে দোবারীর ভিতরে জলগ্রহণ করব না। সম্রাট! এ দোবারী।

আও। দাও—সত্যাশ্রয়ী! জল দাও।

(ভীমসিংহের হস্ত হইতে জল গ্রহণ, ভীমসিংহের ভূমিতে শয়ন)

উদি। ভীমসিংহ! মেবারী-শ্রেষ্ঠ ভীমসিংহ!

আও। **(জলপানান্তে হাস্য)** দেখছ কি গুহা-রাক্ষসী, আমি কাফেরের জল গ্রহণ করি নি। ভীমসিংহ—ভীমসিংহ! একবার বল, আমি কি পরাজিত?

রাজসিংহের প্রবেশ

রাজ। অভিমানী আর কথা কইবে না—সম্রাট! আপনি অপরাজেয় আলমগীর! মহাত্মা আকবর থেকে আরম্ভ করে আপনার মহান্ পিতা পর্য্যন্ত যে কাজ করতে পারগ হন নি, আপনি তাই করেছেন—উদয়পুরীকে আপনি সম্বন্ধে বদ্ধ করেছেন। এই সম্মুখে আমার ভগিনী—মহামান্যা সম্রাজ্ঞী উদিপুরী।

আও। মহান রাণা রাজসিংহ! শুনুন— ঈশ্বর এক আলমগীর্ আর এক রাজসিংহকে এক সময় ভারতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, যৌবনে তারা দু'জনে এক সময়ে এ গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে না। যখন উভয়ে প্রবেশ করলে, তখন রাজসিংহ ক্ষতবিক্ষত দেহে, আর আলমগীর—দেহে, মনে, বাক্যে জরার পীড়নে জর্জ্জরিত। তবু এ মিলনের অভিলাষ- হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক, বহু শতাব্দী চ'লে যাক, শতাব্দীর পারে, এক দিন তোমার তুলিকা-মুখে আলমগীরের এ মিলন অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে, এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া) চিরজাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে—হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।

নর-নারায়ণ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।।

শ্রীকৃষ্ণ, পরশুরাম, তাপস, অকৃতব্রণ, সাত্যকি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কর্ণ, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, বৈতালিক, প্রতিহারী। প্রভৃতি।

স্ত্রী।।

গান্ধারী, দ্রোপদী, পদ্মাবতী, অস্তি, চারণীগণ, ইত্যাদি।

সূচনা

আশ্রম-সান্নিধ্য

তাপস

তাপস। তোমার বধের ব্যবস্থা না ক'রে আমি জলগ্রহণ ক'রব না — দুরাত্মা গোবধকারী রাক্ষস! **(চতুর্দ্দিকেঅন্বেষণ) তাপস-কন্যা অস্তির প্রবেশ তাপসের হস্তধারণ**

ছাড়্—হাত ছাড়্—হাত ছেড়ে দে, অস্তি!

অস্তি। এমন ধারা পাগলের মত কোথায় ছুটে চ'লেছেন?

তাপস। ত্রিভুবন। এ পৃথিবীতে না পাই স্বর্গে যাব, স্বর্গে না পাই রসাতলে প্রবেশ ক'রব। সে গো-বধকারী দুরাত্মাকে শাস্তি না দিয়ে আমি আর আশ্রমে ফিরবো না। ছাড়্ অস্তি, হাত ছাড়্।

অস্তি। এরূপ কথা কইবেন না বাবা, সে কি আপনার অভিশাপ নেবার জন্য পথের মাঝে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে? গো-বধ ক'রেই আপনার অভিসম্পাতের ভয়ে সে পালিয়েছে। সে চোর—

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। না দেবী, সে চোর নয়।

অস্তি। বাবা—বাবা! **(কর্ণকে বিস্মিত নেত্রে দেখিল)**

তাপস। দেহধারী অংশুমালী সম
স্বতেজে স্বরূপ সুপ্রকাশ
কে আপনি পুরুষ প্রধান?

কর্ণ। নহি অংশুমালী
তাঁহার সেবক আমি দ্বিজ।
কর্ণমোর নাম,হস্তিনানগরবাসী
বনমাধ্য পদশব্দ করিয়া শ্রবণ
দূর হ'তে নিক্ষেপিনু শব্দভেদী বান।
না ছিল গোচর, দ্বিজবর,
এ অরণ্য মধ্যে ছিল তোমার আশ্রম।
মৃগভ্রমে বধিয়াছি ধেনু।

অস্তি। চ'লে এস পিতা।

সহজাত কবচ কুন্ডল,
জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর দেহধারী,
সত্যাবাদী, নির্ভীক, দেবতারুপী নর।
অনুরোধ পিতা ক্ষমা কর ভ্রম তার।

কর্ণ। সংহর সংহর ক্রোধ ঋষি! একমাত্র
ধেনু গেছে, প্রতিশ্রুতি করিতেছি,
পরিবর্ত্তে তার—রত্ন স্বর্ণ দিব
ভার ভার, সহস্র সহস্র দিব ধেনু।

তাপস। (গম্ভীরভাবে) কি বলিলে নাম—কর্ণ?

কর্ণ। 'বসুসেন' পিতৃদত্ত নাম—
লোক মুখে কর্ণ নামে প্রসিদ্ধি আমার।
হস্তিনা-নিবাসী আমি।

তাপস। হস্তিনা-নিবাসী তুমি?

অস্তি। শুনিয়াছি, সে ত বহুদূরে—
শতাধিক যোজন অন্তর।
হস্তিনা ত্যজিয়া ভদ্র, ঘটাতে আপদ,
কি হেতু এ সুদূর দক্ষিণে?

কর্ণ। ভগবান রামের নিকটে
শিখিতে এসেছি ধনুর্ব্বেদ।

অস্তি। তুমি কি রাজার পুত্র?

কর্ণ। নহি।

তাপস। রাজার আত্মীয়-পুত্র?

কর্ণ। নহি।

তাপস। তবে?

কর্ণ। ইহার অধিক প্রশ্ন ক'র না
ব্রাহ্মণ! হ'লেও সমর্থ, আমি দিব না
উত্তর। বলিবার--সমস্তই বলিয়াছি আমি।
প্রাণভয়ে করি নাই সত্যের গোপন।
অভিশাপ----সত্য যদি তোমার বিচারে
প্রাপ্তিযোগ্য হই আমি—
অভিশাপ ভয়ে নহি ভীত।

তাপস। নাহি জানি কি উদ্দেশ্য করিতে সাধন,
বিশ্বের বিধাতা, জীবন্ত চলন্ত এই
কাঞ্চন-মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হ'তে
ক'রেছে প্রেরণ। মনে লয়, এই বিশ্ব
মাঝে কোন শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরে
পরাজিত করিতে সমরে
গোপনে বিচিত্র বিদ্যা শিখিয়াছ তুমি।
মনে লয়, সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তার—
রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ।
শুন, হে নিতান্ত ভাগ্যহীন,
নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম সর্ব্ব শিক্ষা আজ
তব করিল নিস্ফল! মনে মনে যারে
তুমি রণাঙ্গনে প্রতিযোদ্ধা করিয়াছ
স্থির, কাল তব পূর্ণ হবে যবে
সেই মহাবীর সনে দ্বৈরথ সমরে
তোমার রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনী।
যেই প্রমত্ততা বশে তুমি
আজি মোর হোম-ধেনু ক'রেছ বিনাশ,
সেই প্রমত্ততা, মৃত্যু-আজ্ঞা শিরে লয়ে,
তোমারে ঘেরিবে সেই দিন।
কন্যার সদৃশ গাভী, নৃত্যশীলা,
আসিতে নিকটে তোমার নিষ্ঠুর বাণে
ছিন্নকণ্ঠ—প্রাণহীন যেই মত
মুক্ত আঁখি— পড়িল ভূতলে, রে
নিষ্ঠুর! তুমিও তেমনি - ছিন্নকণ্ঠ, মুক্ত-আঁখি-
নির্ম্মম মেদিনী-কোলে লইবে আশ্রয়।
আয় অস্তি, চলে আয়।
অভাগ্যের মুখ নিরীক্ষণে
নিজেরে ক'র না ভাগ্যহীনা

(উভয়েরপ্রস্থান।

কর্ণ। তীব্র অভিশাপ।
অস্ত্রশিক্ষা পূর্ণ যেই দিনে
সেই দিনে লভিলাম মৃত্যু-আশীর্ব্বাদ।
ভাল—ভাল। নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম যদি,

যদ্যপি আমার নাশ অভিপ্রায় তার,
অভিমান করি কার 'পরে?
কিন্তু মোহাচ্ছন্ন যদ্যপি ব্রাহ্মণ
গাভী-শোকে আত্মহারা—অভিশপ্ত ক'রে!
থাকে মোরে; বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাহি হবে!
মোহাচ্ছন্ন দ্বিজ তাতে নাহিক সংশয়।
প্রতিদ্বন্দ্বী মোর ধনঞ্জয়—
সমরে পাড়িতে তারে
এত ক্লেশে আয়ত্ত ক'রেছি ধনুর্ব্বেদ।
মুর্খ ব্রাহ্মণের এই শাপের প্রলাপে
সেই শিক্ষা হইবে নিস্ফল?
বলে কিনা—নাযায়ণ নরদেহ-ধারী!
দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর! সর্ব্বত্রগ,
অনির্দ্দেশ্য, কুটস্থ অচল সেই ব্রহ্ম—
আচ্ছাদন ক'রে আছে অনন্ত ভুবন
বলে কিনা-
সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে
মূর্খ—মুগ্ধ—ক্ষিপ্ত সে ব্রাহ্মণ। (**প্রস্থান**।
(নেপথ্যে) পরশুরাম। কর্ণ, কর্ণ।

কর্ণ ও পরশুরামের উভয় দিক দিয়া প্রবেশ

রাম। এই যে, তুমি এসেছ, তোমার অন্বেষণে হারীতকে বহুপূর্ব্বে পাঠিয়েছি। বালকটাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছি।

কর্ণ। কি জন্য, গুরুদেব, তাকে আমার অন্বেষণে পাঠিয়েছিলেন?

রাম। শুধু তাকে? অকৃতব্রণ পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণে গিয়েছিল। সমস্ত দিন আমার উদ্বেগে কেটে গেছে!

কর্ণ। কেন গুরুদেব?

রাম। কেন, এই স্থানে পদচারণ ক'রতে ক'রতে শোন। প্রকৃষ্ট শব্দজ্ঞান এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কারও হ'তে পারে না। কেন না, ব্রাহ্মণ নিত্য শব্দ-ব্রহ্মের উপাসক। ক্ষত্রিয় বাহুর অধিকারী—জ্যোতির্ব্রহ্ম তার উপাস্য। এইজন্য কোন ক্ষত্রিয় এই শব্দভেদী বাণ-শিক্ষার সুফল লাভ করেনি। ত্রেতায় রাজা দশরথ এই বাণ প্রয়োগ শিক্ষা ক'রেছিলেন। তার ফলে হস্তী মনে ক'রে একটি তাপস-কুমারকে হত্যা ক'রেছিলেন। হাঁ বৎস, তাপস-কুমার। তার পিতা-মাতা ছিলেন অন্ধ। বালক তাঁদের সেবার জন্য কুম্ভ নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ঘোরারণ্য, তাতে রাত্রিকাল। বালকের ভাগ্যদোষে কোনও কারণে সেই কুম্ভে আঘাত লেগে গম্ভীর শব্দ হয়েছিল। সেই শব্দ হস্তীর ধ্বনি মনে ক'রে রাজার বাণপ্রয়োগ। ফলে সেই ননীর মত কোমল বালকের মৃত্যু। পুত্রশোকে অন্ধ মুনিদম্পতি অচিরে দেহত্যাগ ক'রলেন। তাদের অভিশাপে রাজা দশরথেরও পুত্রবিবহে শোচনীয় মৃত্যু। তা হ'লে বোঝ, বৎস, শব্দতত্ত্ব জানা না থাকলে, এ বাণ থেকে কত অনর্থ উৎপন্ন হ'তে পারে। একি কর্ণ, একথা শুনে তোমার মুখ মলিন হ'ল কেন? তোমার ভয় কি? তুমি ভার্গব। হাঁ—মুখ প্রফুল্ল কর। প্রকৃত শব্দজ্ঞান এখনো লাভ করনি যদি মনে কর, এ বাণ প্রয়োগ ক'র না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বুঝে আমি গঙ্গানন্দনকে এই অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে চেয়েছিলুম। ভীষ্ম শিক্ষা করেন নি। ব'লেছিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়, বাহুর উপরই আমার সর্ব্বদা নির্ভর। ও শব্দতত্ত্ব সম্যক্‌রূপ জানা আমাদের সাধ্য নয়। কি জানি কোন দিন শব্দ শুনে বাণ ছুঁড়তে গিয়ে বন্য জন্তুর পরিবর্ত্তে গো-বধ ক'রে ফেলবো।" একি

বৎস,তুমি এসব কথা শুনে বিচলিত হ'চ্ছ কেন? তোমার ভয় কি? তুমি ভার্গব।

কর্ণ। হারীতের ক্লেশের কথা শুনেই আমার মনে কষ্ট হচ্ছে। তার উপর আর্য্য অকৃতব্রণকে ক্লেশ দিলেন কেন প্রভু?

রাম। শুধু তোমার জন্য বৎস, তোমার জন্য। মমতা বশে তোমাকে এই অতি গুহ্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছি। দিয়েই কিন্তু মনে হঠাৎ একটা শঙ্কা জেগে উঠল। তুমি যে বালক! তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া তো হ'ল না। তাই তোমাকে আমার প্রয়োজন হ'ল। আশ্রম থেকে বেরিয়ে দেখি, তুমি নেই। তাই তোমার অন্বেষণে হারীতকে প্রেরণ করেছিলুম। ব'লেছিলুম, যে অবস্থায় তোমাকে পাবে, আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে। কেন না, একথা ত তাকে বল'তে পারিনি!

কর্ণ। হাঁ গুরুদেব,আমি আপনার অভয় চরণতলে ফিরে এসেছি।

রাম। বেশ ক'রেছ। তুমি রামের সগোত্র—ভার্গব। ধনুর্ব্বেদের সমস্ত জ্ঞান তোমাকে দিয়ে আমি ভাণ্ডার শেষ ক'রেছি। কর্ণ, সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী তুমি—ধরাতলে সূর্য্যের সচল প্রতিমূর্ত্তি! পূর্ব্ব হ'তেই তুমি দেবতারও অজেয়—তার উপর এই শিক্ষা! ভার্গব! এ ভুবনে তোমার তুল্য বীর আর হয়নি, হবে না, হ'তে পারে না।

কর্ণ। আমি কি এখন ইচ্ছা ক'রলে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হ'তে পারি?

রাম। একথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রতে হয় ভার্গব— এত কথা শোন্‌বার পর? (কর্ণ বার বার রামকে প্রণাম করিল) নাও, ব'স দেখি—এইখানে একটু ব'স। আমি আজ বড় ক্লান্ত হ'য়েছি তোমার জানুতে মাথা দিয়ে একটু শয়ন করি।

(কর্ণের উপবেশন ও তাহার জানুতে মস্তক রাখিয়া রামের শয়ন।)

রাম। জান না ভার্গব—কি উদ্বেগে গেছে মোর
দিন! চিরকাল বিচার-বিহীন আমি।
মনে পড়ে, পিতৃবধে ল'তে প্রতিশোধ
একাধিক বিংশ বার কি নির্ম্মম ভাবে
নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছি ধরণী।
কি নির্ম্মম ভাবে করিয়াছি—হে ভার্গব
কত ক্ষুদ্র—দুগ্ধপোষ্য বালক সংহার।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে যত মত্ত-দৃষ্টি মাতা,
নিম্নদৃষ্টি স্তব্ধীভূত যতেক দেবতা
মুহূর্ত্ত স্মরণে এখনো প্রচণ্ড তেজে
তীব্র প্রতিক্রিয়া তার ছুটে আসে এ মর্ম্মে
করিতে ভস্মরাশি। শুনিতেছ প্রিয়তম?

কর্ণ। শুনিতেছি গুরু!

রাম। এই ধরাতলে আসিয়াছিলাম আমি
দেবত্ব লইয়া। কর্ণ! শুনিতেছ?

কর্ণ। ব'লে যান প্রভু!

রাম। এই মন্দির ভিতরে (**বক্ষে হস্ত দিয়া**) বৈকুণ্ঠপতির
ছিল ষষ্ঠ অধিষ্ঠান। বিচার অভাবে
সে দেবত্ব দিছি ডালি সুকোমল
রাঘব রামের পদতলে। বিষ্ণুলোক-
পথ তার ফলে—চির জীবনের তরে
নিরুদ্ধ আমার! তারপর—কত ক্ষুদ্র
ভ্রম, অম্বার ক্রন্দনে—ভীষ্মসনে—রণ,
কত ক্ষুদ্র—সর্ব্বশেষে—ক্ষুদ্র (**নিদ্রিত**

হইলেন)

কর্ণ। যাক্, গুরু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কইলে হয় ত সত্য গোপন রাখ্‌তে পারতুম না। কোনও প্রকারে আজকের রাত্রিটা কাটাতে পারলে হয়। প্রভাত হ'তে না হ'তে গুরু-দক্ষিণা দিয়ে এ স্থান ত্যাগ। উঃ উঃ! (মুখে বিষম যন্ত্রণা প্রকাশ) একি ভীষণ কীট। শত বৃশ্চিকের এক সঙ্গে দংশন! উঃ! হে ভাস্কর, ধৈর্য দাও---গুরুর নিদ্রাভঙ্গ না হয়—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য ।

রাম। উঃ! (উত্থান ও গলদেশে হস্ত দিয়া রক্ত পরিদর্শন) একি?

কর্ণ। রক্ত।

রাম। কার রক্ত?

কর্ণ। আমার।

রাম। আঃ: আমি অশুচি হলুম। তোমার রক্ত আমার গলায় কি ক'রে এলো! তুমি কি কর্ম্ম ক'রেছ? বলতে সঙ্কোচ কেন?

কর্ণ। আমার জানু থেকে বেরিয়েছে।

রাম। বুঝতে পারলুম না। ভয় ত্যাগ ক'রে শীঘ্র বল।

কর্ণ। আপনার যেমন নিদ্রা এসেছে, অমনি এক ভীষণ কীট কোথা থেকে কেমন ক'রে আমার জানুর নিচে এসে আমকে দংশন ক'রতে আরম্ভ ক'রল । প্রভু, এরূপ যাতনা আমি জীবনে আর কখন পাইনি! মনে হ'তে লাগল, যেন শত সহস্র বৃশ্চিক একসঙ্গে দংশন ক'রছে; কিন্তু পাছে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য আমি অচঞ্চল হ'য়ে সমস্ত যাতনা সহ্য করেছি। সেই কীট আমার জানুর মাংস ভেদ ক'রে আপনার গলদেশ আক্রমণ ক'রেছে—ওই গুরু, সেই কীট।

রাম। এ যে বজ্রকীট (পদতলে কীট দলন) এই ভীষণ কীটের দংশন তুমি নীরবে সহ্য ক'রেছ! যার দংস্ট্রার স্পর্শ-মাত্র আমি পাগলের মত লাফিয়ে উঠেছি! —তুমি কে!

কর্ণ। আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য।

রাম। (সক্রোধে) তা নয়, তুমি কি?

কর্ণ। প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারছি না যে প্রভু!

রাম। বুঝতে পারছ না মূর্খ? তুমি ঐ কীট দংশনে যে কষ্ট সহ্য ক'রেছ, ব্রাহ্মণ কখনও সেরূপ দেহের কষ্ট সহ্য ক'রতে পারে না, ক্ষত্রিয়ের মত তোমার সহিষ্ণুতা দেখছি। এখনি তুমি আমকে সত্য পরিচয় প্রদান কর। (কর্ণ নতজানু হইলেন) ও কি ক'রছ? শীঘ্র অমাকে সত্য পরিচয় প্রদান কর। ব্রাহ্মণ তুমি কখন হ'তে পার না। কে তুমি? ভূমি ত্যাগ ক'রে ওঠ—বল।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ! আমি সূতপুত্র।

রাম। অকৃতব্রণ!

কর্ণ। প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন হ'ন। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হয়েছি। বেদ বিদ্যা-দাতা গুরু পিতার তুল্য । এই জন্য আপনার নিকেট আমি ভৃগুবংশ-জাত ব'লে পরিচয় দিয়েছি।

রাম। মিথ্যাবাদী!

কর্ণ। হে ভার্গব! প্রসন্ন হ'য়ে একবার চিন্তা ক'রে দেখুন, শাস্ত্র-মতে আমি মিথ্যা কইনি।

রাম। মিথ্যা—মিথ্যা—শাস্ত্রকে
ক'রেছ প্রতারণা।
আরও মিথ্যা—হীন—প্রতারণা! সত্যেরএ
তুচ্ছ আবরণে অন্তরের সর্ব্ব কথা
করিয়া গোপন, সরল-বিশ্বাসী দেখে
মোরে মিথ্যাবাক্য হ'তে হীন—
এ বৃদ্ধে ক'রেছ প্রতারণা। রে অভাগ্য,
বুঝিতে নারিনু এ অপূর্ব্ব তোমার
সৃজনে—
কি উদ্দেশ্য ছিল বিধাতার।
সহজাত কবচ-কুণ্ডল,
বিমল আদিত্য-জ্যোতি-বুকে,
নয়নে গায়ত্রী-দীপ্তি, বুদ্ধির জননী—
দেবতার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য-সম্পদ
দেহে ধ'রে জীবন প্রারম্ভ পথে—
সর্ব্বভাগ্য দিলি বিসর্জ্জন!

কর্ণ। রক্ষা কর হে গুরু ভার্গব,
করুণায় কর সিক্ত কঠোর নয়ন।

রাম। করুণা—করুণা? এই দেখ হতভাগ্য,
ক্ষীণ কঠোরতা আবরণে কত অশ্রু
দেখেছি সঞ্চিত। সূতপুত্র! সূতপুত্র
পরিচয়ে চাও ভিক্ষা করুণা আমার?
'সূত' যে তোমার হ'তে শ্রেষ্ঠ পরিচয়
'চন্ডাল' বলিয়া যদি—শিক্ষা আশে
দাঁড়াইতে সম্মুখে আমার, —মায়াবশে
বুঝি আমি-সর্ব্বস্ব দিতাম ঢেলে
চন্ডল-নন্দনে। দাঁড়াও—প্রস্তুত হও।

কর্ণ। ক্ষমা নাই? অভিশাপ দিতে
হবে গুরু?

রাম। তব কর্ম্ম দিতেছে তোমাবে
অভিশাপ।

কর্ণ। কর ক্ষমা, সূতপুত্র জন্মসঙ্গে হীন--
তা হ'তে হীনতা গুরু দিয়োনা আমারে।

বাম। এখনো—এখনো প্রতারণা?
ওরে মিথ্যাবাদী! বৃদ্ধ রাম দৃষ্টিহীন
নহে। সূতপুত্র কভু নহ তুমি।

কর্ণ। সূতপুত্র, সূতপুত্র আমি।
সূতকন্যা রাধা
মোর মাতা, মহারাজ পাণ্ডর সারথি—
সূতশ্রেষ্ঠ অধিরথ জনক আমার।
স্বদেশে 'রাধেয়' নামে পরিচয় মম'

রাম। কোথা হে অকৃত্রণ।

অকৃতব্রণের প্রবেশ

শীঘ্র আনো জলপূর্ণ কমণ্ডলু।

অকৃত। একি গুরু! রক্তাক্ত কি
হেতু বস্ত্র তব?
একি-একি! রক্তচি হ্ন কেন কণ্ঠদেশে?

রাম। উত্তরের সময় নাই—অগ্রে
আনো-শীঘ্র আনো কমণ্ডলু।

(অকৃতব্রণের প্রস্থান।

কর্ণ। আর মিথ্যা বলি নাই। হ
ব্রহ্মজ্ঞ, হে ঋষি মহান্!
সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম, সূতপুত্র আমি

অকৃতব্রণের কমণ্ডলু হস্তে পুনঃ প্রবেশ

রাম। হস্তে অগ্রে দাও জল—শুচি হই
আমি।

(মস্তকে জল স্পর্শ করিয়া কমণ্ডলু গ্রহণ ও অকৃতব্রণকে প্রস্থানের ইঙ্গিত—তাহার প্রস্থান)

সূতপুত্র তুমি?

কর্ণ। সত্য-সত্য-যেই মততোমারে
সম্মুখে দেখি গুরু, এই মত-সত্য-সত্য।

রাম। ভাল, সত্যই—সত্যই যদি
সূতপুত্রের শোণিতে
অশুচি হইয়া থাকি আমি,
এ পাপ না স্পর্শিবে তোমারে।
নহে, দ্বিজ-পুত্র জ্ঞানে জগৎ কল্যাণে,
যে গুহ্যাস্ত্র শিক্ষা দানে, প্রয়োগে সংহারে,

তোমারে ক'রেছি আমি অজেয় ধরায়,
রে মূঢ়, সঙ্কট কালে—বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি। (**প্রস্থান**।
কর্ণ। আশ্রমে আবদ্ধ রাখ তব
অভিশাপ।
বিষাদে বিপুল হর্ষ—
সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম সূতপুত্র আমি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনা—সভামন্ডপ

একদিক দিয়া ভীষ্মাদিসহ ধৃতরাষ্ট্র, অন্যদিক দিয়া কর্ণাদি সহ দুর্যোধনের প্রবেশ। সকলে নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে দ্বারবান সঞ্জয়ের আগমনবার্ত্তা জানাইলও ধৃরাষ্ট্রের অনুজ্ঞাক্রমে **সঞ্জয় প্রবেশ করিল**

বৈতালিক

গীত

মণিময় আসনে মণিময় মন্দির মাঝে
মণিকোটি মনোহর কে ও পুরুষবর
মনোমদ স্বরূপে বিরাজে।
কমনীয় কণ্ঠে কত যে কান্তমণি
তারকার হারে হারে গাঁথা,
মোহিত দরশে, ধ্যান মগন্ মুনি
ছন্দে ছন্দে গাহে গাথা।
বিশ্ব পুলক ল'য়ে পড়িয়াছে ওই পায়ে-
উছলিত কোটি দ্বিজরাজে।
"অভীঃ" "অভীঃ"গম্ভীর আরাবে অনাহত
দুন্দুভি বাজে।

সঞ্জয়। হে কৌরবগণ, আমি পাণ্ডবগণের নিকট হ'তে প্রত্যাগত হয়েছি। সমস্ত পান্ডব সমুদয় কৌরবগণকে বয়ঃক্রম অনুসারে প্রত্যাভিবাদন ক'রেছেন। তাঁরা বয়োবৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্যগণকে বয়স্যোচিত সম্ভাষণ ও অনুজদিগকে প্রতিপূজা ক'রেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের যে সকল কথা ব'লতে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি ব'লেছি।

ভীষ্ম। এইবার প্রশ্ন কর মহারাজ।

ধৃত। বৎস দুর্যোধন, তুমি প্রশ্ন কর।

দ্রোণ। আপনি প্রধান, এস্থানে বর্ত্তমান থাকতে অন্য কেহ সঞ্জয়কে প্রশ্ন ক'রতে অধিকারী নয়।

ভীষ্ম। বিশেষতঃ রাজা যুধিষ্ঠির, যা কিছু বক্তব্য তাঁর, তোমারই কাছে নিবেদন ক'রেছেন।

ধৃত। ধনঞ্জয় কি ব'লেছেন সঞ্জয়?

দুঃশা। ধনঞ্জয় কেন, সে অনেক বড় বড় কথা ব'লতে পারে। পিতা, যুধিষ্ঠির কি ব'লেছে—জিজ্ঞাসা করুন।

ধৃত। হে সঞ্জয়! অদীনসত্ত্ব যোদ্ধৃগণের নেতা, দুরাত্মাগণের সংহর্ত্তা মহাত্মা ধনঞ্জয় কি ব'লেছেন? আমি রাজগণ সমক্ষে তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি।

শকুনি। (অনুচ্চস্বরে) হ'য়েছে দুর্যোধন—রাত্রিকালে বিদুরের আগমন—রাজার সঙ্গে কথোপকথন-আর অমনি রাজার মস্তিষ্ক আলোড়ন।

দুঃশা। ওই ভক্তবিটেল বিদুর রাজাকে অর্জ্জুন সম্বন্ধে হয় ত কোন একটা গোলমেলে কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

শকুনি। আবার 'হয় ত' কেন দুঃশাসন, 'নিশ্চয়' বল।

সুজয়। তাঁরই কথা আগে ব'লব মহারাজ?

বিদুর। সর্ব্বাগ্রে তাঁরই কথা শুনতে রাজার ইচ্ছা হ'য়েছে সঞ্জয়।

সঞ্জয়। মহারাজ, যুদ্ধার্থী নির্ভীক অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে কেশবের সম্মুখে আমকে ব'লেছেন, যে দুভর্ষী, দুরাত্মা, অতিমূঢ় আসন্নমৃত্যু সূতপুত্র, আমার সঙ্গে যুদ্ধার্থী হ'য়েছে, আর যে সকল রাজা পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার জন্য আনীত হ'য়েছে তাদের ও কুরুগণেব সমক্ষে দুর্য্যোধন আব তার অমাত্যগণকে ব'লবে 'যদি দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ না করে—'

দুর্য্যো। বোঝা গেছে, বোঝা গেছে--তাহলে দুর্য্যোধনের মস্তক—

শকুনি। খন্ড-বিখন্ড-চূর্ণ-ভূপতিত—আর শকুনি পক্ষ-সঞ্চালনে উর্দ্ধগত।

দুর্য্যো। সে দাম্ভিক বহুভাষী অর্জ্জুনের কথা আমাদের শোনাবার প্রয়োজন নেই। যুধিষ্ঠির কি ব'লেছে শুনিয়ে দাও।

সঞ্জয়। কি বলিব মহারাজ?

ধৃত। দুর্যোধন, বহু বিজ্ঞ তোমার সম্মুখে—

দুর্য্যো। দেখেছি—জেনেছি মহারাজ!

ধৃত। বলহে সঞ্জয় তুমি,
কি বলেছে বীর ধনঞ্জয়

সঞ্জয়। ''অপহৃত রাজ্য যদি দুষ্ট
দুর্যোধন না করে অর্পণ-মহারাজে,
ভীষ্মে, দ্রোণে, কৃপে কবিযাপ্রণাম,আমি
অবতীর্ণ হব রণস্থলে। যুদ্ধ যদি
চায় দুযোধন, বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই,
হলে যুদ্ধ , আপ্তকাম হইবে পান্ডব।
কিন্তু যুদ্ধ যেন নাহি চায় দুর্যোধন,
জ্ঞাতির সংহারে তার নাহি অভিলাষ।''

দুর্য্যো। (হাস্য) সখা, সখা কি বিরাট বিভী

কর্ণ। স্থির হয়ে শুন সখা-এ নয় সময় উত্তরের। সঞ্জয়ের এখনো বক্তব্য আছে।

ভীষ্ম। বক্তব্যের আর নাহি প্রয়োজন,
শুন দুয্যোধন, আমার রহস্য কথা-
ধনঞ্জয়-বাসুদেব,-মায়াতিমানব।
পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
একআত্মা-দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।
দুষ্কৃতের ধ্বংস তরে, ধর্ম্মের রক্ষণে-
যুগে যুগে হ'ন তাঁরা অবতার।
আমি শুনিয়াছি বেদবিৎ নারদের মুখে—

কর্ণ। সেই এক পুরাতন কথা—
নর-নারায়ণ-অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন।
সখা দুর্য্যোধন, এ সব প্রলাপবাক্য,
শুনিতে আসিনি সভাস্থলে।

ভীষ্ম। মিথ্যা নহে-বুঝিয়া উত্তর দাও। ওই
হীনজাতি সূতপুত্র, সুবলনন্দন,
ক্ষুদ্রাশয় নীচ-আত্মা ওই তব ভাই
দুঃশাসন—হে বৎস, যদ্যপি চল তুমি
এ তিন সর্ব্বথা ত্যাজ্য উপদেষ্টা মতে—

কর্ণ। অন্যায় অযথা তিরস্কার-তব মুখে
শোভন না হয় পিতামহ! সত্য বটে
ক্ষাত্রধর্ম্ম ক'রেছি আশ্রয়, কিন্তুআমি
স্বধর্ম্ম করিনি পরিহার। সেই রঙ্গস্থলে,
যে প্রতিজ্ঞা ক'রে আমি দুর্যোধনে করিয়াছি
সখা সম্বোধন—বল রাজা, এই সব
পরম হিতৈষী-এই সব সত্যধর্ম্মী সুবিজ্ঞ প্রবীণে,
আজিও পর্য্যন্ত ক'রেছি কি কোনদিন

মনেরও অক্ষর দিয়া অনিষ্ট তোমার?

দুর্য্যো। ক্ষুব্ধ হইয়ো না সখা,
পিতামহ উনি।

কর্ণ। এরূপ অন্যায় কথা, আর যেন কভু,
তব মুখে শুনিতে না পাই পিতামহ!
নিশ্চিন্ত থাকহে সখা,-জেনো স্থির তুমি,
যুদ্ধে আমি বিনাশিব সমস্ত পাণ্ডবে।

দ্রোণ। মহারাজ, ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যা ব'লেছেন, তাই আপনি শুনুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না। গাঙ্গেয় যা বল্‌লেন, আমিও তা শুনেছি। অর্থলিপ্সুদের কথা শুনে কার্য্য ক'রবেন না। আমার জ্ঞানের দিক থেকে আমিও ব'লছি, ধনঞ্জয়ের সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর ত্রিভুবনে নাই।

ভীষ্ম। পাণ্ডবগণকে সংহার ক'রব ব'লে কর্ণ সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা ক'রে থাক, কিন্তু আমি ব'লছি পাণ্ডবগণের যে ক্ষমতা, কর্ণে তার ষোড়শ ভাগের একভাগও নাই।

কর্ণ। পাণ্ডবানুকূল জরাজীর্ণ গাঙ্গেয়ের মতে।

ভীষ্ম। তুমি নিশ্চয় জানবে মহারাজ, তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের যে দুর্ম্মতি উপস্থিত হবে, সেটা দুর্ম্মতি সূতপুত্র কর্ণের কর্ম্ম। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে সমস্ত দুষ্কর কর্ম্ম ক'রেছে , কর্ণ কি সেরূপ কোনও একটা কর্ম্ম ক'রেছে ?

কর্ণ। প্রয়োজন হয়নি।

ভীষ্ম। প্রয়োজন হয়নি? ধনঞ্জয় যখন বিরাট নগরে কর্ণের প্রিয়তম ভ্রাতাকে বিনষ্ট করেছিল, তখনও কি তার পুরুষোচিত কর্ম্মের প্রয়োজন হয়নি?

কর্ণ। নারীবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ, সেটা পিতামহও ক'রতে পরাঙ্মুখ।

ভীষ্ম। এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন ক'রছেন। মহারাজ! কর্ণকে একবার জিজ্ঞাসা কর, ঘোষযাত্রার সময়ে গন্ধর্ব্বগণ যখন তোমার পুত্রদের হরণ ক'রেছিল, তখন উনি কোথায় ছিলেন?

কর্ণ। সেই স্থানেই।

ভীষ্ম। তবে? তখনও কি দুষ্কর কর্ম্ম করবার প্রয়োজন হয়নি?

কর্ণ। হয়েছিল পিতামহ। ইচ্ছা হ'য়েছিল।
নিমেষে গন্ধর্ব্বকুল করিতে নির্ম্মূল।

ভীষ্ম। কি হেতু দমিলে ইচ্ছা?
বলো- বলো—বলো,
বলিতে সঙ্কোচ কেন রাধার নন্দন?

কর্ণ। সেই সঙ্গে হ'তে হত
আর্ত্তনাদকারা
যত কৌরব রমণী। শব্দ—শব্দ—চারি
দিক হ'তে ছুটে এলো অসংখ্য শব্দের
রাশি। হাতে গন্ধর্ব্ব-বিলয়-মুখী বাণ—
সহসা উঠিল, উল্লাস ভেদিয়া নারী-
আর্ত্তনাদ, আবার—আবার— নারীহত্যা।
এ হ'তে অধিক কথা বলিতে কি হবে
পিতামহ?—

ভীষ্ম। (চিন্তিতভাবে বসিলেন)

ধৃত। হে সঞ্জয়, কি বলিল প্রাজ্ঞ
যুধিষ্ঠির?

কৃপ। রাজা,-রাজা-প্রশ্নে ক্ষান্ত দিন,
আদেশ করুন
পুত্রে-পান্ডবে ন্যায্যাংশ দিতে দান।
প্রাজ্ঞ-সুসম্মত কার্য্য কর মহামতি।

ধৃত। যুধিষ্ঠির যুদ্ধের কিরূপ

আয়োজন ক'রেছেন সঞ্জয়?

সঞ্জয়। সভাস্থলে সকলের সম্মুখে এক কথায় বলি মহারাজ, তিনি যা উদ্যোগ করেছেন তাতে, যদি যুদ্ধ হয়, কৌরবকুলের বিনাশ অপরিহার্য্য। তিনি আপনাকে অনুরোধ ক'রেছেন, পুত্রকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত ক'র্‌তে। ব'লেছেন, দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হ'লেও একমাত্র ধর্ম্ম আমার সহায়। সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে আমি সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছি। আপনার পুত্রকে ব'লতে ব'লেছেন, হয় আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরি প্রদান কর, না হয় যুদ্ধে অগ্রসর হও।

ধৃত। সঞ্জয়, সঞ্জয়, মন্দমতি পুত্র মোর—
শুনে না আমার কথা। বুঝি কুরুবংশ
ধ্বংস হয় একমাত্র তার অপরাধে!

কর্ণ। বৃথা তিরস্কৃত হ'তে সখা, কেন এলে?
অকারণ তিরস্কৃত দেখিতে তোমারে,
মোরেই বা কি হেতু আনিলে? বৃথা তর্কে
কালক্ষেপ নীতিজ্ঞের হয় না উচিত।
বক্তব্য তোমার যদি থাকে, বল রাজা,
সাহস করিয়া বল সবার সম্মুখে।

দুর্য্যো। বৃথা ভয়ে ভীত হয়ে আমাকে কেন তিরস্কার করছেন পিতা?

ধৃত। আত্মীয় স্বজন নাশ—দুর্য্যোধন, বড় ভয়—বড় ভয়!

দুর্য্যো। আত্মীয় স্বজন নাশ কার?
আমার নয়—ছন্নমতি হ'য়ে তারা যদি যুদ্ধ ক'রতে
চায়, আত্মীয় স্বজন নাশ পাণ্ডবের।

ধৃত। হিতৈষিগণ তোমাকে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হ'তে ব'লছেন।

দুর্য্যো। যারা আমার ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্য ভয় দেখিয়ে পাণ্ডবগণকে ফিরিয়ে দিতে বলে, পিতা, হিতৈষী নয় তারা—পাণ্ডবদের চাটুকার। দেবতারা পাণ্ডবগণের সহায়, এই কথা শুনে আপনার যে ভয় হ'য়েছে, সে ভয় আপনি পরিত্যাগ করুন—
তারা যদি দৈববলে হয় বলীয়ান—
আমিও সে দৈববলে বলীয়ান পিতা।
হুতাশন সহায় আমার। নিত্য তাঁরে
করি আমি গৃহে আমন্ত্রণ। কেহ নাহি
জানে। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পিতা,
ভস্মীভূত করিবারে শত্রুর বাহিনী
প্রশান্ত আছেন তিনি আমার ইচ্ছায়।
ইচ্ছা যদি করি, চক্ষুর নিমেষ মাত্রে
রসাতলে দিতে পারি সসাগরা ধরা।
সমুন্নত গিরিশৃঙ্গে করিয়া আহ্বান
দর্শক সম্মুখে এখনি আনিতে পারি।
জলস্তম্ভ এরূপ বিরাট, মহারাজ,
মুহূর্ত্তে রচিতে পারি আমি, যার গর্ভে
প্রবিষ্ট হইয়া বিলীন হইতে পারে
পাণ্ডবের কতশত সপ্ত-অক্ষৌহিণী।

ধৃত। সঞ্জয়—সঞ্জয়, কি ব'লেছে ভীমসেন?

দুর্য্যো। শুনিবার কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।
আত্মশ্লাঘা করা নহে উদ্দেশ্য আমার।
হীন আত্মশ্লাঘা কখনো করিনি আমি
অর্জ্জুনের মত। আজ বলি মহারাজ,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য —চাহি না সহায়
এই তিনে। তাঁরা সুখে লউন বিশ্রাম।
এক কর্ণ—ভীষ্ম,দ্রোণ, কৃপের সমান।
আমি, কর্ণ, ভাই দুঃশাসন—উপদেষ্টা

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মাতুল শকুনি—এই চারি
জনে মিলি', ভুবন করিতে পারি জয়।
এই চারি মিলি', নিশ্চয় নিশ্চয় পিতা,
সবন্ধু পাণ্ডবগণে করিব সংহার।
হে সঞ্জয়! ফিরে যাও বিরাট নগরে,
বলে' এস যুধিষ্ঠিরে, বিনা যুদ্ধে আমি
সূচাগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে!

(কর্ণ ও শকুনি সাধুবাদ করিলেন)

ধৃত। বিচার—বিচার কর বৎস
দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। বিচার বিতর্কে আমি
করিয়াছি স্থির
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

কর্ণ। স্বগৃহে করুন অবস্থান হে রাজন
লয়ে সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপে।
সৈন্য লয়ে একা আমি যাব রণস্থলে।
অর্জ্জুন-বধের ভার লইলাম আমি।

ভীষ্ম। ওরে কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ!
ওরেহীন
সূতপুত্র, আত্মশ্লাঘা কর কা'র কাছে?
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুরাত্মা শকুনি,
আর ওই পুত্র-মোহে আত্মহারা রাজা—
হ'তে পারে এরা মুগ্ধ তোমার প্রলাপ
বাক্য শুনি। মুগ্ধ না হইবে ভীষ্ম, মুগ্ধ
নাহি হইবেন শস্ত্র-গুরু দ্রোণ। আমি
বুঝিয়াছি কি শক্তির তুমি অধিকারী।
তথাপি তোমারে বলি—বুঝেছি বলিয়া।
বলি শুন, এই মোর শেষ উপদেশ,
শুনিয়া—তোমার এই মোহান্ধ বান্ধব-
গণ সনে নিজাত্মাকে কর সুসংযত!
নিজের অকাল মৃত্যু করি আবাহন
অকালে কৌরব কুল নিক্ষেপ ক'র না
মৃত্যুমুখে। বাণ ও নরকহন্তা ওই
বাসুদেব পশ্চাতে যাহার, এ জগতে
কেহ নাই হেন শক্তিধর—পরাজিত
করে ধনঞ্জয়ে।

কর্ণ। শুন রাজা দুর্য্যোধন,
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি এই সভাস্থলে
করিলাম অস্ত্র পরিহার। যতদিন
জীবিত রবেন পিতামহ, ততদিন
কেহ না দেখিবে মোরে কৌরব সভায়,
কেহ না দেখিবে দাঁড়াইতে রণাঙ্গনে।
যেই দিন সমরে পড়িবেন পিতামহ,
সেইদিন অস্ত্র পুনঃ করিব গ্রহণ।
সেইদিন হ'তে কর্ণের পৌরুষ রাজা,
দেখিবে জগৎ-বাসী। ক্ষুব্ধ হইয়ো না
সখা, আশঙ্কার কথা আনিয়ো না মনে।
সমরে, অর্জ্জুন-নাশ সঙ্কল্প করিয়া
আজি হ'তে আমি ব্রতধারী। দেব, নর,
দ্বিজ, দ্বিজেতর—যে কেহ—প্রার্থী
আসিয়া আমার বাসে, বস্তু করিবে
ভিক্ষা, থাকিতে আমার দেয়, না করিব
নিরস্ত তাহাতে। **(প্রস্থান করিতে করিতে
ফিরিয়া)**
পিতামহ! হীন জাতি
সূতপুত্র বলে' প্রতিদিন সভাস্থলে
হেয়জ্ঞানে আমারে করেন তিরস্কার।
শুনি, আমি মনে মনে হাসি। আমি জানি
আমি নহি হেয়, হীন। তিরস্কারে নিত্য
গর্ব্ব করি অনুভব, রাধেয় জানিয়া
আপনারে। তবে সত্য করুন শ্রবণ
সর্ব্ব সভাস্থ মণ্ডলী—
সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন,
সত্য যদি অধিরথ পিতা, বজ্রহস্তে
বাসব দাঁড়ান যদি পুত্রের পশ্চাতে,
সুদর্শন ক'রে আচ্ছাদন, বেদ যথা
সত্য, সেই মত সত্য—সত্য—এই
সূতপুত্র

কর-ক্ষিপ্ত বাণের প্রহারে, ওই
তব গাণ্ডীবীর নিশ্চয় বিনাশ। (প্রস্থান।

দুর্য্যো। এ কি করিলেন পিতামহ?

ভীষ্ম। কোন ভয় নাই
বৎস দুর্য্যোধন! গাঙ্গেয় জীবিত আছে,
সে তোমার উপচার ক'রেছে গ্রহণ।
জীবিত থাকিতে ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত—
কখন পাণ্ডব জয়ী হবে না সংগ্রামে।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

যুধি। হে মাধব,দূত-মুখে এসেছে উত্তর,-
সঞ্জয় শুনায়ে গেল মোরে, বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিবে না কৌরব।

কৃষ্ণ। আমিও সঞ্জয় মুখে শুনেছি রাজন।

যুধি। চাহিলামপ্রাপ্য অধিকার, অন্ধ রাজ
পুত্রমোহে প্রাপ্য রাজ্য দিল না আমারে!
শান্তি-অভিলাষে চাহিলাম পঞ্চগ্রাম-
ভিক্ষুকের মত, ক্ষুদ্র পঞ্চজনাবাস,
আসিল উত্তর, প্রিয়তম, বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি পাবে না পাণ্ডব।

কৃষ্ণ। মহারাজ! এ কথা ও
শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।

যুধি। কি কর্ত্তব্য কৃষ্ণ? এই মহাভয় হ'তে
পরিত্রাণ করিতে আমারে, একমাত্র তুমি।

কৃষ্ণ। ভয়! আপনার? নাম
যুধিষ্ঠির। শত যুদ্ধে, সহস্র বিপদে
সুমেরু অচলমত স্থিরত্ব যাহার
আজ তার কারে ভয়, ধর্ম্মরাজ?

যুধি। ভয়, ভয়,
মহাভয়—মুহূর্ত্তচিন্তায়,হে কেশব,
এ হৃদয় মুহুর্মুহুঃ হ'তেছে কম্পিত।
ক্ষাত্রধর্ম্ম—নষ্ট রাজ্য করিতে উদ্ধার
পলে পলে আমারে করিছে উত্তেজিত।
কিন্তু প্রাণাধিক, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে চোখে-
যেমনি মানসে ভীম-যুদ্ধে করিহে কল্পনা,-
ফুটে ওঠে ভীম-দৃশ্য লয়ে-নিয়তির
ঘনতম অন্তরাল হ'তে, ছিন্ন, ভিন্ন,
বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে, বিনষ্ট কৌরবকুল।
স্মরণে শিহরে অঙ্গ। তাহার ভিতরে
কত যে বালক—নির্ম্মল, কোমল,শুভ্র,
কন্দ-পুষ্পমত, জাগরিত বিকশিত
প্রাতে—মুদিত সন্ধ্যায়—নিষ্ঠুর নিয়তি
গলে যেন রক্ত-রাগ করবীর মালা।
অন্যদিকে কৌরব আত্মীয়—পাণ্ডবের
গুরুজন—চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মোর তাঁরা?
আছেন মহান্ পিতামহ!

কৃষ্ণ। জানি আমি মহারাজ!

অর্জ্জুন। আছেন আচার্য—

কৃষ্ণ। জানি আমি। সখা! জানি আমি তোমার
নিষ্ঠুর বাণে সকলে লুটাবে ধরাতলে।

যুধি। কি কর্ত্তব্য জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। কৌরব সভায় আমি যাব মহারাজ!

যুধি। তুমি যাবে!

কৃষ্ণ। অনন্য উপায়ে—
সর্ব্বশেষে কর্ত্তব্য বিধান, যদি পারি,—
একবার যেতে হবে মোরে হস্তিনায়
দূতরূপে। আপনার স্বার্থ অব্যাঘাতে
যদ্যপি করিতে পারি শান্তির স্থাপন,
একবার প্রয়াস করিব আমি।

যুধি। দুর্য্যোধন হিতকথা তুলিবে

কি কানে?

কৃষ্ণ। না তুলুক, তথাপি যাইব মহারাজ!

যুধি। যদ্যপি অনিষ্ট করে?

কৃষ্ণ। প্রচেষ্টা করিতে পারে! পাপাভিনিবেশ
তার সবিশেষ জ্ঞাত আছি আমি।
তথাপি সঙ্কল্প মোর স্থির।

যুধি। তবে যাও ইচ্ছাময়, কিন্তু অভিপ্রেত
নহে মোর। ছন্নমতি দুর্য্যোধন—আর
ঘেরিয়া তাহারে চারিধারে ছন্নমতি যতেক পার্ষদ—

ভীম। আছে ঘৃণ্য দুঃশাসন—
অতি ঘৃণ্য কূটবুদ্ধি মাতুল শকুনি—

অর্জ্জুন। সবার উপর ঘৃণ্য-দুষ্ট-বুদ্ধিদাতা
আত্মশ্লাঘাকারি সেই রাধার নন্দন।

ভীম। কমললোচন! তুমি যেলোচন ভাই, পান্ডবের!

দ্রৌপদী। (নতমস্তকে) বিশেষতঃ দ্রৌপদীর।
সভাস্থলে একবস্ত্রা—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,
বাহ্লীক, সৌগর্ত্ত— - কত রাজা! আরো দুঃখ—
পঞ্চ-ইন্দ্র তুল্য পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে
মুক্তকেশে ধরা—মুক্তচোখে সারা বিশ্ব
অন্ধতায় ভরা—বিশেষতঃ দ্রৌপদীর।

যুধি। যদি ইচ্ছা জাগিয়াছে যাও হে মাধব।
কৃতার্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে এখানে পুনঃ
কর আগমন। তোমার প্রসাদে ভাই,
কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্ত চিত্তে
একত্র মিলিয়া পরমানন্দে কাল যেন
করহে যাপন। আমাদের ভ্রাতা তুমি,
অর্জ্জুন তোমার প্রিয় সখা! কি বলিব?
মঙ্গল নিদান! আশীর্ব্বাদ—সুমঙ্গল
হউক তোমার।

কৃষ্ণ। বলিয়াছি ধর্ম্মরাজ,
আপনার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বার্থ, শান্তি
প্রতিষ্ঠার, যথাসাধ্য করিব প্রয়াস।
যদিও বিশ্বাস মোর সফল হ'ব না দৌত্যে—
কিছুতেই কৌরব না হইবে সম্মত,
তথাপি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে রাজন!
মহারাজ যুধিষ্ঠির।—দাদা বৃকোদর?

ভীম। ধর্ম্মরাজ-ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রিয়তম!

কৃষ্ণ। এই মত আপনার?

ভীম। কভু হই নাই,
ইষ্টসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-মতের বিরোধী।
কর কৃষ্ণ, কর ভাই শান্তির স্থাপন!
যেন সন্ত্রস্ত ক'র না কৌরবে। কটূক্তি ক'র না
দুর্য্যোধনে। সান্ত্ববাদে তুষ্ট ক'র তারে।
সাতিশয় কোপন স্বভাব, শ্রেয়োদ্বেষ
পাপ-পরায়ণ,ক্রূরকর্ম্মা, হীনমতি,
নীচ, শঠ, নিষ্ঠুর, কর্ত্তৃত্ব-অভিমানী—
জীবন করিবে ত্যাগ তথাপি কাহারো
কাছে হইবে না নত। সান্ত্ববাদে শান্ত
রূপে সন্তুষ্ট করিয়ো তারে। এই মত
আমার কেশব। শুধুই আমার নয়,
এই মত—পরম দয়াল অর্জ্জুনের।

কৃষ্ণ। দাদা বৃকোদর, একথা তোমার মুখে!
ক্রূরকর্ম্মা কুরুগণ সংহার মানসে,
সর্ব্বদা যাঁহার মুখে প্রশংসা যুদ্ধের
আপনি কি সেই বৃকোদর?
ভীম প্রতিজ্ঞার কথা—পাছে স্বপ্নে হয়

বিস্মরণ—এই আশঙ্কায় ন্যুব্জদেহে
করিয়া শয়ন, জাগিয়া আছেন যিনি
ত্রয়োদশ বৎসর রজনি-আপনি কি
সেই ভীমসেন- ভীমব্রতধারী!
অপ্রশান্ত, সতত দারুণ - নিত্য যাঁর
মুখ হ'তে অবিশ্রান্ত হয় বিনির্গত
সধূম অনলমত ক্রোধের ফুৎকার,
ক্রোধোচ্ছাসে মদশ্রাবী মাতঙ্গের ন্যায়!
উন্মত্ত ছুটিতে পথে যাঁর পদাঘাতে
নির্ম্মূল হইয়া বৃক্ষ পড়ে ভূমিতলে,
সেই কি আপনি বিশ্বনাশ শক্তিধর
দ্বিতীয় মারুতি?

ভীম। **(দ্রুতবেগে কিয়ৎক্ষণ গমনাগমন করিয়া উন্মত্তের মত বক্ষরক্ত পান ও উরুভঙ্গের অভিনয় করিলেন। পরে ফিরিয়া বলিলেন)**
তথাপি—তথাপি—কৃষ্ণ,
কর তুমি ধর্ম্মরাজ-আদেশ পালন।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মের রহস্যজ্ঞাতা, মহাত্মা পাণ্ডব-
শ্রেষ্ঠ রাজা করিলেন যে আজ্ঞাতোমারে,
কৌরব সভায় গিয়া, প্রতি বাক্যে, কার্য্যে
সে আদেশ পালন করিয়ো তুমি সখা।

কৃষ্ণ। বাক্যে, কার্য্যে, সন্ধির স্থাপনে
করিব প্রয়াস যথাসাধ্য—যথাশক্তি
কিন্তু বিশ্বাস আমার সখা—

অর্জ্জুন। কৃতকার্য্য হইবে না তুমি। তোমার মধুর সখ্যে—
আমিও তা জানি বাসুদেব! জানি- জানি,
তথাপি—তথাপি—সখা—আমার সাগ্রহ
অনুরোধ—কৌরবের তথা পাণ্ডবের
সমান আত্মীয় তুমি—আমার সাগ্রহ
অনুরোধ—প্রথমে দেখাবে তুমি মৈত্র।

কৃষ্ণ। অবশ্য দেখাব মহাত্মন্।

অর্জ্জুন। কিন্তু মৈত্রে যদি কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়,

কৃষ্ণ। বল সখা

অর্জ্জুন। তখন শুনাবে মোর পণ।
শুনাইবে প্রতি দুরাত্মায়, শুনাইবে
সভাগত প্রতি মহাত্মায়, কপিধ্বজ-
সারথি- সহায় প্রচণ্ড গাণ্ডীব-ধন্বা
তৃতীয় পাণ্ডব এক প্রাণী রাখিবে না
কৌরবেব বংশে দিতে বাতি।

কৃষ্ণ। তাই বল,হে গাণ্ডীবী, আগে হ'তে তুমি
যারে বধ্য ব'লে করিয়াছ জ্ঞান,
জানিও নিশ্চয় অগ্রেই সে হতভাগ্য
হয়েছে নিহত। প্রিয় ভ্রাতঃ চতুর্থ পাণ্ডব
আছে কিহে তোমার বক্তব্য কিছু?

নকুল। বক্তব্য অনেক
ছিল,জনার্দ্দন, শুনাইতে আপনারে
প্রকাশ্যে—গোপনে। সন্ধি ইচ্ছা কিছুমাত্র
ছিল না আমার। তবে—জ্যেষ্ঠ ইষ্টসম,
বদান্য, ধর্ম্মের মূর্ত্তি সন্ধির প্রয়াসী।
বক্তব্য আমার আর্য্য, যেরূপ সম্ভব
সর্ব্ববিধ কুশল চেষ্টায় হিতবাক্যে
করিবেন দুর্য্যোধনে সন্ধিতে সম্মত।

কৃষ্ণ। সাধ্যের সামান্য ত্রুটি করিব না ভ্রাতঃ।
হে তাত সাত্যকি, সত্বর প্রস্তুত হও,
প্রভাতে যাইব আমি হস্তিনা নগরে।

সহ। হে পাণ্ডব-সখা, শুনিতে কি ইচ্ছা নাই
আমার কি মত?

কৃষ্ণ। বল প্রিয় শুনি আমি—
জীবন-মরণ প্রশ্ন, সম-অধিকার
সকলেরি মত দানে। শুনুন সকলে—

বল তুমি। হেঁটমুণ্ডে সখী মোর—দাও
ভাই, শুনাইয়া তাঁরে বক্তব্য তোমার।
সহ। যেন, কোনমতে সন্ধি নাহি
হয়! ভিক্ষা,
এইটি আমার একমাত্র—পদমূলে তব
জনার্দ্দন।
যদ্যপি কেশব, আপনার কাছে তারা
স্বেচ্ছায় করিতে আসে সন্ধির প্রস্তাব—
তথাপি, তথাপি যুদ্ধ—যুদ্ধ।হে অরাতি-
নিপাতন কৃষ্ণ! কৃষ্ণার সে অপমান
রাখিতে পারেন জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম আবরণে,
পারেন ভুলিতে মহামতি ভীমার্জ্জুন,
আমি ভুলিব না। আর চরণে মিনতি,
তুমি যেন ভুলিয়ো না—তুমি ভুলিয়ে না।
দুঃশ্রাব্য নিষ্ঠুর বাক্যে—যে কোন উপায়ে
উত্তেজিত করি' সেই নীচাত্মা কৌরবে
যুদ্ধের সংবাদ লয়ে এস কৃষ্ণ ফিরে।
সাত্যকি। হে পুরুষোত্তম, যা বলিলা
সহদেব,
দুঃশাসন-বক্ষরক্ত যতদিন প্রভু,
বৃকোদর-শ্রীঅধর না করে রঞ্জিত,
যতদিন সেই পাপমতি দুর্য্যোধন,
উরুভঙ্গে ভূতলে না হয় বিলুণ্ঠিত,
আমারো না রবে শান্তি—নিদ্রা নাহি হবে,
এ জীবন রবে প্রভু মরণে জড়িত।
দৌপদী। করিতে সন্ধির ভিক্ষা,
হস্তিনা হস্তিনা নগরে
এখনি কি যাইবে গোবিন্দ? ·
কৃষ্ণ। রজনী-প্রভাতে সখী।—
চতুর্থ বালক—অগ্রজে ভক্তির বশে-
মর্ম্ম ছিঁড়ে সন্ধির সম্মতি মুখ হ'তে
ক'রেছে বাহির। সহদেব যদি সখা
না কহিত কথা, যদি, বিবেক-প্রেরণে
মহাত্মা সাত্যিকি তার বাক্য না করিত
সমর্থন, ভূমি-লগ্ন মস্তক আমার
হে গোবিন্দ ভূমি হ'তে আর না উঠিত।
কৃষ্ণ। ধর্ম্ম-রাজ-বাক্য সখী, কর
প্রণিধান।
অনুরোধ হ'য়োনা ব্যাকুল।
দ্রৌপদী। ব্যাকুল আমারে তুমি কোথায়
দেখিলে
হে মাধব? দ্রুপদনন্দিনী আমি,
দীপ্ত—
বহ্নিশিখা সম ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী,
বাসুদেগ প্রিয়সখী, পাণ্ডুরাজ স্নুষা
ভূমণ্ডলে অতুল সৌভাগ্যবতী নারী—
সেই আমি, এই মুক্ত কেশরাশি ল'য়ে,
ত্রয়োদশবর্ষ ধ'রে এই পৃষ্ঠদেশে
সহিতেছি হে মাধব—নিত্য সহিতেছি-
প্রতিপলে—অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ
মৃতার নিশ্বাসে। ব্যাকুলা দেখিলে তুমি
মোরে? কখন কোথায় জনার্দ্দন?
কৃষ্ণ। কেঁদোনা, কেঁদোনা সখি!
দ্রৌপদী। এই ত শুনিনু কর্ণে,
দুঃশাসন-বক্ষরক্ত-পান-পণকারী
ভীমসেন মুখ হ'তে শান্তির বচন।
এইত শুনিনু হে দয়াল. তব সখা,
পরম দয়াল, কি কোমল স্বর ল'য়ে
গাহিল শান্তির গান।—কি বিচিত্র—তবু
বল সখা, চঞ্চল কি দেখিলে আমারে?
কুরুসভাস্থলে ভূবিজয়ক্ষম পঞ্চ
স্বামীর সম্মুখে, একবস্ত্র—আর, থাক—
আর বলিব না—যে কর করিল এই
কেশ আকর্ষণ, সেই করে কর দিয়ে
প্রেমবদ্ধ আলিঙ্গনে প্রিয় দুঃশাসনে
বাঁধিতে কি চ'লেছ কেশব? দুর্য্যোধন-
পার্শ্বে বসে' শান্তি স্নিগ্ধ করের পরশে,

সে বিজয়ী নৃপতির, সদম্ভ চালিত
উরু-সেবা করিবে কি ধীর বৃকোদর?
বলহে গোবিন্দ—বল—রাত্রি সুগভীর,
শুনে নিশ্চিন্ত ঘুমাই আমি।

কৃষ্ণ। অনুরোধ করজোড়ে কেঁদোনা
কেঁদোনা
তুমি—ওগো প্রিয়তম-প্রিয়া।
অনোনা আমারো চোখে জল।

দ্রৌপদী। কাঁদিতে কি জান হৃষীকেশ?
না—না—হে সখে গোবিন্দ, কি ভ্রম
আমার!
যে অশ্রু হে কমললোচন,—প্রবাহিয়া
ধারায় ধারায়, ধরিয়া বসন মূর্ত্তি
সভাস্থলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমার-
সেই করুণার অশ্রু, হে করুণাময়,
কে ভুলাল আজি মোরে?

কৃষ্ণ। কেঁদোনা কেঁদোনা,
কৃষ্ণে, এনো না কৃষ্ণের চোখে জল।

অর্জ্জুন। নারীর লোচন-জলে হইয়ো
না মুগ্ধ
বাসুদেব! কৌরবের তথা পাণ্ডবের
প্রধান আত্মীয় তুমি, কৌরবের মধ্যে
আছে বহু নরনারী, যাহারা তোমারে
জীবন-সর্ব্বস্ব করে জ্ঞান। ধর্ম্মরাজ-
আজ্ঞা তুমি যথাসাধ্য করিবে পালন।
ধর্ম্মার্থ মাঙ্গল্য বাক্য যদি না সে শুনে,
তাই হবে—অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে।

দ্রৌপদী। এই বটে—এই বটে
পাণ্ডবের এই
বটে অভিমান-তীব্রতার পরিণাম।
"তাই হবে অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে"
কি মিষ্ট আশ্বাসবাণী শুনালে কৃষ্ণারে
তব, কৃষ্ণ-সখা ধনঞ্জয়! যাও, যাও
সবে নিশ্চিন্তে ঘুমাও—নিশ্চিন্ত সন্ধির
ওই মধুর বিশ্বাসে করিয়া ভ্রান্তির
উপাদান। আর তুমি? তোমাকে ধিক্কার
দিতে, সাহস না হয় বৃকোদর! সত্য
দেখিয়াছি আমি ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী
অনিদ্রা তোমার—দেখিয়া কেঁদেছি যাও,
পার যদি—পার যদি—তুমিও ঘুমাও-
বৃকোদর, ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী সেই
অনিদ্রার অদ্যরাত্রে কর প্রতিকার।
কি করিব? এই সব কথা শুনে এই
সমস্ত আশ্বাসবাণী সম্বল করিয়া
হতাশ নিশ্বাসে বক্ষ বিচূর্ণ করিব?
কেন—কেন? অগ্নিশিখা শিরে যদি
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন্ দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর?
আমি যাব। ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর?
ঘুমালি কি অভিমন্যু? ওরে অগ্র; ওরে
আর্য্য, ওরে শ্রেষ্ঠ সন্তান আমার। তোর
পঞ্চ অনুচর সনে তুইও কিরে আজি
অজ্ঞ আত্মাহারা মত পড়িয়া শয্যায়?
আয়—উঠে আয়—তোদের সকলে সঙ্গে
ল'য়ে কৌরববিনাশে নিয়ে যাব আমি।

সদ্য নিদ্রোত্থিত অভিমন্যুর প্রবেশ ও দ্রৌপদীসহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—বিশ্রাম কক্ষ

বৃষকেতু

গীত

একেলা মন্দিরে ব'সে
কথা কয় সে হেসে হেসে
অনুরাগে আসে সুর বাহিরে।
শুনে আমি ছুটে যাই,
দেখা যেন পাই পাই,
আমি যে তাহার দেখা চাহি রে।।

তাহার কানের কাছে
আমার কি কথা গেছে?
কেন সে লুকিয়ে আছে?
আমি ত একেলা আছি আর কেহ নাহিরে।
আমি যে তাহারি সুরে গাহিরে।

বৃষ। হে গোবিন্দ, চারিদিকে
লোকমুখে শুনি
তুমি নাকি আসিতেছ হস্তিনা নগরে,
বড় ইচ্ছা দেখিব তোমারে। হে গোবিন্দ,
কেমনে দেখিব!

(কর্ণের প্রবেশ ও বৃষকেতুকে প্রস্থানের ইঙ্গিত, বৃষকেতুর প্রস্থান।

কর্ণ। অর্ন্তর্য্যামী বিভু নারাবণ!
বাসুদেব!
তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই
অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়,—ওই
ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে সত্যই যদি হে
বিরাট পশিয়া করে লীলা এ অন্তরে
কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জান
তুমি। এই যে আমার দেহ-আবরণ—
এই বর্ম্ম—সহজাত, দেবের (ও) অচ্ছেদ্য—
এ ত পারিবে না—কোন মতে পারিবে না
এ হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা।
এই সত্য আবিষ্কারে ক'রেছি সর্ব্বস্ব
দান পণ। এই সত্য আবিষ্কারে, আমি
জীবন-মরণ যুদ্ধে করিতে চ'লেছি
এক মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সখায়।
হে স্বরাট্, যদ্যপি বিরাট সত্য তুমি,
নিশ্চয় একথা জান—নরের অবধ্য
হ'য়ে এসেছি ধরায়। শুধু নর? শ্রেষ্ঠ
ঋষি ব্রহ্মজ্ঞ রামের সে কথা যদ্যপি
সত্য হয়, হে মায়া-মনুষ্য-নারায়ণ
তোমারও অবধ্য আমি। সেই আমি
কবচ কুণ্ডলধারী রাধার নন্দন
যদি মরি অর্জ্জুনের বাণে—যদি— যদি
মরি, তবে, সেই মৃত্যু-মুখে বাসুদেব,
তোমারে বলিব নারায়ণ।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

আজি, বহুদিন—বহুদিন পরে প্রিয়তমে!

পদ্মা। বহুদিন পরে-কি প্রাণেশ
বহুদিন পরে তোমাতে আমাতে দেখা?
বা! বা! কহিতে কহিতে নিরুত্তর? শূন্য
দৃষ্টি আকাশে নির্ভর—এত অন্যমনা?
কারণ কি শুনিতে অযোগ্যা আমি?

কর্ণ। এক মাত্র যোগ্যা তুমি—
তোমারে বলিব পদ্মা
যেদিন প্রথম এই শ্রীকর গ্রহণে
তোমারে ক'রেছি আমি জীবন-সঙ্গিনী
সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিনু—

পদ্মা। নাথ! জানি আমি
সে প্রতিজ্ঞা। তাই কি বলিতে চাহ তুমি?
কিন্তু আমি এ পর্যন্ত কখন তোমারে,
গুহ্যকথা শুনিবারে করিনি পীড়ন।

কর্ণ। সেই হেতু বলিব তোমারে।

পদ্মা। কত কথা
জানিতে আমারে জেগেছিল কতদিন
কৌতুহল, প্রশ্নে—পাছে হে বিপন্ন হও
তুমি, সে সমস্ত ক'রেছি দমন।

কর্ণ। সেই হেতু বলিতে তোমারে
প্রস্তুত হ'য়েছি পদ্মাবতী!

পদ্মা। তীব্র ইচ্ছা হ'য়েছিল জানিতে
রাজন
জগতে অতুল শক্তিধর, এই মোর
হৃদয়-ঈশ্বর বর্ত্তমানে, স্বয়ম্বর-
সভামধ্যে বিস্মিত নিশ্চল নেত্র শত
শত রাজন্য সম্মুখে, লক্ষ্যবিদ্ধ করি'
কেমনে লভিল, প্রভু, সে অপূর্ব্ব নারী
পাঞ্চালীরে দীন দ্বিজবেশী ধনঞ্জয়!

কর্ণ। বৃথোদ্যম দেখিয়া রাজন্যগণে
পদ্মা
সত্বর তুলিয়া শরাসন—যেই আমি
তাহাতে ক'রেছি জ্যারোপণ, কে অমনি
যেন কোথা হ'তে অনুচ্চ দুঃখের সুরে
উঠিল বলিয়া, "হায়, দেবভোগ্যা নারী
পাঞ্চালী পড়িল আজি সূতপুত্র করে।"
চমকিত হইলাম সে স্বর শ্রবণে,
ঠিক যেন রাজা যুধিষ্ঠির—মর্ম্ম হ'তে
আক্ষেপ করিল পদ্মবতী। তাই শুনি,
অমনি পাঞ্চালী, সভামধ্যে, উচ্চকণ্ঠে
উঠিল বলিয়া,রাজগণে শুনাইয়া,
"সূতপুত্রে কভু না বরিব আমি!,'

পদ্মা। আর প্রশ্ন করিব না রাজা! -
তবে—তবে কুরু

কর্ণ। সভামধ্যে! বল বল—
কৌরব-সভায়?
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, সবারি সম্মুখে
হইল যেদিন মহীয়সী দ্রৌপদীর
প্রচণ্ড লাঞ্ছনা? বল—কি হেতু সঙ্কোচ
—বল—বল।

পদ্মা। মহীয়সী রমণী দ্রোপদী—
নারীত্বের আদর্শ—গৌরব। কিন্তু নাথ,
মহীয়সী নাইবা হইল নারী! নারী
মাতৃত্বের মূর্ত্তি—দেবতা উদ্ভব নারী
হ'তে। সূর্য-ইন্দ্র-মাতা কশ্যপ-গৃহিণী
অদিতিও নারী।

কর্ণ। জানি আমি প্রিয়তমে!
আমি জানি মহাবাক্য, ঈশ্বরী প্রেরিতে,
"জগতে সমস্ত নারী আমি।" জানি
আমি,
সমগ্র জগৎ-বাসী কভু কারিবে না
আমার সে কার্য সমর্থন, — করিবে না,
করিতে পারে না। তথাপি তোমারে বলি,
দ্যূত-পণে মত্ততায় সহধর্ম্মিণীরে
দাসীত্বে নিক্ষেপ করি, সে অশুভ দিনে
সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী রাজা যুধিষ্ঠির।

পদ্মা। আর প্রশ্ন করিব না রাজা

কর্ণ। শুন রাণী
যা কিছু আমার কথা বলিবার আছে,
বলিব তোমায় আমি সময় অন্তরে;
আজ শুন, বহুদিন পরে—এক কথা—
বহুদিন পরে কহিব তোমারে,এক
অত্যন্ত নিগূঢ় মোর অন্তরের কথা।
যেদিন দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিধন করিব
আমি তৃতীয় পাণ্ডবে, সেদিন জানিব
পদ্মাবতী! শস্ত্র-শিক্ষা সফল আমার।

পদ্মা। শান্ত, শিষ্ট, ধর্ম্মনিষ্ঠ তৃতীয়
পাণ্ডব—
কি হেতু জন্মিল প্রভু, এমন বিদ্বেষ
তার 'পরে!

কর্ণ। বিদ্বেষ কিছুই নাই পদ্মা,
শ্রদ্ধা করি ধনঞ্জয়ে অন্তরে অন্তরে,
শ্রদ্ধা করি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হ'তে,
দেখিলে সম্প্রীতি জাগে, ইচ্ছা জাগে
বাহুর বন্ধনে—তথাপি তথাপি হয়
মরিবে গাণ্ডীবী, নয় আমি—একজন।
যদিও শেষের কথা নিত্য উঠে মনে,
তথাপ দেবতা-ত্রাস ভীষণ সমবে
করিব অর্জ্জুন সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা।
জন্ম সঙ্গে যে সম্পদ লয়ে—প্রিয়তমে,
এসেছি ভুবনে আমি—সে সর্ব সম্পদে
একমাত্র অধিকারী নারায়ণ। কভু
মানবের বধ্য আমি নহি প্রিয়তমে।
বধ্য দেবতার? এ কবচ, এ কুণ্ডল
—না না
বেদ যদি সত্য হয়, ব্রহ্মর্ষি ভার্গব যদি
ন'ন মিথ্যাবাদী—

পদ্মা। দেবের অবধ্য তুমি!

কর্ণ। দেবের অবদ্য আমি। জ্বলন্ত সঙ্কল্প

সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত,
যুঝিতে দ্বৈরথ যুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে।
এ হ'তে অধিক ভাগ্য চাহিনাকো আমি।
চাহিনাকো কর্তৃত্ব বিশ্বের। বহুদিন
পরে আজি সেই শুভদিন সমাগত।

পদ্মা। হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ?

কর্ণ। হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ।
সত্য যদি সঙ্কল্প আমার—সত্য,
দেবতাও এ যুদ্ধ নারিবে নিবারিতে।
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে বিরাটনগরে
হইয়াছে পাণ্ডব প্রকট। পাঠায়েছে
ধর্ম্মরাজ দূত হস্তিনায়, অর্দ্ধরাজ্য
চাহি' অধিকার।
জীবিত থাকিতে আমি, সূচ্যগ্র প্রমাণ
ভূমি, দিতে নাহি দিব দুর্যোধনে। ফল—
যুদ্ধ—দেবতা-দানব-ত্রাস রণ। এক
দিকে ত্রকাদশ অক্ষৌহিণী—সপ্তমাত্র
অন্যদিকে। একদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—
অসংখ্য অসংখ্য মহারথী—

পদ্মা। অন্যদিকে একা ধনঞ্জয়?

কর্ণ। ভয় পেলে পদ্মাবতী?

পদ্মা। না প্রভু, সমস্ত বিশ্ব— সমস্ত মানব
যে যুদ্ধের ফল প্রতীক্ষায়, মুক্ত-চক্ষে
চেয়ে রবে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, দেখিতে সে
যুদ্ধ পরিণাম, কর্ণ-পত্নী পাবে ভয়?
তবে প্রভু, অনুমতি দাও যদি, বলি।

কর্ণ। বল, কিন্তু কি বলিবে জানি প্রিয়তমে!

পদ্মা। কৌরব ম'রেছে বহুদিন।

কর্ণ। জানি—জানি। যেদিন কৌরব সভামাঝে
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর হ'য়েছে লাঞ্ছনা।

পদ্মা। সেদিন ম'রেছে ভীষ্ম,
সেদিন ম'রেছে দ্রোণ।

কর্ণ। জানি—জানি। সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি।

পদ্মা। জানিয়া করিবে রণ?

কর্ণ। বড় প্রলোভন। প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয়।

পদ্মা। শুধু ধনঞ্জয়? পশ্চাতে তাহার—

কর্ণ। বল, বল—বাসুদেব?

পদ্মা। দুষ্ট-ধ্বংসকারী জনার্দ্দন।

কর্ণ। জনার্দ্দন আমারো পশ্চাতে প্রিয়তমে!

পদ্মা। বিভুরূপে থাকিতে পারেন তিনি।
এযে নররূপে প্রিয়তম!

কর্ণ। নররূপে বিভু নারায়ণ!
বাসুদেব নারায়ণ?

পদ্ম। নারায়ণ।

কর্ণ। এই অতি অশ্রদ্ধেয় বাণী
কে তোমা' শুনাল পাগলিনী?

পদ্মা। ব'লেছেন ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস,
বলেছেন চির সত্যবাদী পিতামহ,
বলেছেন সর্ব্বার্থদর্শী মহাত্মা সঞ্জয়।

কর্ণ। ভাল, নারায়ণ অন্তর্য্যামী। বাসুদেব
যদি নারায়ণ—বাসুদেব অন্তর্য্যামী।
কর্ণের অন্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয়।
দ্বিগুণ উৎসাহে তবে, দ্বিগুণ আনন্দে
পদ্মাবতী, বাসুদেব-সখা ধনঞ্জয়ে
জীবন-মরণ যুদ্ধে করিব আহ্বান!
লইব বিদায়—মহারাজ দুর্য্যোধন মোর

প্রতীক্ষায় প্রতিপল করিছে গণনা।
(প্রস্থানোদ্যত।

পদ্মা। পুনরাগমন প্রতীক্ষায় প্রতিপল
আমিও রহিব রাজা সোদ্বিগ্ন অন্তরে।
(প্রস্থানোদ্যতা।

কর্ণ। (ফিরিয়া) পদ্মাবতী! আমিও
শুনেছি ঋষিমুখে
ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ।
বিশ্বাস না করি, প্রীতি করি। আন্তরিক -
শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি করি দুইজনে।
তথাপি তোমারে বলি, শুন পদ্মাবতী,
সত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন,
অধিরথ যদি মোর পিতা, শুনে রাখো—
নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব
রণে নর-নারায়ণে। (প্রস্থান।

পদ্মা। এ কেন সন্দেহ!
"হই যদি রাধার নন্দন," "অধিরথ
যদি মোর পিতা!" অন্তর-আকুল করা
সহসা জাগিয়া-ওঠা একি এ সন্দেহ!
সূতপুত্র নহ কি . নহ কি নাথ তুমি!
ওই সে অপূর্ব্ব স্নেহ—বাৎসল্য অপূর্ব্ব-
তুল্য যাহা কেবল—কেবল যশোদার!
যশোদার? কেন—কেন এ পাপ সন্দেহ?
সূতপুত্র—প্রিয়তম, সূতপুত্র তুমি।

চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—কক্ষান্তর

কর্ণ

বৃষকেতুর প্রবেশ

কর্ণ। কি সংবাদ প্রিয়তম?

বৃষ। নিজে মহারাজ
সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা মাতুল শকুনি!

কর্ণ। শীঘ্র—শীঘ্র যাও, এই স্থানে
লয়ে এস।
(বৃষকেতুর প্রস্থান।

কেন অসময়ে? বাধা কি পড়িল যুদ্ধে?
ভীষ্ম বিদুরের বাক্যে শঙ্কিত হইয়া
অন্ধ রাজা মোর অসাক্ষাতে, পাণ্ডবে কি
তবে—অর্দ্ধরাজ্য দানে করিল স্বীকার!

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ

কর্ণ। স্বাগত, স্বাগত সখা, স্বাগত
মাতুল!

শকুনি। কেমন আছ হে অঙ্গরাজ?
ভীমরতি ভীষ্মের কথায় ক্রোধ ক'রে
সভাস্থল ছেড়ে চ'লে এলে? আমাদের কি
অবস্থায় ফেলে এলে, সেটা একবার
ভেবেও দেখ্‌লে না!

কর্ণ। অনুতপ্ত, মাতুল। সে জন্য
সপ্তাহ আমি নিদ্রাশূন্য।

দুঃশা। আমরাও আপনার অভাবে
অঙ্গরাজ!

শকুনি। তুমি ত কেবল মাত্র
নিদ্রাশূন্য— আর আমি? আমার
অবস্থাটা কি হ'য়েছে বুঝেছ—এই সারা
সপ্তাহটা তোমার অভাবে? নিদ্রা-শূন্য—
জাগরণ-শূন্য—উত্থান-শূন্য— পতন-
শূন্য। ওঃ। সে যে কি—কি একটা
বিরাট শূন্য—

কর্ণ। জীবনে ওরূপ ক্রুদ্ধ কদাচ
হ'য়েছি। সভাস্থল ত্যাগের পরই আমার
মনে হ'ল, আমি তোমার অনিষ্ট করে
ফেলেছি।

দুর্য্যো। কিছু অনিষ্ট করনি সখা!
যতদিন তুমি আছ, ততদিন যেখানেই
থাক—কৌরব সভায় কিংবা গৃহে—
আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি। ভীষ্ম, দ্রোণ,
কৃপ—ওদের আমি সহায় মধ্যেই গণ্য

করি না!

দুঃশা। আপনি যেখানে আছেন, সেইখানেই আমাদের সভা।

শকুনি। তবে, ওই ধর্ম্মধ্বজীদের কথায় মস্তিষ্কটাকে বিকৃত না ক'রে তুমি চ'লে এসেছ, সেটা ভালই ক'রেছ। আমার কিন্তু ভাগিনেয়, ওই আক্ষেপটা র'য়ে গেল—ক্রোধের উদ্রেকটা কখন হ'ল না! ওই মস্কিষ্কহীন বৃদ্ধগুলো—ওই ভীষ্ম, ওই দ্রোণ—ওই দাসীপুত্রটার সম্মুখে আমাকে তীব্র ভাষায় যখন গালি দেয়, তখন মনে হয়,একবার ক্রোধ করি, কিন্তু ক্রোধ ক'রতে গেলেই ওই ক'টাকে পাগল মনে ক'রে হা- হর সঙ্গে হো-হো যুক্ত হ'য়ে ক্রোধটা একটা অর্দ্ধ-বিকট হাস্যে পরিণত হয়।। অবশিষ্ট অর্দ্ধ পেটের ভিতরে একটা বিদ্রোহ তুলে বসে। তাতে নাক মুখকে এমন বক্র ভাবাপন্ন ক'রে ফেলে যে, দর্পণের কাছে গিয়ে নিজেকেই কিছুক্ষণ আমি চিনতে পারি না—

দুর্য্যো। যাক্, মাতুল, বৃথাবাক্যে আর সময় নষ্ট নয়।

শকুনি। তারপর, বারবার শ্যালক সম্বোধনে গণ্ডে চপেটাঘাত ক'রতে ক'রতে মুখ নাসিকা যখন আবার প্রকৃতিস্থ হয়, তখন বুঝতে পারি, আমি জগতে অজেয় ধৃতরাষ্ট্র-শ্যালক শকুনি।

কর্ণ। তারপর? বিশেষ কি
প্রয়োজন সখা?

দুর্য্যো। প্রয়োজন? দারুণ সমস্যা
অঙ্গরাজ!
মীমাংসায় অসমর্থ হয়ে স-মাতুল
এসেছি তোমার ল'তে বুদ্ধির শরণ!

শকুনি। সমস্যা?—সমস্যা—(হাস্য)
আবার এ দগ্ধমুখে,
হাহা-যুক্ত—হোহো যুক্ত—হিঁহিঁ যুক্ত হাসি!
সমস্যার সমস্ত মীমাংসা এ মাতুল
ক'রে ত দিয়েছে বৎস, সমস্যার আগে।
এখনো সমস্যা? বল না, বল না।

দুঃশা। আমাদের সঙ্গে শেষ সন্ধির
চেষ্টায়
এসেছে স্বয়ং কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে।

কর্ণ। (**বিস্মিতভাবে**) তারপর?

দুর্য্যো। কল্য প্রাতে সভায় প্রস্তাব।

কর্ণ। মনোরম বাক্য শুনে তার,
চাও রাজা
করিতে কি সমর-সঙ্কল্প পরিহার?

দুর্য্যো। ভয় নাই, সেদিকে সমস্যা
নয় সখা,
সেদিকে তোমার বন্ধু অচল, অটল—
চিরস্থির হিমাদ্রির মত!

কর্ণ। তাই বল। এ সমস্যা অন্যদিকে?

দুর্য্যো। বলিতে কি পার,
সমপ্রাণ, কৃষ্ণের হস্তিনা আগমনে
মনের নিভৃত কোণে চির-লুক্কায়িত
কি বাসনা, সহসা উন্মত্ত হ'য়ে, আজি
আমাকে ক'রেছে অক্রমণ?

কর্ণ। জানি আমি
হে রাজন্, সুযোগ্য আতিথ্য। জানি আমি

দুর্য্যো। এই, সখা-—সুযোগ্য আতিথ্য!
বাসুদেবে।
এসেছে সে হস্তিনা নগরে, সভামধ্যে
সবার সাক্ষাতে কটুক্তি শুনাতে মোরে।
সে ধৃষ্টের অন্য কোন নাহি অভিপ্রায়।

কর্ণ। থাকিতেও পারে।

দুর্য্যো। কিছু না কিছু না সখা!
শধু বাক্যে নিগৃহীত করিতে আমারে

সে শঠ এসেছে দৌত্যে হস্তিনা নগরে।
কি যোগ্য আতিথ্য কর স্থির!

দুঃশা। মাতুলের—

শকুনি। [দুঃশাসনের মুখে হস্ত দিয়া]
ব্যস্ত নয়, ব্যস্ত নয় ভাগিনেয়।
শুন আগে, অঙ্গরাজ কি দেয় উত্তর।

কর্ণ। উত্তর—বন্ধন

শকুনি। আলিঙ্গন, আলিঙ্গন—

কর্ণ। সুদৃঢ় বন্ধন- নিভৃত অন্ধতাময়
হস্তিনার কারাগারে। তার পিতা, মাতা
যেরূপে আবদ্ধ ছিল কংসের ভবনে
মথুরায়।

শকুনি। আলিঙ্গন উপরে আবার—
মামার তৃতীয় আলিঙ্গন। কি বিচিত্র
বুদ্ধির মিলন দেখ দুর্য্যোধন মস্তক আঘ্রান
দুঃশাসন। দুর্য্যোধন, দেখ
মধুময় দুঃশাসন! শ্রীমুখ চুম্বন। যাও—
বিলম্ব ক'রনা—এখনি যাইয়া বাঁধ শঠে।

দুঃশা। বিস্মিত করিলে মামা।

শকুনি। শধু মামা? মাতুল-আচার্য্য-যথা গুরু
দ্রোণ তবে তিনি আচার্য্য অস্ত্রের, আর
আমি, রাজত্ব রক্ষায় শ্রেষ্ঠাস্ত্র—বুদ্ধির।
শুক্রাচার্য্য হ'তে মোর যোগ্য অভিধান,
যদি ঋষি ভাগ্যদোষে না হইত এক
চক্ষুহীন। সমবুদ্ধি প্রিয় অঙ্গরাজ,
আমিও ব'লেছি ওই কথা—ওই কথা
'ব' দন্ত্য-'ন'য়ে, 'ধ'য়ে, তাহাতে দন্ত্য-'ন' দিযে
খট্টার শ্রীপদ সঙ্গে শ্রীরজ্জু সংযোগে
সপ্রেমে জড়ায়ে রাখ শ্রীগোপী-বল্লভে।

কর্ণ। সঙ্গে? অনুচর?

দুর্য্যো। থাকুক অসংখ্য তার,
আমি সখা একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি।

কর্ণ। বন্ধন, বন্ধন রাজা—

শকুনি। বন্ধন—বন্ধন দুর্য্যোধন।

কর্ণ। এ শুভ সুযোগ রাজা, স্বপ্নেও কখনো
আসিবে না। কোথায় আছেন বাসুদেব?

দুর্য্যো। লজ্জা হয়, ঘৃণা হয় সে কথা বলিতে।
যোগ্যের অধিক সখা, করিয়াছিলাম
তার পূজা আয়োজন। ভারত সম্রাট
যে পূজার অধিকারী। সে সমস্ত করি ত্যাগ,
অতিথি হইল শঠ বিদুরের গৃহে।

শকুনি। অভিপ্রায়—জানুক নগরবাসী
দুর্য্যোধন-দত্ত শ্রেষ্ঠ উপায়ন হ'তে
ভক্ত বিদুরের ক্ষুদ—অহো! কি অধিক
কি প্রচণ্ড প্রিয় মোর। শুধু শঠ নহে,
বৎস। বল সমস্ত শঠের শিরোমণি?

কর্ণ। বন্ধন—বন্ধন—এ শুভ সুযোগ সখা,
কিছুতে ক'র না ত্যাগ। যেমনি শুনিবে
পঞ্চ-ভ্রাতা কেশব হ'য়েছে বদ্ধ হস্তিনার
কারাগারে, অমনি সকলে, ভগ্নদন্ত
ভুজঙ্গের মত, উৎসাহ-চেতনাহীন
লুণ্ঠিত হইবে ভূমিতলে।

শকুনি। শুন, শুন,
দুঃশাসন, দুর্য্যোধন, এই ত তোমার
সর্ব্বদা মঙ্গলকামী সখা-যোগ্য কথা।

কর্ণ। বন্ধন—বন্ধন—অর্জ্জুনের হস্ত হ'তে
খসিবে গাণ্ডীব, হতাশ্বাস বৃকোদর
শৃগাল-দষ্টের মত, স্বদেহ-দংশনে,
আপনিই আপনারে করিবে নিধন।

শকুনি। শক্তি ও সহায়-শূন্য রাজা যুধিষ্ঠির,
ছোট দুটি ভাই আর দ্রৌপদীরে ত্যজি'

মুক্ত-কচ্ছ আবার পলায়ে যাবে বনে।
দুর্য্যো। উপদেশ শিরোধার্য্য সখা।
কল্য তুমি
শুনিবে সন্ধ্যায়, গাঙ্গেয়ের 'নারায়ণ'
হস্তপদে বাঁধা—হস্তিনার অন্ধকারায়
লয়েছে আশ্রয়।
কর্ণ। নিশ্চিন্ত ঘুমাতে পারি?
দুর্য্যো। নিঃসন্দেহে—সুখে-নিশ্চিন্তে
ঘুমাও সখা।
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন।
(দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রস্থান।
কর্ণ। একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি
দুর্য্যোধন,
তদুপরি প্রকৃতি তাহার সবিশেষ
জ্ঞাত আছ তুমি। জানিয়াও আজ তুমি
এসেছ স্বয়ং দৌত্যে হস্তিনা নগরে
যদুপতি! এ সাহস যার—কি বলিব—!
হয় সে নিতান্ত জড়, নয়—নারায়ণ।
ছিল ইচ্ছা, শুনিতে তোমার বাণী; ছিল
ইচ্ছা দেখিবার, আপন আয়ত্তে পেয়ে
ভীম শক্তিধর ওই দুরন্ত কৌরব
কেমনে তোমায় বন্দী করে। সভাস্থলে
যাব না তো, দেখা তো হ'ল না। বাসুদেব!
যদি তুমি অন্তর্য্যামী, তোমারে শুনায়ে
এই কথা, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চলি আমি।
এসো নিদ্রে! একি দেবী, বলিতে বলিতে,
সপ্ত রজনীর অদর্শন—তাই কি ব্যথিতে,
সপ্ত রজনীর ভারে—আঁখির পলক—
করিতে আসিলে আক্রমণ? আহা—
আহ!
(পর্য্যঙ্কে উপবেশন।
একি স্নিগ্ধ, একি শান্ত জ্যোতি! চারিদিকে
জ্যোতির উৎসব যেন! ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী!
ওগো তন্দ্রা, নিশীথের গভীর গহ্বরে—
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে, এই সব—
চপলা-চঞ্চল দুরন্ত কিরণ-বালা (শয়ন)
কিসের লাগিয়া পলক ভেদ্দিয়া মোর—
এ উল্লাসে সকলে মিলিয়া আজ তারা—
তারার উপরে নৃত্য করে? তার মাঝে—
ওকি ও সুন্দর, ওকি মধু-রূপ-রেখা!
ওকি বর্ণ,নবীন নীরদ! ওকি আঁখি—
আয়ত—মুখর! বাসুদের—বাসুদেব—
এমন —কিশোর—তুমি!

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। কাহার বন্ধন
প্রিয়তম? শুনিলাম বৃষকেতু মুখে,
বন্ধনের কথা শুনে, বালক ব্যাকুল
হয়ে ছুটে গেছে আমার নিকটে! বলে—
"মা, তুমি সত্বর যাও—পিতারে নিষেধ
কর।" কাহারে বাঁধিতে চাও প্রিয়তম?
(শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দেখিল।
ঘুমাও—ঘুমাও। সপ্তরাত্রি নিদ্রাহীন—
ঘুমাও—ঘুমাও প্রভু।
কর্ণ। মৃণাল-তন্তুর স্পর্শে **(পদ্মাবতী ফিরিল।**
কম্পিত তোমার তনু—হে কঠোর!
এতই কোমল তুমি! তোমারে বাঁধিবে!
(পদ্মাবতী উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।
কে বাঁধিবে? কে বেঁধেছে—কবে?
সেকি ওই—
(পদ্মাবতী উল্লসিতভাবে দাঁড়াইল।
মত্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহঙ্কার-
রজ্জুমূর্ত্তি দুর্য্যোধন?
পদ্মা। (চলিতে চলিতে) ঘুমাও ঘুমাও
নাথ। ওগো স্বপ্ন-রাজ্যে
গতিশীল স্বচ্ছন্দ পথিক, চলে যাও,
হ'ক দূর, যত দূর—ফিরাব না আমি।
(প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ-বেশী সূর্য্যের প্রবেশ ও কর্ণের শিয়রে দাঁড়াইয়া

সূর্য্য। উত্তিষ্ঠ স্বপ্নের রাজ্যে,
যোগনিদ্রা কর
আলম্বন। স্বপ্ন-চক্ষে দেখ মোরে উঠ
হে ধীমান, স্বপ্ন-কর্ণে শুন মোর কথা!

কর্ণ। কে আপনি?

সূর্য্য। চেয়ে দেখ। অপার মমতা-
বশে, বৎস,
স্বমণ্ডল মধ্য হ'তে এই মর্ত্ত্যভূমে
আসিয়াছি আমি। হে দাতার শিরোমণি
তোমার ব্রতের কথা, স্বভাব তোমার,
সারা বিশ্বে হ'য়েছে বিদিত। সারা বিশ্ব
শুনিয়াছি, কাহারও নিকটে তুমি ভিক্ষা
নাহি চাও, ভিক্ষার্থীরে রিক্তহস্তে কভু
না ফিরাও। শুনেছি, দেবতা, শুনিয়াছে
সর্ব্বদেবতার পতি বাসব। শুনিয়া,
ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবেশে আসিয়াছে তব গৃহে।

কর্ণ। কি উদ্দেশ্যে ভগবন?

সূর্য্য। হিত-চাহিবেন তিনি কবচ
কুণ্ডল।

কর্ণ। বুঝিয়াছি। কে আপনি?

সূর্য্য। সবিতা।

কর্ণ। আমার ইষ্ট? প্রণতি—প্রণতি
আপনারে।

সূর্য্য। পূর্ব্বাহ্নে হইয়া জ্ঞাত তাঁর
অভিপ্রায়, সাবধান করিতে তোমারে
এসেছি প্রবল স্নেহে। হে বৎস, তোমার
ওই কবচ কুণ্ডল উদ্ভূত অমৃত
মধ্য হ'তে। যতদিন এ দু'টি তোমার
রবে, ত্রিভুবন মধ্যে কেহ না পারিবে
তোমারে করিতে পরাজিত। গাণ্ডীবীর
পশ্চাতে রহিয়া যদ্যপি দেবেন্দ্র করে
রণ, তাহারেও মানিতে হইবে
পরাভব। তাই বলি, যদি প্রিয়বর
জীবিত রহিতে থাকে বাসনা তোমার,
ইচ্ছা থাকে দ্বৈরথ সমরে, প্রতিযোদ্ধা।
অর্জ্জুনে করিতে পরাজয়, হে মানদ!
দৃঢ় অনুরোধ মম, যেন কোন মতে
দিয়োনা বাসবে ওই কবচ কুণ্ডল।

কর্ণ। জীবিত থাকিতে চাই, অর্জ্জুন-
বিজয়
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
তথাপি হে ভগবান, কীর্ত্তিধ্বংসে, ব্রত
ভঙ্গে, সত্যের আশ্রয় চ্যুত হ'য়ে পল
মাত্র চাহি না বাঁচিতে, চাহি না অর্জ্জুনে
পরাজিতে।

সূর্য্য। কবচ কুণ্ডল দিবে?

কর্ণ। ভিক্ষা চান দেবরাজ যদি।

সূর্য্য। যেমনি চাহিবে?

কর্ণ। না ব্রাহ্মণ, প্রথমে বিনয়
অনুনয়—
যা আছে আমার, সমস্ত চাহিব দিতে।
গ্রহণ না করেন বাসব, দিব দান—কবচ
কুণ্ডল।

সূর্য্য। এসেছি সৌহার্দ্দ্য বশে—

কর্ণ। বুঝিছি তা ভগবন।

সূর্য্য। স্নেহ বশে—

কর্ণ। এ দাস যে ভক্ত আপনার।

সূর্য্য। হে সন্তান, মায়াবশে।

কর্ণ। মায়াবশে!

সূর্য্য। মায়া-তীব্র অতি তীব্র—
দেবতা-হৃদয় জয়ী!
দৈবকৃত রহস্য সে, গোপনীয় অতি।
ত্রিভুবন মধ্যে জানে শুধু একজন
আর জানি আমি। বাসব জানে না তাহা

কর্ণ। বলুন আমারে ভগবন্—বলুন
ভক্ত আমি—দাস আমি— আত্মীয় স্বজন—

পত্নী, পুত্র—অন্য কথা কিবা প্রয়োজন-
জীবন হইতে প্রভু প্রিয় যে আপনি,
কি রহস্য শুনান আমারে ভগবন্।

(**নিদ্রাভঙ্গ ভাব**।

সূর্য্য। শুনানো হ'ল না কর্ণ।

উত্ত্যক্ত তোমার

নিদ্রা, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে জাগ্রতের
দেশে। শুনানো হ'ল না বৎস, যথাকালে
আপনি শুনিবে। এখন চলিব আমি।
চলিতে চলিতে পুনঃ বলি, স্থিরচিত্তে
শুন মতিমান, সর্ব্বস্ব করিয়া দান,
যদ্যপি রাখিতে পার কবচ কুণ্ডল
রেখো কর্ণ, রেখো কর্ণ, রেখো কর্ণ—
রেখো। (**প্রস্থান**।

কর্ণ। (**উঠিয়া চক্ষু মার্জ্জিত করিতে করিতে**) পদ্মাবতী। পদ্মাবতী!

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। কি প্রভু, কি প্রভু!

কর্ণ। অন্বেষণ—শীঘ্র কর অন্বেষণ!

পদ্মা। কারে?

কর্ণ। এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ!

পদ্মা। কই, কোথায়?

কর্ণ। এই গৃহমধ্যে—গৃহমধ্যে—

পদ্মা। (**চারিদিকে খুঁজিয়া**) কেহই ত নাই। রুদ্ধ সর্ব্বদ্বার—
কে ব্রাহ্মণ? গৃহমধ্যে কেমনে আসিবে?

কর্ণ। খোলো দ্বার—ধরে আন তারে। আছে আছে—
এখনো সে নিশ্চয় নিশ্চয় পুর মাঝে।
যদি না আসিতে চাহে, হাত ধ'রে তীব্র
অনুনয়ে—চরণে ধরিয়া, পদ্মাবতী।

(**পদ্মাবতী প্রস্থান**।

রহস্য রহস্য—সত্য যদি দেখে থাকি,
হে সবিতা, রহস্য শুনায়ে যাও মোরে।

দ্বিজবেশী ইন্দ্রকে লইয়া পদ্মাবতীর প্রবেশ

স্বাগত—স্বাগত! কিবা প্রয়োজনে প্রভু,
পবিত্র করিলে দীন-গৃহে?

ইন্দ্র। ভিক্ষার্থী এসেছি তব গৃহে

অঙ্গরাজ।

কর্ণ। কি প্রার্থনা,

অসঙ্কোচে বলুন আমারে। অন্ন? বস্ত্র?
গোধন? কাঞ্চন? কি তবে? সঙ্কোচ কেন?
গো-শস্য-সম্পদ-পূর্ণ গ্রাম? তাও নয়?
সুবর্ণাভরণ-বিভূষিতা রূপসী ললনা?
তাও নয়? সঙ্কোচ কি হেতু এত দ্বিজ!

ইন্দ্র। ইচ্ছা নয় বলি তব পত্নীর সম্মুখে। (**পদ্মাবতীর প্রস্থান**।
যথার্থ-ই সত্যব্রত যদ্যপি আপনি,
কবচ কুণ্ডল চাহি দান। অন্য নয়—
ওই সহজাত—লগ্ন যাহা তব দেহে।

কর্ণ। অদ্ভুত প্রার্থনা বিপ্র,
প্রার্থনা নিষ্ঠুর।
কবচ কুণ্ডল নহে জীবন আমার।
না না—জীবনও অক্লেশে দিতে

পারি—বুঝি

নাহি পারি কবচ কুণ্ডল দিতে। এসো,
হে বিপ্র, জীবন লহ! প্রার্থনা আমার,
কবচ কুণ্ডল তুমি ক'র না প্রার্থনা।

ইন্দ্র। তবে ফিরে যাই?

কর্ণ। সুবর্ণ? প্রমদা? ধেনু সাম্রাজ্য?

পৃথিবী?

ইন্দ্র। নাহি প্রয়োজন। চাহি কবচ

কুণ্ডল।

কবচ কুণ্ডল মাত্র। দাও, থাকি। আর-
না দিতে সম্মত যদি—চ'লে যাই।

কর্ণ। পদ্মাবতী!

পদ্মাবতী প্রবেশ

শাণিত ছুরিকা। (**ছুরিকা আনিয়া পদ্মাবতী**

কর্ণকে দিল।

দেখিবে ছেদিতে ত্বক?

পদ্মা। তবে কী জীবন চায় ভিখারী নিষ্ঠুর?

কর্ণ। তা হ'তে অধিক দেবি,-কবচ কুণ্ডল

পারিবে কাটিতে? পারিবে দেখিতে?

কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন

ইন্দ্র। ধন্য তুমি দাতৃ-শিরোমণি।

কর্ণ। সন্তুষ্ট বাসব?

ইন্দ্র। বাসব! চিনেছ তুমি মোরে?

কর্ণ। পূর্ব্বেই জেনেছি দেব।

ইন্দ্র। ধন্য ধন্য তুমি মহাত্মন্, তব তুল্য

দাতা, বীর হয়নি, হবে না ত্রিভুবনে।

বুঝিয়াছি—কেমনে, কাহার কাছে

মম আগমন-বার্ত্তা জানিয়াছ তুমি।

অগ্রাহ্য করিয়া তাঁর স্নেহ-উপদেশ—

এই তব দান? হে মহান্,

দেবেন্দ্র তোমারে নতি করে।

অগ্রাহ্য করিয়া তব মহত্ত্ব অপূর্ব্ব—

চলিয়া যাইতে নারি আমি। লহ উপহার,

নহে দান—হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

(অস্ত্রদান)

কর্ণ। কি এ দেবরাজ?

ইন্দ্র। 'একঘ্ন' ইহার নাম। যাহারে হানিবে,

সে যদি অমর হয়, তাহারও

তখনি মৃত্যু। লহ উপহার মহাত্মন্।

আর মোর, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ,

এই তব দেহচ্ছেদে

সৌম্য, সৌন্দর্য্য হানি হবে না তোমার।

সূর্য্য সম দীপ্তি ল'য়ে

লোকচক্ষে হবে তুমি আদিত্য-বিগ্রহ।

(প্রস্থান।

কর্ণ। পদ্মাবতী—পদ্মাবতী!

(পদ্মাবতীর প্রবেশ তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া)

স্নেহস্পর্শে মুছাও রক্তাক্ত কলেবর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চারণীগণ

গীত

কোন্ বেণুতে ব্রজের কানু
জাগিয়েছিলে প্রেমের গান,
কোন্ বেণুতে হাসিয়েছিলে
কোন্ বেণুতে কাঁদিয়েছিলে
কোন্ বেণুতে নাচিয়েছিলে,
ব্রজবধূর কোমল প্রাণ?
ধরতে এসে কোন্ বেণুর কানু
গোকুলের পাগল ফুলের
মাতল রেণু—
দিশাহারা ছুটতো তারা
শ্রীযমুনায় তুলত উজান বান?
এখন তোমার এ কোন্ বেণুর সুর?
হে গোবিন্দ! এ কি ছন্দ,
কাঁপে বিশ্বপুর!
আকাশ পাতাল—সুরে মাতাল—
মত্ত করাল কাল—
হে গোবিন্দ, এ তোমার কোন্
দীপকের তান!

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা-সভামণ্ডপ

(কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতি)

কৃষ্ণ। আমার একান্ত ইচ্ছা, হে
কৌরবপতি,
আবার মিলিত হয় কৌরব পাণ্ডব,
সন্ধি-সখ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে,
উভয় কুলের হয় পরম কল্যাণ—
অযথা না হয় এই বীর-কুলক্ষয়।
প্রার্থনা করিতে তাই
ভ বৎ-সমীপে আসিয়াছি, মহারাজ।

ধৃত। শুন, দুর্য্যোধন, কেশবের
হিতবাক্য।

দুর্য্যো। শুনিয়াছি পিতা, কিন্তু বুঝিতে
অক্ষম,
কেমনে এ মিলন সম্ভব।

কৃষ্ণ। মহারাজ মনীষী প্রধান—
বুঝাইয়া
দিন পুত্রে এ মিলন সহজে সম্ভব।
সমুত্থিত বিষম আপদ কুরুকুলে।
উপেক্ষা করেন যদি,
কুরুকুল নাশ করি' এ ঘোর আপদ
পরিশেষে পৃথিবী করিবে নাশ।
আপনি করুন শান্ত নিজ পুত্রগণে,
আমি করি যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত পাণ্ডবে।

ধৃত। শুনিতেছ দুর্য্যোধন?

দুর্য্যো। শুনিতেছি—শুনিতেছি,
আমার দুর্ভাগ্যবশে পিতা,
আরো কত কাল একথা শুনিতে হবে।

কৃষ্ণ। একদিকে বড় শুভদিন,
অন্যদিকে বড়ই দুর্দ্দিন।
হে মনীষী, কুরু ও পাণ্ডব,
ধর্ম্মার্থে রাখিয়া দৃষ্টি , যদ্যপি আবার
সম্মিলিত হয় পরস্পরে,
কুরু-পাণ্ডবের পতি—ধৃতরাষ্ট্র
হইবেন রাজ রাজেশ্বর—
সর্ব্ব নৃপতির সেব্য অজেয় সম্রাট।

শকুনি। (জনান্তিকে) এখনি আছেন
তিনি।

দুঃশা। (জনান্তিকে) সে জন্য মাতুল,
হবেনাকো নির্ভর করিতে তাঁরে,
পাণ্ডবের কৃপার উপরে।

ধৃত। ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলন,
আমারো একান্ত ইচ্ছা, আমি চাই শান্তি—
শান্তি চিরস্থায়ী ! অনর্থক বিষম বিগ্রহে
কৌরব পাণ্ডব কুল না হয় নির্ম্মূল!

কৃষ্ণ। একাদশ-অক্ষৌহিণী বল
হইবে নিষ্ফল, কোনো চেষ্টা, কোনো যত্নে
পরাজিত হবে না পাণ্ডব।
শান্তি—শান্তি। আদেশ করুন মহারাজ,
আপনার পুত্রগণে সন্ধির স্থাপনে!

ধৃত। কি উপায়ে হয় সন্ধি বল
বাসুদেব?

কৃষ্ণ। ন্যায্য প্রাপ্য অৰ্দ্ধরাজ্য
ধর্ম্মরাজে সমর্পণ—সন্ধির উপায়।
অন্য কিছু বলিতে পারি না মহারাজ।
নিস্তব্ধ কি হেতু মহাত্মন্?
আদেশ করুন পুত্রে আমার সম্মুখে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর উপস্থিত
আছেন সভায়। আদেশ করুন পুত্রে
এই চারি মহাত্মা সম্মুখে।
কৌরবের পাণ্ডবের কল্যাণ বাঞ্ছায়
করিতেছি আবেদন। প্রমত্ত পুত্রের
মমতায় যে সব অকার্য্য পূর্ব্বে
ক'রেছেন রাজা, প্রতিকারে এসেছে সময়।
আমন্ত্রণ করি' ধর্ম্মরাজে, ফিরাইয়া
দিন তাঁরে অৰ্দ্ধরাজ্য, সঙ্গে তাঁর
ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী। অথবা যেরূপ অভিরুচি—
সন্ধি, যুদ্ধ—উভয়েই সম্মত পাণ্ডব।

ধৃত। সন্ধি—সন্ধি—একমাত্র
অভিরুচি সন্ধি।

হিতকামী কেশবের আবেদন
নিস্ফল ক'রনা দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। অসম্ভব পিতা। সন্ধি-কথা মুখে,
অন্তরে বিগ্রহ-ইচ্ছা ল'য়ে
এসেছেন বাসুদেব আপনার কাছে।

ধৃত। না, না, একথা বলিতে নাই দুর্য্যোধন
বাসুদেব সর্ব্বদা আমার হিতকামী।

দুর্য্যো। আমি নাহি প্রমত্ত কেশব,
আমি চিরস্থির—প্রারম্ভে ব'লেছি যাহা,
এখনো তা বক্তব্য আমার। বাসুদেব,
প্রমত্ত যদ্যপি কেহ থাকে—
সে তোমার ঐ ধর্ম্মরাজ।

কৃষ্ণ। উত্তেজিত হইয়ো না ভ্রাতঃ!

দুর্য্যো। দ্যূতরণে পরাজিত,
সর্ব্বস্ব হারায়ে তার, আজি সে নির্লজ্জ,
হৃতরাজ্য ভিক্ষা চায় কৌরবের কাছে।
ভিক্ষাই যদ্যপি চায়, আসুক আপনি,
দন্তে তৃণ করি', অঞ্জলি করিয়া বদ্ধ
মহাত্মা পিতার কাছে করুক প্রার্থনা।

ভীষ্ম। কুলঘ্ন, দুর্ব্বুদ্ধি, কাপুরুষ, কেশবের
ধর্ম্ম-সুসঙ্গত উপদেশ এখনও কর
প্রণিধান! কুমন্ত্রীর পরামর্শে
উত্তেজিত হ'য়ে ক'র না কৌরব কুল ক্ষয়।

দুর্য্যো। বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

দ্রোণ। হে রাজন, কৃষ্ণের ক'র না অপমান,
হিতাকাঙক্ষী গাঙ্গেয়ের শুভ উপদেশ
অগ্রাহ্য ক'র না মোহবশে।
বাসুদেব, ধনঞ্জয়ে দিয়ো না দিয়ো না
অবসর কবচ করিতে পরিধান।
দিয়ো না দিয়ো না নৃপ, প্রশান্ত অর্জ্জুনে
গাণ্ডীবে করিতে জ্যারোপণ।
ব্রহ্মর্ষি ভার্গব, ভীষ্ম, আমি—
পূর্ব্বে যে তোমার কাছে
করিয়াছি সে বীরের তেজের বর্ণনা,
তাহ'তে অনেক গুণে তেজস্বী অর্জ্জুন।
একবার যদি ক্রুদ্ধ হয়, দুর্য্যোধন,
তোমার সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা,
মুহূর্ত্তে বিলয় পাবে। কূট-পরামর্শ- দাতা,
সর্ব্বনাশকারী তব দুর্ব্বৃত্ত বান্ধব—
দুঃশাসন, রাধেয়, সৌবল—
একটিও রবে না জীবিত।

দুর্য্যো। ভীত হ'ন পিতামহ, ভীত
হ'ন আপনি আচার্য্য, আমি ভীত নহি।
ন্যায় যুদ্ধে যদ্যপি জীবন যায়,
লভিব ব্রাহ্মণ, স্বর্গ হ'তে সুখপ্রদ,
ক্ষত্রিয়ের নিত্য প্রার্থনীয় বীর-শয্যা।

কৃষ্ণ। তাহাই হইবে লাভ ভ্রাতঃ!

দুর্য্যো। তথাপি দিব না রাজ্য, পিতা-মোর
জীবিত থাকিতে একজন রহিবে ভিখারী—
হয় যুধিষ্ঠির, নয় আমি।
এ ভারতে সব শক্তিধর
দুই রাজা পারে নার থাকিতে।
উগ্রকর্ম্মে, ভীষণ বচনে ভীত হ'য়ে
হে আচার্য্য, পিতামহ, রাজা দুর্য্যোধন
বাসবেরো সন্নিধানে শির না করিবে নত।
ন্যায্য রাজ্য? ন্যায্য রাজ্য কার হে কেশব?
ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ ব'লে কর অভিমান
তুমি নিজে বল কৃষ্ণ ন্যায্য রাজ্য কার?
পিতা মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরব প্রধান,

পাণ্ডু ছিল অনুজ তাঁহার।. এই সব
হিতৈষী মিলিয়া আমারে বালক হেরি',
মহাত্মা পিতারে মোর বুঝিয়া দুর্ব্বল,
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য
আমার পৈতৃক ধন হ'তে
নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে ক'রেছে বঞ্চিত।
সেই রাজ্য বিধির কৃপায়
আবার এসেছে ফিরে আয়ত্তে আমার।
যাও ফিরে বাসুদেব, বল যুধিষ্ঠিরে,
হয় সে মরিবে, নয় আমি। বিনাযুদ্ধে—
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি—এক কথা—
দিব নাকো তারে ফিরাইয়া!

বিদুর। উন্মত্তের মত কথা ব'লনা ব'লনা,
দুর্য্যোধন সর্ব্বদ্রষ্টা কেশব সম্মুখে।
উত্যক্ত করিয়া আবাহনে—
অনিচ্ছুক মৃত্যুরে আনিয়া
দিয়ো না কৌরব-কুল তাহার কবলে।
তুমি মর দুঃখ নাই, মরে দুঃশাসন
দুঃখ নাই। মরিবে শোকার্ত্ত তব পিতা,
জ্বলিবে বংশের শোকে জননী-গান্ধারী।
কেশবের সঙ্গে যাও আছেন যথায়
মহাত্মা পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ, সাদরে লইয়া
এসো তাঁরে হস্তিনায়। চারি ভ্রাতা
মনস্বিনী দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে
আসুন তাঁহার। একশত পঞ্চ ভ্রাতৃ-
মিলন দেখিয়া ধন্য হ'ক ধরাবাসী।
জগতে পরম শান্তি হ'ক প্রতিষ্ঠিত।

ধৃত। এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,
কেশব সত্যই হিতকামী! ইচ্ছা মোর,
তুমিও তা বুঝ দুর্য্যোধন। খুল্লতাত
ধর্ম্মশ্রয়ী মহাত্মা বিদুর, যে আদেশ
করিল তোমারে, তাই কর! কেশবের,
সঙ্গে যাও যথা আছে রাজা যুধিষ্ঠির,
মঙ্গল সংবাদ ল'য়ে পঞ্চ ভ্রাতা সাথে
ফিরে এসো হস্তিনায়।
বাসুদেবে করিয়া সহায়,
অতিক্রম না করিয়ো প্রিয়তম।
কেশবের সন্ধির প্রার্থনা সুস্থ মনে
করহ পূরণ—করিয়ো না প্রত্যাখ্যান।
করিলে হইবে পরাজিত।

দুর্য্যো। নিশ্চিন্ত থাকুন পিতা,
কোন কালে কৌরব না হবে পরাজিত!
কখনো করি না গর্ব্ব পাণ্ডবের মত,
তথাপি সভাস্থলে সবারে শুনায়ে
গর্ব্বভরে বলিতেছি আজি, যদ্যপি অপর
কেহ না হয় সহায়, কর্ণ, আমি, দুঃশাসন,
পৃষ্ঠদেশে মাতুল শকুনি—এই চারিজন-
দেবেন্দ্র বিরোধী হয় যদি,
পিতা, তাহারেও পরাস্ত করিব যুদ্ধে।

দুঃশা। বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ আপনি,
কাকভূষণ্ডীর মত এই সব
সর্ব্বজ্ঞ বৃদ্ধের সঙ্গে কেন তবে বৃথা
তর্ক মহারাজ? এখনো কি বুঝিতে অক্ষম
কি উদ্দেশ্যে কেশবের হেথা আগমন?
পাণ্ডবের সঙ্গে সন্ধি
না করেন যদ্যপি স্বেচ্ছায়, এই সব
অন্নভোক্তা আপনার, আপনাকে
কেশব সাহায্যে বন্দী করি,
যুধিষ্ঠির সন্নিকটে করিবে প্রেরণ।
বুঝিয়া সতর্ক হ'ন রাজা।

শকুনি। শুধুই কি দুর্য্যোধন?—
সেই সঙ্গে তুমি যাবে, কর্ণ যাবে—
আর যাবে হস্তপদে দৃঢ় বদ্ধ হয়ে
এইসব মহাত্মার চির চক্ষুশূল—
তোমাদের মাতুল শকুনি।

দুর্য্যো। সত্য বলিয়াছ ভাই, এতক্ষণে
বুঝিয়াছি আমি—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র।

(ক্রোধভরে প্রস্থান—দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির অনুসরণ)

ভীষ্ম। আয়ুশেষ হ'য়েছে তোমার।

ধৃত। কি হ'ল, কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত?

ভীষ্ম। আরো শুন, মোহগ্রস্ত যে সব ভূপতি
এ অধর্ম্ম যুদ্ধে তব হইবে সহায়,
তাদের হ'য়েছে আয়ুশেষ।

ধৃত। কি হ'ল কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত?

দ্রোণ। গুরুজনে অতিক্রম করি',
সভাস্থল করি' পরিত্যাগ
পুত্র তব চলে গেল মহারাজ!

ধৃত। দুর্ব্বৃত্ত অবাধ্য পুত্র,
শুনে না আমার বাক্য, শুনে না কেশব।

কৃষ্ণ। অবশ্য শুনিবে—মহারাজ।
দুর্ব্বৃত্ত জানেন যদি,
অবাধ্য যদ্যপি তব বোধ,
অশক্ত আপনি যদি তাহার শাসনে,
আছেন এখানে বহু হিতৈষী বান্ধব—
মহামতি পিতামহ, মহাত্মা আচার্য্য
দ্রোণ, কৃপ—প্রত্যেকে অতুল শক্তিধর।
সে সকলে অনুজ্ঞা করুন মহারাজ,
তাঁহারা করুন বাধ্য
আপনার মদমত্ত দুর্ব্বৃত্ত সন্তানে।
হে মহাত্মাগণ, এখন কর্ত্তব্য যাহা,
নিবেদন করি সকলের কাছে—
সসম্ভ্রমে, বারবার করিয়া প্রণাম,
ওই দুরাচারে না করি' শাসন,
হ'তেছেন প্রত্যেকেই দুষ্কর্ম্মে তাহার
অল্প ও বিস্তর অংশভাগী।
তাই নিবেদন—যা বলিল দুঃশাসন—
বাঁধি ওই চারি দুরাত্মারে,
পঞ্চপাণ্ডবের কাছে করুন প্রেরণ।

ভীষ্ম। কর্ত্তব্য তাহাই বাসুদেব,
হায় আমরা সকলে—
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি'
হইয়াছি ওই অন্ধ রাজার অধীন।

দ্রোণ। আদেশ করুন মহারাজ—
এখনি কেশব, ওই দুর্ব্বৃত্তে বাঁধিয়া
নিক্ষেপ করিয়া আসি—
মহারাজ যুধিষ্ঠির পদতলে।

কৃষ্ণ। অনুজ্ঞা করুন মহারাজ। এই শুভযোগ
রাজ্যরক্ষা, লোকরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা। এই
শুভযোগ—আদেশ, আদেশ, মহামতি!
দ্রোণাচার্য্যে আদেশ করুন মহারাজ!

ধৃত। বিদুর—বিদুর—ভাই, সত্বর-সত্বর
যাও অন্তঃপুরে, লয়ে এস গান্ধারীরে।
সমবাক্য তাঁর—বিশ্বাস আমার
দুরাত্মার মতি ফিরাইবে।

(বিদুরের প্রস্থান।

কৃপাচার্য্যের প্রবেশ

কৃপা। কেশব—কেশব!

কৃষ্ণ। কি আচার্য্য?

কৃপা। দুরাত্মারা আসিতেছে বাঁধিতে তোমারে!

কৃষ্ণ। আমারে আচার্য্য?

কৃপা। তোমারে কেশব। সঙ্গোপনে দুই ভাই-
পরামর্শদাতা ও দুরাত্মা শকুনি,
দুষ্ট-বুদ্ধি কর্ণের সম্মতি—
রক্ষা কর—আত্মরক্ষা কর বাসুদেব।

কৃষ্ণ। ভয় নাই হে ব্রাহ্মণ-
ধর্ম্মতঃ দূতের কার্য্য করিতে এসেছি,
নিশ্চিন্ত দাঁড়াও প্রভু। পারিবে না কেহ
পারিবে না নিগৃহীত করিতে আমারে!

ভীষ্ম। দুরাত্মারা সকলি করিতে

পারে-সকল অকার্য্য হে কেশব!

ধৃত। না—না—তা' কি হতে পারে।
এত কি সে মতিহীন হবে জ্যেষ্ঠতাত?

কৃষ্ণ। অবস্থানে যদি ইচ্ছা হয়,
অপেক্ষা করুন পিতামহ,
অথবা প্রণাম মোর করুন গ্রহণ।

ভীষ্ম। জানি আমি তোমার স্মরণে
ঘুচে যায় জীবের বন্ধন,
তথাপি—তথাপি তোমার বন্ধন-কথা।
শুনিতে অশক্ত বাসুদেব।

দ্রোণ। আমিও অশক্ত কৃষ্ণ!

(ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রস্থান।

কৃষ্ণ। শুনিলেন মহারাজ আপনার পুত্র
বাঁধিতে আসিছে মোরে! আপনি করুন
অনুমতি-দেখুন বসিয়া, কে কাহারে
আক্রমণ করে। একাকী আমাকে তারা
অথবা আমিই সে সবারে।
আমার সামর্থ্য আছে,
সে সামর্থ্যে একা আমি, নিগৃহীতে পারি
আপনার সমস্ত কৌরবে,
কিন্তু আমি—কম্পিত হয়ো না
মহারাজ, হেন অধর্ম্মের কার্য্য করিব না কভু।
জানি আমি, আমার নিগ্রহে—
হইবেন কৃতকার্য্য রাজা যুধিষ্ঠির।

কৃপা। কেশব—কেশব!

ধৃত। দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন!

প্রহরী আদি লইয়া দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ

দুর্য্যো। বাঁধ, বাঁধ, বাঁধ শঠে—

দুঃশা। বন্ধন—বন্ধন!

শকুনি। (**কিঞ্চিৎ করুণভাবে**)ধীরে-অতি ধীরে—
ওরে, নবনীত হ'তে
অতি যে কোমল অঙ্গ তার!

দুর্য্যো। বাঁধ—বাঁধ। বিলম্ব ক'র না।

দুঃশা। বাঁধ—বাঁধ।

ভীষ্মাদির প্রবেশ

ভীষ্ম। ক্ষান্তি দে—ক্ষান্তি দে—
ওরে ও দুরাত্মা দুর্য্যোধন!

ধৃত। ওরে বৎস দুর্য্যোধন, এনোনা ও কথা
আর মুখে—কৃষ্ণ আজি দূত।

বিদুরসহ গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। ক'র না ক'র না বৎস, ক'র না ক'র না
এই নৃশংসের কাজ!
জগতের হিতকামী যিনি,
তাঁর প্রতি এরূপ উন্মত্ত আচরণে
ক'র না জগত স্তব্ধ।

দুর্য্যো। শুনিব না কারও কথা
শঠশ্রেষ্ঠে করিব বন্ধন।

গান্ধারী। পারিবি না, পারিবি না—
ওরে ও নির্লজ্জ, মতিহীন,
অহঙ্কার-পরবশ, মর্য্যাদা ঘাতক!
পারিবি না-কেশবে বাঁধিতে পারিবি না।

কৃষ্ণ। একাকী দেখেছ মোরে, তাই বুঝি
বাঁধিতে আমারে অত্যন্ত সাহস ভরে
ছুটিয়া এসেছ দুর্য্যোধন,
কি ভ্রান্তি তোমার!
আমি একা, চিরস্থিতি,আপনারে ঘেরে,
আমি বহু—মুক্তিরূপ—জগতের বন্ধন
ভিতরে। আমি অণু—
বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ—ব'সে আছি বন্ধন সীমায়।
যেখানে রয়েছি আমি, রয়েছি সেখানে
রবি, রুদ্র, বসু, ঋষিগণ,

র'য়েছে সেখানে ব্রহ্মা, রয়েছে সেখানে—
এই দেখ—এই দেখ—দৃষ্টি থাকে,
দেখ দুর্য্যোধন, দেখে কর আমারে বন্ধন।
(কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিলেন—দৃশ্যের পরিবর্ত্তন)
ধৃতরাষ্ট্র! হোক অগোচরে ক্ষণেকের
তরে মুক্ত হ'ক নয়ন তোমার।
এই মম বিশ্বরূপ করহ দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন

পটাবরণে দেবগীতি

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে—ইত্যাদি

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

গান্ধারী ও দুর্য্যোধন

গান্ধারী। এখনো সময় আছে, সন্তপ্ত মাতার
অনুরোধ—বাসুদেব-বাক্য রক্ষা কর
দুর্য্যোধন। এখনো আছেন তিনি
হস্তিনা নগরে, দেবর বিদুর গৃহে।

দুর্য্যো। কিবা প্রয়োজন?

গান্ধারী। না থাকে তোমার, পতিকুল- নাশ- ভীতা
আমার হয়েছে প্রয়োজন। বল বৎস
একবার, আমি নিজে ফিরাইয়া
আনি তাঁরে। সঙ্গোপনে তোমারে লইয়া
সন্ধির প্রস্তাব করি। নিরুত্তর কেন
বৎস? কথার উত্তর দিয়া
নিশ্চিন্ত করহ মোরে! নিশ্চিন্ত করহ তব
আতঙ্ক-ব্যাকুল অন্ধ নিরীহ পিতারে।
বাক্যহীন, স্পন্দহীন—
প্রাণহীন দেহ যেন ল'য়ে
র'য়েছেন কল্য হ'তে তিনি শয্যাগত।

দুর্য্যো। আশীর্ব্বাদ ক'রে মোরে ফিরে যাও মাতঃ,
কর গিয়া আশ্বস্ত তাঁহারে।
সান্ত্বনার কণ্ঠে তাঁরে দাও শুনাইয়া,
পুত্র তব জয়-লক্ষ্মী করিয়া বহন
শীঘ্র ফিরি' আপনারে দিবে উপহার।

গান্ধারী। মন যাহা বলিতে না চাহে, হেন কথা,—
কেমনে কহিব দুর্য্যোধন!
অন্ধ সে নৃপতি-পুত্রস্নেহে আত্মহারা,
শোকবাক্যে ভুলাইব কি হেতু তাঁহারে?

দুর্য্যো। স্তোকবাক্য?

গান্ধারী। পুত্র-মমতায় হে সন্তান,
ধর্ম্মার্থ পারি না আমি দিতে বিসর্জ্জন-
অবিশ্বাস্য কথা শুনাইয়া।
হর্ষ-বিষাদের তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে
করিতে পারি না স্বামী-হত্যা।
কাম ও ক্রোধের বশে ত্রয়োদশ
সুদীর্ঘ বৎসর ক'রেছ যা পাণ্ডবগণের
অপকার, তোমাদের গর্ব্বে ধরি'
আমিও হ'য়েছি বৎস, সে পাপের ভাগী।
আমার কল্যাণ, তব পিতার কল্যাণ
কুরুরাজ্য,কুরুবংশ-সবার কল্যাণে
অনুরোধ করে তব মাতা,
ধর্ম্মরাজে রাজ্য দিয়া সুখী কর তারে।
সুখী কর মাতারে পিতারে।

দুর্য্যো। আবার সে পুরাতন কথা! মা, মা!
নির্জ্জনে বসিয়া করিতেছি আমি
পাণ্ডবের বধের উপায়।
এ সময়ে অর্থহীন উপদেশে
বাধা দিতে এসো না আমারে।
যদি আশীর্ব্বাদে ইচ্ছা থাকে, কর।
নহে মাতা, গৃহে ফিরি' লওগে বিশ্রাম।
সমরে হইয়া জয়ী, যেদিন ফিরিব
মাতা— প্রণমিতে চরণে তোমার,

সেইদিন অর্থহীন যত বাক্য, আছে
অভিধানে, একান্তে বসিয়া—
নিঃশেষে ঢালিও তুমি সন্তানের কানে!
গান্ধারী। কেমনে হইবে তুমি জয়ী?
দুর্য্যো। যেই দিন জয়-লক্ষ্মী মাথায় বহিয়া
বসাইব সম্মুখে তোমার,
সেইদিন জিজ্ঞাসিয়ো মাতা।
গান্ধারী। মনেও এনো না বৎস,
ভীষ্ম দ্রোণ সহায় পাইয়া
সমরে করিবে তুমি পাণ্ডবে সংহার।
দুর্য্যো। একি অভিশাপ নাকি মাতা?
গান্ধারী। সত্য কথা, নহে অভিশাপ। সভাস্থলে
দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া আমার,—
শুধুই আমার কেন, তোমার পিতার-
তাঁহারেও করি' চক্ষুষ্মান্
গিয়াছেন শ্রীমধুসূদন।
দুর্য্যো। ওহো সেই ভীষণ কুহক!
চক্ষুষ্মতী করেনি তোমারে কৃষ্ণ মাতা।
পিতারে দেখিয়া অন্ধ, মায়াজাল
করিয়া বিস্তারে তোমাদেরও অন্ধ ক'রে
চ'লে গেছে শঠ-শিরোমণি।
আমিও মা মায়াবলে
ভ্রমণ করিতে পারি রসাতলে। যেতে পারি
ইন্দ্রপুরী অমরায়, ইচ্ছা যদি করি।
কুহকী কৃষ্ণের মত, আমারো শরীরে
অসংখ্য বিচিত্র রূপ করাতে পারি মা
প্রদর্শন। ইন্দ্রজাল, মায়া ও কুহক—
নারী তুমি—তোমাকে দেখাতে পাবে ভয়,
গৃহীতাস্ত্র বীর আমি,
সে কুহকে লেশমাত্র ভীত নহি মাতঃ!
যাও মাতা স্বভবনে। শ্রীচরণে অনুরোধ—
জীবন থাকিতে যা পারিব না আমি,
সে কার্য্যে হইতে মোরে
আর তুমি আসিও না নিরস্ত করিতে।
আগেই ক'রেছি আমি সমর ঘোষণা।
এক পণ—হয় পঞ্চপাণ্ডব সংহার,
নয়,তব শত সন্তানের
বীরাশাস্য রণাঙ্গন-ধূলিতে শয়ন।
গান্ধারী। তবে আর কি বলিব! তবে
ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধ কর দুর্য্যোধন।
(নেপথ্যে কলরব।
দুর্য্যো। অবশ্য করিব মাতা।
হীন নহে সন্তান তোমার।
(গান্ধারীর প্রস্থান।
ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রবেশ
দুর্য্যো। পিতামহ, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা
আপনার সৈনাপত্য করিয়া শ্রবণ
সিংহনাদে করিতেছে উল্লাস প্রকাশ!
সগব্ব চরণ ক্ষেপে চ'লেছে তাহারা
স-তরঙ্গ বিশাল নদীর মত,
কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী-তীরে।
কেন গর্ব্ব? বুঝিয়াছি তারা—
গাঙ্গেয় নায়ক যাহাদের,
নর ত দূরের কথা—কিবা দেব, কিবা
দৈত্য, অথবা উভয় হ'তে এ জগতে
আরও কেহ যদি থাকে শক্তিমান, কোন—
মতে পারিবে না তাদের করিতে পরাজয়।
আগে হ'তে জয়-স্বপ্ন সমস্ত রথীর
গতিশব্দে হতেছে মুখর।
তথাপি তথাপি—পিতামহ — কৌতূহল
— শুধু কৌতূহল প্রশ্নের আমার
অপরাধ যদ্যপি না করেন গ্রহণ—
ভীষ্ম। বল বল-ভেবেছ কি মহারাজ,
কার্পণ্য করিব যুদ্ধে?
দুর্য্যো। পাণ্ডব অত্যন্ত প্রিয়

আপনার—

ভীষ্ম। প্রিয় কেন মহারাজ, প্রিয়তর হ'তে
প্রিয়তম! পাণ্ডব -প্রিয়তা মোর মোহ
নহে—ধর্ম্ম। তথাপি আশ্বস্ত হও রাজা।

কর্ণের প্রবেশ

এস, এস হে রাধেয়—
রণক্ষেত্রে গমনের আগে
হ'য়েছিল তোমারে দেখিতে অভিলাষ,
এসেছ সুযোগ্য কালে, দুর্য্যোধনে বলি-
তুমিও শুনিয়া যাও, শুন দুর্য্যোধন-
হ'ক প্রিয় , প্রিয় হতে প্রিয়,
অসীম প্রিয়তা-সেব্য সে পঞ্চপাণ্ডব,
যখন প্রতিজ্ঞা করি' লইয়াছি
তোমার সৈন্যের ভার,
কার্পণ্য করিয়া যুদ্ধ করিব না আমি।

দুর্য্যো। নাশিবেন পাণ্ডবে?

ভীষ্ম। সমর্থ হই যদি।

দ্রোণ। সত্যব্রত গাঙ্গেয়ের উপযোগী কথা।

শকুনি। (**দুঃশাসনকে ইঙ্গিত**) আরে মূর্খ, এ সমস্ত বৃথা কথা!
সেই-সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বল।

(**দুঃশাসন দুর্য্যোধনকে ইঙ্গিত করিল।**

দুর্য্যো। পিতামহ! কৌতূহল—

ভীষ্ম। আবার কিসের কৌতূহল—

দুর্য্যো। অন্য নহে পিতামহ—

ভীষ্ম। বার বার কথার সঙ্কোচে
আমার অবাধ গতি
নিরুদ্ধ ক'র না দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। ইচ্ছামৃত্যু আপনি মহান্—

ভীষ্ম। মৃত্যু-ইচ্ছা এখনো জাগেনি রাজা,
তবে, জীবন হ'য়েছে সুদুর্ভর।

দুর্য্যো। পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহিণী
কতদিনে নাশিতে পারেন পিতামহ?

ভীষ্ম। যোগ্য প্রশ্ন মহারাজ—এ প্রশ্ন করিতে
সঙ্কোচের কিছু নাহি ছিল প্রয়োজন।
অগ্রেই ব'লেছি—বলি পুনর্ব্বার,
যুদ্ধে না করিব কৃপণতা।
যদি নাহি মরি, এক মাসে
সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য করিব বিনাশ।

শকুনি। (**জনান্তিকে**) ওই গণ্ডগোল দুঃশাসন-
আশার ভিতরে একটা বিষম ছিদ্র
'যদি নাহি মরি।'

দুঃশা। ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ,
মরণে যদ্যপি ইচ্ছা নাহি আপনার
কে বধিবে পারে আপনারে?

ভীষ্ম। রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীরে যদ্যপি দেখিতে
পাই, অস্ত্রত্যাগ করিব তখনি।
জীবন থাকিতে মহারাজ,
আর স্পর্শ করিব না তাহা।

(**দুর্য্যোধনাদির হাস্য।**

দুর্য্যো। সেই নারীমূর্ত্তি বীর?

শকুনি। শিখণ্ডী? দ্রুপদ-পুত্র?
(হাস্য) বৎস দুর্য্যোধন!
সেই অকল্যাণ-দৃষ্টি নারীমুখ রথীটার
বিনাশের ভার আমার উপরে দাও।

দুঃশা। আপনার সম্মুখে সে কোনকালে
উপস্থিত হইতে নারিবে পিতামহ।

ভীষ্ম। যদি পার সুবল-নন্দন,
যদি পার দুঃশাসন,রোধিতে তাহারে-
এক মাস মাত্র কালে
ভূমিশায়ী হবে ওই সপ্ত অক্ষৌহিণী।

দুর্য্যো। আচার্য্য?

দ্রোণ। আমারও ওই এক মাস রাজা!
পঞ্চাশীতি বরষ বয়স—অতি বৃদ্ধ,-
তথাপি, তথাপি শুন রাজা,
জন্মে নাই হেন যোদ্ধা আজিও ভুবনে,
ন্যায় যুদ্ধে এই বৃদ্ধে বিনাশিতে পারে।

দুর্য্যো। পরম সন্তোষ মহাত্মন,
এ অপূর্ব্ব কথা-দৈববাণী মত
বিশ্বচয়ে করিছে আমারে উত্তেজিত

দুঃশা। তুচ্ছ সে পাণ্ডব!

দুর্য্যো। তুচ্ছতম তাহাদের সহযোগী নৃপ!
সমস্ত বিচারে, মম অনুমান রাজা,
আমি পারি দুই মাসে।

অশ্ব। দশদিনে আমি পারি রাজা।

কর্ণ। আমি কি বলিব মহারাজ?

দুর্য্যো। বল সখা, এখনো নিশ্চিন্ত নহি আমি।

কর্ণ। আমি পারি পাঁচ দিনে। পঞ্চম দিবস-শেষে
একটিও প্রাণী জীবনের চিহ্ন ল'য়ে
অবস্থিত না রহিবে পাণ্ডব শিবিরে।

ভীষ্ম। আত্মশ্লাঘাকারী হীন-সূতের নন্দন,
এখনও দেখ নাই এক রথে
কেশব-অর্জ্জুনে। সহজ দয়ালু- রাধাসুত!
দেখিতেছি হারায়েছ কবচ-কুণ্ডল,
যে তাহা লইয়া গেছে, দেখিতেছি
সে তোমারি দেয়া অস্ত্রে তোমারি ভবনে
তোমারে বধিয়া গেছে।
আর তুমি নহ অতিরথ, নহ রথী,
নহ অর্দ্ধরথী—তাই জেনো হে রাধেয়,
আর, রথীপদবাচ্য নহ তুমি।
শুন দুর্য্যোধন, কব-কুণ্ডলহারা
এই তব হতভাগ্য সখা,
কুসুম কোমল দেহ ল'য়ে,
রণস্থলে হীন সৈনিকের হীন
অস্ত্রমুখে দাঁড়াতে সমর্থ নহে আর।
কল্য ছিল যে অমর সম
আজি সে সহজ বধ্য।

কর্ণ। সত্য বটে পিতামহ,
সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী-ছিলাম অবধ্য
আমি মানবের। শুধুই মানব কেন।
মানব, দানব, দেবতার-
বিশ্বস্রস্টা বিধি নহে গণ্যের বাহিরে।
কিন্তু আজ অমূল্য সে দু'টি বিনিময়ে
লভেছি সংহার-শক্তি। ইচ্ছামৃত্যু
শান্তনুনন্দন, আপনারো প্রাণ যদি
ল'তে ইচ্ছা করি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু-
সেই দণ্ডে আচ্ছন্ন করিবে আপনারে।
এক রথে কেশব-অর্জ্জুন?
বিঁধিতে যদ্যপি চাই কেশব শরীর,
যদি বিঁধি কেশব-নির্ভর ধনঞ্জয়ে
আর চারি দিনে চারি ভ্রাতা।
পঞ্চম দিবস-শেষে তোমার কেশব
পঞ্চ পাণ্ডবের শোকে
অজস্র অশ্রুর ধারে রচিয়া তটিনী-
ভেসে ভেসে ফিরে যাবে দ্বারকায়।

ভীষ্ম। কি করিব বল দুর্য্যোধন।
যদি এই হীনসূত প্রলাপে বিশ্বাসে
দিতে ইচ্ছা হয় তারে সৈনাপত্য ভার,
বল, অস্ত্র করি পরিত্যাগ।

কর্ণ। এত হীন নহি পিতামহ, আপনারে
করি অতিক্রম, আমি হব সেনাপতি
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা যাহা, এখনো সে কথা মোর—
জীবিত রবেন যতদিন গঙ্গাসুত,

রণক্ষেত্রে অস্ত্রে হাত দিব নাকো আমি।

ভীষ্ম। অনুজ্ঞা করহ রাজা,
কুরুক্ষেত্রে চলি।

দুর্য্যো। আজ্ঞা আপনার পিতামহ। আজ্ঞাবহ
দাস আমি। আপনি যুদ্ধের নেতা—
আমরা সকলে অনুচর। **(ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রস্থান।**

দুর্য্যো। শিখণ্ডী বধের ভাব লইলে মাতুল?

শকুনি। নারীবধ 'ভার' বলা
বিরাট হাস্যের কথা রাজা।
(দুঃশাসন-সহ প্রস্থান।

কর্ণ। পিতামহ প্রতি ক্রোধে অস্ত্রত্যাগ করি
তোমার বিষম ক্ষতি করিয়াছি সখা।

দুর্য্যো। কেন—কেন—কেন সখা?
মাতুল কি শিখণ্ডীরে রোধিতে নারিবে?

কর্ণ। সংশয়—সংশয়—হবে অসম্ভব যদি
ধনঞ্জয় বাসুদেব রক্ষা করে তারে।
কিন্তু আমি? হায়,পাণ্ডব-বিজয়ে রাজা
অস্ত্র ধরা আমার না হ'ত প্রয়োজন।

দুর্য্যো। বুঝিতে যে অক্ষম রাধেয়- বল বল-
কেন সখা, একথা বলিলে তুমি?
মাতুল কি পারিবে না? দুঃশাসন? আমি?
জয়দ্রথ? অশ্বত্থামা? কৃপাচার্য্য?দ্রোণ?
কেহ পারিবে না?

কর্ণ। 'হীন হীন' ব'লে নিত্য
ক'রেছিল বৃদ্ধ মোর মস্তিষ্ক চঞ্চল!
কি এক অশুভক্ষণে আত্মা হারাইয়া
করিনু প্রতিজ্ঞা—অস্ত্রত্যাগ রণস্থলে।
তার ফলে-দেবের অবধ্য,মহাপ্রাজ্ঞ,
মহাধনুর্দ্ধর মহাসত্ত্ব নরশ্রেষ্ঠ
ক্ষুদ্র বালকের বাণে হইবে নিহত!

দুর্য্যো। কহ পারিবে না, আগম রোধিতে তার?

কর্ণ। মনে লয় মহারাজ, আমি ভিন্ন আর
কোনও ধনুর্দ্ধর পারিবে না।

দুর্য্যো। কোন কালে-সংশয় করিনি সখা
তোমার বিক্রমে। তোমার অস্তিত্ব- গর্ব্বে
গর্ব্বান্বিত আমি। আজ একবার—
অনুরোধ—দাও বুঝাইয়া।

(কর্ণ একঘাতিনী শক্তি বাহির করিল।

দুর্য্যো। অসংখ্য বিদ্যুৎধারামুখী!
ও-কি অদ্ভুত, অঙ্গরাজ?

কর্ণ। কবচ-কুণ্ডল-বিনিময়ে লভিয়াছি
এক বিঘাতিনী শক্তি—দিয়াছে বাসব
উপদ্রুতাপৃথিবী রক্ষায়—দানব সংহার
কালে—একবার হয় প্রয়োজন।
সমস্ত আকশ-ভরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
হ'য়ে চূর্ণ, হ'ত যদি সখা,
শিখণ্ডীর দেহ আবরণ,—
শক্তির আঘাত তারা রোধিতে নারিত।

দুর্য্যো। তুলে রাখ, তুলে রাখ সখা'

কর্ণ। তুলে রাখি?

দুর্য্যো। রাখ—রাখ, করযোড়ে অনুরোধ-
হে আমার আত্ম হ'তে প্রিয়—
তুলে রাখ, যতদিন ভিক্ষা নাহি করি।
কেশবের দেহভেদ করি,
একদিনে পাণ্ডব-সংহার নাহি চাই।
পাঁচদিনে পঞ্চভ্রাতা।

কর্ণ। এই উরস-পিঞ্জরে
রাখিলাম লুকাইয়া রাজা।

চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—কক্ষ

কর্ণ ও দুঃশাসন

দুঃশা। কি যে হ'ল, বুঝিতে নারিনু
অঙ্গরাজ!

কর্ণ। সমস্ত বুঝেছি আমি। মোহিনী-
মায়ায়
সবারে ক'রেছে অন্ধ, দেখায়েছে বাজি।
আগে হ'তে মুগ্ধ ভীষ্ম, মুগ্ধ সে বিদুর,
কৃষ্ণ যা দেখিতে বলে, তাই দেখে তারা।
পিতা তব চিরঅন্ধ—যা শুনেছে কানে,
অর্ন্তদৃষ্টি নিয়া তাই ক'রেছে দর্শন।
সব মিথ্যা—মায়া সে মোহিনী—
সকল অস্তিত্ব-শূন্য—একমাত্র সত্য
সেথা, ছিল সে নিপুণ বাজিকর।

দুঃশা। বড়ই বিষণ্ণ আজি পিতা—
হেঁটমুণ্ডে চিন্তায় মগন।

কর্ণ। সত্বর চলিয়া যাও ভ্রাতঃ,
করিয আমার নাম—
বিষণ্ণ হইতে নিষেধ করহ তাঁরে।
কল্য প্রাতে ক'বে দাও সমর ঘোষণা।
কৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ বাজি,
সভাস্থলে সবারে শুনায়ে বল—
হ'য়েছে আসন্ন-মৃত্যু সমস্ত পাণ্ডব।

দুঃশা। তবে যাই?

কর্ণ। এখনি—বিলম্ব নহে ক্ষণ।
অদর্শন-
অবকাশে যদি সন্ধি ক'রে ফেলে রাজা!

দুঃশা। একি অঙ্গরাজ!

কর্ণ। দেখো না দেখো না অঙ্গ
হ'য়েছি, হ'য়েছি,
সত্য—কবচ-কুণ্ডল বিনিময়ে
অমোঘ শক্তির অধিকারী।
দেখো না—দেখো না অঙ্গ মোর,
চ'লে যাও—
রাজাকে আশ্বাস দাও, দেখো না দেখো না
মোরে—আমিঅঙ্গরাজ।

(দুঃশাসনের প্রস্থান।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

কর্ণ। বিষণ্ণ কি কেতু প্রাণময়ী?
হারায়েছি
কবচ-কুণ্ডল? দৃষ্টির প্রহার মোর
সহিতে অক্ষম যেবা, ভেবেছ কি
বধ্য আমি রণক্ষেত্রে সে বীরের কাছে?

পদ্মা। পক্ষপাতী হইল দেবতা! নরে
নরে
প্রতিদ্বন্দ্বী—দিবে রণে যে যার শক্তির
পরিচয়,—মাঝে হ'তে বাদী হ'ল
সব! ধিক্ দেবতায়—
ধিক্ তার সুরপতি নামে।
নর প্রতি হীন মায়া বশে
ভিখারী সাজিয়া কপট ভিক্ষার নামে,
জীবন লুঠিতে এলো গৃহে—সে তস্কর!

কর্ণ। ধিক্কার দিয়ো না তারে দেবী!
দেবেন্দ্র ক'রেছে দয়া—
করিয়া কবচ-শূন্য উরস আমার।
কবচ-কুণ্ডল গেছে—যাক্।
সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেছে মর্ম্মের পীড়ক
একটি অশান্তি মোর,—
নিত্য নিত্য নিশামানে,
নিভৃত চিন্তার এক নিষ্ঠুর প্রহার।
হীন বংশে জন্মিয়াছি আমি—
অভিজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ—
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশত্থামা-
অন্তরে বাহিরে করে ঘৃণা মোরে।
সর্ব্বদা সকলে মিলে কটূক্তি শুনায়

সভাস্থলে। সেই আমি চিরঘৃণ্য—
রাধার নন্দন, আমারে কি হেতু প্রিয়ে
দেবতা-দুর্লভ এই দান?
কেবা সে দেবতা? কেন সে দিয়াছে
মোরে—
জন্মসঙ্গে এই মোর লজ্জা-অভিশাপ?
মিত্র নহে সে আমার, ক'রেছে শত্রুতা।
যদি আমি' বধিতাম ধনঞ্জয় রণে,
পৃথিবী গাহিত—ওই সব অভিজাত
করিত চীৎকার—
আকাশে তুলিয়া প্রতিধ্বনি,
"হীনজাতি সূতপুত্র বধেনি অর্জ্জুনে,
বধেছে তাহার ওই কবচ-কুণ্ডল।"
কবচ-কুণ্ডল গেছে—যাক্—
আছে কর্ণ—আর উপাধি—রাধেয়।
এ জগতে এখনো এমন কেহ নাই
রাম-শিষ্যে করে অতিক্রম।

পদ্মা। তাই বল, তাই বল প্রভু,—
আবার উল্লাস আনি প্রাণে।

কর্ণ। উল্লাস—উল্লাস। কর্ণের
গৃহিণী তুমি,
বিষাদের স্বরূপ কেমন,
এ জীবনে জানে না যে জন।
বিষন্নতা তোমারে দেখিতে আসি',
হাসিতে হাসিতে যাক্ নিজগৃহে ফিরে।

পদ্মা। তথাপি সংশয়—

কর্ণ। সংশয়? কি হেতু প্রিয়ে?
সমরে আমার পরাজয়?

পদ্মা। কাথা হ'তে—কখন কেমন
ক'রে আসে—
বুঝিতে না পারি। দূর ক'রে দিতে চাই-
এমন কঠিন ভাবে সময়ে সময়ে,
আক্রমণ করে মোর মন—
কোন মতে পরাস্ত করিতে নারি তারে

কর্ণ। কিসের সংশয়? যখনি
আসিবে সেটা
তোমারে করিতে আক্রমণ,
দৃঢ়স্বরে তখনি শুনাবে তারে,
স্বামী মোর মহীয়সী রাধার নন্দন।

পদ্মা। হায়! তাই ত বলিতে যাই।
কিন্তু নাথ,
বলিবার মুখে, শুনাইতে
দুরন্ত সংশয়ে কে যেন দু'কর দিয়ে
করে মোর ওষ্ঠ আচ্ছাদন। মনে হয়,
সংশয়ের মূল যেন নিহিত র'য়েছে,
প্রিয়তম, তোমার রাধেয়-পরিচয়ে।
মনে হয়, ওই পরিচয়-গর্ভে
তোমার সমস্ত শক্তি রয়েছে নিহিত।
শুধু কি সংশয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়—
থাকে থাকে হৃদয় দলিয়া উঠে জেগে।
মনে হয় দৈবের বিপাকে যদি নাথ,
একবার ভাঙ্গে পরিচয়, তোমার ওই
তেজরাশি, সঞ্চিত পারদ-খণ্ড মত
কণা হ'তে কণা হ'য়ে
পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূতলে। আর তাহা
একত্র করিয়া এ শক্তি-ভাণ্ডার মধ্যে
(কর্ণের বক্ষে হস্ত দিয়া)
কেহ যেন পারিবে না প্রভু, সে অপূর্ব্ব
শক্তি রাশি পুনরায় করিতে সঞ্চিত।

কর্ণ। মিথ্যা নহে প্রাণময়ী।

পদ্মা। মিথ্যা নহে? আশঙ্কা আমার
তবে সত্য?

কর্ণ। সত্য। যত কিছু শক্তি মোর
সমস্ত নিহিত ওই 'রাধেয়' সংজ্ঞায়

পদ্মা। তবে কি—তবে কি—

কর্ণ। সাবধান পদ্মাবতী, মনেও
করো না

উচ্চারণ। কখনো কি দেখেছ, জীবনে
সে অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ? দূর হতে
তরুণ সন্তানে দরশনে বাৎসল্যে
গলিত অঙ্গ—সুধাধারে ক্ষীরের সঞ্চার-
অন্ধ আঁখি, বাহু সঙ্গে উন্মুক্ত করুণা!
তুমিও ত মাতা পদ্মাবতী,
সত্য বল—তুমিও কি পেরেছ বর্ষিতে
সে অপূর্ব্ব স্নেহধারা অঙ্কস্থ সন্তানে?

পদ্মা। পারি নাই, দেখি নাই,
শুনিয়াছি প্রভু।

কর্ণ। কোথায়—কোথায় প্রিয়তমে?

পদ্মা। বৃন্দাবনে, যশোদার স্নেহ—
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হ'ত গোপালের শিরে।

কর্ণ। সত্য—আমিও শুনেছি। আমি
শুধু কেন,
বিশ্ববাসী শুনিয়াছে সে স্নেহের কথা।

পদ্মা। কিন্তু হায়, প্রিয়তম,
সেই কৃষ্ণ হ'ল শেষে দেবকী-নন্দন।

কর্ণ। জন্মেছে কি মৃত্যুভয় প্রিয়ে?

পদ্মা। না—না।

কর্ণ। ভেবেছ কি, হীন যোদ্ধামত
জীবনে মানিব পরাভব?

পদ্মা। না-না! কখন ভাবি না
প্রিয়তম।

কর্ণ। চ'লে যাও-নিশ্চিন্তে ঘুমাও
প্রিয়তমে!
সকল পুরুষ কৃষ্ণ নয়,
সব নারী হয় না যশোদা।
নারী-শিরোমণি রাধা জননী আমার।

(পদ্মাবতীর প্রস্থান।

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষ। পিতা-পিতা!

কর্ণ। কি-কি প্রিয়তম! বল-বল
(বৃষকেতু কেবল নেপথ্যের দিকে চাহিল)
কি আছে, কে [illegible] হোথা বল প্রিয়তম।
উল্লাসে বলিতে এলে, এসে মূক মত,-
ও কি বৃষকেতু? উল্লাস নয়নে ঝরে,
অধোরোষ্ঠে নাচিছে উল্লাস—কারে দেখে?
বল বৎসে, কারে দেখে নিরুদ্ধ নিশ্বাস?

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে) যাও প্রতিহারী,
পাইয়াছি প্রভুরে তোমার।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কর্ণ। **(অগ্রগমন করিতে করিতে)**
পদ্মা-পদ্মাবতী!

(কৃষ্ণ হস্ত তুলিয়া নিষেধ করিলেন)

না-না-না--ছুটে যা, ছুটে যা বৃষকেতু,
ডেকে আন তোর জননীরে।
বল্ তারে এসেছে তাহার ঘরে
বিনা নিমন্ত্রণে তার নারায়ণ!

**(বৃষকেতু ছুটিয়া যাইতে কৃষ্ণ তাহাকে
ধরিলেন)**

কৃষ্ণ। অপেক্ষা-অপেক্ষা প্রিয়তম।
যেয়ো পরে, আদেশ করিব যে সময়।
রহ দ্বারে, দ্বারীরূপে দ্বার আগুলিয়া
অন্য প্রাণী কেহ যেন না পশে এ ঘরে।

বৃষ। মাকে বলিব না?

কৃষ্ণ। না।

বৃষ। আমি থাকিব না?

কৃষ্ণ। না।

বৃষ। মা যদি আসিতে চান?

কৃষ্ণ। নিষেধ করিবে তাঁরে।

(বৃষকেতুর প্রস্থান

কর্ণ। তারপর? একি সত্য?
অথবা সে বিরাট স্বপন-
কল্য যাহা দেখায়েছ কৌরব সভায়-
একটি মধুর অংশ তার এই দিব্য
অপরূপ হীন জাতি সূত-পুত্র-গৃহে?

কৃষ্ণ। এসেছি আমার আর্য্য দিতে নমস্কার!

কর্ণ। হে ঐন্দ্রজালিক!
করিতে এসো না মোরে মন্ত্রমুগ্ধ!
আমি কর্ণ, হীন সূত-রাধার নন্দন।

কৃষ্ণ। নহেন আপনি আর্য্য!

কর্ণ। নহি আমি?
সর্ব্বেন্দ্রিয় শিথিল ক'র ন বাসুদেব!

কৃষ্ণ। কথায় কি হল অবিশ্বাস?

কর্ণ। সত্য-আবির্ভাব তুমি-মধুর হইতে
সুমধুর! মুগ্ধ নর বলে-নারায়ণএ?
কিন্তু হে কেশব, ঐ সত্য তোমার আজি
ব্রহ্মাস্ত্রের বলে-
আমার এ মুক্তবক্ষে করিল প্রহার।
বধ্য আজি আমি যেন সবাকার।
আর একবার-শুনাও আমারে বাসুদেব,
নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসে মরিতে প্রস্তুত হই-
নহি নহি কি রাধেয় আমি?

কৃষ্ণ। না, অপনি কৌন্তেয়। **(কর্ণ বসিয়া পড়িলেন)**
সত্য বটে মতিমান,
অতি এ বিস্ময়কর কথা।
কিন্তু সত্য-যথা আমি আপন সম্মুখে।
পিতৃস্বসা-গর্ভে তুমি জন্মেছ ধীমান্,
কন্যাকালে জননীর-আদিত্য ঔরসে।

কর্ণ। (উঠিয়া) তারপর? জানিযা পরম শত্রু মোরে
বধিতে কি এলে কৃষ্ণ? হেসো না-
হেসো না-
এ হ'তে সুতীক্ষ্ম নয় গাণ্ডীবীর বাণ।

কৃষ্ণ। নহে আর্য্য, লইতে এসেছি আপনারে!

কর্ণ। কোথায়-কোথায় কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। যেই স্থানে অনুতপ্তা জননী তোমার,
ব'সে আছে তোমার মিলন প্রতীক্ষায়।
মতিমান সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তুমি-
শাস্ত্রমতে পাণ্ডুর তনয়-বৃষ্ণিকুলে
আমি তব ভ্রাতা। সত্যসন্ধ দাতৃশ্রেষ্ঠ
করুণা-নিধান! তাই আমি আসিয়াছি
নিমন্ত্রণ করিতে তোমারে।
হে আর্য মিনতি মোর-
ফিবে এসো নিজ গৃহে। অধিকার কর
তব-হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ধর্ম্মানুমোদিত
সিংহাসন। যুধিষ্ঠির হ'নযুবরাজ।
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধরুন মস্তকে।
হ'ক ধনঞ্জয় তব রথের সারথী।
প্রতি দিবসের ষষ্ঠভাগে
আসুন দ্রৌপদী তব করিতে অর্চ্চনা!
দুটি মাদ্রীসুত তব হ'ক অনুচর।

কর্ণ। এত পুরস্কার-প্রলোভন, হে কেশব,
ইষ্ট কোন কালে ধরেনি সন্মুখে!
প্রতিদানে লহ কৃষ্ণ, লহ প্রিয়তম,
এ দীন ভ্রাতার আলিঙ্গন। **(আলিঙ্গন)**
চূর্ণ করি' মর্ম্মস্থল ফুটিয়া উঠিল
যেই স্বপ্নহাবা স্নেহ, হে কিশোর,
হে মধুর, কৃতার্থ করিতে মোরে
ধর শ্রীঅধরে' **(চুম্বন)** পদ্মাবতী!

কৃষ্ণ। **(হস্ত উত্তোলন)** যাবে না, যাবে না দাদা!

কর্ণ। শুনেছো আমার কথা, দেখেছো আমারে
হে সর্ব্বজ্ঞ নরোত্তম, প্রকৃতি আমার
এখনো কি তোমার অজ্ঞাত-

কৃষ্ণ। পিতৃস্বসৃ প্রেরিত হইয়া
করজোড়ে আপনারে করি আবাহন।

কর্ণ। জেনেছে কি ধর্ম্মরাজ?
শুনেছি কি মা'র মুখে এ 'মন্ত্র কাহিনী?
কৃষ্ণ। শুনিয়াছি আমি। আর এক অন্তরঙ্গ-
শুনেছে বিদুর মহামতি।
কর্ণ। অনুরোধ-যতদিন নাহি মরি আমি,
এ নিষ্ঠুর ইতিহাস শুনায়ো না তাঁরে।
শুনিলে সর্ব্বস্ব ত্যজি', আসিবেন
গলবস্ত্রে পূজিতে আমারে যুধিষ্ঠির।
ঠেলিলাম বাসুদেব, তব অনুরোধ-
পারিব না উপেক্ষা করিতে তাঁরে।
চির-লোভনীয় সঙ্গ যার-
সে যে আজ অনুজ আমার বাসুদেব!
হইবে সঙ্কল্পে মোর প্রচণ্ড আঘাত,
ভয়—কৃষ্ণ, চূর্ণ হ'য়ে যাবে।
কৃষ্ণ। পৃথ্বীর সংহার দশা এনো না কৌন্তেয়
বাক্য মম করা প্রণিধান।
কর্ণ। রাধেয়-রাধেয় বল ভাই।
হে অদ্ভুত, হে অনন্ত অন্ধকার হ'তে
চক্ষুর নিমেষহারী রূপোচ্ছ্বাস ল'য়ে
ক্ষণ-প্রকটিত দীপ্ত আত্মার আলোক !
বিয়োগান্ত এ অপূর্ব প্রথম মিলনে
এই লও কৌন্তেয়ের শেষ আলিঙ্গন।
(আলিঙ্গন)
আবার রাধেয় আমি ।
পৃথ্বীর সংহার দশা বলিতেছ তুমি?
রসাতলে কবে সে যাইবে বাসুদেব?
নিষ্ঠুর জননী-ত্যক্ত,সদ্যোজাত শিশু,
অজ্ঞানে অবস্থা বুঝে ভূমিতে পড়িয়া
যে সময় তারস্বরে করিল ক্রন্দন,
বিদীর্ণ হইয়া পৃথ্বী-সীতারে যেমন-
কেন তারে সে সময় লুকালো না কোলে?
বাসুদেব! ব'ল না কৌন্তেয় আর মোরে।
আবার রাধেয় আমি।
কৃষ্ণ। জেনেছি যখন ভাই, রাধেয় বলিব
কোন্ মুখে? মনঃক্ষোভ ল'য়ে
ফিরিয়া চলিনু আর্য্য, দেহ অনুমতি।
কর্ণ। মনঃক্ষোভ? হ'তেছে তোমার? কিরূপ সে
প্রিয়তম? বল কৃষ্ণ, বল ভাই,
কিরূপ তীব্রতা তার?
স্বর্গ মূল্যহীন-করা উপহার-
ভ্রাতৃত্ব তোমার লইতে অশক্ত আমি।
প্রতিযোদ্ধা স্থানে, এতকাল যার বধে
নিশিদিন করিয়াছি উপায় কল্পনা-
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস-
আজ সে আমার, কৃষ্ণ, কনিষ্ঠ সোদর।
দূর হ'তে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা
ছুটিবে বাঁধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে,
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম—এক হস্ত
বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া'
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্ম্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে!
মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা! বাসুদেব!
মর্ম্ম-ভাঙা প্রীতি পুষ্প অঞ্জলিতে ধরি,
শুনাতে আসিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা!
কৃষ্ণ। আর শুনাব না মহাত্মন্! সদাব্রত, দানব্রত
আদিত্য-নন্দন, রাধার বাৎসল্য স্মরি',
এই যে করিলে তুমি ত্যাগ—পৃথিবীর আধিপত্য,
আভিজাত্য—অস্তিত্ব তোমার এই যে হে
নিক্ষেপ করিলে তুমি চির অন্ধকারে—
হে আর্য্য, প্রণতি করি, বলি আপনারে,

আজি হ'তে দান বাক্য
চিরদিন সংযুক্ত রহিবে তব নামে।

কর্ণ। আবাহন করিবারে, হে কৃষ্ণ-
কুঞ্জর।
কোন কালে ছিল না সাহস-
সেই তুমি বিনা নিমন্ত্রণে সূত-গৃহে-

কৃষ্ণ। না আর্য্য, না আর্য্য-
আসিয়াছি নিজগৃহে।

কর্ণ। বৃষকেতু।—বাসুদেব; সূতপুত্র
আমি-
কিন্তুওই অজ্ঞান বালক?

কৃষ্ণ। সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র,
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন
মাদ্রীর তনয়-পিতৃব্য তাহার হে পাণ্ডব।

বৃষকেতুর প্রবেশ

কর্ণ। বৃষকেতু বল গিয়া মাতারে
তোমার এসেছে অপূর্ব্ব এক অতিথি তাহার
ঘরে। আবাহন নাহি তার, নাহি বিসর্জ্জন।
গৃহস্বামী বলিলে অতিথি—অতিথি বলিলে
গৃহস্বামী। —লয়ে যাও। (মৃদুস্বরে
যখন যাইবে কৃষ্ণ ফিরে, জানায়ো
প্রণাম
ভ্রাতঃ, মৃত্যুরূপা মাতারে আমার।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

দ্রৌপদী। দুরাত্মার বন্ধনের ভয়ে,
তুমি নাকি জনার্দ্দন,
বিরাট হইয়াছিলে কৌরব সভায়?

কৃষ্ণ। তারা বলে—প্রিয় সখী!

দ্রৌপদী। তারা বলে ! তুমি বুঝি
ক'রেছ শ্রবণ,
তাহাদেরি মুখ হ'তে?
ভীত-চিত্ত দেখিয়া বিরাটে
সলজ্জ হইয়া চির-নির্লজ্জ কৌরব,
সঙ্কুচিত করিল কি বাঁধনের দড়ি?

কৃষ্ণ। কোন মতে হতভাগ্য
সর্ব্বনাশ হ'তে
নিবস্ত হ'ল না প্রিয়সখী।

দ্রৌপদী। কি হেতু কেশব-পার কি
বলিতে তুমি?
মুখে মোর নাহি লেখা, সে ত সখা
দিবে না উত্তর। চোখে মোর আসে অশ্রু-
সাগ্রহে উত্তর তারা করে আচ্ছাদন,
নয়নে কি দেখিছ কেশব?
দুই ওষ্ঠে কথার ভিতর দিয়া
আমার প্রাণের কথা রেখেছি গোপনে,
প্রাণময়, পড়িতে কি শিখ নাই
সখীর প্রাণের লেখা?

কৃষ্ণ। তুমি বল, আমি শুনি—
বহুকাল পরে
দেখিতেছি তব মুখে পূর্ণ প্রফুল্লতা!
দেখে, বারে বারে কি জানি যে কেন সখী,
আসে ধারায় অশ্রু।
তোমার লোচন-বিন্দু প্রহরী ব'সেছে
মর্ম্মদ্বারে, আমার রোধিছে দৃষ্টি-বল
প্রাণসখী, শুনি আমি। পারিব না আমি
বহুক্ষণ অবস্থিতি করিতে এখানে-
এখনি রাজার দেবী, আসিবে আহ্বান।

দ্রৌপদী। আগে তুমি বল —বল, বল-
বলিতেই হবে প্রাণসখা!
কি প্রকাব সে বিরাট? কোন্ জগতের
কিরূপ মাটিতে গঠিত হ'য়েছে তাহা?
গোপীর শাসন ভয়ে ভীত-বিকম্পিত,
যেই দুটি চাহিত হে সর্ব্বদা সশঙ্ক

চারিধারে, সেই, এই দু'টি ঢল ঢল
আঁখি, বল ননীচোর, কতবড়
হ'য়েছিল? বহিয়া নন্দের বাধা,
যে কোমল শির-শীর্ষে চিহ্ন পড়েছিল,
বল হে গোপাল, সে মাথা তোমার,
কত দূরে উঠেছিল? সকলে বলিছে—
বিশেষতঃ জনার্দ্দন, তোমার প্রাণের সখা-

কৃষ্ণ। সখা কি ব'লেছে সখি?

দ্রৌপদী। বলে -ভাগ্যবান ধৃতরাষ্ট্র, ভাগ্যবতী
জননী গান্ধারী-বিরাট দেখিল তারা।
যে ভাগ্য পাণ্ডব মধ্যে পাইল না কেহ।
এত তার প্রিয় যে পাঞ্চালী,
তারও ভাগ্যে হল'না দর্শন।

কৃষ্ণ। দেখিতে কি আছে অভিলাষ?

দ্রৌপদী। বলে—বিস্ময়কে বিস্মিত করিয়া
সহসা জাগিল মূর্ত্তি। সহস্র মস্তক,
সহস্র সহস্র হস্তপদ,
সর্ব্ব দিকে চক্ষু তার,—কর্ণ সর্ব্ব দিকে-
অপূর্ব পুরুষ এক,—কি বিরাট—
স্বদেশে সমস্ত বিশ্ব আক্রমণ করি',
দাঁড়াইল—উর্দ্ধে,—উর্দ্ধে—উঠে গেল শির,
আরও উর্দ্ধে, বিশ্বের বাহিরে দশাঙ্গুল।

কৃষ্ণ। দেখিতে কি ইচ্ছা কর সখি?

দ্রৌপদী। কখন না, কখন না—বাসুদেব, এই
ক্ষুদ্র মর্ম্মস্থল, কত কষ্টে ধ'রে আছি
ওই দু'টি চরণ কমল।
সহস্র সহস্র পদ ওই বিরাটের
রাখিবার স্থান কোথা সখা!
ক্ষুদ্র নারী, মুগ্ধ-দৃষ্টি, বিস্তৃতা বিহীন—
তোমারে দেখার সঙ্গে, আনন্দ-পরশে
মুগ্ধ-প্রাণে পশে মাদকতা। রুক্মিণী-বল্লভ,
তোমার বিরাটে আমার কি প্রয়োজন?
ক্ষুদ্র ঘট, স্বল্প জলে তৃপ্তি করি লাভ,
তৃষ্ণা নিবারণে সখা,
কি হেতু যাইব মহাসাগরের তীরে?

কৃষ্ণ। আমি ত সর্ব্বদা সখী, কিঙ্করের মত
নিযুক্ত হইয়া থাকি, তোমার সেবায়!
কিঙ্করীর মত সত্যভামা সখী তব
তুষিতে তোমারে চেষ্টা করে!

দ্রৌপদী। হে পাণ্ডব-নাথ, তুমি জান কেবা তুমি,
তুমি জান আমি কে তোমার। কিন্তু আমি
চিরদিন অগ্নিমন্ত্রে রেখেছি স্মরণে—
সেইদিন। যে বিষম দুর্দ্দিনে আমার
হ'য়েছিল হস্তিনায় ঘৃণিত-লাঞ্ছনা।
কিন্তু সে দুর্দ্দিন কি অপূর্ব স্বস্তি শুভ
এনেছিলে ঘনকৃষ্ণ উষ্ণীষে বাঁধিয়া!
হে মধুসূদন, সেই দিন ক'রে গেছে,
তোমাতে আমাতে কি মধুর, কি প্রাণদ
সম্বন্ধ স্থাপন! হেঁট মুণ্ডে পঞ্চ স্বামী,
হেঁট মুণ্ডে ভীষ্ম, দ্রোণ,কৃপ।
পাপ হস্তে বস্ত্রাঞ্চলে তীব্র আকর্ষণ,
উৎফুল্ল নয়নে চেয়ে পাপ দুর্য্যোধন,
পার্শ্বে তার দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ ও শকুনি।
কর্ণের সে কুটিল নয়ন
বলিতে লাগিল যেন বিষাক্ত ভাষায়,
"কি পাঞ্চালি, সূতপুত্রে বরিবে না ব'লে
দম্ভ যে দেখালে স্বয়ম্বর সভাস্থলে,
হে পঞ্চ স্বামীর আদরিণী,
সে দম্ভ কোথায় রেখে এলে?
আজ তুমি কোথা?
কোন্ দাসে করিতে এসেছ ভাগ্যবান্?"
তখন চাহিয়া দেখি, সব শূন্য—
সর্ব্ব দৃশ্য পলায়েছে দৃষ্টসীমা হ'তে।

পঞ্চ সিংহ দেহরক্ষী যার,
সে আজ জগতে অসহায়া— একাকিনী!

কৃষ্ণ। সে দারুণ ইতিহাস
পুনরুচ্চারণে
কর না কাতর মোরে প্রিয় সখি! শুনে
কৌরব বিনাশে, উত্তেজনা বশে
সুদর্শনে হাত দিতে হয় অভিলাষ।

দ্রৌপদী। তাই যে আমার বাঞ্ছা সখা!
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা তুলে, তোমারে যে
কাতর করিতে আমি চাই।
সেই দিনে সম্বন্ধ নির্ণয়—
তুমি কেবা, আমি কে তোমার।
ডাকিলাম—হে বিশ্ব-আত্মন্, এসো এসো,
রক্ষা কর, কৌরব-সাগরে ডুবে মরি—
কেহ আসিল না। এস কৃষ্ণ জনার্দ্দন,—
আসিবার চিহ্ন আসিল না।
এসো এসো হে গোপীবল্লভ!
কেবা যেন আসিতে আসিতে ফিরে গেল।
শ্যাম-প্রেম বিলাসিনী—
শুদ্ধ শ্যাম-সুখের কামিনী
গোপী আমি নহি যে কেশব!
আমারে অপরিচিত দেখে বুঝি সখা,
আসিতে আসিতে এলেনা সে।
ডাকিলাম, দীনবন্ধু বিপদ-বারণ!
আরো তীব্র আকর্ষণ—
বস্ত্রাঞ্চল চ'লে গেলো দুরাত্মার করে।
অবশিষ্ট মাত্র মোর লজ্জা-অবরণ
ডাকিলাম, কোথা আছ লজ্জা নিবারণ?
পূর্ব্বমত, কেহ না আসিল বাসুদেব।
ত্রস্ত হ'ল কটির বসন,
গেল লজ্জা, গেল ধর্ম্ম, সতীত্ব মর্য্যাদা
গেল!—দুই করে তখন আবরি' চক্ষু
উঠিনু ডাকিয়া তারস্বরে,
এলে না—এলে না তুমি, হে পাণ্ডব সখা?
এই যে এসেছি সখি,
চেয়ে দেখ এই যে সম্মুখে আমি।"
চেয়ে দেখি সত্য—এই হাসি, এই আঁখি,
গণ্ড, এইমত তাহে অশ্রুধারা।
কিন্তু শান্ত, কি সৌম্য, মধুর!
অত মধু সহিতে নারিল দৃষ্টি মোর,
আবার সে লুকাইল পলক ভিতরে।
ফিরিল বাহ্যজ্ঞান, চেয়ে দেখি—
স্তূপাকার নানাবর্ণ বসনের রাশি
আচ্ছন্ন ক'রেছে সভাস্থল।

কৃষ্ণ। এখন বুঝিনু কৃষ্ণে, তোমারি
নিঃশ্বাস—
সন্ধির সকল চেষ্টা ক'রেছে নিষ্ফল

দ্রৌপদী। নিঃশ্বাস—নিঃশ্বাস—
সত্যই ব'লেছ সখা,
অগ্নি-শৈল- জ্বালাভরা আমার নিঃশ্বাস।
বুঝিতে কি পার নাই জনার্দ্দন,
রুদ্র ক্রোধে উন্মত্তের মত নিঃশ্বাস
এখনো ভ্রমিছে সভাস্থলে?
তারি স্পর্শ ভয়ে সখা তোমার বিরাট
কোন্ বনে বিরাট গহ্বরে লুকায়েছে!

কৃষ্ণ। এখন বুঝেছি সখি,
সর্ব্বদোষ-পরিমুক্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি রাজা
এত যে করিল চেষ্টা নিরস্ত হইতে
জ্ঞাতিবধে, কোন্ শক্তি সে সমস্ত পণ্ড
ক'রে দিল। বিধাতা সহিতে পারে—
দানব-মানব কৃত সর্ব্ব উপদ্রব,
সহিতে পারে না শুধু—অনাথ ক্রন্দন,
অনশনে জাতির মরণ,
আর পারে না, পারে না কোনমতে—
কার্য্যে, বাক্যে, কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। একি! নারী সঙ্গে নিরালায়
এখনো এত কি মর্ম্মকথা!

চ'লে গেছে শেষ অক্ষৌহিণী. অভিমন্যু
অবশিষ্ট ছিল, পঞ্চভ্রাতা সঙ্গে ল'য়ে,
লইয়া রাজার আশীর্ব্বাদ, ক্ষণপূর্ব্বে
সে গেল চ'লে। সর্ব্ব-অবশিষ্ট
তুমি আর আমি। ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্ব সেনাপতি.
তথাপি আদেশ—আমাকে হইতে
হবে বাহিনীর সর্ব্বপ্রান্তে জাগ্রত প্রহরী।
চ'লে এসো, চ'লে এসো। যখন আসিবে
ফিরে পাণ্ডবে করিয়া জয়দান,
অবশিষ্ট মর্ম্মকথা নির্জনে বসিয়া
শুনাইও প্রাণের সখীরে। যাজ্ঞসেনী,
রাজার ইচ্ছায় তোমারে জানাই আমি,
যতদিন মহারণ নাহি হয় শেষ,
ততদিন দাস দাসী ল'য়ে,
এই উপপ্লব্য নগর-প্রাসাদে ক'র অবস্থান।

দ্রৌপদী। সমাচার?

কৃষ্ণ। যবে যোগ্য হবে শুনাইতে!
হেথায় বসিয়া সমস্ত শুনিবে সখি!

অর্জ্জুন। রণস্থল দেখিতে বাসনা আছে?

কৃষ্ণ। সখা। সখীর হইয়া আমি
বলি—আছে।

অর্জ্জুন। ভাল, কর্ণ সঙ্গে যেইদিন
হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ মোর. সেইদিন
সখা এসে রাজার শিবিরে
তোমারে লইয়া যাবে, পাঞ্চাল-নন্দিনী।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি। ধনঞ্জয় (সকলে সসম্ভ্রমে
দাঁড়াইল)

অর্জ্জুন। মহারাজ!

যুধি। এই যে এই যে— তুমিও
এখানে কৃষ্ণ আছ?

কৃষ্ণ। কিবা আজ্ঞা মহারাজ?

যধি। সুনিপুণ চর পাঠায়েছিলাম আমি
কৌরব সৈন্যের মধ্যে। অদ্য প্রাতঃকালে
সংবাদ বহন করি' ফিরেছে তাহারা।

কৃষ্ণ। কি সংবাদ মহারাজ?

যুধি।

অর্জ্জুন। কেশবে বলুন মহারাজ!

যুধি। প্রশ্ন ক'রেছিল দুর্য্যোধন
পিতামহে,
দ্রোণাচার্য্যে, কৃপাচার্য্যে, আচার্য্য- নন্দনে,
সর্ব্বশেষে কর্ণে— করিতে পারেন তাঁরা
কতদিনে আমার সমস্ত সৈন্য নাশ।
ভীষ্ম ব'লেছেন—একমাসে। দ্রোণ
ওই একমাসে। দুই মাসে কৃপ।
আচার্য্য-নন্দন—দশদিনে। কিন্তু কৃষ্ণ,
ব'লেছেন রাধেয়, আমি পারি পাঁচ দিনে।

অর্জ্জুন। মিথ্যা কহে নাই মহারাজ।

যুধি। বাসুদেব?

কৃষ্ণ। মিথ্যা কহে নাই মহারাজ।

যুধি। পাঁচ দিনে?

কৃষ্ণ। দৈব যদি না হয় বিরূপ,
পারে এক দিনে। মহারাজ, পাঁচ দিনে
কি হেতু বলিল কর্ণ বুঝিতে না পারি।

অর্জ্জুন। শিক্ষিতাস্ত্র, চিত্রযোধী
মহাত্মা সকলে,
কার্পণ্য যদ্যপি তাঁরা না করেন রণে,
পারেন নাশিতে সৈন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে।
কিন্তু একথা শুনিয়া
বিচিন্তিত কি হেতু আপনি ধর্ম্মরাজ?

যুধি। তুমি পার কত দিনে?

অর্জ্জুন। কেশব যদ্যপি ইচ্ছা করে,
একদণ্ডে পারি মহারাজ। তাই কেন,
চক্ষুর নিমিষে। শুধু কি কৌরব-সৈন্য?
স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিলোক নাশিতে পারি।
সত্য—সত্য—জনার্দ্দন যদি ইচ্ছা করে—
ভূত, ভবিষ্যত বর্তমান
ত্রিকাল বিনাশে. হে আর্য্য সমর্থ আমি।

কৃষ্ণ। সখা মিথ্যা কহে নাই,
মহারাজ।
অর্জ্জুন। শঙ্কর—কিরাতবেশী—
দ্বন্দ্বযুদ্ধ কালে,
মোর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক শস্ত্র
দিয়াছেন মোরে, জগতে ভীষণতম।
যুগান্ত সময়ে, যেইক্ষণ
সর্ব্বভূত সংহারে হয় প্রয়োজন,
করিতেন সেই অস্ত্র প্রয়োগ সংহারী।
জানেন না পিতামহ, জানেন না গুরু,
মনে হয়, সেই অস্ত্র-কথা—
সূতপুত্র স্বপ্নেও শোনেনি মহারাজ।
যুধি। যাও ধনঞ্জয়, বাসুদেবে সঙ্গে
ল'য়ে—
দ্রোপদী। অধীনার নিবেদন,
আপনারে স্মরি'
নিশ্চিন্ত হউন মহারাজ।
ধর্ম্মরাজে ধর্ম্ম উপদেশ—
দুরন্ত ক্ষিপ্ততা। তথাপি আদেশ ল'য়ে
এক কথা চাই নিবেদিতে।
যুধি। বল কৃষ্ণে!
দ্রোপদী। একথা আমার নয়,
ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ
দেবর্ষির কথা। ভাগ্যবশে শুনিয়াছি।
বলিয়াছিলেন ঋষিরাজ, হোক তোমদের
জয়—
পাণ্ডুর তনয়, যাঁহাদের পক্ষে জনার্দ্দন।
'যেখানে কৃষ্ণের স্থিতি, সেখানে
ধর্ম্মেরস্থিতি।
যেখানে ধর্ম্মের স্থিতি, জয় সেই স্থানে'।
অর্জ্জুন। কতদিনে পারি আমি
নাশিতে কৌরবে,
আমারেই কি হেতু এ প্রশ্ন মহারাজ?
এ প্রশ্ন করুন আপনাকে! আপনি কি
আছেন দাঁড়ায়ে আমার পৌরুষে দিয়া
ভর? প্রকট ধর্ম্মের মূর্ত্তি হে নরপ্রধান,
আপনি যে নিজ বীর্য্য বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য,
রসাতল চক্ষুর নিমিষে,
উৎসন্ন করিতে শক্তিমান।
যুধি। ভীতি-অপগত ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন। ওই শান্ত করুণ দর্শন
কখনো যদ্যপি,
মহারাজ, পড়ে কোনো ভাগ্যহীন 'পরে,
তখনি করিতে হবে তারে
জীবনের আশা পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ। আমারও ওই কথা মহারাজ।
আমি
আরো বলি, সে যদি অমর হয়, ওই রুষ্ট
দৃষ্টির প্রহারে তারেও মরিতে হবে।
যুধি। নিশ্চিন্ত হয়েছি ভ্রাতঃ!
(প্রস্থানোদ্যত
দ্রোপদী। আপনি নিশ্চিন্ত।
দাসীরে নিশ্চিন্ত করি, যান মহারাজ।
যুধি। কিরূপে করিব যাজ্ঞসেনী?
দ্রোপদী। একবার ক্রোধ, ন্যায্য
ক্রোধ—কর রাজা,
ওই সব দুরাত্মা উপরে।
(যুধিষ্ঠির মৃদু হাসিয়া চলিতে—দ্রোপদী পথরোধ করিল)
দ্রোপদী। তবে রাজা আমার উপরে।
যুধি। কি হেতু পাঞ্চালী?
দ্রোপদী। আছে সাক্ষী বৃকোদর—
মিথ্যা নহে,
ধর্ম্মরাজ, কতবার অসাক্ষাতে,
রূঢ়বাক্য প্রয়োগ ক'রেছি আপনারে।
একবার হীন জয়দ্রথ-অপমানে,
একবার কীচকের নীচ আক্রমণে

কতবার, কি আর বলিব মহারাজ,
যতবার মর্য্যাদায় পেয়েছি 'আঘাত—
ততবার, মনে বাক্যে সুতীব্র ভাষায়
এ অপূর্ব্ব ধর্ম্মে আপনাব
হে রাজন্ দিয়েছি ধিক্কার।
তাই বলি, ধর্ম্ম-অবতার দয়া করি'
করুন—করুন ক্রোধ, ভিক্ষা আমার—
একটি বারের তরে, সর্ব্বভাবে
আপনার অযোগ্যা এ জায়ার উপরে

যুধি। ক্রোধ যদি করি, প্রথম করিতে হয়
আমারি উপরে যাজ্ঞসেনী। রাজধর্ম্ম
ক্ষাত্রধর্ম্ম করিতে পালন, প্রতিদ্বন্দ্বী
রাজার আহ্বানে, করেছিনু দ্যুতরণ।
পরাস্ত হইয়া যুদ্ধে হারায়েছিলাম,
কৃষ্ণে, সর্ব্বস্ব আমার। সে সর্ব্বস্ব মধ্যে ছিল
প্রাণাধিক চারিভ্রাতা,
আর ছিলে সে পঞ্চ প্রাণের বন্ধনী,
ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান
মূলভিত্তি, মূলশক্তি—তুমি। দ্যূতবণে
আমিই ক'রেছি কৃষ্ণে তোমার লাঞ্ছনা।
যদি বল যাজ্ঞসেনী
এ পঞ্চ প্রাণের তুমি নহ গো বন্ধনী,
অছে তব প্রাণের সখা বাসুদেব,
আর তার প্রিয় হ'তে প্রিয়ের সম্মুখে
একবার ক্রোধ করি নিজের উপরে।

দ্রোপদী। (পদস্পর্শ) মহারাজা, জ্ঞানহীনা, মতিহীনা—
সত্যই অযোগ্যা আপনার।

যুধি। ওই দেখ কেশবের আঁখি ছল-ছল,
ওই দেখ বিবর্ণ হ'য়েছে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুটির কল্যাণে
ক্রোধ যে করিতে আমি পারিনা পাঞ্চালী।

(প্রস্থান

অর্জ্জুন। মুগ্ধে!
কি কার্য্য করিয়াছিলে বুঝেছ কি তুমি।

কৃষ্ণ। সখী, শীঘ্র যাও, রণ-অভিযান মুখে
শীঘ্র কর চণ্ডিকার পূজা আয়োজন—
সংক্ষুব্ধ হ'য়েছে ধর্ম্ম

অর্জ্জুন। ধর্ম্ম যদি হন ক্রুদ্ধ নিজের উপরে,
তখনি ভাঙিয়া যাবে ধর্ম্মকায়া তাঁর।
সঙ্গে সঙ্গে হবে চূর্ণ— কৃষ্ণকে দেখাইয়া
বাক্য যে আমার মুখে আসে না পাঞ্চালী—
এ চারু-নির্ম্মাণ কায়া— এই সুঠাম সুন্দর
তনু—সঙ্গে সঙ্গে—চূর্ণ হ'য়ে যাবে।
যে উদ্দেশ্যে কেশবের আগমন,
হ'য়ে যাবে মুহূর্ত্তে নিষ্ফল।

দ্রোপদী। হে মধুসূদন!

কৃষ্ণ। হাত ধর সখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির-কক্ষ

কর্ণ

কর্ণ। পারিলে না তুমি, যে কার্য্য তোমার পক্ষে
কেবল সম্ভব—অর্জ্জুনের পরাভব—
সেই কার্য্য কোনমতে পারিলে না তুমি।
হে মহান্, সত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা তোমার,
তোমার দেবতা-ত্রাস অস্ত্রের প্রহার
সমস্ত আদর হ'ল অর্জ্জুনের কাছে।
বাৎসল্য তোমার অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রমুখে
তোমারে ও যেন লুকাইয়া,
আঘাতের ছলে, শুধুই করিল যেন

গাণ্ডীবীর গণ্ডস্থলে অজস্র চুম্বন!
আর তুমি ? হে বিশ্বে অজেয় মহাবীর,
এক ক্ষুদ্র বালকের পুষ্পের প্রহারে
আনন্দে হইলে যেন শরশয্যাশায়ী।
যাক্—যুদ্ধ নাম অভিনয়ে
পড়েছে প্রথম যবনিকা। এইবারে
দ্রোণাচার্য্য। একদিকে বার্দ্ধক্যে, দাসত্বে
নিত্য মৃত্যুকামী দ্বিজ, অন্যদিকে
পুত্র হ'তে প্রিয়, তীব্র তেজস্বী ক্ষত্রিয়।
এবারে দ্বিতীয় যবনিকা। মধ্যে তার
রঙ্গমঞ্চ-ভরা শুদ্ধমাত্র কৌরবের
উত্তপ্ত নিশ্বাস। তারপর? ভীষ্ম যাহা
পারিল না, দ্রোণ যাহা পারিবে না,
সেই কার্য্য—অর্জ্জুন-
বিনাশ—আমি কি পারিব?
নিশ্চয় পারিব। সেখানে মমতা শুধু
কল্পনায়—দ্রোণচার্য্য গুরু, দেবব্রত
পিতামহ-ভ্রাতা। এখানে মমতা হায়,
বিধাতা দিয়াছে বেঁধে রক্তের বন্ধনে!
তথাপি পারিব। কেন না পারিব? হীন—
অতি হীন সূতপুত্র রাধেয় যে আমি।
এই যে বধিয়া এনু সপ্তরথী মিলে,
অর্জ্জুনের সর্ব্বস্নেহাধার অভিমন্যু।
ভূমিস্থ ষোড়শকলা-পূর্ণ শশধর,
শৌর্য্যে, তেজে গাণ্ডীবী হইতে গরীয়ান—
এইত সে মধুর বালকে, অসঙ্কোচে
করিয়া আসিনু ধরাশায়ী।
পুত্রে যদি বধিতে পারিনু,
কেন না পারিব আমি বধিতে পিতারে?
নিশ্চয় পারিব। কেবা সে অর্জ্জুন? সে যে
রাজপুত্র—অভিজাত। আমি হীন জাতি—
তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ?
নিশ্চয় —নিশ্চয়—
নিশ্চয় বধিব আমি তারে! শুন ওগো
বাসবপ্রদত্তা শক্তি—এক বিঘাতিনী!
তুমি যদি কার্য্যকালে, আমারে না কর
প্রতারণা, তোমারি সাহায্য লয়ে,
নিশ্চয়, নিশ্চয় আমি বধিব অর্জ্জুনে

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। আবার যে ধনুশ্বঃর হাতে ?
নিশাকালে
আবার হইল নাকি যুদ্ধ প্রয়োজনে?

কর্ণ। শুনিলে না কোলাহল—
ছুটে আসে ভীমোচ্ছ্বাসে রণক্ষেত্র হ'তে?

পদ্মা। কে করিল প্রিয়তম?
অভিমন্যু-বধকালে
শুনেছিনু একবার কৌরব-উল্লাস।
বাত্যাক্ষুব্ধ সাগরের মত—আত্মহারা,
কি উচ্চ—কি মত্ত কোলাহল! তারপর,
আজি সন্ধ্যাকালে। শুনে মনে হ'ল, যেন
উঠিল পাণ্ডবপক্ষ হ'তে। কিন্তু শুনে
বুঝিতে নারিনু, কাহারা করিল,
কেন বা করিল। দেখিলাম মুখ তব
বড়ই গম্ভীর। ভয়ে আমি জিজ্ঞাসিতে
পারি নাই রাজা।

কর্ণ। পাণ্ডবের সে উল্লাস—

পদ্মা। কি হেতু?

কর্ণ। মরিয়াছে জয়দ্রথ।

পদ্মা। তার বধে—
এমন উল্লাস করিতে পারিল তারা!
শ্রেষ্ঠ রত্ন বিনিময়ে। ওই হীন ওই
নীচ, ওই পশু-সম ক্ষত্রিয়ের প্রাণ—
উল্লাস আসিল পাণ্ডবের? তবে বুঝি
রোদন শুনেছি?

কর্ণ। না, উল্লাস শুনেছ। তবে
জয়দ্রথ বধে
নয়, জীবন রক্ষায় অর্জ্জুনের।

পদ্মা। কিরূপ, কিরূপ প্রিয়তম?
এত বড় বীর জয়দ্রথ, যার যুদ্ধে
বিপন্ন হইয়াছিল অর্জ্জুনের প্রাণ?

কর্ণ। তার সঙ্গে যুদ্ধ নয়, নিজেই
গাণ্ডীবী—
বিপন্ন করিয়াছিল আপনার প্রাণ।
প্রিয় পুত্ররত্ন-শোকে অতি মত্ততায়
করেছিল পণ—"সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যদি
জয়দ্রথ বধিতে না পারি, যেথা হবে
অস্ত সূর্য্য, সেথা দাঁড়াইয়া অগ্নি-কুণ্ডে
করিব প্রবেশ।"

পদ্মা। বুঝেছি রাজন্, জয়দ্রথ-
জীবন-বিনাশে
পাণ্ডবের আজি, সর্ব্বশক্তি সংগ্রহের
হ'য়েছিল প্রয়োজন।

কর্ণ। তা'তেও হ'ত না পদ্মাবতী।
সূচীব্যূহ—
আচার্য্যের অদ্ভুত রচনা, তার মধ্যে
লুক্কায়িত, অষ্ট দ্বারে দিক্‌পাল সম
অষ্ট-সেনানী-রক্ষিত জয়দ্রথ।
প্রাণপণ ক'রে চারি ধারে সর্ব্ব- সৈন্য-
দুর্ভেদ্য-প্রাচীর।
উদ্দেশ্য—সন্ধান তার
দিবা মধ্যে কোন মতে না পায় পাণ্ডব।

পদ্মা। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত?

কর্ণ। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত।
অর্জ্জুনের বিনাশের এমন প্রকৃষ্ট
আয়োজন, আর কোনোদিন হয় নাই,
হইবে না, হইতে পারে না পদ্মাবতী।
সিন্ধুরাজে অন্বেষিতে দেবতা আসিত
যদি, দেবতা পারিত না একদিনে।
তারপর যুদ্ধ। তারপর যদি পাবে,
বিনাশ তাহার। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত।

পদ্মা। কেমন করিয়া, বলিতে কি
আছে বাধা?

কর্ণ। (হাস্য) বিলক্ষণ বাধা। আমি
বলি, আর,
সাষ্টাঙ্গ প্রণত হ'য়ে তুমি বাসুদেবে,—
'নারায়ণ নারায়ণ' ব'লে বারংবার
ভূমিতে করিতে থাক মস্তক প্রহার।

পদ্মা। করিব না, বলুন আপনি
মহাশয়!

কর্ণ। সারাদিন হ'ল যুদ্ধ—ব্যূহভেদ
করি'
আচার্য্যকে করি' অতিক্রম, যে সময়
ব্যূহ-কেন্দ্রে উপস্থিত হ'ল ধনঞ্জয়,
সে সময় দণ্ডমাত্র বেলা অবশেষ।
সেখানে র'য়েছে জয়দ্রথ, জগতের
কোন শক্তি সেই স্বল্প কাল ব্যবধানে,
তার কাছে ল'য়ে যেতে নারিতে অর্জ্জুনে।
আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল রাজা দুর্য্যোধন,
উৎফুল্ল হইল দুঃশাসন। মত্তভাবে
করিতে লাগিল নৃত্য মাতুল শকুনি।
দেখিতে দেখিতে এলো সন্ধ্যা। সূর্য্য যেন
অস্ত গেল। আমি দেখিয়াছি, দেখেছেন
দ্রোণাচার্য্য। কৃপাচার্য্য ক'রেছে দর্শন।
তাই কেন, সমস্ত কৌরব দেখিয়াছে—
লোহিতবরণ দিনমণি ধীরে ধীরে
অস্তাচল-অন্তরালে ঢাকিল বদন।
কাঁদিয়া উঠিল দ্রোণ, কাঁদিয়া উঠিল
কৃপ' মনে হয়, আমারও আসিল চোখে
জল! মনে হয়। পদ্মাবতী, শোকে ক্ষোভে
আমিও হইনু আত্মহারা! বন-মধ্যে
একাকিনী মহিয়সী পাণ্ডব- মহিষী—
আতিথ্য লইতে গিয়ে যেই নরাধম,
সেই পশু—তার বধে অশক্ত হইয়া

সত্যই কি অনলে পুড়িবে আজি বাসুদেব-
প্রিয়সখা—নরশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয়!
কিন্তু সত্য, পদ্মাবতী, সাক্ষী কোটি নর—
এলো সন্ধ্যা। বহ্নিকুণ্ডে করিবে প্রবেশ
ধনঞ্জয়, সকলে দেখিতে গেলো ছুটে।
গেলো দুর্য্যোধন, দুঃশাসন। হতভাগ্য
সিন্ধুরাজ কৌতূহল নারিল বারিতে।
অর্জ্জুনের মরণ দেখিতে সেও গেলো ছুটে।

পদ্মা। তুমি?

কর্ণ। ছি! —এ তোমার জিজ্ঞাসা পদ্মাবতী!

(পদ্মাবতী পদধারণ করিল)

সমস্ত ভুবনে যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র
প্রতিদ্বন্দ্বী যেবা, আমি কি দেখিতে পারি
সেই শোচনীয় মৃত্যু তার? কিন্তু, কিন্তু—
সাবধান পদ্মাবতী, বলিব আশ্চর্য্য
কথা, শুনে উতলা হয়ো না যেন।

পদ্মা। বল, বল তুমি অথবা তোমার ইচ্ছা।
আমি আছি স্থির।

কর্ণ। চারিদিকে উৎফুল্ল কৌরব—
উল্লাস-মত্ততা শুধু আঁখিতে বাঁধিয়া
অগ্নিকুণ্ডে ঘেরিয়া দাঁড়াল। কাল- হত
সিন্ধুরাজ, নিঃসন্দেহে পার্থের মরণ
দেখিতে যেমন এলো কুণ্ডের সমীপে,
অমনি—আশ্চর্য্য—পুনঃ সূর্য্যের প্রকাশ!
আর কোথা যাবে সিন্ধুরাজ? সেই অষ্ট
দিকপাল সম অষ্ট রথীর সম্মুখে,
সবার সামর্থ্য করি' ভেদ,
ধনঞ্জয় জয়দ্রথে করিল বিনাশ!

পদ্মা। অত্যাশ্চর্য্য কথা বটে!

কর্ণ। কেহ বলে—উল্কার প্রবাহ রবি-
রশ্মি-অগমন-পথ রোধ ক'রেছিল।
কেহ বলে—অস্তমুখে রাহু আক্রমণ!
কিন্তু অনেকেই বলে, সূর্য্যে ঢেকেছিল সুদর্শন

পদ্মা। আমিও তাহাই বলি প্রভু—ঢেকেছিল সুদর্শন।

কর্ণ। ঢাকুক, তথাপি
নর তোমার কেশব! সত্য যতদিন
নিজে নাহি উপলব্ধি করি, ততদিন
বিধাতাও দিলে সাক্ষী মানব বলিব
বাসুদেবে। মানব, মানব—তবে রাণী,
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি—অপূর্ব্ব মানব।
ধরণীতে বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
সৃষ্টি হ'তে আজিও পর্যন্ত এমনটি
আসে নাই আর—এই পূর্ণ মানবতা।

পদ্মা। তিনিই ত নারায়ণ।

কর্ণ। বেশ প্রিয়তমে, তোমার সে নারায়ণে
প্রণাম করিয়া এবার বিদায় যাচি আমি।

পদ্ম। (সহাস্যে) ওকি নাথ! নিজে সত্য না করি নির্ণয়
শুদ্ধমাত্র নারীর কথায়, তাঁরে
নারায়ণ বলি মস্তক করিলে অবনত!

কর্ণ। প্রিয়তমে, এ প্রশ্নের উত্তর যদ্যপি
হয় দিতে , পোহাইয়া যাবে জীবন লইয়া ফিরে আসি,
শুনাইব কালি।

পদ্মা। একি কথা হে রাজন্।

কর্ণ। শুনিলে
না—কোলাহল?—না—না, ওতো নহে
কোলাহল! ও যে আর্ত্তনাদ শুন,ওহ
পদ্মাবতী, কৌরবের মরণ চীৎকার—
কুরুসৈন্য ছত্রভঙ্গ যেন!

পদ্মা। সত্যই ত আর্ত্তনাদ!
কেবা যেন মহারথী পড়েছে ঝঞ্ঝার

মত, কৌরব সৈন্যের মাঝে! কে পড়িল
নরনাথ? কার মহাশক্তি করিতেছে
বিহ্বল কৌরবে?

কর্ণ। বুঝিতে নরিলে নারী?
আপনি অর্জ্জুন। বধ করি জয়দ্রথে
হয় নাই কিছুমাত্র ক্রোধের নির্ব্বাণ
তার তাই মহাপ্রলয়ের মূর্ত্তি ধরি
কৌরবের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে
ধনঞ্জয়। আর্ত্তনাদ—আর্ত্তনাদ! শুধু
মৃত্যু যেন কহিছে কাহিনী! বুঝিছ না
পদ্মাবতী, বাহিনী মথিয়া ধনঞ্জয়
রণক্ষেত্রে খুঁজিছে আমারে? রহ রাত্রি
অপেক্ষায়। থাকে যদি জীবন আমার,
প্রভাতে হইবে দেখা। ওকি পদ্মাবতী,
ওকি প্রিয়তম, মরণের আশঙ্কায়
মোর, এইমত বিষণ্ণ হইলে তুমি!
ছি—ছি, ওকি কর পদ্মাবতী! আমি কর্ণ,
তুমি কর্ণ-জায়া, মূর্ত্তিমতী দয়া! তুমি
দানশক্তি রূপ ধ'রে করেছ আমার
এই হৃদয় আশ্রয়। তোমার সেই ইষ্ট
নারায়ণে—যদি আজ প্রাণ মোর দিই
উপহার, তুমি কি সামান্যা নারী মত
স্বামী শোকে বিলুণ্ঠিতা হইবে ভূতলে?
না—না পদ্মাবতী আমারে আশ্বাস দাও

পদ্মা। তোমার যে পরাজয়, কল্পনায়
আমি
আনিতে পারি না প্রভু!

কর্ণ। আনিতে পার না তুমি,
আনিতে পারি না আমি। কিন্তু রাণী,
নিয়তির কার্য্য, কোন কালে হয় নাই
মানবের কল্পনা-চালিত। তাই বলি—
শুনি বিস্মিত হয়ো না, বিপন্ন হয়ো না—
যদি মরি আমি, হৃদয়ের সর্ব্বজ্বালা
মুখের হাসির তলে রেখ লুকাইয়ে!
আর যদি মরে ধনঞ্জয় —পদ্মাবতী
অধিক সম্ভব তাহা। এই রাত্রিকালে
সত্য যদি সেই আসি' থাকে রণস্থলে,
জীবিত পার্থের মুখে আরপ্রাতঃসূর্য্য
করিবে না কিরণ বর্ষণ—থাক সঙ্গে
জনার্দ্দন তার, থাক তার চারিধারে
দেবতা-প্রাকার। সত্য, এ আমার মিথ্যা
দম্ভ নহে প্রিয়তমে!

পদ্মা। আর, যদি হন ধনঞ্জয়
রণশায়ী?

কর্ণ। বড়ই কঠিন সে উত্তর! প্রতি
শব্দ
তার মর্ম্মভেদী! তুমি নির্জ্জনে বসিয়া,
দেবতা, মানবে লুকাইয়া, এমন কি
সন্তানে তোমার, অজস্র অশ্রুর ধারা
দিয়ে কৌন্তেয়েব করিও তর্পণ।
বড় প্রহেলিকা—নহে প্রিয়তমে?

পদ্ম। বড় প্রহেলিকা প্রিয়তম।

কর্ণ। দেখিতেছ?

পদ্মা। ও কি অদ্ভুত অস্ত্র?

কর্ণ। নাম এক-বিঘাতিনী শক্তি,
বাসব দিয়াছে
উপহার। অর্জ্জুনের বধে এই শক্তি
সর্ব্বস্ব আমার। যে দিন হইতে আমি
গ্রহণ ক'রেছি অস্ত্র, সেই দিন হ'তে
প্রতি রাত্রিকালে, মনে করি পদ্মাবতী,
এই অস্ত্র সঙ্গে লয়ে যাব রণস্থলে,
বধিতে অর্জ্জুনে। কিন্তু কি আশ্চর্য রাণী
শয্যাত্যাগ কালে যেমতি করিতে যাই
ইষ্টের স্মরণ, অমনি কেমন ক'রে
তোমার কেশব আসি' সম্মুখে দাঁড়ায়।
নবীন-নীরদ-শ্যাম সেই আবরণে,
ইষ্ট দিবাকর পড়ে যেন, দূরে, দূরে—
সুদূর পশ্চাতে। অমনি এ অস্ত্র -কথা

মুছে যায় স্মৃতি হ'তে। আজ পাছে ভুলি,
তাই পদ্মাবতী, আগে হ'তে এই অস্ত্র
বক্ষের পঞ্জর সঙ্গে করেছি বন্ধন
কি দেখিছ চারিদিকে রাণী? আজ আর
তোমার কেশব আসিবে না।
যদি আসে, সখার মরণ তার
নিরোধ করিতে পারিবে না।

পদ্মা। অর্জ্জুনের মৃত্যুর কল্পনা
যদ্যপি আনিল
হাসি তব মুখে, তবে মরণে তাঁহার
কাঁদিতে আদেশ কেন করিলে রাজন্?

কর্ণ। হাসি! যা দেখিলে প্রিয়তমে,
এ হাসি আমার নয়। হাসিল নিয়তি
আমার মুখের মধ্য দিয়া!

পদ্মা। আবার সে প্রহেলিকা!

কর্ণ। আর তোমা চলে না গোপন,
বলিবার আর বুঝি হবে না আমারো
অবসর। প্রিয়তমে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শুন—ধনঞ্জয় দেবর তোমার।

পদ্মা। একি বল প্রিয়তম!
উন্মত্ত কি হলে তুমি?

কর্ণ। বিমাতার গর্ভজাত নহে
প্রিয়তমে.
আমার অনুজ—সহোদর। দ্রৌপদীর
মত, পাণ্ডুরাজ-স্নুষা তুমি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পাণ্ডব-মহিষী।

পদ্মা। নহ—নহ—নহ তুমি—

কর্ণ। কুন্তী-পুত্র আমি!

(পদ্মাবতীর মূর্চ্ছিতবৎ ভূমিতে শয়ন,
নেপথ্যে দূরে আর্ত্তনাদ)

কে আছ বাহিরে? বৃষকেতু, বৎস
বৃষকেতু!

বৃষকেতুর প্রবেশ

শীঘ্র কর মায়ের শুশ্রূষা।

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশা। অঙ্গরাজ, অঙ্গরাজ!

কর্ণ নিস্তব্ধ হইতে ইঙ্গিত করিল

রজনী প্রভাতে, একটিও প্রাণী বুঝি
না রহে জীবিত কৌরবের। রণক্ষেত্র
সাক্ষাৎ পশেছে বুঝি কাল।— একি একি!

কর্ণ। অসুস্থ হ'য়েছ রাণী, চল
দুঃশাসন,
ওদিকে দেখো না আর। আর্ত্তনাদ শুনে,
অগ্রেই প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ায়েছি আমি।

দুঃশা। এ সঙ্কটে এসো পরিত্রাতা।
জ্ঞানশূন্য
মহারাজ, বুদ্ধিহারা সর্ব্ব সেনাপতি।

কর্ণ। ভয় নাই ভাই, সত্য যদি
কাল আসে,
অদ্য রাত্রে এই হস্তে কালের সংহার।
বৃষকেতু, মায়ের শুশ্রূষা কর। চল—
নিশ্চিন্তে আমার সঙ্গে চল দুঃশাসন।

(উভয়ের প্রস্থান।

পদ্মা। **(উঠিয়া)** হাঁরে বৃষকেতু,
যাইবার কালে,
গিয়াছিল— কি তোরে বলিয়া জনার্দ্দন?

বৃষ। ব'লেছি ত তোমারে জননী!

পদ্মা। ভুলে গেছি, বল শুনি আর
একবার।

বৃষ। "সুনিদ্রিতা মাতা তব, বৎস,
প্রবুদ্ধ ক'র না তাঁরে। জাগিবেন যবে
তিনি, বলিয়ো তাঁহারে, সাক্ষাৎ করিতে
সঙ্গে তাঁর, প্রতিশ্রুত রহিলাম আমি।"

পদ্মা। তোরে কি বলিয়া গেল?

বৃষ। বলিলেন মোরে—
জগতে দাতার শ্রেষ্ঠ তোমার জনক,
দক্ষিণার লোভে আমি অতিথি হইনু

তার ঘরে। রিক্ত হস্তে চলিনু ফিরিয়া
প্রতিশোধ ল'তে তাই শুন বৃষকেতু,
লইলাম তোমারে দক্ষিণা। আজি হ'তে
জেনে রাখ, যেখানেই কর অবস্থান,
আমার—আমার বস্তু তুমি।"

পদ্ম। প্রাণাধিক, এখনো কাঁপিছে অঙ্গ,
লয়ে চল মোরে,। শয্যায় বসিযা,
শুনাব তোমারে আমি এক গল্পকথা—
এক শ্রেষ্ঠ কুহকীর।

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্রে—একপার্শ্ব

দুর্য্যোধন ও দ্রোণ

দুর্য্যো। মূর্তিমান ধনর্ব্বেদ—আপনি থাকিতে
সেনাপতি, দুরন্ত রাক্ষস ঘটোৎকচ
আমার সমস্ত সৈন্য করিবে নির্ম্মূল?

দ্রোণ। কি করিতে বল মহারাজ!

দুর্য্যো। কি করিতে বলি আমি ?
হায় কুক্ষণে করিয়াছিনু,
আপনি ও পিতামহ—দুই বৃদ্ধ প'রে
সমস্ত—সমস্ত মোর শক্তির নির্ভর!

দ্রোণ। ধিক্ দুর্য্যোধন, অথবা আমারে ধিক্,
দাসত্ব ক'রেছি কৌরবের। **(দুর্য্যোধন পদ ধরিল)**
যাহা কেহ আনিতে পারে না কল্পনায়,
তোমার তুষ্টির জন্য তাহাও ক'রেছি
আমি। চক্রব্যূহ করিয়া রচনা—জালে
ঘিরে বধিয়াছি সিংহশিশু তার
জনক হ'তে বুঝি, রাজা, বহুগুণে
শক্তিমান সে বালক অভিমন্যু। আর,
অদ্য দিবাভাগে, পূর্ণরূপে করিলাম
অর্জ্জুনের বধের ব্যবস্থা। হতভাগ্য
জয়দ্রথ, আলোক-পিপাসী পতঙ্গের
মত, উন্মত্ত ছুটিয়া স্বেচ্ছায় অনলে
দিল ঝাঁপ। পণ্ড হ'ল প্রয়াস আমার,
তব ভাগ্যদোষে রাজা

দুর্য্যো। ক্ষমা—ক্ষমা, গুরু,
ঘটোৎকচ-উপদ্রবে বুদ্ধিহীন আমি।
বলুন উপায়, নহে আজি রাত্রিশেষে
একটিও সৈন্য মোর রবে না জীবিত।
বলুন বলুন মহাত্মন, কি উপায়
সে রাক্ষসে করি প্রাণহীন।

দ্রোণ। কামাচারী নিশাচর,
আমাদের রাত্রি তার দিন। কোথা হ'তে
কোথা যায়, কোথায় মিলায়—সুবিশাল
কুরুক্ষেত্রে অন্বেষিয়া তারে, বধ তার,
এ বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব কি মহারাজ?

দুর্য্যো। বুঝিয়াছি। কিন্তু বুঝেও বুঝিতে আমি
সাহস করিতে নারি গুরু। তাহ'লে কি
কৌরব নির্ম্মূল হবে?

দ্রোণ। বুঝিয়াছি রাজা,
এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য তোমার। পড়ে যদি
হিড়িম্বা নন্দন সম্মুখে আমার, জেনো
তখনি হইবে তার লীলা অবসান!
জানে সে আমারে। জানে—সম্মুখ-সংগ্রামে
আমার বাণের মুখে, মায়াবী রাক্ষস
কোন মায়া লুকাতে নারিবে। সেই হেতু
সযত্নে সে আমারে করিয়া পরিহার,
ঘুরিতেছে রণক্ষেত্রে আমা হ'তে দূরে,
দিক হ'তে দিগন্তরে।
(দুর্য্যোধন মস্তকে হস্ত দিয়া বসিলেন)
কি করিব রাজা,
আশ্বস্ত করিতে আমি পারি না তোমারে।
যুধিষ্ঠির নিরোধ ক'রেছে মোর পথ,

সঙ্গে তাঁর ভীম ও নকুল— সহদেব।
বিনাশ অথবা রাজা পরাস্ত না করি'
চারিজনে, চৌরমত আমি ত পরি না
যোতে , বধিতে হিড়িম্বা-নন্দনে!

দুর্য্যো। আশা শেষ!

দ্রোণ। কেন? সব রথী একত্র হইয়া—
অভিমন্যু-বধকালে যেরূপে ক'রেছ—
কর তারে আক্রমণ।

দুর্য্যো। করিয়াছিলাম গুরু?

দ্রোণ। করহ আবার। পার্থ-পুত্র-বধ-
কালে ক'রেছিলে সপ্তবার, ভীম পুত্র-
বধে কর তিনবার।

দুর্য্যো। তারপর গুরু?

দ্রোণ। তারপর? সর্ব্বশক্তি করিয়া সংগ্রহ
বধিব সে দুরাত্মা রক্ষেসে।

দুর্য্যো। যদি গুরু, আসে সে সম্মুখে!
যদি নাহি আসে? যদি সে দুরাত্মা
এখন যেমন, আপনার
বাণের প্রক্ষেপ হ'তে দূরে দূরেফেরে?

দ্রোণ। যেখানে দাঁড়ায়ে তুমি এই স্থান হ'তে
দিব্যাস্ত্র প্রায়োগে, তাহার সমস্ত
মায়া ক'রে দিব ভস্মে পরিণত। রাজা,
তখন যে কেহ, তুমিও অক্লেশ তারে
পারিবে বধিতে।

দুর্য্যো। গুরুদেব, কৃপা,—কৃপা—
এ অধম শিষ্যে কর কৃপা।

দ্রোণ। কি বলিতে চাও?

দুর্য্যো। (উঠিয়া) আর কি বলিব?
এখনি—এখনি এই স্থান
হ'তে গুরু, করুন সংহার দুরাত্মারে।

দ্রোণ। কোনমতে পারি না তা' রাজা!
রণ-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞানে রাখি অভিমান,
নীতি-বিগর্হিত যুদ্ধ কর না প্রত্যাশ
মোর কাছে। যাও, বলিলাম যা'তোমারে,
স্থিরচিত্তে করি' প্রাণিধান, কর তাহা।
তৃতীয় বারের যুদ্ধে, বিফল যদ্যপি
হও রাজা, প্রতিশ্রুতি রহিল আমার,
যে কোন উপায়ে তারে, করিব বিনাশ।

দ্রোণের প্রস্থান—দুর্য্যোধনের উপবেশন

শকুনির প্রবেশ

শকুনি। ওই সব বক-ধার্ম্মিকের কথা শুনে,
নিরাশ কি হেতু দুর্য্যোধন।
ওঠো—ওঠো।
পাঁজিতে যাদের ধর্ম্ম ভরা, কোন কালে
তাহাদের দিয়া হয় কি ভারত যুদ্ধ
জয়? আজি অশ্লেষা, কাল সে ভীষণ
মঘা—তেরোস্পর্শ তার পরদিন। ওই
ওখানে দাঁড়ায়ে যুধিষ্ঠির, সেইখানে
কোদাল-দন্ত-বারকরা ভীম—এই সব
করি'অতিক্রম, কখন কি যেতে আছে—
ভীমের সে ধর্ম্মপত্নী হিড়িম্বা পুত্রের
সঙ্গে করিতে সংগ্রাম! আরে ছি ছি, যদি
জানিতাম, এই সব ভক্তবিটলগুলা,—
আচার্য্য বামুন, এ যুদ্ধে নায়ক হবে,
তা'হলে কি বাপের সে কয়খানা হাড়
অতি তেজে মাটিতে নিক্ষেপ করি? নাও
ওঠো বৎস, সমস্ত তোমার চিন্তা-ভার
আমার উপরে দাও—আমি নিজে থাকি
ব'সে, এইখানে গালে হাত দিয়া। শুধু
চিন্তবাণ ছুড়ে, এই খানে ব'সে ব'সে—
সাত অক্ষৌহিণী, আর সকৃষ্ণ-পাণ্ডব,
এবং তাদের বংশ, যেখানে যে আছে

পাঠাব যমের বাড়ী। ওঠো বৎস, ওঠো
আবার কিসের চিন্তা? করিয়া এসেছি
সে দুরাত্মা রাক্ষসের বধের ব্যবস্থা।

দুর্য্যো। সত্য হে
মাতুল—সত্য? (উঠিলেন)

শকুনি। তুমি কি আমার
রহস্যের বস্তু প্রিয়তম! আসিতেছে
অঙ্গরাজ, সঙ্গে ল'য়ে একঘ্ন সে বাণ

দুর্য্যো। নিশ্চিন্ত-নিশ্চিন্ত।

শকুনি। কিন্তু বৎস সাবধান,
পাঠিয়েছিলাম দুঃশাসনে। সত্যকথা—
কাহারে করিতে হবে
বধ—ব'লেছিনু
অঙ্গরাজে করিতে গোপন। জান তুমি
সঙ্কল্প তাহার, সেই একঘ্ন সায়কে
বধিবে সে ধনঞ্জয়ে। কথার কৌশলে
তাই, শিখায়ে দিয়েছি দুঃশাসনে, যেন
কোনমতে প্রকাশ না করে তার কাছে
হীন রাক্ষসের নাম। তাই বলি,
সাবধান আগে হ'তে ঘটোৎকচ-নামে
নিরুৎসাহ ক'র না তাহারে।

দুর্য্যো। বুঝিয়াছি, কিন্তু হে মাতুল,
তারপর?

শকুনি। (হাস্য) তারপর—
সে প্রশ্ন প্রভাতে—যদি এই রাত্রিকালে
তুমি আমি বাঁচি। এখানে লুকায়ে আছ,
ভেবেছ কি আছ তুমি, সে অর্দ্ধ-রাক্ষস
মায়াবীর দৃষ্টি-অগোচরে? ওদিকের
কাজ শেষ ক'রে ধরিবে তোমার স্কন্ধ,
কথাটা বুঝেছ দুর্য্যোধন? ওই—ওই—
আর্ত্তনাদ যেন এইদিকে আসে ছুটে।
ওদিকের কাজ বুঝি—বুঝেছ, বুঝেছ—
বৎস দুর্য্যোধন! বুঝি কেন, আর্ত্তনাদ
ভেদ ক'রে ওই যে আসিছে হুহুঙ্কার—
আর, বুঝি কেন, ওদিক নিঃশেষ—যাব্
ভয় নাই—আসে কর্ণ—যাহা বলিবার
বল তারে এইবার।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। আসিয়াছি সখা।

দুর্য্যো। সখা অঙ্গরাজ, দক্ষিণ বিপন্ন
আজি।
রণ-যজ্ঞ আরম্ভ হইতে, একদিন
একটি ক্ষণেরও তরে এমন বিপদ
আসে নাই কৌরবের।

কর্ণ। বুঝিয়াছি রাজা, বিপদ যে
নিদারুণ,
ব'লেছে আমারে দুঃশাসন।

দুর্য্যো। সবারে অভয় দাও সখা!

কর্ণ। সর্ব্বঅস্ত্রে সজ্জিত হইয়া
আসিয়াছি।

দুর্য্যো। তথাপি অভয়—বল সখা,
সে দুরন্ত
শত্রুকে না করিয়া নিধন, ফিরিবে না?

কর্ণ। কি হেতু তোমার কথা
বুঝিতে না পারি
আজ সখা? স্পষ্ট বল, কাহারে বধিতে হবে?

শকুনি। স্পষ্ট বল, স্পষ্ট বল
দুর্য্যোধন! যে যেখানে
আছে হে তোমার আপনার, সে সবার
হতে আরো আপনার, সে মহামতি।

দুর্য্যো। ঘটোৎকচে।

কর্ণ। ঘটোৎকচে। নহে—ধনঞ্জয়?

দুর্য্যো। নহে ধনঞ্জয়।

কর্ণ। মহারাজ,
আমি যে তাহারি বধ সঙ্কল্প করিয়া
পত্নীর নিকট হ'তে লয়েছি বিদায়।

দুর্য্যো। দুর্দ্ধর্ষ সে রাক্ষসের তুলনায় তুচ্ছ
ধনঞ্জয়, তুচ্ছ ভীম, নগণ্য নগণ্য

অন্য পাণ্ডবের রথী। ভীমার্জ্জুনে নাহি
ভয়, আমিই তাদের সমর্থ করিতে
পরাজয়।

কর্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) চল
মহারাজ।

দুর্য্যো। চল, রক্ষা কর মোরে সখা।

কর্ণ। এই যে প্রস্তুত রাজা।
তোমার তুষ্টির তরে সমস্ত দিয়াছি।
অবশিষ্ট যা আছে আমার, তাহা আজি
নিঃশেষে তোমারে দিব দান।

(কর্ণ ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান

শকুনি। (হাস্য) "নিঃশেষে তোমারে দিব দান।" তাহ'লেই এখন নিঃশ্বেষ ফেলে বাঁচি। আজকের রাতটা ত কোন রকমে কাটুক, তারপর কালকের চিন্তা কাল।

(বিকর্ণের প্রবেশ—তাহাকে দেখিয়া শকুনির ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ)

বিকর্ণ। ভয় নেই মামা, আমি
বিকর্ণ।

শকুনি। আরে রাম রাম, গেল কর্ণ, এলো বিকর্ণ। তুমি যে এখানে হঠাৎ? কি মনে ক'রে বৎস?

বিকর্ণ। বিশেষ কিছু মনে ক'রে নয় মামা, তুমিও যেভাবে এখানে উপস্থিত হ'য়েছ, আমিও সেই ভাবে উপস্থিত—প্রাণভয়ে পলায়ন। দেখলুম এই পলায়ন ভিন্ন সেই ভীষণ রাক্ষসের হাত থেকে নিস্তার পাবার অন্য কোনও উপায় নেই।

শকুনি। যা ব'লেছ বৎস বিকর্ণ, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আত্মরক্ষার যত অস্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে, এই পলায়ন-অস্ত্রের তুল্য আর কোনটাই নয়। তা—হাঁ, দেখ বৎস বিকর্ণ, তোমাকে একটি কাজ ক'রতে হবে।

বিকর্ণ। বল মামা।

শকুনি। তুমি তোমার ভাইদের মধ্যে সবার চেয়ে ধার্ম্মিক কিনা, তাই তোমাকে বলছি।

বিকর্ণ। বল।

শকুনি। উত্তম, তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রহরীর কার্য্য কর তো। আমি একবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হই। তারপর তোমাকে ব'লছি।

বিকর্ণ। সেটা শিবিরে গিয়ে হও মামা। এখানে মগ্ন হ'লে সে দুর্দ্দান্ত রাক্ষস চুলের মুঠি ধ'রে তোমাকে ভাসিয়ে তুলবে। শুনলাম, সে তোমাকে অন্বেষণ ক'রছে।

শকুনি। সত্য? বিকর্ণ, একথাটাতে কি মিথ্যার কিঞ্চিত সংযোগ নেই?

বিকর্ণ। এ জীবন-সংকটে মিথ্যা বলবার প্রয়োজন কি মামা—শুনলাম, সে ব'লছে, তুমি আর কর্ণ—এই দুইজন হ'তেই পাণ্ডবদের যত দুর্দ্দশা! সুতরাং তোমাদের দুইজনকে বধ না করে সে যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত হচ্ছে না।

শকুনি। তবেই ত গোলটা একটু বিশেষ চক্রাকারেই বাধালে—সেই অসভ্য বর্ব্বর অর্দ্ধ-রাক্ষস। তবে, বৎস। আগে কাকে?

বিকর্ণ। আগে তুমি, তারপর কর্ণ।

শকুনি। তা'হলে আত্মরক্ষার অস্ত্রটা একটু দ্রুত ভাবেই প্রয়োগ ক'রতে হ'ল দেখছি।

বিকর্ণ। অত দ্রুত নয় মাতুল, অত

দ্রুত নয়। আত্মরক্ষার এত আগ্রহ যে, আমাকে চোখের নিমিষেই ভুলে গেলে?

শকুনি। আরে এসো, তুমিও এসো। আমি প্রৌঢ়, তুমি যুবা। তার উপর আমি চিন্তাসাগরে ভাসমান। সত্যই যদি সে আমাকে আগে হত্যা করবার প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকে বিকর্ণ?

বিকর্ণ। এতই যদি মৃত্যুভয়, তবে বাপের সেই কখানা হাড়ে এ ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছিলে কেন মামা?

শকুনি। হ'য়েছে—হ'য়েছে। দীর্ঘজীবী বিকর্ণ—দীর্ঘ-জীবি হও। ওরে ও কৈরব-কুল। নির্ভয়-নির্ভয়। কি স্মরণ করালিরে বিকর্ণ, কি ব'ললি!

বিকর্ণ। হঠাৎ এ বিপরীত উচ্ছ্বাস কি হেতু মামা?

শকুনি। বাপের এই কখানা হাড়কে একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম রে বিকর্ণ। চিন্তাসাগরে ভাসমান হয়েও এটাকে মনে আনতে পারছিলুম না। শীঘ্র চল বৎস, দেখিয়ে দেবে আমাকে কোথায় কর্ণ। আবার এরই সাহায্যে ভারত-যুদ্ধ জয়। ঘটোৎকচকে তার বধ করতে হবে না। সে যুধিষ্ঠিরকে বন্দি ক'রে দিক। আবার তার সঙ্গে ছ'-তিন-নয়। অমনি যুদ্ধ জয়—নির্ভয়—নির্ভয়—আবার পাণ্ডবের বারো বৎসর। চ'লে এসো বিকর্ণ, চ'লে এসো।

বিকর্ণ। এত দেখে জন্মিল না জ্ঞান? হে মাতুল, এখনো এমন মত্ত তুমি?

শকুনি। উপদেশ রেখে ভক্তবিটেল—ভাগিনেয়, চ'লে এস—চ'লে এস।

চতুর্থ দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—অপরাংশ

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। নিরুৎসাহ মত, রণে ভঙ্গ দিয়া
এই পথে কোথায় কি হেতু মহারাজ?

যুধি। রণে ভঙ্গ সত্য ধনঞ্জয়।
তোমারেই
করিতেছি অন্বেষণ। সমর অঙ্গনে
রাধাসূত প্রবেশ করিয়া, একেবারে
দলিতেছে সমস্ত আমার সৈন্য। ভ্রাতঃ
কিছুদূর অগ্রে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া
এস, মহা ধনুর্দ্ধর কর্ণ, আজিকার
ভীম রজনীতে প্রখর ভাস্কর মত
দীপ্ত-মূর্ত্তি, দাঁড়ায়েছে আপনার তেজে।
কখনো এরূপ মূর্ত্তি দেখি নাই তার।
এত যে তাহার শক্তি, আনিতে পারিনি
কল্পনায়। ধৃষ্টদ্যুম্ন পরাজিত, ছাড়ি'
রণস্থল পলায়িত। সোমক পাঞ্চাল—
তোমার আত্মীয়গণ, বিদ্রাবিত হয়ে
কর্ণ-শরে, অনাথেরমত করিতেছে
আর্ত্তনাদ। সত্য ভ্রাতঃ, অনাথের মত
যেন এ জগতে তারা আশ্রয় বিহীন।
কখন যে করে কর্ণ শরের সন্ধান
কখন নিক্ষেপ—উল্কা-রাশি মত, তার
শরজাল, কখন যে কোথা হ'তে আসে,
সৈন্য ধ্বংস করি', আবার কোথায় যায়,
কেহই বুঝিতে নাহি পারে। তাই আমি
তোমারে বলিতে আসিয়াছি। কালোচিত
কার্য ক'রে স্থির, সত্বর যাহাতে মরে
রাধার নন্দন, শীঘ্র কর সম্পাদন।

অর্জ্জুন। কেশবে-জিজ্ঞাসি',এখনি
উত্তর আমি
দিব মহারাজ। ততক্ষণ ফিরে যান

রণস্থলে। সংগ্রামে নায়ক-শূন্য সেনা
কার্য্যশূন্য জড়সম—মরিবে নিষ্ঠুর
ভাবে শত্রু-শরে। বিজয়ের মুখে হবে
বিধ্বস্ত পাণ্ডব।

যুধি। তোমার আশ্বাস-বাক্যে
ফিরিলাম ভ্রাতঃ (প্রস্থান

কৃষ্ণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কেশব—কেশব।—

কৃষ্ণ। সখা দেখেছি—বুঝেছি। বুঝে,
ছুটিয়া এসেছি নির্ভয় করিতে ধর্ম্মরাজে।

নকুল ও সহদেবের প্রবেশ

যাও ভাই,
তোমরা দু'জনে করিয়া জীবন পণ
পৃষ্ঠরক্ষা করিবে রাজার।

নকুল। (জনান্তিকে) সহদেব!
'করিয়া জীবন পণ'?

সহ। শুনিয়াছি ভাই
বুঝেছি, সঙ্কুল যুদ্ধ আজি।

(নকুল ও সহদেবের প্রস্থান

কৃষ্ণ। এইবারে সখা,
সর্ব্বভাবে নিশ্চিন্ত হইনু আমি।

ভীমের প্রবেশ

দাদা বৃকোদর! রাক্ষস সে অলায়ুধ
বধিয়া এসেছ তারে?

ভীম। আমি বধি নাই বাসুদেব।
বধিয়াছে তারে ঘটোৎকচ—
বধিয়া—সে রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু হ'তে
আমারে করেছে রক্ষা।

কৃষ্ণ। এক কথা দাদা,
তুমি কিংবা তোমার সন্তান। শক্তি তারে
উদ্ভূত ত তোমা হ'তে। যাক, এইবারে
নিবেদন—বড়ই কি ক্লান্ত তুমি?

ভীম। সব ক্লান্তি গেছে চলে,
তোমারে দেখিয়া বাসুদেব।

কৃষ্ণ। তবে মোর অনুরোধে—
গিয়াছে বালক
দু'টি রাজার পশ্চাতে। সে সবার ভার,
দিতেছি মধ্যম দাদা আপনার'পরে।

ভীম। চলিলাম বাসুদেব। (প্রস্থান

অর্জ্জুন। একি জনার্দ্দন, কি করিলে!
আমার যে কাঁপিতেছে প্রাণ! কর্ণ সঙ্গে
প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পাঠাইলে ধর্ম্মরাজে।

কৃষ্ণ। শুধু ধর্ম্মরাজ কই সখা?
তার সঙ্গে তার তিন ভ্রাতা।

অর্জ্জুন। বাসুদেব,
কখনো তোমার কার্য্যে করিনি সন্দেহ
তোমার ইচ্ছায় সখা, কার্য্য করি আমি।

কৃষ্ণ। জানি আমি সখা। তুমিও
শুনিয়া রাখ,
আজ তুমি একদিকে—আর পত্নী,পুত্র,
সমস্ত বান্ধব অন্যদিকে—তুলাদণ্ডে
পরিমাণ হে বিজয়, তুমি গুরুতর।

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। হে আর্য, অদ্ভুত সংগ্রাম
লীলা আজি।
স্বচক্ষে দেখিয়া, উভয়ে সংবাদ দিতে
আসিতেছি আমি। কর্ণের অদ্ভুত যুদ্ধ
কোথা হ'তে কেমনে আসিছে শররাজি,
ধারায় ধারায়—জলপ্রপাতের মত—
চলে যেন, বিদ্যুতের বেগে, ভাসাইয়া
পাণ্ডব-বাহিনী স্রোত-মুখে। মধ্যে তার
পড়িয়াছে ধর্ম্মরাজ।

অর্জ্জুন। কেশব—কেশব!

কষ্ণ। অপেক্ষা—অপেক্ষা। হে
সাত্যকি, আজ্ঞা নহে—
এ আমার অনুরোধ। একদিন ছিল
দুর্য্যোধন, তব সখা প্রাণ হ'তে প্রিয়—
তোমার সে বাল্যের সখারে, বাণপুষ্প

উপহারে তোমারে করিতে হবে আজি
এমন তর্পণ' যেন কোন মতে রাজা
সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে নাহি পারে সূতপুত্রে
সাহায্য করিতে। যাও, মুহূর্ত্ত সময়
না কার' অপেক্ষা হেথা, চ'লে যাও।—

সাত্যকি। যথা আজ্ঞা। তবে
(চলিতে চলিতে)
পড়ে গেল মনে প্রভু. সূতপুত্র আজি
ধনঞ্জয়ে কেবল করিছে অন্বেষণ।

কৃষ্ণ। সে ব্যবস্থা শীঘ্রই করিব
প্রিয়তম।
যে রথের সারথ্য ল'য়েছি আমি,
শীঘ্রই সাত্যকি, সখার সে কপিধ্বজ
দেখা'ব স্বমূর্ত্তি ওই বীরের সম্মুখে।
(সাত্যকির প্রস্থান

অর্জ্জুন। দেখাবে কেন, বাসুদেব,
এখনি দেখাও। কর্ণে বধ করি ,'
ধর্ম্মরাজে, নিশ্চিন্ত করিয়া দিই আমি

কৃষ্ণ। ব্যাকুল হ'য়ো না সখা, সত্বর
পূরাব
আমি সে ইচ্ছা তোমার।—এসো বৎস
ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচের প্রবেশ

ব্যকুল দৃষ্টিতে আছি আমি।
দাঁড়াইয়া তোমায় দেখার প্রতীক্ষায়।

ঘটোৎ। (প্রণাম) আজ্ঞা করুন—দাস উপস্থিত। কৌরব বেটাদের একদিক খেয়ে এসেছি। হ-অ-অ।

কৃষ্ণ। দেখছি বৎস।

ঘটোৎ। অলায়ুধ বেটাকে মেরে বাবাকে রক্ষা ক'রেছি। হ-অ-অ। সময়ে উপস্থিত না হ'লে বাবাকে মেরে

কৃষ্ণ। তাও শুনেছি।

ঘটোৎ। হ-অ-অ! তাও শুনেছেন? এরই মধ্যে আপনাকে কে শোনালো প্রভু?

কৃষ্ণ। তোমার পিতাই শুনিয়েছেন বৎস।

অর্জ্জুন। পূর্ব্ব হ'তেই তুমি প্রিয় আছ, তোমার পিতার জীবন রক্ষা ক'রে তুমি আমাদের প্রাণের বস্তু হ'লে বৎস।

ঘটোৎ। হ-অ-অ! এইবারে শকুনি বেটাকে খুজে বেড়াচ্ছি। সেই বেটা হ'তেই বাবাদের যত কষ্ট ভোগ ক'রতে হ'য়েছে!

কৃষ্ণ। শুধু শকুনি? আর কর্ণ?

ঘটোৎ। ঠিক ঠিক ! তা হ'লে শকুনিকে মেরে আবার কর্ণকে মারতে হবে। হ-অ-অ!

কৃষ্ণ। না বৎস, আগে —নাশ ক'রতে হবে কর্ণকে। তোমার পিতৃ-পিতৃব্যদের দুর্দ্দশার সেই হ'চ্ছে প্রধান কারণ।

ঘটোৎ। বটে বটে!

কৃষ্ণ। শকুনিকে বধ ক'রতে তোমার মত বীরের প্রয়োজন হবে না। কর্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করাই তোমার মত বীরের কর্ত্তব্য। যদি তাকে বধ করতে পার, তা হ'লে তুমি জগতে শ্রেষ্ঠ বীর ব'লে গণ্য হবে।

ঘটোৎ। বটে বটে ! তা'হলে আগেই কর্ণ। হ-অ-অ!

কৃষ্ণ। সর্ব্বাগ্রেই কর্ণ। কর্ণ বিপুল তেজে আমাদের সৈন্য আক্রমণ ক'রেছে। যত শীঘ্র পার, তার গতিরোধ কর। ঘটোৎকচ, আমি যা ব'লছি, তা

শোন। এই যুদ্ধে তোমারই বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় এসেছে।

ঘটোৎকচ অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিল

অর্জ্জুন। আমার মতের আর প্রতীক্ষা করিতে হবে না বৎস। সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্য মধ্যে তুমি, সাত্যকি, আর ভীমসেন—এই তিন জনই আমার মতে এখন সর্ব্বপ্রধান। তাঁরা দুই জনেই আবদ্ধ। তা হ'লে যখন বাসুদেবের ইচ্ছা, তখন তুমিই এই রজনীতে কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ঘটোৎ। কর্ণ-কর্ণ-কর্ণ। হ-অ অ। শুনুন—আপনারা সন্তানের নিবেদন। আপনাদের বংশে জন্মেছি, তবু যখন শত্রুরা আমাকে রাক্ষস ভিন্ন বলে না তখন আজকার যুদ্ধে রাক্ষসের মতই ব্যবহার ক'রবো। যে বীর তাকেও মারব, যে ভয়ে হাত জোড় ক'রবে তাকেও মারব। কাউকেও ছাড়ব না। আর কর্ণের সঙ্গে এমন যুদ্ধ ক'রবো যে, চিরকাল বড় বড় অক্ষরে আপনাদের পুঁথিতে অমার এই ঘটোৎকচ নামটি লেখা থাকবে। হ-অ-অ। (প্রস্থান।

অর্জ্জুন। করিলে কি বাসুদেব?

কৃষ্ণ। কর্ত্তব্য বুঝেছি যাহা,
করিয়াছি সখা।
এ ভারত-যুদ্ধে গৌরব করিতে লাভ,
সকলেরি আছে সম অধিকার সখা।

অর্জ্জন। তারপর—আমি ?

কৃষ্ণ। আছে গুরুতর কার্য্য তব,
ভুলেছ কি
মতিমান সেই দিন, রাজা দুর্য্যোধন—
যে দিন তোমারে সঙ্গে বরিতে আমারে
রণযজ্ঞে, গিয়াছিল দ্বারকায়?
তুমি বরিয়া লইলে সারথিরে।
কুরুরাজ লইল আমার নারায়ণী
সেনা। তারা আমারি শক্তিতে শক্তিমান—
তুমি ভিন্ন অবধ্য অন্যের।

অর্জ্জুন। চল, বুঝিয়াছি বাসুদেব।

পঞ্চম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র-অপর পার্শ্ব

কর্ণ, সম্মুখে নতমস্তকে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব।

দূরে নতমস্তকে একান্তে উপবিষ্ট ভীম

কর্ণ। সার্থক ধারণ মোর শর-
শরাসন,
যার ফলে চারিভ্রাতা সম্মুখে আমার।
লজ্জা কি, লজ্জা কি সহদেব? রণশাস্ত্রে
এখনো নিতান্ত অজ্ঞ তুমি। হে নকুল,
তুমি বা কি হেতু নতশির?-মাথা তুলি,
দেখ মোরে। হে প্রচণ্ড অভিমানী, যদি
প্রকাশ্যে জাগে হে লজ্জা আমারে করিতে
নমস্কার,কর মনে মনে। আর কর
সেই সঙ্গে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, ওই তব
অল্প বিদ্যা ল'য়ে, আর কভু দাঁড়াবে না
মম সম সুপ্রবীণ যোদ্ধার সম্মুখে।
হীন আভিজাত্য-গর্ব্ব, কখন প্রকৃত
কার্য্যে কোন কালে সাহায্য করে না, এই
জ্ঞান ল'য়ে জ্যেষ্ঠের ধরিয়া কর,যাও
হে বালক, শিবিরে ফিরিয়া। চ'লে যাও
যুধিষ্ঠির, তোমারে দিলাম অব্যাহিতি।
আনন্দ হইত পূর্ণ, যদি ধনঞ্জয়
সাহস করিত আজি তোমাদের মত
করিতে আমার সঙ্গে দ্বৈরথ-সংগ্রাম।
আত্মশ্লাঘাকারী ভীরু, আমার নির্দ্দয়
হস্তে নিধনের ভয়ে রোধিতে আমার

গতি, তোমাদের করেছে প্রেরণ। আর
নিজে, যুদ্ধ-ছল করি', পলাইয়া গেছে
এ বিশাল কুরুক্ষেত্রে, কোন্দুর দেশে।
চ'লে যাও ধর্ম্মরাজ। যদি ইচ্ছা হয়, এই
হীন সূতপুত্রে করি' নমস্কার, দিয়ে
যাও তারে, বিজয়ীর প্রাপ্য অধিকার।
(নমস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান, নমস্কার না করিয়া নকুল প্রস্থান করিতেছিল)
অশিষ্ট নকুল।

নকুল। আমি নহি ধর্ম্মরাজ। যাক প্রাণ, হীন
সূতপুত্রের সম্মুখে শির না করিব নত।

কর্ণ। (হাস্য) যাও, তোমার প্রণাম,
আমার নিকটে মূল্যহীন। **(নকুলের প্রস্থান।**
তুমি কি করিবে সহদেব?

সহ। নিজে ধর্ম্মরাজ প্রণাম করিল যারে,
হ'ক সে অধম শূদ্র—সূত—আমি তাঁরে
করিনু প্রণাম। **(প্রণাম)**

কর্ণ। **(শশব্যস্তে)** যাও ভাই শীঘ্র যাও—
তুলে লও ধর্ম্মরাজে নিজ-রথে। ভগ্নরথ,
নিরস্ত্র তোমার জ্যেষ্ঠ। যদি দেখে রাজা
দুর্য্যোধন, তখনি করিবে বন্দী—যাও!
রাজ্যলোভে সংগ্রামের এত যে ক'রেছ
আয়োজন, সমস্তই পণ্ড হবে।
(সহদেবের প্রস্থান।
আর তুমি?
—কি করিবে বৃথাগর্ব্বী বৃকোদর?
মনে আছে? যে দিন প্রথম,তোমাদের
রঙ্গস্থলে করিয়া প্রবেশ, ক্রীড়াযুদ্ধে,-
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের সম্মুখে-
করিয়াছিলাম আমি অর্জ্জুনে আহ্বান!
পাইয়া আমার পরিচয়, দুর্ব্বাক্য
বলেছিলে মোরে—''ওরে হীন সূতপুত্র
অস্ত্র ধরা কার্য্য তোর নয়—অস্ত্র ফেলে
বল্‌গা ধর্‌ হাতে''—মনে আছে?
বুঝেছ কি
এইবার, সেই হীন সূতপুত্র কত
শক্তিধর, বুঝেছ কি মহাশক্তিশালী
ভীমসেন, তোমারে যে দলিত করিয়া
জড়মত নিশ্চেষ্ট করিতে পারে, তার
হস্তে বল্‌গা কিংবা অস্ত্র পায় শোভা?
বল ধুরন্ধর।

ভীম। যে কথা ব'লেছি হীন সূত,
মৃত্যু-ভয়ে করিব কি তার প্রত্যাহার?
হীন হ'তে আরো হীন তুই। যুদ্ধে করি'
অধর্ম্ম আশ্রয় আমারে স্তম্ভন বাণে
নিশ্চেষ্ট করিলি।

কর্ণ। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম যুদ্ধ,
ধর্ম্মবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরে করিও জিজ্ঞাসা
স্থূলবুদ্ধি উদরসর্ব্বস্ব বৃকোদর,
তুমি কি বুঝিবে? শরমুখে করিয়াছি
স্নেহের আরোপ। হতভাগ্য বুঝিলে না,
জীবন্ত পরশ তার শিথিল করিয়া
অঙ্গ তব, করিয়াছে নিশ্চেষ্ট তোমারে?
(ভীমের গলদেশে ধনু প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণ)
অশিষ্ট ক্ষত্রিয়,উঠে যাও। হীন প্রাণ
লইয়া তোমার, কিছুমাত্র গর্ব্ব নাহি
মোর। যাও, তোমারেও দিনু
অব্যাহতি।

ভীম। এ হ'তে অধিক নয় মৃত্যুর যন্ত্রণা।
দেরে, হীন সূত, মৃত্যু দে—মৃত্যু দে মোরে।

কর্ণ। তা হ'তে অধিক দিব যন্ত্রণা তোমায়!

হে দাম্ভিক ক্ষত্রিয় নন্দন,—এই নাও—

(ভীমের গণ্ডে চুম্বন করিলেন।

তাইত, তাইত ভীমসেন! বজ্রসম
করেছ কঠোর দেহ, কিন্তু গণ্ড
তব এত সুকোমল। যাও এইবার।
আভিজাত্য-গর্ব্বে তব দিলাম আক্ষেপ-
চিহ্ন। যতদিন জীবিত রহিবে, রেখো
জ্বলন্ত স্মৃতিতে তুলে। **(নতমস্তকে ভীমের প্রস্থান।**

মা, মা! কোথা আছ?
একবার দেখা দিয়ে প্রফুল্ল কর মা
মোরে! মর্ম্মভেদী বাণ, ঘন বরষার
ধারামত, ছুঁড়েছি আকাশে। তারা ফিরে
আসি', তোমার এ মাতৃহারা সন্তানের
মুক্ত মর্ম্মে করিছে পীড়ন। তুমি ছাড়া
আর যে মা, পারিবে না কেহ, নিবাইতে
সে অনল-জ্বালা। আসিতে কি পারিবে
না?

(কুন্তী মূর্ত্তির আবির্ভাব।

না—না—তুমি কেন! তোমারে চাহি
না আমি
দেখিতে—নিয়তিরূপা—ওগো চ'লে যাও
চাহিয়া দেখিতে কৃতজ্ঞতা, পথরোধ
ক'রে তাঁর—যাঁহার বাৎসল্যে পুষ্ট আমি—
দাঁড়ায়ো না—দাঁড়ায়ো না—ওগো
—মাতা!

(মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

মাতা? মাতা—মৃত্যু-মূর্ত্তি—আমার মাতা?

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশা। অঙ্গরাজ।

কর্ণ। এই যে সম্মুখে তব ভ্রাতঃ!

দুঃশা। আসিতেছে ঘটোৎকচ বধিতে
আমারে।

কর্ণ। ভুলে গিয়েছিনু আমি—বধিতে এসেছি
ঘটোৎকচে, ভুলে গিয়েছিনু দুঃশাসন।

(উভয়ের প্রস্থান।

শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ

শকুনি। ওই যায়—ওই যায়—যাও
দুর্য্যোধন,
ওই—ওই দেখিছ না? ওই চ'লে যায়
যুধিষ্ঠির? রথ-শূন্য—অস্ত্র-শূন্য হেন
শুভযোগ—আর কি কখন পাবে?
যাও, যাও—

দুর্য্যো। সত্য হে মাতুল, এমন সুযোগ
আর ত কখন আসিবে না।

শকুনি। যাও যাও বৃথাবাক্যে বিলম্ব
ক'র না।
সহদেব-রথে যদি একবার করে
আরোহণ, আর তারে পাইবে না।

দুর্য্যো। কিন্তু হে মাতুল—

শকুনি। বল বল—শীঘ্র বল।

দুর্য্যো। বেঁধে যদি আনি তারে,
তারপর কি করিব?

শকুনি। এনে দিবে আমার নিকটে।
আবার করিব—মূর্খ ভাগিনেয়,
বুঝিছ না—আবার করিব পাশা-ক্রীড়া

দুর্য্যো। বুঝিয়াছি, আবার পাঠাবে
তারে বনে।

শকুনি। দুর্য্যোধন, আবার যদ্যপি
তারে পাই, যাবৎ-জীবন দেশান্তর।

দুর্য্যো। অপেক্ষা—অপেক্ষা—হে
মাতুল, জেনো স্থির,
বন্দী করি' আনিয়াছি যুধিষ্ঠিরে। **(প্রস্থান।**

শকুনি। ধর্ম্মরাজ ই
বটে তুমি যুধিষ্ঠির! একটি বারের
তরে, দুর্য্যোধন-মুখ হ'তে,বহির্গত
হ'ল না ত তোমার নিধন-কথা। যাক্
যদি হয় পূর্ণকাম দুর্য্যোধন—যদি

ধর্ম্মরাজ, সে তোমারে বাঁধিয়া আনিতে
পারে, এ ভারতে-যুদ্ধে, সর্ব্বজয়ী হব
আমি। আবার খেলিব পাশা—রাজা,
আবার পাঠাবো তোমা' বনে।
(নেপথ্যে চাহিয়া) ওকি হ'ল?
ওকে আসে দুর্য্যোধনে নিরুদ্ধ করিতে।
ওরে পাশা, বৃথা আশা, হ'ল না পাণ্ডব
পরাজয়। দূর ছাই—দশ-ছয় ষোল।
তবে সব গেল—যেলে কলা পূর্ণ হ'ল।
পিতৃ-অস্থি, এতদিন পরে তোর
গেল প্রয়োজন। চল্ এইবারে তোরে
নিক্ষেপ করিয়া আসি হিরণ্বতী জলে।

(প্রস্থান।

(যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্য্যোধন ও সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। এতক্ষণ পরে বুঝিতে
পারিলে সখা,
এমন সুলভ ন'ন রাজা যুধিষ্ঠির?
নিরস্ত্র দেখিয়া তাঁরে,প্রমত্ত-উল্লাসে
ছুটেছিলে তাঁহারে করিতে বন্দী।কই
সে মহাপুরুষ কোথা, আর, কোথা তুমি?
বুঝ নাই হতভাগ্য, অলক্ষ্যে তাঁহার-
কতশত অনুচর ধর্ম্মের নির্দ্দেশে,
তাঁহার জীবন রক্ষা করে?

দুর্য্যো। হে সখে সাত্যকি, ধিক্
ক্ষাত্র-ধর্ম্মে, ক্ষাত্র-পরাক্রমে। একদিন
ছিলে যে আমার তুমি প্রাণ হ'তে প্রিয়।
আমিও ছিলাম বুঝি তাই—

সাত্যকি। বুঝি কেন, তাই ছিলে
সখা—
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম।

দুর্য্যো। লোভে, মোহে আজি সেই
তোমাতে আমাতে এ বৈরিতা।

সাত্যকি। বিচিত্র! কিন্তু সখা সত্য যদি
তোমারে বলিতে হয়, বৈরিতা পশেছে
শুধু বাণে—নহে মনে।

দুর্য্যো। যাই হ'ক শুনি,
আনন্দে বিদায় মুখে দিতেছি তোমারে
শর-পুষ্প উপহার। **(শর নিক্ষেপ।**

সাত্যকি। আমিও দিতেছি লহ—
প্রতিদান **(শর নিক্ষেপ।**

—দৃশ্যান্তর—

(মৃত ঘটোৎকচ—পার্শ্বে কর্ণ)

কর্ণ। চ'লে গেলি এক-বিঘাতিনী?
এক ক্ষুদ্র
নগণ্য, বর্ব্বর রথী—তারে বধ ক'রে
বধের রহস্য ক'রে গেলি? স্বপ্নে দেখা,
আলোকের মত, বদ্ধ চোখে দিয়ে দেখা,
মুক্ত চোখে আঁধারে মিলালি? দিয়েছিলি
কি আশ্বাস, শৈল মহান—মুখে হাসি-
বুঝেছে সে আজ নিরাপদ। মহাশত্রু
আমি তার, অতি তুচ্ছ তৃণ উৎপাটিতে,
ক'রেছি এ বজ্রবাহু ক্ষত। চোখে আসে
জল। কেন আসে? আসে কি বিষাদ?
না না,
কখনো যা আসে নাই, কি হেতু আসিবে
তাহা আজি? উল্লাস। ওই শৈল-
অন্তরালে ওই যে অপূর্ব্ব দুটি আঁখি-
ওই যে কারুণ্যপূর্ণ—ভাসায়ে তুলেছে
অন্ধকারে, যুগ যুগান্তের আত্মীয়তা—
কত কথা বিশ্রব্ধ আলাপে—মধু-ভরা
সম্পর্কের কত ইতিহাস—ওই বটে।
কাঁদানো পরশ নিয়ে—ওই বটে আসিয়াছে
বিকল করিতে মোরে। উল্লাস-উল্লাস!

(দুঃশাসন প্রভৃতির প্রবেশ)

দুঃশা। ম'রেছে—ম'রেছে ম'রেছে।

সকলে (উল্লাস করিতে করিতে) ধন্য
বীর অঙ্গরাজ।

দুঃশা। চল, তাঁকে আজ কাঁধে ক'রে আমাদের নৃত্য ক'রতে হবে। ঘটোৎকচ মরেছে।

সকলে। ঠিক—ঠিক। চল, নৃত্য ক'রতে হবে—তাঁকে কাঁধে ক'রে চল—চল।

দুঃশা। মামা—মামা, ম'রেছে—ম'রেছে।

শকুনি। আগে আমাকে কাঁধে ক'রে নৃত্য কর্ বেটারা। মেরেছে কে? রাগে আমি বাপের গোহাড় ক'খানা জলাঞ্জলি দিয়ে এলুম—মাথায় হাত দিয়ে পাকা একটি দণ্ড এই রাক্ষসটার বধোপায় চিন্তা ক'রলুম—ওকি আর বাঁচতে পারে।

সকলে। তবে মামাকেও কাঁধে কর—

শকুনি। আরে না—না—রহস্য ক'রছিলুম—রহস্য। নে—নে, এখন ছুটে চল্—সৈন্য মধ্যে সংবাদ দে—রাজাকে সংবাদ দে। ওরে, এত উল্লাস—মনে হ'চ্ছে নিজেই যেন আমাকে কাঁধে ক'রেছি।

(সকলের প্রস্থান। নেপথ্যে উল্লাস।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ, পশ্চাতে কৃষ্ণ)

অর্জ্জুন। এ কিরূপ বাসুদেব? কি
হেতু কৌরব
সহসা করিল এই প্রমত্ত উল্লাস?
একি—একি—হে কেশব একি সর্ব্বনাশ!
ঘটোৎকচ নিহত সমরে!

কৃষ্ণ। (সোল্লাসে) সত্য কথা?
মরিয়াছে ঘটোৎকচ?

অর্জ্জুন। ওই যে সম্মুখে তব সখা।
কি হ'ল কেশব—কি দুর্দ্দৈব
ঘেরিল পাণ্ডবে! কাল গেল অভিমন্যু,
আজ ঘটোৎকচ। অসহ্য, কৃষ্ণ,
শোকের উপর শোক উন্মত্ত করিল
মোরে। কে বধিল মহাবীরে বল কৃষ্ণ,
অভিমন্যু-বধে বধিয়াছি যেই মত
জয়দ্রথ—ঘটোৎকচ-বধে, সেইমত
বধ করি দুরাত্মারে।

কৃষ্ণ। অপেক্ষা—অপেক্ষা প্রিয়
সখা—
সর্ব্বাগ্রে আনন্দ করি, পরে
বলিব তোমাকে, কে বধেছে ঘটোৎকচে।
শঙ্খধ্বনি

অর্জ্জুন। (সবিস্ময়ে) ওকি কর।

কৃষ্ণ। এই যে দেখ না, করিতেছি
শঙ্খধ্বনি।
কি দেখিছ বিস্মিত নয়নে ধনঞ্জয়।
উল্লাসে চরণ রহে না রহে না স্থির—
অপেক্ষা—প্রাণের সখা, ক্ষণেক নাচিয়া
লই আমি।

অর্জ্জুন। বাসুদেব, নিশ্চয় প্রমত্ত আজ
তুমি।

কৃষ্ণ। প্রমত্ত—প্রমত্ত—আনন্দের
প্রমত্ত উচ্ছ্বাস সখা, প্রমত্ত ক'রেছে
মোরে। ঘটোৎকচ মরিয়াছে । বধিয়াছে
তারে কর্ণ। নিদ্রাশূন্য এত কাল গেছে
মোর নিশা। আজ আমি নিশ্চিন্ত ঘুমাব!

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন, তব কার্য্যে
করিয়া সন্দেহ
হইয়াছি অপরাধী আমি। তবু সখা,
বল মোরে—বড় কৌতূহল—পুত্রবধ
দেখে,কি কারণে উল্লাস তোমার?

কৃষ্ণ। আজ নিজ প্রাণ
দিয়ে কর্ণ-শরে ক'রে গেছে

হিড়িম্বানন্দন তোমার জীবন রক্ষা।
অর্জ্জুন। আমার জীবন রক্ষা।
কৃষ্ণ। তাই কেন সখা,—তোমার-
আমার।
অঙ্গরাজ যে ভীষণ অস্ত্রবলে ছিল
বলীয়ান, সে অস্ত্রের প্রহার সহিতে
ত্রিজগতে নাহি ছিল নাহি ছিল
শক্তিমান্।
সে যদি করিত ইচ্ছা বধিতে আমারে,
হইত আমার মৃত্যু—বধিতে তোমারে,
হইত তোমার মৃত্যু। গাণ্ডীব দূরের
কথা, রক্ষিতে নারিত সুদর্শন।
অর্জ্জুন। এত বড় বীর কর্ণ?
কৃষ্ণ। ছিল, আর নহে—
এইবারে বধ্য সে তোমার।
এত বড় বীর পূর্ব্বে আসেনি ধরায়।
সহজাত কবচ-কুণ্ডল-ধারী—ছিল
নররূপে সে অমর। কেবল—কেবল
দানে দাতৃশিরোমণি নিঃস্ব করিয়াছে
আপনারে। তথাপি—তথাপি— একমাত্র
বধ্য সে তোমার। তাও সখা, যোগ্য
কালে—
যখন তখন নয়। চল, বলিতে বলিতে
ইতিহাস, শিবিরে ফিরিয়া, অবশিষ্ট
রাত্রিকাল নিশ্চিন্ত বিশ্রাম লই সখা।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী

(যুধিষ্ঠির শয্যায় শয়ান, দ্রৌপদীর পদসেবা)

যুধি। হ'ল না পাঞ্চালী। শুধু
লাভ—মর্ম্মস্থলে
আঘাতের উপর আঘাত। কাল গেল
অভিমন্যু, আজ ঘটোৎকচ। দুই পার্শ্ব
হ'তে মোর, দুইটি পঞ্জর গেল খসি,
আর যে মস্তক আমি তুলিতে পারি না
যাজ্ঞসেনী।
দ্রৌপদী। মর্ম্মকথা বলি মহারাজ,
অভিমন্যু-মৃত্যু-কথা শুনে, দুই করে
বক্ষ ধ'রে, ছুটে গিয়েছিনু আমি, দিতে
সান্ত্বনা সুভদ্রা ভগিনীরে। ঘটোৎকচে
নিহত শুনিয়া,মনে হ'ল ঠিক যেন
হারায়েছি গর্ভস্থ সন্তানে মহারাজ।
দ্বৈতবনে সেবা তার—ক্লান্ত মৃতপ্রায়
দেখে—আমারে বহন-করিতে আমার
তুষ্টি, রাশি রাশি উপায়ন আনয়ন—
জীবন থাকিতে ভুলিতে যে পারি না হে
মহারাজ। কোনো মাতা গর্ভস্থ সন্তান
হ'তে সেবার করে না প্রত্যাশা। সেই
অনুপম শক্তিধর সন্তান আমার—
আমার ফেলিয়া গেছে চলে। (দাঁড়াইলেন।
যুধি। উঠিলে যে যাজ্ঞসেনী?
দ্রৌপদী। আসিছেন ধনঞ্জয়—সঙ্গে
বাসুদেব।
যুধি। পার্শ্ব-কক্ষে লওগে বিশ্রাম।
(দ্রৌপদীর প্রস্থান।

(অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ)

এস দেবকী পুত্র, এস ধনঞ্জয়।
তোমাদের মঙ্গল ত। বড় আনন্দ, বড়
আনন্দ কেশব, বড় আনন্দ ধনঞ্জয়,
তোমাদের দেখে। তোমরা অক্ষত শরীরে
ফিরে এসেছ। ধনঞ্জয় কর্ণকে কি বধ
ক'রেছ? বল—বল ভাই, নিরুত্তর
থেকো না। বল বাসুদেব। আমি
কর্ণসংহারের ইতিহাস শোনবার জন্য
ব্যাকুল হ'য়ে তোমাদের প্রতীক্ষা ক'রছি।

বল—বল, মৌন থেকো না।

অর্জ্জুন। সূতপুত্রের সঙ্গে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

যুধি। সাক্ষাৎ? জীবনে যা কখন হয়নি, কর্ণের সম্মুখে পড়ে আজ আমার তাই হ'য়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ যা আমার ক'রতে পারেন নি, কর্ণ আমার তাই ক'রেছে। আমার রথধ্বজ ছিন্ন ক'রেছে, পাষ্ণি সারথি অশ্ব—সমস্ত হত্যা ক'রেছে। আর --আর বল্‌তে কষ্ট হ'চ্ছে ধনঞ্জয়, আমাকে ধ'রে আমার প্রতি এমন পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে যে, রণাঙ্গনে আমি, ভীম, নকুল, সহদেব—

অর্জ্জুন। চার জনকেই পরাস্ত ক'রেছে?

যুধি। পরাস্ত কেন ধনঞ্জয়, বন্দী। তারাও যে যার শিবিরে শুয়ে, আমারই মত মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে।

কৃষ্ণ। শুনে কিন্তু আশ্চর্য্য হ'চ্ছি মহারাজ, আপনাদের আয়ত্তে পেয়ে কর্ণ আপনাদের বধ ক'রলে না কেন?

যুধি। কেন ক'রলে না বাসুদেব? যেদিন ক্রীড়াযুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে প্রথম তাকে রঙ্গস্থলে প্রবেশ ক'রতে দেখেছিলুম সেইদিন থেকেই তার ভয়ে আমি অস্থিরভাবে জীবন অতিবাহিত ক'রছি। তার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর আমি নিদ্রিত বা সুখী হ'তে পারিনি। বিনিদ্রিত অবস্থাতেই আমি তার স্বপ্ন দেখেছি! তার ভয়ে ভীত হ'য়ে আমি যেখানে যেতুম, সেইস্থানেই দেখতে পেতুম, সে যেন আমার অগ্রে চ'লেছে। তাকে দেখলেই মনে হ'ত, এত বড় ধনুর্দ্ধর আর পৃথিবীতে আসে নাই।

কৃষ্ণ। আপনার অনুমানে ভ্রম ছিল না মহারাজ!

যুধি। ছিল না—ছিল না, না বাসুদেব? কিন্তু দুর্য্যোধনের সেই নিতান্ত মিত্র সূতপুত্র আমাদের আয়ত্তে পেয়ে বিনাশ করলে না কেন?

কৃষ্ণ। তাতে কি আপনি দুঃখিত?

যুধি। দুঃখিত? বল কি কৃষ্ণ! সূতপুত্রের কৃপায় প্রদত্ত জীবন বহন ক'রছি—এর অপেক্ষা দুঃখ কি আর হ'তে পারে? অসহ্য; বাসুদেব, জীবন অসহ্য হ'য়ে পড়েছে। কখন তার প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু আজ হ'য়েছে! তার মৃত্যুর ইতিহাস না শুনে আর আমি শান্তি পাব না। বল ধনুঞ্জয়, বিলম্ব ক'র না, কেমন করে তুমি তাকে বধ ক'রলে। শুনলুম,রণক্ষেত্রে তোমাকেই কেবল সে অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছিল! তেমাকে পাবার জন্য সে প্রদর্শককে হস্তী, অশ্ব, গো, সুবর্ণময় রথ পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা ক'রেছিল। আমাকে শুনিয়ে তোমার প্রতিও সে পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে। এইবারে বিশ্রাম নিতে নিতে আমাকে বল, সে সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য মহারথকে কেমন ক'রে তুমি বিনাশ ক'রলে।

অর্জ্জুন। এখনো পর্য্যন্ত তাকে বিনাশ করতে পারিনি মহারাজ?

যুধি। কি ব'ললে গাণ্ডীবী?

অর্জ্জুন। এখনো পর্য্যন্ত তাকে বিনাশ করবার সময় পাইনি। আমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলুম।

যুধি। তবে কি নিমিত্ত তুমি আমাকে

দেখতে এলে?

অর্জ্জুন। শুনলুম, কর্ণের অদ্ভুত পরাক্রমে আমাদের বহু সৈন্য আজ বিনষ্ট হ'য়েছে। আমাদের কোনও যোদ্ধা তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি! শুনলুম আপনিও তার বাণে জর্জ্জরিত হ'য়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে শিবিরে ফিরে এসছেন। তাই, যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি।

যুধি। তোমাকে ধিক ধনঞ্জয়। দ্বৈতবনে তুমি আমার কাছে সত্য ক'রে বলেছিলে না, "আমি একাকীই কর্ণকে বধ ক'রব।"

অর্জ্জুন। এখনো ত সত্যভ্রষ্ট হইনি মহারাজ! কর্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হ'য়ে ত আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসিনি!

যুধি। নিশ্চয় পরাজিত। মৃত্যু-ভয়ে যখন রণক্ষেত্রে আজ তার সম্মুখে তুমি উপস্থিত হ'তে পারনি, তখন তুমি পরাজিত নও ত কি? তার সঙ্গে যুদ্ধে যদি তুমি সমকক্ষ নও জানতে, তখন সে কথা পূর্ব্বে বলনি কেন? আমি কর্ণ-বধের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'রতুম।

অর্জ্জুন। সমকক্ষ নই, এরই মধ্যে আপনি জানলেন কেমন ক'রে? আজ রাত্রি-প্রভাতে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধে ক'র্‌ব স্থির ক'রেছি। আপনি আসুন, রণস্থলে আমাদের উভয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। সূতপুত্রকে যদি আমি বিনাশ না ক'রতে পারি, তা হলে মিথ্যা অঙ্গীকারকারীদের যে হীন গতি, তাই আমার লাভ হবে।

যুধি। এখনো সেই অসারগর্ভ মূল্যহীন বাক্য-বিন্যাস। ধিক্, ধিক্—শত ধিক্ তোমাকে। আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তোমার নিতান্ত অন্যায় হ'য়েছে।

অর্জ্জুন। কি হেতু আপনি আজ এরূপ উত্তেজিত মহারাজ? আমি যে বুঝতে পারছি না।

যুধি। উত্তেজনা? কর্ণ সমস্ত রণক্ষেত্রে তোমাকে অন্বেষণ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তুমি আমাকে দেখবার ছল ক'রে, তার ভয়ে সমর-ক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে এলে! আবার বল্‌ছ, কি হেতু আমি উত্তেজিত? যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পলায়ন অপেক্ষা, পঞ্চম মাসে গর্ভে বিনষ্ট হওয়া কিম্বা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করাই তোমার উচিত ছিল। যাও, যদি বুঝে থাক—কর্ণকে বধ করতে তুমি অপারগ, তাহলে তোমার অপেক্ষা সুনিপুণ অন্য কোনও বীরকে গাণ্ডীব প্রদান কর।

অর্জ্জুন। (**শিহরিল**) কেশব—কেশব!

যুধি। তোমার গাণ্ডীবকে ধিক্, তোমার বাহুবলকে ধিক্ তোমার ওই অগ্নিদেব প্রদত্ত কপিধ্বজ রথকেও ধিক্।

(**যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।**

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ—ধর্ম্মরাজ—

(**কৃষ্ণের প্রস্থান।**

(অর্জ্জুন ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিয়া প্রস্থান করিলেন। অস্ত্র হস্তে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন। দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁর অস্ত্র ধারণ করিলেন।)

অর্জ্জুন। কর পরিত্যাগ, নহিলে মর্য্যাদা যাবে।

দ্রৌপদী। বাসুদেব—বাসুদেব!

কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। কি কি সখী?

যাও কৃষ্ণে তুষ্ট কর ধর্ম্মরাজে তুমি।

(দ্রৌপদীর প্রস্থান।

একি সখা ধনঞ্জয়, এই অসময়ে
খড়গ কেন করিলে গ্রহণ? প্রতিদ্বন্দ্বী
এখন তোমার এখানে ত কেহ নাই।
একি, ঘন দীর্ঘশ্বাস, বহ্নিকণা
বিচ্ছুরিত রক্ত দৃষ্টি হ'তে। ধর্ম্মরাজ-
তিরস্কারে, হে মানদ, মনে কি তোমার
সত্যই উঠেছে জেগে তীব্র অভিমান?

অর্জ্জুন। হে কেশব, জান তুমি
আমার উপাংশু
ব্রত—যে মোরে বলিবে, ত্যজিয়াগাণ্ডীব
অন্য হস্তে দিতে, বিনাশ করিব তারে।

কৃষ্ণ। চলিয়াছ তাই ইষ্ট জ্যেষ্ঠেরে
নাশিতে!

অর্জ্জুন। সত্য হ'তে ভ্রষ্ট হ'ব?

কৃষ্ণ। ধিক্ ধিক্ সখা,
ধিক্কার তোমারে শতবার। দেখিয়া
তোমারে
এতাদৃশ রোষ-পরবশ, মনে হয়,
যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ-নিকট হইতে
পাও নাই কভু উপদেশ। সত্য বটে
ধর্ম্মভীরু তুমি, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত
ত ত্ত্ব নহ অবগত। ধর্ম্মনাশ-ভয়ে
করিতে ছুটিয়াছিলে, ধর্ম্ম-বিগর্হিত
হেন কার্য্য ধনঞ্জয়, পৃথিবীতে—
একমাত্র তুমি যার হইতে উপমা!

অর্জ্জুন। হে সর্ব্বতত্ত্বের দ্রষ্টা,
এখনো ত আমি
বুঝিতে নারিনু কিবা তব উপদেশ!
আমারে কি সত্যভ্রষ্ট হ'তে বল তুমি?

কৃষ্ণ। তা কেন বলিব? তবে কিনা
সত্য-তত্ত্ব বড়ই দুর্জ্ঞেয়। এ জগতে
অনেক অসত্য নিত্য সত্য মূর্ত্তি ধরি'
মানবে করিছে প্রতারিত। আত্মজ্ঞান
বিনা, কেহ না করিতে পারে হে পাণ্ডব
সত্যের নির্ণয়। মিথ্যা যদি সত্য মূর্ত্তি
ধরে, সেখানে করিতে হয়, মিথ্যা দিয়া
মিথ্যার বিনাশ। গাণ্ডীব-ধারণ সঙ্গে
সত্য ক'রেছিলে যেই দিন, বল দেখি
সত্যাশ্রয়ী, স্বপ্নেও কি ভেবেছিলে তুমি
এ নিষ্ঠুর বাক্য—ধর্ম্মরাজ-মুখ হ'তে
হইবে বাহির? স্মরণ করহ বীর।
যদি না ভবিয়া থাক, মিথ্যা হয়েছিল
ভাই প্রতিজ্ঞা তোমার। যদি ভেবে থাক,
এখনি বধহ ধর্ম্মরাজে।

অর্জ্জুন। বাসুদেব, বাসুদেব
পাণ্ডবের পিতা মাতা তুমি, আমাদের
গতি ও আশ্রয়। এইবারে রক্ষা কর
ধর্ম্মরাজে, আমারে, তোমারে—জানো যদি
আমার মরণ সঙ্গে তোমারো এ
চারু দেহ লয়। যাও সখা, বুঝিয়াছি—
মিথ্যা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিনু আমি।
প্রতিজ্ঞার কালে, সত্য, উঠে নাই মনে,
তাই কেন, কোন কালে ভ্রমেও জাগেনি
মনে, এ নিষ্ঠুর তীব্র বাক্য ধর্ম্মরাজ-
মুখ হ'তে হইবে বাহির।

কৃষ্ণ। কখনো যা করনি জীবনে,
তাই কর-
ধর্ম্মরাজে কর অপমান। অশ্রদ্ধার
বাক্যর প্রয়োগে মৃতকল্প ক'রে দাও
তাঁরে। দেহ নাশে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু নহে,
মৃত্যু অপমানে। ওই আসিয়াছেন তিনি,
কর্ণ-কৃত অপমান, অসহ্য হ'য়েছে

তাঁর, দেখিছ না—এখনও শান্তি-চিহ্ন
ফুটে নাই মুখে? প্রথমে উত্যক্ত কর
বাক্য-বাণে, তারপর দুইজনে মিলি'
চরণ ধারণ। তোমার প্রতিজ্ঞা তাতে
রক্ষা হবে সখা।

(দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

দ্রৌপদী। অনর্থক আপনার
দুঃখ মহারাজ! না করিয়া তিরস্কার
তৃতীয় পাণ্ডবে, আদেশ করুন তাঁরে।
বলুন রাজন্, "যতক্ষণ কর্ণে তুমি
করিতে নারিবে ধরাশায়ী, ততক্ষণ
এ শিবিরে দেখিতে আমারে আসিও না।
আর, যদ্যপি অশক্ত হও তুমি,
ও মুখ আমারে আর দেখায়ো না।"

অর্জ্জুন। আমি—আমি
কেন আসিব না যাজ্ঞসেনী! সূতপুত্রে
বধ, ইচ্ছা সে আমার। ওই দুর্ব্বলতা ভরা
নারী-বুদ্ধি রাজার আদেশ অশ্রদ্ধেয়
বুঝিতেছি আজি! হে দুর্ব্বল-প্রকৃতিক,
দ্রৌপদী-লাঞ্ছনা, তোমা হ'তে রাজ্য-
নাশ—
এ মহা ভারত-যুদ্ধ, এই সব গুরুজন,
এই সব আত্মীয়-বিনাশ—একমাত্র
তুমিই কারণ তার। না দেখে নিজের
দোষ,
রণক্ষেত্রে হতে পলাইয়া, দ্রৌপদীর
শয্যায় বসিয়া—নির্লজ্জের মত তুমি
আমারে করিলে তিরস্কার। ধিক্ তোমা'-
অত্যন্ত নিষ্ঠুর তুমি, তোমার নিকটে
অবস্থানে, আমরা কেহই নহি সুখী।

দ্রৌপদী। একি কথা শুনি—কার
মুখে! কৃষ্ণ- সখা
ধনঞ্জয় তুমি! আর তুমি? সত্য কি
দাঁড়ায়ে সম্মুখে মোর দেবকী-নন্দন?

একজন করে গুরু-অপমান, অন্য
জন সে দুর্ব্বাক্য স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া
শুনে। **(অবনত মস্তকে ভূপতিত হইলেন।**

যুধি। সংক্ষুব্ধা হ'য়ো না প্রিয়তমে।
সত্য
বলিয়াছে ধনঞ্জয়। সত্য—সত্য, যত
অনর্থের মূল আমি। হে অর্জ্জুন, এক
বর্ণ মিথ্যা নাই উক্তিতে তোমার। সত্য,
অত্যন্ত অসৎকার্য্য করিয়াছি আমি।
একমাত্র আমি, তোমাদের সকলের
দুঃখের কারণ। নিতান্ত ব্যসনাসক্ত,
আমি মূঢ়, ভীরু, অলস ও কাপুরুষ।
আমাদের কুলনাশে আমিই কারণ!
অতএব ওই খড়্গে এখনি আমার
কর মস্তক ছেদন। কিম্বা যাই চ'লে
বনে। কি হেতু তোমরা আর থাকিবে হে
অধীন আমার? সুখী হও তুমি। রাজা
হ'ক ভীমসেন; কিন্তু ভ্রাতঃ, আর তুমি
তীব্র বাক্য ব'ল না আমারে। সহ্য আমি
করিতে নারিব আর। **(প্রস্থানোদ্যত।**

দ্রৌপদী। কোথা যান মহারাজ?
বনে?
আমি সঙ্গে যাব প্রভু—সঙ্গে লও,—
দাসীরে তোমার সঙ্গে লও। এই সব
ধর্ম্মবেত্তা মহাত্মার কাছে, আমিও যে
থাকিতে অশক্ত মহারাজ। **(প্রস্থানোদ্যত।**

কৃষ্ণ। আর কেন প্রাণহীন মত
দাঁড়াইয়া
সখা, এসো,—দুইজনে দুইটি চরণ
ধরি' আনি ফিরাইয়া মহাত্মায়।

(উভয় কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের পদধারণ।

ফিরিয়া আসুন মহারাজ!

অর্জ্জুন। আসুন ফিরিয়া মহারাজ!
হে ইষ্ট, রক্ষিতে ধর্ম্ম, দুর্ব্বাক্য ব'লেছি

আপনারে। দাস প্রতি প্রসন্ন হইয়া
করুন-করুন তারে ক্ষমা।

যুধি। বাসুদেব, ওঠো।
ধনঞ্জয় হঠো। প্রসন্ন হ'য়েছি আমি।

কৃষ্ণ। আমারি ইচ্ছায় মহারাজ, সখা
তীব্র বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে আপনারে।
অবিদিত নহে আপনার, গাণ্ডীবীর
সে উপাংশু ব্রত, যে বলিবে তারে
গাণ্ডীব অন্যের হস্তে করিতে প্রদান,
তখনি সে তাহারে বধিবে।

যুধি। এতক্ষণে
বুঝিয়াছি প্রিয়তম, কর্ণ-অপমানে
সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিনু আমি।
উঠ প্রিয়, উঠ প্রাণাধিক, সত্যই যে
বধ্য আমি। কৃপা করি, কেশব আমার
করিয়াছে, তাই এই মৃত্যুর বিধান।

কৃষ্ণ। করিয়া গুরুর অপমান,
অনুতাপে
আত্মহত্যা ইচ্ছা যদি জাগে মনে, সখা,
নিজের প্রশংসা কর রাজার সম্মুখে।
গুরুজন-অপমান মৃত্যুর সমান।
সেই মত স্বগুণ-কীর্ত্তন—আত্মহত্যা
হ'তে ভিন্ন নহে। করিয়াছ গুরু-বধ,
এইবার আত্মহত্যা কর ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। কেশব আদেশে বলি, করুন
শ্রবণ-
মহারাজ, এক পিনাকী শঙ্কর ভিন্ন
মম তুল্য ধনুর্দ্ধর কেহ নাহি আর।

যুধি। বলিতে হবে না আর প্রিয়।
বলিতেছি,
কেশব-সম্মুখে, নিষ্পাপ—নিষ্পাপ তুমি।

কৃষ্ণ। উভয়েই শ্রীচরণে অপরাধী
মোরা-
প্রসন্ন হইয়া, হে আর্য্য, করুন ক্ষমা।

(যুধিষ্ঠিরের উভয়কে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ।

অর্জ্জুন। এইবারে অনুমতি চাহি
মহারাজ,
নিশা-শেষে কর্ণ-বধে করিব প্রয়াণ।
প্রতিজ্ঞা আমার—রণে—কর্ণকে না করি'
নিপাতিত, কবচ না করিব মোচন
দেহ হ'তে।

কৃষ্ণ। আমারো প্রতিজ্ঞা মহারাজ,
পৃথিবী করিবে অদ্য কর্ণ-রক্ত পান।

যুধি। আয়ু-বৃদ্ধি অরাতি-বিনাশ,
শোক-ক্ষয়-
হ'ক জয় লাভ। **(দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।**

অর্জ্জুন। আর কেন বাসুদেব?
আবার প্রস্তুত কর রথ।

কৃষ্ণ। অগ্রসর হও না সখা।
(অর্জ্জুনের প্রস্থান, বাসুদেব প্রস্থানোদ্যত, পশ্চাৎ হইতে দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের হস্ত ধরিলেন।

দ্রৌপদী। এ কি দৃশ্য দেখিলাম
আজি! এখনো যে
বিস্ময়ে আতঙ্কে অবসন্ন হৃদিস্থল!
দেখি নাই কখন ত হেন যুধিষ্ঠির,
স্বপনেও দেখিতে সাহস নাই, হেন
ধনঞ্জয়। এও কি তোমার এক লীলা?

কৃষ্ণ। জিজ্ঞাসিলে যদি, তবে শুন!
আজ যারে
বধিতে হইবে রণস্থলে, তার তুল্য
ধনুর্দ্ধর আসেনি ধরায়। শুধু তাই
কেন, শুধু ধনুর্দ্ধর কেন সখী, কর্ণ
ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান,
শত্রুর (ও) উপরে দয়াবান।

দ্রৌপদী। এতাদৃশ সূতপুত্র?

কৃষ্ণ। এতাদৃশ কর্ম্ম! ইহা হ'তে
আরো সখি আশ্চর্যের কথা, একমাত্র
আমি ভিন্ন,—অবশ্য আমারে যদি তুমি
মনে—মুখে বল অন্তর্য্যামী—

দ্রৌপদী। অন্তর্য্যামী তুমি নারায়ণ!

কৃষ্ণ। আমি ভিন্ন এ জগতে
আর কেহ নাই, বাহির দেখিয়া তার
অন্তর বুঝিতে পারে। দৃষ্টি অন্ধ-কারী
জ্যোতিষ্ক-প্রধান সবিতার বক্ষস্থলে
কেয়ূর-কুণ্ডল বাণ, শঙ্খ চক্রধারী
লুক্কায়িত মহাপুরুষের মত, ওই
অপূর্ব্ব পুরুষ সকলের দৃষ্টি' পরে
ভ্রমিতেছে আপনারে লুকাইয়া। আজি,
রণস্থলে সেই মহাবীরের সংহার।
একমাত্র বধ্য কর্ণ অর্জ্জুনের বাণে—
তাও যদি সখা মোর কায়ে, বাক্যে, মনে,
সত্যের আশ্রয় করে। কণামাত্র মিথ্যা
যদি লুক্কায়িত থাকিত অন্তরে, তার,
গাণ্ডীবের অঙ্গ হইত না ক্ষত।
ধর্ম্মরাজ-আচরণে, তোমারি মতন
সখি, মাঝে মাঝে সখার হৃদয়মাঝে
জাগিত বিদ্বেষ, কিন্তু প্রকাশ করিতে
কোনকালে সাহস আসেনি তার। আজ
জ্যেষ্ঠের কৃপায়, মুক্ত পার্থ সেই পাপ
হ'তে। তার ফলে, আজ—কি তোমারে বলি
যাজ্ঞসেনী—(সমাধিস্থ হইলেন।

দ্রৌপদী। ও-কি—ও-কি! জনার্দ্দন,
হীন নারী,-
এ সংক্ষোভ বুঝিতে না পারি—শুনিবার
নয় যদি শুনিতে না চাই।
কোথা গেলে তুমি? ফিরে এসো—
ফিরে এসো।
চরণে দুলিছে বসুন্ধরা—কাঁপে তারা,
কাঁপে তীব্র জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী—ছুটে বায়ু
মত্ত ঝঞ্ঝামত—আকাশ দুলিছে ওই-
ফিরে এসো নারায়ণ!—এ বিশ্ব জগত
যেন লুকাইছে নিজের উদরে। এই ভীম
বিশালতা মাঝে, আমি একা-হে গোবিন্দ,
ফিরে এসো—ফিরে এসো। স্তব্ধ গম্ভীরতা
ল'য়ে আসিতেছে আমারে ঘেরিতে মৃত্যু।
ফিরে এসো সখা, ফিরে এসো
আপনাতে।

কৃষ্ণ। (মুদ্রিত চক্ষে) এসেছি, এসেছি
আমি। এই যে সম্মুখে—
মাথা তোলো, খোল চক্ষু—হে অভিমানিনী।

দ্রৌপদী। আমাকে নয় ত সম্বোধন।
কেবা তুমি
ওগো ভাগ্যবতী? কোথা তব ঘর? কান্
অজ্ঞাত প্রদেশ হ'তে পরম-পুরুষে
তুমি, এমন করিলে আকর্ষণ? আমি
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পলক-বিহীন চোখে
খুঁজিয়া না পাই তাঁরে। এত ভালবাসা-
তবু আমি বিনিক্ষিপ্তা সহস্র সহস্র ক্রোশ
দূরে!

কৃষ্ণ। কিছুই না চাও? হে মানদে,
তবে কেন এ আগ্রহে আমারে করিলে
আকর্ষণ? যা চাহিবে—আজ,
যে প্রার্থনা উঠিবে তোমার মনে।-বল।
পারিলে না? তবে লহ মোর নমস্কার।
নমস্কার! জান না কি নমস্যা আমার
তুমি? তবে? আ'বার নমস্কার।-
(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)
(উত্থিত হইয়া) ওই উঠে শঙ্খধ্বনি
সখি—ডাকে সখা
ব্যাকুল আহ্বানে। আর কথা কহিব না,
চলিলাম কর্ণবধে; বলিবার যদি
কিছু থাকে, কর্ণের জীবন শেষ করি'
নির্জ্জনে বসিয়া তোমারে শুনাব সখি।

এখন চঞ্চল আমি—বিদায়, বিদায়।

(প্রস্থান।

দ্রৌপদী। আর কথা শুনিতে সাহস
কোথা মোর।
কর্ণ-বধ-পূর্ব্বে সখা, আমাকেও বধি
গেলে তুমি। মৃত আজ ধর্ম্মরাজ, মৃত
ধনঞ্জয়—সেই সঙ্গে মরিল পাঞ্চালী।
স্বয়ম্বর সভাস্থলে—তোমারি সম্মুখে
ওই পুরুষ-প্রধানে হীন সূত ব'লে
করিয়াছি অপমান আমি! বুঝিয়াছি
কোথা গিয়েছিলে কৃষ্ণ। ওগো ভাগ্যবতী
সূত-কন্যা ওগো নরশ্রেষ্ঠের ঘরণী,
প্রণিপাত করি আমি তোমার উদ্দেশে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ণ-শিবির

বৃষকেতু

গীত

আমার নয়ন জলে ভাসছে দু'টি রাঙ্গা পা।
আমার দেখা দেখি আমি
পরের দেখা দেখবো না।
দেখছি আমি ওই যে নাচে,
যাচ্ছে দূরে, আসছে কাছে
সোনার ছবি ভাঙ্গে পাছে
নয়ন জল আর মুছবো না।
পাগল আমার বলুক লোকে কারো কথা
শুনবো না। (প্রস্থান।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। বলে কিনা—"মাথা তোল
হে অভিমানিনী।"
কি হেতু তুলিব মাথা? কেন না হইবে
অভিমান? শ্রেষ্ঠরথী, গরিষ্ঠ তাপস,
সত্যাশ্রয়ী, দাদার অগ্রণী—তাই কেন?
নাইবা হ'ইল স্বামী তপস্বী-প্রধান,
নাইবা হইল শ্রেষ্ঠদাতা—নরদেহে,
হে মায়া-মানুষরূপী, স্বামী যে আমার
মানব-সম্পর্কে সদা নমস্য তোমার।
জ্ঞানমূর্ত্তি, হে বিধিজ্ঞ, হে পাণ্ডব-সখা,
এ কথা কি তোমারে বুঝাতে হবে?
তুমি—
সেই তুমি ওগো—নিত্য স্বরূপে প্রকাশ,
দিলে কিনা তব জ্যেষ্ঠে—গরিষ্ঠ পাণ্ডবে
এতকাল সম্পর্ক-গোপন উপহার?
ক'রেছিনু সত্য—সত্য অভিমান। কেন?
ধর্ম্মরাজ, ভীমার্জ্জুন না জানুক তারা,
তুমিত' জানিতে প্রেমময়। ওই সত্য-
স্বামীরে আমার যদ্যপি বলিতে ছিল
বাধা, আমারে বলিতে কি দোষ ছিল হে
বাসুদেব। আমিতো—তুমিতো জানো, সদা
সর্ব্বক্ষণ তোমার মিলনাকাঙক্ষী দীনা
ভ্রাতৃজায়া। 'কি চাই মানদে। কি চাহিব?
হে কপট, সত্যই কি ভেবেছিলে তুমি,
তোমার নিকটে ভিক্ষা মেগে লব আমি
দেবরের পরাজয়?

বৃষকেতুর প্রবেশ

আয় বৃষকেতু,
আয় কাছে, আরো কাছে, বক্ষের ভিতরে
প্রাণাধিক! কি হেতু বিষণ্ণ ওরে শিশু?

বৃষ। মা, মা। প্রতিশ্রুতি দিয়ে
গেলো, কই, কোথা
তোমারে মা দেখা দিতে এলো বাসুদেব?

পদ্মা। বাসুদেব-বাক্য মিথ্যা কভু হয়
না রে।
দেখিতে কি ব্যাকুল হইলি বৃষকতু?

বৃষ। ব্যাকুল হ'য়েছি মাতা।
হ'তেছে সঙ্কুল
যুদ্ধ। দূর হ'তে শুনিলাম আমি, পিতা
এমন করিছেন রণ, পাণ্ডব-কটকে

উঠিয়াছে আর্ত্তনাদ—"বাসুদেব! রক্ষা কর তোমার পাণ্ডবে!"

পদ্মা। বলুক—বলুক—তারা, শোন্ বৃষকেতু, বলি তোর কানে কানে। দেবতা না শুনে-আরো কাছে—ওরে আরো কাছে—তুইও বল্‌রে শিশু উর্দ্ধে চেয়ে, যুক্তকরে, "বাসুদেব! রক্ষা কর তোমার পাণ্ডবে!"

বৃষ। উন্মাদিনী হ'লে মাতা!

পদ্মা। না রে বৎস, পাণ্ডব-গৃহিণী

আমি, কেন
হব উন্মাদিনী? পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ-সে যে সখা তোর, সখা মোর, সখা তোর মহাত্মা পিতার।

বৃষ। একি বল—একি বল—প্রবল আতঙ্কে কাঁপে হৃদয় আমার—

পদ্মা। বৃষকেতু! এসেছিল!

বৃষ। কে মা—বাসুদেব?

পদ্মা। কুহকী—কুহকী—এসেছিল
বৃষকেতু,
বেঁধে গেল ঘনিষ্ঠ বন্ধনে।

বৃষ। ওকি—ওকি—কোলাহল—
মাতা

পদ্মা। উঠুক—উঠুক বৎস। উঠুক সে প্রবল গর্জ্জনে—শোন্-শোন্-ওরে প্রাণাধিক! পাণ্ডবের সৃত তুমি! ভয় কি—ভয় কি!—পাণ্ডব-উল্লাস- সঙ্গে উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার। ওরে বৎস, পিতা তব ত্রি-জগত মাঝে যেখানে যা ছিল তার, সমস্ত করিয়া গেছে দান। অবশিষ্ট একমাত্র তুমি, আমি তোরে আগে হ'তে করিয়াছি কৃষ্ণে সমর্পণ। উঠুক উঠুক ধ্বনি। কার জয়-কার পরাজয়? আয়, দেখে আসি-মৃত্যু যেথা জীবনে করিছে আলিঙ্গন!

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

ভগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ

কর্ণ। কেন মরিল না, কেন
মরিল না, কেন
মরিল না ধনঞ্জয়? মিথ্যা কি আমার শিক্ষা? মিথ্যা কি ঋষির বাক্য? মৃত্যু
নিজে
পরশিতে ধনঞ্জয়ে হ'ল কি শঙ্কিত? না—না—ওকি দৃশ্য—অদ্ভুত—অচিন্ত্য! আর ত মানব বলা চলে না তোমায় বাসুদেব! দেবের (ও) যা' সাধ্য বহির্ভূত, ওই নমনীয় দেহে ধ'রে কি বিশ্বের ভার, হে কৃষ্ণ করিলে তুমি কপিধ্বজে ভূতলে প্রোথিত! নহে জীবন-মরণ-সন্ধিক্ষণে, কে রক্ষা করিল ধনঞ্জয়ে? তুমি—নিষ্ফল করিয়া—তুমি, হে কেশব; আমার সন্ধান মৃত্যু-বাণ। স্পর্শে যার-দেবেন্দ্র লুটাতো ভূমি তলে, বায়ুস্পর্শে মরিত মানব—সেই বাসুকী-প্রদত্ত শক্তি—জ্বালাময়ী নাগের নিশ্বাসে—
গেলো
ভৈরব হুঙ্কারে শূন্যে ছুটে, ফিরে এলো শুদ্ধ মাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া! প্রয়োগে বিভ্রম নয়, শৈলেন্দ্র-হৃদয় মত লক্ষ্য মোর স্থির, সোদর-মমতা পারে নাই করাঙ্গুলি করিতে কম্পিত! মহাশক্তি—নাগদত্ত—রামমন্ত্র-বলে নিয়তি-প্রেরণামত চির জাগরিত—তথাপি না মরিল অর্জ্জুন। পরিবর্ত্তে

মরিলাম আমি। কে আমি? কিরূপ আমি!
মৃত্যু ও আমার মধ্যে ছিল কি অলঙঘ্য
ব্যবধান।—কোন্ ছিদ্রপথে প্রবেশিয়া
আমারে করিল মৃত্যু গ্রাস?-জন্ম-জন্ম।
অছিদ্র আম্রের মধ্যে লুক্কায়িত কীট-
ভ্রূণমত—জন্ম—জন্ম। এক দেবতার,
কিশোরীর কৌতূহলে নির্লজ্জ লালসা!
জন্ম—জন্ম—একমাত্র রন্ধ্রপথ ছিল
ওইখানে। তাই আজ ওরে ও মরণ।
মগ্ন-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস্ত ভুলিয়া
ব'সে আছি। ওরে ও মরণ—বিস্মরণে
জন্ম তোর! তুই এলি—জন্মের লাঞ্ছন-
স্মৃতি মুছাতে নারিলি। চারিদিকে শূন্য-
মধ্যে আমি। আমার অন্তরে প্রবেশিয়া
ব্যঙ্গ করে বিরাট শূন্যতা। বাসুদেব!
পর কিহে তুমি এই মর্ম্মহীন, ঘন,
স্তব্ধ শূন্যে বিদলিতে? পার কি করিতে
পূর্ণ তারে? যদি পার—

কৃষ্ণের প্রবেশ

কে তুমি? এসেছ—এসেছ জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। জনার্দ্দন নহি আমি ভাই—
আমি কুন্তী-ভ্রাতা বাসুদেব-সুত কৃষ্ণ।

কর্ণ। সঙ্গে?

কৃষ্ণ। কেহ নাই।

কর্ণ। তব সখা ধনঞ্জয়?

কৃষ্ণ। আমি আসিতে দিইনি তারে।

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথীর এ পতন
লাঞ্ছনা—
এখানে আসিয়া দেখা হ'ত কি উচিত আর্য্য?

কর্ণ। তুমি ত এসেছ কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। আমি—আমি—কাঁদিতে
এসেছি।

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ, মগ্ন-রথ
বীর উপাধান, ভূমিতল—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
শয্যায় শয়ান, ভূলুণ্ঠিত দেহ ল'য়ে
আমার আত্মীয় চারিধারে—এত বড়
আনন্দের দীর্ঘ রাত্রি সম্মুখে আমার—
এ অপূর্ব্ব শুভক্ষণে আসিলে কেশব
ভ্রাতারে কপট অশ্রু দিতে উপহার।

কৃষ্ণ। বীরত্বের, অভিমানী কর্ণের
মরণ
দেখিতে, ফেলিতে চক্ষুজল, আসি নাই
ভ্রাতঃ! পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে
আঁখি। আজি দাতাকর্ণ চ'লে যায় নিঃস্ব
ক'রে তারে।

কর্ণ। কি বলিয়া করিব তোমারে
সম্বোধন।—ভগবান?

কৃষ্ণ। তব স্নেহাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা।

কর্ণ। তুমি ভগবান।

কৃষ্ণ। ওকি কথা ভাই!
মানুষ কি হয় ভগবান?

কর্ণ। ভগবান হয় ভগবান।
কিন্তু ভাই, ভগবান ইচ্ছা যদি করে,
(অধরে হস্তদান)
এই মত—প্রাণাধিক, ঠিক এই মত
মূর্ত্তি ধরে। এই মত নবীন নীরদ বর্ণ,
এই মত চির-চঞ্চলতা মাঝে স্থির
নীরজ-আয়ত দু'টি আঁখি—কিন্তু কই,
কোথা বনমালা বনমালী?

কৃষ্ণ। প্রেমস্পর্শ দাও ভাই বুকে,
হ'ক মুণ্ডমালা বনমালা।

কর্ণ। (আলিঙ্গন) এই লহ
ভাই স্পর্শ—এ ইচ্ছা তোমার। অষ্টাদশ
অক্ষৌহিণী সম্মুখে আমার, মাথা দিয়া
পড়িয়াছে ধর্ম্মের দুয়ারে, কুরুক্ষেত্রে
হ'ক পুষ্পোদ্যান—প্রফুল্ল কুসুমমাল্য
তোমারে করুক আলিঙ্গন।

কৃষ্ণ। ভাই—ভাই!

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ? কোথা তুমি? সহসা উঠিলে কি কারণ?

কৃষ্ণ। আসিছেন রুদ্রমূর্ত্তি লয়ে ভীমসেন।

কর্ণ। আসিতেছে? বুঝিয়াছি কেন আসিতেছে? যদ্যপি জীবিত দেখে মোরে, অজ্ঞান নিষ্ঠুর বাক্য অজস্র শুনাবে। শুনা কি কর্ত্তব্য কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। না আর্য্য, নাভাই, কদাচ কর্ত্তব্য নয়! সে যে মাত্র জানে আপনারে, হীন- সূতরাধার নন্দন— দুর্য্যোধন হ'তে তুমি যে অধিক শত্রু তার।

কর্ণ। দাও ভাই কর-পদ্ম, শীঘ্র দাও— হৃষীকেশ! এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম্ম অধিকারে, যা' ক'রেছি, যা' বলেছি, যাহা কিছু ক'রেছি স্মরণ, সমস্ত সমস্ত— আমার সমস্ত ল'য়ে, আমাকে তোমার করে দিলাম সঁপিয়া।

কৃষ্ণ। দাও ভাই দাও— আদিত্যমণ্ডল হ'তে তোমারে হারায়ে অপূর্ণ ছিলাম সখা। হে চির-গোপন। অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি, পরিপূর্ণ- পরিপূর্ণ আমি।

কর্ণের সমাধি, ভীমের প্রবেশ

ভীম। কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। এই যে সম্মুখে আপনার।

ভীম। বটে, বটে—সত্যই ত এই যে সম্মুখে তুমি।

কৃষ্ণ। অত্যন্ত উল্লাসে ঘটেছে দৃষ্টির হানি! হীন-রাধা-পুত্র আজ পড়েছে সমরে। দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, যদি দেখে থাকো, কোথা সেই নীচাত্মার ভূলুণ্ঠিত দেহ।

কৃষ্ণ। মরেছে যখন "হীন-সূত", দেহ দেখে তার, লাভ কি কৌন্তেয় আপনার?

ভীম। আছে- আছে লাভ। জান না, জান না ভাই তুমি, সে দুরাত্মা করেছে আমার কি লাঞ্ছনা আকর্ষিয়া—গলে দিয়া ধনুকের ছিলা, গণ্ডে মোর ক'রেছে চুম্বন। অপবিত্র ওষ্ঠের পরশ মাখায়ে দিয়াছে সেথা অসংখ্য বৃশ্চিক-জ্বালা। এখনো সে জ্বলে। দুঃশাসন-বক্ষ-রক্ত দিয়াছি প্রলেপ, তবু, কৃষ্ণ, উগ্র তাপে এখনো সে জ্বলে। দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, বিষ দিয়া করি বিষক্ষয়—সে দুরাত্মার রক্ত দিয়া মুছে লই জ্বালা।

কৃষ্ণ। ওই যে সম্মুখে ভ্রাতঃ—মগ্ন- চক্র রথে পৃষ্ঠ দিয়া, স্মৃতিচ্যুত শবরাজি আসন করিয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে, সমাধিতে মগ্ন ওই—ওই যে, ওই যে মহাযোগী।

ভীম। একি কৃষ্ণ, জল ভারাক্রান্ত কেন আঁখি। কি আশ্চর্য্য! কার শোকে? ওই পাণ্ডবের চিরশত্রু রাধার নন্দন কাতর কি করিল তোমারে।

সহদেবের প্রবেশ

সহ। দাদা, দাদা। সত্বর শিবিরে এস ফিরে।

ভীম। কেন—কেন সহদেব?

সহ। ঘটিয়াছে দুর্ব্বোধ্য ঘটনা— কর্ণের নিধন-বার্ত্তা শুনি মূর্চ্ছাগতা ভূপতিতা মাতা। কোন মতে ফিরিছে না

জ্ঞান। ভাসিছে পাঞ্চালী নয়নের জলে,
হেঁটমুণ্ডে ধর্ম্মরাজ ব'সে পদতলে,
পার্শ্বে তাঁর দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ধনঞ্জয়।

নকুলের প্রবেশ

ভীম। নকুল—নকুল। মৃতা কি
জীবিতা মাতা?

নকুল। হ'লে মৃতা হ'তেন
জীবিতা। জীবনের
সঙ্গে গাঁথিয়া মরণ জেগেছে জননী।
আসিছেন ধর্ম্মরাজ, পাঠা'লেন মোরে
পূর্ব্বে তাঁর সাবধান করিতে তোমারে।
হে আর্য্য, রাজ আজ্ঞা—কোন মতে যেন
অশ্রদ্ধার বাণী বহির্গত নাহি হয় কর্ণের
উদ্দেশে

ভীম। কি রহস্য বাসুদেব?

(যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রবেশ, যুধিষ্ঠির কর্ণের পদতলে বসিলেন)

যুধি। হে অগ্রজ, হে রাজর্ষি, হে
শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব,
পঞ্চানুজ পঞ্চদাস তব পদতলে,
একবার নিম্ন কর আঁখি।

ভীম। কে অগ্রজ, কে অগ্রজ?
পাণ্ডব-অগ্রজ—রাধাসুত।

কৃষ্ণ। কৌন্তেয় কৌন্তেয়, বৃকোদর!
দাও শ্রদ্ধা-
কর প্রণিপাত পদতলে।

(সকলে কর্ণের পদতলে বসিলেন, কর্ণ উত্থিত হইলেন)

কর্ণ। সারা বিশ্ব পশ্চাতে রাখিয়া,
একবার
দাঁড়াও সম্মুখে ভীমসেন। একবার
স্নিগ্ধ নেত্রে চাহ মোব পানে। মনে কর
দৃঢ় ধারণায়, এ জগতে আছ মাত্র
তুমি আর আমি। ধরাত্যাগ-মুখে,ইচ্ছা
শুনা'তে তোমারে এই বিচিত্র কাহিনী
কাহিনী বিচিত্র—কাহিনী বিষাদ-পূর্ণ।
সেই বিষণ্ণতা কেবল কৌন্তেয়-ভোগ্য
অবশ্যই রাখিয়াছ জ্বলন্ত স্মরণে
সেই দিন—যে দিন আমার সঙ্গে যু
হে অতুল-বীর্য্য-অভিমানী, হ'য়েছিল
মর্ম্মচ্ছেদী দুর্দ্দশা তোমার। মর্ম্মচ্ছেদী—
মনে হয় যন্ত্রণায় তার, তুমি মৃত্যুদা
দেবতার কাছে বারংবার ক'রেছিলে
মরণ কামনা। মর্ম্মচ্ছেদী সে দুর্দ্দশা—
ভগ্ন-রথ, ভগ্ন-ধনু হতাশ্ব-সারথি,
হস্তচ্যুত, চূর্ণীকৃত, দূর-ক্ষিপ্ত গদা—
মগ্ন-আঁখি আলেখ্য-নিশ্চল-সর্ব্বশক্তি
রুদ্ধ দেব-গৃহে—অস্তিত্ব-প্রকাশ-শক্তি
ছিল মাত্র মুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের পথে।
সে নিশ্বাস মৃত্যুদাতা দেবতার কাছে
কেবল চেয়েছে মৃত্যু। তথাপি জানিত
তুমি, তোমার জীবন—শুধু কি তোমর?—
থাকুক সে কথা—ওই তোমার জীবন
এই বজ্র-মুষ্টি মধ্যে ছিল অবস্থিত।
নিশ্চয় জানিতে তুমি সামান্য পেষণে-
পিপীলিকা-বিনাশ-ইঙ্গিত মত, অতি
ক্ষীণ অঙ্গুলি প্রহারে আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু
আসি' নিঃশব্দে করিত তোমা' গ্রাস। কিন্তু
বৃকোদর, মৃত্যু আসিল না। হে প্রচণ্ড
রাধেয়-বিদ্বেষী, মরণের পরিবর্ত্তে
পড়িল তোমার গণ্ডে নিয়তি-রহস্য
আবরিয়া, দেবতা মানবে লুকাইয়া—
পড়িল তোমার গণ্ডে পিপাসা-রচিত
এক স্নেহের প্রহার। রাধেয়-বিদ্বেষে
নষ্ট-বুদ্ধি বৃকোদর, মধুর মাধুর্য্য
তার বুঝিতে অক্ষম হ'লে তুমি। তীব্র
রাধেয়-বিদ্বেষ ফুৎকারে—ফুৎকারে
সে অমৃতে, সে-মর্ম্ম-মথিত স্নেহরসে-

সেই অধর-পরশে করিল যন্ত্রণা-
ভরা বিষে পরিণত। শুনহে পাণ্ডব,
এইবার সে অধর-স্পর্শ ইতিহাস।
এক কুমারীর এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে
ক'রেছিল এক শিশু ধরণী আশ্রয়।
নিষ্ঠুর সমাজ-ভয়ে জননী তাহার
পারিল না তুলিতে তাহার অঙ্কে—দিল
বিসর্জ্জন। বুঝি সে তটিনী, ভীমসেন,
জন্ম ল'য়েছিল তার নয়নের জলে।
সেই জল-স্রোতে ভাসিয়া চলিল শিশু।
তীরে দাঁড়াইয়া ওই অভাগিনী মাতা,
ভেসে যায় সম্মুখে তাহার নবোদিত
মাতার মমতা—'কোথা আছ কে দেবতা,
রক্ষা কর সন্তানে আমার,'—ভীমসেন,
মুগ্ধা জননীর সেই তীব্র কাতরতা
আশীর্ব্বাদ রূপ ধ'রে বালকে করিল
মৃত্যুঞ্জয়ী। ভেসে ভেসে চলিল সে,
ভেসে উঠিল সে আর এক জননীর
অনন্ত বাৎসল্য ভরা কোলে। হ'য়েছিল
সে অজেয়, হ'য়েছিল সে অমর সম
কিন্তু ভাই, কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে
অকস্মাৎ দেখিল সে, জীবন-মরণ
যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, তীক্ষ্ণ বাণ
ধরিয়াছে—বিদীর্ণ করিতে বক্ষ মত্ত-
প্রতিজ্ঞায়—তাহার অনুজ সহোদর।
মনুষ্যত্ব তথাপি করিল উত্তেজনা,
অভিমান ভ্রাতৃবধে করিল প্রেরণা।
কিন্তু ভাই, অমরত্বে করিয়া আশ্রয়
যতবার তুলিতে গেছে সে মৃত্যুশর,
অমনি তাহারে দিতে বাধা—ওই ওই—
আবার আকাশে প্রিয়তম—ওই সেই
দরবিগলিত আঁখি, ম্লানতা-রূপিণী,
ভিক্ষার অঞ্জলি-ধরা, যেন কত চৌর্য্য-
অপরাধ-কৃপা, আমার কৌমার্য্যময়ী
মাতা। ওই—ওই তীব্র মাত্‚ আবির্ভাবে
অমরত্ব বিলায়েছি, অস্তিত্ব সযত্নে
লুকায়েছি, এ অন্তরে বিস্মৃতি ঢেলেছি
ভারে ভার। তার ফলে ক্ষুধার্ত্ত মেদিনী-
গ্রস্ত-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস্ত সঁপিয়া—
কই? বাসুদেব—বাসুদেব,
একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর।
সম্মুখে দাঁড়াও নরায়ণ।